বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও সমকালীন রাজনীতি : ১৯৭২-৯০

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ

সুপারভাইজার
ড. মোঃ গোলাম রহমান
অধ্যাপক
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. সাখাওয়াত আলী খান
সুপারনিউমারারি অধ্যাপক
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

465935

গবেষক
কামরুল হক
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

GIFT

বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও সমকালীন রাজনীতি : ১৯৭২-৯০

কামরুল হক

465935

Dhaka University Library
465935

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ে

পিএইচ. ডি. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে পেশকৃত অভিসন্দর্ভ

২০১১

Dhaka University Institutional Repository

P.

465335

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, 'বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও সমকালীন রাজনীতি : ১৯৭২-৯০' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমি এই গবেষণাকর্মের বিষয়বস্তু পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোথাও প্রকাশ করিনি। ইতোপূর্বে কোথাও পিএইচ. ডি. অথবা অন্য কোনো ডিগ্রির জন্য এই গবেষণাকর্ম পেশ করিনি।

কামরুল হক
পিএইচ. ডি. গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ: ৩২/২০০৮-২০০৯ (পুনঃ)
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

465335

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

কামরুল হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে আমার তত্ত্বাবধানে **'বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও সমকালীন রাজনীতি : ১৯৭২-৯০'** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছেন। তাঁর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ: ৩২/২০০৮-২০০৯ (পুন:) ।

কামরুল হকের এই অভিসন্দর্ভটি অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত হয়নি এবং এটি পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোথাও ছাপা হয়নি। অভিসন্দর্ভটি পিএইচ. ডি. ডিগ্রি প্রাপ্তির জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পেশ করার অনুমতি প্রদান করছি।

ড. সাখাওয়াত আলী খান ২.১০.১১
সুপারভাইজার
সুপারনিউমারারি অধ্যাপক
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০২.১০.২০১১
ড. মো: গোলাম রহমান
সুপারভাইজার
অধ্যাপক
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি এই অভিসন্দর্ভ প্রণয়ন করেছি এই গবেষণা কাজে আমার গবেষণা সুপারভাইজর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. মো: গোলাম রহমানের সহৃদয় অনুপ্রেরণা ও দিকনির্দেশনায়। এর বিষয়ও অধ্যাপক ড. মো: গোলাম রহমানের সঙ্গে আলোচনাক্রমে নির্বাচন করেছিলাম। আমার অপর সুপারভাইজর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সুপারনিউম্যারারি অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত আলী খানের মূল্যবান পরামর্শও আমার এই গবেষণাকর্মের পাথেয় হিসেবে কাজ করেছে। তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটে আমার সহকর্মীবৃন্দ, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দ, কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দ, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে বহু সংখ্যক লোকের কাছ থেকে আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা নিতে হয়েছে। তারা তথ্য সরবরাহ না করলে এই গবেষণাকর্ম নানাদিক থেকে দুর্বল ও অপূর্ণ থেকে যেতো। বিষয়বস্তুর কারণে অভিসন্দর্ভের কলেবর অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের অবদানের বিষয় বিস্তারিত উল্লেখ করা না গেলেও তাঁদের প্রতি রইল আমার গভীরতম কৃতজ্ঞতা। এছাড়া তাঁদের মধ্যে কারো কারো সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কের মাত্রা এমনই যে, কৃতজ্ঞতা শব্দটি সেখানে আমার অনুভূতি প্রকাশের নিতান্তই অনুপযুক্ত, অথচ এর কোনো বিকল্প শব্দও আমার জানা নেই।

অভিসন্দর্ভের আয়তন বৃদ্ধির কারণেই তথ্য সংগ্রহ, কম্পিউটারে কম্পোজ এবং পান্ডুলিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত অন্যান্য অনিবার্য সমস্যাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ করে এটিকে আরো ভারাক্রান্ত করা থেকে বিরত রইলাম। তবে বিভিন্ন পর্যায়ে এই সমস্ত সমস্যার আংশিক অথবা পূর্ণ সমাধানে শুভানুধ্যায়ীদের পরামর্শ ও অবদানের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

অভিসন্দর্ভ প্রণয়নকালে সময়ে-অসময়ে নানা ব্যাপারে বিরক্ত করেছি আমার গবেষণা সুপারভাইজর অধ্যাপক ড. মো: গোলাম রহমান ও অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত আলী খানকে। তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত ও প্রাজ্ঞ বিবেচনা আমার অভিসন্দর্ভ রচনাকে সহজতর করে দিয়েছে। আমার অন্যতম শ্রম-উৎস ছিল তাঁদের নিরন্তর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা। তাঁদের কাছে আমার ঋণ অপরিসীম। মৌখিক বা লিখিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে এই ঋণ পরিশোধনীয় নয়।

কামরুল হক

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

সার-সংক্ষেপ ৮-১২

প্রথম অধ্যায় ১৩-২১
পটভূমি, উদ্দেশ্য ও গবেষণা প্রশ্ন
পটভূমি-১৩, প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা-১৪, গবেষণার উদ্দেশ্য-২০, গবেষণা প্রশ্ন-২০।

দ্বিতীয় অধ্যায় ২২-২৮
গবেষণা পদ্ধতি ও নমুনায়ন
গবেষণা পদ্ধতি-২২, ১৯৭২ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সময়কে গবেষণার সময় হিসেবে বাছাই-২৩, আধেয় বিশ্লেষণের জন্য রাজনৈতিক ইস্যু বাছাই-২৫, আধেয় বিশ্লেষণের কৌশল-২৫, নমুনায়ন-২৭।

তৃতীয় অধ্যায় ২৯-২৭৮
সংবাদপত্রে আওয়ামী লীগ শাসন আমলে (১৯৭২-৭৫) প্রকাশিত বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুর উপস্থাপন সম্পর্কে বিশ্লেষণ

এক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ৩০-৪৫
রিপোর্ট-৩০, সম্পাদকীয়-৩৮, চিঠিপত্র-৩৯, প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ-৪০।

দুই. মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী : বীরাঙ্গনা, দালাল ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গ ৪৬-৮৭
বীরাঙ্গনা প্রসঙ্গ: রিপোর্ট-৪৬, সম্পাদকীয়-৪৮, চিঠিপত্র-৪৯, দালাল প্রসঙ্গ: রিপোর্ট-৫১, সম্পাদকীয়-৫৮, চিঠিপত্র-৬০, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গ: রিপোর্ট-৬৩, সম্পাদকীয়-৬৮, প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ-৭০।

তিন. স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক ৮৮-১২২
রিপোর্ট-৮৮, সম্পাদকীয়-১০২, চিঠিপত্র-১০৭, প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ-১০৯।

চার. সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকরকরণ ১২৩-১৩৯
রিপোর্ট-১২৩, সম্পাদকীয়-১৩১, চিঠিপত্র-১৩৩, প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ- ১৩৩।

পাঁচ. প্রথম সংসদ নির্বাচন ১৪০-১৬৫
রিপোর্ট-১৪০, সম্পাদকীয়-১৫২, প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ-১৫৫।

ছয়. দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি ১৬৬-২১০
রিপোর্ট-১৬৬, সম্পাদকীয়-১৮৩, চিঠিপত্র-১৮৯, প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ-১৯১।

সাত. আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ২১১-২৪৩
রিপোর্ট-২১১, সম্পাদকীয়-২২৪, চিঠিপত্র-২২৯, প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ-২৩০।

আট. জরুরী অবস্থা ঘোষণা, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন ও বাকশাল গঠন ২৪৪-২৬১
রিপোর্ট-২৪৪, সম্পাদকীয়-২৪৯, প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ-২৫৩।

নয়. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকান্ড ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ২৬২-২৭৮
রিপোর্ট-২৬২, সম্পাদকীয়-২৭০, প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ-২৭০।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় ২৭৯-৩৯০
সংবাদপত্রে জিয়াউর রহমানের শাসন আমলে (১৯৭৫-৮১) প্রকাশিত বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুর উপস্থাপন সম্পর্কে বিশ্লেষণ

এক. জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া ২৮০-৩০১
রিপোর্ট-২৮০, সম্পাদকীয়-২৮৮, প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ-২৯২।

দুই. জিয়াউর রহমানের দলীয় রাজনীতি ৩০২-৩৩১
রিপোর্ট-৩০২, সম্পাদকীয়-৩১২, চিঠিপত্র-৩১৮, প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ-৩১৮।

তিন. জিয়াউর রহমানের দুটি আলোচিত কর্মসূচী : খাল খনন ও গ্রাম সরকার ৩৩২-৩৪৬
খাল খনন: রিপোর্ট-৩৩২, সম্পাদকীয়-৩৩৪, চিঠিপত্র-৩৩৫, গ্রাম সরকার: রিপোর্ট-৩৩৬, সম্পাদকীয়-৩৩৭, প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ-৩৩৮।

চার. জিয়াউর রহমান হত্যাকান্ড ৩৪৭-৩৭৩
রিপোর্ট-৩৪৭, সম্পাদকীয়-৩৬২, চিঠিপত্র-৩৬৪, প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ-৩৬৪।

পাঁচ. জেল হত্যাকান্ড ৩৭৪-৩৭৭
রিপোর্ট-৩৭৪, সম্পাদকীয়-৩৭৫, প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ-৩৭৬।

ছয়. ১৯৭৫ সাল-পরবর্তী আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার নেতৃত্ব গ্রহণ ৩৭৮-৩৮৩
রিপোর্ট-৩৭৮, প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ-৩৮২।

সাত. জিয়াউর রহমানের মৃত্যু-পরবর্তী বিএনপি ও খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ ৩৮৪-৩৯০
রিপোর্ট-৩৮৪, প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ-৩৮৮।

পঞ্চম অধ্যায় ৩৯১-৪৮৫
সংবাদপত্রে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের শাসন আমলে (১৯৮২-৯০) প্রকাশিত বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুর উপস্থাপন সম্পর্কে বিশ্লেষণ

এক. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া ৩৯২-৪০৬
রিপোর্ট-৩৯২, সম্পাদকীয়-৩৯৯, প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ-৪০১।

দুই. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের দলীয় রাজনীতি ৪০৭-৪২৬
রিপোর্ট-৪০৭, সম্পাদকীয়-৪১৪, চিঠিপত্র-৪১৭, প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ-৪১৮।

তিন. এরশাদ বিরোধী আন্দোলন ৪২৭-৪৬৯
রিপোর্ট-৪২৭, সম্পাদকীয়-৪৪৯, চিঠিপত্র-৪৫৫, প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ-৪৫৬।

চার. নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান ৪৭০-৪৮৫
রিপোর্ট-৪৭০, সম্পাদকীয়-৪৭৬, চিঠিপত্র-৪৭৮, প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ-৪৭৮।

ষষ্ঠ অধ্যায় ৪৮৬-৫২০
গবেষণা প্রশ্নের ফলাফল বিশ্লেষণ

সপ্তম অধ্যায় ৫২১-৫৪০
উপসংহার *৫২৪-৫২৯*
অনুসিদ্ধান্ত *৫৩০-৫৩০*
গ্রন্থপঞ্জী *৫৩১-৫৩২*
সংবাদপত্রের তালিকা *৫৩৩-৫৩৮*
পরিশিষ্ট *৫৩৯-৫৪০*

Dhaka University Institutional Repository

সার-সংক্ষেপ

সংবাদপত্রের সঙ্গে রাজনীতির একটা নিবিড় আন্ত-সম্পর্ক রয়েছে। আর রাজনীতি ও সংবাদপত্র একটি অপরটির পরিপূরক। যেহেতু মানুষ তথা জনসাধারণের কল্যাণের জন্য রাজনীতি এবং সংবাদপত্রও জনসাধারণের কল্যাণে নিবেদিত, তাই জনসাধারণের সঙ্গে সংবাদপত্র ও রাজনীতির আন্ত-সম্পর্ক বিদ্যমান।

গবেষণার উদ্দেশ্য:

এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল তিনটি। উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে :

প্রথমত: ১৯৭২ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সময়ে রাজনীতি ও সংবাদপত্রের মধ্যে আন্ত-সম্পর্ক ও মিথস্ক্রিয়ার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতা বিশ্লেষণ করা।

দ্বিতীয়ত: ১৯৭২ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সময়ে সংবাদপত্রে সমকালীন তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যুর উপস্থাপন প্রবণতা ও এ ব্যাপারে সম্পাদকীয় নীতির প্রতিফলন বিশ্লেষণ করা।

তৃতীয়ত: ১৯৭২ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সময়ে সংবাদপত্রে সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের প্রতিফলন বিশ্লেষণ করা।

গবেষণা প্রশ্ন:

উপরোক্ত উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে এই গবেষণার জন্য নিম্নোক্ত গবেষণা প্রশ্নসমূহ বিবেচিত হয়েছে:

এক. সংবাদপত্রে রাজনৈতিক খবর প্রকাশিত হওয়ার ব্যাপ্তি অর্থাৎ কতদিন ধরে খবরটি প্রকাশিত হবে তা কি রাজনৈতিক ইস্যুর গুরুত্বের উপর নির্ভর করে ? রাজনৈতিক ইস্যুর খবর সংবাদপত্রে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে কি বিশেষ গুরুত্ব পায় ?

দুই. রাজনৈতিক ইস্যুর গুরুত্বের উপর কি সম্পাদকীয় প্রকাশের বিষয়টি নির্ভর করে ?

তিন. একই রাজনৈতিক ইস্যুতে কি একাধিক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হতে পারে ? স্বাভাবিকভাবে সংবাদপত্রে নির্দিষ্ট পাতায় সম্পাদকীয় প্রকাশিত হলেও কোনো কোনো রাজনৈতিক ঘটনার বিষয়ে কি প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় প্রকাশিত হতে পারে ?

চার. রাজনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশিত সম্পাদকীয় ঐ বিষয়কে কি সমর্থন করে ? নাকি বিরোধিতা বা সমালোচনা করে ? প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে ঐ বিষয়ে আনন্দ-উচ্ছ্বাসের প্রকাশ ঘটে ? নাকি উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার প্রকাশ ঘটে ?

পাঁচ. রাজনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে কি ঐ বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ, দাবি বা আহ্বান জানানো কিংবা আশাবাদের প্রকাশ ঘটে ?

ছয়. বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে বিভিন্ন সংবাদপত্র কি পৃথক সম্পাদকীয় নীতি গ্রহণ করে ?

সাত. দেশে কোনো রাজনৈতিক ইস্যু তৈরি হলে সেই প্রসঙ্গে সংবাদপত্রে কি পাঠকদের চিঠি প্রকাশিত হয় ? চিঠি প্রকাশিত হলে সে সব চিঠির বিষয়বস্তু কি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে স্পর্শ করে ? বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও কলামের বক্তব্য সম্পর্কে কি পাঠকের অভিমত সংবলিত চিঠি প্রকাশিত হয় ?

আট. সংবাদপত্রে প্রকাশিত চিঠিতে পাঠকরা কি প্রধানত বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যু সংশ্লিষ্ট দাবী ও আহ্বান জানান, বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিবাদ করেন এবং পরামর্শ প্রদান করেন ?

নয়. সংবাদপত্রে প্রকাশিত পাঠকের চিঠিভিত্তিক দাবী, আহ্বান, প্রতিবাদ ও পরামর্শ কি রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণে প্রভাব ফেলতে পারে ?

গবেষণা পদ্ধতি:

এই গবেষণাকর্মের জন্য আধেয় বিশ্লেষণ (Content Analysis) পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। আধেয় বিশ্লেষণের জন্য প্রধানত: দু'টি কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। কৌশল দু'টি হলো: ক. বর্ণনাভিত্তিক বিশ্লেষণ, খ. সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।

রাজনৈতিক ইস্যু বাছাই:

গবেষণার উদ্দেশ্য অনুযায়ী আধেয় বিশ্লেষণের কাজ সুনির্দিষ্টকরণের জন্য উপরোক্ত দুই দশকের ২০টি তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যুকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাছাইকৃত রাজনৈতিক ইস্যুগুলো হচ্ছে :

এক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

দুই. মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী : বীরাঙ্গনা, দালাল ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গ

তিন. স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক

চার. সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকরকরণ

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচ. প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন
ছয়. দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি
সাত. আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি
আট. জরুরী অবস্থা ঘোষণা, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন ও বাকশাল গঠন
নয়. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকান্ড ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন
দশ.জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া
এগার. জিয়াউর রহমানের দলীয় রাজনীতি
বার. জিয়াউর রহমানের দু'টি আলোচিত কর্মসূচি : খাল খনন ও গ্রাম সরকার
তের. জিয়াউর রহমানের হত্যাকান্ড
চৌদ্দ. জেল হত্যাকান্ড
পনের. পঁচাত্তর পরবর্তী আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার নেতৃত্ব গ্রহণ
ষোল. জিয়াউর রহমানের মৃত্যু-পরবর্তী বিএনপি ও খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ
সতের. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া
আঠার. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের দলীয় রাজনীতি
উনিশ. এরশাদ বিরোধী আন্দোলন
বিশ. নব্বই-এর গণঅভ্যুত্থান

নমুনায়ন:

গবেষণার জন্য স্বেচ্ছাচয়িত নমুনায়ন (Purposive Sampling) পদ্ধতিতে দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ, দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার এই চারটি পত্রিকাকে নমুনা হিসেবে বাছাই করা হয়েছে।

অধ্যায় বিন্যাস:

এই গবেষণা কর্মটি নিচের সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। অধ্যায়গুলো হচ্ছে :

প্রথম অধ্যায়
পটভূমি, উদ্দেশ্য ও গবেষণা প্রশ্ন
দ্বিতীয় অধ্যায়
গবেষণা পদ্ধতি ও নমুনায়ন
তৃতীয় অধ্যায়
সংবাদপত্রে আওয়ামী লীগ শাসন আমলে (১৯৭২-৭৫) প্রকাশিত বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুর উপস্থাপন সম্পর্কে বিশ্লেষণ
চতুর্থ অধ্যায়
সংবাদপত্রে জিয়াউর রহমানের শাসন আমলে (১৯৭৫-৮১) প্রকাশিত বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুর উপস্থাপন সম্পর্কে বিশ্লেষণ
পঞ্চম অধ্যায়
সংবাদপত্রে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের শাসন আমলে (১৯৮২-৯০) প্রকাশিত বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুর উপস্থাপন সম্পর্কে বিশ্লেষণ
ষষ্ঠ অধ্যায়
গবেষণা প্রশ্নের ফলাফল বিশ্লেষণ
সপ্তম অধ্যায়
উপসংহার

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য:

এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের বাহন হিসেবে কাজ করে সংবাদপত্র। রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামকে সংবাদপত্র সচল ও প্রাণবন্ত রাখে। রাজনৈতিক ঘটনার খবর সংবাদপত্রের মাধ্যমে অবহিত হওয়া যায়। কোনো কোনো রাজনৈতিক ঘটনার খবর দীর্ঘদিন সংবাদপত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রতিফলনের ফলে তা রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে গুরুত্ব লাভ করে এবং জনসাধারণকে প্রভাবিত করে। সংবাদপত্র তার সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও নিয়মিত কলামের

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যুকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে সে সম্পর্কে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করে। এই ভাবে সংবাদপত্র নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ইস্যুতে জনমত গঠনে ভূমিকা রাখে।

অন্যদিকে পাঠকও সংবাদপত্রে চিঠি লিখে বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে তাদের মতামত ব্যক্ত করে। বিভিন্ন ইস্যুতে সংবাদপত্রের মতামতকে সমর্থন বা বিরোধিতা করেও পাঠকরা চিঠি লিখেন যা চিঠিপত্রের পাতায় প্রকাশিত হয়। আবার চিঠিপত্রের পাতায় প্রকাশিত চিঠি খবরের সূত্র হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। প্রতীয়মান হয়েছে যে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত চিঠির মাধ্যমে পাঠকরা যে দাবী ও আহ্বান জানান এবং পরামর্শ দেন তা রাজনৈতিক বা সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব ফেলতে পারে। নির্দিষ্ট কোনো ইস্যুতে এই ধরনের রাজনৈতিক বা সরকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়াকে ভিত্তি করে সম্পাদকীয় লিখে সংবাদপত্র ঐ বিষয়ে মতামত বা মন্তব্য প্রকাশ করেছে। এই ভাবে সংবাদপত্র, রাজনীতি ও জনসাধারণের মধ্যে ত্রিমুখী মিথষ্ক্রিয়া দেখা গেছে। নিচে একটি ডায়াগ্রামের মাধ্যমে বিষয়টি তুলে ধরা হলো:

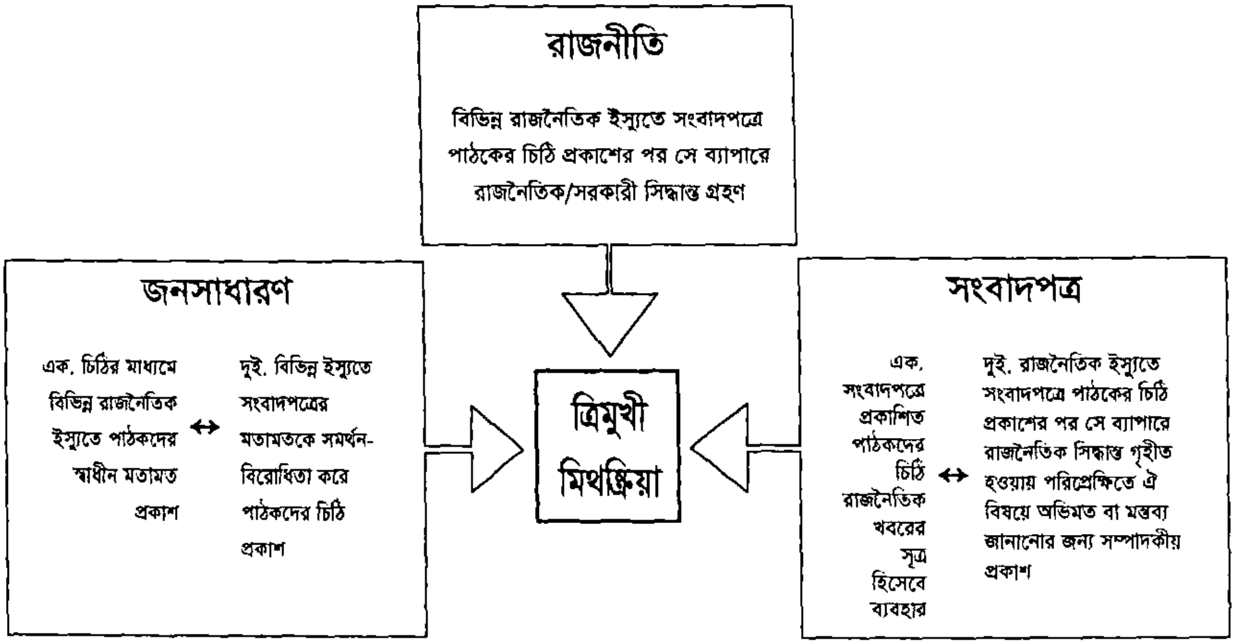

এই গবেষণায় প্রাপ্ত সংবাদপত্র, রাজনীতি ও জনসাধারণের মধ্যে ত্রিমুখী মিথষ্ক্রিয়ার কয়েকটি নজির নিচে দেখানো হলো:

প্রথমত:

মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে অনেক বাঙালি পরিবারের উপার্জনকারী ব্যক্তি পাকিস্তানে আটকেপড়ায় দেশে তাদের স্বজনদের জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে পড়ে। এমনই এক ভুক্তভোগী সরকারী কর্মচারীর স্ত্রীর একটি চিঠি ১৯৭২ সালের ১৬ মে সংবাদ-এ প্রকাশিত হয়। এই চিঠিতে পরিবারের উপার্জনকারী ব্যক্তি পাকিস্তানে আটকেপড়ায় দেশে তার স্বজনদের আর্থিক সংকটের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়। এই চিঠিতে জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করতে আটকেপড়া সরকারী কর্মচারীদের পোষ্যদের ভাতা প্রদানের জন্য সরকারের কাছে দাবী জানানো হয়।

এই চিঠির ধারাবাহিকতায় পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের স্বজনদের সংকটজনক অবস্থা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য নিয়ে খবর প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক। ১৯৭২ সালের ১৯ মে দৈনিক ইত্তেফাকে এই খবর প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'পাকিস্তানে বাঙ্গালীদের আটক থাকার ফলে ২০ সহস্রাধিক পরিবার আজ চরম সংকটের সম্মুখীন'। এই খবরে বলা হয়:

> *পাকিস্তানে আটক বাঙ্গালী কর্মচারী ও ব্যবসায়ীদের আয়ের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল ২০ সহস্রাধিক পরিবার আজ বাংলাদেশে চরম অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে দিন যাপন করিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, এই ২০ সহস্রাধিক পরিবারের অধিকাংশই পাকিস্তানে আটক তাহাদের পিতা, ভাই, মামা, চাচা, স্বামী ও অন্য অতি নিকট আত্মীয়দের প্রেরিত অর্থের দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করিত ও বহু ছাত্র-ছাত্রী ঐ অর্থের উপর নির্ভর করিয়াই তাহাদের পড়াশোনা চালাইত।*

দৈনিক ইত্তেফকে ঐ খবর প্রকাশের দুই মাস পর সরকার পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালী সরকারী কর্মচারীদের পোষ্যদের খোরাকী ভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৭২ সালের ১৬ জুলাই এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলা খবরটির শিরোনাম ছিল: 'আটক বাঙ্গালী কর্মচারীদের পোষ্যরা খোরাকী ভাতা পাবেন'। এই খবরে বলা হয়:

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানে আটক বাঙালী সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের পোষ্যদের খোরাকী ভাতা দেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল শনিবার এক আদেশ জারী করেছেন। আটক ব্যক্তিদের বেতনের এক-তৃতীয়াংশ করে সর্বোচ্চ চারশো এবং সর্বনিম্ন একশো টাকা হারে এই ভাতা দেয়া হবে।

সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার। ১৯৭২ সালের ১৭ জুলাই দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল: 'সুবিবেচনা প্রসূত সিদ্ধান্ত'। এতে দৈনিক বাংলার মন্তব্য ছিল:

বঙ্গবন্ধুর এই সিদ্ধান্ত এক মহান মানবিক ও দায়িত্ববোধের পরিচয় বহন করছে। এই মুহূর্তে সরকার দেশ গঠনের কর্মসূচী রূপায়নে ব্যস্ত। অসংখ্য জটিল অর্থনৈতিক সমস্যা তাদের সামনে। তবুও সরকার আটক বাঙালী কর্মচারীদের পোষ্যবর্গকে খোরাকী ভাতা দেয়ার মত একটি বিরাট অর্থনৈতিক দায়িত্ব হাতে তুলে নিয়েছেন। পাকিস্তানে আটক বাঙালীরা যে আমাদেরই মানুষ এবং তাদের শুভাশুভ সম্পর্কে সরকার যে সম্পূর্ণ সচেতন, বঙ্গবন্ধুর আলোচ্য আদেশ তা পুনর্বার স্পষ্ট করে তুলেছে। এই মানবিক সিদ্ধান্তের জন্যে বঙ্গবন্ধুকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

একইদিন অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ১৭ জুলাই বাংলাদেশ অবজারভারও অনুরূপ এক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। 'Sympathy Unlimited' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

The order issued by the Prime Minister on Saturday last providing for subsistence allowance to be paid by the Government of Bangladesh to the dependants of the civilians and members of the armed forces now detained in Pakistan clearly reflects his natural concern for those in need. It shows how deeply he feels for the stranded Bangalis and their helpless dependants at home.

দ্বিতীয়ত:

১৯৭২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি সংবাদে প্রকাশিত এক চিঠিতে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেনি অথচ স্বাধীন বাংলাদেশের বিদেশী মিশনে কর্মরত আছেন– এমন সরকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। এই চিঠি প্রকাশের চার মাস পর ১৯৭২ সালের ৬ জুন সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়: মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করার অভিযোগে চারজন রাষ্ট্রদূতসহ আটজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত খবরটির শিরোনাম ছিল : 'মুক্তি সংগ্রামের কঠিন দিনে বাংলাদেশের বিরোধিতা করার উপযুক্ত সাজা : আরো বহু রুই-কাতলা ধরা পড়তে পারে ॥ ৪ জন রাষ্ট্রদূতসহ ৮ জন কূটনীতিক বরখাস্ত'। এই রিপোর্টে বলা হয় :

বৈদেশিক সার্ভিসের চাকুরী থেকে আটজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে চারজন রাষ্ট্রদূত ও একজন মিনিস্টার (কূটনীতিক) রয়েছেন। পররাষ্ট্র অফিস সূত্রে বলা হয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ আটজন কর্মচারীর বরখাস্তের আদেশ গতকাল সোমবার স্বাক্ষর করেন। মুক্তি সংগ্রাম চলাকালে বাংলাদেশের প্রতি তাদের বিরুদ্ধ মনোভাবের বিষয় বিবেচনা করেই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১৯৭২ সালের ৭ জুন এ বিষয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। 'সঠিক পদক্ষেপ' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বাংলাদেশ সম্পর্কে বৈরী মনোভাব গ্রহণ করার দায়ে আটজন উচ্চপদস্থ কূটনৈতিক কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান যে দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছন তা তাৎপর্যপূর্ণ। এতে প্রমাণ হয়েছে প্রশাসনিক কাঠামোকে পরিচ্ছন্ন করে তোলার আবশ্যকতা সম্পর্কে সরকার সচেতন।

তৃতীয়ত:

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ১৯৭২ সালের ৬ সেপ্টেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক চিঠিতে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্যের মধ্য থেকে যুদ্ধাপরাধী ছাড়া বাকীদের মুক্তিদানের পরামর্শ দেয়া হয়। এই চিঠি প্রকাশের দেড় মাসের মধ্যে বাংলাদেশ পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দী ও বেসামরিক নাগরিকদের পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৭২ সালের ২১ নভেম্বর সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'ছয় হাজার পাকিস্তানীকে মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত'। এই খবরে বলা হয়:

ভারত এবং বাংলাদেশ সরকার পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দী এবং বেসামরিক নাগরিকদের পরিবার-পরিজনদের ছ'সহস্রাধিক পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নয়াদিল্লীতে একথা সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এনার খবর হয় : পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুল সামাদ আজাদ আজ বলেছেন যে, ভারত বাংলাদেশ যুক্তকমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণকারী যুদ্ধবন্দীদের পরিবার পরিজন এবং বেসামরিক সদস্যদের স্বদেশে ফেরত পাঠানোর সম্মতি দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের প্রতি বাস্তব ঔদার্যতা দেখিয়েছেন। লন্ডনের উদ্দেশে দিল্লী রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে ঢাকা বিমানবন্দরে জনাব আজাদ সাংবাদিকদের সাথে কথা বলছিলেন।

বাংলাদেশ সরকারের এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান সরকার দশ হাজার বাঙ্গালীকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দেয়ার ঘোষণা দেয়। এই খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ২২ নভেম্বর। উভয় দেশের ঘোষণা উপলক্ষে অভিনন্দন জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ। ১৯৭২ সালের ২৪ নভেম্বর প্রকাশিত 'একটি বাস্তব পদক্ষেপ' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

পাকিস্তানী শাসকদের মতিগতি এখনও পরিষ্কার নয়। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান ও উপমহাদেশে শান্তিপ্রিয় প্রতিবেশী সুলভ সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে তাদের অনীহা জনমনকে এখনও উদ্বেগের মধ্যে রেখেছে। তবে কিছুসংখ্যক আটক বাঙ্গালী নারী শিশুকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে রাজী হওয়ার পাকিস্তানী সিদ্ধান্তটি যদি বাংলাদেশ সরকারের ওই বাস্তব পদক্ষেপের সাড়া হিসেবে গৃহীত হয় তাকে শুভ লক্ষণ বলেই আমরা মনে করতে পারি।

পরে পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারকে রাজী করানোর জন্য বাংলাদেশ-ভারত এক যুক্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ১৯৭৩ সালের ১৮ এপ্রিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই যুক্ত ঘোষণার খবর প্রকাশিত হয়। এই যুক্ত ঘোষণায় আটক বাঙ্গালীদের বিনিময়ে ১৯৫ জন পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধী যুদ্ধবন্দী ছাড়া অন্যান্য পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দী ও আটক বেসামরিক পাকিস্তানীদের ফিরিয়ে দেয়ার প্রস্তাব দেয়া হয় পাকিস্তান সরকারের কাছে।

এই যুক্ত ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভার। সংবাদে ১৯৭৩ সালের ১৯ এপ্রিল প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশ-ভারত যুক্ত ঘোষণা ও পাকিস্তানের দায়িত্ব'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> *যুদ্ধবন্দীদের মান সম্ভ্রম ও সুখ-দুঃখের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করে এতদিন পাকিস্তান যে ভাবমূর্তি পরিগ্রহ করেছিল– যুক্ত ঘোষণার প্রস্তাবিত শর্ত গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমেই সে ভাবমূর্তির যথার্থতা প্রমাণিত হবে। বাংলাদেশ ও ভারত যুক্তভাবে যুদ্ধবন্দী ও আটক নাগরিক বিনিময়ের যে মীমাংসা প্রস্তাব দিয়েছে উপমহাদেশে শান্তি ও বিরোধ নিষ্পত্তির বৃহত্তর স্বার্থে বৈরিতার ভ্রান্ত-নীতি পরিত্যাগ করে পাকিস্তান অনতিবিলম্বে এগিয়ে আসবে বলেই আমরা আশা করছি।*

একইদিন অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের ১৯ এপ্রিল বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'A Generous Offer', এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

> *And Bangladesh is justly proud, even she had to be humble in her pursuit of peace in no consideration of the bargain. With no regret or reservation, the magnanimous gesture is inspired by her earnest resolve to continue efforts to reduce tension and sustained by hope that in the larger interests of reconciliation, peace and stability in the war-torn subcontinent Pakistan will respond and refrain from Persisting in hostility.*

এর ধারাবাহিকতায়ই পরে ১৯৭৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে নাগরিক বিনিময় শুরু হয়।

অনুসিদ্ধান্ত:

এই গবেষণার অনুসিদ্ধান্তসমূহ নিচে তুলে ধরা হলো:

এক. কোনো রাজনৈতিক ঘটনা ঘটলে সমকালীন অন্যান্য ঘটনার তুলনায় তা সংবাদপত্রে বেশি গুরুত্ব লাভ করে।

দুই. গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনার খবরের ফলো-আপ খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

তিন. গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনার খবর দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিকভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় বা এর ধারাবাহিকতা খুঁজে পাওয়া যায়।

চার. কোনো রাজনৈতিক ঘটনা ঘটতে পারে এমন আশঙ্কা বা ধারণার পূর্বাভাসভিত্তিক খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

পাঁচ. রাজনৈতিক খবরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দাবী-দাওয়া প্রকাশিত হওয়ায় সংবাদপত্র রাজনৈতিক দাবী উত্থাপনের বাহন হয়ে উঠে।

ছয়. রাজনৈতিক ব্যাপারে সরকারি সিদ্ধান্ত প্রচারের বাহন হয় সংবাদপত্র।

সাত. রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত পাঠকের চিঠি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রিপোর্ট প্রকাশের সূত্র হয়ে উঠে।

আট. রাজনৈতিক ঘটনার গুরুত্ব বেশি হলে কখনও কখনও পত্রিকার নেমপ্লেট শীর্ষ থেকে পাদদেশ বা মধ্যভাগে নেমে যায়।

নয়. রাজনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয়তে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতামত, মন্তব্য, পরামর্শ সুপারিশ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়।

দশ. রাজনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদপত্রের নিয়মিত কলাম এবং প্রবন্ধ-নিবন্ধে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতামত, মন্তব্য, পরামর্শ, সুপারিশ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়।

এগার. সংবাদপত্রে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা ঘটার পূর্বাভাস দেয়া হয়।

বার. সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয়তে প্রকাশিত মতামত, মন্তব্য, পরামর্শ, সুপারিশ ইত্যাদি রাজনৈতিক নীতি-নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করে।

তের. স্বাভাবিক নিয়মে সংবাদপত্র সম্পাদকীয় প্রকাশ করে নির্দিষ্ট পাতায়। কিন্তু রাজনৈতিক ঘটনা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলে স্বাভাবিক নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে সংবাদপত্র সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় প্রকাশ করে।

চৌদ্দ. বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক ইস্যুতে বিভিন্ন সংবাদপত্র পৃথক সম্পাদকীয় নীতি গ্রহণ করে।

পনের. রাজনৈতিক ঘটনা সম্পর্কে দেশের জনসাধারণ সংবাদপত্রে চিঠি লিখে মতামত, মন্তব্য, পরামর্শ, সুপারিশ ইত্যাদি তুলে ধরে।

ষোল. রাজনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশিত সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয়তে উপস্থাপিত মতামত সম্পর্কে দেশের জনসাধারণ সংবাদপত্রে চিঠি লিখে মতামত তুলে ধরে।

সতের. রাজনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদপত্রে প্রকাশিত দেশের জনসাধারণের চিঠিতে উপস্থাপিত মতামত সম্পর্কে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়।

আঠার. রাজনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদপত্রে প্রকাশিত দেশের জনসাধারণের মতামত, সুপারিশ ও পরামর্শের ভিত্তিতে রাজনৈতিক নীতি-নির্ধারিত হতে পারে।

উনিশ. প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সামরিক শাসন চলাকালে সংবাদপত্রের মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্বিত হয়।

বিশ. সংবাদপত্র, রাজনীতি ও জনসাধারণের মধ্যে ত্রিমুখী মিথস্ক্রিয়া ঘটেছে।

শেষ কথা:

সংবাদপত্র, রাজনীতি ও দেশের জনসাধারণ একই সূত্রে গাঁথা। এই তিনের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলছে নিরন্তর।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

পটভূমি, উদ্দেশ্য ও গবেষণা প্রশ্ন

পটভূমি:

স্বাধীনতা উত্তরকাল থেকে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত দেশের রাজনৈতিক ঘটনা-প্রবাহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানে বন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি পান এবং ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। পরদিন ১১ জানুয়ারি অস্থায়ী শাসনতান্ত্রিক আদেশ জারি করা হয়। এই আদেশ বলেই বাংলাদেশের প্রথম গণপরিষদ গঠিত হয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী হন এবং সরকার গঠন করেন। এরপর সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায় এবং ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর সংবিধান কার্যকর হয়। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিষয় আলোচিত ইস্যু হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। এর মধ্যে অন্যতম ছিল : বীরাঙ্গনা প্রসঙ্গ, দালাল প্রসঙ্গ এবং স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গ। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্কও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিবেচিত হয়ে থাকে। বিশেষ করে পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের প্রত্যাবাসন এবং পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের বিচার ইস্যু উভয় দেশের মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক তৈরি করে। পরে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের প্রত্যাবাসন শুরু এবং পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণার ধারাবাহিকায় ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিলে দুদেশের সম্পর্ক ক্রমশ স্বাভাবিক হতে শুরু করে।

মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশে গণতন্ত্র চর্চা ও সুস্থ রাজনীতি বিকাশের অবারিত সুযোগ তৈরি হয়। তবে স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৭৫ পূর্ববর্তী সময়ে সরকারী দলের তৎপরতাই ছিল মুখ্য। এই সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বর্ণনা দিতে গিয়ে ভ্লাদিমির পুচকভ তাঁর 'বাংলাদেশের রাজনীতির গতিধারা' শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন :

> *স্বাধীনতা অর্জনের পর প্রথম মাসগুলো জুড়ে আওয়ামী লীগ সরকার দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে সত্যিকার অর্থে কোন রকম বিরোধিতারই সম্মুখীন হয়নি। মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম, পি.ডি.পি. ইত্যাদি ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক দল স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে সহযোগিতা করার অভিযোগে নিষিদ্ধ ছিল। তাদের অনেক নেতা-কর্মীকে দালাল আইনের অধীনে গ্রেফতার করা হয়েছিল।*
>
> *বামপন্থী, গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ, প্রধানত: স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী দল কমিউনিস্ট পার্টি এবং ন্যাপ দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে স্থিতিশীলতা আনয়ন ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিকীকরণের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাবলী এবং আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠনের কর্মসূচিকে সমর্থন করে। প্রথমদিকে মুজিব সরকারের রাজনৈতিক কর্মসূচি মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন বাম-জোট এবং দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্য-স্তরের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক সংগঠন জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক সমর্থিত হয়। এছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী আইনসিদ্ধ কর্মতৎপরতায় জড়িত পাঁচ-ছ'টি ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দল সে সময় আওয়ামী লীগ এবং তার সরকারের প্রতি বিরোধী দলসুলভ মনোভাব প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকে।*[১]

এই সময় বিরোধী রাজনৈতিক মতাদর্শও বিকশিত হতে শুরু করে। এর নজীর দেখা যায়, ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর ঢাকায় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) নামে নতুন রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে।[২] এই সময়ের বিরোধী রাজনৈতিক মতাদর্শের বিকাশ সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করতে গিয়ে বদরুদ্দীন উমর ১৯৭৩ সালের ১৩ ডিসেম্বর বঙ্গবার্তা পত্রিকায় 'জনগণ গণতান্ত্রিক বিরোধী দলগুলির ঐক্য কেন চাইবেন?' শীর্ষক নিবন্ধে লিখেছেন:

> *জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, মৌলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, লেনিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, জাতীয় লীগ ইত্যাদি দলগুলি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বর্তমান সরকারের বিরোধিতা করছে। এই দলগুলির নীতিগত বক্তব্য, নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা-বিবৃতি, রাজনৈতিক প্রস্তাব ইত্যাদি থেকে যতটুকু বোঝা যায় তাতে করে শুধু সরকার বিরোধিতাই নয়, অন্য কতকগুলি বিষয়েও তাদের মধ্যে ঐক্যমত রয়েছে। এই অন্য বিষয়গুলি হলো সরকারী ঐক্যজোটের অন্তর্ভুক্ত মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির বিরোধিতা এবং বাংলাদেশে মার্কিন, সোভিয়েত ও ভারতীয় নীতির বিরোধিতা। এই বিরোধিতা যে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে সমান তীব্র সেটা না হলেও এই কয়টি বিষয়ে তাদের মধ্যে মোটামুটি ঐক্যমত আছে। এক্ষেত্রে জনগণও পিছিয়ে নেই। তারাও আজ আওয়ামী লীগ এবং তার লেজুড়দের বিরোধী, তারাও বাংলাদেশে মার্কিন, সোভিয়েত ও ভারতীয় আধিপত্য এবং শোষণের বিরোধী।*[৩]

উপরোক্ত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে উঠেছিল। ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৭৪ সালের শেষে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের ধারাবাহিকতায় দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। এর কিছুদিন পরই ১৯৭৫ সালের শুরুতে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী বিল পাশের মধ্য দিয়ে সংসদীয় পদ্ধতির বদলে দেশে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা চালু হয়। একটি মাত্র জাতীয় দল রাখার বিধান চালু হয় ঐদিনই। এর সাত মাস পর সপরিবারে নির্মমভাবে নিহত হন ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত দেশের প্রথম সরকার পদচ্যুত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর থেকে ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল পর্যন্ত দেশে সামরিক আইন বলবৎ ছিল। তবে ১৯৭৮ সালের ৩ জুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। অবশ্য এর আগেই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক থেকে রাষ্ট্রপতি হয়ে জিয়াউর রহমান তাঁর প্রতি জনগণের আস্থা আছে কিনা তা নিশ্চিত হতে ১৯৭৭ সালের ৩০মে গণভোটের আয়োজন করেন এবং আস্থা অর্জন করেন। ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল সামরিক আইন প্রত্যাহারের আগে ঐ বছর ১৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং সরকার গঠন করে।

সামরিক আইন প্রত্যাহারের পর থেকে ধীরে ধীরে দেশে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়। তবে সত্তুরের দশকের শেষ অবধি বড় ধরনের কোনও রাজনৈতিক আন্দোলন দেখা যায়নি।

আশির দশকের একবারে গোড়ার দিকে জাতীয় রাজনীতিতে আবির্ভাব ঘটে শেখ হাসিনার। তিনি দীর্ঘ প্রবাস জীবন কাটিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি সে সময় ১০ দলীয় জোটের চলমান সরকার বিরোধী আন্দোলনে শরিক হন।

১৯৮১ সালের ৩০ মে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এক ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হন। এই হত্যাকান্ড আবার দেশে রাজনৈতিক সংকটের সূচনা করে। এই সময়ই জাতীয় রাজনীতিতে আগমন করেন বেগম খালেদা জিয়া। তিনি রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক সংগঠন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর মূল চালিকাশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। বিএনপি এ সময় সরকারী দল হিসেবে ক্ষমতাসীন ছিল।

নির্বাচিত বিএনপি সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে ১৯৮২ সালে সে সময়ের বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সামরিক শাসন জারীর মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণ করলে রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হয়। সামরিক শাসন জারীর অল্প কিছুদিন পরই এরশাদ-বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রমের পর ১৯৯০ সালে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে এরশাদ-সরকারের পতন হয়।

প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা:

সংবাদপত্র ও রাজনীতির সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। এই নিবিড় সম্পর্কের কারণেই হয়তো সংবাদপত্রকে রাষ্ট্রের 'চতুর্থ এস্টেট' হিসেবে অভিহিত করা হয়। বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাংবাদিক, দৈনিক ইত্তেফাক-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক নিবন্ধে লিখেছিলেন :

> *দেড় শতাধিক বছর আগে সংবাদপত্রকে 'চতুর্থ এস্টেট' হিসেবে উল্লেখ করার রেওয়াজ চালু হয়েছিল। এক সময় ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে 'লর্ডস স্পিরিচুয়েল', 'লর্ডস টেম্পোরাল' এবং 'কমন্স' এই ৩টি নিয়ে গঠিত বলে 'থ্রি-এস্টেট' বলা হতো। কিন্তু ১৮২৮ সালে লর্ড ম্যাকলে পার্লামেন্টের গ্যালারিতে উপবিষ্ট সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছিলেন যে, তাঁরা রাষ্ট্রের 'চতুর্থ এস্টেট' বা 'চতুর্থ স্তম্ভ'।*[৪]

প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে তথা রাজনীতিতে সংবাদপত্রের ক্ষমতার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সংবাদপত্রের ক্ষমতার পরিধি তুলে ধরতে গিয়ে 'বিষয় : সাংবাদিকতা' শীর্ষক এক গ্রন্থে পার্থ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন:

> *মোট কথা সংবাদপত্র হলো বর্তমান যুগের সবচেয়ে শক্তিশালী গণমাধ্যম। এমন কি আজকের পৃথিবীতে রাজনৈতিক ক্ষমতা আর আধ্যাত্মিক ক্ষমতার পর যদি দুনিয়ায় আর কোন ক্ষমতা থেকে থাকে, তাহলে তা আছে খবরের কাগজে।*[৫]

যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক দলের উত্থানের সঙ্গে সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রমাণ পাওয়া যায়। Colin Seymour-Ure তাঁর The Political Impact of Mass Media গ্রন্থে রাজনৈতিক দলের গড়ে ওঠার পেছনে সংবাদপত্রের ঘনিষ্ট সম্পর্কের নজীর তুলে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডাসহ বিভিন্ন দেশের উদাহরণ দিয়েছেন। রাজনৈতিক সাফল্যে লেনিন, মুসোলিনি ও হিটলারের সংবাদপত্র-সংযোগের কথা তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন:

> *..... there have been very obvious historical associations between press and party systems. The growth of competing political parties in nineteenth-century Europe was widely paralleled by the rise of newspapers supporting them- in Britain, France, Germany, Russia and Scandinavia, for example. The same was true in the USA and Canada. In the twentieth century newspapers have been extremely important to the development of revolutionary and nationalist movements. Lenin's influence before 1917 owed mach to his control of the newspaper Iskra. The spread of Hitler's appeal was much hastened by his connection in 1929 with the press magnate Hugenberg. Mussolini's success after 1919 rested to a large extent on his pre-war reputation as editor of the Socialist party paper Avanti and foundation in 1914, immediately on leaving the Socialists, of the Popolo d'Italia. Nationalism in colonial Africa- in the Gold Coast and Nigeria for instance- owed much to the foundation of popular papers like Dr Azikiwe's West African Pilot.*[৬]

Dhaka University Institutional Repository

গণমাধ্যমের রাজনৈতিক তত্ত্বাবলির আলোকে ব্যাষ্টিক পর্যায়ে দু'ভাবে দেখা হয় সংবাদপত্রকে। এরমধ্যে উদারনৈতিক চেতনা ও 'বহুত্ববাদ' সংবাদপত্রকে প্রভাবিত করে এবং আধুনিক রাষ্ট্রের রাজনীতি ও নীতিসমূহ একই কারণে প্রভাবিত হয়। গণমাধ্যমে ব্যাষ্টিক-রাজনৈতিক তত্ত্বের আলোচনায় দেখা যায়, সংবাদপত্রের অভ্যন্তরীণ প্রাতিষ্ঠানিক অধিকার, সাংবাদিক-কর্মচারীদের সংবাদ পরিবেশনে বস্তুনিষ্ঠতা, সংবাদ প্রকাশের সময়সীমার চাপ এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক চাপ যথেষ্ট বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। প্রসঙ্গত স্মরণীয়:

Labels such as 'elitist' and 'propagandist' describe theories that view the news media as the instruments a hegemonic elite uses to maintain political control over the mass public. The media performs this function by transmitting proauthority propaganda into the public domain while suppressing dissenting perspectives. News organizations fulfill this function because of incentives created by the profit motive in the news business.....[৭]

সংবাদপত্র তথা গণমাধ্যমের সামাজিক দায়িত্ব শুধু ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে সীমাবদ্ধ থাকে না। পাঠক, দর্শক, শ্রোতার চাহিদা যেমন পূরণ করতে হয় আবার চাহিদা তৈরি করতে হয়। এ চাহিদা সব সময় ভৌত নয়, অনেক সময়ই তা মানসিক, মানবিক ও তুষ্টির। সংবাদপত্র 'পাবলিক এজেন্ডা', 'মিডিয়া এজেন্ডা' ও 'পলিসি এজেন্ডা'র আন্তসম্পর্ক নির্ধারণ করে। 'পাবলিক এজেন্ডা' বলতে জনগণের প্রয়োজন ও গুরুত্ব বোঝানো হয়; 'মিডিয়া এজেন্ডা' বলতে গণমাধ্যম বা সংবাদ মাধ্যমগুলি যে বিষয়গুলিকে উপস্থাপন করে সেগুলি বোঝানো হয়; আর 'পলিসি এজেন্ডা' বলতে বোঝানো হয় নীতি-নির্ধারকদের বিষয়গত অগ্রাধিকার।[৮]

বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিত্বরাও রাজনীতিতে সংবাদপত্রের গুরুত্বের কথা গভীরভাবে অনুভব করেছেন। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে Edwin R. Black তাঁর Politics and the News : The Political Functions of the Mass Media শীর্ষক গ্রন্থে সম্রাট নেপোলিয়ানসহ অন্যদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন :

The supposed ability of newspaper editors to sway the world of politics is legendary. 'Great is journalism', proclaimed Carlyle, for 'is not every able editor a ruler of the world, being a persuader of it?' Oscar Wilde observed that while the American president reigned for four years journalism governed 'for ever and ever'. Even the redoubtable Emperor Napoleon claimed that three hostile newspapers were more to be feared than a thousand bayonets.[৯]

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Thomas Jefferson রাজনীতি ও সংবাদপত্রের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 'সংবাদপত্রহীন সরকার' ও 'সরকারহীন সংবাদপত্র'-এর চমৎকার এটি উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

were it left to me to decide whether we should have a government without newspapers, or newspapers without a government, I should not hesitate a moment to prefer the latter.[১০]

সংবাদপত্রবিহীন গণতান্ত্রিক সমাজ চিন্তাই করা যায় না। কারণ গণতন্ত্রকে সচল রাখার জন্য সংবাদপত্রের কার্যকর উপস্থিতি অবশ্যই প্রয়োজন। প্রখ্যাত সাংবাদিক Walter Lippmann তাঁর Media Power in Politics গ্রন্থে লিখেছেন:

The press has come to be regarded as an organ of direct democracy- The court of public opinion, open day and night, is to lay down the law for everything all the time.[১১]

গণতান্ত্রিক সমাজে সংবাদপত্রের ভূমিকার কথা আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরার জন্য Walter Lippmann সংবাদপত্রকে অন্ধকারে আলোর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন, সংবাদপত্র হচ্ছে :

like the beam of a searchlight that moves restlessly about bringing one episode and then another out of a darkness into vision.[১২]

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গণমাধ্যমের শক্তির পরিধি সম্পর্কে বলতে গিয়ে Peter Woll তাঁর Behind the Scenes in American Government : Personalities and Politics গ্রন্থে লিখেছেন :

The media is a powerful political force at all levels of the government.[১৩]

এ প্রসঙ্গে তিনি Alexis de Tocqueville-এর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। Peter Woll বলেন :

Tocqueville pointed out that the diversity and power of the press is a major characteristic of democracy, and particularly of a government such as that of the United States, which contains so many political subdivisions. "The extraordinary subdivision of administrative power," remarked Tocqueville, "has much more to do with the enormous number of American newspapers than the great political freedom of the country and the absolute liberty of the press".[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডের সরকার ব্যবস্থাকে আদর্শ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মনে করা হয়। এই দুই দেশের রাজনৈতিক কাঠামোতে রাজনীতি ও সংবাদপত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও সমান্তরাল সম্পর্ক বিরাজমান। এ প্রসঙ্গে Ohio University থেকে প্রকাশিত Journalism Quarterly-তে প্রকাশিত এক নিবন্ধে বলা হয়েছে :

> *The manageability of the media is a function of how close and how much parallelism exists between media and party systems. Where, as in the United States and the United Kingdom after 1945, the degree of parallelism was relatively high, both the political parties and mass media quickly reflected changes in the relative political "weight" of the other.*[১৫]

রাজনীতি ও সংবাদপত্রের সম্পর্ক অনেকটা দেয়া ও নেয়াভিত্তিক। এক পক্ষ দেয় আরেক পক্ষ নেয়। তাই এই সম্পর্ককে দ্বিমুখী সড়কের সঙ্গে তুলনা করেছেন James Q. Wilson তাঁর American Government : Institutions and Policies' গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন :

> *The relationship between journalism and politics is a two-way street: though politicians take advantage as best they can of the media of communication available to them, these media in turn attempt to use politics and politicians as a way of both entertaining and informing their audiences. The mass media, whatever they may say to the contrary, are not simply a mirror held up to reality or a messenger that carries the news. There is inevitably a process of selection, of editing, and of emphasis, and this process reflects, to some degree, the way in which the media are organized, the kinds of audiences they seek to serve, and the preferences and opinions of the members of the media.*[১৬]

রাজনীতি ও সংবাদপত্রের সম্পর্ক দেয়া-নেয়া ভিত্তিক হলেও একজন সাংবাদিক কতটুকু দিতে পারে ও কতটুকু দিতে আগ্রহী তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই একই সঙ্গে James Q. Wilson গণতান্ত্রিক সমাজে সাংবাদিকের ভূমিকাকে দ্বান্দ্বিক বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন :

> *The role of journalists in a democratic society poses an inevitable dilemma: if they are to serve well their functions as information-gatherer, gatekeeper, scorekeeper, and watchdog, they must be free of government control. But to the extent they are free of such controls, they are also free to act in their own interests, whether political or economic.*[১৭]

আমেরিকান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Harold Lasswell রাজনীতির দু'টো সংজ্ঞা দিয়েছেন যার সঙ্গে গণমাধ্যম তথা সংবাদপত্র সম্পর্কিত। তিনি তাঁর প্রথম সংজ্ঞায় বলেছেন :

> *Politics is : Who ? Gets what? When? How?*[১৮]

অন্যদিকে তিনি তাঁর দ্বিতীয় সংজ্ঞায় বলেছেন:

> *But politics is also: Who? Says what? I which channel? To whom? With what effect?*[১৯]

উপরোক্ত দুটি সংজ্ঞাকে সামনে রেখে রাজনীতিতে গণমাধ্যমের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন Thomas R. Dye এবং Harmon Zeigler তাঁদের American Politics in the Media Age গ্রন্থে। তাঁরা বলেছেন :

> *Politics can be serious decision making about who gets what- the distribution of values in society. At the same time, politics can be about who says what- the communication of symbols to mass audiences. We can think of politics as a smoke-filled room where jobs, contracts, and money are dispensed; we can also think of politics as a room filled with cameras and lights where themes, messages, and images are dispensed. Political science must be concerned with both aspects of politics- who gets what, and who says what.*[২০]

গণমাধ্যম নানা ধরনের রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে গণমাধ্যমের রাজনৈতিক ভূমিকা বিশ্লেষণ করে Thomas R. Dye এবং Harmon Zeigler পাঁচ ধরনের ভূমিকা সুনির্দিষ্ট করেছেন তাঁদের American Politics in the Media Age গ্রন্থে। তাঁরা লিখেছেন :

> *What are the political functions of the mass media? We can establish five:*
> - *Newsmaking : surveying of the world and deciding what people and events should be reported on.*
> - *Interpretation : analysis of the meaning of events and personalities.*
> - *Socialization : indoctrination of mass audiences into the prevailing political culture.*
> - *Persuasion : direct efforts to affect the behavior of mass audiences, as in political campaigns.*
> - *Agenda setting : deciding what will be decided; defining the problems of society and suggesting solutions.*[২১]

রাজনৈতিক কার্যক্রমের ওপর গণযোগাযোগ প্রক্রিয়া ব্যাপক প্রভাব ফেলতে পারে। কোনো রাজনৈতিক তথ্য গণমাধ্যমকে সীমিতভাবে প্রভাবিত করলেও গণমাধ্যম তাকে ব্যাপক করে তুলতে পারে। বিষয়টিকে Colin Seymour-Ure তাঁর The Political Impact of Mass Media গ্রন্থে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে :

Dhaka University Institutional Repository

Communication processes can therefore be expected to have a great effect upon the nature of a society, including its political system. Even when inquiry is limited to the effects of mass media, those effects may be very wide. Media are so deeply embedded in the system that without them political activity in its contemporary forms could scarcely carry on at all.[২২]

স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় নির্বাচনে সংবাদপত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি। The American Academy of Political and Social Science তাঁদের এক বার্ষিক প্রকাশনায় সাংবাদিককেও রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে অভিহিত করেছে এবং সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণ উভয়ের কাছেই সাংবাদিকের রাজনৈতিক গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে। এতে বলা হয় :

The press is a political actor in local elections and government. It seeks to amass, husband, and use power. Campaigns and government provide an arena for the press to get and use power. Reporters too are political actors, both within their own news organizations and in the public arena.[২৩]

দেশের মানুষ রাজনৈতিক অঙ্গনে কি হচ্ছে তা জানতে পারে সংবাদপত্র পড়ে। রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ প্রতিফলিত হয় সংবাদপত্রে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Murray Edelman রাজনীতিকে ধারাবাহিক চিত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন তাঁর The Symbolic Uses of Politics গ্রন্থে। এই গ্রন্থে এ সম্পর্কে তিনি বলেন:

For most people most of the time politics is a series of pictures in the mind, placed there by television news, newspapers, magazines, and discussions. The pictures create a moving panorama taking place in a world the mass public never quite touches, yet one its members come to fear and cheer, often with passion and sometimes with action .... Politics for most of us is a passing parade of abstract symbols.[২৪]

অন্যদিকে রাজনৈতিক ভুবনের দৃশ্যপট ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার তুলনায় সংবাদপত্রে বেশি প্রতিফলিত হয় বলে মন্তব্য করেছেন Edwin R. Black তাঁর Politics and the News : The Political Functions of the Mass Media গ্রন্থে। এই গ্রন্থে তিনি বলেন:

The picture of the world of politics presented in newspapers is much more detailed than that in the broadcast media. While not as exciting, it is more comprehensive. In reporting budget estimates and similar financial affairs, newspapers are at their best and television and radio at their worst. Print media are ideal for presentation of figures and graphs. Historical comparisons often abound because print makes for easy reader reference, for easy institutional storage, and for easy retrieval as well.[২৫]

খবরের কাগজ শুধু সমসাময়িক রাজনৈতিক খবর প্রকাশ করেই দায়িত্ব শেষ করে না। তারা খবর বিশ্লেষণও করে থাকে। The American Political Journal শীর্ষক এক সংকলনের ভূমিকায় এই মন্তব্য করে বলা হয় যে, এতে আগ্রহী পাঠকরা ঘটনার গভীরতা অনুভব করতে পারে। ঐ সংকলনের ভূমিকায় বলা হয়:

'the better newspapers have taken advantage of the opportunity to provide more analysis and more depth in their coverage of public affairs. This trend shows quite clearly in what is written for editorial pages (especially in the so-called op-ed articles), but it can be seen as well in regular news stories. For those persons who are interested enough to partake of it, our national newspapers today provide very substantial fare.'[২৬]

সব খবরের কাগজই নিজস্ব স্টাইলে খবর উপস্থাপন করে। আর এককে পত্রিকার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিও ভিন্ন হতে পারে। এই বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে উল্লিখিত সংকলনে বলা হয়:

Each of the national newspapers has its own style, coverage, approach to journalism, and political orientation. One may agree or disagree with what is printed in them, but their capacity to stimulate and to inform is beyond doubt.[২৭]

দেশের জনসাধারণের জন্যই রাজনীতি। আর জনসাধারণই সকল রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস। কিন্তু আধুনিক গণমাধ্যম জনসাধারণের পুরো রাজনৈতিক জীবনে পরিবর্তন এনে দিতে পারে। এ প্রসঙ্গে Edwin R. Black তাঁর Politics and the News : The Political Functions of the Mass Media গ্রন্থে বলেন :

The real power of the modern mass media is that it is changing the whole of our political life while we, the chief actors or victims, remain largely unaware of the nature of the transforming force. Can anything be done about it? Probably not a great deal-unless we plan a revolution of some sort and few of us seem ready for that.[২৮]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৫ সালের এক সমীক্ষায় প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশে সংবাদপত্রের প্রকাশনা অন্যান্য অনেক কারণের মধ্যে 'বিশেষ রাজনৈতিক ঘটনার কারণে' বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়। ১৯৯৩ সালের সরকারি মিডিয়া তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ঢাকার ৫০টি পত্রিকার মধ্যে ৩৬টি পত্রিকা এবং দেশের অন্যান্য বিভাগ ও জেলা শহরগুলি থেকে মোট ৫০টি পত্রিকা জরিপ করা হয়। জরিপকৃত সংবাদপত্রগুলির সম্পাদক/বার্তা সম্পাদক/চিফ রিপোর্টারের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে উল্লেখিত তথ্য জানা যায়। অতএব, সংবাদপত্রের রাজনৈতিক বিষয়বস্তু পরিবেশন যেমন পাঠককে প্রভাবিত করে তেমনি সংবাদপত্রও সমাজ বিচ্ছিন্ন কোন গণমাধ্যম নয়।[২৯]

অন্যদিকে, ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট থেকে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, সংবাদপত্র পাঠকদের বেশির ভাগই সংবাদপত্রে রাজনৈতিক খবর পড়তে আগ্রহী।[৩০]

আবার দেখা যায়, সংবাদপত্রও রাজনৈতিক খবরকে প্রাধান্য দেয়। এর সমর্থন পাওয়া যায় Edwin R. Black-এর Politics and the News: The Political Functions of the Mass Media শীর্ষক গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন:

> *Newspapers, as we have seen, rank politics relatively high. The priorities that news ordering suggests are not those of government, but of the press as an institution.*[৩১]

সংবাদপত্র জনমত গঠন ও জনমতকে প্রভাবিত করতে পারে। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের গণমাধ্যম সাময়িকী নিরীক্ষায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে উপমহাদেশের সংবাদপত্র ও রাজনীতির সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে :

> *রাষ্ট্র ও সংবাদপত্রের মধ্যে সম্পর্ক এক এবং অচ্ছেদ্য। এজন্যই রাজনীতির প্রয়োজনে যেমন জন্ম নেয় সংবাদপত্র, তেমনি সংবাদপত্রও জনমতকে প্রভাবিত ও সংগঠিত করার মাধ্যমে রাজনীতির প্রয়োজনে রাজনীতিতে রাখে বলিষ্ঠ অবদান।*[৩২]

সংবাদপত্র যে জনমত গঠনে সহায়তা করে এই ধারণার সমর্থন পাওয়া যায় Grover Starling-এর Understanding American Politics গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন :

> *Like socialization and political culture, the mass media help shape public opinion. In fact, the modern media not only regulate the flow of information in the polity, they also serve as a check on political institutions and play a role in the selection of political candidates.*[৩৩]

জনমত গঠনে সংবাদপত্রের ভূমিকার বিষয়ে আরও সমর্থন পাওয়া যায় Thomas R. Dye ও Harmon Zeigler-এর লেখা American Politics in the Media Age গ্রন্থে। তাঁরা লিখেছেন :

> *All government leaders- democratic and authoritarian, capitalist and socialist- use mass communication to legitimize their rule. The average person learns about political values and about political events and personalities from the mass media. The media help to set the agenda for national decision making. The media determine what people will think about and talk about in public affairs.*[৩৪]

বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Thomas R. Dye ও Harmon Zeigler আরও লিখেছেন :

> *What people think, feel, and do in politics arise out of the meanings they give to events, the perceptions they have of government institutions, and the attitudes they have toward personalities. These events, institutions, and personalities are presented to them through the media of mass communication-newspapers, magazines, movies, books, radio, and most of all, television.*[৩৫]

কোনো রাজনৈতিক মৌলিক বিষয়ে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের ভূমিকা সম্পর্কেও একই ধরনের অভিমত প্রকাশ করেছেন Alexis de Tocqueviile তাঁর Democracy in America গ্রন্থে। এই গ্রন্থে তিনি সংবাদপত্র সমাজের দুর্বল ও ক্ষমতাবানদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকে এক স্তরে নিয়ে আসতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন :

> *The more equal the conditions of men become and the less strong men individually are, the more easily they give way to the current of the multitude and the more difficult it is for them to adhere by themselves to an opinion which the multitude discard ... The power of the newspaper press must therefore increase as the social conditions of men become more equal.*[৩৬]

যে কোনো দেশের যে কোনো আন্দোলন সংগ্রামে সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক এ বি এম মূসা এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন :

> *দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সংবাদপত্রের অবস্থান একদিকে যেমন সম্পূরক অপরদিকে পরিপূরক। রাজনৈতিক আন্দোলনের কারণ বা উপলক্ষ যাই হোক না কেন, সংবাদপত্রকে উপেক্ষা করে বা সংবাদপত্র তথা প্রেসকে সংশ্লিষ্ট করতে না পারলে সে আন্দোলন গতিশীল করা যায় না। এক্ষেত্রে সব সময় রাজনীতি ও সংবাদপত্রের তথা প্রেসের মধ্যে ইন্টার-অ্যাকশন বা ওয়ার্কিং পার্টনারশিপ তথা সমঝোতা ও আন্তঃযোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।*[৩৭]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের অপর এক প্রখ্যাত সাংবাদিক সন্তোষ গুপ্তের বক্তব্যও এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন :

আমাদের দেশে সংবাদপত্রের জন্ম ও বিকাশের ইতিহাস রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতার জন্য লড়াই এবং সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন অবিচারের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন ও অবহিত করার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একথা ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে তৎকালীন সংবাদপত্রের ভূমিকা, ভারত ভাগের পর পাকিস্তানের সংবাদপত্র শিল্প হিসেবে মুখ্য ভূমিকা অপেক্ষা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঝুঁকি গ্রহণ এবং পাকিস্তানের শাসকচক্রের পাকিস্তানের দু অংশের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি এবং পরিণতি হিসেবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে স্বাধিকার অর্জনের জন্য লড়াই এবং তার চূড়ান্ত পর্যায়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য।[৩৮]

বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনকে সাংস্কৃতিক আন্দোলন থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপায়নের ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের ভূমিকা অপরিসীম। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের গণমাধ্যম সাময়িকী 'নিরীক্ষা'য় প্রকাশিত এক নিবন্ধে বলা হয়েছে :

পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় আসীন করতে এদেশের বেশির ভাগ সংবাদপত্র তৎকালে প্রধান ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্রভাষার আন্দোলনকে এদেশের আনাচে-কানাচে পৌঁছে দেয় এদেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকরা তাদের ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে।[৩৯]

ভাষা আন্দোলনকে তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে সংবাদপত্র যেমন সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে, তেমনই বাংলাদেশে সাংবাদিকতার বিকাশেও ভাষা আন্দোলনের প্রেরণা কাজ করেছে। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের গণমাধ্যম সাময়িকী 'নিরীক্ষা'র একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। এতে বলা হয়েছে :

মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারীতে তরুণদের সংগ্রাম ও প্রাণোৎসর্গের ঘটনা সারা পৃথিবীর সংবাদপত্রে বিশিষ্ট খবর হিসেবে স্থান করেছিল। তার চাইতে অধিক তাৎপর্যময় ঘটনা হচ্ছে এই বিশাল খবর সারাদেশকে আলোড়িত করে তুলেছিল, পাঠক সমাজকে আগ্রহী করে তুলেছিল সাংবাদিক ও সাংবাদিকতা পেশা সম্পর্কে। প্রকৃতপক্ষে ভাষা আন্দোলনের ঐতিহ্যই আমাদের দেশে সাংবাদিকতার ধারাকে বেগবান, প্রাণবন্ত করেছে। ভাষা আন্দোলনই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ধারণাকে উজ্জ্বল-প্রোজ্জ্বল করে তোলে; সাংবাদিকতাকে সৃজনশীল পেশায় রূপান্তরিত করে।[৪০]

ইউরোপের ইতিহাসে ফরাসি বিপ্লবের ঘটনা যুগ যুগ ধরে স্মরণীয় হয়ে আছে। এই ফরাসি বিপ্লবে ও সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উঠে এসেছে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের গণমাধ্যম সাময়িকী 'নিরীক্ষা'য় প্রকাশিত এক নিবন্ধে। এতে বলা হয় :

১৭৮৯ খৃস্টাব্দ হতে ১৭৯৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ফ্রান্সে যে বৈপ্লবিক ঘটনা প্রবাহ সংঘটিত হয়েছিল তাকেই সামগ্রিকভাবে ফরাসী বিপ্লব বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এই বিপ্লব কার্যকারণে মদদ যুগিয়েছিল দার্শনিকদের চিন্তা, চেতনা, কূটবুদ্ধিসম্পন্ন গুণীজনের বাগ্মীতা এবং সাংবাদিকের মসীযুদ্ধ। সাংবাদিকের লেখনীর ভাষা ছিল ফরাসী। আর ফরাসী ভাষা তখন ফ্রান্সের সংখ্যালঘু মানুষের মুখের ভাষা ছিল মাত্র। সে সময় সমাজের শিক্ষিত লোকেরা এবং ফ্রান্সের বড় বড় শহরের মিল-কারখানার দক্ষ শ্রমিকরাই কেবল এ ভাষায় কথা বলতেন, বুঝতেন ও তাদের মধ্যে চর্চা ছিল। বিপ্লবের ফলে প্রদেশগুলোর আঞ্চলিক ভাষাসমূহের স্থলে ফরাসী ভাষা দেশের জাতীয় ভাষারূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অতএব ফরাসী ভাষায় মুদ্রিত পুস্তক-পুস্তিকা বা পত্রাদি ফ্রান্সের সাধারণ মানুষের নিকট জনপ্রিয়তা পাওয়া দুষ্কর ছিল। খুব অল্পসংখ্যক লোকই তা পড়তে পারতেন। সেজন্য সেসময় একটি অভিনব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট বক্তব্যগুলো বোধগম্য করে উপস্থাপনের একটা প্রচেষ্টা খুব ফলপ্রসূ হয়। ১৮ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে তদানীন্তন সরকারী কর্তৃপক্ষ ফেরিওয়ালাদের হাটে-বাজারে বই-পত্র ফেরি করে বিক্রয় করার অনুমতি দেয় যা পূর্বে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। এই বইগুলো ছিল প্রধানত তাত্ত্বিক গল্প বা বহু আলোচিত কিংবা জনশ্রুতি হতে সংগৃহীত রচনার সহজ সংস্করণ। এই ফেরিওয়ালারাই বই-এর বিষয়বস্তু মানুষের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে খাপ খাইয়ে খুব জনবোধ্য করে প্রচার করতে পারতো। ফলে জনসাধারণের নিকট এগুলোর আবেগ ছিল প্রবল। শহরের রেস্তোরাঁগুলোতে এ ধরনের পাঠসভা সন্ধ্যাবেলায় খুব জমজমাট হয়ে উঠতো। সেই সুবাদে সে সময় উন্মুক্ত পাঠসভা ও কাফে রেস্তোরাঁয় সংবাদপত্র-পত্রিকা বা সাময়িকী হতে সংবাদ পাঠ করে শোনাবার প্রচলন খুব জনপ্রিয়তা পায়। পাঠের অভ্যাসের সূত্র ধরে ফ্রান্সে তখন মুদ্রণ শিল্পের দ্রুত প্রসার ঘটতে থাকে এবং সেই সঙ্গে রাজনৈতিক সাংবাদিকতা সম্প্রসারিত হয়।[৪১]

তবে শক্তিশালী দলীয় ব্যবস্থায় সংবাদপত্র রাজনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখলেও দুর্বল দলীয় ব্যবস্থায় একই ধরনের ভূমিকা নাও রাখতে পারে। এ প্রসঙ্গে Ohio University থেকে প্রকাশিত Journalism Quarterly-তে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে প্রদত্ত মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। এতে বলা হয়েছে :

In "strong" party systems the media are clients of parties- in "weak" systems the reverse is true. The New York and Merseyside evidence is at least suggestive that when strong, or relatively strong systems are in decline, the media are resented for filling, and frequently felt to be creating, a political vacuum.[৪২]

সংবাদপত্র ও রাজনীতির আন্তসম্পর্কের উপরোক্ত প্রেক্ষাপট থেকে বলা যায়, সংবাদপত্র ও রাজনীতি একসূত্রে গাঁথা। সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয় সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক ইতিহাস। প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক ঘটনা-প্রবাহের প্রতিফলন ঘটে সংবাদপত্রে। সমকালীন তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যু উপস্থাপনের পাশাপাশি সে ব্যাপারে সংবাদপত্র নিজস্ব সম্পাদকীয় নীতি অনুযায়ী মন্তব্যধর্মী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও বক্তব্য উপস্থাপন করে। অনেক সময় সমকালীন রাজনৈতিক ইস্যুকে অতীত ঘটনা বা ইস্যুর ওপর স্থাপন কিংবা অতীত ঘটনার পরম্পরা উল্লেখ করে বর্তমান পরিস্থিতিতে তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভবিষ্যতের জন্য বক্তব্য উপস্থাপন করে। এভাবে নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক ইস্যুর ব্যাপারে জনমত গঠনে সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কখনো কখনো রাজনৈতিক আন্দালনকে বেগবান করার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে সংবাদপত্র। অনেক রাজনৈতিক আন্দোলনের চূড়ান্ত সাফল্যের পেছনেও থাকে সংবাদপত্র। আর এই পটভূমিকে সামনে রেখে স্বাধীনতা উত্তরকাল অর্থাৎ ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সময়সীমায় বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও রাজনীতির সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই গবেষণার।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার উদ্দেশ্য:

বাংলাদেশের উপরোক্ত প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে এই গবেষণার তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়:

প্রথমত: ১৯৭২ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সময়ে রাজনীতি ও সংবাদপত্রের মধ্যে আন্ত-সম্পর্ক ও মিথষ্ক্রিয়ার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতা বিশ্লেষণ করা।

দ্বিতীয়ত: ১৯৭২ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সময়ে সংবাদপত্রে সমকালীন তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যুর উপস্থাপন প্রবণতা ও এ ব্যাপারে সম্পাদকীয় নীতির প্রতিফলন বিশ্লেষণ করা।

তৃতীয়ত: ১৯৭২ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সময়ে সংবাদপত্রে সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের প্রতিফলন বিশ্লেষণ করা।

গবেষণা প্রশ্ন:

উপরোক্ত উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে এই গবেষণার জন্য নিন্মোক্ত গবেষণা প্রশ্নসমূহ বিবেচিত হয়েছে এবং এই গবেষণা প্রশ্নগুলোর ভিত্তিতেই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

এক. সংবাদপত্রে রাজনৈতিক খবর প্রকাশিত হওয়ার ব্যাপ্তি অর্থাৎ কতদিন ধরে খবরটি প্রকাশিত হয় তা কি রাজনৈতিক ইস্যুর গুরুত্বের উপর নির্ভর করে এবং উপস্থাপনার ক্ষেত্রে তা কি বিশেষ গুরুত্ব পায় ?

দুই. রাজনৈতিক ইস্যুর গুরুত্বের উপর কি সম্পাদকীয় প্রকাশের বিষয়টি নির্ভর করে ?

তিন. একই রাজনৈতিক ইস্যুতে কি একাধিক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হতে পারে ? স্বাভাবিকভাবে সংবাদপত্রে নির্দিষ্ট পাতায় সম্পাদকীয় প্রকাশিত হলেও কোনো কোনো রাজনৈতিক ঘটনার বিষয়ে কি প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় প্রকাশিত হতে পারে ?

চার. রাজনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশিত সম্পাদকীয় ঐ বিষয়কে কি সমর্থন, বিরোধিতা, সমালোচনা করে কিংবা কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে ?

পাঁচ. রাজনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে কি ঐ বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ, দাবি বা আহ্বান জানানো হয় কিংবা আশাবাদের প্রকাশ ঘটে ?

ছয়. বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে বিভিন্ন সংবাদপত্র কী সম্পাদকীয় নীতি গ্রহণ করে ?

সাত. দেশে কোনো রাজনৈতিক ইস্যু তৈরি হলে সেই প্রসঙ্গে সংবাদপত্রে প্রকাশিত পাঠকদের চিঠির বিষয়বস্তু কিভাবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে স্পর্শ করে? রাজনৈতিক ইস্যুতে সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও কলামের বক্তব্য সম্পর্কে পাঠকের অভিমত কি প্রকাশিত হয় ?

আট. সংবাদপত্রে প্রকাশিত চিঠির মাধ্যমে পাঠকরা কি রাজনৈতিক ইস্যুতে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন ?

নয়. সংবাদপত্রে প্রকাশিত পাঠকের চিঠিভিত্তিক দাবী, আহ্বান, প্রতিবাদ ও পরামর্শ কি রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণে প্রভাব ফেলতে পারে ?

তথ্য সূত্র :

১. ভ্লাদিমির পুচকভ, *বাংলাদেশের রাজনীতির গতিধারা : ১৯৭১-১৯৮৫*, ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ডিসেম্বর ১৯৮৮, পৃ. ২৭-২৮।

২. ড. মোহাম্মদ হাননান, *হাজার বছরের বাংলাদেশ : ইতিহাসের অ্যালবাম* (প্রধান সম্পাদক : মফিদুল হক, সম্পাদক : আখতার হুসেন), ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৫, পৃ. ১৩৭।

৩. বদরুদ্দীন উমর, *যুদ্ধোত্তর বাঙলাদেশ*, ঢাকা : মুক্তধারা, অক্টোবর ১৯৮২, পৃ. ১১২।

৪. তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, স্বাধীন সংবাদপত্র ও গণতান্ত্রিক সমাজ, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ নভেম্বর ১৯৬২।

৫. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *বিষয় : সাংবাদিকতা*, কোলকাতা : লিপিকা, ১৯৮৬, পৃ: ৬।

৬. Colin Seymour-Ure, *The Political Impact of Mass Media*, California : SAGE Publication, 1974, p. 157.

৭. Erik A. Devereux, "Newspapers, Organized interests and Party Competition in the 1964 Election", *Media History*, Vol. 5, No. 1, 1999, p. 55.

৮. এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য: J. Manheim, 'A Model of Agenda Dynamics', *Communication Yearbook*, Vol. 10, Newbury Park, CA, Sage, 1996, p. 499-516; E. Rogers and J. Dearing, 'Agenda-setting Research : where has it been, where is it going?', *communication Yearbook*, Vol. 11

৯. Edwin R. Black, *Politics and the News: The Political Functions of the Mass Media*, Toronto : The Butterworth Group of Companies, 1982, p.2.

Dhaka University Institutional Repository

১০. Steven H. Chaffee, Asking New Questions About Communication and Politics, *Political Communication : Issues and Strategies for Research*, (Editor : Steven H. Chaffee, London, Sage Publications, 1975, p. 13.

১১. আমীর খসরু, গণতন্ত্র ও সংবাদপত্র : সৎ ও সত্য সাংবাদিকতা প্রসঙ্গে, *BJR : Quarterly Bangladesh Journalism Review- A BCDJC Publication*, Dhaka, Vol. 1, No. 2, December 1996. p. 41.

১২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৪২

১৩. Peter Woll, *Behind the Scenes in American Government: Personalities and Politics*, Boston and Toronto: Little, Brown and Company, 1985, p. 133-134.

১৪. Alexis de Tocqueville, *Democracy in America*, Vol. 2, NewYork : Vintage Books, 1954, p. 121.

১৫. David Morgan, *Newspapers and Politics : Regional Newspapers in the US and the UK*, Journalism Quarterly, Winter 1977, Voll. 54, No. 4, School of Journalism, Ohio University, Athens, Ohio. p. 766.

১৬. James Q. Wilson, *American Government, Institutions and Policies*, Los Angeles: University of California and Harvard University, 1986, p. 245.

১৭. Ibid, p. 260.

১৮. Harold Lasswell, *Who Gets What When and How*, New York : Free Press, 1936, p. 11.

১৯. Harold Lasswell, *The Structure and Function of Communication in Society*, Wibur Schramm (Ed), Mass Communication, Urbana: University of Illinois Press, 1960, p. 117.

২০. Thomas R. Dye and Harmon Zeigler, *American Politics in the Media Age* (Second Edition), California.: Brooks/ Cole Publishing Company, 1983, p. 3-4.

২১. Ibid, p.9.

২২. Colin Seymour-Ure, Ibid p. 62-63.

২৩. David L. Rosenbloom, The Press and the Local Candidate, *Role of the Mass Media in American Politics*, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, Voll. 427, September 1976, p. 14.

২৪. Murray Edelman, *The Symbolic Uses of Politics*, Urbana : University of Illinois Press, 1967, p. 5.

২৫. Edwin R. Black, Ibid, p. 138.

২৬. *The American Political Journal : An Introductory Reader* (Editor : Clifton McCleskey), Illinois : The Dorsey Press, 1982, p. 1.

২৭. Ibid, p. 1.

২৮. Edwin R. Black, Ibid, p. 1.

২৯. সীমা মোসলেম, *বাংলাদেশে সংবাদপত্রের ব্যবস্থাপনা*, ঢাকা : বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ১৯৯৫, পৃ. ৮, ৬৬।

৩০. সীমা মোসলেম, *সংবাদপত্র ও পাঠকের চাহিদা*, ঢাকা : বাংলাদশে প্রেস ইনস্টিটিউট, ১৯৯৪, পৃ. ১১।

৩১. Edwin R. Black, Ibid, p. 141.

৩২. রায়হান তারেক, উপমহাদেশের সংবাদপত্র ও রাজনীতি, *নিরীক্ষা*, জানুয়ারি-মার্চ ১৯৯৬, ২২তম সংখ্যা, ঢাকা : বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, পৃ. ৪৩।

৩৩. Grover Starling, *Understanding American Politics*, Illinois : The Dorsey Press, 1982, p. 180.

৩৪. Thomas R. Dye ও Harmon Zeigler, Ibid, p. 2.

৩৫. Ibid, p. 5.

৩৬. Alexis de Tocquerille, Ibid, p. 122.

৩৭. এ বি এম মূসা, *রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংবাদপত্রের ভূমিকা*, ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী স্মরণিকা, ঢাকা : জাতীয় প্রেস ক্লাব, ১৯৯৯, পৃ. ৩৩।

৩৮. সন্তোষ গুপ্ত, আমাদের মুক্তির সংগ্রামে সংবাদপত্রের অবদান, *নিরীক্ষা*: জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪, ঢাকা: বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, পৃ. ৫৫।

৩৯. জিয়াউল আহমেদ জুয়েল, ভাষা আন্দোলন ও সংবাদপত্র, *নিরীক্ষা* : জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬, ৭৩তম সংখ্যা, ঢাকা : বাংলাদশে প্রেস ইনস্টিটিউট, পৃ. ১০।

৪০. *নিরীক্ষা* : জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, ৫৬তম সংখ্যা, (সম্পাদকীয়), ঢাকা : বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, পৃ. ২।

৪১. মউদুদ-উর-রশীদ, ফরাসী বিপ্লবকালীন সংবাদপত্র, *নিরীক্ষা* : জুলাই-আগস্ট ১৯৯৩, ৬২তম সংখ্যা, ঢাকা: বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, পৃ. ৩১।

৪২. Colin Seymour-Ure, Ibid, p. 6-7.

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়
গবেষণা পদ্ধতি ও নমুনায়ন

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণার জন্য আধেয় বিশ্লেষণ (Content Analysis) পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে গণমাধ্যম গবেষণার জন্য একটি জনপ্রিয় গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে অভিহিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে Roger D. Wimmer ও Joseph R. Dominick একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যায়। তাঁরা তাদের Mass Media Research : An Introduction শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন:

> *Content analysis is a popular technique in mass media research.*[১]

এই গ্রন্থে Roger D. Wimmer ও Joseph R. Dominick আধেয় বিশ্লেষণ সম্পর্কে বিভিন্ন গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞর সংজ্ঞার উল্লেখ করেছেন। তাঁরা লিখেছেন:

> *Many definitions of content analysis exist. Walizer and Wienir*[২] *(1978) have defined it as any systematic procedure devised to examine the content of recorded information, Krippendorf*[৩] *(1980) defined it as a research technique for making replicable and valid references from data to their context. Kerlinger's*[৪] *(1973) definition is fairly typical: content analysis is a method of studying and analyzing communication in a systematic, objective, and quantitative manner for the purpose of measuring variables.*[৫]

Joann Keyton আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি সম্পর্কে অভিমত রাখতে গিয়ে তাঁর Communication Research : Asking Questions, Finding Answers গ্রন্থে লিখেছেন:

> *Content analysis is the most basic methodology for analyzing message content; it integrates data collection method and analytical technique in a research design to reveal the occurrence of some identifiable element in a text or set of messages.*
>
> *Content analysis can be used to identify frequencies of occurrence, differences, trends, patterns, and standards; first-order linkages should also be considered in the research design.*[৬]

আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি সম্পর্কে অভিমত রেখেছেন Richard W. Budd, Robert K. Thorp ও Lewis Donohew তাদের Content Analysis of Communications শীর্ষক গ্রন্থে। তাঁরা বলেছেন, আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি কী ধরনের গবেষণায় প্রয়োগ করা যায়। তাঁরা আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতির ছ'টি ধাপের কথাও বলেছেন। ঐ গ্রন্থে তাঁরা লিখেছেন:

> *Content analysis is a systematic technique for analyzing message content and message handling- it is a tool for observing and analyzing the overt communication behavior of selected communicators.*
>
> *Content analysis techniques may be applied to study the content of any book, magazine, newspaper, individual story or article, motion picture, news-broadcast, photograph, cartoon, comic strip, or a series or combination of any of these. They have been applied not only to printed mass media, but to such communications as private correspondence, transcripts of psychoanalytic interviews, gestures, political documents, and minutes of meetings.*
>
> *Content analysis studies usually involve six stages. First, the investigator formulates the research question, theory, and hypotheses. Second, he selects a sample and defines categories. Third, he reads (or listens to or watches) and codes the content according to objective rules. Fourth, he may scale items or in some other way arrive at scores. Next, if other factors are included in the study, he compares these scores with measurements of the other variables. And finally, he interprets the findings according to appropriate concepts or theories.*[৭]

L. L. Kaid ও A. J. Wadsworth[৮] এবং D. Riffe, S. Lacy ও F. G. Fico[৯] অবশ্য আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাতটি ধাপের কথা বলেছেন। তাদের মতে:

> *The researcher should identify a problem, review theory and research, and then pose research questions or hypotheses. Then specific to content analysis, the process continues with (1) selecting the text or messages to be analyzed, (2) selecting categories and units by which to analyze the text or messages, (3) developing procedures for resolving differences of opinion in coding, (4) selecting a sample for analysis if all the messages cannot be analyzed,*

Dhaka University Institutional Repository

(5) coding the messages, (6) interpreting the coding, and (7) reporting the results relative to the research questions or hypotheses.

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে এই গবেষণার জন্য আধেয় বিশ্লেষণ (Content Analysis) পদ্ধতিকে প্রাসঙ্গিক মনে করা হয়েছে।

১৯৭২ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সময়কে গবেষণার সময় হিসেবে বাছাই:

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই গবেষণার নির্ধারিত সময় ১৯৭২ থেকে ১৯৯০ সাল। উল্লিখিত সময়কে এই গবেষণার জন্য কেন বাছাই করা হয়েছে তার কারণ নিচে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এই গবেষণার জন্য এমন একটি সময়কে বাছাই করার চিন্তা করা হয় যে সময়টি হবে:
প্রথমত: নিকট অতীতের নির্দিষ্ট একটি সময়।
দ্বিতীয়ত: যে সময়টি বাংলাদেশের রাজনীতির জন্য একটি ঘটনাবহুল অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত।
তৃতীয়ত: যে সময়ের রাজনীতিতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ছিল ব্যাপক।
চতুর্থত: যে সময়ের সংবাদপত্রে যথারীতি সমকালীন রাজনীতির প্রতিফলন ঘটেছে এবং ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক মহলের বিভিন্ন তৎপরতার পাশাপাশি বিরোধী রাজনৈতিক কর্মকান্ডের বাহন হিসেবেও সংবাদপত্র কাজ করেছে।

উপরোক্ত চারটি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে উল্লিখিত সময়কে এই গবেষণার নির্ধারিত সময় হিসেবে বাছাই করা হয়। এই সময়টি একদিকে যেমন নিকট অতীতের। অন্যদিকে ১৯৭২ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সময়টি বাংলাদেশের রাজনীতির জন্য একটি ঘটনাবহুল অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত। উল্লিখিত সময়ে দেশের সরকার ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা হয়। সংসদীয় পদ্ধতির বদলে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা চালু করা হয়। একই সঙ্গে একটি মাত্র জাতীয় দল রাখার বিধানও চালু করা হয়। পরবর্তী সময়ে আবার বহুদলীয় ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

উপরোক্ত প্রায় দুই দশক সময়ের মধ্যে দু'জন ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপতি নির্মমভাবে নিহত হন দেশের সামরিক বাহিনীর বিপথগামী কিছু সদস্যের হাতে। নিহত রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনার জাতীয় রাজনীতিতে আগমন ঘটে পরবর্তী সময়ে এবং তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নিহত অপর রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের হত্যাকান্ডের পর তাঁর গড়া রাজনৈতিক সংগঠন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর মূল নেতৃত্বে আসেন তাঁর স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং পরে তিনি দলের চেয়ারপার্সন হন।

উল্লিখিত ১৯ বছরে সময়ের মধ্যে প্রায় ১৩ বছরই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সামরিক শাসন বলবৎ ছিল। এর মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট প্রথম সামরিক শাসন জারি হয় এবং বলবৎ ছিল ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ আবার সামরিক শাসন জারি করা হয়। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ সামরিক শাসন অব্যাহত থাকে। সামরিক শাসন চলাকালে দেশের সংবিধান স্থগিত রাখা হয়। আর এ কারণে দেশে সকল রাজনৈতিক তৎপরতা কখনো পুরোপুরি বন্ধ থাকে, কখনো সীমিত হয়ে যায়। দেশের জনসাধারণের গণতান্ত্রিক ও মৌলিক অধিকার খর্বিত হয়।

সত্তর দশকের রাজনীতিতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ছিল সীমিত। তবে আশির দশকের রাজনীতিতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ছিল স্বাধীনতা-উত্তর যে কোনও সময়ের চেয়ে বেশি। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে আশির দশক ছিল সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক আন্দোলনমুখর। প্রায় পুরো দশকই রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। রাজনৈতিক আন্দোলনে বিপুল গণমানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল এই দশকের রাজনীতির উল্লেখযোগ্য প্রবণতা যা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে আর কখনও দেখা যায়নি। বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন। জনসাধারণের ব্যাপকভাবে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৯০-এর গণভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে।

বর্তমান বাংলাদেশ ভূখন্ড হতে প্রকাশিত সংবাদপত্র শুরু থেকেই ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক মহলের নানা অনিয়মের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে সক্রিয় ছিল। সংবাদপত্রের পাতা উল্টালেই এমন অনেক নজীর চোখে পড়বে। আর ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক মহল চেয়েছে সংবাদপত্রের কন্ঠ চেপে রাখতে। এভাবে সংবাদপত্র বিরোধী রাজনৈতিক দল ও মতাদর্শ বিকাশের বাহন হয়ে উঠেছে। উল্লিখিত দুই দশকেও সংবাদপত্রের ভূমিকার উপরোক্ত ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিল বলে মনে করা যেতে পারে। সংবাদপত্রকে এই সময়ে নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যে পথ চলতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি তথ্য উল্লেখ করা যেতে পারে:

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৫ সালে চারটি দৈনিক ছাড়া দেশের সব দৈনিকের ডিক্লারেশন বাতিল করা হয়। ১৯৭৫ সালের ১৭ জুন সংবাদপত্রে এ সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় বার্তা সংস্থা 'বাসস'-এর বরাত দিয়ে স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরের শিরোনাম ছিল: 'সংবাদপত্র ডিক্লারেশন বাতিল অধ্যাদেশ'। এতে বলা হয়:

> *'সরকার সোমবার ১৯৭৫ সালের 'সংবাদপত্র ডিক্লারেশন বাতিল অধ্যাদেশ' জারি করেছেন। এই অধ্যাদেশ দ্বারা 'বাংলাদেশ অবজারভার', 'দৈনিক বাংলা' এবং একশ' বাইশটি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা ছাড়া দেশের আর সমস্ত সংবাদপত্রের ডিক্লারেশন আজ ১৭ জুন থেকে বাতিল বলে গণ্য হবে। বাসস এ খবর দিয়েছে।*
>
> *অধ্যাদেশটি জারি করার পরপরই সরকার ঢাকা থেকে দুইটি সংবাদপত্র যথা 'দৈনিক ইত্তেফাক' ও 'বাংলাদেশ টাইমস' প্রকাশনার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। অতঃপর বাংলাদেশে উপরে বর্ণিত চারটি দৈনিক এবং একশ' বাইশটি সাময়িকী ছাড়া অন্য কোন সংবাদপত্র বা সাময়িকী বাংলাদেশ সরকারের অনুমতি ছাড়া প্রকাশ করা যাবে না।'*[১০]

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে হত্যা করার মধ্য দিয়ে দেশে একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। সামরিক ছত্রছায়ায় ক্ষমতা দখল করেন খোন্দকার মোশতাক আহমদ। মোশতাক সরকার সংবাদপত্র প্রকাশনাকে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেয়। পুরনো পত্রিকাগুলো একে একে আবার প্রকাশিত হতে থাকে। শুধু দু'টি ব্যতিক্রম ছিল। নতুনভাবে প্রকাশনার অনুমতির মধ্যে (দৈনিক) 'বাংলার বাণী' ও 'বাংলাদেশ টাইমস'-এর অনুমতি ছিল না। এই পত্রিকা দু'টোর মালিক ছিলেন আওয়ামী যুব লীগের সভাপতি শেখ ফজলুল হক মনি। তিনি ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানে নিহত হয়েছিলেন। শেখ মনি'র পরিবার আদালতে মামলা করে দীর্ঘদিন পর 'বাংলার বাণী' প্রকাশনার ডিক্লারেশন ফিরে পেয়েছিলেন। 'বাংলাদেশ টাইমস' তার মালিককে শেষ পর্যন্ত ফিরিয়ে দেয়া হয় নি। বরং পরিত্যক্ত 'মর্নিং নিউজ'-এর সম্পত্তি ব্যবহার করে 'বাংলাদেশ টাইমস' পরবর্তীকালে সরকারি পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে।[১১]

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট পট-পরিবর্তনের পর ১৯৭৮ সালে চট্টগ্রামের নন্দনকাননে বাংলাদেশ টেলিভিশনের সম্প্রচার কেন্দ্র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান Newspaper Annulment of (Declaration) Act বাতিলের ঘোষণা দেন। পরবর্তীতে ১৯৭৯ সালে নির্বাচিত সংসদ ওই আইন বাতিল ঘোষণা করে।[১২]

আশির দশকেও সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল। এ সংক্রান্ত দু'টি তথ্য: 'বিশেষ করে গত ৯ বছরের স্বৈরশাসনের আমলে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। খবর বন্ধ করে দেয়ার বিচিত্র কৌশল প্রয়োগ করেছে এরশাদ সরকার। এ সময়ে প্রতিটি সংবাদপত্র অফিসে 'প্রেস অ্যাডভাইস' লেখার জন্য নিয়মিত খাতা মেইনটেইন করা হতো। গভীর রাতে ফোন আসত। খবর বন্ধ করে দেয়ার ঐ কৌশলটি দেশে বহুল আলোচিত'।[১৩]

প্রেস অ্যাডভাইসের বেশ কয়েকটি নজির দেখিয়েছেন ড. মোঃ গোলাম রহমান তাঁর 'Politics, Power and Mass Media in Contemporary Bangladesh' শীর্ষক এক নিবন্ধে। তিনি লিখেছেন :

> *'Press advises' by PID or other authority were in a way cencorships to the newspapers. There were instructions what should not be published and also what should be published and how should be published. I cannot resist my temptation to quote some personal notes of an editor of a daily newspaper of our country as examples. PID instructed on 11-5-82, (1) Photograph of CMLA's visit to Smritisoudha on the first page, (2) photo of advisor Safia Khatun, to be printed on the lower part of front page, (3) photo of Regional Martial Law Administrator's conference to be printed on eighth page, (4) Photograph of Ambassador of Rumania with the CMLA to be printed on eighth page. On 7-5-82 instructions were given as : (1) Photograph of General Ershad addressing at Kamalapur Boudha Mandir to be placed on upper corner of eighth page, (2) News on that would be on the first page in single column. (3) Adviser Mahbubur Rahman's inaugural photograph of a painting show at Shilpakala Academy to be printed at eighth page on double column. On 16-9-82 news of arrest of a student for postering at the university will not be published until police provide with that news, the message of the poster not be published, again at 9 p.m. another instruction came that nothing would be published in this context. On 12-6-83 among all activities of CMLA the news of meeting primary teachers to be given high priority and importance and the headline will be "Primary teacher were government employee and they will remain so : Ershad." On 29-5-83, the news of death of a custom officer at the airport not to be published. on 7-7-83 qulkhani of a pilot and regarding news of insurance money of him not to be published.*[১৪]

তবে আশির দশকে রাজনৈতিক খবর ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা একেবারে সীমিত হয়ে যায় ১৯৯০ সালের শেষ দিকে। 'সরকার ২৭শে নভেম্বর জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন এবং সংবাদপত্রে খবর প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। সাংবাদিক সমাজ-এর প্রতিবাদে সকল পত্র-পত্রিকায় ধর্মঘট শুরু করেন। এরশাদ ক্ষমতাচ্যুত হলে ৫ই ডিসেম্বর পুনরায় সংবাদপত্র চালু হয়।[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

'বিভিন্ন সময়ে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সংবাদপত্র পাঠকের চিন্তা-চেতনাকে যথেষ্টভাবে প্রভাবিত করে, আলোড়িত করে।'[৬] সে জন্যই হয়তো আগের ধারাবাহিকতায় আশির দশকের প্রায় পুরোটা সময় জুড়ে যে রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রাম চলে তাঁর অন্যতম চালিকা শক্তি ছিল সংবাদপত্র।

আধেয় বিশ্লেষণের জন্য রাজনৈতিক ইস্যু বাছাই:

রাজনৈতিক ইতিহাসে উপরোক্ত দুই দশক অর্থাৎ ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সময় নিঃসন্দেহে বিশাল একটি সময়। এই দীর্ঘ্য সময়ে নানা ধরনের রাজনৈতিক ইস্যু সংবাদপত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে গবেষণার উদ্দেশ্য অনুযায়ী আধেয় বিশ্লেষণের কাজ সুনির্দিষ্টকরণের জন্য উপরোক্ত দুই দশকের ২০টি তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যুকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইস্যুসমূহ চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে এই গবেষণার তত্ত্বাবধায়কদ্বয়ের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে দেশের বিশিষ্ট গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকদের পরামর্শও নেওয়া হয়েছে। বাছাইকৃত রাজনৈতিক ইস্যুগুলো হচ্ছে :

এক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন
দুই. মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী : বীরাঙ্গনা, দালাল ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গ
তিন. স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক
চার. সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকরকরণ
পাঁচ. প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন
ছয়. দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি
সাত. আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি
আট. জরুরী অবস্থা ঘোষণা, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন ও বাকশাল গঠন
নয়. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকান্ড ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন
দশ.জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া
এগার. জিয়াউর রহমানের দলীয় রাজনীতি
বার. জিয়াউর রহমানের দু'টি আলোচিত কর্মসূচি : খাল খনন ও গ্রাম সরকার
তের. জিয়াউর রহমানের হত্যাকান্ড
চৌদ্দ. জেল হত্যাকান্ড
পনের. পঁচাত্তর পরবর্তী আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার নেতৃত্ব গ্রহণ
ষোল. জিয়াউর রহমানের মৃত্যু-পরবর্তী বিএনপি ও খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ
সতের. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া
আঠার. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের দলীয় রাজনীতি
উনিশ. এরশাদ বিরোধী আন্দোলন
বিশ. নব্বই-এর গণঅভ্যুত্থান

আধেয় বিশ্লেষণের কৌশল:

এই গবেষণার উদ্দেশ্য অনুযায়ী উপরোক্ত রাজনৈতিক ইস্যুসমূহের মাধ্যমে গবেষণা প্রশ্নগুলো যাচাইয়ের জন্য সংবাদপত্রের আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আধেয় বিশ্লেষণের জন্য প্রধানত: দু'টি কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। কৌশল দু'টি হলো:

ক. বর্ণনাভিত্তিক বিশ্লেষণ

খ. সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

নিচে বিশ্লেষণের কৌশলগুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

বর্ণনাভিত্তিক বিশ্লেষণ:

বর্ণনাভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য প্রথমে প্রতিটি ইস্যু সম্পর্কে নমুনাভুক্ত চারটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট, প্রাসঙ্গিক সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয়, কলাম, পাঠকের চিঠি ও মতামত তারিখের ক্রম অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

রিপোর্টগুলো লিপিবদ্ধ করার সময় যে সব বিষয় তুলে ধরা হয়েছে:
এক. প্রকাশে তারিখ।
দুই. সূত্র: বার্তা সংস্থা, নিজস্ব সাধারণ আইটেম, স্পেশ্যাল আইটেম।
তিন. কোন্ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে।
চার. কত কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে।
পাঁচ. শিরোনাম।
ছয়. রিপোর্টের মূল বক্তব্য।

সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও কলাম লিপিবদ্ধ করার সময় যে সব বিষয় তুলে ধরা হয়েছে:
এক. প্রকাশে তারিখ।
দুই. শিরোনাম।
তিন. সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও কলামের মূল বক্তব্য।

চিঠি ও মতামত লিপিবদ্ধ করার সময় যে সব বিষয় তুলে ধরা হয়েছে:
এক. প্রকাশে তারিখ।
দুই. শিরোনাম।
তিন. চিঠি ও মতামতের মূল বক্তব্য।

উপরোক্ত বিষয়সমূহ লিপিবদ্ধ করার পর নিচে উল্লেখিত বিষয় সমূহ বিশ্লেষণের আওতায় আনা হয়েছে:
এক. সংবাদপত্রে প্রতিটি ইস্যুতে ঘটনার প্রবাহের প্রতিফলন বিশ্লেষণ।
দুই. রিপোর্টের ধরন বিন্যাস ও বিশ্লেষণ।
তিন. রিপোর্টের উপস্থাপন প্রবণতা বিশ্লেষণ।
চার. সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও কলামের বিষয়বস্তুর ধরন বিন্যাস ও বিশ্লেষণ।
পাঁচ. রিপোর্টের সঙ্গে প্রকাশিত সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও কলামের ধারাবাহিকতা এবং সম্পর্ক বিশ্লেষণ।
ছয়. ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে প্রকাশিত সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও কলামের ধারাবাহিকতা ও সম্পর্ক বিশ্লেষণ।
সাত. পাঠকের চিঠি ও মতামতের সঙ্গে প্রকাশিত সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও কলামের ধারাবাহিকতা ও সম্পর্ক বিশ্লেষণ।
আট. পাঠকের চিঠি ও মতামতের সঙ্গে প্রকাশিত রিপোর্টের ধারাবাহিকতা ও সম্পর্ক বিশ্লেষণ।
নয়. এক পাঠকের চিঠি বা মতামতের সঙ্গে অন্য পাঠকের চিঠি বা মতামতের ধারাবাহিকতা ও সম্পর্ক বিশ্লেষণ।
দশ. পাঠকের চিঠি ও মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশিত রিপোর্টের ধারাবাহিকতা ও সম্পর্কের সঙ্গে রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণের ধারাবাহিকতা ও সম্পর্ক বিশ্লেষণ।
এগার. বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে পাঠকের চিঠি ও মতামত প্রকাশ, এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশিত রিপোর্ট এবং প্রকাশিত রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণের বিষয়ে প্রকাশিত সম্পাদকীয়র ধারাবাহিকতা ও সম্পর্ক বিশ্লেষণ।

খ. সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আওতায় আনা বিষয়গুলো ছিল:
এক. রাজনৈতিক ইস্যুগুলো নিয়ে কতদিন ধরে খবর প্রকাশিত হয়েছে তা যাচাই।
দুই. খবরের উপস্থাপনা বিশ্লেষণ:
  ক. কোন্ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে।
  খ. কত কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে।
তিন. কোন্ কোন্ ইস্যুতে পত্রিকায় সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে তা যাচাই।

Dhaka University Institutional Repository

চার. বিভিন্ন ইস্যুতে সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয়, কলাম প্রকাশের হার নির্ণয়।

পাঁচ. একই রাজনৈতিক ইস্যুতে একাধিক সম্পাদকীয় প্রকাশের হার নির্ণয়।

ছয়. প্রথম পৃষ্ঠা বনাম নির্ধারিত পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় প্রকাশের হার নির্ণয়।

সাত. সম্পাদকীয়তে বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুর সমর্থন ও বিরোধিতার হার নির্ণয়।

আট. সম্পাদকীয়তে বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে আনন্দ-উচ্ছ্বাস ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশের হার নির্ণয়।

নয়. সম্পাদকীয়তে বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ, দাবি ও আহ্বান জানানো এবং আশাবাদ প্রকাশের হার নির্ণয়।

দশ. বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে অভিন্ন সম্পাদকীয় নীতি গ্রহণ বনাম পৃথক সম্পাদকীয় নীতি গ্রহণের বিষয়টি বিশ্লেষণ।

এগার. কোন্ কোন্ ইস্যুতে পত্রিকায় চিঠি প্রকাশিত হয়েছে তা যাচাই।

বার. কোন্ ধরনের চিঠি বেশি প্রকাশিত হয়েছে:

ক. বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে স্পর্শকারী বিষয়।

খ. ব্যক্তিগত বিষয়।

তের. সরাসরি বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যু সম্পর্কিত চিঠি বনাম রিপোর্ট, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও কলামের বক্তব্য সম্পর্কে অভিমত সংবলিত চিঠির হার নির্ণয়।

চৌদ্দ. প্রকাশিত চিঠিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুর ব্যাপারে দাবি ও আহ্বান জানানো, প্রতিবাদ করা, পরামর্শ প্রদান, আনন্দ, দুঃখ ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশের হার নির্ণয়।

নমুনায়ন:

গবেষণার জন্য স্বেচ্ছাচয়িত নমুনায়ন (Purposive Sampling) পদ্ধতিতে দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ, দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার এই চারটি পত্রিকাকে নমুনা হিসেবে বাছাই করা হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পত্রিকা চারটির সবক'টি জাতীয় দৈনিকের মর্যাদা সম্পন্ন এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত।

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকার প্রচার সংখ্যার বিষয়টিতে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, দৈনিক ইত্তেফাক উল্লিখিত দুই দশকের সবচেয়ে বহুল প্রচারিত দৈনিক। উল্লিখিত সময়ে অন্য তিনটি পত্রিকার প্রচার সংখ্যাও দেশের অন্যান্য দৈনিকের চেয়ে বেশি ছিল।

প্রচার সংখ্যা ছাড়াও প্রাতিষ্ঠানিক ভাবমূর্তি, প্রাচীনত্বসহ বিভিন্ন কারণে দৈনিক ইত্তেফাক উল্লিখিত দশকের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় পত্রিকা। রাজনৈতিক মতাদর্শগতভাবে দৈনিক ইত্তেফাককে মধ্যপন্থী মনে করা হয়। সংবাদ দেশের প্রাচীন পত্রিকাগুলোর একটি। ঐতিহ্যগত ভাবমূর্তি ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বহন করে পত্রিকাটি। সংবাদ বামপন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতিনিধিত্ব করে বলে মনে করা হয়। আধুনিক ভাষার প্রয়োগ ও সংবাদ-পরিবেশনায় ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্যের কারণে দৈনিক বাংলার স্বকীয়তা সর্বজনবিদিত। তাছাড়া মালিকানা সরকারী হওয়ার কারণে দৈনিক বাংলায় ক্ষমতাসীন সরকারের মতাদর্শের প্রতিফলন ঘটে স্বাভাবিকভাবেই। বাংলাদেশ অবজারভার জাতীয় পর্যায়ের একটি ইংরেজি দৈনিক। এটি বাংলাদেশের প্রাচীন পত্রিকাগুলোর একটি। মতাদর্শগত দিক থেকে মধ্যপন্থী বলে মনে করা হয়।

বাছাইকৃত পত্রিকাগুলোর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলে দেখা যাবে,

প্রথমত: পত্রিকাগুলো উল্লিখিত সময়ের মোটামুটি সকল রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতিনিধিত্ব করছে।

দ্বিতীয়ত: প্রচার সংখ্যা, মালিকানা (সরকারি ও বেসরকারি), ভাষা (বাংলা ও ইংরেজি) ইত্যাদি নানা বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধিত্ব করছে।

তৃতীয়ত: সার্বিকভাবে পত্রিকাগুলো উল্লিখিত দুই দশকে বাংলাদেশের গোটা 'প্রেস' বা পত্রিকা-মাধ্যমকে প্রতিনিধিত্ব করছে।

উপরোক্ত পত্রিকাগুলো ছাড়াও যে সমস্ত বিষয় আলোচনা ও বিশ্লেষণের যোগ্য মনে হয়েছে, সেগুলোকে সামনে রেখে সংশ্লিষ্ট সময়ে প্রকাশিত অন্যান্য সংবাদপত্রের তথ্যও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া গবেষণার নির্ধারিত সময় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন রচনা, উদ্ধৃতি, বইপত্র ও অন্যান্য প্রকাশনা থেকে তথ্য, বিবরণ ও মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে।

সীমবদ্ধতা:

এই গবেষণার সময়সীমা আরো দীর্ঘ্য হতে পারতো। কিন্তু ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ উনিশ বছর সময়সীমার তথ্য সংগ্রহ করতেই গবেষককে বিপুল সময় ব্যয় করতে হয়েছে। তাই সময়সীমা এর চেয়ে বড় হলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গবেষণা

Dhaka University Institutional Repository

শেষ হতো না। অন্যদিকে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রগুলো খুব গোছানো অবস্থায় পাওয়া যায়নি। তাই তথ্য সংগ্রহের জন্য যে পরিমাণ সময় ব্যয় হবে মনে করা হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি সময় ব্যয় হয়েছে।

গবেষণার পর্ব বিন্যাস:

নির্ধারিত উদ্দেশ্যের আলোকে এবং নির্দিষ্ট গবেষণা প্রশ্নের ভিত্তিতে উপরোক্ত গবেষণা পদ্ধতি অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহের পর পূর্বে উল্লিখিত বিশটি ইস্যু সংবাদপত্রে উপস্থাপন প্রবণতা ও এ ব্যাপারে সংবাদপত্রের নীতির প্রতিফলন ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষণের জন্য এই গবেষণা কর্মটি নিচের সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। অধ্যায়গুলো হচ্ছে :

প্রথম অধ্যায়

পটভূমি, উদ্দেশ্য ও গবেষণা প্রশ্ন

দ্বিতীয় অধ্যায়

গবেষণা পদ্ধতি ও নমুনায়ন

তৃতীয় অধ্যায়

সংবাদপত্রে আওয়ামী লীগ শাসন আমলে (১৯৭২-৭৫) প্রকাশিত বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুর উপস্থাপন সম্পর্কে বিশ্লেষণ

চতুর্থ অধ্যায়

সংবাদপত্রে জিয়াউর রহমানের শাসন আমলে (১৯৭৫-৮১) প্রকাশিত বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুর উপস্থাপন সম্পর্কে বিশ্লেষণ

পঞ্চম অধ্যায়

সংবাদপত্রে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের শাসন আমলে (১৯৮২-৯০) প্রকাশিত বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুর উপস্থাপন সম্পর্কে বিশ্লেষণ

ষষ্ঠ অধ্যায়

গবেষণা প্রশ্নের ফলাফল বিশ্লেষণ

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

তথ্য সূত্র :

১. Roger D. Wimmer & Joseph R. Dominick, *Mass Media Research : An Introduction(2nd ed.)*, California: Wadsworth Publishing Company, 1987, p. 187.
২. Walizer, M. H., & Wienir, P. L. (1978), *Research methods and analysis*, New York: Harper & Row.
৩. Krippendorf, K. (1980), *Content analysis: An introduction to its methodology*, Beverly Hills, CA: Sage Pubications.
৪. Kerlnger, F. (1973), *Foundations of behavioral research (2nd ed.)*, New York: Holt, Rinetart & Winston.
৫. Roger D. Wimmer & Joseph R. Dominick, Ihid, p. 166.
৬. Joann Keyton, *Communication Research : Asking Question, Finding Answers*, New York: McGraw-Hill, 2006, p. 246.
৭. Richard W. Budd, Robert K. Thorp & Lewis Donohew, *Content Analysis of Communications*, New York: The Macmillan Company, 1967, p. 2-6.
৮. L. L. Kaid & A. J. Wadsworth (1989). Content analysis. In P. Emmert & L. L. Barker (Eds.), *Measurement of communication behavior* (pp. 197-217). New York: Longman.
৯. D. Riffe, S. Lacy & F. G. Fico (1998). *Analyzing media messages: Using quantitative content analysis in research*. Mahwah, NJ: Erlbaum.
১০. *দৈনিক বাংলা*, ১৭ জুন ১৯৭৫।
১১. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, *বিষয় : সাংবাদিকতা*, ঢাকা : সুবর্ণ, ২০০০, পৃ. ৩৬।
১২. *নিরীক্ষা*, মে ২০০৬, ১৪৬তম সংখ্যা, ঢাকা : বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, পৃ. ১।
১৩. আবদাল আহমদ, সংবাদপত্রের জোয়ার, *নিরীক্ষা* : অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯১, ৫৫তম সংখ্যা, ঢাকা : বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, পৃ. ৫।
১৪. Dr. M. Golam Rahman, Politics, Power and Mass Media in Contemporary Bangladesh, *জনপরিসরে গণমাধ্যম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, ঢাকা : ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার, জুন ২০০৩, পৃ. ৪১৫।
১৫. আবদাল আহমদ, শৃঙ্খলিত সংবাদপত্র : যে খবর ছাপা যায়নি, *নিরীক্ষা* : জুলাই ১৯৯১, ৫২তম সংখ্যা, ঢাকা : বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, পৃ. ২৫।
১৬. মাহফুজ উল্লাহ, *প্রেস অ্যাডভাইস*, ঢাকা : অনিন্দ্য প্রকাশন, ১৯৯১, পৃ. ৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

সংবাদপত্রে আওয়ামী লীগ শাসন আমলে (১৯৭২-৭৫) প্রকাশিত বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুর উপস্থাপন সম্পর্কে বিশ্লেষণ

এই অধ্যায়ে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে আওয়ামী লীগের শাসন আমল অর্থাৎ ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল সময়সীমার সংবাদপত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উপরোক্ত সময়ের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনার মধ্য থেকে বহুল আলোচিত নয়টি ইস্যু এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইস্যুগুলো হচ্ছে:

এক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

দুই. মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী : বীরাঙ্গনা, দালাল ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গ

তিন. স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক

চার. সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকরকরণ

পাঁচ. প্রথম সংসদ নির্বাচন

ছয়. দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি

সাত. আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি

আট. জরুরী অবস্থা ঘোষণা, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন ও বাকশাল গঠন

নয়. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকান্ড ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উল্লিখিত ইস্যুগুলো নিচে ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার অব্যবহিত আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পুরো সময়ই তিনি পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী ছিলেন। একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও তিনি তখনো সেখানে বন্দী। বিজয় অর্জনের পর বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবী উঠে।

১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি বিশ্ব জনমতের প্রবল চাপে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়া হয়। মুক্তি দিয়েই তাঁকে পাকিস্তান থেকে সোজা পাঠিয়ে দেয়া হয় লন্ডনে। ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু তাঁর মুক্ত স্বাধীন স্বদেশের মাটিতে পা রাখেন। লাখ লাখ উদ্বেগাকুল মানুষ বঙ্গবন্ধুকে এদিন ঢাকা বিমানবন্দরে তাঁদের প্রাণঢালা অভ্যর্থনা জানায়। পরে রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, সাত কোটি বাঙালির বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, স্বাধীন থাকবে।[১]

পাকিস্তানের কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে কেন্দ্র করে সংবাদপত্রগুলো নানা ধরনের রিপোর্ট, ছবি প্রকাশ করে। সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করে। পাঠকের চিঠিপত্রও প্রকাশিত হতে দেখা যায় সংবাদপত্রে। পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে ক্রোড়পত্রও প্রকাশ করে। বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানিয়ে সংবাদপত্রে নানা ধরনের আকর্ষণীয় ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে।

খবরের কাগজগুলো তারিখ অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ১৯৭২ সালের প্রথম দিন থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরের দিন অর্থাৎ ১১ জানুয়ারি (১৯৭২) পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিনই সংবাদপত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নানা ধরনের তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।

রিপোর্ট :

তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্যাপারে জাতিসংঘের মহাসচিবের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে দেখা যায়, বার্তা সংস্থা 'এপিপি' এর বরাত দিয়ে এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ বেতারের বৈদেশিক সার্ভিসের উদ্বোধন উপলক্ষে এক রেকর্ড করা ভাষণের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। ১ জানুয়ারি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় ডবল কলাম শিরোনামে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়। আর শিরোনাম ছিল: 'জাতিসংঘ সেক্রেটারী জেনারেলের প্রতি সামাদ ॥ বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করার ব্যাপারে অপরিহার্য দায়িত্ব পালন করুন'। এই রিপোর্টে বলা হয়:

> *'বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুস সামাদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্ত করার ব্যাপারে এ সময়ে বিশ্ব সংস্থার অপরিহার্য দায়িত্ব পালন করার জন্য জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন'।*[২]

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য পত্রিকায়ও এই খবর গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবী জানায়। ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্যভিত্তিক একটি রিপোর্ট থেকে এই নজীর দেখানো যায়। ঢাকার পুরানা পল্টনে ঐ রাজনৈতিক দলের অফিস উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবী জানানো হয়।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির এই রিপোর্টটি ১ জানুয়ারি দৈনিক বাংলায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'প্রকাশ্যে কাজ শুরু ॥ কমিউনিস্ট পার্টির সমাবেশে বঙ্গবন্ধুর আশু মুক্তি দাবী'। এতে বলা হয়:

> *গতকাল শুক্রবার বাংলাদেশের কমিউনিস্টি পার্টি প্রকাশ্য কাজ শুরু করেছে। এ উপলক্ষে আয়োজিত এক সমাবেশে এই দল বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের আশু মুক্তি দাবী করেছে।*[৩]

বাংলাদেশ অবজারভারে উল্লিখিত বিষয়ের রিপোর্টটি ১ জানুয়ারি (১৯৭২) প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। স্টাফ করসপন্ডেন্ট পরিবেশিত উক্ত রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'Mujib's release demanded\BCP will support Government'.[8]

বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করার ব্যাপারে অন্যান্য দেশও যে তৎপর ছিল তার একটি নজীর পাওয়া যায় বাংলাদেশ অবজারভারে। এই পত্রিকার রিপোর্টে বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করার ব্যাপারে ভারতীয় কূটনৈতিক তৎপরতার আভাস পাওয়া যায়। ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি বাংলাদেশ অবজারভারে প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে সংশ্লিষ্ট রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা এএফপির

Dhaka University Institutional Repository
বরাত দিয়ে প্রকাশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'Swaran asks UN Envoy ॥ Help release Sk. Mujib.' রিপোর্টটিতে বলা হয় :

Foreign Minister Mr. Swaran Singh asked on Thursday UN Special envoy vittorio speare Guicceardi to intervene for the release of President of the People's Republic of Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman now under house arrest at Rawalpindi, reports AFP.[৫]

১৯৭২ সালের ২ জানুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির প্রাক্কালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল সে প্রসঙ্গে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এতে তাদের বৈঠক আরও দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার আভাস দেয়া হয়েছে। পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডি থেকে বার্তা সংস্থা এএফপির পাঠানো এই রিপোর্ট দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল : 'ভুট্টো-মুজিব আলোচনা কয়েক সপ্তাহ চলবে'। এই রিপোর্টে লেখা হয়:

পাকিস্তানী নেতা জনাব ভুট্টো শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে বর্তমানে যে আলোচনা চালাইতেছেন উহা কয়েক সপ্তাহ যাবৎ চলিতে পারে। আজ সরকারী সূত্রে একথা বলা হয়। প্রেসিডেন্ট ভুট্টো প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকের প্রথম দিকে অংশগ্রহণ করেন। এক্ষণে সিনিয়র কর্মকর্তারা আলোচনা করেন। সরকারী সূত্রে বলা হয়, যে শেখ মুজিব তাঁহার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সচেতন এবং নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যত সম্পর্কেও উদ্বিগ্ন।[৬]

দৈনিক বাংলায়ও ২ জানুয়ারি (১৯৭২) বৈঠক সম্পর্কিত একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রাওয়ালপিন্ডি থেকে বার্তা সংস্থা বিপিআইএর পাঠানো এই রিপোর্টটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল : 'ভুট্টো গং-এর ধৃষ্টতা'। এই রিপোর্টে লেখা হয়:

বাংলাদেশের জনক শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি দেয়া হবে না বলে আজ সরকারী সূত্রে বলা হয়। বাংলাদেশের প্রশ্নে একটি সমাধান বের করার উদ্দেশ্যে এই আলোচনা গত সপ্তাহে শুরু হয় এবং কয়েক সপ্তাহ চলতে পারে।[৭]

এর পরদিন অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ৩ জানুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক খবরে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশিত হয়। রিপোর্টটি খুবই গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করা হয়। যে কারণে এটি আট কলাম ব্যানার হেডিং এ ছাপা হয়। এই রিপোর্টটি ছিল পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর এক সাক্ষাৎকারভিত্তিক। আমেরিকান 'টাইম' পাত্রিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের উদ্ধৃতি দিয়ে নিউইয়র্ক থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি ও বিপিআই খবরটি সরবরাহ করে। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল : 'কয়েকদিনের মধ্যেই বঙ্গবন্ধুর বিনাশর্ত মুক্তি'। এই রিপোর্টে বলা হয়:

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো গতকাল মার্কিন 'টাইম' সাময়িকীর সহিত এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে বিনা শর্তে কয়েকদিনের মধ্যেই মুক্তিদানের পরিকল্পনা করিয়াছে।[৮]

বার্তা সংস্থা এএফপি পরিবেশিত এই রিপোর্টটি বাংলাদেশ অবজারভার ও দৈনিক বাংলায়ও প্রকাশিত হয়। তবে রিপোর্টটিকে খুব বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়নি এ দু'টি পত্রিকায়। বাংলাদেশ অবজারভারে ৩ জানুয়ারি (১৯৭২) প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'Bhuttos plan and hope'[৯]. আর দৈনিক বাংলায় রিপোর্টটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি সংক্রান্ত অন্য একটি সিঙ্গেল কলাম শিরোনামের রিপোর্টের সঙ্গে সাবহেডিং-এর নিচে প্রকাশিত হয়। সাব হেডিংটি ছিল: 'ভুট্টো যা বলেন'[১০]

পরদিন অর্থাৎ ৪ জানুয়ারি (১৯৭২) দৈনিক ইত্তেফাকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি সংক্রান্ত আরও একটি খবর প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টে স্পষ্ট করে বলা হয়, বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। এই দিনের অন্য পত্রিকাগুলোতে মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে এই রিপোর্টটি বঙ্গবন্ধুর ৩ কলাম ১২ ইঞ্চি ছবিসহ আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা বিপিআই ও এএফপি পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল : 'পাকিস্তানী জঙ্গী শাহীর জিন্দানখানা হইতে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি লাভ'। রিপোর্টে বলা হয় :

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিনা শর্তে মুক্তি দেয়া হইয়াছে। এ সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টো বলিয়াছেন সমগ্র বিশ্ব আজ শেখ মুজিবের মুক্তির দাবীতে মুখর। বঙ্গবন্ধুর মুক্তি প্রদান করিয়া তাঁহার সরকার বিশ্ব জনমতের প্রতিই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছে।[১১]

এইদিন (৪ জানুয়ারি ১৯৭২) দৈনিক ইত্তেফাকে এ বিষয়ক আরও একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে। শিরোনামটি ছিল: 'জনতা সাগরে জেগেছে ঊর্মি ॥ পদভারে টলমল পৃথ্বি'।[১২] এই রিপোর্টটি ছিল দৈনিক ইত্তেফাকের নিজস্ব আইটেম।

অন্যদিকে ১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ অবজারভারে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি বিষয়ক রিপোর্টটি প্রথম পৃষ্ঠায় লাল হরফে তিন কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। আর তিন কলাম শিরোনামের পাশে বঙ্গবন্ধুর ৫ কলাম ১২ ইঞ্চি আকৃতির একটি পোর্ট্রেট ছবি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Sk. Mujib is being freed'. আর রিপোর্টে বলা হয়:

Dhaka University Institutional Repository

'Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman is going to be released unconditionally. Till late Monday night it was not known when and how Bangabandhu would be returning to Bangladesh.'[১৩]

প্রাসঙ্গিক আরও তিনটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ঐদিনই (৪ জানুয়ারি ১৯৭২) বাংলাদেশ অবজারভারে। প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এই তিনটি রিপোর্টের মধ্যে একটি প্রকাশিত হয় ডাবল কলাম শিরোনামে। স্টাফ করসপন্ডেন্ট পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল : 'Jubilation in Dacca'.[১৪] অপর দু'টি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে। এর একটি বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত ছিল। শিরোনাম ছিল : 'Let's Smile Again.'[১৫] অন্য রিপোর্টটি পত্রিকার নিজস্ব আইমেট হিসেবে প্রকাশিত হয়। বেগম শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তব্যভিত্তিক এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'I can't believe it'.[১৬]

অপর দিকে ১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারি দৈনিক বাংলায় বঙ্গবন্ধুর মুক্তি সংক্রান্ত তিনটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায়। মূল রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনামের নিয়ে এক পাশে ছিল বঙ্গবন্ধুর ৬ কলাম ১২ ইঞ্চি আকৃতির পোর্ট্রেট ছবি। আর শিরোনামটি ছিল : 'বিশ্ব জনমতের চাপের মুখে শেখ মুজিবকে বিনাশর্তে মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত ॥ ভুট্টোর দম্ভ ভেঙ্গেছি : বঙ্গবন্ধুকে এনেছি।' এই রিপোর্টে লেখা হয়:

> *পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের বিজয়ের পর অপ্রতিরোধ্য আন্তর্জাতিক চাপের মুখে বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার হত্যাকান্ডের দোসর পাকিস্তানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিনা শর্তে মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়েছে যে গতকাল করাচীতে এক বিরাট জনসভায় ভাষণদান প্রসঙ্গে ভুট্টো এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন।*[১৭]

এছাড়া পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় এ প্রসঙ্গে আরও দুটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত রিপোর্ট দু'টির একটির শিরোনাম ছিল: 'উল্লাসমুখর ঢাকা ॥ জয় বঙ্গবন্ধুর জয়'[১৮] এবং অপরটির শিরোনাম ছিল: 'জেগে আছে ঢাকা নগরী–'।[১৯]

৪ জানুয়ারি (১৯৭২)-এর সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্যাপারে আশাব্যঞ্জক খবর প্রকাশিত হলেও পরদিন ৫ জানুয়ারির সংবাদপত্রে নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটে। বঙ্গবন্ধুকে সত্যিই মুক্তি দেয়া হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে নানা সন্দেহের প্রতিফলন ঘটে সংবাদপত্রে। দৈনিক ইত্তেফাকে ৫ জানুয়ারি (১৯৭২) বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের সে সময়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদের মন্তব্যকে ভিত্তি করে একটি খবর প্রকাশিত হয়। প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়। ইত্তেফাক রিপোর্ট অর্থাৎ পত্রিকার নিজস্ব আইটেম হিসেবে প্রকাশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'ভুট্টোর কথায় বিভ্রান্ত হইবেন না ॥ বঙ্গবন্ধুর মুক্তির প্রশ্নে কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রহিয়াছে– পররাষ্ট্রমন্ত্রী।' এই রিপোর্টে লেখা হয়:

> *বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আব্দুস সামাদ আজাদ গতকাল (মঙ্গলবার) সাংবাদিকদের বলেন, পাকিস্তানের জঙ্গীশাহীর জিন্দানখানা হইতে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্ত করিয়া না আনা পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার কূটনৈতিক পর্যায়ে তৎপরতা চালাইয়া যাইবে। এ ব্যাপারে সরকার বিভিন্ন বন্ধুরাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটির মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করিতেছে বলিয়া তিনি জানান। শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তিপ্রাপ্তির সংবাদ সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, জনসভায় প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর একটি বিবৃতি ছাড়া পাকিস্তান সরকার এ ব্যাপারে কোন সরকারী ঘোষণা বা আদেশ জারি করেন নাই।*[২০]

এই খবরটি বাংলাদেশ অবজারভার আরও গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপন করে। ৫ জানুয়ারি (১৯৭২) এই রিপোর্টটি বাংলাদেশ অবজারভার ৮ কলাম ব্যানার শিরোনামের নিচে প্রকাশ করে। স্টাফ করসপন্ডেন্ট পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'Mujib's release : No confirmation yet, Says Samad ॥ Is it Propaganda stunt?[২১]

দৈনিক বাংলায় ৫ জানুয়ারি (১৯৭২) বঙ্গবন্ধুর মুক্তি সংক্রান্ত উল্লিখিত রিপোর্টের পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক আরও চারটি খবর প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে একটি ছিল বাইলাইন রিপোর্ট। রিপোর্টটি লিখেন 'আলী আশরাফ'। এটিকে মন্তব্য প্রতিবেদন হিসেবেও চিহ্নিত করা যেতে পারে। ডাবল কলাম শিরোনামে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়। এর শিরোনাম ছিল : 'বর্বর খান সেনাদের দোসর ভুট্টো এখনও খেলতে চাচ্ছে–'। রিপোর্টে লেখা হয়:

> *মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশের জনক, সাড়ে সাত কোটি জাগ্রত বাঙ্গালীর প্রাণপ্রতিম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এখন পর্যন্ত হানাদার দস্যুদের কবল থেকে ছিনিয়ে এনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে তাঁর সমর্যাদা ও মহিমায় সমাসীন করা যায়নি। মনে হচ্ছে বর্বর খান সেনাদের দোসর ভুট্টো এখনও নানা খেলা খেলতে চাচ্ছে। মনে হচ্ছে এখনো বিশ্altবিবেককে ধোঁকা দিতে আর নষ্টামী করতে তৎপর রয়েছে।*[২২]

দৈনিক বাংলার অন্য তিনটি রিপোর্টের মধ্যে একটি রিপোর্ট ৬ কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত উক্ত রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'বঙ্গবন্ধুর মুক্তিতে ইচ্ছাকৃত বিলম্ব পাকিস্তানের জন্য গুরুতর পরিণতি ডেকে আনবে : ভুট্টোর প্রতি তাজউদ্দীনের হুঁশিয়ারী'[২৩]। দু'টি রিপোর্ট সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে একটি ছিল বার্তা সংস্থা এনা ও বিএসএস পরিবেশিত। এটির শিরোনাম ছিল: 'বঙ্গবন্ধুকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে আলোচনা : আজ

Dhaka University Institutional Repository

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দিল্লী যাত্রা'[২৪]। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত অপর রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল : 'বঙ্গবন্ধুর মুক্তি সম্পর্কে জনমনে জিজ্ঞাসা'[২৫]।

৭ জানুয়ারি (১৯৭২) এর খবরের কাগজগুলোতে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্যাপারে আবার আশাবাদী খবর প্রকাশিত হয়। ঐদিন (৭ জানুয়ারি ১৯৭২) লারকানা থেকে পিটিআই ও ইউপিআই পরিবেশিত একটি রিপোর্ট দৈনিক ইত্তেফাকে ৭ কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ৬ ইঞ্চি ডাবল কলাম ছবিও প্রকাশিত হয়। রিপোর্টটির হেডিং ছিল : 'যে কোন মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু ঢাকায় পৌঁছিতেছেন'। রিপোর্টে বলা হয়:

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো আজ এখানে বলেন যে, জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করা হইতেছে। এদিকে রাওয়ালপিন্ডিতে সরকারী সূত্রে বলা হয় যে, শেখ মুজিব আজ রাতেই বা আগামীকাল পূর্বাহ্নে রওয়ানা হইতে পারেন এবং জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধি তাঁহার সঙ্গে থাকিবেন। [২৬]

বাংলাদেশ অবজারভারে ৭ জানুয়ারি (১৯৭২) একই ধরনের একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ৬ কলাম লীড আইটেম হিসেবে। নয়াদিল্লী থেকে বিএসএস পরিবেশিত উল্লিখিত রিপোর্টের শিরোনাম ছিল : 'Speculations are rife in New Delhi : Mujib's release imminent'. এতে লেখা হয়:

'Speculation is rife in different quarters in New Delhi about the possible timing of Sheikh Mujibur Rahman's return to Bangladesh, reports BSS special correspondent.[২৭]

দৈনিক বাংলায় ৭ জানুয়ারি (১৯৭২) এ প্রসঙ্গে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর বক্তব্যভিত্তিক রিপোর্টটি তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। পাকিস্তানের লারকানা থেকে পিটিআই ও ইউপিআই পরিবেশিত উক্ত রিপোর্টের শিরোনাম ছিল : 'বঙ্গবন্ধুকে ঢাকায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে : ভুট্টো' [২৮]। পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতা বিষয়ক একটি খবর প্রকাশিত হয় দৈনিক বাংলায়। নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই রিপোর্ট ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনামে ছিল: 'ভারতীয় নেতাদের সাথে সামাদের বৈঠক : শেখ মুজিবকে ফেরত আনাই প্রধান আলোচ্য বিষয়'। এই রিপোর্ট বলা হয় :

নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশ মিশনের প্রধান জনাব হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী আজ বলেন, যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ এখানে যার সাথেই দেখা করেছেন প্রত্যেকের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ফেরত আনার প্রশ্নই প্রথম ও প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে।'[২৯]

পাকিস্তানের ভিতরেও বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়ার দাবী উঠেছিল। ৮ জানুয়ারি (১৯৭২) দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট থেকে এর নজীর পাওয়া যায়। রিপোর্টটি ডাবল কলাম শিরানামে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'পিন্ডিতে ভুট্টোর বিরুদ্ধে মুজিব সমর্থকদের পিকেটিং'। পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডি থেকে বার্তা সংস্থা বিএসএস, পিটিআই ও ইউপিআই পরিবেশিত এই রিপোর্টটিতে বলা হয়:

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টো আজ বিমানযোগে এখানে আসিয়া পৌঁছিলে শেখ মুজিবুর রহমানের সমর্থকরা তাহার বিরুদ্ধে পিকেটিং করে। শেখ মুজিবের সঙ্গে আরও আলোচনার জন্য ভুট্টো লারকানা হইতে এখানে প্রত্যাবর্তন করেন। [৩০]

দৈনিক বাংলায় ঐ রিপোর্টটি শেষ পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় ৮ জানুয়ারি (১৯৭২) তারিখে। বার্তা সংস্থা ইউপিআই-এর বরাত দিয়ে পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'পিন্ডিতে মুজিবের মুক্তির দাবীতে ভুট্টোর সামনে পিকেটিং'।[৩১]

৮ জানুয়ারি (১৯৭২) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি পাওয়ার সংবাদ খবরের কাগজে ব্যাপক কভারেজ পায় ৯ জানুয়ারিতে (১৯৭২)। দৈনিক বাংলায় ঐদিন (৯ জানুয়ারি ১৯৭২) প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১২টি রিপোর্টের মধ্যে ১০টিই ছিল বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও প্রাসঙ্গিক রিপোর্ট। দৈনিক বাংলায় এ সংক্রান্ত মূল রিপোর্টটি ৭ কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। আইটেমটির সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর তিন কলাম আট ইঞ্চি আকৃতির একটি ছবিও জুড়ে দেয়া হয়। রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল : 'জনগণের মাঝে ফিরে যেতে চাই : লন্ডনে শেখ মুজিব ॥ এখানে আর এক মুহূর্ত থাকতে চাই না'। লন্ডন থেকে বার্তা সংস্থা বিএসএস, এএফপি, পিটিআই, এনা এবং বিপিআই পরিবেশিত এই রিপোর্টে লেখা হয়:

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ এখানে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন: 'আমি এখানে আর এক মুহূর্ত থাকতে রাজী নই। আমি আমার জনগণের কাছে ফিরে যেতে চাই'। তিনি বলেন, তিনি আগামীকাল অথবা পরের দিন ঢাকা ফিরবেন বলে আশা করছেন।[৩২]

বাকী ৯টি রিপোর্টের মধ্যে একটি প্রকাশিত হয় ৪ কলাম শিরোনামে। বার্তা সংস্থা এনা ও বিএসএস পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল : 'মন্ত্রিসভার বিশেষ বৈঠকে শেখ মুজিবকে আনার ব্যবস্থা আলোচনা ॥ গণতন্ত্র ও বিশ্ব জনমতের বিজয় : তাজউদ্দীন'[৩৩]। একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তিন কলাম শিরোনামে। সূত্রহীন এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল : 'বঙ্গবন্ধুর শুভেচ্ছা বাণী'। এতে লেখা ছিল:

Dhaka University Institutional Repository

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান শেখ মুজিবুর রহমান লন্ডন থেকে তাঁর মন্ত্রিসভা ও পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং বাংলাদেশের জনগণের প্রতি শুভেচ্ছা বাণী পাঠিয়েছেন।[৩৪]

বাকী সাতটি রিপোর্ট সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। লক্ষ্ণৌ থেকে বার্তা সংস্থা পিটিআই পরিবেশিত একটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি শেখ : আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ'[৩৫]। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত একটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: '৩৬ ঘণ্টার মধ্যে আসবেন'[৩৬]। লন্ডন থেকে বার্তা সংস্থা বিএসএস, পিটিআই, এএফপি ও এনা পরিবেশিত একটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল:'বেঁচে আছি সুস্থ আছি'[৩৭]। একটি বাইলাইন রিপোর্ট ছিল। মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর লিখিত উক্ত রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'সেই বাড়িটিতে আমরা ক'জনা : মা- কেমন আছে?'[৩৮]। বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবীতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৯ জানুয়ারি (১৯৭২) এক কর্মসূচির আয়োজন করে। বঙ্গবন্ধুর মুক্তির খবর পাওয়ার পর তা বাতিল করা হয়। এই রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল: 'মুজিব দিবস বাতিল'[৩৯]। বাকী দুই রিপোর্ট ছিল লন্ডন থেকে বঙ্গবন্ধুর টেলিফোন সংলাপভিত্তিক। বার্তা সংস্থা এনা পরিবশিত একটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'বেগম মুজিবের প্রতি : বেঁচে আছে তো?[৪০]। সূত্রহীন অপর রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল: 'হ্যালো; তাজউদ্দীন : দেশের মানুষ কেমন আছে?[৪১]।

দৈনিক ইত্তেফাকে ৯ জানুয়ারি (১৯৭২) বঙ্গবন্ধু মুক্তি সংক্রান্ত মূল রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় ৬ কলাম লীড আইটেম হিসেবে। ইত্তেফাক রিপোর্ট অর্থাৎ নিজস্ব রিপোর্টার পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'আমার সোনার বাংলা আজ মুক্ত ও স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র : বঙ্গবন্ধু এখন লন্ডনে'। এই রিপোর্টের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর তিন কলাম ৫ ইঞ্চি আকৃতির একটি ছবিও প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টে বলা হয়:

> *দীর্ঘ ৯ মাসাধিক কাল পাকজঙ্গী শাহীর জিন্দানখানার অন্ধ প্রকোষ্ঠে নারকীয় বন্দী জীবন যাপনের পর বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষের অধিনায়ক বিশ্বের নিপীড়িত জনতার বিশ্বস্ত মুখপাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গত শনিবার পিআইএ'র একটি ভাড়া করা বিশেষ বিমানে গ্রীন উইচ সময় ভোর ৬টা ৩৬ মিনিটে (বাংলাদেশ সময় দুপুর ১২টার ৩৫ মিঃ) লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে পৌছান। বিমানবন্দরে অবতরণের পর বঙ্গবন্ধুকে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে লইয়া যাওয়া হয়। পরে লন্ডনস্থ বাংলাদেশ মিশনের কর্মকর্তারা তাঁহাকে লন্ডনের ক্লারিজেস হোটেলে লইয়া যান'।*[৪২]

সংশ্লিষ্ট আরও চারটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ঐদিন (৯ জানুয়ারি ১৯৭২)। এর মধ্যে একটি রিপোর্ট ছিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর উদ্দেশে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যভিত্তিক। বার্তা সংস্থা পিটিআই পরিবেশিত এই রিপোর্টটি সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ : আসলে আমরাই-'[৪৩]। অপর তিনটি রিপোর্টের মধ্যে দুটি ছিল বঙ্গবন্ধুর টেলিফোন সংলাপভিত্তিক। একটির টেলিফোন সংলাপ ছিল প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের সঙ্গে। লন্ডন থেকে বার্তা সংস্থা বিপিআই পরিবেশিত এই রিপোর্টটি সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনামটি ছিল: 'লন্ডন হইতে ঢাকা : হ্যালো তাজুদ্দীন আমার দেশবাসীরা কেমন আছে'[৪৪]। টেলিফোন সংলাপভিত্তিক অপর রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'তোমরা কি সবাই বেঁচে আছ? : তুমি কবে আসবে? ওরা আমাদের খুব কষ্ট দিয়েছে'[৪৫]। উপরোক্ত রিপোর্টটি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর পরিবারের সদস্যদের টেলিফোনে কথোপকথনের উপর নির্ভর করে লেখা। টেলিফোন সংলাপভিত্তিক আরও একটি রিপোর্ট দৈনিক ইত্তেফাকে ৯ জানুয়ারি (১৯৭২) প্রকাশিত হয়েছিল। এটি ছিল অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর টেলিফোনে কথোপকথন কেন্দ্রিক। সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় রিপোর্টটি। বার্তা সংস্থা এনা পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল : 'বলুন, বাংলাদেশ সম্পূর্ণ স্বাধীন'[৪৬]।

৯ জানুয়ারি (১৯৭২) বাংলাদেশ অবজারভারে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মোট ১৮টি রিপোর্টের মধ্যে ১৪টিই ছিল বঙ্গবন্ধুর মুক্তি সংক্রান্ত। মূল রিপোর্টটি লাল রং এর হরফে ৮ কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর পাঁচ কলাম আট ইঞ্চি আকৃতির একটি ছবিও প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা ইউপিআই পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'Mujib Speaks from London : I am alive and well'. এই রিপোর্টে বলা হয়:

> *Sheikh Mujibur Rahman was flown secretly in London at 0636 GMT (1235 BST) on Saturday from Rawalpindi. UPI quoted the Sheikh telling newsman in his heavily guarded VIP lounge at the Heathrow Airport as 'you can see I am very much alive and well*[৪৭]

বাংলাদেশ অবজারভারে ৯ জানুয়ারি (১৯৭২) প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট বাকী ১৩টির রিপোর্টের মধ্যে একটি ছাড়া অন্য ১২টি সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। চার কলাম শিরোনামে প্রকাশিত রিপোর্টটি ছিল স্টাফ করসপন্ডেন্ট পরিবেশিত। শিরোনামটি ছিল : 'Arrangements for grand reception'[৪৮]। ১২টি সিঙ্গেল কলাম শিরোনামের রিপোর্টের মধ্যে তিনটি ছিল বাংলাদেশ অবজারভারের স্টাফ করসপন্ডেন্ট পরিবেশিত। এই তিনটি রিপোর্টের মধ্যে একটির শিরোনাম ছিল : 'Hallo, Tajuddin, how are my people?'[৪৯]। এই রিপোর্টটি ছিল বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর টেলিফোন সংলাপভিত্তিক। স্টাফ করসপন্ডেন্ট পরিবেশিত অপর দু'টি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল : 'The leader in his usual

Dhaka University Institutional Repository

voice'[৫০] এবং 'Waiting crowds at airport'.[৫১] সিঙ্গেল কলামের শিরোনামের রিপোর্টগুলোর মধ্যে সাতটি ছিল বিভিন্ন বার্তা সংস্থা প্রেরিত। এই সাতটির মধ্যে তিনটি ছিল নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত। শিরোনামগুলো ছিল : 'Plane sent to London'[৫২], 'Heath urged to send Sheikh via Delhi'[৫৩], 'We are very happy : Indira'[৫৪]। নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা ইউএনআই পরিবেশিত একটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল : 'Pakistani lie'[৫৫]। লন্ডন থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি পরিবেশিত একটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল : 'Sheikh will meet heath'[৫৬]। ঢাকা থেকে বার্তা সংস্থা বিপিআই পরিবেশিত একটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'Do you know my son?'[৫৭]। পাটনা থেকে বার্তা সংস্থা পিটিআই পরিবেশিত একটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'Jayaprakash'[৫৮]। বাকী দু'টি রিপোর্টে কোনও সূত্রের উল্লেখ ছিল না। এই রিপোর্ট দু'টির একটির শিরোনাম ছিল: 'Return from the gallows'[৫৯] এবং অপরটির শিরোনাম ছিল : 'Bangabandhu asked to go to Iran or Turkey'[৬০]।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। এইদিন খবরের কাগজগুলো এই ঘটনার ব্যাপক কভারেজ দেয়। এই দিনের (১০ জানুয়ারি ১৯৭২) সংবাদ পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় ৭টি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ৬টি ছিল বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বিষয়ক। মূল খবরটি বেশ বড় হরফে ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। নিকোশিয়া থেকে এনা এবং পিটিআই পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল : 'স্বগতম'। এই রিপোর্টে লেখা হয় :

> *সর্বশেষ খবরে জানা গেল যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ (সোমবার) অপরাহ্ন দেড়টা হইতে ২টার মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় আসিয়া পৌছাইবেন।*[৬১]

১০ জানুয়ারি (১৯৭২) সংবাদ পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অন্য ৫টি রিপোর্টের মধ্যে একটি রিপোর্ট তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। নিজস্ব বার্তা পরিবেশক সরবরাহকৃত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল : 'বঙ্গবন্ধুর অপেক্ষায় ঢাকা নগরী'[৬২]। এই দিন অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে সরকারী ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল। এ সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পবিশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল : 'আজ সরকারী ছুটি'[৬৩]। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা বিবৃতি প্রদান করেন, তেমনি একটি বিবৃতির রিপোর্ট প্রকাশিত হয় সংবাদ পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় (১০ জানুয়ারি ১৯৭২) ডাবল কলাম শিরোনামে। কলকাতা থেকে বার্তা সংস্থা ইউএনআই পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'স্বাধীনতাকামী জনতারই বিজয় : আলতাফ'। এই রিপোর্টে লেখা হয় : 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন বলেন যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী জনগণেরই বিজয়'[৬৪]। আরও দু'টি রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। নিজস্ব বার্তা পরিবেশক সরবরাহকৃত একটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'এক নজরে'[৬৫] এবং নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা ইউএনআই পরিবেশিত অপর রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'আকাশবাণী ধারাবিবরণী প্রচার করিবে'[৬৬]।

১০ জানুয়ারি (১৯৭২) দৈনিক ইত্তেফাক প্রথম পৃষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বিষয়ক সাতটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। মূল রিপোর্টটি পাঁচ কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। এই আইটেমের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর তিন কলাম আট ইঞ্চি আকৃতির একটি ছবিও প্রকাশিত হয়। ইত্তেফাক রিপোর্ট অর্থাৎ পত্রিকার নিজস্ব রিপোর্টার পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল : 'ঐ মহামানব আসে : দিকে দিকে রোমাঞ্চ জাগে'। এই রিপোর্টে লেখা হয় :

> *আজ বহু প্রতীক্ষিত সেই শুভ দিন। সাড়ে ৭ কোটি বাঙালীর অন্তরের অন্তহীন আস্থা ও ভালবাসা, ত্যাগ ও তিতিক্ষার স্বর্ণ সিড়িতে হাঁটিয়া হাঁটিয়া স্বাধীন বাংলা ও বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সুদীর্ঘ ৯ মাস পরে আবার জননী বাংলার কোলে ফিরিয়া আসিতেছেন। পাক সামরিক জল্লাদদের কারাগার তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। তিনি ফিরিয়া আসিতেছেন তাঁহার সারা জীবনের ত্যাগ ও তপস্যার ফসল স্বাধীন বাংলার বুকে। লন্ডন হইতে বৃটিশ বিমানবাহিনীর একখানি বিমানে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লী হইয়া আজ (সোমবার) মধ্যাহ্নে বাংলার নয়নমণি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় পদার্পণ করিতেছেন।*[৬৭]

প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বাকী ছয়টি রিপোর্টের মধ্যে সবগুলোই ছিল সিঙ্গেল কলাম শিরোনামের। এর মধ্যে তিনটি রিপোর্ট 'ইত্তেফাক রিপোর্ট' হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলো হচ্ছে: 'প্রতীক্ষাকূল শহরবাসী'[৬৮], 'আজ অপরাহ্ন আড়াইটায়'[৬৯] এবং 'আজ ছুটি'[৭০]। অন্য তিনটি রিপোর্টের মধ্যে দিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত একটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'দিল্লীতে নেতার রাষ্ট্রীয় সম্বর্ধনা'[৭১]। একটি রিপোর্ট ছিল বার্তা সংস্থা ইউএনআই পরিবেশিত যার শিরোনাম: 'ওকে চোখে দেখার আগে কিছুই বলিব না'[৭২]। এই রিপোর্টটি ছিল বেগম মুজিবের বক্তব্যভিত্তিক। আর অন্য রিপোর্টের কোনো সূত্র উল্লেখ ছিল না। এটিও ছিল বেগম মুজিবের বক্তব্যভিত্তিক এবং এর শিরোনাম ছিল: 'আমি সর্বাগ্রে গৃহিণী'[৭৩]।

বাংলাদেশ অবজারভারের প্রথম পৃষ্ঠায় ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বিষয়ক ৬টি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। মূল রিপোর্টটি সাত কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। এই আইটেমের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ছয় কলাম আট ইঞ্চি

Dhaka University Institutional Repository

আকৃতির একটি ছবিও প্রকাশিত হয়। লাল রং এর হরফে লেখা এই রিপোর্টের শিরোনামটি ছিলঃ 'Nation welcomes home the father today : Bangladesh Smiles'. বাইলাইন রিপোর্ট হিসেবে এটি প্রকাশিত হয়। রিপোর্টটি লিখেন জওয়াদুর রহমান। রিপোর্টটিতে তিনি লিখেনঃ

> *As the entire nation eagerly waits Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's return to Bangladesh today (Monday) after more than nine long months in Dacca the seat of the People's Republic final touches are being given to the arrangements for the historic reception that will be accorded to the Father of the Nation.*[৭৪]

বাকী পাঁচটি রিপোর্টের মধ্যে স্টাফ করসপন্ডেন্ট পরিবেশিত একটি রিপোর্ট ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিলঃ 'Straight drive to Race Course.'[৭৫]। অন্য চারটি রিপোর্ট সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে পরিবেশিত হয়। এর মধ্যে বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত রিপোর্ট ছিল দু'টি। এর একটির শিরোনাম ছিল : 'Begum Mujib says : I am a housewife first.'[৭৬] এবং অপরটির শিরোনাম ছিলঃ 'Public holiday today.'[৭৭] আর দু'টি ছিল বার্তা সংস্থা এএফপি পরিবেশিত। লন্ডন থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি পরিবেশিত রিপোর্টটির শিরোনাম ছিলঃ 'Mujib holds talks with Heath'[৭৮] এবং নয়াদিল্লী থেকে এএফপি পরিবেশিত অপর রিপোর্টটির শিরোনাম ছিলঃ 'Delhi will accord state reception'[৭৯]।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরদিন ১১ জানুয়ারি (১৯৭২) এ সংক্রান্ত নানা ধরনের রিপোর্ট খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়। তবে সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় ছিল দৈনিক বাংলা ও দৈনিক ইত্তেফাক ঐদিন (১১ জানুয়ারি ১৯৭২) সম্ভবত বঙ্গবন্ধুর প্রতি সম্মান জানানোর নিদর্শন স্বরূপ তাদের পরিচিতির প্রতীক নেমপ্লেট নিচে নামিয়ে দেয়। দৈনিক বাংলার নেমপ্লেট ছাপা হয় পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার মাঝামাঝি স্থানে এবং দৈনিক ইত্তেফাকে নেমপ্লেট প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠার পাদদেশে।

১১ জানুয়ারি (১৯৭২) দৈনিক বাংলার প্রথম পৃষ্ঠায় ১১টি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। সবগুলো রিপোর্টই ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বিষয়ক। পুরো প্রথম পৃষ্ঠার অর্ধেকটা জুড়ে প্রকাশিত হয় একটি খোলা ট্রাকে বঙ্গবন্ধু এবং পাশে অগণিত মানুষের ছবি। ক্যাপশন ছিল : 'জনারণ্যে মুজিব। মিছিলে খোলা ট্রাকে চড়ে বঙ্গবন্ধু ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে রমনা রেসকোর্সে আসছেন'।

মূল রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় লাল রঙের ব্যানার শিরোনামে। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল : 'উত্তাল জনসমুদ্রের মাঝে মুক্ত বাংলার মাটিতে মুক্ত মুজিবের দৃপ্ত ঘোষণা : স্বাধীন হয়েছি স্বাধীন থাকবো'। এই শিরোনামের উপরে আট কলাম এক ইঞ্চি আকৃতির একটি ছবি প্রকাশিত হয়। এতে অসংখ্য মানুষের চিত্র তুলে ধরা হয়। মূল রিপোর্টে লেখা হয় :

> *বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে এবং স্বাধীন থাকবে। ষড়যন্ত্র চলছে এখনও কিন্তু একজন বাঙালী জীবিত থাকা পর্যন্ত বাংলাদেশ স্বাধীন থাকবে। ঐতিহাসিক ঘোড়দৌড় ময়দানে তিনি বিশাল জনসমুদ্রকে আহ্বান জানিয়েছেন 'ঘরে ঘরে সতর্ক থাকুন, ঐক্যবদ্ধ থাকুন'।*[৮০]

বাকী দশটি রিপোর্টের মধ্যে দুইটি রিপোর্ট ছিল তিন কলাম শিরোনামের। এর মধ্যে একটি ছিল স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত। এর শিরোনাম ছিলঃ 'উচ্ছ্বাসে উল্লসি ওঠে আকুল আবেগ'।[৮১] অপর রিপোর্টটি নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা পিটিআই এবং এনা পরিবেশিত। এর শিরোনাম ছিলঃ 'দিল্লীর বিরাট সংবর্ধনা সভায় বঙ্গবন্ধু : ভারত-বাংলাদেশ ভ্রাতৃত্ব বন্ধন চিরদিন অটুট থাকবে'[৮২]। অন্য আটটি রিপোর্ট সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে পাঁচটি রিপোর্ট পত্রিকার নিজস্ব আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। এই পাঁচটি রিপোর্টের মধ্যে তিনটি রিপোর্ট ছিল স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত। এগুলোর শিরোনাম হচ্ছে : 'রেসকোর্স : অশ্রুর শিশিরে সিক্ত জনারণ্য উৎসবমুখর'[৮৩], 'প্রত্যয়ে বলিষ্ঠ মহীরুহ'[৮৪] এবং 'বিমানবন্দরে উন্মুখ আগ্রহের দুরন্ত মুহূর্তগুলো'[৮৫]। দু'টি রিপোর্ট ছিল বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার পরিবেশিত। এই দু'টি রিপোর্টের শিরোনাম ছিলঃ 'আনন্দের অশ্রুতে ভেজা'[৮৬] এবং 'লন্ডন হতে ঢাকা : কমেটের মানুষটি'[৮৭]। সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত তিনটি রিপোর্ট ছিল বার্তা সংস্থা থেকে সরবরাহকৃত। এর মধ্যে বার্তা সংস্থা বিএসএস এর বিশেষ সংবাদদাতা আতাউস সামাদ প্রেরিত একটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল : 'ঘনিষ্ট আলোকে'[৮৮]। একটি ছিল নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা এনা ও পিটিআই পরিবেশিত যার শিরোনাম ছিলঃ 'বঙ্গবন্ধুর সংবর্ধনায় ইন্দিরা'[৮৯] এবং একটি ছিল কায়রো থেকে পিটিআই পরিবেশিত যার শিরোনাম ছিলঃ 'পাকিস্তানী চেষ্টা ব্যর্থ'[৯০]।

১১ জানুয়ারি (১৯৭২) দৈনিক ইত্তেফাক প্রথম পৃষ্ঠায় শুধুমাত্র পাঁচটি রিপোর্ট প্রকাশ করে এবং সবগুলো রিপোর্টটি ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বিষয়ক। প্রথম পৃষ্ঠার একেবারে শীর্ষে প্রকাশিত হয় বঙ্গবন্ধুর ৩ কলাম আট ইঞ্চি আকৃতির একটি একক ছবি। পাশে পাঁচ কলাম আট ইঞ্চি আকৃতির আরেকটি ছবি যাতে রেসকোর্স ময়দানে সমবেত অগণিত মানুষ দেখা যাচ্ছে। এই ছবির ক্যাপশনে লেখা হয় : 'গতকাল (সোমবার) রেসকোর্স ময়দানের একাংশ। শুধু মানুষ আর মানুষ'। এই ছবির নিচেই মূল রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়। পাঁচ কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় মূল রিপোর্ট। শিরোনাম ছিল :

Dhaka University Institutional Repository

'স্বপ্ন আমার সফল হইয়াছে, বাঙ্গালী এবার হাসিবে, খেলিবে'। মূল রিপোর্টে ম্যাটারের মাঝখানে ইনসার্ট হিসেবে আরেকটি শিরোনাম প্রকাশিত হয় এবং শিরোনামটি ছিল : 'এ স্বাধীনতা আর কেউ হরণ করিতে পারিবে না'। মূল রিপোর্টে লেখা হয় :

> *বিশ্বের তৃতীয় মতবাদ 'মুজিববাদের' পুরোধা বাঙ্গালী জাতির জনক, স্বাধীন বাংলাদেশের স্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল (সোমবার) মানবেতিহাসের ভয়াবহতম বর্বর গণহত্যাযজ্ঞের ঘৃণ্যতম নায়ক পশ্চিম পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীর জিন্দানখানার নরককুন্ড হইতে বাঙ্গালী জাতির অন্তহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা আর অকুণ্ঠ আস্থা প্রীতিসিক্ত হৃদয়ের রাজপথ ধরিয়া জননী বাংলার শূন্য কোলে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ফাঁসির মঞ্চ আর অপেক্ষমান কবরের ভ্রূকুটির বিভীষিকার রাজত্ব হইতে স্বজাতি-স্বজনের সান্নিধ্যের আলোর রাজ্যে প্রত্যাবর্তনের মহালগ্নে আনন্দে উচ্ছল, বেদনায় মলিন, অশ্রুতে বিষন্ন হইয়া উঠিয়াছে নেতা ও জনতার মহাসম্মেলন ক্ষেত্র ঐতিহাসিক রেসকোর্সের পরিবেশ। আর সেই অঙ্গরঙ্গ মুহূর্তে রমনার আকাশে আকাশে শীতার্ত সূর্যের সোনালী আলো এবং সামনের অন্তহীন জনসমুদ্রকে সাক্ষী রাখিয়া সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর প্রত্যয়দৃপ্ত হৃদয়ের আমোঘ বাণী জলরাশির প্রচন্ড হুংকারের মতই যখন গর্জনে গর্জিয়া উঠিয়াছে জাতির জনক শেখ মুজিবের অশ্রুরুদ্ধ বজ্রকণ্ঠে : বাংলাদেশ স্বাধীন-সার্বভৌম, পাকিস্তানের সঙ্গে সকল সম্পর্ক চিরতরে শেষ। এই স্বাধীনতা হরণের সাধ্য পৃথিবীর কাহারও নাই। স্বপ্ন আমার সফল হইয়াছে।*[৯১]

বাকী চারটি রিপোর্টের মধ্যে একটি ছিল তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত। 'ইত্তেফাক রিপোর্ট' হিসেবে প্রকাশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল : 'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক আমি তোমাদেরই লোক'[৯২]। অন্য তিনটি রিপোর্ট সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে 'ইত্তেফাক রিপোর্ট' হিসেবে প্রকাশিত একটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল : 'বিশেষ মোনাজাত'[৯৩]। একটি ছিল বার্তা সংস্থা এনা পরিবেশিত এবং এটির শিরোনাম ছিল : 'নয়নজলে সিক্ত : একটি পুনর্মিলন'[৯৪]। একটি রিপোর্টে কোনো সূত্রের উল্লেখ ছিল না যার শিরোনাম ছিল : 'নেতার কথা–'[৯৫]।

সংবাদ-এ ১১ জানুয়ারি (১৯৭২) প্রথম পৃষ্ঠায় চারটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় এবং এর সবগুলোই ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বিষয়ক। পৃষ্ঠার উপরের দিকে আট কলাম চার ইঞ্চি আকৃতির একটি ছবি প্রকাশিত হয় এবং এই ছবিটি ছিল রেসকোর্স ময়দানে সমবেত জনতার। মূল রিপোর্টের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর দুই কলাম আট ইঞ্চি আকৃতির একটি ছবিও প্রকাশ করা হয়। 'নিজস্ব বার্তা পরিবেশক' সরবরাহকৃত মূল রিপোর্টটি আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'সাবধান! ষড়যন্ত্র এখনও চলিতেছে : মুজিব'। এই রিপোর্টে লেখা হয়:

> *স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান জিন্দানখানা হইতে ২শত ৮৯ দিন পর মুক্তি লাভের পর গতকাল (সোমবার) ঢাকার ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে প্রতীক্ষারত লক্ষ লক্ষ উদ্বেগাকুল নর-নারীর উদ্দেশে ভাষণদানকালে স্বাধীনতা সংগ্রামে শহীদ লক্ষ লক্ষ ভাই-বোনের প্রতিশ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া আবেগজড়িত অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, স্বাধীন বাংলাদেশ চিরদিন টিকিয়া থাকিবে কেহই ইহাকে নষ্ট করিতে পারিবে না। তাহার প্রিয় দেশবাসীকে সতর্ক করিয়া দিয়া তিনি বলেন যে, এত ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে বানচাল করার জন্য এখনও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র চলিতেছে।*[৯৬]

বাকী তিনটি রিপোর্টের মধ্যে একটি ছিল তিন কলাম শিরোনামের। নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা বিএসএস এবং পিটিআই পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল : 'আমার প্রতিশ্রুতি আমি পূরণ করিয়াছি, এখন মুজিবকে বিরাট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করিতে হইবে : ইন্দিরা'[৯৭]। একটি রিপোর্ট ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। 'নিজস্ব বার্তা পরিবেশক' সরবরাহকৃত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল : 'জনতা সাগরে জেগেছে উর্মি'[৯৮]। অপর রিপোর্টটি সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। 'নিজস্ব বার্তা পরিবেশক' সরবরাহকৃত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল : 'আনন্দ উদ্বেল নগরী'[৯৯]।

বাংলাদেশ অবজারভারে ১১ জানুয়ারি (১৯৭২) প্রথম পৃষ্ঠায় মোট ১১টি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ৮টি ছিল বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বিষয়ক। মূল রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে। স্টাফ করসপনডেন্ট পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল : Sheikh Mujibs Appeal to Nations Help : Rebuild our Economy. এই রিপোর্টে লেখা হয় :

> *Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, President of the People's Republic of Bangladesh appealed to all nations of the world in the name of humanity to come forward with economic assistance to help reconstruct the battered economy of Bangladesh.*[১০০]

অন্য সাতটি রিপোর্টের মধ্যে একটি চার কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। স্টাফ করসপনডেন্ট পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল : 'International tribunal to probe genocide urged.'[১০১] একটি রিপোর্ট তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। স্টাফ করসপনডেন্ট পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল : 'Hero's welcome to Bangladesh.'[১০২] বাকী পাঁচটি রিপোর্ট সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে দুইটি ছিল স্টাফ করসপনডেন্ট পরিবেশিত। এ দু'টি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল : 'Mukti Bah1ini's role lauded'[১০৩] এবং 'Yet another historic scene'[১০৪] দুটি রিপোর্ট ছিল বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত। এ দুটি হচ্ছে : 'A touching Scene'[১০৫] এবং '90 Injured in stamped'[১০৬] একটি রিপোর্ট ছিল নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা পিটিআই পরিবেশিত। এটি হচ্ছে : 'Bangladesh-India amity will be eternal: Mujib.'[১০৭]

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদকীয় :

১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি দৈনিক বাংলা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেয়ার দাবী জানিয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। 'বঙ্গবন্ধুকে ফিরিয়ে দাও' শিরোনামের এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> *ভুট্টো যাতে আর কালবিলম্ব না করে বঙ্গবন্ধুকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেন তার জন্যে জাতিসংঘ এবং বড় বড় দেশগুলোকে ইসলামাবাদের ওপর চাপ দিতে আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি। পাকিস্তানে বসবাসকারী পাঁচ লাখ বাঙ্গালীকেও তাদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনার উপযুক্ত ব্যবস্থা হাতে নিতে হবে। এ ব্যাপারে জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক রেডক্রসের বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, বিশ্বের সম্মিলিত চাপের নিকট ভুট্টো মাথা না নুইয়ে পারবেন না।*[১০৮]

অন্যদিকে ১৯৭২ সালের ২ জানুয়ারি বাংলাদেশ অবজারভার এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জোর দাবী জানায়। 'Release Mujib' শিরোনামের এই সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়:

> *Above all, we once again appeal to the powers to exert their influence for the release of Sheikh Mujib. Only his leadership and charisma directed into the right channels can save our people from the aftermath of what have been a most cruel war and the disruption of our society and our country.*[১০৯]

দৈনিক বাংলা ঐদিন (৪ জানুয়ারি ১৯৭২) বঙ্গবন্ধুর মুক্তি প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয়ও প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়টি উপস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে তা প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করে। এর শিরোনাম ছিল: 'জয়তু বঙ্গবন্ধু জয়তু শেখ মুজিব'। এতে বলা হয় :

> *শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্ব জনমত উত্তাল হয়ে উঠেছিল শেখ মুজিবের মুক্তির দাবীতে। গত নয় মাস ধরে সারা বিশ্বে কেবলই উচ্চারিত হয়েছে একটি নাম : শেখ মুজিব। গণতান্ত্রিক সংগ্রামের অগ্রবর্তী সৈনিক, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের দিশারী, বাঙ্গালীর পরম ঐশ্বর্য শেখ মুজিবকে মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত সারা বিশ্বে তুলেছে বিজয়োল্লাসের ঢেউ। শেখ মুজিবের মুক্তির অর্থ বর্বরতার বিরুদ্ধে সভ্যতার জয়, পশুশক্তির বিরুদ্ধে জনতার জয়। বাঙ্গালী জাতি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শৃংখলমুক্ত করেছে তাদের পরমপ্রিয় নেতাকে। শেখ মুজিবকে মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত প্রমাণ করেছে একটি মুক্তি পাগল জাতিকে দমিয়ে রাখা সম্ভব নয় অস্ত্রের জোরে, বুটের তলায়। পরাভব মানে না শেখ মুজিব। দুর্জয় তাঁর জাতি। জয় শেখ মুজিব। জয় বাংলাদেশ।*[১১০]

শুধু রিপোর্টেই নয় ৫ জানুয়ারির (১৯৭২) খবরের কাগজগুলোতে প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধে বঙ্গবন্ধু মুক্তির ব্যাপারে বিলম্বের বিষয়টি নিয়ে নানা সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল : 'ভুট্টো সায়েব এই কালক্ষেপ কেন?'। এতে বলা হয় :

> *একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর ন্যায্য স্থানে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সরকারী নির্দেশ দেওয়ার সময় সম্ভবত তিনি এখনও পাননি। তাই সঙ্গত কারণেই বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনে এই সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে যে ভুট্টো সায়েবের নিশতার পার্কের ঘোষণার পেছনে কোন গুঢ় অভিসন্ধি থাকাও বিচিত্র কিছু নয়। এই ধরনের কোন চালবাজীর আশ্রয় যদি ভুট্টো সায়েব গ্রহণ করেন তবে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষই শুধু নয়, বিশ্বের কোন বিবেকবান ব্যক্তিই তাকে ক্ষমা করবে না। আমরাও আশা করবো ভুট্টো সায়েব কোন ছল-চাতুরীর আশ্রয় না নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অবিলম্বে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।* [১১১]

৫ জানুয়ারি (১৯৭২) দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এ সংক্রান্ত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিতে দিন'। এতে বলা হয় :

> *যতক্ষণ না শেখ সাহেব বাংলাদেশের মৃত্তিকায় পুনঃপ্রত্যাবর্তন করিতেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আশ্বস্ত ও পরিপূর্ণ আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতেছি না। অবিলম্বে তিনি আমাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন। তাহার মহান নেতৃত্বের বর্ণচ্ছটায় দিক-দিগন্ত অচিরেই প্লাবিত হইবে এই সুগভীর প্রত্যাশা নিয়াই আমরা প্রতীক্ষমান।*[১১২]

বাংলাদেশ অবজারভারে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব সম্পর্কে ৫ জানুয়ারি (১৯৭২) প্রকাশিত সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল: 'Bangabandhu'। এতে বলা হয় :

> *But it must first be made possible for the Bangabandhu to come here immediately and meet and talk to his own people who have been waiting his arrival. The Bangabandhu can talk meaningfully not as a prisoner, but as a free man and after he has been able to see things here in their right perspective. Any delay in his arrival here on any ground other than his own free will can have very undesirable and harmful effects*[১১৩]

বঙ্গবন্ধুর মুক্তির খবরের পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদপত্রগুলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ৯ জানুয়ারি (১৯৭২) দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত এ সংক্রান্ত সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল: 'সংগ্রামী সালাম বঙ্গবন্ধু'। এতে লেখা হয় :

> *ধানের শীষ দিয়ে আজ আমরা তোমার বরণ করছি, বিজয়ী নেতা। বাংলার মাটি কপালে ঠেকিয়ে একদিন তুমি শপথ নিয়েছিলে রক্ত দিয়ে তার মান রাখবে তুমি। বলেছিলে সাড়ে সাত কোটি বঞ্চিত মানুষের দাবী আদায় না করতে পারলে সংগ্রাম ক্ষান্ত হবে না তোমার। সেই মাটির ছোঁয়া দিয়ে আজ তোমার বিজয় রথকে স্বাগত জানাচ্ছি।*[১১৪]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ অবজারভারে ৯ জানুয়ারি (১৯৭২) প্রকাশিত এ সংক্রান্ত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল : 'The Return of Bangabandhu'. এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

> *The State of Bangladesh has come into being in a most unique way and it has revolutionised the existing system of national and international relationship by giving it a new dimension and a new outlook in an otherwise tradition-bound and orthodox society. The person, who has done it, is Sheikh Mujibur Rahman. The entire nation rose as one at his call and brought into being the reality of Bangladesh. Now, we are all eagerly waiting for him to come and take up his destined role for guiding this nation of seven and a half crore people and give it its rightful place in the comity of nations'.* [১১৫]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে সংবাদপত্রগুলো প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে প্রথম পৃষ্ঠায় বিশেষ সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। ১০ জানুয়ারি (১৯৭২) দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল : 'এস, বাংলার স্বাপ্নিক, স্বাগতম'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> *আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি– এই যাঁহার প্রাণের মন্ত্র ছিল, এই মন্ত্রে যিনি সাড়ে সাত কোটি মানুষকে কর্মে ও সংগ্রামে উজ্জীবিত করিয়াছেন, যাহার আদর্শের অনুপ্রেরণায় বাংলাদেশ আজ এক স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র, সেই বঙ্গবন্ধুর আগমনে জনগণের আনন্দ ও অশ্রু সংমিশ্রিত হইবে একই ধারায়। এই সফল ও দৃঢ়বদ্ধ জাতির স্বাধীনতাত্তোর নেতৃত্ব অপেক্ষা করিতেছিল জাতির জনকের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সফল লগ্নটির জন্য। জনগণ হৃদয়ের সবখানি শ্রদ্ধার্ঘ্য মিশাইয়া স্বাগতম জানাইতেছে প্রিয়তম নেতাকে। এস, বাংলার স্বাপ্নিক, স্বাগতম।* [১১৬]

সংবাদ পত্রিকায় (১০ জানুয়ারি ১৯৭২) প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল : 'স্বাগত বঙ্গবন্ধু'। এতে লেখা হয় :

> *এই দীর্ঘ ৯ মাসের সকল ঘটনা তোমার যথাযথভাবে জানিবার কথা নয়। তবু তুমি হয়ত জানিয়া থাকিবে কি করিয়া বাংলা আজ খুনীচক্রের ষড়যন্ত্রের সকল জাল ছিন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছে, যাহাদের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতায় বাংলার জনগণ আজ মুক্ত বাতাসে শ্বাস গ্রহণ করিবার সুযোগ পাইয়াছে, তোমাকে কারান্তরালের অভ্যন্তর হইতে মুক্ত করিবার জন্য আমাদের সুমহান বন্ধুরাষ্ট্র ভারত ও সোভিয়েত রাশিয়াসহ যে সকল সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক দেশ পকিস্তানী সামরিক জান্তার উপর চাপ সৃষ্টি করিয়াছে স্বাধীন বাংলার মুক্ত আলোকে তুমি সেই সকল বন্ধুদের চিনিয়া লইবে এবং সেই সঙ্গে যাহারা আমাদের আকাঙ্ক্ষার কণ্ঠকে তীব্র নখরাঘাতে ছিন্ন করিবার ষড়যন্ত্রে ইয়াহিয়া চক্রকে শক্তি জোগাইয়াছে তাহাদেরকেও তোমার চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না। স্বাগত বঙ্গবন্ধু। জয় বাংলা।* [১১৭]

বাংলাদেশ অবজারভারে ১০ জানুয়ারি (১৯৭২) বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বিষয়ক মূল সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায়। শিরোনাম ছিল : 'Lets smile today'। তবে মূল সম্পাদকীয়র সার-সংক্ষেপ প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায়। শিরোনামে লেখা হয় : Extracts from Editorial : Welcome'. এতে লেখা হয় :

> *Let the joy of the Sheikhs home-coming be shared in every home, in every hamlet, in every hovel, and let the sun rise today that shall bring smile and happiness to all. The grievously bereaved will find it almost impossible to smile. But they should at least for this one day forget the emptiness of their hearts and their homes and give thanks to the lord that our here, the son of Bengal, has returned to he beloved home.* [১১৮]

১১ জানুয়ারি (১৯৭২) তারিখেও বিভিন্ন খবরের কাগজ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বিষয়ক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলায় ঐদিন (১১ জানুয়ারি ১৯৭২) এ বিষয়ে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল : 'মুজিবের স্বপ্ন, সোনার বাংলা'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

> *শত্রুরা ভেবেছিল তাকে বন্দী করলেই বাঙ্গালী জাতিকে পদানত করে রাখা যাবে। কিন্তু ভ্রান্ত, ওরা জানতো না যে কারাগার শুধু শেখ মুজিবের শরীরকেই আটক রাখতে পারে, পারে না তাঁর আদর্শকে। আর এই আদর্শের মহামন্ত্রেই একটি মুজিব আজ পরিণত হয়েছেন সাড়ে সাত কোটি মুজিবে। এই মহান আদর্শের স্বার্থক বাস্তবায়ন হোক বাংলাদেশে-শেখ মুজিবের স্বপ্ন স্বাধীন সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক সোনার বাংলায়।* [১১৯]

বাংলাদেশ অবজারভারে এই দিন (১১ জানুয়ারি ১৯৭২) এ বিষয়ে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল : 'An Unforgettable Occasion'. এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> *We, individual citizens of a free nation, have now to work responsibly. That is what Sheikh Mujib reminded us of May God give us the wisdom to follow this advice.* [১২০]

চিঠিপত্র :

সাধারণ মানুষের মধ্যে যে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ছিল সংবাদপত্রে তার বহির্প্রকাশ ঘটে চিঠিপত্র বিভাগে। খবরের কাগজে চিঠি লিখে পাঠকরা এ বিষয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ৮ জানুয়ারি (১৯৭২) বাংলাদেশ অবজারভারে চিঠিপত্র বিভাগে এ ধরনের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'Too late, Mr. Bhutto!'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের বি এ (অনার্স) প্রথম বর্ষের ছাত্র এম এ জাফর হাসান এই চিঠিতে লিখেন:

> *Sir – Prince Bhutto, the loving child of 'Emperor' Yahya Khan, has gone mad, for he has fallen in love with 'Princess' Bangladesh. But he is too late to propose to her. He ought to have known before that "the course of*

.1

Dhaka University Institutional Repository

true love never did run smooth." However, I do prescribe two medicines for him : (a) to release Bangabandhu immediately (b) to recognise Bangladesh. If he takes these medicines immediately, he will come round soon.[১২১]

১০ জানুয়ারি (১৯৭২) সংবাদ পত্রিকায় তিনজন পাঠকের এক যৌথ চিঠি প্রকাশিত হয় এ প্রসঙ্গে। 'বঙ্গবন্ধুর মুক্তির খবরে' শিরোনামের এই চিঠিটি লিখেন ঢাকার মগবাজার থেকে আলী আশরাফ, আলী আকবর ও শাহজালাল খান। এতে বলা হয়:

আমাদের প্রিয়নেতা নেতা, স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আবার আমাদের মাঝে ফিরে আসছেন। তাঁকে জানাই বাংলাদেশের সড়ে সাত কোটি জনগণের পক্ষ হতে লাখো সালাম। অবশেষে পাকিস্তানী বর্বর বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছে। হতেই হবে। একটা স্বাধীন জাতির মহান নেতাকে কীভাবে একটা পশুশক্তি আটকে রাখবে? ১০ই জানুয়ারি আমাদের জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। এই দিনে জাতির পিতা দীর্ঘ দশ মাস পর আমাদের মাঝে ফিরে আসছেন। দেশবাসী দিনের পর দিন এই দিনটির প্রতীক্ষায় কাটিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর স্বকণ্ঠ বাণী শোনার জন্য, জাতির পিতাকে একনজর দেখার জন্য বাংলাদেশের মানুষ ব্যাকুল। আমরা আশা করি বঙ্গবন্ধু সুস্থ শরীরে আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন। যেমন করে তিনি স্বাধীনতার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছেন, তেমনিভাবে স্বাধীনতা রক্ষায় জাতিকে তার স্নেহ ভালবাসার মাধ্যমে নেতৃত্ব দিয়ে যাবেন।[১২২]

প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ :

উপরের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের অব্যবহিত পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে উঠেছিল। ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিন থেকে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত সময়ে সংবাদপত্রে উল্লিখিত বিষয়ে প্রকাশিত রিপোর্ট ও সম্পাদকীয়তে এর ব্যাপক প্রতিফলন দেখা গেছে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকায়ই এই প্রবণতা দেখা গেছে।

এই বিশ্লেষণে পাওয়া সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হচ্ছে: পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত বঙ্গবন্ধু যেদিন স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করলেন ঐ দিনের উল্লিখিত বিষয়ের খবর এত গুরুত্ব পেয়েছিল এবং একই সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমনের প্রতি সম্ভবত সম্মান জানানোর নিদর্শন স্বরূপ দৈনিক বাংলা এবং দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার পরিচিতির প্রতীক অর্থাৎ নেমপ্লেট নিচে নামিয়ে দেয়া হয়। দৈনিক ইত্তেফাকের নেমপ্লেট ছাপা হয় প্রথম পৃষ্ঠার পাদদেশে এবং দৈনিক বাংলার নেমপ্লেট ছাপা হয় প্রথম পৃষ্ঠার মাঝখানে (পরিশিষ্ট-১ ও পরিশিষ্ট-২ দ্রষ্টব্য)। সংবাদপত্রের ইতিহাসে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত রিপোর্টসমূহ সংবাদপত্রে ট্রিটমেন্টের দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায়, সমকালীন অন্যান্য রিপোর্টের তুলনায় তা প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। নিচের টেবিলের দিকে তাকালে একনজরে বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বিষয়ক মূল রিপোর্টের ট্রিটমেন্ট

তারিখ পত্রিকার নাম	৩ জানুয়ারি	৪ জানুয়ারি	৫ জানুয়ারি	৬ জানুয়ারি	৭ জানুয়ারি	৮ জানুয়ারি	৯ জানুয়ারি	১০ জানুয়ারি	১১ জানুয়ারি
দৈনিক বাংলা	প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম সাব হেডিং	৮ কলাম ব্যানার	৬ কলাম লীড	রিপোর্ট নেই	৩ কলাম	শেষ পৃষ্ঠা সিঙ্গেল কলাম	৭ কলাম লীড	পত্রিকার কপি পাওয়া যায়নি	৮ কলাম ব্যানার, লাল হরফ, নেমপ্লেট নিচে নামিয়ে দেয়া হয়েছে
দৈনিক ইত্তেফাক	৮ কলাম ব্যানার	৮ কলাম ব্যানার	ডাবল কলাম	রিপোর্ট নেই	৭ কলাম লীড	প্রথম পৃষ্ঠা ডাবল কলাম	৬ কলাম লীড	৫ কলাম লীড	৫ কলাম লীড নেমপ্লেট নিচে নামিয়ে দেয়া হয়েছে
সংবাদ	প্রকাশিত হয়নি	প্রকাশিত হয়নি	প্রকাশিত হয়নি	প্রকাশিত হয়নি	প্রকাশিত হয়নি	প্রকাশিত হয়নি	পত্রিকার কপি পাওয়া যায়নি	ডাবল কলাম	৮ কলাম ব্যানার
বাংলাদেশ অবজারভার	প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম	৩ কলাম লীড লাল হরফ	৮ কলাম ব্যানার	রিপোর্ট নেই	৬ কলাম লীড	রিপোর্ট নেই	৮ কলাম ব্যানার লাল হরফ	৭ কলাম লীড লাল হরফ	৮ কলাম ব্যানার

রিপোর্টের সংখ্যাগত দিক থেকে বিশ্লেষণ করলেও দেখা যায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া থেকে শুরু করে স্বদেশে ফিরে আসা পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিন এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। বিশেষ করে তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরদিন ১১ জানুয়ারি (১৯৭২) দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদ-এর প্রথম পৃষ্ঠায় এ বিষয় ছাড়া অন্য কোনো ঘটনার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি। আর বাংলাদেশ অবজারভারেও প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১১টি রিপোর্টের মধ্যে ৮টিই ছিল স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বিষয়ক।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লিখিত প্রসঙ্গে প্রকাশিত প্রায় সবগুলো রিপোর্টের সঙ্গে ছবি ছাপা হয়েছে। আর লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে ১১ জানুয়ারি (১৯৭২) এর সবক'টি খবরের কাগজই সংশ্লিষ্ট রিপোর্টের সঙ্গে বড় আকৃতির ছবি ব্যবহৃত হয়। ছবি ব্যবহারের ক্ষেত্রে দৈনিক বাংলা সবচেয়ে বেশি স্পেস ব্যবহার করে। যা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বিষয়ক রিপোর্টগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রধানত আট ধরনের খবর প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো হলো:

এক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির ব্যাপারে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ কামনা।
দুই. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেয়ার জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দাবী।
তিন. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির ব্যাপারে বিভিন্ন দেশের তৎপরতা।
চার. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেয়ার ব্যাপারে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে বঙ্গবন্ধু সমর্থকদের দাবী।
পাঁচ. মুক্তির প্রক্কালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর বৈঠক।
ছয়. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তির ব্যাপারে পাকিস্তানের ঘোষণা।
সাত. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি পাওয়ার খবর।
আট. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশে ফিরে আসার খবর।

বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সংশ্লিষ্ট প্রথম খবরটি ছিল বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ কামনা বিষয়ক। খবরটি ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবী জানায়। ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্যভিত্তিক এক রিপোর্ট এর নজীর। বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করার ব্যাপারে নানা দেশ তৎপর ছিল । ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক রিপোর্টে বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করার ব্যাপারে ভারতীয় কূটনৈতিক তৎপরতা চলার কথা বলা হয়। মুক্তির প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকর আলী ভুট্টোর বৈঠক হয়েছিল। ১৯৭২ সালের ২ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্টে এই বৈঠক আরও দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার আভাস দেয়া হয়।

১৯৭২ সালের ৩ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক রিপোর্টে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তিদানের ব্যাপারে পাকিস্তানের সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশিত হয়। আমেরিকান 'টাইম' পত্রিকার সঙ্গে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর এক সাক্ষাৎকারের উদ্ধৃতি দিয়ে নিউইয়র্ক থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি ও বিপিআই খবরটি সরবরাহ করে। এই সাক্ষাংকারে ভুট্টো বলেছিলেন, তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিনা শর্তে মুক্তিদানের পরিকল্পনা করেছেন।

পরদিন অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারি সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেয়া হচ্ছে বলে খবর প্রকাশিত হয়। কিন্তু পরদিন ১৯৭২ সালের ৫ জানুয়ারির সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সত্যিই মুক্তি দেয়া হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে নানা সন্দেহের প্রতিফলন ঘটে। ঐদিনই ১৯৭২ সালের ৫ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর মন্তব্যভিত্তিক একটি খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয়, বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্যাপারে কূটনৈতিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। এই প্রসঙ্গে জুলফিকার আলী ভুট্টোর কথায় বিভ্রান্ত না হওয়ার আহবান জানানো হয়।

১৯৭২ সালের ৭ জানুয়ারির খবরের কাগজে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্যাপারে আবার আশাবাদী খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয়, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তির ব্যাপারে পাকিস্তান যখন নানা টালবাহানা করছে তখন পাকিস্তানের ভেতরেও বঙ্গবন্ধুর সমর্থকরা সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। ১৯৭২ সালের ৭ জানুয়ারির খবরের কাগজে প্রকাশিত এক খবরে এর নজীর পাওয়া যায়। এই খবরে জানানো হয়: বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনার জন্য পাকিস্তানের লারকানা থেকে জুলফিকার আলী ভুট্টো রাওয়ারপিন্ডিতে এসে পৌছলে বঙ্গবন্ধুর সমর্থকরা বিমানবন্দরে ভুট্টোর বিরুদ্ধে পিকেটিং করে। ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান থেকে মুক্তি লাভ করে লন্ডন পৌছেন। এর একদিন পর ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি তিনি ভারত হয়ে দেশে ফিরে আসেন। মুক্তির পরদিন অর্থাৎ ৯ জানুয়ারি থেকে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত তিনদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি এবং স্বদেশে ফিরে আসার খবর ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খবর সংবাদপত্রে ব্যাপক গুরুত্ব লাভ করে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বিষয়ক সম্পাদকীয়গুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রধানত পাঁচ ধরনের সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো হলো:

এক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তির দাবী।
দুই. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তিদানে বিলম্ব নিয়ে হতাশা, উদ্বেগ, সন্দেহ।
তিন. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তির খবরে আনন্দ-উচ্ছ্বাস।
চার. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাগত ও অভিনন্দন জানানো।

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচ. স্বাধীন দেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর আদর্শ ও স্বপ্ন বাস্তবায়নের আহ্বান।

সংবাদপত্রে প্রচলিত নিয়মে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় সম্পাদকীয় পাতায় এবং এই পাতাটির অবস্থান হয় সংবাদপত্রের ভেতরে। কিন্তু পাকিস্তানের কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও দেশে ফিরে আসার ইস্যুটি সংবাদপত্রে এত গুরুত্ব পেয়েছিল যে প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে খবরের কাগজগুলো এ প্রসঙ্গে প্রথম পৃষ্ঠায় বিশেষ সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবকটি খবরের কাগজেই এই নজীর দেখা যায়। শুধু প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় প্রকাশই নয় বাংলাদেশ অবজারভার ১০ জানুয়ারি (১৯৭২) সম্পাদকীয় পাতায় এ প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করার পাশাপাশি প্রথম পৃষ্ঠায় উল্লিখিত সম্পাদকীয়র সার-সংক্ষেপ প্রকাশ করে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির আগে পর্যন্ত খবরের কাগজের সম্পাদকীয়গুলোতে তাকে নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার প্রতিফলন ঘটে। মুক্তির পর আনন্দ-উচ্ছ্বাসের প্রকাশ দেখা যায়। মুক্তির আগে দৈনিক বাংলায় তিনটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে একটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায়। মুক্তির পর দু'টি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাক বঙ্গবন্ধুর মুক্তির আগে একটি এবং মুক্তির পরে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। মুক্তির পরে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিন প্রকাশিত সম্পাদকীয়টি প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করে ইত্তেফাক। সংবাদ একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে এবং তা স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিন ও প্রথম পৃষ্ঠায়। বাংলাদেশ অবজারভার মোট পাঁচটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এর মধ্যে দু'টি বঙ্গবন্ধুর মুক্তির আগে এবং তিনটি পরে। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিন সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির সার-সংক্ষেপ প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করে।

এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে গবেষণার আওতাধীন খবরের কাগজগুলোর মধ্যে দৈনিক বাংলা এ প্রসঙ্গে প্রথম সম্পাদকীয় প্রকাশ করে এবং তা ১ জানুয়ারি (১৯৭২) তারিখে। এই সম্পাদকীয়তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির ব্যাপারে বিলম্ব করায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর তীব্র সমালোচনা করা হয়। পরদিন ২ জানুয়ারি (১৯৭২) বাংলাদেশ অবজারভারও একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জোর দাবী জানায়। ৪ জানুয়ারি (১৯৭২) দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয় বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়া হয়েছে এবং দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত রিপোর্টে লেখা হয়, তাকে মুক্তি দেয়ার ঘোষণা হয়েছে। এই খবরের ভিত্তিতেই দৈনিক বাংলায় ৪ জানুয়ারি (১৯৭২) প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীকে বর্বর ও পশুশক্তির সঙ্গে তুলনা করা হয় এবং তারা বিশ্ব জনমতের চাপে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছে বলে মন্তব্য করা হয়। তবে এই সম্পাদকীয় প্রকাশের পরদিনের খবরের কাগজে প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যায়, তাঁর মুক্তির ব্যাপারটি আবার অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

৫ জানুয়ারি (১৯৭২) দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভার এই তিনটি পত্রিকাতেই প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির ব্যাপারে বিলম্বের বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ ও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। দৈনিক বাংলায় সম্পাদকীয় নিবন্ধে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তির ব্যাপারে সুস্পষ্ট ঘোষণা না দেয়াকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর কোনো ষড়যন্ত্রের অংশ হতে পারে বলে মন্তব্য করা হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির বিলম্বে হতাশা ব্যক্ত করার পাশাপাশি তাঁর নেতৃত্ব সেই মুহূর্তে বাংলাদেশে কেন প্রয়োজন সে ব্যাপারে বেশকিছু মন্তব্য করা হয়। আর বাংলাদেশ অবজারভারে সম্পাদকীয় নিবন্ধে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে বিলম্বকে অপ্রত্যাশিত এবং এর প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে বলে মন্তব্য করা হয়।

৮ জানুয়ারি (১৯৭২) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পান। মুক্তির খবরে সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলোতে আনন্দ-উচ্ছ্বাসের প্রতিফলন ঘটে। সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ধারাবাহিক সংগ্রাম ও কঠোর পরিশ্রমের কথা স্মরণ করা হয়। দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার এইদিন সম্পাদকীয় প্রকাশ করে।

১০ জানুয়ারি (১৯৭২) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। এদিন খবরের কাগজগুলো প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করে। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে অভিহিত করা হয় এবং তাঁরই অনুপ্রেরণায় স্বাধীন সার্বভৌম জাতি হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠালাভ করেছে বলে মন্তব্য করা হয়। সংবাদ সম্পাদকীয় নিবন্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তাকারী হিসেবে ভারত ও সোভিয়েত রাশিয়াকে বন্ধুরাষ্ট্র অভিহিত করা হয়। একই সঙ্গে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সহায়তাকারী ও বিরোধিতাকারী শক্তির প্রতি সুস্পষ্ট অবস্থান নেয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুকে পরামর্শ দেয়া হয়। বাংলাদেশ অবজারভারে 'Lets Smile Today' শীর্ষক মূল সম্পাদকীয় থেকে প্রথম পৃষ্ঠায় 'Extracts from Editorial : Welcome' শিরোনামে সার-সংক্ষেপ প্রকাশিত হয়। এতে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রের জন্য আনন্দের খবর বলে মন্তব্য করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরদিনও (১১ জানুয়ারি ১৯৭২) সংবাদপত্রগুলো সম্পাদকীয় প্রকাশ করে তাকে অভিনন্দন জানায়। এদিন দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলায় সম্পাদকীয় নিবন্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দীর্ঘদিন বন্দী করে রাখার পাকিস্তানি নীতির তীব্র সমালোচনা করা হয়। একই সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের প্রেক্ষাপটে স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁর আদর্শ বাস্তবায়ন হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশ অবজারভার সম্পাদকীয় নিবন্ধে স্বাধীন জাতি হিসেবে দেশের নাগরিকদের দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানানো হয় এবং এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়।

বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বিষয়ে শুধু সম্পাদকীয় নয়, সম্পাদকীয় নীতির প্রতিফলন ঘটে এমন মন্তব্যধর্মী রিপোর্টও প্রকাশ করা হয়। এমন নজীর দেখা যায় দৈনিক বাংলায়। ৫ জানুয়ারি (১৯৭২) দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় 'বর্বর খান সেনাদের দোসর ভুট্টো এখনও খেলতে চাচ্ছে–' শিরোনামের রিপোর্টটি ছিল এই ধরনের একটি মন্তব্যধর্মী রিপোর্ট। এই রিপোর্টে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির প্রশ্নে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর নীতির কঠোর সমালোচনা করা হয়। একই সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে তিনি ষড়যন্ত্র করছেন এমন মন্তব্যেরও প্রকাশ ঘটে।

সাধারণ মানুষের মধ্যেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও নিরাপদে নিজ দেশে ফিরে আসা নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ছিল। আর এই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশের সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে খবরের কাগজ। বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বিষয়ে খবরের কাগজের চিঠিপত্র বিভাগে চিঠি লিখে সাধারণ মানুষ এ বিষয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বিষয়ক চিঠিগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রধানত দুই ধরনের চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো হলোঃ

এক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা।

দুই. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তির খবরে আনন্দ-উচ্ছ্বাস।

৮ জানুয়ারি (১৯৭২) বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত এক চিঠিতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর নীতির তীব্র সমালোচনা করা হয় এবং অবিলম্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার আহ্বান জানানো হয়। বঙ্গবন্ধুর মুক্তির পরও সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ঘটে খবরের কাগজের চিঠিপত্র বিভাগে। ১০ জানুয়ারি (১৯৭২) সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত এক চিঠিতে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির খবরে আনন্দ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা হয়। পাশাপাশি প্রত্যাশা করা হয় বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা-পূর্ব নেতৃত্বের মতই স্বাধীনতা-উত্তর নেতৃত্ব জাতি গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন শীর্ষক ইস্যুর তথ্য বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরেই পাকিস্তানের কারাগারে আটক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির ব্যাপারে নানামুখী তৎপরতা এবং মুক্তি লাভের পর দেশে ফিরে আসার বিষয়টি সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে উঠেছিল। এই গবেষণার নির্ধারিত সময়ের শুরু ছিল ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি এবং উল্লিখিত দিন থেকে আরম্ভ করে ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত; এমন কি পরের দিন ১১ জানুয়ারিতেও এই ইস্যু সংবাদপত্রে ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হয়। খবরের কাগজগুলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বন্দী অবস্থার বিষয়টি প্রায় প্রতিদিনই ফলো-আপ বা নতুন খবরের মাধ্যমে পাঠকে অবহিত করেছে। প্রকাশিত রিপোর্ট উপস্থাপনার দিক থেকেও ইস্যুটি প্রধান্য বিস্তার করেছিল। শুধু তাই না, এই ইস্যুর রিপোর্ট উপস্থাপনার ক্ষেত্রে একেবারেই ব্যতিক্রমধর্মী একটি ঘটনা ঘটে। আর সেটা হলো বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিন স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মূল রিপোর্টটি প্রথম পৃষ্ঠার শীর্ষে প্রকাশের জন্য গবেষণার অন্তর্ভুক্ত দুটি পত্রিকা তাদের পরিচিতির প্রতীক প্রথম পৃষ্ঠার নেমপ্লেট নিচে নামিয়ে দেয় (পরিশিষ্ট-১ ও পরিশিষ্ট-২ দ্রষ্টব্য)। আর নেমপ্লেটের স্থানে প্রকাশ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের খবর। এই গবেষণার অন্য কোনো ইস্যুর ক্ষেত্রে এমন নজীর নেই। সংবাদপত্রের ইতিহাসেও এটা এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে উঠার কারণেই এই বিষয়ে সংবাদপত্রের চিঠিপত্র বিভাগে পাঠকদের চিঠিও প্রকাশিত হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে রিপোর্ট, পাঠকের চিঠির পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক সম্পাদকীয়তেও ইস্যুটি গুরুত্ব লাভ করে। স্বাভাবিক নিয়মে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রের নির্ধারিত পাতায়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ইস্যুটির গুরুত্বের কারণেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় প্রকাশের নজীর দেখা যায়। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবকটি পত্রিকায় এই দৃষ্টান্ত রয়েছে। সার্বিকভাবে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন পত্রিকার মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্পাদকীয় নীতির কোনো অমিল দেখা যায়নি।

তথ্য সূত্র :

১. ড. মোহাম্মদ হাননান, *হাজার বছরের বাংলাদেশ : ইতিহাসের অ্যালবাম*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৫, পৃ: ১৩০
২. *দৈনিক বাংলা*, ১ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ: ১
৩. প্রাগুক্ত
৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ: ১
৫. প্রাগুক্ত
৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ: ১
৭. *দৈনিক বাংলা*, ২ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ: ১
৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ: ১
৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৩ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ: ১
১০. *দৈনিক বাংলা*, ৩ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ: ৮
১১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ: ১
১২. প্রাগুক্ত
১৩. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৪ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ: ১
১৪. প্রাগুক্ত
১৫. প্রাগুক্ত
১৬. প্রাগুক্ত
১৭. *দৈনিক বাংলা*, ৪ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ: ১
১৮. প্রাগুক্ত
১৯. প্রাগুক্ত
২০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ: ১
২১. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৫ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ: ১
২২. *দৈনিক বাংলা*, ৫ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ: ১
২৩. প্রাগুক্ত
২৪. প্রাগুক্ত
২৫. প্রাগুক্ত
২৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ: ১
২৭. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৭ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ: ১
২৮. *দৈনিক বাংলা*, ৭ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ: ১
২৯. প্রাগুক্ত
৩০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ: ১
৩১. *দৈনিক বাংলা*, ৮ জানুয়ারি, ১৯৭২ পৃ: ৮
৩২. *দৈনিক বাংলা*, ৯ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ: ১
৩৩. প্রাগুক্ত
৩৪. প্রাগুক্ত
৩৫. প্রাগুক্ত
৩৬. প্রাগুক্ত
৩৭. প্রাগুক্ত
৩৮. প্রাগুক্ত
৩৯. প্রাগুক্ত
৪০. প্রাগুক্ত
৪১. প্রাগুক্ত
৪২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ: ১
৪৩. প্রাগুক্ত
৪৪. প্রাগুক্ত
৪৫. প্রাগুক্ত
৪৬. প্রাগুক্ত
৪৭. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৯ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ: ১
৪৮. প্রাগুক্ত
৪৯. প্রাগুক্ত
৫০. প্রাগুক্ত
৫১. প্রাগুক্ত
৫২. প্রাগুক্ত
৫৩. প্রাগুক্ত
৫৪. প্রাগুক্ত
৫৫. প্রাগুক্ত
৫৬. প্রাগুক্ত
৫৭. প্রাগুক্ত
৫৮. প্রাগুক্ত
৫৯. প্রাগুক্ত
৬০. প্রাগুক্ত
৬১. *সংবাদ*, ১০ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ: ১
৬২. প্রাগুক্ত
৬৩. প্রাগুক্ত
৬৪. প্রাগুক্ত
৬৫. প্রাগুক্ত
৬৬. প্রাগুক্ত
৬৭. দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ: ১
৬৮. প্রাগুক্ত
৬৯. প্রাগুক্ত
৭০. প্রাগুক্ত
৭১. প্রাগুক্ত
৭২. প্রাগুক্ত
৭৩. প্রাগুক্ত
৭৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১০ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ: ১
৭৫. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

৭৬. প্রাগুক্ত
৭৭. প্রাগুক্ত
৭৮. প্রাগুক্ত
৭৯. প্রাগুক্ত
৮০. *দৈনিক বাংলা*, ১১ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ: ১
৮১. প্রাগুক্ত
৮২. প্রাগুক্ত
৮৩. প্রাগুক্ত
৮৪. প্রাগুক্ত
৮৫. প্রাগুক্ত
৮৬. প্রাগুক্ত
৮৭. প্রাগুক্ত
৮৮. প্রাগুক্ত
৮৯. প্রাগুক্ত
৯০. প্রাগুক্ত
৯১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ: ১
৯২. প্রাগুক্ত
৯৩. প্রাগুক্ত
৯৪. প্রাগুক্ত
৯৫. প্রাগুক্ত
৯৬. *সংবাদ*, ১১ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ: ১
৯৭. প্রাগুক্ত
৯৮. প্রাগুক্ত
৯৯. প্রাগুক্ত
১০০. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১১ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ: ১
১০১. প্রাগুক্ত
১০২. প্রাগুক্ত
১০৩. প্রাগুক্ত
১০৪. প্রাগুক্ত
১০৫. প্রাগুক্ত
১০৬. প্রাগুক্ত
১০৭. প্রাগুক্ত
১০৮. *দৈনিক বাংলা*, ১ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ: ৪
১০৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ: ৪
১১০. *দৈনিক বাংলা*, ৪ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ: ১
১১১. *দৈনিক বাংলা*, ৫ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ: ১
১১২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ: ৪
১১৩. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৫ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ: ৪
১১৪. *দৈনিক বাংলা*, ৯ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ: ৪
১১৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৯ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ: ৪
১১৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ: ১
১১৭. *সংবাদ*, ১০ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ: ১
১১৮. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১০ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ: ১
১১৯. *দৈনিক বাংলা*, ১১ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ: ৪
১২০. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১১ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ: ৪
১২১. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৮ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ: ৪
১২২. *সংবাদ*, ১০ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ: ৪

Dhaka University Institutional Repository

দুই. মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী : বীরাঙ্গনা, দালাল ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গ

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে বাংলাদেশের সংবাদপত্রে মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট তিনটি বিষয় দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্ব লাভ করে। বিষয়গুলো হচ্ছে 'বীরাঙ্গনা প্রসঙ্গ', 'দালাল প্রসঙ্গ' এবং 'বাংলাদেশকে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গ'।

বীরাঙ্গনা প্রসঙ্গ

শাব্দিক অর্থে বীরাঙ্গনা হচ্ছে বীর নারী। অর্থাৎ অসীম সাহসী নারী যারা দেশের জন্য প্রাণপাত করে লড়াই করেন। শত্রুপক্ষ কখনোই তাদের শরীর স্পর্শ করতে পারে না। ইতিহাসে এভাবেই বীর নারীর চিত্র চিত্রিত হয়ে থাকে। কিন্তু এই শব্দের অর্থ এবং ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটে যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অসংখ্য নারী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের হাতে ধর্ষণের শিকার হন। যুদ্ধের পরে এসব নারীর আত্মীয়-স্বজন তাদের ফিরিয়ে নিতে অস্বীকৃত হলে তারা তাদের আত্মপরিচয় আর আশ্রয়-আবাসনের সংকটে পড়েন। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, শংকা, আশ্রয়হীনতার মধ্যে তাদের দিন কাটতে থাকে। সে সময়ে তাদের সামাজিক পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সরকার নির্যাতিতা নারীদের 'বীরাঙ্গনা' খেতাবে ভূষিত করে। এসব নারীকে সম্মান জানানোর জন্য তাদের এই খেতাব দেয়া হয়।[১]

রিপোর্ট

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ১৯৭২ সাল জুড়ে বীরঙ্গনা বিষয়ক বেশকিছু রিপোর্ট প্রকাশিত হতে দেখা যায় বিভিন্ন সংবাদপত্রে। এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে বীরাঙ্গনা বিষয়ক প্রথম রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারি। দৈনিক বাংলার তৃতীয় পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলামে প্রকাশিত এই রিপোর্টটি ঢাকার ২৪০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির এক যুক্ত বিবৃতির ভিত্তিতে তৈরি করা হয়। এদের মধ্যে ছিলেন : কবি বেগম সুফিয়া কামাল, রাবেয়া আলী, আহমদ শরীফ, কবীর চৌধুরী, সৈয়দ মুর্তাজা আলী প্রমুখ। রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল: 'নির্যাতিতা মহিলাদের পুনর্বাসনের আবেদন'। এতে বলা হয়:

> *ঢাকার কয়েকজন বুদ্ধিজীবী-মহিলা সংবাদপত্রে এ সম্পর্কে এক বিবৃতিতে বলেন যে, একথা সবারই জানা যে বাংলাদেশের গ্রামে ও নগরে অসংখ্য কন্যা ও বধূ বর্বর সৈন্যদের দ্বারা লাঞ্ছিতা হয়েছেন। লাঞ্ছিতাদের মধ্যে যারা সধবা তাদের স্বামী যেন এই নিরপরাধ বধূদের স্বগৃহে মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং যারা বিধবা ও কুমারী তাদেরও যেন দেশের উদারপ্রাণ, সংস্কারমুক্ত, সংগ্রামী তরুণরা জীবন-সঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ করে তাদের সামাজিক পুনর্বাসন সুনিশ্চিত করে এই মানবিক সমস্যা সমাধান করতে এগিয়ে আসেন। আনুমানিক এক হিসেবে পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষ নারী নরপশুদের হাতে লাঞ্ছিতা হয়েছেন।[২]*

বীরাঙ্গনাদের সাহায্য-সহযোগিতায় সরকারী-বেসরকারী-বিদেশী সংস্থা এগিয়ে আসে। ১৯৭২ সালের ১৭ জানুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকে বিদেশী একটি সংস্থার সাহায্যের হাত প্রসারিত করার খবর প্রকাশিত হয়। এতে প্রখ্যাত সমাজসেবক মাদার তেরেসার নেতৃত্বে একদল স্বেচ্ছাসেবকের ঢাকায় আগমনের আগাম তথ্যের উল্লেখ ছিল। লন্ডন থেকে বার্তা সংস্থা বিএসএস ও পিটিআই পরিবেশিত এই খবরটি দৈনিক ইত্তেফাকে তৃতীয় পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'লাঞ্ছিতার সেবায়– '। এই রিপোর্টে বলা হয় :

> *পাকিস্তানী সৈন্যরা আত্মসমর্পণের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রায় ৪ হাজার মহিলাকে ধর্ষণ করিয়াছে বলিয়া আন্তর্জাতিক রোমান ক্যাথলিক ত্রাণ সংস্থা 'ক্যারিস্টাস' সূত্রে জানা যায়।* ভারতে সমাজ সেবামূলক কাজের জন্য সুপরিচিতা ক্যাথলিক সন্ন্যাসী মাদার তেরেসা ১০ জন সন্ন্যাসিনী সমম্বয়ে গঠিত একটি দলসহ লাঞ্ছিতা মহিলাদের শুশ্রূষার জন্য শীঘ্রই বাংলাদেশে গমন করিবেন।[৩]

বীরাঙ্গনাদের সেবা প্রদানের জন্য ঢাকায় একটি বেসরকারী সংস্থার এগিয়ে আসার খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ২৯ জানুয়ারি দৈনিক বাংলায়। বাংলাদেশ মহিলা সেবা সংঘ নামে এই সংস্থা গঠনের খবরটি পরিবেশন করেন দৈনিক বাংলার স্টাফ রিপোর্টার এবং তা প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনামটি ছিল : 'নির্যাতিতা মেয়েদের জন্য ঢাকায় হোম চালু'। এই রিপোর্টে বলা হয় :

> *ঢাকার মহিলা রিলিফ কমিটির সদস্যরা বাংলাদেশ মহিলা সেবা সংঘ নামে একটি স্বেচ্ছাসেবিকা দল গঠন করেছেন। এই সেবা সংঘ লাঞ্ছিতা ও অন্তঃস্বত্তা মহিলাদের ফিরিয়ে এনে তাদের অবাঞ্ছিত সন্তানের দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার লাভে সকল প্রকার সাহায্যের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সংশ্লিষ্ট কাজ-কর্মে গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল নির্ধারিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।[৪]*

বীরাঙ্গনাদের চিকিৎসা, সেবা ও পুনর্বাসনের ব্যাপারে সরকারী উদ্যোগ সম্পর্কিত প্রথম খবরটি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১৯ জানুয়ারি। বার্তা সংস্থা এনা পরিবেশিত এই খবর দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরেনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'নিগৃহীতা মহিলাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা'। এই রিপোর্টে বলা হয়:

Dhaka University Institutional Repository

স্বাস্থ্য, শ্রম, সমাজকল্যাণ ও পরিবার পরিকল্পনা দফতরের মন্ত্রী জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে মুক্তিযুদ্ধকালে নিগৃহীতা মা-বোনদের উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সমস্ত সরকারী হাসপাতালের বিশেষজ্ঞদের প্রতি উক্ত মহিলাদের সম্ভাব্য সমস্ত সহায়তাদানের নির্দেশ দেয়া হইয়াছে।[৫]

বীরাঙ্গনাদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সরকার একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা গঠন করে। ১৯৭২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি এ সংক্রান্ত খবর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকায়ই গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। সবগুলো পত্রিকায় বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'নির্যাতিতা নারীদের পুনর্বাসনে দশ কোটি টাকার কর্মসূচী : নয়া স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা'। এই খবরে বলা হয় :

স্বাধীনতা যুদ্ধকালে বাংলাদেশের নির্যাতিতা নারীদের অবিলম্বে সর্বপ্রকার সাহায্য ও পুনর্বাসনের জন্য প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা গঠন করেছেন। এ ব্যাপারে আনুমানিক দশ কোটি টাকার একটি বিস্তারিত কর্মসূচী প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই নীতিগতভাবে অনুমোদন করেছেন। এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী ১৩ ব্যক্তিকে নিয়ে একটি জাতীয় বোর্ড গঠন করেছেন।[৬]

একইদিন অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলামে প্রকাশিত উল্লিখিত খবরের শিরোনাম ছিল : 'ক্ষতিগ্রস্ত মহিলাদের পুনর্বাসনে ১০ কোটি টাকার কর্মসূচী'।[৭] খবরটি সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'ক্ষতিগ্রস্ত মহিলাদের পুনর্বাসনের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ'।[৮] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম বক্স আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল : 'High- Powered body to rehabilitate women victims.'[৯]

বীরাঙ্গনা পুনর্বাসনের জন্য সরকারী পরিকল্পনা ও অর্থবরাদ্দ সংক্রান্ত আরো দু'টি খবর প্রকাশিত হয় দৈনিক বাংলা ও দৈনিক ইত্তেফাকে। ১৯৭২ সালের ২ এপ্রিল দৈনিক বাংলায় স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এ সংক্রান্ত রিপোর্টটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : '৮০ হাজার বীরাঙ্গনা মহিলা ও শিশুর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা'। এতে বলা হয় :

পাক হানাদার বাহিনীর হাতে এদেশের নির্যাতিতা নারী এবং অনাথ শিশুদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার সাড়ে ২৫ কোটি টাকার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন বলে জানা গেছে। বাংলাদেশের সরকারের সমাজ কল্যাণ এবং পরিবার-পরিকল্পনা দফতরের মাধ্যমে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা হবে।[১০]

জাতীয় মহিলা পুনর্বাসন বোর্ডের জন্য অর্থ বরাদ্দ সংক্রান্ত এক খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১৪ অক্টোবর দৈনিক ইত্তেফাকে। সরকারী হ্যান্ড আউটের বরাদ দিয়ে এই খবরটি শেষ পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'মহিলা পুনর্বাসন বোর্ডের জন্য এক কোটি টাকা মঞ্জুর'। এতে বলা হয় :

সরকার জাতীয় মহিলা পুনর্বাসন বোর্ডের কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য চলতি আর্থিক বছরে এক কোটি টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশের মহিলাদের পুনর্বাসনের জন্য এই বোর্ড গঠন করা হইয়াছে।[১১]

বীরাঙ্গনাদের পুনর্বাসনে সরকারী বেসরকারী নানা উদ্যোগ নেয়া হলেও অনেক বীরাঙ্গনা আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। এ সংক্রান্ত এক খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ৩ মার্চ। বার্তা সংস্থা বিপিআই পরিবেশিত উল্লিখিত খবর দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'ধর্ষিতা নাগিনীদের আত্মহত্যা–'। এতে বলা হয় :

বাংলাদেশের লাঞ্ছিতা মহিলাদের জাতীয় পুনর্বাসন বোর্ড প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন যে, পাকিস্তানের বর্বর সৈন্যদের পাশবিকতার শিকার প্রতিটি মহিলাকে সম্মানজনক সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। বিপিআই প্রতিনিধির সহিত আলোচনাকালে বোর্ডের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা গতকাল বুধবারে প্রকাশ করেন যে, জীবনের প্রতি হতাশ হইয়া প্রতি সপ্তাহে প্রায় দুই-তিনশত লাঞ্ছিতা মহিলা আত্মহত্যা করিতেছেন।[১২]

বীরাঙ্গনাদের শিশুজন্ম ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত এক খবর প্রকাশিত হয় সংবাদ-এ ১৯৭২ সালের ৪ আগস্ট। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত এই রিপোর্টটি পরিবেশন করেন সংবাদ-এর নিজস্ব বার্তা পরিবেশক। শিরোনাম ছিল: 'পুনর্বাসন বোর্ডে ২৫টি শিশু জন্ম নিয়েছে'। এতে বলা হয় :

বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় মহিলা পুনর্বাসন বোর্ডে এ পর্যন্ত ২৫টি শিশুর জন্ম হয়েছে। এসব শিশুকে সুইডেন, ইংল্যান্ড এবং সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন কল্যাণকামী সংস্থা নিয়ে গেছে। গতকাল বোর্ডের অধ্যক্ষ এই প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে একথা বলেন। বর্বর পাক বাহিনীর হাতে বাংলাদেশের অসহায়া মা-বোনের লাঞ্ছিতা হবার দরুণ এসব শিশুর জন্ম হয়েছে।[১৩]

বীরাঙ্গনা পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের তরুণ সমাজকে বীরাঙ্গনাদের বিয়ে করার আহ্বান জানান। এই আহ্বানে তরুণরা বিপুল সাড়া দেয়। কিন্তু বিনিময়ে সরকারের কাছ থেকে কিছু সুবিধা পাওয়ার প্রত্যাশা করেন তারা। এই প্রেক্ষাপটে সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ জাতীয় নারী পুনর্বাসন বোর্ড বীরাঙ্গনা বিয়ে প্রসঙ্গে একটি ব্যাখ্যা প্রদান করে। ১৯৭২ সালের ২০ এপ্রিল এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলামে প্রকাশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল : 'বীরাঙ্গনা বিবাহ প্রসঙ্গে– '। এতে বলা হয় :

Dhaka University Institutional Repository

বীরাঙ্গনাদের বিবাহ করিবার জন্য সারা বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছ হইতে যে সাড়া পাওয়া গিয়াছে তাহাতে উক্ত বোর্ড আনন্দিত হইয়াছে। তবে জাতীয় বোর্ড পাত্রপক্ষকে কোন যৌতুক প্রদান বা তাহাদের কোন দাবী পূরণ করিতে সক্ষম নহে। বীরাঙ্গনা মহিলাদের জন্য যে সুযোগ-সুবিধার কথা বলা হইয়াছিল তাহা টাকা, বাড়ী, গাড়ী বা চাকুরীর ক্ষেত্রে নহে, বরং লেখাপড়া ও নানা বিষয়ে ট্রেনিং দান করিয়া বীরাঙ্গনাদের প্রতিষ্ঠা করা।[১৪]

বীরাঙ্গনার সংখ্যা নিয়ে বেশক'টি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে সংবাদপত্রে। ১৯৭২ সালের ১৯ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত এ সংক্রান্ত এক রিপোর্টে বীরাঙ্গনার সংখ্যা দুই লাখ উল্লেখ করা হয়। জেনেভা থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি পরিবেশিত এই রিপোর্টটি বাংলাদেশ অবজারভারে প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'Pakistani Brutality ॥ 2 Lakh raped in 9 months.'। এই রিপোর্টে লেখা হয় :

Mass rape of 200000 women took place in former East Pakistan during nine months of Pakistan Army occupation an official of the world council of churches quoting Bangladesh leader revealed here yesterday. Rev. Kentaro Buma, a specialist in the Asian Problem who has just returned from Dacca told the council of the plight of the women in Bangladesh after the surrender of Pakistan Army.[১৫]

বীরাঙ্গনার সংখ্যা সংক্রান্ত আরেকটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৭২ সালের ৩ নবেম্বর। বার্তা সংস্থা বিপিআই পরিবেশিত এই রিপোর্টটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম রিভার্স শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'দুই লক্ষ নারী নির্যাতিত'। এতে বলা হয় :

পাকিস্তানী দস্যুদের নয় মাসব্যাপী ত্রাসের রাজত্বকালে বাংলাদেশে দুই লক্ষাধিক নারী নির্যাতিত হইয়াছেন। যুদ্ধ অপরাধ তদন্ত এজেন্সী গতকাল (বৃহস্পতিবার) উক্ত তথ্য প্রকাশ করেন। পাকিস্তানী সৈন্যদের অপরাধ তদন্তের জন্য সরকার এই এজেন্সী নিয়োগ করিয়াছেন। এজেন্সীর তথ্যানুসন্ধানে নারী নির্যাতন এবং অন্যান্য ধরনের পাশবিক আচরণের শত-সহস্র লোমহর্ষক ঘটনার বিবরণ প্রকাশ পাইতেছে।[১৬]

দৈনিক ইত্তেফাকে বীরাঙ্গনার সংখ্যা নিয়ে আরো একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ২৬ নভেম্বর। একটি সেমিনারে পরিবেশিত তথ্যের ভিত্তিতে এই রিপোর্টটি তৈরি করা হয়। ইত্তেফাক রিপোর্ট অর্থাৎ নিজস্ব রিপোর্টার পরিবেশিত এই রিপোর্টটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'চৌদ্দ লক্ষ নারী নির্যাতিতা নিঃস্ব ও অসহায়'। এই রিপোর্টে লেখা হয় :

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে প্রায় ১৪ লক্ষ নারী নির্যাতিতা হইয়াছেন। তন্মধ্যে শতকরা ২০ ভাগ নারী সমাজ কর্তৃক পরিত্যাক্তা হইয়াছেন বা সম্পত্তি হারাইয়াছেন অথবা তাহাদের একমাত্র উপার্জনক্ষম পুরুষকে হারাইয়াছেন। ইহা ছাড়া আরও প্রায় দশ লক্ষ নারী অর্থনৈতিক দিক দিয়া নিঃস্ব হইয়াছেন।[১৭]

বীরাঙ্গনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন পত্রিকায় স্পেশাল আইটেমও প্রকাশিত হয়। ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি থেকে দৈনিক বাংলা এ বিষয়ে একটি সিরিজ রিপোর্ট প্রকাশ করে। রিপোর্টগুলো ছিল মানবিক আবেদনধর্মী। বাই লাইন রিপোর্ট হিসেবে এগুলো প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল : 'মাগো তুমি ক্ষমা করো : নিগৃহীতা তুমি মাগো সারা অঙ্গে সাপের ছোবল'। হাসিনা আশরাফের লেখা এই সিরিজ রিপোর্টে প্রথম কিস্তিতে লেখা হয় :

ঘৃণিত দানবের মত পাক সামরিক জান্তার হাতে নির্যাতিতা আমার মা আর বোনের সামনে দাঁড়িয়ে আমি যেন নিঃসাড় হয়ে গিয়েছি। প্রশ্নে প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত আমার আত্মা। আমি কি লিখবো। বিগত সাতদিন সাত রাত একটা অশান্ত ঝঞ্ঝার মতই বারে বারে কেঁপেছে আমর স্নায়ুতন্ত্রী।[১৮]

সংবাদ-এ বীরাঙ্গনা প্রসঙ্গে একটি স্পেশাল আইটেম প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ৬ আগস্ট। বাইলাইন রিপোর্ট হিসেবে এটি প্রকাশিত হয় এবং লিখেন বেবী মওদুদ। এই রিপোর্টে বীরাঙ্গনাদের পুনর্বাসনে সমন্বয়ের সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়। প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'লাঞ্ছিতা মা-বোনদের পুনর্বাসন ॥ কাজ কিছু হয়েছে, তবে দুটো সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের অভাবও রয়েছে'। রিপোর্টে বলা হয়:

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় পাক বাহিনীর হাতে লাঞ্ছিতা, নির্যাতিতা মা বোনদের পুনর্বাসনের জন্য বাংলাদেশ সরকার এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। জানুয়ারী মাসে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় মহিলা পুনর্বাসন সংস্থা। এরপর প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরে এলে আবার একটি 'জাতীয় মহিলা পুনর্বাসন বোর্ড' গঠিত হয়। এ দুটি সরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের সর্বত্রই বর্বর পাক বাহিনীর হাতে লাঞ্ছিতা এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রিয়জন হারা, আশ্রয়হীন মা-বোনদের পুনর্বাসন করার ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সরকারী ও বেসরকারী এবং আন্তর্জাতিক সাহায্য উভয় প্রতিষ্ঠানই পাচ্ছেন। যেহেতু দুটি প্রতিষ্ঠান বিচ্ছিন্নভাবে রয়েছে সুতরাং একই উদ্দেশ্যে একই কাজে চলছে বিচ্ছিন্নভাবে। একে অপরের কখনও কখনও বিদ্বেষ ভাবও দেখিয়ে যাচ্ছে। দু'টি প্রতিষ্ঠানেই উপদেষ্টা পদে রয়েছেন সমাজের প্রতিষ্ঠিত কল্যাণকামী মহিলা, শিক্ষাবিদ, রাজনৈতিক ব্যক্তি এবং শহীদের স্ত্রীরা।[১৯]

সম্পাদকীয়

বীরাঙ্গনা বিষয়ে বেশ ক'টি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন পত্রিকায়। বেশি প্রকাশিত হয়েছে সংবাদ-এ। এ প্রসঙ্গে প্রকাশিত সম্পাদকীয়গুলোতে মূলত বীরাঙ্গনাদের পুনর্বাসনের কথা বলা হয়েছে।

দৈনিক বাংলায় ১৯৭২ সালের ১৬ জানুয়ারি বীরাঙ্গনা প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকশিত হয়। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল : 'যেন না ভুলি– '। এতে বলা হয় :

স্বাধীনতা সংগ্রামে লাঞ্ছিতা হয়েছেন যেসব নারী তাদের প্রতিও রয়েছে আমাদের বিরাট কর্তব্য। আমরা জানি আমাদের সরকার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন এ বিষয়ে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেন মনে রাখি এত বড় কর্মভার সরকারের একার পক্ষে বহন করা দুঃসাধ্য।[২০]

Cap-1(2)

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদ-এ প্রকাশিত তিনটি সম্পাদকীয়র মধ্যে প্রথমটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি। এই সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল: 'নিগৃহীতা নারী ও নির্যাতিতের পুনর্বাসন'। এতে বলা হয় :

একথা সরকার এবং সমাজকে আজ দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করতে হবে যে এইসব নিগৃহীতা নারী শুধু নিষ্কলুষই নন, সমাজে তাদের স্থান কারো চাইতে ন্যূন নয়। বর্বরতার শিকার যাঁরা হয়েছেন, তাঁদের মর্যাদা বিন্দুমাত্র লাঘব হয়নি বরং সমগ্র দেশ ও সমাজের পূর্ণ সহানুভূতি এবং সাহায্য তারা পাবেন। নিজ নিজ সংসারেই তাঁরা ফিরে যাবেন এবং যথার্থ মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হবেন। তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে বুঝতে হবে মানবিকতার দিক থেকে আমাদের সমাজ এখনও পূর্ণ স্বাধীন দেশের সমাজ বলে গণ্য হবার উপযুক্ত নয়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের সমাজ আজ অন্ধ সংস্কারের অনেক উর্ধ্বে উঠেছে ও সকলহীনতা বর্জন করতে প্রস্তুত।[২১]

বীরাঙ্গনা প্রসঙ্গে সংবাদ-এ একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল : 'নির্যাতিতা মহিলাদের পুনর্বাসন'। এতে বলা হয় :

আমরা সরকারের এই উদ্যোগকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। নির্যাতিতা মহিলাদের জাতীয় বীরাঙ্গনার সম্মানে পুনর্বাসিত করা হবে, সরকারের তরফ থেকে এ আশ্বাস বার বার ঘোষণা করা হয়েছে। এই সংস্থা গঠনের মধ্যদিয়ে সরকার এ ব্যাপারে প্রাথমিক পদক্ষেপ নিলেন। এখন দরকার পূর্বোক্ত পরিকল্পনা ভালোভাবে পরীক্ষা করে দ্রুত কার্যকরী করা। অতীতে অনেক ভাল ভাল পরিকল্পনা যেভাবে লালফিতার বদৌলতে চাপা পড়ে থেকেছে এক্ষেত্রে তার পুনরাবৃত্তি হবে না বলেই আমরা আশা করছি। এ ব্যাপারে দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার করে অবিলম্বে কাজে হাত দিতে হবে।[২২]

সংবাদ-এ বীরাঙ্গনা প্রসঙ্গে আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ৩১ মার্চ। 'লাঞ্ছিতাদের কথা আবার ভাবতে হবে' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

আমরা মনে করি পাকিস্তানী পিশাচ জল্লাদেরা আমাদের দেশের যেসব মেয়েকে লাঞ্ছিত করে জীবন্মৃত করে রেখে গেছে, তাদের দেখতে হবে মুক্তিযুদ্ধে আহত সৈনিকরূপে। এজন্য লাঞ্ছিতা নারীদের এবং তাদের পরিবারসমূহকে রাজনৈতিক সম্মানের চিহ্নে চিহ্নিত করতে হবে। রাষ্ট্রীয়ভাবে এইভাবে প্রদত্ত সম্মান শুধু এই লাঞ্ছিতা মেয়েদের আত্মগ্লানি অথবা লজ্জা থেকে মুক্ত করবে না, আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনে নতুন বৈপ্লবিক মূল্যবোধও গড়ে তুলবে।[২৩]

দৈনিক ইত্তেফাক ১৯৭২ সালের ১৫ অক্টোবর বীরাঙ্গনা প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'মহিলা পুনর্বাসন'। সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

দেশের লাঞ্ছিতা, দুস্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত মহিলাদের পুনর্বাসনের কাজটি কোন মতেই সাধারণ বা সামান্য বলা হয় না। পুনর্বাসন যাহাতে সর্বাঙ্গীন ও সুষ্ঠু হয় তজ্জন্য দেশের নানা স্থানে দুস্থ মহিলা আশ্রয় ও শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা দরকার। গ্রাম-গ্রামান্তরের বহু নিভৃত স্থানে বহু হতভাগিনী লাঞ্ছিতা মহিলা নিদারুণ প্রতিকূল পরিবেশে অসহ্য জীবন যাপন করিতেছেন। তাঁহাদের খুঁজিয়া বাহির করার আংশিক ব্যবস্থা আছে বটে, তবে অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া কালবিলম্ব না করিয়া এই ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ও পূর্ণব্যবস্থা এখনই নেওয়া দরকার।[২৪]

চিঠিপত্র

বীরাঙ্গনা প্রসঙ্গে পাঠকদের নানা ধরনের চিঠি প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন সংবাদপত্রের চিঠিপত্র পাতায়। ১৯৭২ সালের ১৮ জানুয়ারি দৈনিক বাংলায় বীরাঙ্গনা প্রসঙ্গে দু'টি চিঠি প্রকাশিত হয়। ঢাকার মগবাজার থেকে বান্দা আলীর লেখা এই চিঠির শিরোনাম ছিল 'বীরাঙ্গনা'। এতে বলা হয় :

তাদেরকে সত্যিকারভাবে মর্যাদা দিতে হলে প্রত্যেক নারীকে তাঁর নিজ নিজ পরিবারে সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে স্থান দিতে হবে। তাদেরকে আমাদের মা-বোন হিসেবে সম্পূর্ণ মর্যাদার সাথে স্বাভাবিক জীবন যাপনের অধিকার দিতে হবে। যেসব মহিলা এখন অন্তঃসত্ত্বা আছেন তাদেরকে আপাতত কোনও নার্সিং হোমে রাখা যেতে পরে এবং সন্তান প্রসবের পর যতদিন নবজাত শিশুর জন্য অপরিহার্য হয় সেই ন্যূনতম সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তাদের নিজ পরিবারে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং সেই শিশুকে লালন-পালনের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনবোধে এতিমখানায় রেখে লালনপালনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এইসব ব্যবস্থার জন্য আবশ্যক হলে আইন প্রণয়ন করতে হবে। যদি কেউ এইসব নির্যাতিতা নারীদের প্রতি কোনও রকম অশ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার বা বাক্য প্রয়োগ করেন এবং এমনকি এ বিষয়ে কোনও প্রকার ইঙ্গিত করেন তবে তার জন্য কঠোর শাস্তির বিধান করতে হবে। অনস্বীকার্য যে শুধু আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সম্পূর্ণ সুফল লাভ করা যায় না। সমাজের প্রত্যেক লোককে বিশেষ করে যুবসম্প্রদায়, সমাজকর্মীদেরকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে।[২৫]

অপর চিঠির লেখক দু'জন পাঠক। ঢাকার ১৪৪ নম্বর জগন্নাথ সাহা রোডের নিউ ইসলামিয়া স্কুলের শিক্ষক মোহাম্মদ আলী ও নোয়াখালীর ভবানীগঞ্জ থেকে আনোয়ারেন্নেসা খাতুনের লেখা এই যুক্ত চিঠির শিরোনাম ছিল 'একটি আবেদন'। এতে বলা হয় :

৫০ হাজার হতে ১ লাখ মা-বোন হয়েছে সহায় সম্বল হারা, লাঞ্ছিতা আর ধর্ষিতা। এইসব মহান আত্মত্যাগের বিনিময়েই আমরা পেয়েছি– শ্রেষ্ঠ সম্পদ স্বাধীনতা। এ অগণিত মা-বোনেরা আজ দুঃখ, শোক আর লজ্জায় ম্রিয়মান। সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াবার ভরসা পাচ্ছে না। এদেরকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য এদেশের সুধী সমাজ আহ্বান জানিয়েছে। প্রায় প্রত্যেকটি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নিবন্ধে এদেরকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তরুণ সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। সরকারও এদেরকে বীরাঙ্গনা বলে ঘোষণা করেছেন। এদের প্রতি কম-বেশী সমাজের প্রত্যেকটি সমর্থ ব্যক্তিরই দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। কারণ এরা আমাদেরই নিষ্পাপ মা-বোন।[২৬]

দৈনিক বাংলায় ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি বীরাঙ্গনা প্রসঙ্গে আরেকটি চিঠি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম: 'বীরাঙ্গনাদের পুনর্বাসন'। ঢাকার বাংলাদেশ ন্যাশনাল ব্যাংক থেকে মোঃ সোলায়মান চৌধুরীর লেখা এই চিঠিতে বলা হয়:

প্রতিদিন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বাংলাদেশের নির্যাতিতা ও নিপীড়িত মা-বোনদের জন্য উপযুক্ত সাহায্য-সহায়তা ও সমাজে স্থান দেয়ার জন্য যেসব মূল্যবান সুপারিশ ও প্রস্তাবাবলী প্রকাশিত হচ্ছে সে সবের প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের মানুষ এই সব বীরাঙ্গনাদের সমাজের বুকে যোগ্যভাবে স্থান দিতে দ্বিধা করেনি। উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাদের সমাজে গ্রহণ করতেও শুরু করেছে।[২৭]

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৭২ সালের ৩ মার্চ বীরাঙ্গনা প্রসঙ্গে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত। প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ঐ রিপোর্টের শিরোনাম ছিল : 'ধর্ষিতা নাগিনীদের আত্মহত্যা'। এই শিরোনামটি সম্পর্কে আপত্তি জানিয়ে এক পাঠক চিঠি লিখেন দৈনিক ইত্তেফাকে। ১৯৭২ সালের ৫ মার্চ প্রকাশিত এই চিঠিতে অভিযোগ করা হয় যে বীরাঙ্গনা বিষয়ক ঐ রিপোর্টের শিরোনামে বীরাঙ্গনা সম্পর্কে বিরূপ অর্থের প্রতিফলন ঘটেছে। ঢাকার কলাবাগান থেকে 'জনৈক নাগরিক' ছদ্মনামে লেখা এই চিঠির শিরোনাম ছিল : 'ধর্ষিতা নাগিনী প্রসঙ্গে'। এতে বলা হয় :

গত শুক্রবার (৩রা মার্চ) আপনাদের দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় বাংলাদেশের লাঞ্ছিতা নারীদের ব্যাপারে একটি সংবাদ আপনারা পরিবেশন করেছেন এবং বাংলাদেশের লাঞ্ছিতা নারীদের আপনারা উল্লেখ করেছেন 'ধর্ষিতা নাগিনী' বলে। 'নাগিনী' বলতে খলস্বভাবা এবং দাম্ভিকপরায়ণা নারীদের বুঝায় বলে আমরা জানি। সুতরাং বাংলাদেশের নিগৃহীতা, লাঞ্ছিতা নারীদের ক্ষেত্রে 'নাগিনী' শব্দের ব্যবহার কি যথোচিত হয়েছে?[২৮]

উল্লিখিত চিঠির একটি জবাবও প্রকাশিত হয় ঐ চিঠির নিচে। আমাদের বক্তব্য' শিরোনামের ঐ জবাবে বলা হয়:

বাংলা সাহিত্যে 'নাগিনী' শব্দের একটা ঐতিহ্যগত অর্থ আছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নারীর ভেতরকার 'বিদ্রোহী' সত্তা বোঝাবার জন্য নারীকে নাগিনীর সাথে তুলনা করেছেন। তাছাড়া 'ধর্ষিতা নাগিনী' এই কথাটা আমরা হুবহু উদ্ধৃত করেছি কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত গান 'জাগো নারী বহ্নিশিখা'র একটি ছত্র থেকে। সেই ছত্রটি হলো: 'জাগো হতভাগিনী ধর্ষিতা নাগিনী'।[২৯]

১৯৭২ সালের ১০ মার্চ সংবাদ-এর চিঠিপত্র বিভাগে ভারতের কোলকাতা থেকে লেখা একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। কোলকাতার টালীগঞ্জের ২০ কলাবাগান লেন থেকে রমেন্দ্র সরকারের লেখা এই চিঠির শিরোনাম ছিল: 'নিগৃহীতাদের পুনর্বাসন প্রসঙ্গে'। এই চিঠিতে বলা হয় :

আমি বাংলাদেশের যুবক নই, জীবনেও যাইনি সেখানে। তাহলেও বাঙ্গালী তরুণ হিসেবে প্রস্তাব করছি– বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন ইয়াহিয়া শাহী কর্তৃক লাঞ্ছিতা কোন তরুণীকে রেজিস্ট্রি বিবাহ করে তার সমাজে সম্মানীয় জীবন যাপনের পথ সুগম করতে চাই। সে মেয়ে হিন্দু না মুসলমান তার বিচার আমি করতে যাব না। আমার দিক দিয়ে সামান্য শর্তগুলো হচ্ছে এই মেয়ের বয়স ১৬-১৯ এর মধ্যে হওয়া চাই এবং কিছুটা লেখাপড়া ও সাহিত্যজ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আগ্রহী পক্ষ আমার ঠিকানায় পত্র মারফত যোগাযোগ করতে পারেন।[৩০]

পরে ১৯৭২ সালের ৩১ মার্চ রমেন্দ্র সরকারের আরেকটি চিঠি প্রকাশিত হয় সংবাদ-এর চিঠিপত্র বিভাগে। সংবাদ-এ ১৯৭২ সালের ১০ মার্চ প্রকাশিত তাঁর পূর্ববর্তী চিঠির রেশ ধরে তিনি চিঠিটি লিখেন। 'বীরাঙ্গনা বিবাহের প্রস্তাব' শীর্ষক এই চিঠিতে লেখা হয় :

১০ই মার্চের 'সংবাদ' পত্রিকায় বীরাঙ্গনা প্রসঙ্গে আমার একটি চিঠি প্রকাশিত হবার পর আমার কাছে বাংলাদেশ থেকে বহু চিঠি এসেছে এই মর্মে যে, পত্রলেখককে চাকরি কিংবা নগদ টাকা দিয়ে সাহায্য করলে তিনি একজন বীরাঙ্গনাকে বিবাহ করতে রাজী আছেন। এই পত্র মারফত সুস্পষ্টভাবে জানাচ্ছি– আমি কোন সাহায্য সংস্থা বা ঐ জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত নই। এবং দুঃখের সঙ্গে বলছি কোন বিবাহেচ্ছু ব্যক্তিকে চাকরী বা নগদ টাকা দিয়ে সাহায্য করা আমার পক্ষে অসুবিধাজনক। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে একজন বীরাঙ্গনাকে বিবাহ মাধ্যমে সম্মানীয় জীবন যাপনের সুযোগ দিতে চেয়েছিলাম এবং সে বিষয়ে আমার মত এখনও অপরিবর্তিত আছে।[৩১]

সংবাদ-এ ১৯৭২ সালের ৩১ মার্চ 'লাঞ্ছিতাদের কথা আবার ভাবতে হবে' শীর্ষক এক সম্পাদকীয় লেখা হয়। এই সম্পাদকীয় মন্তব্যের প্রতি সমর্থন জানিয়ে চিঠি লিখেন ভারতের কোলকাতার ২ ক্যানাল স্ট্রীটস্থ সুস্বাস্থ্যম এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ডাঃ জাফর আলম। ১৯৭২ সালের ৯ এপ্রিল সংবাদ এর চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশিত এই চিঠিতে বীরাঙ্গনাদের পুনর্বাসনে ১১টি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ তুলে ধরেন। চিঠিটির শিরোনাম ছিল: 'লাঞ্ছিতাদের কথা ভাবতে হবে'।[৩২]

দৈনিক ইত্তেফাকের চিঠিপত্র বিভাগে ১৯৭২ সালের ৬ এপ্রিল বীরাঙ্গনা বিষয়ক একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হলের ১২৭ নম্বর কক্ষ থেকে মিজানুর রহমানের লেখা এই চিঠির শিরোনাম ছিল: 'বীরাঙ্গনা প্রসঙ্গ'। এতে বলা হয়:

বঙ্গবন্ধু সম্প্রতি এক ভাষণে বীরাঙ্গনাদের পুনর্বাসনের প্রসঙ্গে দেশের যুবসমাজকে এগিয়ে আসবার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি দেশের যুবসমাজকে বীরাঙ্গনাদের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। প্রসঙ্গত বীরাঙ্গনা প্রসঙ্গে আমাদের একটি বক্তব্য আছে। আমাদের মনে হয় বীরাঙ্গনাদের বিয়ে করবার ব্যাপারে দেশের সর্বস্তরের উচ্চ শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত লোকদের অগ্রণীর ভূমিকা পালন করা উচিত। এতে বীরাঙ্গনাদের পুনর্বাসনের বিষয়টি যে শুধু মর্যাদাসম্পন্ন হবে তাই নয়, বরং এর দ্বারা সর্বমহলে একটা অনুপ্রেরণারও সৃষ্টি হবে। তখন বীরাঙ্গনাদের পুনর্বাসনের বিষয়টি অনেক সহজতর ও সুষ্ঠু হবে বলে আমরা মনে করি।[৩৩]

দৈনিক ইত্তেফাকের চিঠিপত্র বিভাগে ১৯৭২ সালের ৬ এপ্রিল বীরাঙ্গনা প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হল থেকে মিজানুর রহমানের লেখা চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে একটি চিঠি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১৭ এপ্রিল। ভারতের কোলকাতার ২ ক্যানাল স্ট্রীটস্থ সুস্বাস্থ্যম এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ডাঃ জাফর আলম চিঠিটি লিখেন। 'বীরাঙ্গনা প্রসঙ্গ' শীর্ষক এই চিঠিতে বলা হয় :

ইত্তেফাকের (২৩শে চৈত্র ১৩৭৮) চিঠিপত্রের স্তম্ভে জনৈক মিজানুর রহমান সাহেব বীরাঙ্গনাদের বিয়ের ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করার সপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশের জনসাধারণের কাছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে নির্যাতিতা নারীদের পুনর্বাসন প্রসঙ্গে আমার কিছু বক্তব্য রাখছি।[৩৪]

Dhaka University Institutional Repository

দালাল প্রসঙ্গ

আভিধানিক অর্থে দালাল হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্য বা ক্রয়-বিক্রয় বা অন্যান্য কথাবার্তায় যে ব্যক্তি মধ্যস্তরূপে কাজ করে। তবে অভিধান অনুযায়ী ব্যঙ্গ অর্থে অন্যায়ভাবে পক্ষ সমর্থনকারী বা সাহায্যকারীকে দালাল বলা হয়ে থাকে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এবং পরে দালাল কথাটি ভিন্ন মাত্রা লাভ করে।

রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস এবং শান্তি কমিটির সদস্যসহ মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ও পাকিস্তান ভাবাপন্ন পূর্ব পাকিস্তানিদের ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি জারিকৃত বাংলাদেশ কোলাবোরেটর্স স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল অর্ডার ১৯৭২-এর মাধ্যমে দালাল বা কোলাবোরেটর ঘোষণা করা হয়। এই অধ্যাদেশে বিবৃত সংজ্ঞানুসারে কোলাবোরেটর অর্থ সেইসব ব্যক্তি যারা (১) পাকিস্তানি বাহিনীকে বাংলাদেশে বেআইনি দখল টিকিয়ে রাখার কাজে সাহায্য, সহযোগিতা বা সমর্থন দান করেন; (২) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পাক-বাহিনীকে বস্তুগত সহযোগিতা প্রদান বা কোন বক্তব্য, চুক্তি ও কার্যাবলীর মাধ্যমে হানাদার বাহিনীকে সাহায্য করেন; (৩) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন বা যুদ্ধের প্রয়াস চালান; (৪) পাক-বাহিনীর অনুকূলে কোন বিবৃতি প্রদান বা প্রচারণায় অংশ নেন, পাক বাহিনীর কোন প্রতিনিধি দল বা কমিটির সদস্য হন এবং ১৯৭১ সালে আয়োজিত উপনির্বাচনে অংশ নেন।[৩৫]

রিপোর্ট

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, স্বাধীনতার পর পর দালাল বিষয়ক রিপোর্টগুলোর বেশির ভাগই ছিল দালাল গ্রেফতার সংক্রান্ত। ১৯৭২ সালের শুরুতে প্রায় প্রতিদিনই খবরের কাগজগুলোতে দালাল গ্রেফতারের খবর প্রকাশিত হয়েছে। সরকারী হ্যান্ড আউটের বরাত দিয়ে খবরগুলো প্রকাশিত হতো বিভিন্ন পত্রিকায়। খবরগুলো প্রকাশিত হতো ভেতরের পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কিংবা ডাবল কলাম শিরোনামে। এসব রিপোর্টে গ্রেফতারকৃতদের নাম, ঠিকানা ও পরিচিতি প্রকাশিত হয়েছে। দৈনিক বাংলা ও সংবাদ-এ প্রকাশিত এ ধরনের দু'টি খবরের শিরোনাম উল্লেখ করা হলো। দৈনিক বাংলায় ১৯৭২ সালের ৫ জানুয়ারি প্রকাশিত এ ধরনের একটি খবরের শিরোনাম ছিল : 'আরো ৪৯ জন দালাল গ্রেফতার'। এই খবরে বলা হয় :

> *হানাদার বাহিনীর সাথে সহযোগিতা করার অভিযোগে আরো ৪৯ জন দালাল গ্রেফতার করা হয়েছে।*[৩৬]

সংবাদ-এ ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি প্রকাশিত এ ধরনের একটি খবরের শিরোনাম ছিল : 'গ্রেফতার আরও দালালের তালিকা'।[৩৭] এই রিপোর্টে গ্রেফতারকৃতদের নাম-ঠিকানার একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়।

দালাল গ্রেফতারের এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে প্রায় দুই বছর ধরে। ১৯৭২ সালের শেষ দিকে সে সময়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মান্নান দালাল গ্রেফতারের একটি পরিসংখ্যান প্রকাশ করেন। ১৯৭২ সালের ৪ অক্টোবর পত্রিকায় এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রকশিত হয়। বগুড়া থেকে বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই রিপোর্টটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'আরও তদন্ত চলছে : মান্নান ॥ এ পর্যন্ত ৪১ হাজার দালাল গ্রেফতার'। এই রিপোর্টে বলা হয় :

> *স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আব্দুল মান্নান গতকাল এখানে ঘোষণা করেন যে এ পর্যন্ত ২৭৫ জন পুলিশ অফিসারসহ ৪১ হাজারের বেশী দালাল গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া দুর্নীতি ও দালালীর অভিযোগে প্রায় ৪০ জন পুলিশ কর্মচারী ও বেশকিছু সংখ্যক পদস্থ সরকারী কর্মকর্তাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এখানে এক জনসভায় ভাষণদানকালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে আরো বহুজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্ত করা হচ্ছে।*[৩৮]

দালাল গ্রেফতার প্রক্রিয়া চলতে থাকলেও ১৯৭২ সালের শুরুতে কোনো এলাকায় দালালেরা তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছিল। পত্রিকায় প্রকাশিত খবর থেকে এর নজীর পাওয়া যায়। দৈনিক বাংলায় ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই রিপোর্টটি শেষ পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'নরঘাতক দালারা এখনও তৎপর'। এই রিপোর্টে বলা হয়:

> *খান সেনাদের নরঘাতক অনুচররা এখনও তৎপর রয়েছে। তারা কৌশলে নিরীহ নাগরিকদের অপহরণ করে তাদের গোপন আড্ডায় নিয়ে যায় এবং সর্বস্ব কেড়ে রেখে হত্যা করে। নাগরিক অপহরণ কাজে তারা খান সেনাদের সাবেক মেয়ে অনুচরদের ব্যবহার করছে।*[৩৯]

দালাল হিসেবে অভিযুক্ত করার ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সামরিক সরকারের অনুগত সরকারি কর্মচারীদের ১৯৭২ সালের শুরু থেকেই চিহ্নিতকরণ আরম্ভ হয়। ১৯৭২ সালের ২ ফেব্রুয়ারির খবরের কাগজগুলিতে এ ধরনের খবরের নজীর দেখা যায়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় দৈনিক বাংলাতেও। প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম রিভার্স শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'এরা দখলদার সরকারের খাদেম ছিলেন ॥ ৫৩ জন তমঘাপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী অপসারিত'। এই রিপোর্টে লেখা হয় :

> *বাংলাদেশ সরকার ৫৩ জন সরকারী কর্মচারীকে চাকুরী থেকে অপসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সিদ্ধান্তটি অবিলম্বে কার্যকরী হচ্ছে। এই চাকুরেরা নিষ্ঠা ও আনুগত্যের সাথে সামরিক সরকারের খেদমত করেছিলেন। আর এর বিনিময়ে পাকিস্তানী সামরিক সরকার এদের দিয়েছিলেন বেসামরিক খেতাব। গত ২৫ শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বরের দখলী সময়ে সামরিক সরকারের খেদমত করে খেতাব নেওয়াতেই এদের চাকুরী থেকে অপসারণ করা হয়েছে।*[৪০]

Cap-2-(3)

Dhaka University Institutional Repository

দালাল সরকারী কর্মচারী পদচ্যুত করার এই প্রক্রিয়ার আরও একটি নজীর দেখা যায় ১৯৭২ সালের ৬ জুনের এর সংবাদপত্রগুলোতে। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করার অভিযোগে চারজন রাষ্ট্রদূতসহ আটজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা বরখাস্ত করার একটি খবর এদিন ফলাও করে প্রকাশিত হয়। খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবরটি দৈনিক বাংলা প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'মুক্তি সংগ্রামের কঠিন দিনে বাংলাদেশের বিরোধিতা করার উপযুক্ত সাজা : আরো বহু রুই-কাতলা ধরা পড়তে পারে ॥ ৪ জন রাষ্ট্রদূতসহ ৮ জন কূটনীতিক বরখাস্ত'। এই রিপোর্টে বলা হয় :

> *বৈদেশিক সার্ভিসের চাকুরী থেকে আটজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে চারজন রাষ্ট্রদূত ও একজন মিনিস্টার (কূটনীতিক) রয়েছেন। পররাষ্ট্র অফিস সূত্রে বলা হয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ আটজন কর্মচারীর বরখাস্তের আদেশ গতকাল সোমবার স্বাক্ষর করেন। মুক্তি সংগ্রাম চলাকালে বাংলাদেশের প্রতি তাদের বিরুদ্ধ মনোভাবের বিষয় বিবেচনা করেই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।*[৮১]

দালাল সরকারী কর্মচারী চিহ্নিতকরণের অংশ হিসেবে স্ক্রীনিং বোর্ড গঠন করা হয়। এ সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১৫ জুনের খবরের কাগজে। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবরটি দৈনিক বাংলাতেও প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : 'দুর্নীতিবাজ দালাল ও পাকিস্তানীমনা সরকারী কর্মচারীদের বাছাই করার জন্য দুটি স্ক্রীনিং বোর্ড গঠন ॥ প্রশাসনযন্ত্র আবর্জনামুক্ত করা হবে'। এই রিপোর্টে বলা হয় :

> *প্রেসিডেন্ট গত সোমবার সরকারী কর্মচারীদের বাছাই করার জন্য দুটি বোর্ড নিয়োগ করে এটি আদেশ জারী করেছেন। প্রশাসনযন্ত্রকে দুর্নীতিবাজ অফিসার, সামরিক শাসনামলের দালাল এবং পাকিস্তান আদর্শের প্রতি অনুরক্ত অফিসার কবলমুক্ত করার জন্যই এই বাছাই বোর্ড নিয়োগ করা হয়েছে। ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকার (স্ক্রীনিং) আদেশ নামে অভিহিত আদেশটি সমগ্র বাংলাদেশে সাথে সাথেই বলবৎ হয়েছে।*[৮২]

এই স্ক্রীনিং বোর্ড গঠন সংক্রান্ত প্রেসিডেন্টের আদেশে কিছু সংশোধনী এনে পরে আরো একটি আদেশ জারি করা হয়। ১৯৭২ সালের ৯ আগস্ট এ সংক্রান্ত একটি খবর প্রকাশিত হয় খবরের কাগজে। বার্তা সংস্থা এনা পরিবেশিত এই খবরটি সংবাদ-এ ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায়। শিরোনামটি ছিল : 'দালাল দুর্নীতিবাজ স্ক্রীনিং করার আইন আদেশ জারি'। এই রিপোর্টে বলা হয় :

> *বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট আজ ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ চাকরি স্ক্রীনিং আদেশ সংশোধন করে এক আদেশ জারি করেছেন। প্রশাসন, বিভাগ, কর্পোরেশনসমূহ, জাতীয়করণকৃত প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় প্রশাসন এবং সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহ থেকে দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি, দালাল ও পাকিস্তানী আদর্শে বিশ্বাসী লোকদের বহিষ্কার এবং এসব সংস্থাকে জাতীয় পুনর্গঠনে কার্যক্ষম করে তোলার উদ্দেশ্যে এ সংশোধনী আদেশ জারি করা হয়েছে।*[৮৩]

শুধু দালাল সরকারী কর্মচারী নয়, দালাল ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে খবর প্রকাশিত হয়। ১৯৭২ সালের ১২ জুলাই এ সংক্রান্ত একটি খবর প্রকাশিত হয় দৈনিক বাংলায়। চট্টগ্রাম থেকে বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'সরকার তাদের বৈদেশিক বাণিজ্য লাইসেন্স ও সুযোগ-সুবিধা বাতিল করবেন : দালাল ব্যবসায়ীদের উৎখাত করা হবে'। এই রিপোর্টে বলা হয় :

> *বঙ্গবন্ধুর অসহযোগের ডাকে সাড়া না দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যারা ব্যবসায়িক তৎপরতা অব্যাহত রেখেছিলেন, সেইসব দালাল ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিচ্ছেন। গণপূর্ত ও নগর উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী জনাব মতিউর রহমান একথা ঘোষণা করেন।*[৮৪]

দালালদের বিচারের জন্য গঠন করা হয় বিশেষ ট্রাইব্যুনাল। ট্রাইব্যুনাল গঠনের আগেই এ ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে আভাস দেয়া হয়। ১৯৭২ সালের ২৩ জানুয়ারি সে সময়ের কৃষিমন্ত্রী শেখ আবদুল আজিজের এক বক্তৃতা থেকে এর প্রমাণ মিলে। দৈনিক বাংলায় ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি কৃষিমন্ত্রী শেখ আবদুল আজিজের বক্তব্যভিত্তিক খবরটি প্রকাশিত হয়। খুলনা থেকে বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় ৬ কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'প্রয়োজনীয় আইন তৈরী করা হচ্ছে ॥ ন্যায্য বিচার ছাড়া কাউকে শাস্তি দেয়া হবে না : বিশেষ ট্রাইব্যুনালে দালালদের বিচার'। রিপোর্টে বলা হয়:

> *কৃষিমন্ত্রী শেখ আবদুল আজিজ আজ এখানে ঘোষণা করেন যে, দালালদের বিচার করার জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হবে। স্থানীয় সার্কিট হাউস ময়দানে এক বিরাট জনসমাবেশে ভাষণদান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইন তৈরী করা হচ্ছে।*[৮৫]

এর পরদিনই দালালদের বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের একট আদেশ জারির খবর প্রকাশিত হয় খবরের কাগজে। খবরটি পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা বিএসএস। দৈনিক বাংলায় ১৯৭২ সালের ২৫ জানুয়ারি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় এই খবরটি। শিরোনাম ছিল : 'দালালদের বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন'। এই খবরে বলা হয় :

> *রাষ্ট্রপতি দেশে গণহত্যায় লিপ্ত দখলদার পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনীর সহযোগী দালালদের দ্রুত বিচার করার উদ্দেশ্যে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের জন্য গত রাতে একটি আদেশ জারি করেছেন। এ আদেশ বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ ১৯৭২ নামে অভিহিত হবে এবং অবিলম্বে কার্যকরী হবে।*[৮৬]

Dhaka University Institutional Repository

বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এ খবর সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের নির্দেশ : দালালদের বিচারের ব্যবস্থা'।[৪৭] দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'দালালদের বিচার : বিশেষ টাইব্যুনাল গঠন'।[৪৮] বাংলাদেশ অবজারভারে প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Tribunals to try collaborators set up'.[৪৯]

প্রেসিডেন্টের এই আদেশ জারির ধারাবাহিকতায় ১৯৭২ সালের ২৯ মার্চ একটি খবর প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রগুলোতে। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবরে দালালদের বিচারের জন্য সারাদেশে ৭৩টি ট্রাইব্যুনাল গঠনের কথা বলা হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : 'দালালদের বিচরের জন্য ৭৩টি ট্রাইব্যুনাল গঠন'। এই রিপোর্টে বলা হয় :

> *বাংলাদেশে ব্যাপক গণহত্যা চালানোর কাজে পাক সেনাদের যেসব দালালরা সহযোগী ছিল তাদের ত্বরিত ও সুষ্ঠুভাবে বিচারকার্য সম্পন্ন করবার জন্য বাংলাদেশ সরকার সমস্ত দেশব্যাপী ৭৩টি বিশেষ টাইব্যুনাল গঠন করবে। আইন মন্ত্রণালয়ের খবর অনুযায়ী দালাল আইনের আওতাধীনে এসব ট্রাইব্যুনাল সমস্ত জেলাব্যাপী গঠন করা হবে।*[৫০]

বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবর দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারেও প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে দৈনিক ইত্তেফাকের শিরোনাম ছিল: 'দালালদের বিচারের জন্য ৭৩টি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল'।[৫১] দৈনিক বাংলার শিরোনাম ছিল: 'দালালদের বিচার : ৭৩টি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন'।[৫২] বাংলাদেশ অবজারভারের শিরোনাম ছিল: 73 Tribunals setup to try collaborator's.[৫৩]

দালালদের বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের পর পলাতক দালালদের নির্দিষ্ট দিনে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। একই সঙ্গে এইসব দালাদের সম্পত্তি আটকের ঘটনাও ঘটে। ১৯৭২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকে সরকারী হ্যান্ডআউটের বরাত দিয়ে এ ধরনের একটি খবর প্রকাশিত হয়। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'নূরুল আমীন, হামিদুল হক, সবুর খান, মাহবুদ আলী, খাজা খায়ের, কাজী কাদের, গোলাম আজম গং এর সম্পত্তি আটক'। এই রিপোর্টে বলা হয় :

> *নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যাহারা বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সনের ৮ নং আদেশ) মোতাবেক তদন্তের জন্য হাজিরা দান পরিহারের উদ্দেশ্যে পলাতক রহিয়াছে তাহাদের এই আদেশের ১৭(১) ধারা বলে ১৯৭২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি বেলা ৩টা বা উহার পূর্বে তাহাদের নিজ নিজ মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটদের সামনে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এইসব লোকের নিজ নামে অথবা বেনামীতে যে সব স্থাবর সম্পত্তি রহিয়াছে সেগুলোও উল্লিখিত আদেশের ১৭(১) ধারা বলে আটক করা হইয়াছে।*[৫৪]

পলাতক দালালদের আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ ও সম্পত্তি আটক সংক্রান্ত আরও একটি খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১৮ফেব্রুয়ারি। দৈনিক বাংলায় প্রকশিত উল্লিখিত খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকশিত হয়। এতে কোনো সূত্রের উল্লেখ ছিল না। শিরোনাম ছিল : 'মওলানা রহিম, শামসুল হুদা, মতিন, জুলমত আলী প্রমুখ ফেরারদের প্রতি হাজিরের নির্দেশ ঃ ৫৪ জন দালালের সম্পত্তি ক্রোক'। রিপোর্টে বলা হয়:

> *বাংলাদেশ সরকার ৫৪ ব্যক্তির নামে বা বেনামী রাখা স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করেছেন। সরকার এদের সবাইকে ২৯ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৩টার মধ্যে নিজ নিজ এলাকার মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির হতে নির্দেশ দিয়েছেন। আনীত অভিযোগের তদন্ত এড়ানোর উদ্দেশ্যে এরা এখন সবাই পলাতক। বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের ১৭(১) ধারা বলে এই নির্দেশ জারী ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।*[৫৫]

দালালদের গ্রেফতার কার্যক্রমের পাশাপাশি চলতে থাকে বিচার শুরুর প্রক্রিয়া। ১৯৭২ সালের এপ্রিলের মধ্যে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের জন্য সরকারী কৌসুলি নিয়োগও সম্পন্ন হয়। এ সংক্রান্ত এক খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ২৪ এপ্রিল। বার্তা সংস্থা এনা পরিবেশিত এই খবরটি সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'শীঘ্রই বিচারকার্য শুরু হবে ॥ দালাল বিচারের ৩ শত মামলা তৈরী হয়েছে'। এই খবরে বলা হয় :

> *বাংলাদেশের দালাল বিচার বিশেষ ট্রাইব্যুনাল আদেশ ১৯৭২ এর অধীনে শীঘ্রই দালালদের বিচারকার্য শুরু হবে বলে জানা গেছে। দেশব্যাপী তদন্ত ও পরীক্ষার পর এ পর্যন্ত প্রায় ৩০০টি মামলা তৈরী করে আদালত সমীপে পেশ করা হয়েছে। ১৯৭২ সালের বিশেষ ট্রাইব্যুনাল আদেশের অধীনে দালাল বিচারের জন্য সরকার ইতিমধ্যে ৮৯ জন বিশেষ সরকারী কৌসুলি নিয়োগ করেছেন।*[৫৬]

১৯৭২ সালের মাঝামাঝি সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় এক হাজারেরও বেশি দাললের বিরুদ্ধে চার্জশীট তৈরি হয়েছে। সে সময়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মান্নানের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা বিএসএস এ খবর পরিবেশন করে। সংবাদ-এ ১৯৭২ সালের ৭ জুন বিএসএস পরিবেশিত উল্লিখিত খবর প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'সহস্রাধিক দালালের বিরুদ্ধে চার্জশীট তৈরী'। এই খবরে বলা হয় :

> *বাংলাদেশে দখলদার পাকবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞে সহযোগিতা করার অপরাধে বাংলাদেশ সরকার গ্রেফতারকৃত দালালদের মধ্যে ১ হাজারেরও বেশী দালালের বিরুদ্ধে তাদের রাষ্ট্রদ্রোহীতামূলক কার্যকলাপের অভিযোগনামা তৈরীর কাজ শেষ করেছেন বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুল মান্নান আজ এখানে জানান। তিনি বলেন, কোন কোন জায়গায় ধৃত দালালদের বিচারকার্য শুরু হয়ে গেছে। অচিরেই বাকী দালালদের বিচার শুরু হবে।*[৫৭]

Dhaka University Institutional Repository

দালাল-বিচারের প্রথম রায়ের খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১১ জুন। কুষ্টিয়ার বিশেষ ট্রাইব্যুনালের রায় ছিল এটি। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত উল্লিখিত খবর দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'কুষ্টিয়ায় বিশেষ টাইব্যুনালের রায় : দালালির দায়ে মৃত্যুদন্ড'। এই খবরে বলা হয় :

কুষ্টিয়ার দায়রা জজ ও বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সদস্য শ্রী আর কে বিশ্বাস গত বৃহস্পতিবার রাজাকার চিকন আলীকে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদন্ড প্রদান করেছেন। বাংলাদেশ দন্ডবিধির ৩০২ ধারা এবং ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের ১১(ক) ধারা বলে চিকন আলীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। দালাল আদেশের অধীনে এই প্রথম একজনকে দন্ড প্রদান করা হলো।[৫৮]

বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবর দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনামটি ছিল : 'দালাল আদেশ বলে কুষ্টিয়ায় একজন রাজাকারের মৃত্যুদন্ড'।[৫৯] সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয় এবং শিরোনাম ছিল : 'কুষ্টিয়ায় একজন রাজাকারের মৃত্যুদন্ড'।[৬০] বাংলাদেশ অবজারভারে প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম রিভার্স শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'Collaborators' tried a Razakar sentenced to death.[৬১]

তিন সপ্তাহের মধ্যে একই আদালতে দালাল-বিচারের আরেকটি রায় ঘোষিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস এই রায়ের খবর পরিবেশন করে। সংবাদ-এ ১৯৭২ সালের ১ জুলাই উল্লিখিত খবর প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম রিভার্স শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : '৫ জন দালালের যাবজ্জীবন কারাদন্ড'। এই খবরে বলা হয় :

কুষ্টিয়া দায়রা জজ এবং বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সদস্য বিচারপতি শ্রী আর কে বিশ্বাস বাংলাদেশ দালাল আইনের ১১ নম্বর আর্টিকেল অনুযায়ী আকাসুদ্দিন এবং অন্য ৪ জন দালালকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করেন। বাংলাদেশ ফৌজদারী দন্ডবিধির ৩৯৬ এবং অন্যান্য ধারায় তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি।[৬২]

১৯৭২ সালের মাঝামাঝি সময় খবরের কাগজে প্রকাশিত হয় যে, আইনের ফাঁক ফোকর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে দালালরা। দৈনিক বাংলা ১৯৭২ সালের ২১ জুলাই এ ধরনের একটি খবর প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে। খবরটি ছিল দৈনিক বাংলার নিজস্ব স্পেশাল আইটেম। পরিবেশন করেন স্টাফ রিপোর্টার। শিরোনাম ছিল : 'পুলিশ রিপোর্টের ফাঁক দিয়ে দালালরা বেরিয়ে আসছে'। এই খবরে বলা হয় :

দালালরা রেহাই পাচ্ছে কিভাবে? পুলিশের কেউ কেউ নাকি সহানুভূতিশীল দালালদের প্রতি। তাই কোন কোন জায়গায় দালালীর অভিযোগে আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা সাজাতে বড্ডো গড়িমসি করছে পুলিশের কিছু লোক। আবার মামলা সাজাতে গিয়ে রেখে দিচ্ছে আইনের মারপ্যাঁচ। আর আইনের সে ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছে দালালরা।[৬৩]

দালাল আইনের নানা অসঙ্গতি তুলে ধরে আরও একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। এটিও দৈনিক বাংলার নিজস্ব আইটেম ছিল। পরিবেশন করেন স্টাফ রিপোর্টার। ১৯৭২ সালের ২৩ জুলাই প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'দালাল আইনের সংশোধন প্রয়োজন : শত বছরের পুরনো 'এভিডেন্স এ্যাক্ট' এক্ষেত্রে অপরাধ প্রমাণের বড় বাধা'। রিপোর্টে বলা হয় :

দেশ স্বাধীন হবার পর দালাল বলে যাদের আটক করা হয়েছে তাদের শতকরা ৭৫ জনেরই মুক্তি পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। এর কারণ এই বিপুলসংখ্যক ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ এদের বিরুদ্ধে দালালীর সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনতে না পারলে প্রচলিত আইনে এদের আটক হবে অবৈধ। তখন এদের মুক্তি দেয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকবে না আদালতের।[৬৪]

দৈনিক বাংলার উল্লিখিত রিপোর্ট প্রকাশের পর দালাল আইন সংশোধনের বিষয়টি সরকারের কাছে গুরুত্ব লাভ করে। এর নজীর দেখা যায় ১৯৭২ সালের ৫ আগস্ট প্রকাশিত এক খবরে। খবর থেকে জানা যায় যে, মন্ত্রী পরিষদের এক সভায় দালাল আইন সংশোধনের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। বার্তা সংস্থা এনা খবরটি পরিবেশন করে। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'মন্ত্রিসভার সাব-কমিটির বৈঠক : দালালদের মৃত্যুদন্ডের বিষয় আলোচনা'। এই খবরে বলা হয় :

গতকাল শুক্রবার রাতে মন্ত্রিসভা সাবকমিটির এক বৈঠকে অপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তিদানের বিধান রাখার জন্য দালাল আইনের সম্ভাব্য সংশোধনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী সৈয়দ নজরুল ইসলাম এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। ওয়াকিবহাল মহল এনাকে জানান যে, দালালীর দায়ে মারাত্মক অপরাধীদের মৃত্যুদন্ড দানের বিধান রাখার সিদ্ধান্তও মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত হতে পারে।[৬৫]

দালাল আইন সংশোধন সংক্রান্ত এই খবরের ধারাবাহিকতা পাওয়া যায় বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এক রিপোর্টে। বিএসএস পরিবেশিত এই রিপোর্টটি ১৯৭২ সালের ৮ আগস্ট প্রকাশিত হয় দৈনিক বাংলার প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : 'শীঘ্রই দালাল আইনের সংশোধন হবে : কমপক্ষে ৫ বছর কারাদন্ড'। এই রিপোর্টে বলা হয় :

সরকার সম্ভত খুব শীঘ্রই দালাল আইন সংশোধন করবেন। এতে দালালীর দায়ে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের কমপক্ষে পাঁচ বছরের কারাদন্ড দানের বিধান থাকবে।[৬৬]

Dhaka University Institutional Repository

একই দিন অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ৮ আগস্ট দৈনিক ইত্তেফাকেও দালাল আইন সংশোধন সংক্রান্ত একটি খবর প্রকাশিত হয়। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয় খবরটি। এটি ছিল দৈনিক ইত্তেফাকের নিজস্ব আইটেম যার সূত্র হিসেবে ইত্তেফাক রিপোর্ট উল্লেখ করা হয়। খবরের শিরোনামটি ছিল 'দালাল আদেশে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা দশ বৎসর পর্যন্ত নির্বাচনে অংশ নিতে পারিবে না।' এই খবরে বলা হয় :

> *দালাল আদেশে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা সাজা ভোগ করিয়া মুক্তিলাভের পর ১০ বৎসর পর্যন্ত দেশের আইন পরিষদে কিংবা প্রতিনিধিত্বমূলক কোন সংস্থার সদস্য পদের জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবে না। জানা গিয়াছে যে, দেশের ভবিষ্যত শাসনতন্ত্রে এই মর্মে একটি বিধান সংযোজন করা হইয়াছে। ওয়াকিফহাল মহলের মতে দালাল আদেশ সংশোধনের পরিপ্রেক্ষিতে এই মেয়াদ আরও বৃদ্ধি করার সম্ভাবনা রহিয়াছে।*[৬৭]

দালাল আইন সংশোধনের সম্ভাবনার ব্যাপারে খবরের কাগজে বিভিন্ন রিপোর্ট প্রকাশের এক পর্যায়ে দালালদের বিচার স্থগিত ঘোষণা করে সরকার। বার্তা সংস্থা বিপিআই এ সংক্রান্ত খবর পরিবেশন করে। ১৯৭২ সালের ১০ আগস্ট দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে দালালদের বিচার স্থগিতকরণ সংক্রান্ত এই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এর শিরোনাম ছিল : 'দালালদের বিচার স্থগিত'। এতে বলা হয় :

> *সংশোধিত দালাল আইন ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত দালালদের বিচার স্থগিত করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন আদালতে দালালদের বিরুদ্ধে বিচার স্থগিত রয়েছে। সরকার বর্তমানে দালাল আইনের সংশোধনের কথা বিবেচনা করছেন।*[৬৮]

সংশোধিত দালাল আইন তৈরি না হওয়া পর্যন্ত দালালদের বিচার স্থগিত হওয়া সংক্রান্ত খবরের ধারাবাহিকতা খুঁজে পাওয়া যায় বার্তা সংস্থা বিপিআই-এর আরেক খবরে। বিপিআই পরিবেশিত উল্লিখিত খবর দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ২৭ আগস্ট। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় খবরটি। শিরোনাম ছিল: 'দালাল আইনের সংশোধন সমাপ্ত'। এই খবরে বলা হয় :

> *দালাল আইনের সংশোধনীর খসড়া প্রস্তুতের কাজ সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রকাশ। ম্যাজিস্ট্রেটগণ ছোট ছোট মামলার বিচার করিবেন এবং তাহারা দোষী ব্যক্তিকে তিন বৎসর সশ্রম কারাদন্ড হইতে মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত প্রদান করিতে পারিবেন।*[৬৯]

দালাল আইনের সংশোধনীর খসড়া প্রস্তুতের খবর প্রকাশের দু'দিন পরই দালাল আইন সংশোধন আদেশ জারীর খবর প্রকাশিত হয় খবরের কাগজে। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশন করে এই খবর। দৈনিক বাংলায় বিএসএস পরিবেশিত এই খবর ১৯৭২ সালের ৩০ আগস্ট প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল: 'দালাল আইন সংশোধন আদেশ জারী'। এই খবরে বলা হয় :

> *রাষ্ট্রপ্রধান বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, তৃতীয় সংশোধনী) আদেশ ১৯৭২ জারী করেছেন। এ আদেশে কোন ব্যক্তি বিচারে দালাল প্রমাণিত হলে তাকে পাঁচ বছর পর্যন্ত এবং কমপক্ষে তিন বছর কারাদন্ড প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।*[৭০]

পরবর্তীতে ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান বলবৎ হওয়ার পর ১৯৭৩ সালের ১৭ জুলাই গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ ও আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে অন্যান্য অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিদের আটক করে ফৌজদারীতে সোপর্দ করার এবং দন্ডদানের উদ্দেশ্যে জাতীয় সংসদে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) বিল পাস করা হয়। খবরটি ১৮ জুলাই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য সংসদে বিল পাশ'। এই খবরে লেখা হয়:

> *গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনাল) বিল পাস করা হয়। আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মিঃ মনোরঞ্জন ধর গতকাল সোমবার গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ ও আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে অন্যান্য অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিদের আটক, ফৌজদারীতে সোপর্দ ও দন্ডদানের উদ্দেশ্যে বিলটি উত্থাপন করেন।*[৭১]

দালালীর অভিযোগে যারা বিচারের সম্মুখীন হয়েছিলেন তাদের মধ্যে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের গবর্ণর ডাঃ এ এম মালিককে আদালতে হাজির করা এবং তার বিচারের রায় সংক্রান্ত খবর সংবাদপত্রে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে। ডাঃ এ এম মালিককে আদালতে হাজির করা সংক্রান্ত খবর ১৯৭২ সালের ৮ অক্টোবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবক'টি পত্রিকাই তাদের কোর্ট রিপোর্টার পরিবেশিত খবর প্রকাশ করে। পত্রিকাগুলোর মধ্যে এ বিষয়ের খবরকে সবচেয়ে বেশি স্থান দেয় দৈনিক বাংলা। প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। শিরোনাম ছিল : 'দালালীর দায়ে অভিযুক্ত সাবেক গবর্ণর টাইব্যুনালে হাজির : আদালত প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য ॥ ডাঃ মালিককে বিমর্ষ দেখাচ্ছিল'। খবরে বলা হয় :

> *গতকাল ঢাকায় এক নম্বর বিশেষ টাইব্যুনালে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের গবর্ণর ডাঃ এ এম মালিককে হাজির করা হয়। বিশেষ ট্রাইব্যুনালের জজ আব্দুল হান্নান চৌধুরী আসামীকে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু ও পাকিস্তান বাহিনীর সাথে দালালীর জন্য তাঁর বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করা হয়েছে, সে সম্পর্কে অবহিত করেন এবং তিনি শুনানির জন্য প্রস্তুত কিনা তা জানতে চান। সিনিয়র এডভোকেট খান বাহাদুর নাজিরউদ্দিন আহমদ ডাঃ মালিকের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন। আসামী আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য নিজেকে তৈরী করতে না পারায় জনাব নাজিরউদ্দিন মামলার শুনানী মুলতবি রাখার আবেদন জানান।*[৭২]

Cap-3-(2)

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদ-এ এই বিষয়ক খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। শিরোনাম ছিল : 'শুনানির তারিখ ধার্য হয়েছে ॥ জনাকীর্ণ আদালতে ডাঃ মালিক হাজির হয়েছিলেন'।[৭৩] দৈনিক ইত্তেফাকেও খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনামটি ছিল : 'কড়া পুলিশ প্রহরাধীনে ডাঃ মালিককে বিশেষ টাইব্যুনালে হাজির।[৭৪] বাংলাদেশ অবজারভার এই খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম রিভার্স শিরোনামে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'Collaborators' trial : Dr. Malik Produced before Tribunal'.[৭৫]

দালাল হিসেবে দোষী সাব্যস্ত করে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের গবর্ণর ডাঃ এ এম মালিককে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেয়া হয়। ১৯৭২ সালের ২১ নবেম্বরের এই খবর প্রকাশিত হয় খবরের কাগজে। ডাঃ মালিককে আদালতে প্রথম হাজির করার খবরের (৮ অক্টোবর ১৯৭২) চেয়েও বেশি গুরুত্ব লাভ করে এই খবর। তবে এক্ষেত্রেও খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে দৈনিক বাংলায়। দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে ব্যানার আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'বাংলাদেশে সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও দালালির দায়ে দোষী সাব্যস্ত ॥ মালিক যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত'। দৈনিক বাংলার কোর্ট রিপোর্টার পরিবেশিত এই রিপোর্টে বলা হয়:

> *দখলদার পাক বাহিনীর যোগসাজসকারী দালাল সাবেক গবর্ণর ডাঃ এ এম মালিককে আদালত যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করেছে। গতকাল সোমবার ঢাকার একে নম্বর বিশেষ ট্রাইব্যুনালের জজ জনাব আব্দুল হান্নান চৌধুরী ডাঃ মালিকের মামলার রায় ঘোষণা করেন।*[৭৬]

এই খবরটি বাংলাদেশ অবজারভার প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লীড আইটম হিসেবে প্রকাশ করে। কোর্ট রিপোর্টার পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল : 'Neck saved on ground of old age ॥ Life term for Malik'.[৭৭] দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম শিরোনামের নিচে রিপোর্টটি প্রকাশ করা হয়। কোর্ট রিপোর্টার পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, গণহত্যা ও নারী নির্যাতনে দখলদার বাহিনীর সহিত সহযোগিতার অপরাধ ॥ ডাঃ মালিকের যাবজ্জীবন কারাদন্ড'। এই রিপোর্টে বলা হয়:

> *গতকাল (সোমবার) ঢাকার এক নম্বর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর আমলে বাংলাদেশে জঙ্গী ইয়াহিয়া শাহীর সর্বশেষ গভর্ণর ডাঃ আবদুল মোতালিব মালিককে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, গণহত্যা, নারী নির্যাতন, গৃহদাহ, লুটতরাজ চালানো এবং বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম বানচাল করিয়া দেওয়ার ব্যাপারে দখলদার পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনীর সহিত সরাসরি সহযেগিতা করার দায়ে অভিযুক্ত এবং বাংলাদেশ দন্ডবিধির ১২১ ধারা মতে তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করিয়াছে।*[৭৮]

সংবাদ-এ এই খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকশিত হয়। সংবাদ-এ বার্তা সংস্থা এনা পরিবেশিত এই খবরের শিরোনাম ছিল : 'ডাঃ মালিকের যাবজ্জীবন কারাদন্ড'। খবরে বলা হয় :

> *দখলকৃত বাংলাদেশ ইয়াহিয়া খানের গভর্ণর ডাঃ আবদুল মুত্তালিব মালিককে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিচারপতি সেশন জজ জনাব আবদুল হান্নান চৌধুরী বাংলাদেশ দন্ডবিধির ১২১ ধারা মোতাবেক যাবজ্জীবন নির্বাসনের দন্ডাজ্ঞা দিয়েছেন। আজ বিকেল ৩টায় ট্রাইব্যুনাল যখন ফুলস্কেপ আকারের দীর্ঘ ২৭ পৃষ্ঠাব্যাপী রায় পাঠ করছিলেন তখন আদালত কক্ষে তিল ধারণের স্থান ছিল না। আসামী মুখে কষ্ট করে হাসি বজায় রাখার চেষ্টা করলেও তার চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ট্রাইব্যুনাল আসামীকে তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত সবক'টি অভিযোগের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেন।*[৭৯]

দালাল হিসেবে ডাঃ মালিকের বিচার সম্পন্ন হওয়ার আগে থেকেই দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের দাবী ওঠে। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে সর্ব প্রথম এই দাবী তুলেন মওলানা ভাসানী। টাঙ্গাইলে এক জনসভায় ভাষণদানকালে তিনি এই দাবী জানান। খবরটি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১৮ নভেম্বরের পত্রিকায়। টাঙ্গাইল থেকে বার্তা সংস্থা এনা পরিবেশন করে এই খবর। সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় খবরটি। শিরোনাম ছিল : 'দালাল অর্ডিন্যান্স তুলে দেবার দাবী ॥ দালালদের পক্ষে ভাসানী'। এই খবরে বলা হয়:

> *মওলানা ভাসানী অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করা এবং দালাল অর্ডিন্যান্স তুলে নেবার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন যে, তবে যারা গণহত্যা, ধর্ষণ ও লুণ্ঠনের জন্য দায়ী দেশের ফৌজদারী আইন মোতাবেক তাদের দন্ড দিতে হবে। স্থানীয় পুলিশ প্যারেড ময়দানে তিনি আজ অপরাহ্নে এক জনসভায় বক্তৃতা করছিলেন।*[৮০]

দালালদের প্রতি সরকারের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার সম্ভাবনার কথা জানিয়ে দৈনিক ইত্তেফাক একটি খবর প্রকাশ করে। ১৯৭২ সালের ১১ ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেফাক নিজস্ব আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশ করে। সূত্র হিসেবে ইত্তেফাক রিপোর্ট উল্লেখ করা হয়। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় খবরটি। শিরোনাম ছিল: 'সাধারণ ক্ষমতার সম্ভাবনা'। এতে বলা হয়:

> *'বিজয় দিবস' উপলক্ষে আগামী ১৬ই ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু সরকার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে। প্রকাশ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যাহারা দখলদার বাহিনীর সহিত সক্রিয় সহযোগিতা করিয়াছিলেন এবং হত্যা, লুণ্ঠন ও নারী নির্যাতনে অংশ লইয়াছিলেন এবং যাহাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রহিয়াছে, তাহারা ব্যতীত লঘু অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত সকলের প্রতি সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের বিষয়টি বঙ্গবন্ধু সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রহিয়াছে।*[৮১]

দৈনিক ইত্তেফাকে উপরোক্ত খবর প্রকাশের পর পরই দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়নি। উপরোক্ত খবরের ধারাবাহিকতায় পরের বছর ১৯৭৩ সালের ২৩ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাক আরও একটি খবর প্রকাশ করে। এই খবরে দৈনিক ইত্তেফাক দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার জন্য সরাসরি সরকারের প্রতি সুপারিশ করে। এই রিপোর্টে কেন দালালদের

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমা প্রদর্শন করা উচিত তাও ব্যাখ্যা করে দৈনিক ইত্তেফাক। নিজস্ব আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশিত হয়। সূত্র হিসেবে ইত্তেফাক রিপোর্ট উল্লেখ করা হয়। প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের বিষয় বিবেচনা করা হউক'। এতে বলা হয় :

> *যাহাদের বিরুদ্ধে হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ইত্যাদি প্রত্যক্ষ অভিযোগ রহিয়াছে ও যাহারা স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ করিয়া জয়ী হইয়াছিল ও তথাকথিত মন্ত্রীসভায় যোগদান করিয়াছিল বা যাহাদের বিরুদ্ধে সরাসরি স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাক সামরিক জান্তার সহিত সহযোগিতার অভিযোগ রহিয়াছে এসব ব্যক্তি ছাড়া অন্যান্য ব্যক্তি ও 'Tactical offence' এ যাহারা আটক রহিয়াছে তাহাদের জন্য সরকারের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা প্রয়োজন।*[৮২]

দৈনিক ইত্তেফাকে উপরোক্ত খবর প্রকাশের প্রায় দুই মাস পর সরকার কয়েক শ্রেণীর দালালের প্রতি ক্ষমা ঘোষণাকরে। ১৯৭৩ সালের ১৭ মে এ সংক্রান্ত খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবক'টি পত্রিকায় গুরুত্বের সঙ্গে এই খবর প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস ও এনা খবরটি পরিবেশন করে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলির মধ্যে দৈনিক ইত্তেফাক খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে ব্যানার ও বক্স আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকে। শিরোনাম ছিল : 'দালাল আইনে সাজাপ্রাপ্ত ও অভিযুক্ত কয়েক শ্রেণীর প্রতি বঙ্গবন্ধু সরকারের অনুকম্পা'। খবরে বলা হয় :

> *বাংলাদেশ সরকার আজ ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ দালাল আইন (বিশেষ টাইব্যুনাল) বলে অভিযুক্ত এবং সাজাপ্রাপ্ত কতিপয় ক্যাটাগরির লোককে ক্ষমা প্রদর্শনের কথা ঘোষণা করেছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারের এক বিবৃতিতে আরো উল্লেখ করা হয় যে কতিপয় সাজাপ্রাপ্ত বা অভিযুক্ত বা কতিপয় অপরাধে ধৃত ব্যক্তিদের বেলায় এই ক্ষমা প্রদর্শন প্রযোজ্য হবে না।*[৮৩]

খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'দালাল আইনে সাজাপ্রাপ্ত বা অভিযুক্ত কয়েক শ্রেণীর লোকের প্রতি সরকারের ক্ষমা প্রদর্শন : মুচলেকা দিতে হবে'।[৮৪] সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয় খবরটি। শিরোনাম ছিল : 'দালালদের প্রতি শর্তাধীন অনুকম্পা'।[৮৫] বাংলাদেশ অবজারভারেও খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'Certain categories excluded ॥ Clemency for collaborations'.[৮৬]

কয়েক শ্রেণীর দালালের প্রতি শর্তাধীন ক্ষমা ঘোষণায় সাধারণ মানুষে প্রতিক্রিয়া নিয়েও খবর প্রকাশিত হয় একই দিন অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের ১৭ মে তারিখে। বার্তা সংস্থা বিপিআই খবরটি পরিবেশন করে। দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় এই খবর। শিরোনাম ছিল : 'ক্ষমা ঘোষণা অভিনন্দিত'। এই খবরে বলা হয় :

> *১৯৭২ সালের বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ টাইব্যুনাল) আদেশ অনুযায়ী সাজাপ্রাপ্ত অথবা বিচারাধীন কয়েক শ্রেণীর লোকের প্রতি সরকার যে ক্ষমা ঘোষণা করেছেন ঢাকার সর্বশ্রেণীর জনগণ তাকে অভিনন্দিত করেছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র বিপিআইকে জানান যে দালাল আদেশে সাজাপ্রাপ্ত অথবা বিচারাধীন প্রায় বিশ হাজার লোক ছাড়া পেতে পারে।*[৮৭]

কয়েক শ্রেণীর দালালের প্রতি শর্তাধীন ক্ষমা ঘোষণার প্রায় সাত মাস পর সরকার দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে। এই খবর ১৯৭৩ সালের ১ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে ফলাও করে প্রকাশ করা হয়। খবরটি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভার। উভয় পত্রিকাই খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে ব্যানার আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। দুই পত্রিকাই নিজস্ব আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশ করে। অর্থাৎ দৈনিক ইত্তেফাক প্রকাশ করে 'ইত্তেফাক রিপোর্ট' হিসেবে এবং বাংলাদেশ অবজারভারে স্টাফ করসপনডেন্ট পরিবেশন করে খবরটি। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা'। এতে বলা হয় :

> *সরকার দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করিয়াছেন। এই ঘোষণা অনুযায়ী যে সকল ব্যক্তি ধর্ষণ, খুন, অগ্নিসংযোগ অথবা পরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞের দায়ে অভিযুক্ত অথবা দণ্ডপ্রাপ্ত তাহারা ছাড়া বাংলাদেশ দালাল আইন (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) '৭২ বলে অভিযুক্ত অথবা সাজাপ্রাপ্ত সকলকে অনতিবিলম্বে মুক্তিদান করা হইবে।*[৮৮]

বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত খবরটির শিরোনাম ছিল: 'Over 30,000 will be freed by Dec. 15 ॥ Clemency granted : Murder, Arson, Rape cases not included'.[৮৯] দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। প্রেসনোটের বরাত দিয়ে পরিবেশিত খবরটির শিরোনাম ছিল : 'দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগের জন্য ক্ষমাপ্রাপ্তদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর আহ্বান : ধর্ষণ ও হত্যাকারীদের ক্ষমা নেই ॥ দালাল আইনে আটক ও সাজাপ্রাপ্তদের প্রতি সাধারণ ক্ষমতা ঘোষণা'।[৯০] সংবাদ-এ খবরটি তিন কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা এনা পরিবেশিত এই খবরটির শিরোনাম ছিল : 'নরহত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগের অপরাধ ব্যতিক্রম ॥ দালাল আইনে আটকদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা'।[৯১]

ড. গোলাম রহমান ২০০৮ সালের ২৭ জানুয়ারি দৈনিক প্রথম আলোতে 'গণহত্যা : যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবির যৌক্তিকতা' শীর্ষক এক নিবন্ধে লিখেছেন : 'সাধারণ ক্ষমার অজুহাতে সাধারণ ক্ষমার শর্তগুলোকে উপেক্ষা করে, এর অপপ্রয়োগ করে

Dhaka University Institutional Repository

অনেক বড় বড় দালাল, রাজাকার, যুদ্ধাপরাধীকে অভিযোগ থেকে রেহাই দিয়ে তাদের পুনর্বাসিত হওয়ার সুযোগ দেয়া হয়। যদিও এ ক্ষমার আওতায় কোনো যুদ্ধাপরাধী, ঘাতক বা দালালের মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল না। অথচ প্রায় সবাই এর বদৌলতে ছাড়া পেয়ে যায়। এটাও আলোচ্য যে একাত্তরের ঘাতক-দালারদের রক্ষা ও পুনর্বাসনের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। তা দ্বিগুণ বেগ অর্জন করে পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর।'

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ৩১ ডিসেম্বর তারিখে 'বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ ১৯৭২' বাতিল করা হয় এবং 'বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) বাতিল অর্ডিন্যান্স ১৯৭৫' জারি করা হয়। এই অর্ডিন্যান্স জারির ফলে যুদ্ধাপরাধী, ঘাতক ও দালালদের বিচার প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। এই অর্ডিন্যান্স জারির খবর ১৯৭৬ সালের ১ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত খবরটির শিরোনাম ছিল : 'দালাল আইন বাতিল'। এই খবরে লেখা হয় :

> *প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম গতকাল (বুধবার) এক অর্ডিন্যান্স জারি করিয়া ১৯৭২ সালের দালাল আদেশ (১৯৭২ সালের প্রেসিডেন্টের ৮ নং আদেশ) বাতিল করিয়াছেন। বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) বাতিল অর্ডিন্যান্স ১৯৭৫ নামে অভিহিত এই অর্ডিন্যান্স মোতাবেক দালাল আদেশ বলে কোন ট্রাইব্যুনাল, ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালতে বিচারাধীন সকল মামলা প্রত্যাহার করা হইবে।*[১২]

সম্পাদকীয় :

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি খবরের কাগজেই দালাল বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। দালালদের বিচারের জন্য ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি বিশেষ টাইব্যুনাল গঠনের ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের একটি আদেশ জারি করা হয়। পরে সারাদেশে ৭৩টি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের আদেশ জারির পর দৈনিক ইত্তেফাক এ প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। ১৯৭২ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয় এই সম্পাদকীয়। শিরোনাম ছিল : 'ন্যায় বিচারের নিশ্চয়তা'। এই সম্পাদকীয়তে আরো বলা হয় :

> *ন্যায় বিচারের নিশ্চয়তা বিধানের নিমিত্তেই সরকার দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ জারি করিয়াছেন। সে আদেশ আইনের নিজস্ব ধারাতেই কার্যকর হইয়া চলিবে। কেহ যদি এই আইনকে নিজস্ব স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করেন তবে তিনি যে মত, পথ বা যে পদেরই লোক হউন না কেন, আইনের চোখে অপরাধী সাব্যস্ত হইবেন এবং আইন তাঁহাকেও ছাড়িয়া কথা বলিবে না। এই দালাল আদেশ কার্যকর করার দায়িত্বে যাহারা রহিয়াছেন, তাঁহাদের নিরপেক্ষতা, দক্ষতা ও ন্যায় বিচার ক্ষমতার প্রতি দেশবাসীর পূর্ণআস্থা যাহাতে থাকে সেদিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।* [১৩]

দালাল গ্রেফতার ও বিচার প্রক্রিয়া চলতে থাকলেও ১৯৭২ সালের প্রথম দিকে দেশের কোনো কোনো এলাকায় দালালরা তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছিল। এমন খবর প্রকাশিত হয় পত্রিকায় (দৈনিক বাংলা, ৮ জানুয়ারি ১৯৭২)। এ ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ১৯৭২ সালের ২৩ এপ্রিল দৈনিক বাংলায় একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। 'দালালদের অবাধ বিচরণ' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> *বাংলাদেশের মাটিতে পাক দালালরা এখনো দলে দলে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে দেশের সবজায়গা থেকেই অভিযোগ আসছে। এদের কেন ধরা হচ্ছে না, এ এক সাধারণ প্রশ্ন। অভিযোগ উঠেছে ক্ষমতাশালী লোকেরা নাকি দালালদের সামাজিক আশ্রয় দিচ্ছে। এই যদি অবস্থা হয় তবে দালাল বিচার নিয়ে লোকের মনে প্রশ্ন দেখা দেয়া বিচিত্র কিছু নয়।* [১৪]

মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করার অভিযোগে চারজন রাষ্ট্রদূত সহ আটজন উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হয়। ১৯৭২ সালের ৬ জুন এই খবর প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। ১৯৭২ সালের ৭ জুন এ বিষয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। 'সঠিক পদক্ষেপ' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> *স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বাংলাদেশ সম্পর্কে বৈরী মনোভাব গ্রহণ করার দায়ে আটজন উচ্চপদস্থ কূটনৈতিক কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান যে দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছন তা তাৎপর্যপূর্ণ। এতে প্রমাণ হয়েছে প্রশাসনিক কাঠামোকে পরিচ্ছন্ন করে তোলার আবশ্যকতা সম্পর্কে সরকার সচেতন।* [১৫]

দালাল সরকারী কর্মচারী চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে সরকার স্ক্রীনিং বোর্ড গঠন করে। ১৯৭২ সালের ১৫ জুন খবরের কাগজে এ সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হয়। পরের দিন ১৯৭২ সালের ১৬ জুন দৈনিক বাংলায় এ প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। 'আগাছা সাফ করার উদ্যোগ' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> *প্রশাসনযন্ত্রকে পরিষ্কার করার জন্য যে ধরনের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন, প্রেসিডেন্টের আদেশে তার সবই রয়েছে। বোর্ডকে দেয়া ক্ষমতাগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট। যেসব কর্মচারী জঙ্গীশাহীর বর্বরতাকে সমর্থন যুগিয়েছিল দখলদারদের সহযোগিতা দিয়েছিল এবং পাকিস্তানী গোঁড়ামী দ্বারা যারা আচ্ছন্ন তারা আর কোনো ছত্রচ্ছায়ায় থাকার সুযোগ পাবে না। তাদের কার্যকলাপ যাচাই করে উপযুক্ত শাস্তির বিধান করা সম্ভব হবে।* [১৬]

সংবাদও ১৯৭২ সালের ১৭ জুন এই বিষয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। 'প্রশাসন যন্ত্রকে জঞ্জালমুক্ত করার উদ্যোগ' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> *প্রশাসনযন্ত্রকে দক্ষ ও কলুষমুক্ত করার যে দাবী সমগ্র দেশবাসীর তরফ থেকে উত্থাপিত হয়ে আসছে তার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের এই উদ্যোগ অভিনন্দিত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। প্রশাসনতন্ত্রে দুর্নীতিবাজ পাকজঙ্গী চক্রের দালাল, পাকিস্তানী ধ্যান ধারণার ধারক-বাহক প্রভৃতি বহু ধরনের অবাঞ্ছিত ব্যক্তি রয়েছে। এদের ঝেঁটিয়ে বিদায় না করলে সরকারের যে কোন প্রগতিশীল গণমুখী পদক্ষেপ ব্যাহত হবে।*[১৭]

Cap 1-(2)

Dhaka University Institutional Repository

দালার আইনের নানা অসঙ্গতি তুলে ধরে খবর প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা (২১ জুলাই ও ২৩ জুলাই ১৯৭২)। এর ধারবাহিকতায় দৈনিক বাংলা দালাল আইন সংশোধনের সুপারিশ করে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৭২ সালের ২ আগস্ট। 'দালাল আইন সংশোধনের সপক্ষে' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

দালাল আইনের কাঠামোর মধ্যে ত্রুটি থাকার দরুন প্রকৃত অপরাধীও রেহাই পেয়ে যাচ্ছে। আবার যারা চরম অপরাধ করেছে তারা এই ফাঁকগুল্যের সুযোগ নিয়ে লঘুদণ্ড পাচ্ছে। এর ফলে অপরাধীদের উচিত শাস্তি পাওয়ার সম্ভাবনা ক্রমেই সংকুচিত হয়ে পড়ছে। এ অবস্থায় দালাল আইন সংশোধনের প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আমরা আশাকরি, ন্যায় বিচারের স্বার্থেই সরকার দালাল আইনের ত্রুটি দূর করার পদক্ষেপ নেবেন।[৯৮]

দালালদের প্রতি সরকারের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার সম্ভাবনার কথা জানিয়ে প্রথম খবর প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক (১১ ডিসেম্বর ১৯৭২)। পরে দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার জন্য সরাসরি সরকারের কাছে সুপারিশ করে আরেকটি রিপোর্ট প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক (২৩ মার্চ ১৯৭৩)। তবে দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা বিষয়ক রিপোর্ট প্রকাশের অনেক আগেই এই বিষয়ে সম্পাদকীয় পাতায় দু'টি নিবন্ধ প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক। প্রথম নিবন্ধ প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর। সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরীর লেখা এই নিবন্ধের শিরোনাম ছিল: 'জাতি বহুধাবিভক্ত : এখনই দরকার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা'। এই নিবন্ধে তিনি বলেন:

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আওয়ামী লীগ সরকার জাতীয় জীবন থেকে চিহ্নিত শত্রুদের উচ্ছেদ করে অবশিষ্ট সাধারণ অপরাধীদের জন্য দীর্ঘ আট মাসেও সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করতে পারলেন না, এটা কি জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং তাকে বিপ্লবোত্তর দেশ গঠনে কাজে লাগাবার ক্ষেত্রে তাদের বিরাট ব্যর্থতা নয়? বাংলাদেশ সরকার বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর কাছে আমার আবেদন, বঙ্গবন্ধু, জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে ওই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রশ্নটি আপনি বিবেচনা করে দেখুন।[৯৯]

দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার সুপারিশ সম্বলিত দ্বিতীয় নিবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর। ডাঃ আসাবুল হক এমসিএ এর লেখা এই নিবন্ধের শিরোনাম ছিল : 'দালাল প্রসঙ্গ'। এতে বলা হয় :

আমার মনে হয় : (১) যারা নরহত্যা, নারী ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগের সঙ্গে জড়িত ছিল তাদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনের সাহায্যে বিচারের মাধ্যমে শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। (খ) আদর্শগতভাবে যারা পাকিস্তানে বিশ্বাসী এবং যারা পাকিস্তানে বসবাস করতে চায় অথবা পাকিস্তান সরকারের অধীনে চাকুরী করবার প্রয়াসী, তাদেরকে পাকিস্তানে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হোক। (গ) এর বাইরে সবাইকে সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করে সর্বতোভাবে জাতি গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করার সুযোগ দেয়া হোক।[১০০]

১৯৭৩ সালের ১৬ মে সরকার কয়েক শ্রেণীর দালালের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করে। পরদিন ১৯৭৩ সালের ১৭ সালের মে এই সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হয় খবরের কাগজে। এর পরের দিন ১৯৭৩ সালের ১৮ মে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত তিনটি পত্রিকায় এ বিষয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল : 'ওদের ক্ষমা করা হয়েছে'। সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

এসব লোককে ক্ষমা করে সরকার তাদের শুধু মুক্ত জীবনের স্বাদ গ্রহণের সুযোগই দেননি দেশ সেবার সুযোগও দিয়েছিন। তারা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেন বলেই আমরা আশা করি। সাধারণ ক্ষমা যাদের জীবনে মুক্তির স্বাদ নিয়ে এসেছে, তাদেরও এগিয়ে আসতে হবে দেশ গড়ার কাজে। যদি তারা আন্তরিকভাবে এ কাজে আত্মনিয়োগ করতে সক্ষম হন তখনই প্রমাণিত হবে যে তারা প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন।[১০১]

একই দিন ১৯৭৩ সালের ১৮ মে এ বিষয়ে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'আমরা অভিনন্দন জানাই'। এতে বলা হয় :

আমরা আশা করি যে, সরকারের এই পদক্ষেপ এখানেই থামিয়া থাকিবে না। বরং জাতীয় স্বার্থেই বর্তমানের এই অনুকম্পা দেশব্যাপী সাধারণ ক্ষমার রূপ পরিগ্রহ করিবে এবং খুন, জখম, লুন্ঠন, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগের মত মারাত্মক অপরাধে ধৃত ও অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ছাড়া অপর সকলেই মুক্ত হইয়া অনুগত ও বাধ্য নাগরিক হিসেবে দেশ গড়ার সংগ্রামে শরিক হওয়ার সুযোগ লাভ করিবেন। বলা অনাবশ্যক যে, জনগণ বাঞ্ছিত সেই সাধারণ ক্ষমা যত শীঘ্র ঘোষিত হইবে ততই উহা দেশ জাতির জন্য হইবে মঙ্গলজনক।[১০২]

বাংলাদেশ অবজারভারে একই দিন ১৯৭৩ সালের ১৮ মে এই বিষয়ে প্রকাশিত সম্পাদকীয় শিরোনাম ছিল : 'Clemency'. সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

By declaring clemency the government has demonstrated that it does not believe in revenge. Revenge, afterall, is a sad mistakes the wise saying goes. Mercy tempered with justice is the nature human view of the law. Beneficiaries of the declared clemency are to be moved by gratitude enough to prove themselves loyal citizens of the state. Humanitarian gestures in the human world, whene cruelty and vendetta abound, can have a very healthy transforming moral effect. Behind the government move of mercy and compassion can be perceived such an awareness which is welcome.[১০৩]

দালালদের প্রতি এই অনুকম্পা সম্পর্কে ১৯৭৩ সালের ১৯ মে সংবাদ-এ একটি উপ-সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। 'দর্শক' ছদ্মনামে লেখা এই নিবন্ধের শিরোনাম ছিল : 'ক্ষমা প্রসঙ্গ'। উপ-সম্পাকীয়তে বলা হয় :

দেড় বছর হলো বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। এবার দালাল অধ্যায় শেষ হওয়া উচিত। দালাল আইনে নতুন করে মামলা রজু বা ধরপাকড় বন্ধ হোক। এখন যে সব নতুন মামলা খাড়া করা হচ্ছে তার অধিকাংশই ক্ষমতাশালী মহলের ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত বা দলগত প্রতিহিংসার ফল। একে আর বাড়তে দেয়া উচিত হবে না।[১০৪]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর দালালদের প্রতি সরকার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে। ১৯৭৩ সালের ১ ডিসেম্বর এর খবরের কাগজে এই খবর প্রকাশিত হয়। পরদিন ২ ডিসেম্বর (১৯৭৩) গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবকটি পত্রিকায় এ বিষয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল : 'সাধারণ ক্ষমা এবং বঙ্গবন্ধুর আহ্বান'। এতে বলা হয় :

আমরা আশা করব যে হৃদয়বৃত্তি এবং আন্তরিকতা নিয়ে বাংলাদেশ সরকার এই ঘোষণা করেছেন এবং প্রধানমন্ত্রী উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট মহল তার গুরুত্ব অনুধাবন করবেন। বাংলাদেশের মুক্ত বায়ুতে একটি সংহত রাষ্ট্র গড়ার ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে শরিক হবেন।[১০৫]

দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৭৩ সালের ২ ডিসেম্বর প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'আমরা অভিনন্দন জানাই'। সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

বঙ্গবন্ধু সরকারের এই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণাকে আমরা দেশ ও জাতির ঐক্য, সংহতি ও জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে এক শুভ ইঙ্গিতবহ বলিয়াই মনে করি। দেশের সামগ্রিক সংগঠন ও উন্নয়নে দল মত নির্বিশেষে সব মানুষের সমবেত প্রচেষ্টার প্রয়োজন রহিয়াছে, একথা আমরা গোড়া হইতেই বলিয়া আসিয়াছি। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আমরা বার বার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলিয়াছি। এ ব্যাপারে কোন কোন মহল আমাদের ভুলও বুঝিয়াছেন। কিন্তু সত্যের বিজয় শেষ পর্যন্ত অনিবার্য হইয়াছে এবং আওয়ামী লীগ সরকারের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার এই বলিষ্ঠ ও সাহসী পদক্ষেপে বাঙ্গালী জাতীয়তার বুনিয়াদ আরও মজবুত হওয়ারই পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে।[১০৬]

সংবাদ-এ ১৯৭৩ সালের ২ ডিসেম্বর এই বিষয়ে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল : 'অনুকম্পার অর্থ বুঝতে হবে'। সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

আমরা আশা করবো যে ক্ষমার যে সুযোগ তারা পেয়েছেন তার অপচয় করার দুঃসাহস না দেখিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মঙ্গলের চিন্তাই তারা করবেন। যে মানুষ অতীতের গোলামি জীবনকে ঘৃণা করতেই শিখেছে। অন্যথায় দ্বিতীয় অনুকম্পা লাভের সুযোগই তাদেরকে হারাতে হবে।[১০৭]

বাংলাদেশ অবজারভারে ১৯৭৩ সালের ২ ডিসেম্বর প্রকাশিত এ বিষয়ক সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল: 'A Noble Move'. এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

The Bangobandhu's known humanity has at last prevailed over thirty thousand Bangalees who have been detained in jail will soon be released. The clemency must have been wishfully hoped for by those who have received it and will certainly have very gratefully done so.[১০৮]

১৯৭৬ সালের ১ জানুয়ারি দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) বাতিল অর্ডিন্যান্স ১৯৭৫ জারি সংক্রান্ত খবর প্রকাশের পরদিন ২ জানুয়ারি এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

১৯৭২ সালের প্রেসিডেন্টের ৮ নং আদেশ বলে দেশের বুকে যেদিন দালাল আইনের মত একটি কালাকানুন স্থায়ীভাবে জারি করা হয়েছিল, সেদিনই প্রকারান্তরে দেশের মাটিতে রোপণ করা হইয়াছিল বিভেদ-বিবাদ ও বিসম্বাদের বিষবৃক্ষ। ইহার পর তিন-চারটি বৎসর ধরিয়া এই বিষবৃক্ষের বিষময় ফল দেশের ঐক্য ও সংহতিকে বিষায়িত করিয়াছে। সন্দেহ, অবিশ্বাস, ব্যক্তিস্বার্থ-জাত ক্রোধ ও পারিবারিক বিদ্বেষ এই কালাকানুনের বদৌলতে ঘরে ঘরে সৃষ্টি করিয়াছে হিংসার আগুন। সে আগুনে কতশত পরিবার যে জ্বলিয়া-পুড়িয়া ছারখার হইয়াছে, তাহার কোন ইয়ত্তা নাই। আমরা, ইত্তেফাকের পৃষ্ঠায় একাধিকবার এই আইন বাতিলের দাবী জানাইয়া আসিয়াছি। এ বিষয়ে অতীতে অনেকেই আমাদের ভুল বুঝিয়াছেন। কিন্তু আমাদের সেই দাবী যে সত্যের সপক্ষে ছিল, সে বিষয়ে আমরা আগাগোড়াই নিঃসন্দেহ ছিলাম। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দেরিতে হইলেও শেষ পর্যন্ত সেই দালাল আইন এখন বাতিল হইয়া গিয়াছে। এই আইন বাতিল করিয়া প্রেসিডেন্ট সায়েম এবং তাঁহার সরকার আইনের সুশাসনের মর্যাদাই নতুন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার এক প্রশংসনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহাদের এই পদক্ষেপ জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধির পথকে প্রশস্ত করিবে।[১০৯]

চিঠিপত্র :

দালাল প্রসঙ্গে সংবাদপত্রের চিঠিপত্র বিভাগে নানা ধরনের চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক ইত্তেফাকে। প্রকাশিত চিঠিগুলোর মধ্যে কয়েকটিতে দালালদের বিচার প্রত্যাশা করা হয়েছে। সংবাদ-এ এ ধরনের বেশ কয়েকটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৭২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি সংবাদ-এ প্রকাশিত এ ধরনের একটি চিঠির শিরোনাম ছিল: 'পল্লী অঞ্চলের দালাল ও ভন্ড মুক্তিবাহিনীর আশু বিচার চাই'। চিঠিটি লিখেন বরিশালের ভান্ডারিয়া থেকে এম এ কায়সার মিয়া। চিঠিতে বলা হয়:

যাহারা বাঙ্গালীকে চিরদিন পশ্চিমাদের ক্রীতদাস হিসেবে রাখার জন্য বাংলার কুখ্যাত ইয়াহিয়া-টিক্কার সহিত হাত মিলাইয়াছিল ও তাহাদের শাসন ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে জঙ্গী শাহীর সহিত সর্বাত্মক সহযোগিতা করিয়াছিল, অগ্নিসংযোগ, লুন্ঠন, নারী নির্যাতন, লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীকে নৃশংসভাবে হত্যা ও অসংখ্য মা-বোনদেরকে কুত্তাদের হাতে তুলিয়া দিয়া তাহাদের ইজ্জত নষ্ট করা প্রভৃতি মারাত্মক কাজে পাকবাহিনীর সাথে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করিয়াছিল, অতীব দুঃখের বিষয় এই সমস্ত কুত্তাবাহিনীর দালাল ও সহযোগীরা আজও প্রকাশ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কোন কোন লোক সরকারের অধীনে বেশ বহাল তবিয়তে চাকুরীও করিতেছে। এই সমস্ত দালালকে অবিলম্বে যদি গ্রেফতার ও বিচার না করা হয় তবে সোনার বাংলাকে পুনর্গঠনের সব আশা ভরসা ব্যর্থ হইয়া যাইবে।[১১০]

১৯৭২ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি দালালদের বিচারে দাবি সংবলিত আরেকটি চিঠি প্রকাশিত হয় সংবাদ-এর চিঠিপত্র বিভাগে। শিরোনামে ছিল : 'দালালের বিচার দাবী'। তিনজনের যুক্ত চিঠি ছিল এটি। কুমিল্লার কান্দিরপাড় থেকে অনিল চন্দ্র দাস, নানুয়াদিঘীর পাড় থেকে আলী আহমদ ও রাজগঞ্জ থেকে সুখেন চক্রবর্তী চিঠিটি লিখেন। চিঠিতে তারা লিখেন :

চোখের সামনে দেখলাম আমাদের দোকানের জিনিসপত্র পাকসেনার সহায়তায় কিছুসংখ্যক দালাল লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। তারা আমাদের কত মা-বোনের ইজ্জত পশুদের হাতে তুলে দিয়েছে তাও চোখের সামনে দেখতে হয়েছে। এখন দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাদের বিচারের ভার কি

Dhaka University Institutional Repository

সরকার নেবেন না? আমরা নিরীহ নাগরিক আইন সরকারের হাতেই তুলে দিচ্ছি যেন দোষী ব্যক্তিদের আইনের আওতায় এনে সুষ্ঠু বিচার করা হয়।[১১১]

অনুরূপ আরেকটি চিঠি সংবাদ-এর চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১৯ মার্চ। শিরোনাম ছিল : 'আমার স্বামীর হত্যাকারী প্রকাশ্য দিবালোকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে'। নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ থানার রাজগঞ্জ মনপুরা থেকে প্রয়াত দ্বিজেন্দ্র কুমার দেবনাথের স্ত্রী ঊষা রাণী দেবী চিঠিটি লিখেন। চিঠিতে বলা হয় :

> *আমার স্বামী ও আমার বাটিস্থ আরও তিনজন লোককে রোজ শনিবার ৩০শে অক্টোবর ১৯৭১ তারিখ দিবাগত রাত্রে আনুমানিক বারটার সময় আবদুল খালেক পিং মৃত আবদুর রহমান, জয়নাল আবেদীন পিং আবদুল খালেক ও আরও কয়েকজন মিলিয়া লইয়া যায়। সেইদিন লইয়া যাওয়ার পর হইতে আজ পর্যন্ত আমার স্বামী আর ফিরিয়া আসে নাই। পরে লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, জয়নাল আবেদীন, আবদুল খালেক, সিরাজ মিয়া, আবদুল হক, মফিজুল ইসলাম, গিয়াস উদ্দিন শামসুল হক ও প্রাক্তন ইপিআর আব্দুল খালেক তাকে মারিয়া ওয়াপদার খালে ফেলিয়া দিয়াছে। আমার স্বামীকে যাহারা নিয়া গেল ও মারিয়া আমার স্বামীকে ওয়াপদার খালে ফেলিয়া দিয়াছে তাহারা এখনও সমাজের দন্ডমুন্ডের কর্তা ও ভদ্রলোক বলিয়া পরিগণিত। এখন সরকার বাহাদুরের নিকট আমার আকুল আবেদন যে আমার এই নিঃসহায় পরিবারকে বাঁচান এবং দুস্কৃতিকারীদের দন্ড বিধান করুন।*[১১২]

দালালদের বিচারের দাবি সংবলিত এক চিঠি দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হল থেকে তারেখ, ছিদ্দিক, আশরাফ, কাইয়ুম, রফিক ও খালেকের লেখা এই যুক্ত চিঠির শিরোনাম ছিল: 'দালালীর শাস্তি দাবী'। চিঠিতে বলা হয় :

> *এক সময় যারা বাংলাদেশ সরকারের আইন অমান্য করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করেছে, আজ তারাই আবার বুক ফুলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে দাপট দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। এদের বিরুদ্ধে যদি সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয় তাহলে সুযোগমত যে কোন সময় এদের মধ্যে আবার দালালির আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠতে পারে। অতএব বাংলাদেশ সরকারের কাছে আমাদের আবেদন উল্লিখিত ছাত্র-দালালদের তাদের অপকর্মের জন্য অন্তত এক বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হতে বহিষ্কার করা হউক, কেটে দেয়া হউক তাদের বৃত্তি, তাদের বঞ্চিত করা হউক সবরকম সুযোগ-সুবিধা ও সাহায্য হতে।*[১১৩]

দৈনিক ইত্তেফাকেও ১৯৭২ সালের ৬ সেপ্টেম্বর দালালদের বিচারের দাবী সম্বলিত এক চিঠি প্রকাশিত হয়। 'দালাল সমাচার' শীর্ষক এই চিঠিটি লিখেন পাবনার ঈশ্বরদী থেকে ফজলুর রহমান বিশ্বাস। চিঠিতে বলা হয় :

> *বিগত পাকিস্তানী শাসনামলে যাহারা বাংলাদেশ বিরোধী কাজে তৎপর ছিলেন, বঙ্গবন্ধু নিজে তাহাদের ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থাবলম্বনের জন্য একটি নির্দেশ জারি করিয়াছেন। ইহার জন্য একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করা হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন সবক্ষেত্রে কি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ প্রতিপালিত হইতেছে? তদন্ত কমিটি কি তদন্তের ব্যাপারে তৎপর? তাহা না হইলে অদ্যাবধি দালালরা প্রকাশ্য দিবালোকে কিভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে?*[১১৪]

মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেনি, বিদেশী মিশনে কর্মরত এমন সরকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয় সংবাদ-এ প্রকাশিত এক চিঠিতে। ১৯৭২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি সংবাদ-এ প্রকাশিত এই চিঠির শিরোনাম ছিল : 'বিদেশে পাক মিশনে বাঙালী কর্মচারী প্রসঙ্গে'। ঢাকার ধানমন্ডির ১৯ নম্বর সড়কের ১৭১-সি নম্বর বাড়ি থেকে বজলুর রহমান চিঠিটি লিখেন। চিঠিতে বলা হয়:

> *বাংলাদেশে বর্বর হানাদার বাহিনী যখন সুপরিকল্পিতভাবে গণহত্যা, লুটতরাজ এবং ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছিল, তখন কয়েকটা দেশের পাক মিশনের বাঙালী কর্মচারীগণ বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে নিজেদের দেশপ্রেমের সাথে সাথে জাতির ঘোর বিপদে একটু আশার আলো দেখিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় অন্যান্য দেশে পাক মিশনের বাঙালী কর্মচারীরা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পরিণতি কি দাঁড়ায় তার অপেক্ষায় ছিলেন। তাদের কেউ কেউ শেষ মুহূর্তে এবং অনেকে দেশ মুক্ত হওয়ার পর দেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। কিন্তু জাতির জীবন-মরণ সংগ্রামে এই সামান্য ত্যাগ স্বীকারও কি তাদের কর্তব্য ছিল না? বিদেশে সমস্ত বাঙ্গালী কর্মচারী একযোগে তথাকথিত পাক মিশনের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলে বিশ্বব্যাপী যে আলোড়নের সৃষ্টি হত তা দেশের মুক্তিসংগ্রামকে আরও জোরদার করতে পারত। যারা সামান্য স্বার্থহানির ভয়ে দেশবাসীর সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করতে দ্বিধাবোধ করেছেন, বাংলাদেশের বর্তমান সংগ্রামী আদর্শকে বিদেশে প্রচার করার কঠিন দায়িত্ব দেশবাসী তাদের ওপর ন্যস্ত করতে পারে না। এই পর্যায়ের কর্মচারীদের বাছাই করে পররাষ্ট্র দফতরকে ত্রুটিমুক্ত করার জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।*[১১৫]

এই চিঠি প্রকাশের প্রায় পাঁচ মাস পর এ ব্যাপারে একটি সরকারী সিদ্ধান্তের খবর প্রকাশিত হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করার অভিযোগে চারজন রাষ্ট্রদূতসহ বিদেশী মিশনে কর্মরত আটজন উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হয়। ১৯৭২ সালের ৬ জুন খবরের কাগজে এই সংবাদ প্রকাশিত হয়। এই সংবাদ প্রকাশের ধারাবাহিকতায় দৈনিক ইত্তেফাকে ১০ জুন (১৯৭২) একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। বরিশাল থেকে আজিজুল হক ও জামিল উদ্দিন এর লেখা এই চিঠির শিরোনাম ছিল : 'দালাল প্রসঙ্গ'। এতে বলা হয় :

> *বাংলাদেশের বাইরে থেকেও যে অনেক বাঙ্গালী পাকবাহিনীর দালালির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, তেমন নজীরেরও অভাব নেই। গত তিন-চার দিন আগে বিদেশে কার্যরত ৪ জন রাষ্ট্রদূতসহ মোট ৮ জন বাঙালী কূটনীতিককে বহিস্কারের দ্বারাই সে কথার প্রমাণ মেলে। এ প্রসঙ্গে বর্তমান পাকিস্তানের সামরিক বিভাগে কার্যরত কিছু বাঙালী অফিসারের কার্যকলাপ সম্পর্কেও নানারকম কথা শোনা যাচ্ছে। শোনা যায়, এমনি ধরনের কিছু বাঙ্গালী সামরিক অফিসার নাকি তাদের পাকিস্তান দরদের প্রমাণ দিতে গিয়ে বাংলাদেশের গণহত্যার ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে ইন্ধন যুগিয়েছেন। তাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কাছে আমাদের অনুরোধ, পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সাথে জড়িত বাঙ্গালীদের সবাইকেই যেন এক মানদন্ডে বিচার না করা হয়। এদের সম্পর্কে পুংখানুপুংখরূপে তদন্তের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।*[১১৬]

দালালদের বিচারের জন্য ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের আদেশ জারি হয়। পরে সারাদেশে ৭৩টি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। বিশেষ ট্রাইব্যুনাল আদেশ জারির পর ১৯৭২ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকে এ প্রসঙ্গে

Cap-2-(2)

Dhaka University Institutional Repository

একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। পরে 'ন্যায় বিচারের নিশ্চয়তা' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়র বক্তব্যের সঙ্গে একমত পোষণ করে দৈনিক ইত্তেফাকে চিঠি লিখেন ঢাকা থেকে লিয়াকত হোসেন। ১৯৭২ সালের ৭ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকে চিঠিপত্র বিভাগে 'দালাল আদেশ সম্পর্কিত কয়েকটি প্রস্তাব' শীর্ষক এই চিঠিটি প্রকাশিত হয়। চিঠিতে বলা হয় :

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত 'ন্যায় বিচারের নিশ্চয়তা' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধটির জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা উক্ত প্রবন্ধের শেষ অংশে লিখেছেন যে, কোন অপরাধী যদি আইনের মারপ্যাঁচে বেঁচে যায় ক্ষতি নেই, কিন্তু একটি মানুষও যেন বিনা দোষে শাস্তি না পায়। আইনের শাসনের মাধ্যমে ন্যায় বিচারের সেই নিশ্চয়তাই প্রতিষ্ঠিত হবে এটাই আজ দেশবাসীর প্রত্যাশা। আমরা আপনাদের এ মন্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। [১১৭]

দালাল আইন প্রসঙ্গে দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৭২ সালের ৩০ মে আরও একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। কক্সবাজারের কোর্ট রোড থেকে সাবেক মুক্তিযোদ্ধা আতাউল হকের লেখা এই চিঠির শিরোনাম ছিল : 'দালাল আইন সংক্রান্ত বক্তব্য'। চিঠিতে বলা হয় :

দালাল আইন প্রবর্তিত হবার পর বাংলাদেশের প্রত্যেকটি অনুগত নাগরিকই আশা করেছিল যে, প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে বিচারের ব্যবস্থা করা হলে এবং এর ফলে কোন নির্দোষ ব্যক্তি অহেতুক শত্রুতা বা রাজনৈতিক শত্রুতার কূটচক্রজালের শিকার হবেন না। কিন্তু দেশ ও জাতির প্রয়োজনে যে দালাল আইন প্রবর্তিত হয়েছে তা যদি রাজনীতিক কুচক্রীরা ব্যক্তিগত শত্রুতা উদ্ধারের জন্য ব্যবহার করে তাহলে তাতে অনেকের জীবনই বিপদাপন্ন হয়ে পড়বে। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা ও প্রগতির জন্য সর্বস্তরের নাগরিকদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। দালাল আইনের অপপ্রয়োগ বা অপব্যবহারের দ্বারা যাতে দেশের কোন সৎ নাগরিক অযথা নাজেহাল না হন, সেদিকে অবশ্যই সবার খেয়াল রাখতে হবে। [১১৮]

এক রাজাকারের আত্মকথনমূলক এক চিঠি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭২ সালের ২৬ জুন দৈনিক ইত্তেফাকে। 'জনৈক রাজাকার' ছদ্মনামে লেখা এই চিঠির শিরোনাম ছিল 'আমি একজন রাজাকার'। চিঠিতে তিনি বলেন :

আমি একজন রাজাকার, কতদিন আর জঙ্গলে জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিতে হইবে জানি না, আপনারা সকলেই স্বার্থপর। আমি কেন যে রাজাকার হইলাম এবং কেনইবা এখন পালাইয়া পালাইয়া দুর্বিষহ জীবন যাপন করিতেছি, তাহা আপনাদের কাছে বলিয়া কোন ফল হইবে না জানি। তবুও মনে মানে না, তাই না বলিয়া পরিলাম না। [১১৯]

১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বরে দৈনিক ইত্তেফাকে সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত দু'টি নিবন্ধে দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার আহ্বান জানানো হয়। একটি নিবন্ধ প্রকাশিত ১৯ সেপ্টেম্বর। লিখেছিলেন আবদুল গাফফার চৌধুরী। অন্যটি প্রকাশিত হয় ২৮ সেপ্টেম্বর। লিখেছিলেন ডাঃ আসাবুল হক। এই নিবন্ধ দু'টির সমর্থনে চারটি চিঠি প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকের চিঠিপত্র বিভাগে। প্রথম চিঠিটি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর। ঢাকা থেকে মোঃ আলীর লেখা এই চিঠির শিরোনাম ছিল : 'সাধারণ ক্ষমা'। এই চিঠিতে আরও বলা হয় :

গত ১৯ শে সেপ্টেম্বর বহুল প্রচারিত দৈনিক ইত্তেফাকে জনাব আবদুল গাফফার চৌধুরীর 'জাতি বহুধাবিভক্ত : এখনই দরকার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা' শীর্ষক নিবন্ধটি গভীর আগ্রহের সহিত পড়িলাম। লেখকের সহিত আমরাও সম্পূর্ণ একমত। দেশে আজ এক অনৈক্য দেখা দিয়াছে। আগে জাতীয় ঐক্যের দরকার এবং এই জাতীয় ঐক্যের জন্য উইচ হান্টিং বন্ধ করিয়া সাধারণ ক্ষমা ঘোষিত হওয়া দরকার। আশাকরি বঙ্গবন্ধু তথা বাংলাদেশ সরকার বিষয়টি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। [১২০]

১৯৭২ সালের ১০ অক্টোবর উল্লিখিত দুটি নিবন্ধের সমর্থনে একটি চিঠি প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকে। চট্টগ্রাম জেলা আদালত থেকে বদিউল আলম এডভোকেট এবং চট্টগ্রাম জজ আদালত থেকে মোঃ নূরুচ্ছাফা তালুকদার এডভোকেটের লেখা এই যুক্ত চিঠির শিরোনাম ছিল : 'দালাল আইনের প্রয়োগ প্রসঙ্গে'। এতে আরও বলা হয় :

জনসাধারণ যখন সুস্থ পরিবেশের আশায় আছেন, সে সময়ে দালাল আইনের কঠোর প্রয়োগ শুধু সুস্থমনা ও শান্তিকামী লোকদের হতাশ করছে। জনাব আবদুল গাফফার চৌধুরী ও ডাঃ আসাবুল হক এমসিএ সাহেবানের আলোচনামূলক প্রবন্ধ এবং তাঁদের সমমনা লক্ষ লক্ষ দেশ প্রেমিকের আবেদন যদি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বিবেচনা করেন তবে মঙ্গল হয়। [১২১]

১৯৭২ সালের ২৭ অক্টোবর দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত আরেকটি চিঠিতে উল্লিখিত দু'টি নিবন্ধের বক্তব্যের প্রতি একমত প্রকাশ করা হয়। ঢাকার খিলগাঁ থেকে মোঃ ফয়জুল কবীরের লেখা এই চিঠির শিরোনাম ছিল: 'সাধারণ ক্ষমা'। এতে বলা হয়:

দৈনিক ইত্তেফাকে জনাব আব্দুল গাফফার চৌধুরী ও ডাঃ আসাবুল হক এমসিএর দালাল আইন প্রসঙ্গে লেখা যুক্তিপূর্ণ ও সুচিন্তিত প্রবন্ধগুলিতে ব্যক্ত মতামতের সহিত আমরাও সম্পূর্ণ একমত। বঙ্গবন্ধুর কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, দালাল আদেশ প্রত্যাহার করিয়া সোনার বাংলার পুনর্গঠনে সকলকে অংশীদার হইবার সুযোগ দিন। [১২২]

১৯৭২ সালের ১ নভেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত অন্য একটি চিঠিতে উল্লিখিত দুই নিবন্ধের বক্তব্যের প্রতি একমত প্রকাশ করা হয়। ঢাকার মালিবাগ থেকে পারভীন বানুর লেখা উল্লিখিত চিঠির শিরোনাম ছিল : 'সাধারণ ক্ষমা'। এতে বলা হয় :

অনেকেই এবং আওয়ামী লীগের এমসিএদের মধ্যেও কেউ কেউ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এইসব বন্দীর ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর কাছে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার করিবার জন্য বিভিন্ন যুক্তি দেখাইয়া আবেদন জানাইয়াছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস কেবল মানবতার খাতিরে বঙ্গবন্ধু দালাল আদেশে ধৃত ব্যক্তিদের প্রতি উদার মনোভাব গ্রহণ করিবেন। বঙ্গবন্ধুর ঔদার্যে বিশ্বের দরবারের বাঙ্গালী এক গৌরবের আসন লাভ করিবে। [১২৩]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান

স্বাধীনতার অব্যবহিত পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পক্ষ থেকে নতুন স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করা শুরু হয়। ১৯৭২ সাল থেকে শুরু করে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি প্রদান সংক্রান্ত তথ্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

রিপোর্ট :

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশকে স্বাধীনতা অর্জনের পর স্বীকৃতি প্রদান করে। কিন্তু ভারত ও ভুটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে স্বাধীনতা অর্জনের আগেই। ভারত বাংলাদেশকে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি প্রদান করে এবং দিনটি ছিল ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকা দৈনিক বাংলার পূর্বসুরী দৈনিক পাকিস্তানে খবরটি ৭ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়। (স্বাধীনতা-পূর্বকালে দৈনিক বাংলা পত্রিকাটি দৈনিক পাকিস্তান নামে প্রকাশিত হতো)। এই খবরে জানানো হয় : ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দেশের পার্লামেন্টকে জানিয়েছেন যে, ভারত ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা রয়টার এবং ইসলামাবাদ থেকে বার্তা সংস্থা এপিপির বরাত দিয়ে খবরটি পরিবেশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'তথাকথিত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ায় ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের ব্যবস্থা ॥ কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন'। প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত এই খবরে লেখা হয় :

> *পাকিস্তান আজ ভারতের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। আজ অপরাহ্নে এখানে প্রকাশিত এক সরকারী হ্যান্ড আউটে বলা হয় যে, ভারত সরকার কর্তৃক তথাকথিত বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতিদানের পর এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতস্থ সুইস দূতের উপর ভারতে পাকিস্তানের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখার দায়িত্বভার ন্যস্ত করা হয়েছে। ভারতের স্বীকৃতি : নয়াদিল্লী থেকে রয়টার পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, ভারত আজ 'বাংলা দেশ'কে একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী পার্লামেন্টকে জানিয়েছেন।*[১২৪]

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম দেশ ছিল পূর্ব জার্মানি। ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি পূর্ব জার্মানি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ১২ জানুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয় : ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি জার্মান গণসাধারণতন্ত্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'পূর্ব জার্মানী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে'। এতে লেখা হয় :

> *জার্মান গণসাধারণতন্ত্র (পূর্ব জার্মান) গতকাল মঙ্গলবার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুস সামাদ এই স্বীকৃতির জন্য জার্মান গণসাধারণতন্ত্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, সরকার ও জনগণকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। নয়াদিল্লী থেকে এএফপির খবরে প্রকাশ, জার্মান গণসাধারণতন্ত্র (পূর্ব জার্মানী) বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে।*[১২৫]

পরদিন ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি বুলগেরিয়া, মঙ্গোলিয়া ও পোল্যান্ড বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। পরদিন ১৩ জানুয়ারি সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : বুলগেরিয়া, মঙ্গোলিয়া ও পোল্যান্ড বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে'। এতে লেখা হয় :

> *বুলগেরিয়া, মঙ্গোলিয়া ও পোল্যান্ড এই তিনটি সমাজতান্ত্রিক দেশ গতকাল বুধবার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। মঙ্গলবার স্বীকৃতি দিয়েছে জার্মান গণসাধারণতন্ত্র (পূর্ব জার্মানী)। ভারত ও ভুটানসহ এ পর্যন্ত মোট ৬টি দেশ বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিল।*[১২৬]

এর পরদিন ১৯৭২ সালের ১৩ জানুয়ারি বার্মা স্বীকৃতি দেয় বাংলাদেশকে। ১৪ জানুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রকাশিত হয় ডাবল কলাম শিরোনামে। রেঙ্গুন থেকে বার্তা সংস্থা ইউপিআই পরিবেশিত এই খবরের শিরোনাম ছিল: 'বর্মা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে'। এতে লেখা হয় :

> *বর্মা আজ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। বর্মী সরকার এ কথা ঘোষণা করেছেন। উল্লেখযোগ্য যে বর্মা হচ্ছে সপ্তম দেশ যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন।*[১২৭]

তিনদিন পর ১৯৭২ সালের ১৬ জানুয়ারি নেপাল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ১৭ জানুয়ারি সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। কাঠমান্ডু থেকে বার্তা সংস্থা বিএসএস ও পিটিআই পরিবেশিত এই খবর দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'নেপাল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে'। এতে লেখা হয় :

> *নেপাল আজ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আজ বিকেলে নেপালী পররাষ্ট্র দফতরের এক ঘোষণায় বলা হয়, নেপাল বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে আইনানুগ সরকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। নেপালকে নিয়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী দেশের সংখ্যা দাঁড়ালো ৮-এ।*[১২৮]

তিনদিন পর ১৯৭২ সালের ২০ জানুয়ারি ডেনমার্ক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের সিদ্ধান্ত নেয়। ২১ জানুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। কোপেনহেগেন থেকে বার্তা সংস্থা রয়টার প্রেরিত এই খবর দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ডেনমার্ক স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে'। এই খবরে লেখা হয়:

> *ডেনমার্ক সরকার বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ড্যানিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ এন্ডারসন আজ একথা ঘোষণা করেছেন।*[১২৯]

Cap-1-(2)

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয় : জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাকেও ফুকুদা বলেছেন যে জাপান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার চিন্তা-ভাবনা করছে। টোকিও থেকে বার্তা সংস্থা পিটিআই পরিবেশিত এই খবর দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরেনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'স্বীকৃতির প্রশ্নে জাপান'। এতে লেখা হয় :

জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাকেও ফুকুদা বলেছেন যে জাপান বাংলাদেশকে একসাথে স্বীকৃতি দেয়ার অস্ট্রেলীয় প্রস্তাব সমর্থন করবে। তিনি বলেন যে, অস্ট্রেলিয়া ছাড়া বৃটেন ও কমনওয়েলথভুক্ত অন্যান্য দেশ ও এ সম্পর্কিত একটি পরিকল্পনা পরীক্ষা কওে দেখছে।[১৩০]

অন্যদিকে ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারিতেই ফিনল্যান্ড, সুইডেন, নরওয়ে, অষ্ট্রিয়া ও বারবাডোস বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ২২ জানুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'ফিনল্যান্ড সুইডেন, নরওয়ে, অষ্ট্রিয়া ও বারবাডোসের স্বীকৃতি'। এই খবরে লেখা হয় :

ফিনল্যান্ড গতকাল শুক্রবার বাংলাদেশকে নীতিগতভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ফিনিশ সরকারের এক বিবৃতিতে একথা জানানো হয়েছে বলে হেলসিনকি থেকে ইউএনআই-এর খবরে প্রকাশ। নয়াদিল্লী থেকে পিটিআই-এর খবরে প্রকাশ, সুইডেন, ডেনমার্ক ও নরওয়ে 'নীতিগতভাবে' বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অষ্ট্রিয়া ও বারবাডোসও অনুরূপ সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জর্জ টাউন থেকে এএফপি জানিয়েছেন। ইতিপূর্বে যে ৮টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে সেগুলো হচ্ছে ভারত, ভুটান, জার্মান গণসাধারণতন্ত্র, বুলগেরিয়া, মালয়েশিয়া, পোল্যান্ড, বর্মা ও নেপাল।[১৩১]

একদিন পর ১৯৭২ সালের ২৩ জানুয়ারি যুগোশ্লাভিয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ২৪ জানুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'যুগোশ্লাভিয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিল'। এই খবরে লেখা হয় :

যুগোশ্লাভিয়া বাংলাদেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গতকাল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে। যুগোশ্লাভিয়ার ফেডারেল একজিকিউটিভ কাউন্সিল এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বেলগ্রেড থেকে বার্তা প্রতিষ্ঠান তানযুগ এ খবর জানিয়েছে।[১৩২]

পরদিন ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। পরদিন ২৫ জানুয়ারি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবকটি পত্রিকায় খবরটি গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। তবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে দৈনিক বাংলায়। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে'। এই খবরে লেখা হয় :

সোভিয়েট ইউনিয়ন আনুষ্ঠানিকভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। গতকাল সোমবার মাঝ রাতে এক ঘোষণায় এই আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিদানের কথা জানানো হয়। বাসস'র খবরে প্রকাশ, বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নই প্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করলো। এ যাবত আর যেসব দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে, সেগুলো হচ্ছে, ভারত, ভুটান, পূর্ব জার্মানী, পোল্যান্ড, অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, বারবাডোস, ডেনমার্ক, সুইডেন, মঙ্গোলিয়া, নেপাল, নরওয়ে, যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া ও বর্মা।[১৩৩]

দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল : 'সোভিয়েত স্বীকৃতি'।[১৩৪] সংবাদে শিরোনাম ছিল : 'সোভিয়েটের স্বীকৃতি'।[১৩৫] অন্যদিকে বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'USSR accords recognition.'[১৩৬]

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ায় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দকে অভিনন্দন জানান। এই খবর ১৯৭২ সালের ২৬ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের প্রতি অভিনন্দন ॥ দু'দেশের সহযোগিতা বৃদ্ধির সূচনা হয়েছে : বঙ্গবন্ধু'। এতে লেখা হয় :

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ, সরকার ও জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকায় এক বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নতুন জাতিকে স্বীকৃতি দেবার সোভিয়েট ইউনিয়নের এই সিদ্ধান্তে পরস্পরের সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও পরস্পরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতির ভিত্তিতে দু'দেশের মধ্যে সহযোগিতার ব্যাপক সম্ভাবনার সূচনা হলো।[১৩৭]

সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বীকৃতি প্রদানের পরদিনই ১৯৭২ সালের ২৫ জানুয়ারি চেকোশ্লোভাকিয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ২৬ জানুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'চেকোশ্লোভাকিয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে'। এতে লেখা হয়:

চেকোশ্লোভাকিয়া বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। চেক পররাষ্ট্র দফতরের এক বিবৃতিতে বলা হয় যে, চেকোশ্লোভাকিয়া বাংলাদেশের সঙ্গে দূতাবাস পর্যায়ের কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করবে।[১৩৮]

তিনদিন পর ১৯৭২ সালের ২৮ জানুয়ারি হাঙ্গেরী ও সাইপ্রাস বাংলাদেশক স্বীকৃতি দেয়। ২৯ জানুয়ারি সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'হাঙ্গেরী ও সাইপ্রাস স্বীকৃতি দিয়েছে'। এই খবরে লেখা হয় :

Dhaka University Institutional Repository

আজ ২৭ জানুয়ারী সাইপ্রাস সরকার নয়া রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। একজন সরকারী মুখপাত্র একথা ঘোষণা করেন। হাঙ্গেরীও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। [১৩৯]

১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয় : কমনওয়েলথভুক্ত দেশ ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ায় পাকিস্তান অভিমান করে কমনওয়েলথের সদস্যপদ ত্যাগ করেছে। নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা পিটিআই পরিবেশিত এই খবর দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'প্রতিবাদে পাকিস্তান কমনওয়েলথের সাথে ২৪ বছরের সম্পর্ক ছিন্ন করেছে ॥ বৃটেন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডের স্বীকৃতি দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা'। এতে লেখা হয়:

পাকিস্তান গোস্বা করে কমনওয়েলথ ছেড়ে দিয়েছে। কমনওয়েলথের তিনটি প্রধান সদস্য দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ায় পাকিস্তানের এই অভিমান। এ তিনটি দেশ হচ্ছে : বৃটেন, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড। তিনটি দেশই তাদের এই সিদ্ধান্তের কথা পাকিস্তানকে জানিয়ে দিয়েছে।[১৪০]

পরদিন ১৯৭২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কম্বোডিয়া ও ফিজির স্বীকৃতি প্রদানের খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কম্বোডিয়া ও ফিজি স্বীকৃতি দিয়েছে'। এই খবরে লেখা হয় :

অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কম্বোডিয়া ও ফিজি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ক্যানবেরা থেকে রয়টার জানাচ্ছে, গতকাল সোমবার অস্ট্রেলিয়া সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত সরকারকে নবতম রাষ্ট্র বাংলাদেশের সরকার বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সুভা থেকে এপির খবর, ফিজিও স্বীকৃতি দিয়েছে বাংলাদেশকে।

জাকার্তার খবর: ইন্দোনেশিয়া বাংলাদেশকে নীতিগতভাবে স্বীকার করে নিয়েছে। আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দান এখন শুধু সময়ের ব্যাপার বলেছেন ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আদম মালিক।

ক্যাম্বোডিয়া : নমপেনের খবরে প্রকাশ, ক্যাম্বোডিয়া গতকাল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের কথা ঘোষণা করেছে। ক্যাম্বোডিয়ার তথ্যমন্ত্রী এই ঘোষণা প্রদান করে বলেন যে এই নতুন রাষ্ট্র তার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সক্ষম হবে বলেই ক্যাম্বোডিয়া সরকার বিশ্বাস করেন।

নিউজিল্যান্ড: রয়টার জানাচ্ছে, নিউজিল্যান্ডও গতকাল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার কেইথ হোলিওয়াক এই স্বীকৃতিদানের কথা ঘোষণা করেন।[১৪১]

১৯৭২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ডসহ ১০টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ৫ ফেব্রুয়ারি এই খবর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : লন্ডন ও বনসহ আরও ১০টি দেশের স্বীকৃতি'। এতে লেখা হয় :

বৃটেন ও পশ্চিম জার্মানীসহ আরো দশটি দেশ ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ নিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ মোট ৩০টি দেশের স্বীকৃতি লাভ করলো গতকাল শুক্রবার যেসব দেশ বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছে সেগুলো হলো– বৃটেন, পশ্চিম জার্মানী, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, অষ্ট্রিয়া, ইসরাইল, আইসল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে বৃটেন হচ্ছে দ্বিতীয় দেশ। এর আগে বৃহৎ শক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে।[১৪২]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'Steps being taken for C. wealth membership : Mujib ॥ Recognition by UK 9 others'.[১৪৩] অন্যদিকে দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসবে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল : 'দিকে দিকে ঐ উড়িয়ে কেতন– বৃটেন ও প: জার্মানীর স্বীকৃতি ঘোষণা'।[১৪৪] সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'অষ্ট্রিয়া, আয়ারল্যান্ড, আইসল্যান্ড, ইসরাইল এবং ৪টি স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশসহ– বৃটেন ও পশ্চিম জার্মানীর স্বীকৃতি দান।'[১৪৫]

১৯৭২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয় : ১৭ জন মার্কিন সিনেটর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ওয়াশিংটন থেকে বার্তা সংস্থা এনা ও তাস পরিবেশিত এই খবর সংবাদে তৃতীয় পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের দাবীতে ১৭ জন মার্কিন সিনেটর'। এতে লেখা হয় :

চারজন রিপাবলিকান সদস্যসহ ১৭ জন মার্কিন সিনেটর বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের আহ্বান জানিয়ে মার্কিন সিনেট সভায় একটি খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। এই প্রস্তাবে বাংলাদেশকে একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য বলে অভিহিত করা হয়। সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডী বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন। [১৪৬]

১৯৭২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি জাপান ও কিউবা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ১১ ফেব্রুয়রি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'জাপান ও কিউবা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে'। এতে লেখা হয় :

ফিদেল ক্যাস্ট্রোর বিপ্লবী কিউবা আর এশিয়ার শিল্পসমৃদ্ধ-সূর্যোদয়ের দেশ জাপান গতকাল বৃহস্পতিবার স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোর মধ্যে কিউবাই সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলো। পিটিআই'র খবরে প্রকাশ, জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাকেও ফুকুদা গতকাল বৃহস্পতিবার টোকিওতে বাংলাদেশকে জাপানের স্বীকৃতিদানের কথা ঘোষণা করেন। [১৪৭]

Cap-2(3)

Dhaka University Institutional Repository

পরদিন ১৯৭২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড ও লুক্সেমবার্গ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ১২ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা বিএসএস, পিটিআই ও ইউএনআই পরিবেশিত খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড ও লুক্সেমবার্গ স্বীকৃতি দিয়েছে'। এতে লেখা হয় :

নেদারল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ ও বেলজিয়াম আজ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ তিনটি দেশের সরকারের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের বিষয় আজ সকালে এখানে বাংলাদেশ মিশনের প্রধান হুমায়ূন রশিদ চৌধুরীকে জানান হয়।[১৪৮]

১৯৭২ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, ফ্রান্স ও ইটালী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম শিরেনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'ফ্রান্স ও ইটালীর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা : শীঘই রাষ্ট্রদূত বিনিময় : এ পর্যন্ত ৩টি বৃহৎ শক্তির স্বীকৃতি'। এই খবরে লেখা হয় :

ফ্রান্স ও ইটালী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই নিয়ে তিনটি বৃহৎ শক্তি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিল। বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী অপর দুটি বৃহৎ শক্তি হচ্ছে : সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বৃটেন। এই তিনটি দেশ জাতিসংঘ স্বস্তি পরিষদের স্থায়ী সদস্য। তিনটি দেশেরই রয়েছে ভেটো ক্ষমতা।[১৪৯]

১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়: বাংলাদেশ সফররত মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে এখনো স্বীকৃতি না দিলেও বিশ্ববিবেক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তিনি আমেরিকার মানুষের শুভেচ্ছা নিয়ে বাংলাদেশে এসেছেন। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বিশ্ববিবেক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে'। এতে লেখা হয়:

বিশ্ববিবেক ও বিশ্বমানবতার কন্ঠস্বর সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক বটতলায় স্মরণীয় এক ছাত্রশিক্ষক জনসভায় বলেন যে কোন কোন সরকার এখনও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিলেও বিশ্বের জনগণ তথা বিশ্ববিবেক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে। অজস্র শ্লোগান ও করতালির মধ্যে এডওয়ার্ড কেনেডি ঘোষণা করেন যে, বাংলাদেশের জনগণের জন্য তিনি আমেরিকান জনগণের শুভেচ্ছা বহন করিয়া আনিয়াছেন।[১৫০]

১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি কানাডা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। অটোয়া থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি ও পিটিআই পরিবেশিত এই খবর ১৬ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'কানাডা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে'। এই খবরে লেখা হয় :

কানাডা গতকাল সরকারীভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। কানাডাকে নিয়ে এযাবৎ কমনওয়েলথের ৩১টি দেশের মধ্যে ৯টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিল। অপর কমনওয়েলথ দেশ টোঙ্গাও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গেছে।[১৫১]

১৯৭২ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয় : সিঙ্গাপুর ও মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বার্তা সংস্থা এএফপি ও ইউপিআই এর বরাত দিয়ে পরিবেশিত এই খবর দৈনিক বাংলায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সিঙ্গাপুর ও মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র স্বীকৃতি দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে'। এই খবরে লেখা হয় :

সিঙ্গাপুর বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এদিকে আফ্রিকার মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বাংগুই বেতারের এক ঘোষণার উদ্ধৃতি দিয়ে এএফপি এই খবর দিয়েছে।[১৫২]

থাইল্যান্ড ১৯৭২ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। এই খবর ১৮ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ব্যাংকক থেকে বার্তা সংস্থা রয়টার পরিবেশিত এই খবর দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'থাইল্যান্ড স্বীকৃতি দিয়েছে'। এতে লেখা হয় :

থাইল্যান্ড বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। পররাষ্ট্র দফতরের একজন মুখপাত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে থাইল্যান্ড বেতার একথা প্রচার করে।[১৫৩]

১৯৭২ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি এক সাংবাদিক সম্মেলনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ বলেন, বাংলাদেশ স্বীকৃতি লাভের জন্য কোনো দেশের সঙ্গে দেন-দরবার করবে বা। বাংলাদেশকে স্বীকার করে নেয়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দায়িত্ব। খবরটি ২০ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'কোন দেশের কাছে স্বীকৃতি ভিক্ষা চাইবো না : সামাদ'। এতে লেখা হয়:

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুস সামাদ বলেন, স্বীকৃতি লাভের জন্য বাংলাদেশ কোন দেশের সাথেই আলোচনায় বসবে না। এযাবত যেসব দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে তারা বিনা শর্তেই স্বীকৃতি দিয়েছে। আমরা সব দেশের স্বীকৃতিকেই স্বাগত জানাবো, কিন্তু কারো কাছে স্বীকৃতি ভিক্ষা চাইবো না। দক্ষিণ এশিয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত ও বিশ্বের ঘন জনবসতিপূর্ণ রাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বাস্তবতাকে স্বীকার করে নেওয়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশেরই দায়িত্ব। জাতিসংঘের সদস্য হওয়া বাংলাদেশের জন্মগত অধিকার বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন। গতকাল শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভাষণ দিচ্ছিলেন।[১৫৪]

Cap-2-(2)

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়: ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া স্বীকৃতি দিয়েছে'। এতে লেখা হয় :

> *ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া আজ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। দু'টি দেশই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর অনুরোধ উপেক্ষা করে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।*[১৫৫]

১৯৭২ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে মোট ৩৬টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। প্রভাবশালী দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় ১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল। এই খবর পরদিন ৫ এপ্রিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'অবশেষে যুক্তরাষ্ট্রও স্বীকৃতি দিয়েছে'। এই খবরে লেখা হয় :

> *মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে। গত রাত্রে (মঙ্গলবার) পররাষ্ট্র দফতর হইতে সরকারীভাবে এই সংবাদ জানানো হয়। বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানকারী দেশগুলির মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইল ৫৭তম এবং বৃহৎ শক্তগুলির মধ্যে ৪র্থ রাষ্ট্র।*[১৫৬]

দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারেও খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় শিরোনাম ছিলঃ 'বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি দিয়েছে'।[১৫৭] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিলঃ 'US accords recognition'.[১৫৮]

১৯৭৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশকে বিশ্বের ৮৯টি দেশ স্বীকৃতি দেয়।[১৫৯] ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। এই খবরটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায় ২৩ ফেব্রুয়ারি ফলাও করে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভার প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে খবরটি প্রকাশ করে। তবে বাংলাদেশ অবজারভারের শিরোনামের অক্ষরগুলো ছিল লাল। এই খবরের শিরোনাম ছিল : 'Mujib leaves for Lahore this morning ॥ Mutual recognition accorded.[১৬০] দৈনিক বাংলায় স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরের শিরোনাম ছিল : 'ঢাকাও পিন্ডিকে স্বীকৃতি দিয়েছে : বঙ্গবন্ধু ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে যাচ্ছেন ॥ পাকিস্তানের শর্তহীন স্বীকৃতি'। এই খবরে বলা হয় :

> *পাকিস্তান গতকাল শুক্রবার বাংলাদেশকে শর্তহীন স্বীকৃতি দিয়েছে। এই স্বীকৃতির পর পরই প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের পক্ষ থেকেও পাকিস্তানকে স্বীকৃতি দানের কথা ঘোষণা করেন। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধু সুস্পষ্টভাবে জানান যে বাংলাদেশের প্রতি পাকিস্তানের এই স্বীকৃতি সম্পূর্ণ শর্তহীন।*[১৬১]

দৈনিক ইত্তেফাকে বিশেষ প্রতিনিধি পরিবেশিত এই খবরের শিরোনাম ছিলঃ 'বাংলাদেশ পাকিস্তান পারস্পরিক স্বীকৃতি'। এই খবরে বলা হয় :

> *গতকল্য (শুক্রবার) পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিনা শর্তে স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর স্বীকৃতির কথা ঘোষণার পর প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানকে বাংলাদেশের স্বীকৃতিদানের কথা ঘোষণা করেন।*[১৬২]

অন্যদিকে সংবাদ বার্তা সংস্থা ইউএনআই-এর বরাত দিয়ে খবরটি প্রকাশ করে। সংবাদ-এ খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিলঃ 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতি পাকিস্তানের স্বীকৃতি'। এতে বলা হয়:

> *পাকিস্তান গতকাল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো গতকাল লাহোরে পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নর ও মুখ্যমন্ত্রীবৃন্দ এবং পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ সদস্যদের এক সমাবেশে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের কথা, বাংলাদেশের বাস্তবতা মেনে নেয়ার কথা ঘোষণা করেন। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ২৬ মাস পরে পাকিস্তান এই স্বীকৃতি দিল।*[১৬৩]

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের অব্যবহিত পরে সৌদী আরব ও সুদান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। খবরটি ১৭ আগস্ট গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে প্রাধান্য লাভ করে। খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলায়। সৌদী আরবের রিয়াদ থেকে বার্তা সংস্থা রয়টার পরিবেশিত এই খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিলঃ 'নয়া সরকারের সাথে বাদশাহ খালেদের ইসলামী সংহতি প্রকাশ : সৌদী আরব ও সুদানের স্বীকৃতি'। এই খবরে জানানো হয় : সৌদী আরবের বাদশাহ খালেদ ও সুদানের প্রেসিডেন্ট জাফর নিমেরী বাংলাদেশের নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং নয়া প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমাদকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এতে বলা হয়:

> *সৌদী আরব ও সুদান বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের নূতন সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে বলে আজ এখানে ঘোষণা করা হয়েছে। বাদশাহ খালেদ ও সৌদী আরব সফররত সুদানের প্রেসিডেন্ট জাফর নিমেরী বাংলাদেশের নয়া রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমদকে অভিনন্দন জানিয়ে বার্তা প্রেরণ করেছেন বলে সরকারী সূত্রে জানান হয়। ইসলামের পবিত্র স্থানসমূহের রক্ষক বাদশাহ খালেদ তাঁর বার্তায় নতুন সরকারের সাথে দৃঢ়তর ইসলামী সংহতি ঘোষণা এবং বাঙ্গালীদের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন।*[১৬৪]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল : 'Saudi Arabia. Sudan recognise Bangladesh.'[১৬৫] দৈনিক ইত্তেফাক খবরটি প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল : 'রাষ্ট্রপতি মোশতাকের প্রতি বাদশাহ খালেদ ও প্রেসিডেন্ট নিমেরীর অভিনন্দন : সৌদী আরব ও সুদানের স্বীকৃতি'।[১৬৬]

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের দুই সপ্তাহ পর ৩১ আগস্ট চীনও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায় ১ সেপ্টেম্বর খবরটি গুরুত্বলাভ করে। তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব লাভ করে দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক বাংলায়। এই দু'টি পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে'। এই খবরে লেখা হয় :

> *গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সরকার গতকাল (রবিবার) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করিয়াছে। গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রধানমন্ত্রী মি: চৌ এন লাই গতরাতে এক বার্তায় বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদকে চীনের স্বীকৃতির বিষয় অবহিত করেন। চৌ এন লাই বলেন: গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সরকারের পক্ষ হইতে আমি সসম্মানে আপনাকে জানাইতেছি যে চীন সরকার আজ হইতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতেছেন। আমি নিশ্চিত যে, আমাদের দুই দেশের জনগণের চিরাচরিত বন্ধুত্ব দৃঢ়ভাবে বৃদ্ধি পাইবে।*[১৬৭]

দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'বাংলাদেশকে মহাচীনের স্বীকৃতি ॥ ঐতিহ্যবাহী বন্ধুত্ব বৃদ্ধি পাবে : চৌ এন লাই এর বাণী'।[১৬৮] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'China gives recognition.'[১৬৯] সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'বাংলাদেশের প্রতি গণচীনের স্বীকৃতি'।[১৭০]

সম্পাদকীয় :

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গে বেশকিছু সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে। ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি বুলগেরিয়া, মঙ্গোলিয়া এবং পোল্যান্ড বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। এর আগ ১১ জানুয়ারি পূর্ব জার্মানিও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক এই স্বীকৃতির প্রেক্ষাপটে ১৩ জানুয়ারি একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। শিরোনাম ছিল : 'ভাস্বর সত্য'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> *জার্মান গণসাধারণতন্ত্র, বুলগেরিয়া, মঙ্গোলিয়া এবং পোল্যান্ড বাঙলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাদের নিয়ে এ পর্যন্ত চারটি দেশ বাঙলাদেশের বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিল। ভারত ও ভুটান বাঙলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে গত ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। এক মাসের সামান্য কিছু বেশী সময়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাঙলাদেশের এই আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করছে যে বাঙলাদেশ এক তর্কাতীত সত্য, এর অস্তিত্বকে কেউ উপেক্ষা করে থাকতে পারবে না।*[১৭১]

১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। এই প্রেক্ষাপটে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। ২৬ জানুয়ারি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভার। সম্পাদকীয়গুলোতে একই ধরনের মন্তব্য করা হয়। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল : 'সোভিয়েট স্বীকৃতি'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

> *বিশ্বের বৃহৎ পাঁচ শক্তির মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নই প্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিল। এই পদক্ষেপের গুরুত্ব সবিস্তারে ব্যাখ্যা করতে হয় না। সোভিয়েট ইউনিয়নের এই অগ্রণী সিদ্ধান্তের ফলে একদিকে যেমন তৃতীয় বিশ্বের বহু রাষ্ট্র বাংলাদেশের বাস্তবতাকে স্বীকৃতি দিতে এগিয়ে আসবে তেমনি বাংলাদেশ-বিরোধী বৃহৎ শক্তিগুলোও পড়বে কূটনৈতিক চাপের মুখে। বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেবার জন্যে সোভিয়েট সরকার ও জনগণকে আমরা ধন্যবাদ জানাই।*[১৭২]

দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল: 'রাশিয়াকে অভিনন্দন'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

> *রাশিয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার ফলে সঙ্গত কারণেই ইহা আশা করা যাইতে পারে যে, যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সও শীঘ্রই স্বীকৃতি প্রদান করিবে। আমরা সোভিয়েট রাশিয়া এবং তার জনগণকে দেশবাসীর এবং আমাদের নিজেদের পক্ষ হইতে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই।*[১৭৩]

বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল : 'The Soviet Recognition'. এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> *The Soviet Union's recognition of Bangladesh is, we believe, a forerunner of recognition by all the other Great Powers. It is only a question of time for Bangladesh to be recognised as a free and sovereign country by the world as a whole.*[১৭৪]

বাংলাদেশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বীকৃতির প্রেক্ষাপটে সংবাদ একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৭২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি। শিরোনাম ছিল : 'বাংলাদেশ–সোভিয়েত সহযোগিতা'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

> *সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেবার পর অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে দু'দেশের মধ্যে ফলপ্রসূ সহযোগিতার অশেষ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই সহযোগিতা উভয় দেশের পক্ষে কল্যাণকর, বিশেষত: বাংলাদেশের বিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠনের ব্যাপারে বাংলাদেশ-সোভিয়েত সহযোগিতা খুবই সহায়ক বলে বিবেচিত হবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন যে বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু একথা আজ আর*

Cap-2 (2)

Dhaka University Institutional Repository

বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অবিচলভাবে সাহায্য ও সমর্থন দিয়ে সোভিয়েত সরকার ও জনগণ বাংলাদেশের জনগণের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ও কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন।[১৭৫]

১৯৭২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি ১৭ জন মার্কিন সিনেটর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। ঐ ১৭ জন সিনেটরের অন্যতম এডওয়ার্ড কেনেডি ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ সফলে আসেন এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সমাবেশে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিলেও বিশ্ববিবেক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই বক্তব্যের ধারাবাহিকতায় দৈনিক ইত্তেফাকে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় ১৬ ফেব্রুয়ারি তে। শিরোনাম ছিল: 'আমেরিকার বিবেক'। সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> *যে আমেরিকার সরকার বাংলাদেশকে অদ্যাবধি স্বীকৃতি দেয় নাই, প্রকারান্তরে বাংলাদেশের শত্রু পাকিস্তানকে এখনও মদদ দিয়া চলিয়াছে, সেই আমেরিকারই একজন হইয়াও তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ে বলিয়াছেন, "কোন কোন সরকার এখনও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিলেও বিশ্বের জনগণ তথা বিশ্ববিবেক বাংলাদেশকে বহু পূর্বেই স্বীকৃতি দিয়াছে।" ঢাকার মানুষ সিনেটর কেনেডিকে স্বাগত জানাইয়াছে। প্রাণঢালা সম্বর্ধনায় তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছে। আমেরিকার জনগণের এই জাগ্রত বিবেক তাহাদের সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপে প্রতিফলিত হউক, ইহাই বাংলার মানুষের কাম্য।*[১৭৬]

১৯৭২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ডসহ ১০টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। এই প্রেক্ষাপটে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলো সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ৬ ফেব্রুয়ারিতে। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'বাঙলার জয়'। সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

> *পৃথিবীর দেশে দেশে উত্থিত হচ্ছে বাংলাদেশের বিজয় পতাকা। দিল্লী, মসকো, বন, লন্ডন–একটির পর একটি সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে নিচ্ছেন বিশ্বের কনিষ্ঠতম রাষ্ট্র বাঙলাদেশকে। বাঙলাদেশের এই সবল অস্তিত্বকে পাকিস্তান, চীন ও যুক্তরাষ্ট্র কতদিন উপেক্ষা করে যেতে পারবেন সেটাই এই মুহূর্তে সবার প্রশ্ন। বাঙলাদেশের বিরোধিতা করে কূটনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে দুই মহাশক্তি, চূড়ান্ত মার খেয়েছে পাকিস্তান। পাকিস্তানের অস্তিত্ব নিয়েই এখন প্রশ্ন। আমরা আশা করছি, তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হবে, সত্য, শান্তি ও স্থিতিশীলতার স্বার্থে এই সব মহল স্বীকার করে নেবেন বাঙলাদেশকে।*[১৭৭]

দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল : 'বাংলাদেশের স্বীকৃতি'। সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

> *আমরা আশা করিব, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে অচিরে সকল রাষ্ট্র স্বীকার করিয়া নিবেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের দুঃসহ দিনগুলিতে কোন কোন রাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রশ্নে বিরোধী পক্ষ ও মনোভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা যেমন সত্য, তেমনি সেইসব রাষ্ট্রের অনেকেই বর্তমানে বাংলাদেশের অনস্বীকার্য বাস্তবতাকে উপলব্ধি করিয়া বিশ্বের নবতম রাষ্ট্রটিকে স্বীকৃতিদানের মাধ্যমে অতীত ভূমিকার সংশোধনে সক্রিয় হইয়াছেন ইহাও তেমনি সত্য।*[১৭৮]

বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল: 'Ten At A Time'. সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> *As expected, ten more countries, namely, Britain, West Germany, Norway, Sweden, Denmark, Finland, Austria, Ireland, Iceland, and Israel have simultaneously accorded their formal recognition to the People's Republic of Bangladesh. We are, indeed, happy that these countries have ultimately recognised the reality of Bangladesh and we expect that others will not lag far behind in accepting what is too real to ignore. Steps to establish, as early as possible, diplomatic relations with these countries at appropriate level will no doubt be taken.*[১৭৯]

১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। এই প্রেক্ষাপটে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলো সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ৬ এপ্রিল। শিরোনাম ছিল: 'যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি'। সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

> *স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশকে এ পর্যন্ত যেসব রাষ্ট্র স্বীকৃতি দিয়াছে, উহার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র হইতেছে ৫৭তম এবং স্বীকৃতিদানকারী বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে ৪র্থ। বাংলাদেশ যে একটি বাস্তব সত্য এবং উহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা নিছক উটপাখীর নীতি ছাড়া যে আর কিছুই নয়, বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শক্তি ও উন্নত দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি প্রদানে সেই সত্যই পুনর্বার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উল্লেখ করা যাইতে পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানে মূলত তথাকার জনমতেরই বিজয় ঘটিয়াছে। এই পটভূমিকায় মার্কিন সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টি অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য।*[১৮০]

বাংলাদেশ অবজারভার এ প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৭২ সালের ৭ এপ্রিল। শিরোনাম ছিল : 'US Recognition'. সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

> *Yet, .it is always better late than never. By this action the US Administration has not only demonstrated, even if belatedly, its awareness of the reality of Bangladesh, but also its respect for the opinion of the American people and the press whose support for out war of liberation we gratefully acknowledge..*[১৮১]

যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি প্রসঙ্গে দৈনিক বাংলাও ১৯৭২ সালের ৮ এপ্রিল একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল : 'মার্কিন স্বীকৃতি, জনগণের জয়'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

> *আমরা আশা করছি, বাংলাদেশকে মার্কিন সরকারের এই আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দু'দেশের সম্পর্ককে সহজ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ করে গড়ে তুলবে। কিন্তু এ জন্য প্রয়োজন মার্কিন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ পরিবর্তন। একটি স্বাধীন সার্বভৌম জাতি আর একটি স্বাধীন সার্বভৌম জাতির যে খোলামন এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বন্ধুত্বের হাত বাড়াতে পারে মার্কিন সরকারকে আজ সেই বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করতে হবে– তার মধ্যে কোনো ছল চাতুরী বা বিশেষ মনোভাব থাকলে চলবে না। আর তা হলেই মার্কিন সরকারের প্রতি বাংলাদেশের মানুষের যে অতীত তিক্ততা তা দূর হতে পারে।*[১৮২]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারিতেই দৈনিক বাংলা এ বিষয় একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'সত্যের জয় হলো'। সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

যাহোক, ছাব্বিশ মাস বিলম্বে হলেও শেষ পর্যন্ত জয় হয়েছে সত্যের। অবিবেকের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছে বিবেকী চেতনা এবং শুভবুদ্ধি। বন্ধুদেশ ভারতও অভিনন্দিত করেছে পাকিস্তানের এ শুভবোধকে। আমরা আশা করবো, প্রতিবেশী চীনও এবার সহযোগিতার হাত বাড়াবে আমাদের দিকে। [১৮৩]

একই দিন অর্থাৎ ১৯৭৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ অবজারভারও অনুরূপ একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'Pakistan Recognises Reality'. সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

Al last Pakistan has recognised the reality and sovereignty of Bangladesh. Though belated we are glad about the formal announcement of recognition accorded without any condition what-soever. [১৮৪]

বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গে দৈনিক ইত্তেফাক একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৭৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি। শিরোনাম ছিল : 'বাস্তবতার স্বীকৃতি'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

পাকিস্তানের এই স্বীকৃতি যতই বিলম্বিত হউক, ইহা বাস্তবতারই স্বীকৃতি। ইহা শান্তিকামী মানুষের জাগ্রত বিবেকের জয়। সারাবিশ্বের শুভ-প্রচেষ্টার বিজয়। [১৮৫]

সংবাদও পাকিস্তানের স্বীকৃতি প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৭৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি । সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

পাক সরকার কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের বিষয়টিকে আমরা সত্য ও বাস্তবতার জয় হিসেবেই দেখছি। একে দেখছি আমরা বাংলাদেশের নৈতিক ও কূটনৈতিক বিজয় হিসেবে। পারস্পরিক স্বীকৃতির ফলে অচিরেই দু'দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে। এর মধ্য দিয়ে দু'দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে উঠুক, বৈরিতার বদলে গড়ে উঠুক সদ্ভাব ও সহযোগিতার সম্পর্ক– এটাই আমরা চাই। [১৮৬]

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সৌদী আরবের স্বীকৃতি প্রাপ্তি প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায়। দৈনিক ইত্তেফাকে এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় ১৮ আগস্টে। শিরোনাম ছিল: 'সৌদী আরবের স্বীকৃতি'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

আজ দীর্ঘ সাড়ে তিন বৎসর পর খন্দকার মোশতাক আহমাদের নেতৃত্বে বাংলাদেশে নয়া সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়াছে, ইহা আমাদের জন্য এক গভীর আনন্দের বিষয়। সৌদি আরব কর্তৃক বাংলাদেশের স্বীকৃতির মাধ্যেমে বাংলা-আরব সমঝোতা ও শুভেচ্ছারই পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি ও প্রতিফলন ঘটিল। [১৮৭]

১৯৭৫ সালের ৩১ আগস্ট চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলো এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ২ সেপ্টেম্বরে। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল: 'গণচীনের স্বীকৃতি'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

চীনের স্বীকৃতি যেমন বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রনীতির এক বিরাট সাফল্য তেমনি বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ। এই সম্ভাবনাকে সফল করার দায়িত্ব দুটি দেশের জনগণের। আমরা আশা করি সংগ্রামে-শান্তিতে এ দুটি দেশের জনগণের ঐক্য অটুট থাকবে। দু'টি দেশের মৈত্রী সম্পর্ক গভীর হতে গভীরতর হবে। [১৮৮]

দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'চীনের স্বীকৃতি'। সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

চীনের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান নিঃসন্দেহেই উভয় দেশের সহযোগিতার দিগন্ত প্রসারিত করিবে। ইহাতে উপকৃত হইবে উভয় দেশের জনজীবন। আমরা আশা করি, উপমহাদেশের জীবন নিঃশঙ্ক-শান্তিময় ও ক্লেশমুক্ত করার জন্য চীনের সহযোগিতা ক্রম প্রসারিত হইবে। [১৮৯]

সংবাদে এ সংক্রান্ত সম্পাদাকীয়টির শিরোনাম ছিল : 'গণচীনের স্বীকৃতি'। সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

অবশেষে গণচীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। গণচীন কর্তৃক বাংলাদেশের স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে একটি শুভ সংবাদ এবং প্রেসিডেন্ট মোশতক আহমাদের নতুন সরকারের পক্ষে একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য। [১৯০]

বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল : 'Recognition by China'. এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

The People's Republic of China's recognition of Bangladesh completes the cycle of recognition's by the major countries of the world. It is specially gratifying that China's recognition like Saudi Arabia's came after the new government took over in the middle of the last month. [১৯১]

প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ :

উপরের তথ্য বিশ্লেষণ থেকে বলা যায়, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে সংবাদপত্রে বীরাঙ্গনা প্রসঙ্গ নিয়ে বেশ উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার প্রতিফলন ঘটে। সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সম্পাদকীয়, এমনকি চিঠিপত্র বিভাগেও এর অনেক নজীর রয়েছে। সবক্ষেত্রেই বীরাঙ্গনাদের পুনর্বাসনের বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়। আরেকটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, বীরাঙ্গনা প্রসঙ্গটি স্বাধীনতা পরবর্তী বছরটি (১৯৭২) জুড়ে গুরুত্ব লাভ করলেও এরপরে অর্থাৎ ১৯৭২ সালের পরে এ প্রসঙ্গটির প্রতিফলন সংবাদপত্রে দেখা যায় না।

Cap-2-(2)

Dhaka University Institutional Repository

বীরাঙ্গনা প্রসঙ্গে প্রকাশিত রিপোর্টগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রধানত পাঁচ ধরনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো হচ্ছে :

এক. সরকারী উদ্যোগে বীরাঙ্গনা পুনর্বাসন তৎপরতা,

দুই. বেসরকারী উদ্যোগে বীরাঙ্গনা পুনর্বাসন তৎপরতা,

তিন. বীরাঙ্গনার সংখ্যা সম্পর্কিত রিপোর্ট,

চার. বীরাঙ্গনাদের পুনর্বাসনের দাবী জানিয়ে বিবৃতি এবং

পাঁচ. পত্রিকার নিজস্ব স্পেশাল আইটেম।

রিপোর্ট সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, সরকারী উদ্যোগে বীরাঙ্গনা পুনর্বাসন তৎপরতা সংক্রান্ত খবর তুলনামূলকভাবে বেশি হারে প্রকাশিত হয়েছে। এই রিপোর্টগুলোকে সব পত্রিকায়ই বীরাঙ্গনা বিষয়ক অন্যান্য রিপোর্টের চেয়ে ভলো ট্রিটমেন্টও দেয়া হয়েছে। প্রায় সবগুলো রিপোর্টই বিভিন্ন পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে।

বীরাঙ্গনার সংখ্যা সম্পর্কিত রিপোর্টগুলো পড়ে বীরাঙ্গনার সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়তে হয়। ১৯৭২ সালের শুরু তে (১৭ জানুয়ারি) এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। লন্ডন থেকে বার্তা সংস্থা বিএসএস ও পিটিআই পরিবেশিত এই খবর দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টে বীরাঙ্গনার সংখ্যা চার হাজার উল্লেখ করা হয়। অন্যদিকে ১৯৭২ সালের ১৯ জানুয়ারি এ বিষয়ে একটি খবর প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। জেনেভা থেকে বার্তা সংস্থা এএফপির পাঠানো এই রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় বাংলাদেশ অবজারভারে। এতে বীরাঙ্গনার সংখ্যা উল্লেখ করা হয় দুই লাখ। বছরের (১৯৭২) শেষদিকে ৩ নভেম্বর বার্তাসংস্থা বিপিআই পরিবেশিত এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টেও বীরাঙ্গনার সংখ্যা দুই লাখ উল্লেখ করা হয়। তবে ২৬ নভেম্বর (১৯৭২) দৈনিক ইত্তেফাকে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় এ বিষয়ে। এই রিপোর্টে বীরাঙ্গনা সংখ্যা উল্লেখ করা হয় চৌদ্দ লাখ। তবে একটি ছাড়া সবগুলো বীরাঙ্গনার সংখ্যা সংক্রান্ত রিপোর্টগুলোর ভাল ট্রিটমেন্ট দেয়া হয়েছে। রিপোর্টগুলো প্রথম পৃষ্ঠায় গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে।

বীরাঙ্গনা বিষয়ে অন্য রিপোর্টগুলোর মধ্যে বেসরকারী উদ্যোগে বীরাঙ্গনা পুনর্বাসন তৎপরতা এবং বীরাঙ্গনাদের পুনর্বাসনের দাবী জানিয়ে বিবৃতি বিষয়ের রিপোর্টগুলোর বেশির ভাগ ভেতরের পাতায় প্রকাশিত হলেও পত্রিকার নিজস্ব স্পেশাল আইটেমগুলোর বেশ গুরুত্বের সঙ্গে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে।

বীরাঙ্গনা সম্পর্কিত একটি রিপোর্টের শিরোনাম ব্যতিক্রমধর্মী এক বিষয়ের জন্ম দেয়। ১৯৭২ সালের ৩ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকে বীরাঙ্গনা প্রসঙ্গে প্রকাশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল : 'ধর্ষিতা নাগিনীদের আত্মহত্যা'। বার্তা সংস্থা বিপিআই পরিবেশিত এই রিপোর্টটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টটি প্রকাশের দু'দিন পর ১৯৭২ সালের ৫ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকের চিঠিপত্র বিভাগে 'জনৈক নাগরিক' ছদ্মনামে চিঠি লিখে এক পাঠক অভিযোগ করেন যে ঐ শিরোনামের মাধ্যমে বীরাঙ্গনা সম্পর্কে বিরূপ অর্থের প্রতিফলন ঘটেছে। চিঠি লেখক তাঁর চিঠিতে উল্লেখ করেন যে, 'নাগিনী' বলতে 'খলস্বভাবা' ও 'দাম্ভিকপরায়ণা' নারীকে বোঝায়। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বীরাঙ্গনাদের 'নাগিনী' বলা যথোচিত হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে প্রশ্ন রাখেন।

এই চিঠির নিচেই ঐ শিরোনামের মর্মার্থ ও যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন দৈনিক ইত্তেফাক-এর সম্পাদক। 'আমাদের বক্তব্য' শিরোনামের এই ব্যাখ্যায় বাংলা সাহিত্যে 'নাগিনী' শব্দের ঐতিহ্যগত অর্থ তুলে ধরা হয়। তাতে উল্লেখ করা হয় যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কাজী নজরুল ইসলাম 'বিদ্রোহী নারী' অর্থে 'নাগিনী' শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর উল্লিখিত শিরোনামটি সরাসরি কাজী নজরুল ইসলামের একটি কবিতার লাইন থেকে গৃহীত হয়েছে।

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে বীরাঙ্গনা বিষয়ক বেশকটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। এই সম্পাদকীয়গুলোতে মূলত বীরাঙ্গনাদের পুনর্বাসনের বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়। সংবাদ-এ বীরাঙ্গনা বিষয়ে তিনটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। প্রথমটি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি। এই সম্পাদকীয়তে আশা প্রকাশ করা হয়, বীরাঙ্গনাদের যথাযথ সামাজিক মর্যাদা দেয়া হবে। তারা নিজের পরিবারে ফিরে যেতে পারবেন এবং সবার কাছ থেকে উপযুক্ত ও পূর্ণ মর্যাদা লাভ করবেন বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। এ ব্যাপারে সমাজ সকল সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠতে পারবে বলেও প্রত্যাশা করা হয়।

সংবাদ-এর দ্বিতীয় সম্পাদকীয়টি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি। এই সম্পাদকীয়তে বীরাঙ্গনাদের পুনর্বাসনের জন্য জাতীয় মহিলা পুনর্বাসন বোর্ড গঠন করায় সরকারকে অভিনন্দন জানানো হয়। সম্পাদকীয়টিতে দ্রুত বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালনার আহ্বান জানানো হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদ-এ অপর সম্পাদকীয়টি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ৩১ মার্চ। এই সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, শুধু রাষ্ট্রীয়ভাবে বীরাঙ্গনাদের সম্মানিত করলেই চলবে না, একই সঙ্গে সার্বিক মূল্যবোধের পরিবর্তন করতে হবে। এতে বীরাঙ্গনাদের আত্মগ্লানি লাঘব হবে। এ ব্যাপারে সরকারসহ সংশ্লিষ্ট মহলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়।

দৈনিক বাংলায় বীরাঙ্গনা প্রসঙ্গে ১৯৭২ সালের ১৬ জানুয়ারি একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এই সম্পাদকীয়তে বীরাঙ্গনাদের প্রতি জাতির কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। এতে সরকারের পাশাপাশি দেশবাসীকে বীরাঙ্গনা পুনর্বাসনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়।

বীরাঙ্গনা প্রসঙ্গে দৈনিক ইত্তেফাক ১৯৭২ সালের ১৫ অক্টোবর একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এতে বীরাঙ্গনা পুনর্বাসন কার্যক্রম শুধু ঢাকায় কেন্দ্রীভূত না রেখে অবিলম্বে সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়ার আহ্বান জানানো হয়।

বীরাঙ্গনা প্রসঙ্গে পাঠকদের নানা ধরনের চিঠি প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন সংবাদপত্রের চিঠিপত্র পাতায়। এসব চিঠির কোনোটিতে বীরাঙ্গনাদের প্রতি করণীয় সম্পর্কে নানা সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে। কোনো চিঠিতে চিঠি লেখক বীরাঙ্গনা বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন। পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে কোনো চিঠিতে। বীরাঙ্গনা বিষয়ক রিপোর্টের শিরোনামে বীরাঙ্গনা সম্পর্কে বিরূপ অর্থের প্রতিফলন ঘটেছে– এমন অভিযোগ জানিয়েও চিঠি লিখেছেন পাঠক। এক চিঠির রেশ ধরে আরেকজন চিঠি লিখেছেন চিঠিপত্র পাতায় এমন নজীরও রয়েছে।

বীরাঙ্গনা প্রসঙ্গে ১৯৭২ সালের ১৮ জানুয়ারি দৈনিক বাংলায় দু'টি চিঠি প্রকাশিত হয়। একটি চিঠিতে বলা হয় : বীরাঙ্গনাদেরকে সত্যিকারভাবে মর্যাদা দিতে হলে প্রত্যেক নারীকে তাঁর নিজ নিজ পরিবারে সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে স্থান দিতে হবে। যেসব মহিলা এখন অন্তঃসত্ত্বা আছেন তাদেরকে আপাতত কোনো নার্সিংহোমে রাখা যেতে পারে এবং সন্তান প্রসবের পর যতদিন নবজাত শিশুর জন্য অপরিহার্য হয় সেই ন্যূনতম সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তাদের নিজ পরিবারে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং সেই শিশুকে লালন পালনের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনবোধে এতিমখানায় রেখে লালন-পালনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এইসব ব্যবস্থার জন্য আবশ্যক হলে আইন প্রণয়ন করার জন্য তিনি সুপারিশ করেন। অপর চিঠিটি দু'জন পাঠকের যুক্ত চিঠি। এই যুক্ত চিঠিতে বীরাঙ্গনাদের প্রতি সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়।

দৈনিক বাংলায় ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি আরেকটি চিঠি প্রকাশিত হয়। এই চিঠিতে সমকালীন সংবাদপত্রে বীরাঙ্গনাদের সাহায্য-সহযোগিতার বিষয়ে বিভিন্ন সুপারিশ ও প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানান।

ভারত থেকে এক ব্যক্তি একজন বীরাঙ্গনাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন ১৯৭২ সালের ১০ মার্চ সংবাদ-এ প্রকাশিত এক চিঠিতে। কোলকাতার টালীগঞ্জের ২০ কলাবাগান লেন থেকে রমেন্দ্র সরকার এই চিঠিতে তাঁর মহানুভবতার পরিচয় দেন। চিঠিতে তিনি বলেন : লাঞ্ছিতা কোনো তরুণীকে রেজিস্ট্রি বিয়ে করে তাঁর সমাজে সম্মানীয় জীবন যাপনের পথ সুগম করতে চাই। সে মেয়ে হিন্দু না মুসলমান তার বিচার আমি করতে যাব না। আমার দিক দিয়ে সামান্য শর্তগুলা হচ্ছে এই মেয়ের বয়স ১৬-১৯ এর মধ্যে হওয়া চাই এবং কিছুটা লেখাপড়া ও সাহিত্যজ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আগ্রহী পক্ষ আমার ঠিকানায় পত্র মারফত যোগাযোগ করতে পারেন।

এই চিঠি প্রকাশের পর বাংলাদেশ থেকে বেশকিছু অপ্রত্যাশিত ও অপ্রাসঙ্গিক চিঠি পান রমেন্দ্র সরকার। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালের ৩১ মার্চ সংবাদ-এ তাঁর আরেকটি চিঠি প্রকাশিত হয়। সেই চিঠিতে রমেন্দ্র সরকার নিজের অবস্থান পরিষ্কার করেন এবং বক্তব্য পুনর্ব্যক্ত করেন। এই চিঠিতে তিনি লিখেন: আমার চিঠি প্রকশিত হবার পর আমার কাছে বাংলাদেশ থেকে বহু চিঠি এসেছে এই মর্মে যে, পত্র লেখককে চাকরি কিংবা নগদ টাকা দিয়ে সাহায্য করলে তিনি একজন বীরাঙ্গনাকে বিয়ে করতে রাজী আছেন। রমেন্দ্র সরকার তাঁর চিঠিতে বলেন : সুস্পষ্টভাবে জানাচ্ছি আমি কোনো সাহায্য সংস্থা বা ঐ জাতীয় কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত নই। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে একজন বীরাঙ্গনাকে বিয়ের মাধ্যমে সম্মানীয় জীবন যাপনের সুযোগ দিতে চেয়েছিলাম এবং সে বিষয়ে আমার মত এখনও অপরিবর্তিত আছে।

বীরাঙ্গনা প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে বীরাঙ্গনা সম্পর্কিত মন্তব্যের সমর্থন জানিয়ে একটি চিঠি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ৯ এপ্রিল। উল্লিখিত সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় সংবাদ-এ ১৯৭২ সালের ৩১ মার্চ। এই সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, শুধু রাষ্ট্রীয়ভাবে বীরাঙ্গনাদের সম্মানিত করলেই চলবে না, একই সঙ্গে সার্বিক মূল্যবোধের পরিবর্তন করতে হবে। এতে বীরাঙ্গনাদের আত্মগ্লানি লাঘব হবে। এ ব্যাপারে সরকার সহ সংশ্লিষ্ট মহলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয় সম্পাদকীয়তে। এই সম্পাদকীয় মন্তব্যের সমর্থন জানিয়ে ভারতের কোলকাতার ২ ক্যানাল স্ট্রীটস্থ 'সুস্বাস্থ্যম' নামের একটি সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ডাঃ জাফর আলম এক চিঠিতে বীরাঙ্গনাদের পুনর্বাসনে ১১টি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ তুলে ধরেন।

অন্যদিকে দৈনিক ইত্তেফাকে বীরাঙ্গনা প্রসঙ্গে প্রকাশিত এক চিঠির বক্তব্যের সমর্থনেও বীরাঙ্গনা-পুনর্বাসনে বেশকিছু সুপারিশ তুলে ধরেন ডাঃ জাফর আলম দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক চিঠিতে। ১৯৭২ সালের ৬ এপ্রিল প্রকাশিত এই চিঠিতে চিঠি

Cap-2-(2)

Dhaka University Institutional Repository
লেখক বলেন : মনে হয় বীরাঙ্গনাদের বিয়ে করবার ব্যাপারে দেশের সর্বস্তরের উচ্চ শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত লোকদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করা উচিত। এতে বীরাঙ্গনাদের পুনর্বাসনের বিষয়টি যে শুধু মর্যাদাসম্পন্ন হবে তাই নয়। বরং এর দ্বারা সর্বমহলে একটা অনুপ্রেরণারও সৃষ্টি হবে। তখন বীরাঙ্গনাদের পুনর্বাসনের বিষয়টি অনেক সহজতর ও সুষ্ঠু হবে বলে মনে করি।

চিঠি লেখক মিজানুর রহমানের চিঠির বিপরীতে ডাঃ জাফর আলম বলেন : বিবাহ প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার বিনীত আবেদন এই যে, প্রতিটি বিবাহ প্রস্তাবের পাশ্চাতে পুরুষ প্রধান সমাজের অনুকম্পা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকবে এবং ফলে সমাজের সামনে নির্যাতিতা নারীরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবেন এর কোন নিশ্চয়তা নেই। সেই জন্য বিবাহ ব্যবস্থা যদি করতেই হয়, তাহলে বিবাহ পর্বকালেও এদের অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী করে তোলার ব্যবস্থা রাখতে হবে। কে বলতে পারে কার প্ররোচনায় গন্ডায় গন্ডায় বিয়ের আবেদন এসে পরে এরা দেহবিক্রয় ব্যবসায়ীদের খোরাক জুটাবে কিনা? সেইজন্য প্রতিটি বিবাহের প্রস্তাব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হবে এবং প্রস্তাবিত বিবাহের সাফল্যের সম্ভাবনা আছে কিনা এ সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ করবেন পেশাগত মনোবিজ্ঞানী ও সমাজ কল্যাণ কর্মীরা বিবাহের পূর্বেই।

দালাল সংশ্লিষ্ট তথ্য বিশ্লেষণ থেকে বলা যায়, এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে স্বাধীনতা-পরবর্তী দু'বছর দালাল প্রসঙ্গটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে উঠে। সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয়, সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ, চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশিত অনেক চিঠির বিষয়বস্তু ছিল– 'দালাল'। এখানে একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, দৈনিক ইত্তেফাক শুরু থেকেই দালালদের জন্য অনুকম্পা বা ক্ষমা প্রদর্শনের পক্ষপাতি ছিল। দৈনিক ইত্তেফাকের বিভিন্ন রিপোর্ট, সম্পাদকীয়, সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ ও প্রকাশিত চিঠিপত্রে এর প্রতিফলন ঘটে। শুধু তাই না দৈনিক ইত্তেফাক তার এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে (২ ডিসেম্বর ১৯৭৩) নির্দ্বিধায় স্বীকার করে বলেছে : 'আমরা বার বার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছি। এ ব্যাপারে কোন কোন মহল আমাদের ভুলও বুঝিয়েছেন। কিন্তু সত্যের বিজয় শেষ পর্যন্ত অনিবার্য হইয়াছে।' অন্যদিকে দালাল আইনের ফাঁক-ফোকর ও অসঙ্গতি বিষয়ে দৈনিক বাংলা স্পেশাল আইটেম প্রকাশ করে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যে কারণে পরবর্তীতে দালাল আইন সংশোধিতও হয়।

দালাল বিষয়ক খবরগুলো বিশ্লেষণ করণে দেখা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে প্রধানত আট ধরনের খবর প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো হচ্ছে :

এক. স্বাধীনতার পরও দালালদের অব্যাহত তৎপরতা,
দুই. দালাল-গ্রেফতার,
তিন. দালালদের বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন,
চার. দালালদের বিচার অনুষ্ঠান,
পাঁচ. দালালদের বিচারের জন্য আইন সংশোধন,
ছয়. দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমার দাবী,
সাত. কয়েক শ্রেণীর দালালের প্রতি অনুকম্পা ঘোষণা,
আট. দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দালাল সংক্রান্ত খবরগুলোর মধ্যে 'দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা' এবং 'কয়েক শ্রেণীর দালালের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা' বিষয়ক খবরগুলো গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে অন্যান্য দালাল সংক্রান্ত খবরের তুলনায় বেশি গুরুত্ব লাভ করেছে। লক্ষ্য করলে দেয়া যায়, উপরোক্ত দু'টি বিষয়ে প্রকাশিত খবর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোর মধ্যে দৈনিক ইত্তেফাক সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। দৈনিক ইত্তেফাক 'কয়েক শ্রেণীর দালালের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা' বিষয়ক খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে ব্যানার ও বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশ করেছে। আর 'দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা' বিষয়ক খবরটিও দৈনিক ইত্তেফাক প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে ব্যানার আইটেম হিসেবে প্রকাশ করেছে।

অন্যদিকে বাংলাদেশ অবজারভার 'কয়েক শ্রেণীর দালালের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা'র খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করলেও 'দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা'র খবরটি প্রকাশ করেছে প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে ব্যানার আইটেম হিসেবে।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোর মধ্যে সংবাদ উপরোক্ত খবর দুটোকে অন্য তিনটি পত্রিকার তুলনায় কম গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করেছে। 'কয়েক শ্রেণীর দালালের প্রতি ক্ষমা ঘোষণার' খবরটি সংবাদ প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করেছে। আর 'দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা'র খবরটি আরো একটু কম গুরুত্ব দিয়ে প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে দেখা যায়, স্বাধীনতা পর পর দালাল বিষয়ক রিপোর্টগুলোর বেশির ভাগই ছিল দালাল গ্রেফতার সংক্রান্ত। ১৯৭২ সালের শুরুতে প্রায় প্রতিদিনই খবরের কাগজগুলোতে দালাল গ্রেফতারের খবর প্রকাশিত হতো। সরকারী হ্যান্ড আউটের বরাত দিয়ে খবরগুলো প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন পত্রিকায়। তবে খবরগুলো খুব গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয়নি। এই খবরগুলো প্রকাশিত হয়েছে ভিতরের পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম বা ডাবল কলাম শিরোনামে। এসব রিপোর্টে শুধু গ্রেফতারকৃতদের নাম ও ঠিকানার একটি তালিকা প্রকাশিত হতো। দালাল গ্রেফতারের প্রক্রিয়া চলে প্রায় দু'বছর ধরে। ১৯৭২ সালের শেষ দিকে (৪ অক্টোবর) সে সময়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মান্নানের দেয়া তথ্যের ভিত্তি দালাল গ্রেফতারের একটি পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয় খবরের কাগজে। এতে বলা হয়, তখন পর্যন্ত ৪১ হাজার দালাল গ্রেফতার হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সামরিক সরকারের অনুগত সরকারী কর্মকর্তাদেরও দালাল হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়। দালাল সরকারী কর্মচারীদের চিহ্নিতকরণে স্ক্রীনিং বোর্ড গঠন ও অভিযুক্ত সরকারী কর্মচারীদের চাকরিচ্যুতকরণের খবর ফলাও করে প্রকাশ করা হয় গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে।

দালাল গ্রেফতারের প্রক্রিয়া চলতে থাকলেও ১৯৭২ সালের শুরু তে কোনো কোনো এলাকায় দালালরা তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছিল। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত খবরের কাগজে প্রকাশিত তথ্য থেকে এর নজীর পাওয়া যায়।

দালালদের বিচারের জন্য গঠন করা হয় বিশেষ ট্রাইব্যুনাল। ট্রাইবুনাল গঠনের ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের আদেশ জারির খবরটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে গুরুত্ব লাভ করে (২৫ জানুয়ারি ১৯৭২)। খবরটি তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব দেয় সংবাদ।

প্রেসিডেন্টের এই আদেশের ধারাবাহিকতায় সারা দেশে ৭৩টি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের খবর প্রকাশিত হয় (২৯ মার্চ ২৯৭২)। এই খবরটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে একই ধরনের ট্রিটমেন্ট লাভ করে। খবরটি চারটি পত্রিকায়ই ঐদিন প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের পর সারা দেশের দালালদের বিচার কার্যক্রম শুরু হয়। দালাল-বিচারের প্রথম রায়ের খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১১ জুন। কুষ্টিয়ার বিশেষ টাইব্যুনালের রায় ছিল এটি। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোর মধ্যে দৈনিক বাংলায় এই খবরটি তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব লাভ করে।

দালালীর অভিযোগে যারা বিচারের সম্মুখীন হয়েছিলেন তাদের মধ্যে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের গবর্ণর ডাঃ এ এম মালিককে আদালতে হাজির করা এবং তার বিচারের রায় সংক্রান্ত খবর সংবাদপত্রে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে। ডাঃ এ এম মালিককে আদালতে হাজির করা সংক্রান্ত খবর ১৯৭২ সালের ৮ অক্টোবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবক'টি পত্রিকাই গুরুত্বের সঙ্গে এ খবর প্রকাশ করে। তবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় দৈনিক বাংলা।

দালাল হিসেবে দোষী সাব্যস্ত করে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর ডাঃ এ এম মালিককে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেয়া হয়। ১৯৭২ সালের ২১ নভেম্বর এই সংবাদ খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়। ১৯৭২ সালের ৮ অক্টোবর ডাঃ মালিককে আদালতে হাজির করার খবরের চেয়েও বেশি গুরুত্ব লাভ করে এই খবর। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকাই ফলাও করে প্রকাশ করে এই খবর। তবে এক্ষেত্রেও খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে দৈনিক বাংলায়।

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোর মধ্যে দৈনিক বাংলাই প্রথম দালাল আইন সংশোধনের যৌক্তিকতা তুলে ধরে এবং পরে লক্ষ্য করা যায়, সরকার এ আইন সংশোধন করে। ১৯৭২ সালের ২১ জুলাই দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয় যে, আইনের ফাঁক-ফোকর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে দালালরা। এই খবরের ধারাবাহিকতায় দৈনিক বাংলা ১৯৭২ সালের ২৩ জুলাই আরও একটি খবর প্রকাশ করে। প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত এই খবরে দালাল আইনের নানা অসঙ্গতি তুলে ধরা হয়। দৈনিক বাংলায় দালাল আইনের অসঙ্গতি প্রসঙ্গে খবর প্রকাশের পর দালাল আইন সংশোধনের বিষয়টি সরকারের কাছে গুরুত্ব লাভ করে। এর নজীর দেখা যায় ১৯৭২ সালের ৫ আগস্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে। ঐ খবরে জানা যায়, মন্ত্রী পরিষদের এক সভায় দালাল আইন সংশোধনের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এর ধারাবহিকতায় বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত একটি খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ৮ আগস্ট। এই খবরে বলা হয় : সরকার খুব শীঘ্রই দালাল আইন সংশোধন করবেন। দালাল আইন সংশোধনের সম্ভাবনার ব্যাপারে খবরের কাগজে বিভিন্ন খবর প্রকাশের এক পর্যায়ে দালালদের বিচার স্থগিত ঘোষণা করে সরকার। দালালদের বিচার স্থগিত সংক্রান্ত এই খবর পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা বিপিআই। এই খবর ১৯৭২ সালের ১০ আগস্ট খবরের কাগজগুলোতে প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয় : সরকার বর্তমানে দালাল আইনের সংশোধনের কথা বিবেচনা করছে। এই খবর প্রকাশের ধারাবাকিতায়

Cap-2-(2)

Dhaka University Institutional Repository

বার্তা সংস্থা বিপিআই আরেকটি খবর প্রকাশ করে। ১৯৭২ সালের ২৭ আগস্টের খবরের কাগজে প্রকাশিত উল্লিখিত খবরে বলা হয় : দালাল আইনের সংশোধনীর খসড়া প্রস্তুতের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এর দু'দিন পর ১৯৭২ সালের ৩০ আগস্ট দালাল আইন সংশোধন আদেশ জারির খবর প্রকাশিত হয় খবরের কাগজে।

দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পক্ষপাতি ছিল দৈনিক ইত্তেফাক। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোর মধ্যে কেবলমাত্র দৈনিক ইত্তেফাকেই দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার আহ্বান সংবলিত নিবন্ধ সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত হয়। এই নিবন্ধসমূহের বক্তব্য সমর্থনের করে বেশকিছু চিঠিও প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকের চিঠিপত্র বিভাগে। দালালদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার আহ্বান জানিয়ে সম্পাদকীয়ও প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক। সম্পাদকীয়, নিবন্ধ ও চিঠি প্রকাশের পাশপাশি দৈনিক ইত্তেফাক দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমার সুপারিশ করে খবরও প্রকাশ করে। প্রথমে ১৯৭২ সালের ১১ ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকে দালালদের প্রতি সাধারণ ঘোষণার সম্ভাবনার কথা জানিয়ে একটি খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকের স্পেশাল আইটেম হিসেবে প্রথম পৃষ্ঠায় খবরটি প্রকাশিত হয়। এই খবরে বলা হয়: দালালীর জন্য লঘু অপরাধে অভিযুক্ত সকলের প্রতি সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। উক্ত খবরে আশা প্রকাশ করা হয় : ঐবছরের (১৯৭২) ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস উপলক্ষে সরকার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করবে।

কিন্তু পরে দেখা যায়, উল্লিখিত তারিখে সরকার দালালদের সাধারণ ক্ষমা করেনি। তাই ঐ খবরে ধারাবাহিকতায় পরের বছর ১৯৭৩ সালের ২৩ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাক আরও একটি খবর প্রকাশ করে। এই খবরে দৈনিক ইত্তেফাক দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার জন্য সরাসরি সরকারের কাছে সুপারিশ করে। এ ধরনের মন্তব্যধর্মী ও সুপারিশমূলক খবর সমকালীন সংবাদপত্রে বিরল। এই রিপোর্টে কেন দালালদের ক্ষমা করা উচিত তাও ব্যাখ্যা করে দৈনিক ইত্তেফাক। দৈনিক ইত্তেফাকে স্পেশাল আইটেম উল্লিখিত খবর প্রকাশের প্রায় দুই মাস পর সরকার কয়েক শ্রেণীর দালালের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করে। উল্লিখিত খবর ১৯৭২ সালের ১৭ মে প্রকাশিত হয়। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবকটি পত্রিকায় গুরুত্বে সঙ্গে প্রকাশিত হয় খবরটি। তবে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক।

কয়েক শ্রেণীর দালালের প্রতি শর্তাধীন ক্ষমা ঘোষণার সাত মাসের মধ্যেই অবশেষে সরকার দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে ফলাও করে প্রকাশ করা হয় এই খবর ১৯৭৩ সালের ১ ডিসেম্বর। দৈনিক ইত্তেফাক এবং পাশাপাশি বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে ব্যানার আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। দৈনিক ইত্তেফাক নিজস্ব আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে এ খবর। এই খবরে দৈনিক ইত্তেফাক দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকারকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে নিজেদের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে। এই খবরে দৈনিক ইত্তেফাক বলে : প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, দৈনিক ইত্তেফাক বহুদিন যাবৎ সংবাদ, নিবন্ধ, সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় কলামে বার বার বলিয়া আসিয়াছে যে, যাহাদের বিরুদ্ধে হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ইত্যাদির প্রত্যক্ষ ও সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে তাদের ছাড়া অপর সকলকে সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হোক।

দৈনিক বাংলা সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। খবরটি সবচেয়ে কম গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে সংবাদ। সংবাদ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসবে প্রকাশ করে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ৩ ডিসেম্বর বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) বাতিল অর্ডিন্যান্স ১৯৭৫ জারি করা হয়। এই খবর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায় ১৯৭৬ সালের ১ জানুয়ারি প্রকাশিত হয়।

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে দালাল বিষয়ক বেশকিছু সংখ্যক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদকীয় পাতায় নিবন্ধও প্রকাশিত হয়েছে এ সম্পর্কিত। সম্পাদকীয়র বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে :

এক. দালালদের বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল,

দুই. দালালদের কার্যক্রম অব্যাহত থাকা,

তিন. দালাল সরকারী কর্মচারী চিহ্নিত করার জন্য স্ক্রীনিং বোর্ড গঠন,

চার. মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণকারী দূতাবাস কর্মকর্তা বরখাস্ত,

পাঁচ. দালাল আইন সংশোধন,

ছয়. দালালদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা।

দালালদের বিচারের জন্য ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন সংক্রান্ত রাষ্ট্রপতির আদেশ জারি হয়। এর পর সারাদেশে ৭৩টি ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়। বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠনের আদেশ জারির পর দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৭২ সালের ১৯

Dhaka University Institutional Repository

ফেব্রুয়ারি একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এই সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক দালাল আদেশ কার্যকর করার দায়িত্বপ্রাপ্তদের নিরপেক্ষতা, দক্ষতা ও ন্যায় বিচারের প্রতি লক্ষ্য রাখার আহ্বান জানায়।

দালাল গ্রেফতার ও বিচার প্রক্রিয়া চলতে থাকলেও ১৯৭২ সালের প্রথমদিকে কোনো কোনো এলাকায় দালালরা তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছিল। এ বিষয়ে খবর প্রকাশের পর সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। ১৯৭২ সালের ২৩ এপ্রিল প্রকাশিত এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় : দালালদের বিচারের ব্যাপারে সরকারের আন্তরিকতার অভাব না থাকলেও একশ্রেণীর লোক ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের জন্য সরকারের লক্ষ্য অর্জনে বাধার সৃষ্টি করছে। প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ছত্রচ্ছায়ায় দালালদের অবাধে ঘুরে বেড়ানো কথা উল্লেখ করে এ ব্যাপারে সরকারকে সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দেয়া হয় ঐ সম্পাদকীয়তে।

১৯৭২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি সংবাদ-এ প্রকাশিত এক চিঠিতে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেনি, অথচ স্বাধীনতার পর বিদেশী মিশনে কর্মরত আছেন এমন সরকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। এই চিঠি প্রকাশের পর ১৯৭২ সালের ৬ জুন এ ব্যাপারে সরকারী সিদ্ধান্তের খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরে বলা হয় : মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করার অভিযোগে চারজন রাষ্ট্রদূতসহ বিদেশী মিশনে কর্মরত আটজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এই বরখাস্তের খবর প্রকাশের পর ১৯৭২ সালের ৭ জুন এ বিষয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। এই সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে যে, এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এতে বোঝা যায় প্রশাসনযন্ত্রকে পরিচ্ছন্ন করতে সরকার বদ্ধপরিকর। সরকারের এই পদক্ষেপে দেশপ্রেমিক সরকারী কর্মচারীরা স্বস্তিবোধ করবে।

শুধু বিদেশী মিশনে কর্মরত সরকারী কর্মচারী নয়, দেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানি সামরিক সরকারের অনুগত সরকারী কর্মচারীদের চিহ্নিত করার জন্য সরকারের স্ক্রীনিং বোর্ড গঠনের খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১৫ জুন। এই খবরকে স্বাগত জানিয়েও সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা ও সংবাদ। ১৯৭২ সালের ১৬ জুন প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা আশা প্রকাশ করে যে, স্ক্রীনিং বোর্ডের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান সমর্থক এবং পাকিস্তানি শাসকদের সহায়তাকারী সরকারী কর্মচারীদের চিহ্নিত করে শাস্তি প্রদান করা সম্ভব হবে।

অন্যদিকে ১৯৭২ সালের ১৭ জুন সংবাদ-এ এ বিষয়ে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে যে, মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি শাসকদের সহায়তাকারী সরকারী কর্মচারীরা প্রশাসনযন্ত্রের অবাঞ্ছিত অংশ। এদের অপসারিত করতে পারলে সরকারের প্রগতিশীল ও গণমুখী কর্মকান্ড বাস্তবায়ন সহজ হবে।

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোর মধ্যে দৈনিক বাংলাই প্রথম দালাল আইন সংশোধনের যৌক্তিকতা তুলে ধরে। ১৯৭২ সালের ২১ জুলাই এবং ২৩ জুলাই এ বিষয়ে দু'টি খবর প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। এই খবরে দৈনিক বাংলা উল্লেখ করে কিভাবে আইনের ফাঁক-ফোকর দিয়ে দালালরা বেরিয়ে যাচ্ছে। দালাল আইনের নানা অসঙ্গতিও তুলে ধরা হয় খবরে। পরে ১৯৭২ সালের ২ আগস্ট ঐ খবর দুটির ধারাবাহিকতায় একটি সম্পাদকীয়ও প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। এই সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা বলে : দালাল আইনের ত্রুটির কারণে প্রকৃত অপরাধী ছাড়া পাচ্ছে। চরম অপরাধীরা খুব সামান্য শাস্তি পাচ্ছে। তাই ন্যায় বিচারের স্বার্থে দালাল আইনের ত্রুটি দূর করার জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করে দৈনিক বাংলা।

বিশ্লেষণে দেখা গেছে, কেবল দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকীয় পাতায়ই দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা প্রসঙ্গে দু'টি নিবন্ধ প্রকাশ করা হয়। এই নিবন্ধ দুটিতে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়। ১৯৭২ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত একটি নিবন্ধে স্বাধীনতা অর্জনের আট মাস পরও প্রধান প্রধান দালালদের বিচার সম্পন্ন করতে না পারা এবং সাধারণ দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করতে না পারাকে সরকারের ব্যর্থতা বলে অভিহিত করা হয়। জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে অবিলম্বে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার জন্য নিবন্ধে আহ্বান জানানো হয়। পরে ২৮ সেপ্টেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত আরেকটি নিবন্ধে মুক্তিযুদ্ধের সময় নরহত্যা, নারী ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগের মত ঘটনার সঙ্গে সরাসরি জড়িতদের ছাড়া সাধারণ অপরাধীদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। একই সঙ্গে পাকিস্তানি আদর্শে বিশ্বাসী এবং পাকিস্তানে বসবাসে আগ্রহীদের পাকিস্তানে পাঠানোর ব্যবস্থা করার জন্য সুপারিশ করা হয় নিবন্ধে।

১৯৭৩ সালের ১৬ মে সরকার কয়েক শ্রেণীর দালালদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করে। পরদিন ১৭ মে খবরের কাগজে এ সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হয়। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবকটি পত্রিকাই এ বিষয়ে সম্পাদকীয় বা উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার তাদের সম্পাদকীয়তে এবং সংবাদ তার উপ-সম্পাদকীয়তে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছে। কিন্তু দৈনিক ইত্তেফাক সরকারকে অভিনন্দন জানালেও সরকারের সিদ্ধান্তে পুরোপুরি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেনি। কারণ দৈনিক ইত্তেফাক শুরু থেকেই দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমার পক্ষপাতি ছিল। কিন্তু সরকার তার ঐ সিদ্ধান্তে বিশেষ কয়েক শ্রেণীর দালালের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করেছিল মাত্র। ১৯৭৩ সালের ১৮

Dhaka University Institutional Repository

যে এই বিষয়ে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক বলে : দৈনিক ইত্তেফাক দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পরামর্শ দিয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। এই অনুকম্পার মাধ্যমে দৈনিক ইত্তেফাকের সেই পরামর্শের আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে। সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক আশা প্রকাশ করে যে, এই সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় সরকার দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করবে।

অন্যদিকে ১৯৭৩ সালের ১৮ মে সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা বলে : দালালদের ক্ষমা করে সরকার মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছে। দৈনিক বাংলা আশা প্রকাশ করে যে, এই ক্ষমার আওতায় যারা এসেছে তারা দেশ গড়ায় আত্মনিয়োগ করবেন। একই দিন প্রকাশিত Clemency শীর্ষক সম্পাদীয়তে বাংলাদেশ অবজাভার মন্তব্য করে যে, এই অনুকম্পা ঘোষণার মাধ্যমে এই সরকার প্রমাণ করেছে যে তারা প্রতিহিংসায় বিশ্বাস করে না। বাংলাদেশ অবজারভার আশা প্রকাশ করে, অনুকম্পা প্রাপ্তরা দেশের প্রতি অনুগত নাগরিক হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করতে সক্ষম হবে।

আর পরদিন ১৯৭৩ সালের ১৯ মে সংবাদ উপ-সম্পাদকীয়তে দালালদের প্রতি অনুকম্পা ঘোষণার সরকারী সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানানো হয়। একই সঙ্গে দালাল আইনে নতুন করে মামলা করা এবং ধরপাকড় বন্ধ করার আহ্বান জানানো হয়। দালাল আইনে যে নতুন মামলাগুলো হচ্ছে তার বেশির ভাগাই প্রতিহিংসামূলক বলে মন্তব্য করা হয় ঐ উপসম্পাদকীয়তে।

১৯৭৩ সালের ১ ডিসেম্বর দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার খবর প্রকাশিত হয় খবরের কাগজে। সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে পরদিন ২ ডিসেম্বর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবকটি পত্রিকায় সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণায় দৈনিক ইত্তেফাক তার সম্পাদকীয়তে সবচেয়ে বেশি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। এই সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক বলে : এই সাধারণ ক্ষমা দেশ ও জাতির ঐক্য, সংহতি ও জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে শুভ ইঙ্গিতবহ। প্রথম থেকেই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার ব্যাপারে দৈনিক ইত্তেফাকের সোচ্চার থাকার কথা উল্লেখ করে সম্পাদকীয়তে বলা হয়, এ ব্যাপারে দৈনিক ইত্তেফাককে কেউ কেউ ভুল বুঝলেও ইত্তেফাকের ভূমিকা যে সঠিক ছিল তা এই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে।

অন্যদিকে ১৯৭৩ সালের ২ ডিসেম্বর এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা আশা প্রকাশ করে : এই ক্ষমার আওতাধীন দালালরা সরকারের উদারতা অনুভব করতে পারবে এবং দেশ গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করবে। একই দিন প্রাসঙ্গিক সম্পাদকীয়তে সংবাদ প্রশ্ন রাখে : দালালদের প্রতি সাধাণ ক্ষমা ঘোষণার সরকারী সিদ্ধান্ত সঠিক হয়েছে কিনা। তবে একই সঙ্গে সেই মুহূর্তে এই সিদ্ধান্ত নেয়া ছাড়া সরকারের কোনো উপায়ও ছিল না বলে মন্তব্য করা হয়। সম্পাদকীয়তে সংবাদ আরও মন্তব্য করে যে, এই অনুকম্পার অর্থ এই নয় যে, অভিযুক্ত দালালরা নির্দোষ। বরং এই অনুকম্পার মাধ্যমে শুধু অপরাধীদের আত্মউপলব্ধির পথ করে দেয়া হয়েছে, যাতে তারা অনুশোচনার সুযোগ লাভ করে। আর একইদিন এক সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ অবজারভার বলে : দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা সরকারের একটি মহৎ উদ্যোগ।

এরপর ১৯৭৬ সালের ১ জানুয়ারি দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) বাতিল অডিন্যান্স ১৯৭৫ জারি সংক্রান্ত খবর প্রকাশের পরদিন ২ জানুয়ারি এই প্রসঙ্গে এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে :

এক. ১৯৭২ সালে দালাল আইনের মত কালাকানুন স্থায়ীভাবে জারি করায় দেশের মাটিতে বিভেদের বিষবৃক্ষ রোপিত হয়েছিল।

দুই. পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দেরিতে হলেও দালাল আইন বাতিল হওয়ায় আইনের সুশাসনের মর্যাদা নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তিন. দৈনিক ইত্তেফাক সব সময় দালাল আইন বাতিলের দাবী জানিয়েছে। এজন্য দৈনিক ইত্তেফাককে অনেকে ভুল বুঝেছে। কিন্তু দৈনিক ইত্তেফাকের দাবী যে সত্য ছিল তা প্রমাণিত হয়েছে।

দালাল প্রসঙ্গে পাঠকদের নানা ধরনের চিঠি প্রকাশিত হয়েছে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোর চিঠিপত্র বিভাগে। এসব চিঠির মধ্যে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত বেশির ভাগ চিঠিতে দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের আহ্বান জানানো হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠির বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে দালালদের বিচার দাবী, দালাল আইন সম্পর্কে মন্তব্য, সামরিক ও বেসামরিক উভয় শ্রেণীর দালাল সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান। একজন রাজাকারের স্বীকারোক্তিমূলক একটি চিঠিও প্রকাশিত হয়েছে।

বিশ্লেষণে দেখা গেছে, দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার আহ্বান জানিয়ে দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকীয় পাতায় ১৯৭২ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর আবদুল গাফফার চৌধুরী লেখা এবং ২৮ সেপ্টেম্বর ডাঃ আসাবুল হকের লেখা দু'টি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই নিবন্ধ দু'টির সমর্থনে চারটি চিঠি প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকের চিঠিপত্র বিভাগে। প্রথম চিঠিটি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর। এই চিঠিতে অভিযোগ করা হয় যে কোনো কোনো স্থানে দালাল আইনের অপব্যবহার হচ্ছে। এর ফলে নিরীহ মানুষ নাজেহাল হচ্ছে। চিঠিতে মন্তব্য করা হয় : দেশে আজ এক অনৈক্য দেখা দিয়েছে। এই অনৈক্যের মূল ভিত্তিই

Cop-2-(3)

Dhaka University Institutional Repository

হলো কোলাবোরেটর প্রসঙ্গ। দেশ স্বাধীন হবার পর দোষী ব্যক্তিদের উপযুক্ত শাস্তি বিধান করে সরকার যদি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করতো, তবে দেশ এই অনৈক্যের সমস্যা থেকে মুক্তি পেত। ১৯৭২ সালের ১০ অক্টোবর উল্লিখিত দুই নিবন্ধের সমর্থনে দৈনিক ইত্তেফাকে আরেকটি চিঠি প্রকাশিত হয়। এই চিঠিতে মন্তব্য করা হয় যে, দেশে সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে দালাল আইন বাধাস্বরূপ। দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৭২ সালের ২৭ অক্টোবর প্রকাশিত আরও এক চিঠিতে উল্লিখিত দুই নিবন্ধের বক্তব্যের প্রতি একমত প্রকাশ করা হয়। এই চিঠিতে অভিযোগ করা হয় যে, দেশে দালাল আইনের অপপ্রয়োগ হচ্ছে। এতে ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। পরিস্থিতির আরো অবনতির আশংকা করা হয় দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত ঐ চিঠিতে। ১৯৭২ সালের ১ নভেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকের প্রকাশিত অপর এক চিঠিতে উল্লিখিত দুই নিবন্ধের বক্তব্যর প্রতি একমত পোষণ করা হয়। এই চিঠিতে আশা প্রকাশ করা হয় যে, মানবিক কারণে দালাল আইনে গ্রেফতারকৃতদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হবে।

বিপরীত দিকে দৈনিক ইত্তেফাকেই ১৯৭২ সালের ৬ সেপ্টেম্বর দালালদের বিচারের দাবী সংবলিত এক চিঠি প্রকাশিত হয়। চিঠিতে অভিযোগ করা হয়, তার এলাকায় এখনো অনেক দালাল বীরদর্পে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেকে তাদের আশ্রয় দিতেও কার্পণ্য করছে না। একই সঙ্গে এই চিঠিতে সত্যিই দালালরা শাস্তির আওতায় আসবে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়।

সংবাদ ও দৈনিক বাংলায়ও দালালদের বিচারের দাবী সংবলিত চিঠি প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ ১৯৭২ সালর ৩ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত এ ধরনের একটি চিঠিতে চিঠি লেখক অভিযোগ করেন যে, তাঁর এলাকায় দালালরা এখনো প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ কেউ সরকারী চাকরীতেও বহাল আছে। এদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও বিচারের আহ্বান জানানো হয়। ১৯৭২ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি এ ধরনের আরেকটি চিঠি প্রকাশিত হয় সংবাদ-এ। তিনজনের যুক্ত চিঠি ছিল এটি। এই চিঠিতে তারা ছয়জন দালালের নাম-ঠিকানা প্রকাশ করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় এদের বিভিন্ন অপরাধ তৎপরতার বিবরণ তুলে ধরেন। চিঠিতে তারা প্রশ্ন রাখেন এই দালালদের বিচারের ভার সরকার নেবেন কিনা। অনুরূপ আরেকটি চিঠি সংবাদ-এর চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১৯ মার্চ। এই চিঠিতে ঊষা রাণী দেবী তাঁর স্বামীর হত্যাকারীদের নাম-ঠিকানা তুলে ধরেন এবং অপরাধীদের বিচার প্রার্থনা করেন।

অন্যদিকে দালালদের বিচারের দাবী সংবলিত এক চিঠি দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হল থেকে তারেখ, ছিদ্দিক আশরাফ, কাইয়ুম, রফিক ও খালেকের লেখা এই যুক্ত চিঠিতে তারা তাদের সহপাঠী দালালদের শাস্তি দাবী করেন।

দালাল সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানিয়েও খবরের কাগজে চিঠি লিখেন পাঠকরা। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেনি, অথচ স্বাধীন বাংলাদেশের বিদেশী মিশনে কর্মরত আছেন– এমন সরকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে ১৯৭২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি সংবাদ-এ একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। এই চিঠিতে মুক্তিযুদ্ধের সময় নিজের সামান্য স্বার্থহানীর ভয়ে যারা দেশবাসীর সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করতে দ্বিধাবোধ করেছিল এবং এখনো যারা বিদেশী মিশনে কর্মরত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানানো হয়। এই চিঠি প্রকাশের প্রায় পাঁচ মাস পর এ ব্যাপারে একটি সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করার অভিযোগে চারজন রাষ্ট্রদূত সহ বিদেশী মিশনে কর্মরত আটজন উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হয়। ১৯৭২ সালের ৬ জুন খবরের কাগজে এই সংবাদ প্রকাশিত হয়। এই সংবাদ প্রকাশের ধারাবাহিকতায় দৈনিক ইত্তেফাকে ১০ জুন একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। এই চিঠিতে বলা হয় : শুধু বেসামরিক সরকারী কর্মকর্তা নয়, সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যেও দালালীর দায়ে অভিযুক্ত হতে পারেন এমন অনেকে থাকতে পারে। এ ব্যাপারে সুষ্ঠু তদন্তের আহ্বান জানানো হয় ঐ চিঠিতে।

দালালদের বিচারের দাবীতে এবং দালালের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ জানিয়ে যারা খবরের কাগজে চিঠি লিখেছেন তাদের মধ্যে একজন রাজাকার বা দালালও ছিলেন। ১৯৭২ সালের ২৬ জুন দৈনিক ইত্তেফাকে এই চিঠি প্রকাশিত হয়। 'জনৈক রাজাকার' ছদ্মনামে লেখা এই চিঠির শিরোনাম ছিল : 'আমি একজন রাজাকার'। এই চিঠিতে কিভাবে তিনি পেটের দায়ে হুমকির মুখে রাজাকার হতে বাধ্য হয়েছিলেন সেই বিবরণ তুলে ধরেছেন। চিঠিতে তিনি তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। পাশাপাশি তাকে যে রাজাকার বানিয়েছিল সে ব্যক্তি কিভাবে এখনো আগের মতই সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে সে প্রশ্ন তুলে ধরেন।

দালালদের বিচারের জন্য ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের আদেশ জারি হয়। পরে সারাদেশে ৭৩টি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। বিশেষ ট্রাইব্যুনাল আদেশ জারির পর ১৯৭২ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকে এ প্রসঙ্গে

Cap-2-(2)

Dhaka University Institutional Repository

একট সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। পরে এই সম্পাদকীয়র বক্তব্যের সঙ্গে একমত পোষণ করে দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৭২ সালের ৭ মার্চ প্রকাশিত এক চিঠিতে দালাল আইনের আওতায় যেন কোনো নিরাপরাধ মানুষ শাস্তি না পায় সে ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। চিঠিতে মন্তব্য করা হয় যে, দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার স্বার্থেই দালাল আইন গ্রেফতারকৃতদের জামিনের ব্যবস্থা থাকা উচিত। দালাল আইন প্রসঙ্গে আরেকটি চিঠি ছাপা হয় দৈনিক ইত্তেফাকে। ১৯৭২ সালের ৩০ মে প্রকাশিত এই চিঠিতেও দালাল আইনের অপপ্রয়োগের কারণে কোনো নিরাপরাধ মানুষ যাতে শাস্তি না পায় সে ব্যাপারে সজাগ থাকা এবং প্রকৃত অপরাধীরা যাতে কোনোভাবেই রেহাই না পায় সেজন্য দেশবাসীকে সচেতন থাকার আহ্বান জানানো হয়।

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রগুলো বিশ্লেষণ থেকে আরো বলা যায়, স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশকে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিতে শুরু করে। স্বীকৃতি প্রদান এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য খবরগুলো গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। স্বীকৃতি প্রদান সংশ্লিষ্ট খবরগুলো গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায় গুরুত্ব লাভ করে। শুরে সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও চীনের স্বীকৃতি প্রদান সংক্রান্ত খবরগুলো বিশেষ গুরুত্ব পায়। এই দেশগুলোর স্বীকৃতি প্রদান সংক্রান্ত খবরগুলো প্রথম পৃষ্ঠায় ব্যানার শিরোনামেও প্রকাশিত হয়।

বিশ্লেষণে দেখা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম দেশ পূর্ব জার্মানি। ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি এই দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং এই খবর পরদিন ১২ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এরপর ১২ জানুয়ারি বুলগেরিয়া, মঙ্গোলিয়া ও পোল্যান্ড, ১৩ জানুয়ারি বার্মা, ১৬ জানুয়ারি নেপাল এবং ২০ জানুয়ারি ডেনমার্ক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। এই খবরও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয় : জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাকেও ফুকুদা বলেছেন যে জাপান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার কথা চিন্তা-ভাবনা করছে। অন্যদিকে ২১ জানুয়ারিতেই ফিনল্যান্ড, সুইডেন, নরওয়ে অষ্ট্রিয়া ও বারবাডোস বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। আর পরদিন ২৩ জানুয়ারি স্বীকৃতি দেয় যুগোশ্লাভিয়া। এরপর ২৪ জানুয়ারি সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করলে ২৫ জানুয়ারি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায় এই খবর বেশ গুরুত্ব লাভ করে। পরদিন ২৬ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয় ঃ প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করায় সোভিয়েত ইউনিয়নকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন স্বীকৃতি প্রদানের পরদিনই ১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়: কমনওয়েলথভুক্ত দেশ ইংল্যান্ড, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ায় পাকিস্তান অভিমান করে কমনওয়েলথের সদস্য পদ ত্যাগ করেছে। পরদিন ১ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কম্বোডিয়া ও ফিজির স্বীকৃতি প্রদানের খবর প্রকাশিত হয়। এরপর ৪ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ডসহ ১০টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং এই খবর সংবাদপত্রে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়।

১৯৭২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়: ১৭ জন মার্কিন সিনেটর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে অনুরোধ করেছে। এরপর ১০ ফেব্রুয়ারি জাপান ও কিউবা, ১১ ফেব্রুয়ারি বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড ও লুক্সেমবার্গ এবং ১২ ফেব্রুয়ারি ফ্রান্স ও ইটালী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়: বাংলাদেশ সফররত মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি বলেছেন যুক্তরাষ্ট্র এখনো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিলেও বিশ্ববিবেক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং তিনি বাংলাদেশের জন্য আমেরিকান জনসাধারণের শুভেচ্ছা নিয়ে এসেছেন। উল্লেখ্য, যে ১৭ জন মার্কিন সিনেটর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে অনুরোধ করেন এডওয়ার্ড কেনেডি তাদের অন্যতম। অন্যদিকে ১৫ ফেব্রুয়ারি তেই কানাডা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। এরপর ১৬ ফেব্রুয়ারি সিঙ্গাপুর ও মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র ও ১৭ ফেব্রুয়ারি থাইল্যান্ড বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয় : পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, বাংলাদেশ স্বীকৃতি লাভের জন্য কোনো দেশের সঙ্গে দেন-দরবার করবে না। স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকার করে নেয়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দায়িত্ব। এরপর ২৫ ফেব্রুয়ারি মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়াও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭২ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে অর্থাৎ স্বাধীনতা-উত্তর দুই মাসে ৩৬টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। প্রভাবশালী দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় ১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল এবং এই খবর গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয় ৫ এপ্রিলের পত্রিকায়।

স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম দুই বছরে ৮৯টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায় এই খবর ফলাও করে প্রকাশিত হয়।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর কয়েকটি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় এবং এদের অন্যতম হচ্ছে বৃহৎ মুসলিম দেশ সৌদী আরব এবং শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর একটি-চীন। সৌদী আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় ১৫ আগস্টেই এবং এই খবর ১৭ আগস্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় ৩১ আগস্ট এবং এই খবর পরদিন ১ সেপ্টেম্বর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সব পত্রিকায় ফলাও করে প্রকাশিত হয়।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গে বেশ কিছুসংখ্যক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে। এইসব সম্পাদকীয়র বিষয়বস্তু ছিল:

এক. বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রাপ্তি প্রসঙ্গ।
দুই. বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের ব্যাপারে মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডির আহ্বান।
তিন. সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বীকৃতি
চার. ইংল্যান্ডের স্বীকৃতি
পাঁচ. যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি
ছয়. পাকিস্তানের স্বীকৃতি
সাত. সৌদী আরবের স্বীকৃতি
আট. চীনের স্বীকৃতি

১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি বুলগেরিয়া, মঙ্গোলিয়া ও পোল্যান্ড এবং এর আগের দিন ১১ জানুয়ারি পূর্ব জার্মানি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। বাংলাদেশের স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির প্রেক্ষাপটে ১৩ জানুয়ারি প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে:

এক. স্বাধীনতা অর্জনের এক মাসের মধ্যে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রমাণ করেছে বাংলাদেশের অস্তিত্বকে কেউ উপেক্ষা করতে পারবে না। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা অনিবার্য, অপ্রতিরোধ্য।

দুই. কোনো কোনো দেশ বাংলাদেশের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার অপচেষ্টা করছে যা দুঃখজনক।

১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি সোভিয়ত ইউনিয়ন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার পর ২৬ জানুয়ারি দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভার এ প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে:

এক. মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নের অকুন্ঠ সমর্থন থাকলেও বাংলাদেশের প্রতি তার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির গুরুত্ব অপরিসীম।

দুই. বিশ্বে বৃহৎ পাঁচ শক্তির (সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স ও চীন) মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নই প্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিল।

তিন. সোভিয়েত ইউনিয়ন স্বীকৃতি দেয়ার প্রেক্ষাপটে তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে।

সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে ঃ

এক. সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বীকৃতি অপ্রত্যাশিত না হলেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ন্যায্য স্থানলাভের প্রশ্নে এটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

দুই. সোভিয়েত ইউনিয়ন স্বীকৃতি দেয়ায় বিশ্বের অন্যান্য বৃহৎ শক্তিগুলোর পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের তাগিদ বাড়বে।

তিন. সোভিয়েত স্বীকৃতি দেয়ার প্রেক্ষাপটে আমেরিকা ও ফ্রান্স নিশ্চয়ই খুব দ্রুত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে।

সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ অবজারভার মন্তব্য করে ঃ

এক. বিশ্বের বৃহৎ শক্তি বর্গের পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন অগ্রদূত।

Dhaka University Institutional Repository

দুই. সোভিয়েত ইউনিয়ন স্বীকৃতি দেয়ার প্রেক্ষাপটে পশ্চিমা শক্তিসমূহসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান এখন শুধু সময়ের ব্যাপার।

তিন. পাকিস্তান নিশ্চয়ই এখন বাংলাদেশের জন্মের বাস্তবতা স্বীকার করবে। তা নাহলে পাকিস্তান পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।

১৯৭২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি এ প্রসঙ্গে এক সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে:

এক. মুক্তিযুদ্ধে অবিচল সাহায্য-সমর্থনের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন আবার বাংলাদেশের কৃতজ্ঞতা অর্জন করলো।

দুই. সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে দু'দেশের মধ্যে সহযোগিতার অফুরন্ত সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

মার্কিন স্বীকৃতির প্রশ্নে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি তে মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডির মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে:

এক. বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানে মার্কিন সরকারের উপর চাপ সৃষ্টিতে এডওয়ার্ড কেনেডির ভূমিকা অভিনন্দনযোগ্য।

দুই. বাংলাদেশকে স্বীকৃতির প্রশ্নে মার্কিন সরকারের উচিত আমেরিকার জনগণের বিবেক অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়া।

১৯৭২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ডসহ ১০টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের পর এই প্রসঙ্গে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলো সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ৬ ফেব্রুয়ারি । সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে:

এক. ইউরোপের প্রায় সব দেশই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

দুই. এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার জনগণ বাংলাদেশকে স্বীকার করে নিয়েছে এবং সদ্য স্বাধীন দেশগুলোর কাছ থেকে স্বীকৃতি প্রাপ্তি এখন কেবল আনুষ্ঠানিকতার ব্যাপার।

তিন. বাংলাদেশের অস্তিত্বকে পাকিস্তান, আমেরিকা ও চীন কতদিন উপেক্ষা করতে পারবে সেটা এখন সবার প্রশ্ন।

সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে:

এক. বিশ্বের মানবগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বাংলাদেশকে স্বীকার করে নিয়েছে।

দুই. কোনো কোনো দেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ প্রশ্নে বিরোধিতা করলেও স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের অতীত ভূমিকা সংশোধন করেছে।

তিন. প্রধান কয়েকটি রাষ্ট্র (আমেরিকা ও চীন) বাংলাদেশকে এখনো স্বীকৃতি না দেয়ার বিষয়টি দুঃখজনক।

চার. বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের অন্তরায় সৃষ্টির অপচেষ্টা বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অগ্রযাত্রায় কোনো প্রভাব ফেলতে পারছে না।

সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ অবজারভার মন্তব্য করে: ইংল্যান্ডসহ দশটি দেশের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের ধারাবাহিকতায় পৃথিবীর অন্যান্য দেশের স্বীকৃতি প্রদান আর বেশি দূরে নয়।

১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের প্রেক্ষাপটে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলো সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। ৬ এপ্রিল এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে:

এক. বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শক্তি যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি আবার প্রমাণ করলো যে বাংলাদেশ একটি বাস্তব সত্য এবং তার অস্তিত্ব অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

দুই. জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্য পদ লাভের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতির গুরুত্ব অপরিসীম।

তিন. চীনসহ যেসব দেশ এখনো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি, যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি তাদের এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবে।

পরদিন ৭ এপ্রিল প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ অবজারভার মন্তব্য করে ঃ

এক. বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি সে দেশের জনমত ও সংবাদপত্রের ভূমিকার ফসল।

দুই. যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি প্রদানের ঘটনা থেকে পাকিস্তানের শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত।

এর পরদিন ৮ এপ্রিল প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে:

এক. দেরীতে হলেও বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি প্রদান প্রকৃত অর্থে সে দেশের জনমত ও সংবাদপত্রের বলিষ্ঠ অবস্থানের ফসল।

দুই. যুক্তরাষ্ট্রের উচিত এই স্বীকৃতির প্রেক্ষাপটে কোনো ছল-চাতুরীর আশ্রয় না নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে সহজ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা।

১৯৭২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করার প্রেক্ষাপটে ২৩ ফেব্রুয়ারি দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার এবং ২৪ ফেব্রুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদ সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে: পাকিস্তান অবশেষে উপমহাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। পাকিস্তানের এই স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে বিবেকী চেতনা ও শুভবুদ্ধির জয় হয়েছে। সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ অবজারভার বিলম্বে হলেও অবশেষে বাংলাদেশকে নিঃশর্তভাবে স্বীকৃতি দেয়ায় পাকিস্তানকে অভিনন্দন জানায়। অন্যদিকে সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে ঃ অনেক বিলম্বে পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলেও এর মাধ্যমে পাকিস্তান উপমহাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা মেনে নিয়েছে। সম্পাদাকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক আশা প্রকাশ করে যে, খুব শীঘ্রই বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে। আর সম্পাদকীয়তে সংবাদ আশা প্রকাশ করে যে, এই স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে। শত্রুতার অবসান হবে। গড়ে উঠবে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সৌদী আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের পর ১৮ আগস্ট এই প্রসঙ্গে এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে:

এক. সৌদী আরব কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান খুবই উৎসাহব্যঞ্জক ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

দুই. ইতোপূর্বে অন্য সব আরব রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। সৌদী আরবের স্বীকৃতির মাধ্যমে বাংলাদেশ-আরব সমঝোতা ও শুভেচ্ছারই পরিপূর্ণতা ঘটলো।

১৯৭৫ সালের ৩১ আগস্ট চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলো এই প্রসঙ্গে ২ সেপ্টেম্বর সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে:

এক. চীনের স্বীকৃতি বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এক সাফল্যের ঘটনা।

দুই. চীনের স্বীকৃতি শান্তি ও অগ্রগতির পথে বাংলাদেশের যাত্রাকে সুগম করবে।

তিন. ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের গভীর সম্পর্ক ছিল। এই স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে সে সম্পর্ক আরও গভীরতর হওয়ার সুযোগ তৈরি হলো।

সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে:

এক. ভৌগলিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে চীনের স্বীকৃতির তাৎপর্য অনেক।

দুই. চীনের স্বীকৃতি প্রদান নিঃসন্দেহে উভয় দেশের সহযোগিতার দিগন্ত প্রসারিত করবে। উপকৃত হবে উভয় দেশের জনসাধারণ।

তিন. ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের পর বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে সরকারের ঘোষণার ধারাবাহিকতায় চীনের স্বীকৃতি অর্জিত হয়েছে।

সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে:

এক. চীনের স্বীকৃতি নিঃসন্দেহ একটি শুভ সংবাদ এবং প্রেসিডেন্ট মোশতাক আহমদের সরকারের পক্ষে একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

দুই. মুক্তিযুদ্ধের সময় চীন বাংলাদেশের বিরোধিতা করলেও স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশ চীনের বন্ধুত্ব লাভের চেষ্টা করে এসেছে।

তিন. চীনের স্বীকৃতি উভয় দেশের জন্যই কল্যাণকর হবে।

সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ অবজারভার মন্তব্য করে:

এক. চীনের স্বীকৃতি দানের মধ্যদিয়ে বিশ্বের প্রধান প্রধান দেশের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের স্বীকৃতি প্রাপ্তির প্রক্রিয়া শেষ হলো।

দুই. ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর নতুন সরকার ক্ষমতা গ্রহণের প্রেক্ষাপটে সৌদী আরবের স্বীকৃতির ধারাবাহিকতায় চীনের স্বীকৃতি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

Dhaka University Institutional Repository

তিন. চীনের স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে এশিয়ার বৃহৎ প্রতিবেশীর সঙ্গে বাংলাদেশের সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের দিগন্ত উন্মোচিত হলো।

মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী : বীরাঙ্গনা, দালাল ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গ শীর্ষক এই ইস্যু বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বীরঙ্গনা প্রসঙ্গ, দালাল প্রসঙ্গ এবং বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গ সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয় হয়ে উঠেছিল।

এই ইস্যুর প্রথম অংশে দেখা যায়, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে সংবাদপত্রে বীরাঙ্গনা প্রসঙ্গ নিয়ে বেশ উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার প্রতিফলন ঘটেছে। বীরাঙ্গনাদের অসহায় করুণ পরিস্থিতি, তাদের সংখ্যা ও তাদের পুনর্বাসনের পাশাপাশি সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে বীরাঙ্গনাদের পুনর্বাসন তৎপরতার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতা-পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৯৭২ সাল জুড়ে এই খবরগুলো গুরুত্ব লাভ করে। খবরের পাশাপাশি সম্পাদকীয়তেও বীরাঙ্গনা প্রসঙ্গ গুরুত্ব লাভ করে। সব সম্পাদকীয়তেই মূলত বীরাঙ্গনাদের পুনর্বাসনের বিষয়টিতেই জোর দেয়া হয়। বীরাঙ্গনা প্রসঙ্গে খবর ও সম্পাদকীয়ই শুধু নয়, এ ব্যাপারে পাঠকদের লেখা নানা ধরনের চিঠিও প্রকাশিত হয়েছে। এসব চিঠিতে বীরাঙ্গনা পুনর্বাসনে করণীয় সম্পর্কে সুপারিশের পাশাপাশি বীরাঙ্গনাকে বিয়ে করার প্রস্তাবও দেয়া হয়েছে। বীরাঙ্গনা প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে চিঠিতে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত বীরাঙ্গনা বিষয়ক রিপোর্টের শিরোনামে বীরাঙ্গনাদের 'ধর্ষিতা নাগিনী' বলায় বীরাঙ্গনা সম্পর্কে বিরূপ অর্থের প্রতিফলন ঘটেছে– এমন অভিযোগ জানানো হয়েছে প্রকাশিত চিঠিতে। এই অভিযোগ সংবলিত চিঠির সমর্থনে আরও চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। পরে এই বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে হয়েছে পত্রিকার সম্পাদককে।

এই ইস্যুর দ্বিতীয় অংশে দেখা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে স্বাধীনতা-উত্তর দুই বছর দালাল প্রসঙ্গটিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে উঠেছিল। উল্লিখিত সময়ের প্রথম দিকে কোনো কোনো এলাকায় দালালদের তৎপরতা অব্যাহত থাকা, দালালদের গ্রেফতার, দালালদের বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন ও বিচার শুরু, দালালদের বিচারের জন্য আইন সংশোধনের খবর প্রকাশিত হতে দেখা যায়। পরবর্তী সময় দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের দাবী উঠে। এর ধারবাহিকতায় প্রথম পর্যায়ে কয়েক শ্রেণীর দালালের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। পরে নরহত্যা, নারী ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, বিস্ফোরকের সাহায্যে ঘরবাড়ি বা যানবাহন ধ্বংসের মত অপরাধে অভিযুক্ত ও সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্যান্য দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। এই সাধারণ ক্ষমার আওতায় কোনো যুদ্ধাপরাধী বা দালাল অভিযোগ থেকে রেহাই বা মুক্তি পাওয়ার কথা নয়। অথচ সাধারণ ক্ষমার আওতায় সব দালাল ও যুদ্ধাপরাধীই পুনর্বাসিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে বলে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। পরে ১৯৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) বাতিল অর্ডিন্যান্স ১৯৭৫ জারি হলে দালাল ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া পুরোপুরি থেমে যায়। দালাল সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত খবর ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য খবরগুলো ১৯৭২ সালের শুরু থেকে ১৯৭৩ সালের শেষ পর্যন্ত সময়ে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত খবরের কাগজে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। পাশাপাশি সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও নিবন্ধেও দালাল ইস্যুটি স্থান পেয়েছে। পত্রিকাগুলোতে একদিকে স্বাধীনতা-উত্তরকালেও তৎপরতা অব্যাহত রাখা দালালদের ব্যাপারে সরকারকে সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দেয়া হয় এবং অন্যদিকে দালালদের বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের আদেশ জারির পর এই আদেশ কার্যকর করার দায়িত্বপ্রাপ্তদের নিরপেক্ষতা, দক্ষতা ও ন্যায় বিচারের প্রতি লক্ষ্য রাখার আহ্বান জানানো হয়। পাশাপাশি দালাল সরকারী কর্মচারী চিহ্নিত করার জন্য স্ক্রীনিং বোর্ড গঠন এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণকারী দূতাবাস কর্মকর্তা বরখাস্ত করার সরকারী সিদ্ধান্তের প্রশংসাও করে। ন্যায় বিচারের স্বার্থে দালাল আইনের ত্রুটি দূর করার জন্য সরকারের কাছে সুপারিশও করে। দালালদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করা হলে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় সরকারকে অভিনন্দন জানায়, পত্রিকাগুলো তাদের সম্পাদকীয় নিবন্ধে।

দালাল প্রসঙ্গে প্রকাশিত পাঠকদের নানা ধরনের চিঠিতে একদিকে যেমন দালালদের বিচার দাবী করা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের আহ্বানও জানানো হয়েছে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে দু'টি চিঠি ছিল বিশেষ লক্ষণীয়। এর মধ্যে একটি চিঠি ছিল এক রাজাকারের আত্মকথনমূলক চিঠি। ১৯৭২ সালের ২৬ জুন দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এই চিঠিতে উল্লিখিত রাজাকার কিভাবে পেটের দায়ে হুমকির মুখে রাজাকার হতে বাধ্য হয়েছিলেন সেই বিবরণ তুলে ধরেছেন। স্বাধীনতা-উত্তরকালে তার কষ্টকর ফেরারী জীবন যাপনের কথাও তুলে ধরেছেন। চিঠিতে তিনি তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাও করেছেন। পাশাপাশি তাকে যে রাজাকার বানিয়েছিল সেই ব্যক্তি কিভাবে এখনো আগের মতোই সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসবে স্বাভাবিক জীবন যাপন করছেন সে প্রশ্ন তুলে ধরেছেন।

অন্য চিঠিটি লক্ষণীয় এই কারণে যে উল্লিখিত চিঠিতে সরকারের কাছে যে আহ্বান জানানো হয়, তার প্রতিফলন ঘটে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারী সিদ্ধান্তে। ১৯৭২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি সংবাদে প্রকাশিত এই চিঠিতে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের প্রতি

Cap-2-(2)

Dhaka University Institutional Repository

আনুগত্য প্রকাশ করেনি অথচ স্বাধীন বাংলাদেশের বিদেশী মিশনে কর্মরত আছেন– এমন সরকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। এই চিঠি প্রকাশের চার মাস পর ১৯৭২ সালের ৬ জুন সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়: মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করার অভিযোগে চারজন রাষ্ট্রদূত সহ আটজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করে হয়েছে। পরে এই সিদ্ধান্তের জন্য সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে সম্পাদকীয়ও প্রকাশিত হয়।

এই ইস্যুর তৃতীয় অংশে দেখা যায়, স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি প্রদানের প্রসঙ্গটিও সংবাদপত্রে গুরুত্ব লাভ করে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার এক সপ্তাহ আগেই সর্বপ্রথম ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। স্বাধীনতা-উত্তর এক মাসের মধ্যে প্রথম স্বীকৃতি প্রদান করে পূর্ব জার্মানি। বিশ্বের বৃহৎ শক্তি হিসেবে পরিচিত জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী পাঁচ সদস্য দেশের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দেয়। এরপর দেয় ফ্রান্স। ফ্রান্সের পর ইংল্যান্ড এবং ইংল্যান্ডের পর যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। বৃহৎ পাঁচ শক্তির মধ্যে চীন সবশেষে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় এবং এই স্বীকৃতি পাওয়া যায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর। প্রধান প্রধান মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সৌদী আরবই সবশেষে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং এই স্বীকৃতিও পাওয়া যায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের অব্যবহিত পরে। তবে সৌদী আরব ও চীনের স্বীকৃতি প্রাপ্তির এক বছরেরও বেশি আগে পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশকে বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি প্রদানের ইস্যুটি গুরুত্ব পায়। বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইংল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, পাকিস্তান ও সৌদী আরব স্বীকৃতি প্রদানের পরপর এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলো। সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইংল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র ও চীন স্বীকৃতি প্রদানের প্রেক্ষাপটে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে একই ধরনের মন্তব্য প্রতিফলিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বীকৃতিকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করে সংবাদপত্রগুলো এবং এই স্বীকৃতি বৃহৎ শক্তিগুলোকে বাংলাদেশকে দ্রুত স্বীকৃতি প্রদানে প্রভাবিত করবে বলে মন্তব্য করা হয়। এই মন্তব্য আংশিক সত্য প্রমাণিত হয় যখন সৌভিয়েত ইউনিয়নের স্বীকৃতির তিন মাসেরও কম সময়ের মধ্যে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ইংল্যান্ড বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের পর পত্রিকাগুলো সম্পদাকীয়তে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন তখনো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান না করার বিষয়টিকে দুঃখজনক বলে বর্ণনা করে। একই সঙ্গে বাংলাদেশকে বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের অন্তরায় সৃষ্টির অপচেষ্টার সমালোচনা করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদপত্রগুলো আশা প্রকাশ করে এই স্বীকৃতির ধারাবাহিকতায় চীন ও পাকিস্তানও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে। সংবাদপত্রগুলোতে আরও মন্তব্য করা হয় যে, যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি প্রাপ্তির ব্যাপারে সে দেশের জনমত ও সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পাকিস্তানের স্বীকৃতিকে সত্যের জয় ও বাস্তবতার স্বীকৃতি হিসেবে অভিহিত করে সংবাদপত্রগুলো। চীনের স্বীকৃতিকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন–পরবর্তী সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতার ফসল হিসেবে বর্ণনা করা হয়।

বীরাঙ্গনা ও বাংলাদেশকে বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি প্রদান অংশে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোর সম্পাদকীয় নীতির মিল দেখা গেলেও দালাল প্রসঙ্গটি ছিল এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। দালাল প্রসঙ্গে দৈনিক ইত্তেফাকের সঙ্গে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য পত্রিকার সম্পাদকীয় নীতির বেশ অমিল দেখা যায়। দৈনিক ইত্তেফাক শুরু থেকেই দালালদের জন্য ক্ষমা প্রদর্শনের পক্ষপাতি ছিল। দৈনিক ইত্তেফাকের বিভিন্ন রিপোর্ট, সম্পাদকীয়, নিবন্ধ ও চিঠিপত্রে এর প্রতিফলন ঘটে। শুধু তাই না, দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর ১৯৭৩ সালের ২ ডিসেম্বর প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক সরাসরি ও নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছে: 'আমরা বার বার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছি। এই ব্যাপারে কোনো কোনো মহল আমাদের ভুলও বুঝিয়াছে। কিন্তু সত্যের বিজয় শেষ পর্যন্ত অনিবার্য হইয়াছে।' অন্যদিকে দালালদের বিচারের পক্ষে দৈনিক বাংলার অবস্থান ছিল স্পষ্ট। তাই দালালদের যখন বিচার শুরু হয় তখন দালাল আইনের ফাঁক-ফোকর ও অসঙ্গতি তুলে ধরে দৈনিক বাংলা স্পেশাল আইটেম প্রকাশ করে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যে কারণে পরে দালাল আইন সংশোধিতও হয়। আর দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর এ প্রসঙ্গে ১৯৭৩ সালের ২ ডিসেম্বর প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে সংবাদ সরকারের এই সিদ্ধান্তে কিছুটা দ্বিধান্বিত হয়ে প্রশ্ন রেখেছে: দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার সরকারী সিদ্ধান্ত সঠিক হয়েছে কিনা।

আবার ১৯৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) বাতিল অর্ডিন্যান্স ১৯৭৫ জারি হওয়ার পর ১৯৭৬ সালের ২ জানুয়ারি প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক পুনরায় দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করে: 'আমরা ইত্তেফাকের পৃষ্ঠায় একাধিকবার এই আইন বাতিলের দাবী জানাইয়া আসিয়াছি। এই বিষয়ে অতীতে অনেকেই আমাদের ভুল বুঝিয়াছেন। কিন্তু আমাদের সেই দাবী যে সত্যের সপক্ষে ছিল, সে বিষয়ে আমরা আগাগোড়াই নিঃসন্দেহ ছিলাম।'

Cap-3-(2)

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সূত্র :

১. *জেন্ডার বিশ্বকোষ*, দ্বিতীয় খন্ড, সম্পাদক: সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান, ঢাকা : ফারিয়া লারা ফাউন্ডেশন ও মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৬, পৃ. ২০৭-২০৮।
২. *দৈনিক বাংলা*, ৪ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৩
৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৩
৪. *দৈনিক বাংলা*, ২৯ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৬. *দৈনিক বাংলা*, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৮. *সংবাদ*, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১০. *দৈনিক বাংলা*, ২ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১
১১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৪ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ৮
১২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ মার্চ ১৯৭২, পৃ. ১
১৩. *সংবাদ*, ৪ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১
১৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২০ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ২
১৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৯ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
১৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৬ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
১৮. *দৈনিক বাংলা*, ৩০ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১৯. *সংবাদ*, ৬ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১
২০. *দৈনিক বাংলা*, ১৬ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৫
২১. *সংবাদ*, ২১ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৪
২২. *সংবাদ*, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৪
২৩. *সংবাদ*, ৩১ মার্চ ১৯৭২, পৃ. ৪
২৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৫ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ২
২৫. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৫
২৬. প্রাগুক্ত
২৭. *দৈনিক বাংলা*, ২৪ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৫
২৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ মার্চ ১৯৭২, পৃ. ২
২৯. প্রাগুক্ত
৩০. *সংবাদ*, ১০ মার্চ ১৯৭২, পৃ. ৪
৩১. *সংবাদ*, ৩১ মার্চ ১৯৭২, পৃ. ৪
৩২. *সংবাদ*, ৯ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ৪
৩৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ২
৩৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ এপ্রিল ১৯৭২,পৃ. ২
৩৫. *বাংলাপিডিয়া*, প্রধান সম্পাদক : সিরাজুল ইসলাম, খন্ড : ৪, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ২০০৩, পৃ. ৩৪৭
৩৬. *দৈনিক বাংলা*, ৫ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৩
৩৭. *সংবাদ*, ১১ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ২
৩৮. *দৈনিক বাংলা*, ৪ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৩৯. *দৈনিক বাংলা*, ৮ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৬
৪০. *দৈনিক বাংলা*, ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৪১. *দৈনিক বাংলা*, ৬ জুন ১৯৭২, পৃ. ১
৪২. *দৈনিক বাংলা*, ১৫ জুন ১৯৭২, পৃ. ১
৪৩. *সংবাদ*, ৯ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১
৪৪. *দৈনিক বাংলা*, ১২ জুলাই ১৯৭২, পৃ.১
৪৫. *দৈনিক বাংলা*, ২৪ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৪৬. *দৈনিক বাংলা*, ২৫ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৪৭. *সংবাদ*, ২৫ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৪৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৪৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৫ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৫০. *সংবাদ*, ২৯ মার্চ ১৯৭২, পৃ. ১
৫১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ মার্চ ১৯৭২, পৃ. ১
৫২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ মার্চ ১৯৭২, পৃ. ১
৫৩. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৯ মার্চ ১৯৭২, পৃ. ১
৫৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৫৫. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৫৬. *সংবাদ*, ২৪ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১
৫৭. *সংবাদ*, ৭ জুন ১৯৭২, পৃ. ১
৫৮. *দৈনিক বাংলা*, ১১ জুন ১৯৭২, পৃ. ১
৫৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১ জুন ১৯৭২, পৃ. ১
৬০. *সংবাদ*, ১১ জুন ১৯৭২, পৃ. ১
৬১. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১১ জুন ১৯৭২, পৃ. ১
৬২. *সংবাদ*, ১ জুলাই ১৯৭২, পৃ. ১
৬৩. *দৈনিক বাংলা*, ২১ জুলাই ১৯৭২, পৃ. ১
৬৪. *দৈনিক বাংলা*, ২৩ জুলাই ১৯৭২, পৃ. ১
৬৫. *দৈনিক বাংলা*, ৫ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১
৬৬. *দৈনিক বাংলা*, ৮ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১
৬৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১
৬৮. *দৈনিক বাংলা*, ১০ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১
৬৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৭ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১
৭০. *দৈনিক বাংলা*, ৩০ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

৭১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ জুলাই ১৯৭৩, পৃ. ১
৭২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৭৩. *সংবাদ*, ৮ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৭৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৭৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৮ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৭৬. *দৈনিক বাংলা*, ২১ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৭৭. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২১ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৭৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২১ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৭৯. *সংবাদ*, ২১ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৮০. *সংবাদ*, ১৮ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৮১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১ ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৮২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ১
৮৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ মে ১৯৭৩ পৃ. ১
৮৪. *দৈনিক বাংলা*, ১৭ মে ১৯৭৩, পৃ. ১
৮৫. *সংবাদ*, ১৭ মে ১৯৭৩, পৃ. ১
৮৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৭ মে ১৯৭৩, পৃ. ১
৮৭. *দৈনিক বাংলা*, ১৭ মে ১৯৭৩, পৃ. ১
৮৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ ডিসেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ১
৮৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১ ডিসেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ১
৯০. *দৈনিক বাংলা*, ১ ডিসেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ১
৯১. *সংবাদ*, ১ ডিসেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ১
৯২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ জানুয়ারি ১৯৭৬, পৃ. ১
৯৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ২
৯৪. *দৈনিক বাংলা*, ২৩ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ৫
৯৫. *দৈনিক বাংলা*, ৭ জুন ১৯৭২, পৃ. ৫
৯৬. *দৈনিক বাংলা*, ১৬ জুন ১৯৭২, পৃ. ৫
৯৭. *সংবাদ*, ১৭ জুন ১৯৭২, পৃ. ৪
৯৮. *দৈনিক বাংলা*, ২ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ৫
৯৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, পৃ. ২
১০০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, পৃ. ২
১০১. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ মে ১৯৭৩, পৃ. ৫
১০২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ মে ১৯৭৩, পৃ. ২
১০৩. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৮ মে ১৯৭৩, পৃ. ৫
১০৪. *সংবাদ*, ১৯ মে ১৯৭৩, পৃ. ৪
১০৫. *দৈনিক বাংলা*, ২ ডিসেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ৫
১০৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ ডিসেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ২
১০৭. *সংবাদ*, ২ ডিসেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ৪
১০৮. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২ ডিসেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ৫
১০৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ জানুয়ারি ১৯৭৬, পৃ. ২
১১০. *সংবাদ*, ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৪
১১১. *সংবাদ*, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৪
১১২. *সংবাদ*, ১৯ মার্চ ১৯৭২, পৃ. ৪
১১৩. *দৈনিক বাংলা*, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৫
১১৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, পৃ. ২
১১৫. *সংবাদ*, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৪
১১৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ জুন ১৯৭২, পৃ. ২
১১৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ মার্চ ১৯৭২, পৃ. ২
১১৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩০ মে ১৯৭২, পৃ. ২
১১৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৬ জুন ১৯৭২, পৃ. ২
১২০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, পৃ. ২
১২১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ২
১২২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৭ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ২
১২৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ২
১২৪. *দৈনিক পাকিস্তান*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৭১, পৃ. ১
১২৫. *দৈনিক বাংলা*, ১২ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১২৬. *দৈনিক বাংলা*, ১৩ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১২৭. *দৈনিক বাংলা*, ১৪ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১২৮. *দৈনিক বাংলা*, ১৭ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১২৯. *দৈনিক বাংলা*, ২১ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১৩০. প্রাগুক্ত
১৩১. *দৈনিক বাংলা*, ২২ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১৩২. *দৈনিক বাংলা*, ২৪ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১৩৩. *দৈনিক বাংলা*, ২৫ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১৩৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১৩৫. *সংবাদ*, ২৫ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১৩৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৫ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১৩৭. *দৈনিক বাংলা*, ২৬ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১৩৮. প্রাগুক্ত
১৩৯. *দৈনিক বাংলা*, ২৯ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১৪০. *দৈনিক বাংলা*, ৩১ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১৪১. *দৈনিক বাংলা*, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১৪২. *দৈনিক বাংলা*, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১৪৩. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১৪৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

১৪৫. *সংবাদ*, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১৪৬. *সংবাদ*, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১৪৭. *দৈনিক বাংলা*, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১৪৮. *দৈনিক বাংলা*, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১৪৯. *দৈনিক বাংলা*, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১৫০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১৫১. *দৈনিক বাংলা*, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১৫২. *দৈনিক বাংলা*, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১৫৩. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১৫৪. *সংবাদ*, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১৫৫. *দৈনিক বাংলা*, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১৫৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১
১৫৭. *দৈনিক বাংলা*, ৫ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১
১৫৮. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৫ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১
১৫৯. গোলাম মোস্তফা কিরণ, *আজকের বিশ্ব*, ঢাকা : প্রিমিয়ার পাবলিকেশন্স, জুলাই ২০০৬, পৃ. ১৭৩
১৬০. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১
১৬১. *দৈনিক বাংলা*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১
১৬২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১
১৬৩. *সংবাদ*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১
১৬৪. *দৈনিক বাংলা*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
১৬৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
১৬৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
১৬৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
১৬৮. *দৈনিক বাংলা*, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
১৬৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
১৭০. *সংবাদ*, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
১৭১. *দৈনিক বাংলা*, ১৩ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৫
১৭২. *দৈনিক বাংলা*, ২৬ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৫
১৭৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৬ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৫
১৭৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৬ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৫
১৭৫. *সংবাদ*, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৪
১৭৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ২
১৭৭. *দৈনিক বাংলা*, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৫
১৭৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ২
১৭৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৫
১৮০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ এপ্রিল ১৯৭২,পৃ. ২
১৮১. বাংলাদেশ অবজারভার, ৭ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ৫
১৮২. *দৈনিক বাংলা*, ৮ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ৫
১৮৩. *দৈনিক বাংলা*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ৫
১৮৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ৫
১৮৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ২
১৮৬. *সংবাদ*, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ৪
১৮৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ২
১৮৮. *দৈনিক বাংলা*, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ৫
১৮৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ২
১৯০. *সংবাদ*, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ৪
১৯১. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

তিন. স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক

স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকে ১৯৭৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক ছিল দ্বন্দ্ব-সংঘাতপূর্ণ। তিক্ততাই ছিল এই সম্পর্কের মূল ভিত্তি। উল্লিখিত সময়ের খবরের কাগজে এর প্রতিফলন ঘটে। ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৭৪ সালের ৯ এপ্রিল ভারতের দিল্লীতে স্বাক্ষরিত বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে এক চুক্তি অনুযায়ী যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীর বিচারের সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ প্রত্যাহার করে এবং তাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করে। পাকিস্তানের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান এবং ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ক্ষমা করে দেয়ার পর দু'দেশের সম্পর্কের দ্বান্দিক অবস্থা প্রশমিত হয়।

রিপোর্ট

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে উল্লিখিত সময়ে পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙালীদের অবস্থা নিয়ে অনেকগুলো খবর প্রকাশিত হয়েছে। দৈনিক বাংলায় ১৯৭২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি একটি খবর প্রকাশিত হয়। চন্ডিগড় থেকে বার্তা সংস্থা পিটিআই পরিবেশিত এই খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলামে বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। পাকিস্তানে ৩০ হাজার বাঙ্গালী সৈনিক বন্দী জীবন যাপন করছে' শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। চারজন বাঙ্গালী সৈনিকের কাছে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে খবরটি লেখা হয়। এতে বলা হয় :

> *পাকিস্তানী সেনাবাহিনীতে এখনো যে ৩০ হাজার বাঙ্গালী রয়েছে তাদের অধিকাংশকেই নিরস্ত্র করা হয়েছে। মূলত তারা এখন বন্দী জীবন যাপন করছে। চারজন বাঙ্গালী সৈনিক এখানে এই তথ্য জানিয়েছেন।*[১]

পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত চিঠির ভিত্তিতে বেশকিছু খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। চিঠির বরাত দিয়ে প্রকাশিত এই সব খবরে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের মর্মস্পর্শী ও করুণ অবস্থার বিবরণ উঠে এসেছে। দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি এ ধরনের একটি খবর প্রকাশিত হয়। লন্ডন থেকে প্রাপ্ত এক চিঠির বরাত দিয়ে খবরটি লেখা হয়। এই খবরটি ছিল দৈনিক ইত্তেফাকের এক্সক্লুসিভ আইটেম। প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'কয়েক লক্ষ বাঙ্গালীর ভাগ্য অনিশ্চিত'। এতে বলা হয়:

> *পাকিস্তানে আটক কয়েক লক্ষ বাঙালী বর্তমানে এক দুর্বিসহ অবস্থায় দিন যাপন করিতেছে। তাহাদের ভাগ্য সম্পূর্ণ অনিশ্চিত বলিয়া ওয়াকিফহাল সূত্রের এক খবরে জানা গিয়াছে। পাকিস্তান সামরিক জান্তার পতনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের জনগণ তথা বিশ্বের জনগণ ভাবিয়াছিলেন যে তাহাদের শুভবুদ্ধির উদয় হইবে। কিন্তু সম্প্রতি লন্ডন হইতে প্রাপ্ত নির্ভরযোগ্য একখানি চিঠিতে জানা যায়, যে করাচীতে অবস্থানরত বাঙ্গালীদেরকে সকল রকম নাগরিক সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। বাঙালীদের প্রতি যে নির্দয় ব্যবহার করা হইতেছে তাহা বর্ণনাতীত।*[২]

পাকিস্তানে আটকেপড়া তরুণীর করুণ আকুতি ভরা একটি চিঠির বরাত দিয়ে ১৯৭২ সালের ৩ এপ্রিল দৈনিক বাংলায় এক খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া বাঙ্গালী মেয়েরা পাকিস্তানে বন্দী অবস্থায় কিভাবে ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন সে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। দৈনিক বাংলার এক্সক্লুসিভ আইটেম হিসেবে স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবর প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'আমাদের বাঁচান : কোয়েটার দুর্গে আটক সাড়ে সাত শ ধর্ষিতা নারীর আকুল আবেদন'। এতে বলা হয় :

> *মানব ইতিহাসের জঘন্যতম নিধনযজ্ঞ চালিয়ে এবং লক্ষ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট করেও পাকিস্তানী বর্বর নরপশুরা ক্ষান্ত হয়নি। কোয়েটার একটি দুর্গে ৭৫৫ জন বাঙালী মেয়েকে আটক করে পাকিস্তানী পশুরা তাদের ওপর নির্মম ও অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। এরা সকলেই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। সম্প্রতি করাচী হতে এখানে প্রাপ্ত একটি চিঠিতে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য জানা গেছে।*[৩]

পাকিস্তানে আটকেপড়া নৌবাহিনীর বাঙ্গালী কর্মচারীর চিঠির বরাত দিয়ে ১৯৭২ সালের ১৯ এপ্রিল দৈনিক বাংলায় আরেকটি খবর প্রকাশিত হয়। লন্ডন হয়ে চিঠিটি ঢাকায় আসে। চিঠিটি নৌবাহিনীর ঐ কর্মচারীর এক আত্মীয়াকে উদ্দেশ্য করে লেখা। চিঠিভিত্তিক এই খবরে পাকিস্তানে আটকেপড়া সামরিক বাহিনীর বাঙ্গালী কর্মচারীদের করুণ চিত্র উঠে এসেছে। এই খবরটিও দৈনিক বাংলার এক্সক্লুসিভ আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। পরিবেশন করেছেন স্টাফ রিপোর্টার। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম রিভার্স শিরোনামে বক্স আইটেম ছিল এই খবর। শিরোনাম ছিল : 'একটি চিঠি : তাদের ভাগ্যে যে কি ঘটেছে একমাত্র আল্লাহই জানেন'। এতে বলা হয় :

> *পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীরা কেমন দুঃসহ যাতনা ও দুর্ভোগের মধ্যে কাল কাটাচ্ছেন তার করুণ কাহিনী বাংলাদেশে এসে পৌছাচ্ছে। এদের মধ্যে সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত বাঙ্গালী কর্মচারীদের অবস্থা আরো করুণ। সম্প্রতি পাকিস্তান নৌবাহিনীর এক বাঙ্গালী কর্মচারীর এরূপ একটি চিঠি ঢাকায় এসে পৌছেছে। চিঠিটা তার আত্মীয়ার কাছে লেখা। লন্ডন হয়ে চিঠিটি ঢাকায় এসেছে। চিঠির লেখক হাসান নৌবাহিনীর একজন অফিসার ছিলেন। চিঠির বক্তব্য যাতে বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার জন্য তিনি বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছেন।*[৪]

১৯৭২ সালের ১২ মে পাকিস্তানে আটকেপড়া এক তরুণীর চিঠির বরাত দিয়ে আরেকটি খবর প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। এই খবরে পাকিস্তানে বন্দী বাঙ্গালী মেয়েদের অবস্থার হৃদয়স্পর্শী বিবরণ উঠে এসেছে। দৈনিক বাংলার এক্সক্লুসিভ আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে এ খবর। পরিবেশন করেছেন স্টাফ রিপোর্টার। প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম রিভার্স শিরোনামে প্রকাশিত হয়

Dhaka University Institutional Repository

খবরটি। শিরোনাম ছিল : 'জল্লাদের দেশে বন্দিনী বাঙ্গালী মেয়ের চিঠি : সারাদিনে দেড়টা রুটি আর ৩ গ্লাস পানি–'। এই খবরে বলা হয় :

এইসব অত্যাচারের মধ্যে অনেক মেয়ে আত্মহত্যা করেছে। আর আত্মহত্যা করলেও ওরা কবর দেয় না। এ্যাসিড দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। আর যারা এই অত্যাচারে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে তারা সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার আগেই মারা যায়। না হয় সঙ্গে সঙ্গেই মারা যায়। হাজার মাইল দূরের বর্বর পশুদের রাষ্ট্র পাকিস্তান থেকে হাজারো অসহায় বাঙ্গালী বোনের একজনের কান্না ও লাঞ্ছনার প্রতিনিধি হয়ে এসেছে একটি চিঠি। ওপরের লাইনগুলো সেই চিঠির।[৫]

পাকিস্তানে আটকেপড়া বিমানবাহিনীর বাঙ্গালী কর্মকর্তার কাছ থেকে প্রাপ্ত এক চিঠির ভিত্তিতে ১৯৭২ সালের ২৯ মে একটি খবর প্রকাশিত হয় দৈনিক বাংলায়। এই খবরে নির্যাতনের শিকার এই সামরিক কর্মকর্তার দৃঢ় মনোবলের কথা তুলে ধরা হয়েছে। পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বাংলাদেশেই বিচারের বিনিময়ে প্রয়োজনে আত্মোৎসর্গ করতেও পাকিস্তানে বন্দী বাঙ্গালী সামরিক কর্মকর্তারা রাজি আছেন বলে ঐ খবরে তথ্য প্রকাশ করা হয়। দৈনিক বাংলার এক্সক্লুসিভ আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশিত হয়। পরিবেশন করেন স্টাফ রিপোর্টার। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় খবরটি। শিরোনাম ছিল: 'একটি চিঠি : বাংলার মাটিতেই যেন নরপশু যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়'। এই খবরে বলা হয় :

সোনার বাংলায় ধ্বংসের তান্ডব চালিয়েছে যে পাকিস্তানী নরপশুরা তাদেরকে যেন কিছুতেই ক্ষমা না করা হয়। তাদেরকে যথোপযুক্ত শাস্তি না দেবার জন্যে যদি আমাদেরকে হারাতেও হয় তবুও যেন সরকার বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ না করেন। কথা কয়টি লিখেছেন পাকিস্তানের ওয়ারসক ক্যাম্পে আটক পাক বিমান বাহিনীর একজন বাঙালী ডাক্তার। লিখেছেন তাঁর এক আত্মীয়কে লেখা একটি চিঠিতে। চিঠিতে তিনি তাদের বন্দীদশার এক করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন, করাচী থেকে পেশোয়ারে স্থানান্তরের সময় পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে যান ফ্লাইং অফিসার শফিকুর রহমান। তাঁকে এখন ১৪ বছরের সশ্রম কারাদন্ড ভোগ করতে হচ্ছে।[৬]

পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের দুর্ভোগের আরেকটি খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ২২ মার্চের পত্রিকাগুলিতে। বার্তা সংস্থা বিএসএস লন্ডন থেকে খবরটি পরিবেশন করে। এই খবরে পাকিস্তানে কর্মরত বাঙ্গালী সরকারী কর্মচারীদের দুর্ভোগের তথ্য পরিবেশন করা হয়। এতে মূলত তারা কিভাবে অর্থকষ্ট ও আর্থিক বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন সে তথ্য তুলে ধরা হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে পরিবেশন করা হয়। শিরোনাম ছিল : 'আটক বাঙ্গালীরা দারুণ দুর্দশায় দিন কাটাচ্ছেন'। এতে বলা হয় :

পাকিস্তানে যেসব বাঙালী কর্মচারী আটকা পড়ে গেছেন তাঁরা সকলেই সীমাহীন দুর্দশার মধ্যে কাল কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। এছাড়া যে সব বাঙ্গালী পাকিস্তান সরকারের অধীনে চাকরীতে নিয়োজিত ছিলেন তাদের ছুটি উপভোগ করতে বলা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাসে উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের মাত্র ১ হাজার টাকা দেয়া হয়েছে আর অনেককে বেতরে এক তৃতীয়াংশ দেয়া হয়েছে। তাদের গৃহের টেলিফোন কেটে দেয়া হয়েছে। এছাড়া তাঁরা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন। প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকেও তারা কোনও টাকা তুলতে পারছেন না।[৭]

পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের নিয়ে আতংকিত হওয়ার মত এক খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিলের খবরের কাগজে। এই খবরে তথ্য প্রকাশ করা হয় যে, পাকিস্তানের বন্দী শিবির থেকে বাঙ্গালী মেয়েদের তুলে নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। বার্তা সংস্থা এনা পরিবেশিত এ খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'ভুট্টো-টিক্কার আরেক কাহিনী : বাঙ্গালী মেয়েদের মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে'। এতে বলা হয় :

পাকিস্তানে কসাই টিক্কা নিয়ন্ত্রিত ভুট্টো সরকারের বর্বরতার আরো কাহিনী ঢাকায় এসে পৌঁছেছে। পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর বর্বর-সুলভ মনোভাবের প্রতি ধিক্কার দিয়ে ঢাকার মা-বোনেরা যখন ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় মিছিল নিয়ে রাজপথে নেমেছেন, তখনই এক আতঙ্কজনক খবর এসেছে পাকিস্তানের বন্দী শিবিরগুলো থেকে। খবর এসেছে পাকিস্তানের বাঙ্গালী বোঝাই বন্দী শিবিরগুলো থেকে বাঙালী মেয়েদের বের করে নিয়ে যেয়ে মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে।[৮]

পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালী সরকারী কর্মকর্তাদের একপর্যায়ে বরখাস্ত করতে শুরু করে পাকিস্তান সরকার। শুধুমাত্র বাংলাদেশে ফেরত আসার ইচ্ছা পোষণ করার কারণেই তাদের বরখাস্ত করা হয়। ১৯৭২ সালের ২৫ জুলাই খবরের কাগজে এই খবর প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা এনা খবরটি পরিবেশন করে। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'পাকিস্তানে পদস্থ বাঙ্গালী অফিসাররা বরখাস্ত হয়েছেন'। এতে বলা হয় :

পাকিস্তানে অবস্থানরত শীর্ষ স্থানীয় বাঙ্গালী অফিসার যাঁরা বাংলাদেশে ফিরে আসার পক্ষে মত দিয়েছেন, তাঁদের চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে শফিউল আজম, এ কে এম আহসান, আনিসুজ্জামান ও মুজিবুল হক রয়েছেন। গত ১০ই জুলাই তাদের চাকরিচ্যুত করা হয়েছে বলে এনা নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পেরেছে।[৯]

পাকিস্তানে আটকেপড়া সামরিক বাহিনীর বন্দী বাঙ্গালী কর্মচারীদের উপর নানাভাবে নিপীড়ন চালানো হয়। এর মধ্যে অন্যতম ছিল তাদের নিম্নমানের খাবার সরবরাহ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রাখা। এতে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ ধরনের একটি খবর দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৭২ সালের ১২ আগস্ট প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে এক্সক্লুসিভ আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয় খবরটি। প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'দূষিত খাদ্য দ্রব্য সরবরাহের দরুন পাকিস্তানে আটক চল্লিশ হাজার বাঙ্গালী কর্মচারী মারাত্মক রোগে আক্রান্ত'। এতে বলা হয় :

পাকিস্তানে আটক সামরিক বিভাগের বাঙ্গালী কর্মচারীরা বর্তমানে এক নিদারুণ অবস্থার মধ্যে দিন যাপন করিতেছে। বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত এক খবরে জানা গিয়েছে যে, অখাদ্য ও নিম্নমানের খাদ্য সরবরাহ এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের ফলে পাকিস্তানের বিভিন্ন বন্দী শিবিরে আটক প্রায় ৪০ হাজার বাঙ্গালী কর্মচারীর মধ্যে অধিকাংশই পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া বিনা চিকিৎসায় এক চরম সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে। পক্ষান্তরে পাকিস্তান সরকার বাঙ্গালী বেসামরিক কর্মচারীদের কাজে যোগদান করিতে না দেওয়ায় প্রায় ৩ লক্ষ কর্মচারী তাহাদের স্ত্রী পুত্র পরিজন লইয়া অর্ধাহারে-অনাহারে দিন যাপন করিতেছে।[১০]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭২ সালের শেষ দিকে পাকিস্তানে আটকেপড়া বেসামরিক বাঙ্গালীদের বন্দী শিবিরে নিয়ে যাওয়া শুরু করে। ১১ অক্টোবর এই খবর প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। ভারতের নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা এনা ও ইউএনআই এই খবর পরিবেশন করে। সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'আটক বাঙ্গালীদের বন্দী শিবিরে নেয়া হচ্ছে'। এতে বলা হয় :

ইসলামাবাদ সরকার আটক বেসামরিক বাঙ্গালীদের শহর সীমানার বাইরে বন্দী শিবিরগুলোতে সরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। লাহোরের নাওয়াই ওয়াক্ত পত্রিকা এ খবর দিয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন বাঙ্গালীদের আগেই এ ধরনের শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার ও প্রাক্তন পদস্থ কর্মচারীসহ সহস্রাধিক বিশিষ্ট বাঙ্গালী পালিয়ে চলে আসার পরিপ্রেক্ষিতেই এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।[১১]

১৯৭২ সালের শেষ দিকে এসে পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের উপর পাকিস্তান সরকারের নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায়। ১৯৭২ সালের ২৩ নভেম্বর সংবাদপত্রে এ ধরনের এক খবর প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা এনা খবরটি পরিবেশন করে। সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'পাকিস্তানে বাঙ্গালী নির্যাতন চলছে'। এতে বলা হয় :

বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্বের কথা নিয়ে পাকিস্তানী প্রেসিডেন্ট মি: জুলফিকার আলী ভুট্টো যতো উচ্চকণ্ঠই হোন না কেন তার দেশে অসহায় বাঙ্গালীদের ওপর নির্যাতন তাতে কিছুমাত্র প্রশমিত হচ্ছে না। পাকিস্তান থেকে যে খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে, এই ক'দিন আগেও শতাধিক চাকরিচ্যুত বাঙ্গালী কর্মচারী এবং তাদের স্ত্রী ও শিশু সন্তানদের পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের বিভিন্ন নির্যাতন ক্যাম্পে পাঠানো হচ্ছে। এমনকি পাকিস্তানী সংবাদপত্রগুলো এ ধরনের গ্রেফতারের খবর ছাপাতে পারছে না।[১২]

পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালী সরকারী কর্মচারীদের উপর নির্যাতনের অংশ হিসেবে অনেককে কোনো রকম পাওনা পরিশোধ না করেই চাকরীচ্যুত করা হয়। ১৯৭২ সালের ২৯ নভেম্বর এই খবর প্রকাশিত হয়। পাকিস্তানের করাচী থেকে বার্তা সংস্থা এনা ও এপি এই খবর পরিবেশন করে। সংবাদ-এ এই খবর ২৯ নভেম্বর প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : '৫ হাজার বাঙ্গালী মৃত্যুমুখে'। এতে বলা হয় :

পাঁচ সহস্রাধিক বাঙ্গালী করাচীতে এখন অনাহারে দিন কাটাচ্ছে, কেননা তাদের কোনরূপ জীবিকার পথ নেই। 'ডন'-এ এই মর্মে এক খবর বেরিয়েছে। এদের মধ্যে এক হাজার পরিবার সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারী, চারশ' বিমানবাহিনীর বেসামরিক কর্মচারী ও পাঁচশ' বৈমানিক। কোন রকম ভাতা না দিয়েই এদের চাকরি থেকে ছাঁটাই করা হয়েছে।[১৩]

১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি সময় পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের উপর পাকিস্তান সরকারের নির্যাতনের রুদ্ররূপ প্রকাশ পায়। পাকিস্তানে অবস্থানরত নিরীহ বাঙ্গালীদের গণহারে গ্রেফতার করে বন্দী শিবিরে নিয়ে যাওয়া শুরু করা হয় এ সময়। এই খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালের ৭ মের খবরের কাগজে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবক'টি পত্রিকায় গুরুত্বের সঙ্গে খবরটি প্রকাশিত হয়। পাকিস্তানের ইসলামাবাদ থেকে বার্তা সংস্থা রয়টার, বিএসএস ও এনা পরিবেশিত এই খবর সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। দৈনিক বাংলা প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে ব্যানার আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানী পুলিশের ব্যাপক হামলা : ট্রাক বোঝাই করে তাদের অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ॥ অকস্মাৎ হানা দিয়ে হাজার হাজার বাঙ্গালী গ্রেফতার'। খবরে বলা হয় :

পাকিস্তানী পুলিশ গভীর রাতে হানা দিয়ে ঘুমন্ত শত শত আটক বাঙালীকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃত এইসব নিরপরাধ বাঙালীর সংখ্যা কয়েক হাজারও হতে পারে। আজ রাতে বিবিসির এক সংবাদ বুলেটিনে বলা হয় গতরাতে পাকিস্তানী পুলিশ এক আকস্মিক অভিযান চালিয়ে ইসলামাবাদ থেকে পাইকারী হারে সকল আটক বাঙালীকে গ্রেফতার করেছে এবং গ্রেফতারকৃত এইসব বাঙালীদের রাজধানী থেকে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে গেছে।[১৪]

বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল : 'Several thousands herded in buses, trucks for secret places ॥ Swoop on Bangalis in Islamabad'.[১৫] সংবাদ-এ খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম রিভার্স শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল : 'যে কোন সময় আটক বাঙ্গালীর বিচার শুরু হতে পারে ঃ জং ॥ ইসলামাবাদে কয়েক হাজার বাঙ্গালীকে গ্রেফতার করে অজ্ঞাত স্থানে প্রেরণ'।[১৬] দৈনিক ইত্তেফাক তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে খবরটি। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : 'ইহাদের কোথায় লইয়া যাওয়া হইতেছে?'[১৭]

পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের জন্য বাংলাদেশ সরকার শুরু থেকেই উদ্বিগ্ন ছিল। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে নানা তৎপরতা চালানো হয়। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে তৎপরতা চালান সেসব খবরও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ১৯৭২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারির খবরের কাগজে এ ধরনের একটি খবর প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা পিটিআই ও বিএসএস পরিবেশিত এই খবরে পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের দুর্দশা লাঘবে জাতিসংঘ মহাসচিবের সাহায্য কামনা করার কথা বলা হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয়। প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'জাতিসংঘ সেক্রেটারী জেনারেলের নিকট বঙ্গবন্ধুর জরুরী বার্তা ॥ অবিলম্বে পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙ্গালীদের দুর্দশা মোচন করুন'। এই খবরে বলা হয় :

Dhaka University Institutional Repository

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশের বাঙ্গালীদের দুর্দশা লাঘব করার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেলকে তার প্রভাব খাটানোর জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল কুর্ট ওয়াল্ডহেমের কাছে পাঠানো এক জরুরী বাণীতে এই আবেদন জানিয়েছেন।[১৮]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'Sheikh Seeks good-offices of Waldheim ॥ Concern over fate of Bangalees in Pakistan'.[১৯] সংবাদ ও দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এর শিরোনাম ছিল : 'জাতিসংঘ সেক্রেটারী জেনারেলের প্রতি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ঃ পাকিস্তানে আটক বাঙ্গালীদের দুর্ভোগ লাঘবে উদ্যোগী হোন'।[২০] দৈনিক বাংলার শিরোনাম ছিল : 'জাতিসংঘের প্রতি প্রধানমন্ত্রী : পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের দিকে নজর দিন'।[২১]

১৯৭২ সালের অক্টোবরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পুনরায় জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে এক বার্তা পাঠান। এই বার্তায় পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে জাতিসংঘের সহযোগিতা কামনা করা হয়। ১৯৭২ সালের ১৫ অক্টোবরের সংবাদপত্রে এই খবর গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। খবরটি পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা বিএসএস। খবরটি সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। দৈনিক বাংলা প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে এই খবর। শিরোনাম ছিল : 'ওয়াল্ড হেইমের কাছে বঙ্গবন্ধুর তারবার্তা : আটক বাঙ্গালীদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করুন ॥ জাতিসংঘ মহাসচিবের হস্তক্ষেপ কামনা'। এই খবরে বলা হয় :

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘের মহাসচিব কুর্ট ওয়াল্ডহেইমের কাছে পাঠানো এক ব্যক্তিগত তারবার্তায় পাকিস্তানে আটক বাঙ্গালীদের অবস্থার দ্রুত অবনতির জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং পাকিস্তান থেকে আটক বাঙ্গালীদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনা ত্বরান্বিত করার জন্য মহাসচিবের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।[২২]

দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল : 'জাতিসংঘ সেক্রেটারী জেনারেলের নিকট বঙ্গবন্ধুর তারবার্তা ॥ আটক বাঙ্গালীদের স্বদেশে ফিরিতে সাহায্য করুন'।[২৩] বাংলাদেশ অবজারভারে এই খবরের শিরোনাম ছিল : 'Mujib Conveys his grave concern to Waldheim ॥ Save stranded Bangalis from persecution'.[২৪] সংবাদ খবরটি প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে বক্স আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল : 'জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রতি বঙ্গবন্ধু ॥ আটক বাঙ্গালী উদ্ধারে হস্তক্ষেপ করুন'।[২৫]

পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙালীদের ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে পাকিস্তান সরকার টালবাহানা শুরু করলে বাংলাদেশ সরকার এ ব্যাপারে পুনরায় জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ কামনা করে। বার্তা সংস্থা বিএসএস ও এনা পরিবেশিত এই খবর ১৯৭৩ সালের ১২ এপ্রিল সংবাদপত্রে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাক খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে ব্যানার আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'বিনা শর্তে বাঙ্গালী ও পাকিস্তানী বিনিময়ের প্রস্তাব ঃ জাতিসংঘের মহাসচিবের নিকট বঙ্গবন্ধুর পত্র'। এই খবরে বলা হয় :

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘের মহাসচিব ড. কুর্ট ওয়াল্ডহেইমের নিকট লিখিত একপত্রে পাকিস্তান হইতে সকল বাঙ্গালী এবং বাংলাদেশ হইতে সকল পাকিস্তানীর অবিলম্বে ও বিনাশর্তে বিনিময়ের প্রস্তাব দিয়েছেন। এই ব্যাপারে জাতিসংঘের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য এবং বাঙ্গালীদের ফিরাইয়া আনার উদ্দেশ্যে কোন নিরপেক্ষ দেশের জাহাজের ব্যবস্থা করার জন্য বঙ্গবন্ধু মহাসচিবকে অনুরোধ জানান। ২৯শে মার্চ তারিখে লিখিত বঙ্গবন্ধুর পত্রটি গতকাল সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয়।[২৬]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'Bangobandhu's message to Waldheim ॥ Unconditional repatriation will help solve problems'.[২৭] দৈনিক বাংলা খবরটি প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল : 'জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে বঙ্গবন্ধুর চিঠি ॥ শর্তহীন মুক্তির অনুরোধ'।[২৮] সংবাদ খবরটি প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : 'বিনা শর্তে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের প্রস্তাব ॥ জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে বঙ্গবন্ধুর বার্তা প্রেরণ'।[২৯]

পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের সাহায্য করার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে পাঠানো বাণীতে পাকিস্তানে বাঙ্গালীদের উপর নির্যাতন বন্ধে সবার সহযোগিতা কামনা করেন। ১৯৭২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারির খবরের কাগজে এই সংবাদ প্রকাশিত হয়। খবরটি পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা এনা ও বিএসএস। খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে সংবাদ। প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশ করে সংবাদ। শিরোনাম ছিল : 'বন্ধুভাবাপন্ন রাষ্ট্রবর্গের প্রধানদের নিকট শেখ মুজিবের জরুরী বার্তা ॥ পাকিস্তানে বাঙ্গালীদের উপর নির্যাতন বন্ধ করার ব্যবস্থা করুন'। এই খবরে বলা হয় :

পাকিস্তানে বাঙ্গালীদের উপর নির্যাতন বন্ধের উদ্দেশ্যে পাকিস্তান সরকারের উপর প্রভাব খাটানোর জন্যে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কতিপয় বন্ধু দেশের সরকার প্রধানের নিকট আবেদন জানিয়েছেন।[৩০]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল : 'Mujib Seeks good-offices of friendly countries ॥ Persuade Pindi to stop persecution of Bangalees'.[৩১] দৈনিক ইত্তেফাক খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে সেকেন্ড লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'বন্ধুরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীদের নিকট বঙ্গবন্ধুর জরুরী আবেদন ॥ বাঙ্গালী নির্যাতন বন্ধে সাহায্য করুন'।[৩২] দৈনিক বাংলা খবরটি সবচেয়ে কম গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : 'উদ্বেগজনক খবর পাচ্ছি : রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে বঙ্গবন্ধুর বাণী'।[৩৩]

পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গারীদের উপর নির্যাতন বন্ধ করা ও তাদের দেশে ফেরত আনার ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেডক্রস প্রধানের সাহায্য কামনা করেন। রেডক্রস প্রধানের সাহায্য কামনা করে পাঠানো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তারবার্তার খবর ১৯৭২ সালের ১৬ অক্টোবরের সংবাদপত্রে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। খবরটি পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা বিএসএস ও এনা। দৈনিক বাংলা, সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাক খবরটি প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে। অন্যদিকে বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'রেডক্রস প্রধানের প্রতি বঙ্গবন্ধু : পাকিস্তানে আটক বাঙালীদের দিকে নজর দিন'। এই খবরে বলা হয় :

> *প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানে আটক বাঙালীদের উপর নির্যাতন বন্ধ এবং দ্রুত তাদের দেশে ফেরত আনার ব্যাপারে রেডক্রসের হস্তক্ষেপ কামনা করে আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটি প্রধানের কাছে তারবার্তা পাঠিয়েছেন।[৩৪]*

দৈনিক ইত্তেফাকের শিরোনাম ছিল : রেডক্রস প্রধানের নিকট বঙ্গবন্ধুর তার ॥ বাঙ্গালীদের নিরাপত্তা ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করুন'।[৩৫] সংবাদ এর শিরোনাম ছিল : রেডক্রস প্রধানের কাছে বঙ্গবন্ধুর বার্তা ॥ বাঙ্গালীদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনুন'।[৩৬] বাংলাদেশ অবজারভারের শিরোনাম ছিল : 'Take up issue with Islamabad : Mujib cables ICRC President ॥ Speedy repatriation of Bangalis Urged'.[৩৭]

পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের উপর নির্যাতন বন্ধ এবং তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে শুধু প্রধানমন্ত্রী পর্যায় থেকে নয় সরকারের নানা পর্যায় থেকে তৎপরতা চলে।

১৯৭২ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি এ ধরনের একটি খবর প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা এনা এই খবর পরিবেশন করে। এই খবরটি ছিল সে সময়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদের বক্তব্যভিত্তিক। এই খবরে পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের ব্যাপারে সরকারের উৎকণ্ঠার বিষয়টি প্রকাশ পায়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙ্গালীদের জন্য সরকার উদ্বিগ্ন'। এই খবরে বলা হয় :

> *বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আব্দুস সামাদ আজাদ গতকাল রবিবার বলেন যে, পাকিস্তানে অবস্থানকারী লক্ষ লক্ষ বাঙালীর ভাগ্য সম্পর্কে সরকার গভীর উদ্বেগাকুল হইয়া পড়িয়াছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন যে, এই সকল অসহায় বাঙালীর ব্যাপারে জাতিসংঘের ন্যায় একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে।[৩৮]*

পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সরকারী তৎপরতার এক নজীর দেখা যায় ১৯৭২ সালের ১২ এপ্রিল প্রকাশিত এক খবরে। খবরটি পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা বিএসএস ও এনা। খবরটি সব পত্রিকাই গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। তবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় সংবাদ। খবরটি সংবাদ-এ ছয় কলাম শিরোনামে লীড ও বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'বাঙ্গালীদের ফেরত দানের প্রশ্নে পাক-বাংলাদেশ নীতিগত মতৈক্য'। খবরে বলা হয় :

> *বাংলাদেশ ও পাকিস্তান উভয় দেশ স্ব-স্ব দেশে প্রত্যাবর্তনে ইচ্ছুক লোকদের ফেরত দানের প্রশ্নে নীতিগতভাবে ঐক্যমতে পৌছেছে। বাংলাদেশে নিযুক্ত আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটির প্রধান মি. এল মার্টি আজ রাতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদকে এ কথা জানিয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের পরে জানান যে, আইসিআরসি প্রধানের সাথে লোক বিনিময়ের প্রশ্ন নিয়ে তিনি ফলপ্রসূ আলোচনা করেছেন।[৩৯]*

দৈনিক ইত্তেফাক খবরটি প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল: 'বাঙ্গালী ও পাকিস্তানী বিনিময়ের নীতিগত মতৈক্য'।[৪০] দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : 'সামাদ সকাশে আন্তর্জাতিক রেডক্রস প্রধান ॥ বাঙ্গালীদের ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে মতৈক্য'।[৪১]

পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সরকারী তৎপরতার আরেকটি নজীর দেখা যায় ১৯৭২ সালের ২১ জুন প্রকাশিত এক খবরে। বার্তা সংস্থা বিএসএস খবরটি পরিবেশন করে। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'একজনের বদলে একজন– এই ভিত্তিতে পাকিস্তানের সাথে বেসামরিক লোক বিনিময়ে প্রস্তুত রয়েছি– সামাদ'। এই খবরে বলা হয় :

> *বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুস সামাদ আজ পুনরায় উল্লেখ করেন যে বাংলাদেশ পাকিস্তানের সাথে বেসামরিক নাগরিকদের বিনিময় করতে প্রস্তুত আছে। তবে তা হবে একজনের বদলে একজন এই ভিত্তিতে। আন্তর্জাতিক রেডক্রস সমিতির নয়া প্রধান মিঃ এ চাফলীর সাথে সাক্ষাতের পর সাংবাদিকদের সাথে আলোচনাক্রমে তিনি একথা বলেন।[৪২]*

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে বিভিন্ন পর্যায় থেকে সরকারের কাছে দাবী জানানো হয়। বাঙ্গালীদের দেশে ফেরার সুযোগ দেয়ার জন্য পাকিস্তান সরকারের কাছেও এই দাবী জানানো হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন এবং পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের আত্মীয়-স্বজনরা প্রধানত এই দাবী উত্থাপন করে। দাবী আদায়ের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচীও পালিত হয়।

রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে প্রথম এই দাবী জানায় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ ভাসানী)। ভাসানী ন্যাপের এই খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১ মার্চ। বার্তা সংস্থা এনা এই খবর পরিবেশন করে। সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। এই খবরে ভাসানী ন্যাপ পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের ফিরিয়ে দেয়ার জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়। খবরটির শিরোনাম ছিল : 'পাকিস্তান সরকারের প্রতি মওলানা ভাসানী ॥ বাঙ্গালীদের নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে দিন'। এই খবরে বলা হয় :

> *বৃদ্ধ জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙ্গালীদের নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করার জন্যে পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। গতকাল সোমবার সন্তোষ থেকে পাঠানো এক তার বার্তায় মওলানা ভাসানী উপরোক্ত আহ্বান জানান।*[৪৩]

এর এক মাস পর পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের দেশে ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানিয়ে বিবৃতি প্রদান করে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-মোজাফফর)। এই বিবৃতিতে পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্য বন্ধু দেশসমূহের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। ১৯৭২ সালের ১ এপ্রিল সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এর নিজস্ব বার্তা পরিবেশক পরিবেশিত এই খবরের শিরোনাম ছিল : 'বিশ্বের প্রতি ন্যাপ সম্পাদকের আহ্বান ॥ আটক বাঙ্গালীদের ফিরিয়ে দিতে ভুট্টোকে চাপ দিন'। এই খবরে বলা হয় :

> *বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন গতকাল এক বিবৃতিতে পাকিস্তানে আটক বাঙ্গালীদের দুরবস্থায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং তাদের ফিরিয়ে দিতে ভুট্টোর প্রতি চাপ সৃষ্টির জন্য বন্ধু দেশগুলোসহ বিভিন্ন দেশের সরকার ও জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।*[৪৪]

পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের দেশে ফিরিয়ে আনার দাবী আদায়ের জন্য ঢাকায় বিভিন্ন ব্যক্তিকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির তৎপরতার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই কমিটির উদ্যোগে ঢাকায় মিছিল আয়োজনের খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১ এপ্রিল। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবর সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'আটক বাঙ্গালীদের ফিরিয়ে আনার দাবীতে ঢাকায় মহিলাদের মিছিল'। এই খবরে বলা হয় :

> *পাকিস্তান আটক বাঙ্গালীদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনার দাবীতে আজ ঢাকার মহিলারা এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির করে। পাকিস্তানে আটক বাঙ্গালীদের জন্য গঠিত কমিটির সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস ফাতিমা সামাদ এ শোভাযাত্রায় নেত্রীত্ব করেন। শোভাযাত্রাকারীরা বিভিন্ন বিদেশী দূতাবাসে গমন করে এবং স্মারকলিপি প্রদান করে।*[৪৫]

465335

পাকিস্তান আটক বাঙ্গালী উদ্ধার সমিতি নামে একটি সংগঠনও পাকিস্তানে আটকেপড়াদের প্রত্যাবাসনের জন্য কাজ করে। এই সমিতি পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের উদ্ধারের জন্য দাবী সপ্তাহ পালন করে। ১৯৭২ সালের ২৪ এপ্রিল এই খবর প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবর দৈনিক ইত্তেফাকে শেষ পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'বাঙ্গালী উদ্ধারে দাবী সপ্তাহ'। এই খবরে বলা হয় :

> *পাকিস্তানে আটক বাঙ্গালীদের আশু প্রত্যাবর্তনের দাবীতে পাকিস্তানে আটক বাঙ্গালী উদ্ধার সমিতি তাহাদের সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানে অদ্য হইতে প্রত্যেকদিন পথসভা ও শোভাযাত্রা করিবেন। গতকাল সমিতির আহ্বায়ক এম এ জব্বারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।*[৪৬]

পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য পাকিস্তানে আটক বাঙ্গালী উদ্ধার সমিতি ঢাকায় মার্কিন দূতাবাস ও বৃটিশ হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ১৯৭২ সালের ৭ সেপ্টেম্বর এই খবর প্রকাশিত হয় খবরের কাগজে। দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরের শিরোনাম ছিল: 'মার্কিন দূতাবাস ও বৃটিশ হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ ॥ আটক বাঙ্গালীদের ফিরিয়ে আনুন'। এই খবরে বলা হয়:

> *পাকিস্তানে আটক বাঙালী উদ্ধার সমিতি পাকিস্তান থেকে বাঙালীদের ফিরিয়ে আনার দাবীতে গতকাল বুধবার ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস ও বৃটিশ হাইকমিশনারের অফিসের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।*[৪৭]

পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের আত্মীয় স্বজনরা ঢাকার রাজপথে মিছিল করে এবং ঢাকাস্থ বিভিন্ন দেশের দূতাবাসে স্মারকলিপি প্রদান করে। এই স্মারকলিপিতে তারা পাকিস্তানে আটকেপড়া স্বজনদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে বিভিন্ন দেশের সাহায্য কামনা করে। ১৯৭২ সালের ২ মার্চ এই খবর প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি পরিবেশন করে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় খবরটি। শিরোনাম ছিল : 'আটক বাঙ্গালীদের পরিজনের মিছিল'। এই খবরে বলা হয় :

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চিম পাকিস্তানে আটক বাঙ্গালীদের ফিরিয়ে আনার দাবীতে তাদের আত্মীয় পরিজন পরিবারবর্গ গতকাল (বুধবার) ঢাকার রাজপথে মিছিল করে। মিছিলকারী মহিলারা শহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমণ করে এবং আরব দেশগুলো ছাড়াও ঢাকাস্থ সকল বিদেশী মিশনে গিয়ে স্মারকলিপি পেশ করে।[৪৮]

পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের আত্মীয়-স্বজনরা তাদের পরিজনদের দেশে ফিরিয়ে আনার দাবী জানাতে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করেন। ১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস খবরটি পরিবেশন করে। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিলঃ 'আটক বাঙ্গালীদের ফিরিয়ে আনার জন্য সরকার সকল ব্যবস্থা নিয়েছেন : বঙ্গবন্ধু'। এই খবরে বলা হয় :

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল সোমবার বলেন যে, সরকার পাকিস্তান থেকে বাঙালীদের ফিরিয়ে আনার জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। গতকাল সকালে আটক বাঙালীদের পত্নী ও আত্মীয়দের সাথে আলোচনাকালে বঙ্গবন্ধু তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং তাদের ধৈর্য ধরতে অনুরোধ করেন।[৪৯]

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রায় বছর খানেক পরও পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙালীদের দেশে ফেরা শুরু না হওয়ায় তাদের পরিজনরা ঢাকায় বঙ্গভবনের সামনে গণঅনশন কর্মসূচী পালন করে। ১৯৭৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি এই খবর প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি পরিবেশন করেন নিজস্ব বার্তা পরিবেশক। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে পরিবেশিত হয় এই খবর। শিরোনাম ছিল : 'আটক বাঙ্গালীদের ফিরিয়ে আনো ॥ বঙ্গভবনের সম্মুখে গণঅনশন ধর্মঘট'। এই খবরে বলা হয় :

পাকিস্তানে আটক ৪ লক্ষাধিক বাঙ্গালী উদ্ধারের দাবীতে আটক বাঙ্গালীদের আত্মীয় স্বজনেরা গতকাল (বৃহস্পতিবার) ঢাকায় বঙ্গভবনের সম্মুখে গণঅনশন ধর্মঘট শুরু করেছে। গতকাল এ অনশনে মহিলা ও পুরুষসহ মোট ১০ জন অংশ নেন।[৫০]

পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের কেউ কেউ পালিয়ে দেশে চলে আসতে সক্ষম হন। ১৩ জন বাঙ্গালীর এমনই একটি দল পাকিস্তান থেকে পালিয়ে দেশে আসার খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ২৪ এপ্রিল। এই দলটি দেশে এসে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করেন। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবর সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় সংবাদ-এ। শিরোনাম ছিল : 'বঙ্গবন্ধু সকাশে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা ১৩ জন বাঙ্গালী'। এই খবরে বলা হয় :

পাকিস্তান থেকে তেরোজন বাঙ্গালীর একটি দল পালিয়ে ভারতে চলে এসেছিলেন এবং সেখানে থেকে বাংলাদেশে চলে এসেছেন। তারা আজ গণভবনে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করে পাকিস্তানে আটক বাঙ্গালীদের দুর্দশা সম্পর্কে জ্ঞাত করেছেন।[৫১]

পাকিস্তান থেকে পালিয়ে সমুদ্র পথে পাঁচশ' বাঙ্গালী কোলকাতা পর্যন্ত আসার একটি খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ৪ সেপ্টেম্বর। ভারতের ভুজ থেকে বার্তা সংস্থা পিটিআই ও বিএসএস পরিবেশিত এই খবর সংবাদ-এ প্রকাশিত হয় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : '৫০০ বাঙ্গালী পালিয়ে এসেছে'। এই খবরে বলা হয় :

পাকিস্তান থেকে প্রায় পাঁচশ' বাঙ্গালী কচ্ছরান বা সমুদ্রপথে পালিয়ে এসেছে এবং এ পর্যন্ত কচ্ছ সীমান্তে এসে পৌছেছে বলে জানা গেছে। বাংলাদেশে তাদের ফিরিয়ে দেয়ার জন্য কলকাতায় পাঠানো হয়েছে।[৫২]

শুধু পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীই নয়, দেশে তাদের পরিবার-পরিজনরাও আর্থিক সংকটে পড়ে। উপার্জনক্ষম ব্যক্তি পাকিস্তানে আটকেপড়ায় দেশে তাদের স্বজনদের জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে পড়ে। ১৯৭২ সালের ১৬ মে সংবাদ-এ পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের পক্ষ থেকে এ প্রসঙ্গে একটি চিঠি লিখেন নোয়াখালীর সাঙ্গাপুর গ্রাম থেকে মরিয়ম আবছার। পরে এই চিঠির ধারাবাহিকতায় পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের স্বজনদের সংকটজনক অবস্থা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য নিয়ে খবর প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক। ১৯৭২ সালের ১৯ মে দৈনিক ইত্তেফাকে এক্সক্লুসিভ আইটেম হিসেবে এই খবর প্রকাশিত হয়। প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'পাকিস্তানে বাঙ্গালীদের আটক থাকার ফলে ২০ সহস্রাধিক পরিবার আজ চরম সংকটের সম্মুখীন'। এই খবরে বলা হয় :

পাকিস্তানে আটক বাঙ্গালী কর্মচারী ও ব্যবসায়ীদের আয়ের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল ২০ সহস্রাধিক পরিবার আজ বাংলাদেশে চরম অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে দিন যাপন করিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, এই ২০ সহস্রাধিক পরিবারের অধিকাংশই পাকিস্তানে আটক তাহাদের পিতা, ভাই, মামা, চাচা, স্বামী ও অন্য অতি নিকট আত্মীয়দের প্রেরিত অর্থের দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করিত ও বহু ছাত্র-ছাত্রী ঐ অর্থের উপর নির্ভর করিয়াই তাহাদের পড়াশোনা চালাইত।[৫৩]

দৈনিক ইত্তেফকে ঐ খবর প্রকাশের দুই মাস পর সরকার পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালী সরকারী কর্মচারীদের পোষ্যদের খোরাকী ভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৭২ সালের ১৬ জুলাই এই খবর সংবাদপত্রে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। খবরটি পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা বিএসএস। দৈনিক বাংলা খবরটি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। শিরোনাম ছিল : আটক বাঙ্গালী কর্মচারীদের পোষ্যরা খোরাকী ভাতা পাবেন'। এই খবরে বলা হয় :

পাকিস্তানে আটক বাঙালী সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের পোষ্যদের খোরাকী ভাতা দেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল শনিবার এক আদেশ জারী করেছেন। আটক ব্যক্তিদের বেতনের এক-তৃতীয়াংশ করে সর্বোচ্চ চারশো এবং সর্বনিম্ন একশো টাকা হারে এই ভাতা দেয়া হবে।[৫৪]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে লীড ও বক্স আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল : 'Bangobandhu Orders ॥ Allowance for dependants of stranded Bangalis'.[৫৫] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রকাশিত হয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : 'আটক বাঙ্গালীদের পোষ্যদের জন্য ভাতা'।[৫৬] সংবাদ-এ খবরটি প্রকাশিত হয় শেষ পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে বক্স আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল : 'আটক বাঙ্গালীদের পরিজনের জন্য খোরাকী ভাতা'।[৫৭]

পাকিস্তানে আটকেপড়া সরকারী কর্মচারীদের পোষ্যদের খোরাকী ভাতা প্রদানের জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আড়াই মাস পরও তা কার্যকর হয়নি। সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ২ অক্টোবর। সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় খবরটি। শিরোনাম ছিল : 'আটক বাঙ্গালীদের পোষ্যরা আজো কোনো খোরাকী ভাতা পায়নি।' এই খবরে বলা হয় :

> *পাকিস্তানে আটক বাঙ্গালী উদ্ধার সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনাব এস এম হুদা গতকাল (রোববার) এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, সরকার আটক বাঙ্গালী পরিবারদের জন্য খোরাকি ভাতা প্রদানের কথা ঘোষণা করার তিন মাস পরেও তা দেয়া হয়নি।*[৫৮]

এই খবর প্রকাশের দিনই প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অবিলম্বে এই ভাতা প্রদানের নির্দেশ দেন। ১৯৭২ সালের ৩ অক্টোবর এই খবর প্রকাশিত হয় খবরের কাগজে। খবরটি পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা বিএসএস। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'আটক বাঙ্গালীদের পোষ্য দরখাস্তকারীদের ভাতা দানের জন্য বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ'। এই খবরে বলা হয় :

> *প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল (সোমবার) সন্ধ্যায় পাকিস্তানে আটক বাঙ্গালী সরকারী কর্মচারীদের পোষ্যরা দরখাস্ত করার পরও যারা সরকার ঘোষিত মাসিক খোরাকি ভাতা এখনও পায়নি তাদের অবিলম্বে তা প্রদানের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতি নির্দেশ দান করেন। প্রধানমন্ত্রী গতকাল সন্ধ্যায় গণভবনে পাকিস্তানে আটক বাঙ্গালীদের পরিবার-পরিজনের সাথে আলাপের পরিপ্রেক্ষিতে খোরাকি ভাতা পায়নি বলে অভিযোগ শোনার পর এ নির্দেশ প্রদান করেন।*[৫৯]

স্বাধীনতার পর পরই পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচারের দাবী উঠে। ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি এ ধরনের একটি খবর প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। বার্তা সংস্থা এনা খবরটি পরিবেশন করে। দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলামে প্রকাশিত এই খবরের শিরোনাম ছিল : 'ইন্দিরার কাছে ৫ জন বুদ্ধিজীবীর তারবার্তা : ফরমান আলীর বিচার দাবী'। এই খবরে বলা হয় :

> *বাংলাদেশের ৫ জন বুদ্ধিজীবী গতকাল মঙ্গলবার ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে প্রেরিত এক তার বার্তায় সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের গবর্ণরের সামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীকে জেনেভো কনভেনশনের অধীনে একজন সাধারণ যুদ্ধবন্দী হিসেবে বিবেচনা না করে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচার করার দাবী জানিয়েছেন।*[৬০]

যুদ্ধাপরাধী যুদ্ধবন্দীদের যেন বিচার না হয় সেজন্য পাকিস্তান সরকার শুরু থেকেই জোর তৎপরতা শুরু করে। এক্ষেত্রে পাকিস্তানের সে সময়ের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর কার্যক্রম ছিল লক্ষণীয়। ১৯৭২ সালের ২৭ মার্চ এ ধরনের একটি খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। খবরটি ছিল এক সাংবাদিক সম্মেলনের। ভুট্টো সেখানে বক্তৃতাকালে বাংলাদেশে পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধী বিচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডি থেকে বার্তা সংস্থা বিএসএস ও এনা খবরটি পরিবেশন করে। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় এই খবর। শিরোনাম ছিল: 'ভুট্টো সাহেব আবারও গরম! তিনি নাকি ঢাকার মাটিতে পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হইতেই দিবেন না'। এতে বলা হয় :

> *পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো গতকাল রাত্রে বলেন যে, যুদ্ধ অপরাধের দায়ে বাংলাদেশ যদি কোন পাকিস্তানী বন্দীকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করায় তাহা হইলে তাহার অর্থ দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এমন এক প্রান্তে উপনীত হওয়া যেখান হইতে প্রত্যাবর্তনের কোন উপায় থাকিবে না। জনাব ভুট্টো এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দিতেছিলেন। চিৎকার, বাগাড়ম্বর ও টেবিল চাপড়াইয়া তিনি কথাবার্তা বলিতেছিলেন।*[৬১]

জুলফিকার আলী ভুট্টোর এই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানায় বাংলাদেশ সরকার। এজন্য একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেই সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। সাংবাদিক সম্মেলনে পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের দৃঢ়তা ব্যক্ত করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনের খবর ১৯৭২ সালের ২৮ মার্চের খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা এনা খবরটি পরিবেশন করে। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় খবরটি। শিরোনাম ছিল : 'ভুট্টো সাহেবের নর্তন-কুর্দন ও কথার যাদুতে কাজ হইবে না।'এই খবরে বলা হয় :

> *বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ গতকাল ঢাকায় এক বিশেষ সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে বলেন, জনাব ভুট্টোর রাজনৈতিক নর্তন-কুর্দন ও কথার যাদুতে বাংলাদেশ সরকার ঢাকায় যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার অনুষ্ঠান হইতে বিরত হইবেন না। জনাব ভুট্টো সম্প্রতি রাওয়ালপিন্ডিতে সাংবাদিক সম্মেলনে যে উক্তি করিয়াছেন সে সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে জনাব সামাদ বলেন, উপমহাদেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতি সম্পর্কে জনাব ভুট্টোকে আরও বাস্তবানুগ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিতে হইবে।*[৬২]

তিন মাস পর পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রসঙ্গে আবার ভুট্টোর বক্তব্য প্রকশিত হয় খবরের কাগজে। ১৯৭২ সালের জুলাইতে জুলফিকার আলী ভুট্টো ভারত সফরে যান। সেখানে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বৈঠক শেষে ভুট্টো সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দেন। সেই সাংবাদিক সম্মেলনেও ভুট্টো পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করার জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আহ্বান জানান। ১৯৭২ সালের ৩ জুলাই এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ভারতের শিমলা থেকে বার্তা সংস্থা পিটিআই ও এনা এই খবর পরিবেশন করে। দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম

Dhaka University Institutional Repository
শিরোনামে প্রকাশিত হয় এই খবর। শিরোনাম ছিল : 'বিনা বিচারেই যুদ্ধবন্দীদের ফেরত দেওয়ার জন্য ভুট্টোর আবদার'। এই খবরে বলা হয় :

পাকিস্তানী প্রেসিডেন্ট জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করার জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, তিনি চান পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাদের দেশের প্রচলিত সামরিক বিধি অনুযায়ী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করুক। তিনি বলেন, বাংলাদেশে পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা হলে পরিস্থিতি এমন এক অবস্থায় পৌঁছুবে যেখান থেকে আর ফিরে আসা সম্ভব হবে না। প্রেসিডেন্ট ভুট্টো আজ সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সংক্ষিপ্ত বৈঠকের পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতাকালে একথা বলেন।[৬৩]

ভারত সফররত পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো ১৯৭২ সালের ৩ জুলাই হিমাচল ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। এই সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতার সময়ও ভুট্টো পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ না করার জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আহ্বান জানান। ১৯৭২ সালের ৪ জুলাই এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ভারতের শিমলা থেকে এ খবর পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা বিএসএস। সংবাদ-এর পঞ্চম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'বিভিন্ন প্রশ্নে ভুট্টোর মন্তব্য ॥ পাক যুদ্ধাপরাধীদের বাংলাদেশে বিচার করবেন না'। এই খবরে বলা হয় :

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ না করার জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট আবেদন জানিয়েছেন বলে বাসস'র বিশেষ প্রতিনিধি জনাব আতাউস সামাদ জানিয়েছেন। হিমাচল ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জনাব সামাদ জনাব ভুট্টোকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কি যুদ্ধাপরাধীদের আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে বিচার করতে রাজী আছেন।" জনাব ভুট্টো বলেন, বাংলাদেশে কোন প্রকার আদালতে বিচারকার্যে তিনি রাজী নন।[৬৪]

পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করা সংক্রান্ত জুলফিকার আলী ভুট্টোর আহ্বানের ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই খবর ১৯৭২ সালের ৫ জুলাই খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়। খবরটি পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা বিএসএস এবং এনা। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল : 'যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রশ্নে ভুট্টোর জবাবে বঙ্গবন্ধু : কোন হুমকি বা চাপের কাছে নত হব না'। এই খবরে বলা হয় :

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ পুনরায় বলেন, বাংলাদেশের মাটিতেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে। তিনি আরও বলেন, "আমি বেঁচে থাকলে বাংলাদেশের মাটিতেই আমি তাদের বিচার করবো। অপরাধীদের অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে।"[৬৫]

১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বরে ইটালীর বেলজিওতে অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক জুরিস্ট সম্মেলন। এই সম্মেলনে জুরিস্টরা মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশে গণহত্যার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী বিচারের ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেন। এই খবর ১৯৭২ সালের ৭ সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। খবরটি পরিবেশন করে জেনেভা থেকে বার্তা সংস্থা এনা। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় ডবল কলাম শিরোনামে বক্স আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল : 'আন্তর্জাতিক জুরিস্টদের দ্ব্যর্থহীন রায় ॥ গণহত্যার অপরাধীদের শাস্তি হওয়া উচিত'। এই খবরে বলা হয় :

ইটালীর বেলজিওতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক জুরিস্ট সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা একমত যে, বাংলাদেশে গণহত্যার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে বিচার করা ও শাস্তি দান করা উচিত। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সূত্রে প্রকাশ, সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীগণের দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে, পাকিস্তানী দখলদার বাহিনী বাংলাদেশকে কলোনী করিয়া রাখার মানসে এখানে নির্বিচার গণহত্যা চালাইয়াছিল।"[৬৬]

এরই মধ্যে পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধী যুদ্ধবন্দীদের বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। ১৯৭২ সালের ৬ জুলাইয়ের সংবাদপত্রে খবরটি পরিবেশন করে লন্ডন থেকে বার্তা সংস্থা বিএসএস। সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় খবরটি। শিরোনাম ছিল : 'যুদ্ধবন্দীদের বিচারের ট্রাইব্যুনাল গঠিত হচ্ছে'। এই খবরে বলা হয় :

বৃটেনে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার সৈয়দ আবদুস সুলতান লন্ডনে এক বিরাট শ্রমিক সমাবেশে ভাষণ দানকালে উল্লেখ করেন যে, অভিযুক্ত যুদ্ধবন্দীদের বিচারের জন্যে বাংলাদেশ সরকার একটি আদেশ বলে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করছেন। তিনি জানান যে, নুরেমবার্গ সনদের ভিত্তিতে এই ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হবে।[৬৭]

১৯৭২ সালের ১১ অক্টোবর পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠন প্রক্রিয়ার আরেকটি খবর প্রকাশিত হয় খবরের কাগজে। বার্তা সংস্থা এনা খবরটি পরিবেশন করে। দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় এই খবর। শিরোনাম ছিল : 'যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রমাণাদি সংগ্রহের অগ্রগতি ॥ শীঘ্রই বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠিত হচ্ছে'। এই খবরে বলা হয় :

বর্তমানে ভারতে আটক পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের বিচারের জন্যে বাংলাদেশ সরকার শীগগিরই একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করবেন। কিন্তু বিচারের জন্যে এখনো সঠিক কোন তারিখ ঠিক করা হয়নি।[৬৮]

পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য আইন প্রণয়নের উদ্যোগ বিষয়ক একটি খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালের ৭ এপ্রিল। বার্তা সংস্থা এনা পরিবেশিত এ খবর সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে আইন পেশ হবে ॥ বিচারের জন্য যুদ্ধাপরাধীদের মে মাসে ঢাকায় আনা হবে। এই খবরে বলা হয় :

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার জন্য আইন প্রণয়ন একরকম চূড়ান্ত হয়ে গেছে এবং জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে অনুমোদনের জন্য তা পেশ করা হবে। ১০ই এপ্রিল জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশন বসবে। আইন দফতরের ঘনিষ্ট মহল বলেছেন যে বিচারের পদ্ধতি সম্বলিত একটি অর্ডিন্যান্স জারির সম্ভাবনা রয়েছে।[৬৯]

১৯৭৩ সালের ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার সুনির্দিষ্টভাবে ১৯৫ জন পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধী যুদ্ধবন্দীর বিচারের ঘোষণা দেয়। ১৮ এপ্রিল সংবাদপত্রে এই খবর ফলাও করে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা এনা এ খবর পরিবেশন করে। তবে দৈনিক ইত্তেফাক সরকারী প্রেস বিজ্ঞপ্তির বরাত দিয়ে খবরটি প্রকাশ করে। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে ব্যানার ও বক্স আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল : '১৯৫ জন পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীর বিচারের সিদ্ধান্ত'। এই খবরে বলা হয় :

বাংলাদেশ ১৯৫ জন পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীর বিচার করিবে। গণহত্যা ও অন্যান্য অপরাধে তাদের বিচার করা হইবে বলিয়া সরকারী প্রেস বিজ্ঞপ্তির উদ্ধৃতি দিয়া এনা জানাইয়াছে। মে মাসের শেষের দিকে ঢাকায় তাহাদের বিচার হইবে এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবীদের বিচার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হইবে।[৭০]

দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারও খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে ব্যানার আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'পাকিস্তানী ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচার হবে'।[৭১] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'Accused POWs will be produced before tribunal by end of May ॥ 195 face trial for serious crimes.[৭২] সংবাদ-এ তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয় খবরটি। সংবাদ খবরটি প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : 'মে মাসের শেষে ঢাকায় ১৯৫ জন পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীর বিচার হবে।[৭৩]

বাংলাদেশ সরকার ১৯৫ জন পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীর বিচারের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর পাকিস্তান সরকার এই বিচারের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে প্রতিবাদ জানায় এবং ভারত থেকে বাংলাদেশে যুদ্ধবন্দী হস্তান্তর স্থগিতের ব্যাপারে ইনজাংশন জারীর দাবী জানায় পাকিস্তান। ১৯৭৩ সালের ১৩ মে এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। হেগ থেকে বার্তা সংস্থা বিএসএস ও এএফপি খবরটি পরিবেশন করে। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'আন্তর্জাতিক আদালতে পাকিস্তানের প্রতিবাদ ॥ যুদ্ধবন্দীদের বিচারের জন্য পাঠানো বন্ধ করুন'। এই খবরে বলা হয় :

ভারতে আটক পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের প্রস্তাবিত বিচারের বিরুদ্ধে পাকিস্তান গতকাল আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক আদালতে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে যুদ্ধবন্দীদের বাংলাদেশে পাঠানো থেকে ভারতকে বিরত করার জন্য আবেদন জানিয়েছে। প্রতিবাদলিপিতে পাকিস্তান বলেছে যে, ১৯৪৮ এর জেনেভা সনদের অধীনে গণহত্যা এবং মানবতা বিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচার করার "নিরঙ্কুশ ক্ষমতার" অধিকারী একমাত্র পাকিস্তানই এবং পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের বিচারের জন্য বাংলাদেশের হাতে তুলে দেয়ার আন্তর্জাতিক বিধান অনুযায়ী কোন ভিত্তি নেই।[৭৪]

পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ভারত থেকে যুদ্ধবন্দীদের বাংলাদেশ হস্তান্তরের ব্যাপারে ইনজাংশন জারী করতে অপারগতা প্রকাশ করে আন্তর্জাতিক আদালত। খবরটি গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালের ১৫ জুলাই। ভারতের নয়াদিল্লী থেকে এই খবর পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা বিএসএস। দৈনিক ইত্তেফাক প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে ব্যানার আইটেম হিসেবে এই খবর প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'বাংলাদেশের নিকট যুদ্ধবন্দী হস্তান্তর না করার দাবীতে অন্তর্বর্তী ইনজাংশনের প্রশ্নে ॥ বিশ্ব আদালতে পাকিস্তানের আবেদন অগ্রাহ্য'। এই খবরে বলা হয় :

সুনির্দিষ্ট বিচারের জন্য কিছুসংখ্যক পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীকে বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর হইতে ভারতকে নিবৃত্ত রাখার ব্যাপারে বিশ্ব আদালত অন্তর্বর্তীকালীন ইনজানংশন জারি করিতে অস্বীকৃতি জানাইয়াছেন। পাকিস্তান ইনজাংশন চাহিয়া আর্জি পেশ করিয়াছিল। আদালত মত প্রকাশ করেন যে, এহেন বিরোধের আদালতের এখতিয়ার আছে কিনা আদালত সর্বাগ্রে তা জানিয়া সন্তুষ্ট হইতে চায়। এই ব্যাপারে পাকিস্তানী অভিযোগের ভিত্তিতে বিচার করায় আদালতের এখতিয়ার ভারত চ্যালেঞ্জ করিয়াছিল।[৭৫]

দৈনিক বাংলা খবরটি আট কলাম শিরোনামে ব্যানার আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'বিশ্ব আদালতে পাকিস্তানের আবেদন নাকচ'।[৭৬] বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'Move to stop transfer of 195 POWs fails ॥ ICJ rejects Pak Plea.'[৭৭] সংবাদ-এ খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লীড ও বক্স আইটেম হিসেবে। শিরোনামছিল : 'যুদ্ধবন্দী হস্তান্তর স্থগিতের ইনজাংশন জারি করতে অসম্মতি ॥ আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে পাকিস্তানের আবেদন অগ্রাহ্য'।[৭৮]

অন্যদিকে আগে থেকেই পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়া চলতে থাকে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনের একটি বিল ১৯৭৩ সালের ১২ জুলাই জাতীয় সংসদে পেশ করা হয়। পরদিন ১৩ জুলাই এ খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। সংসদীয় রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরের শিরোনাম ছিল : 'যুদ্ধাপরাধী বিচারের জন্য সংবিধান সংশোধনী বিল পেশ'। এই খবরে বলা হয় :

আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর গতকাল (বৃহস্পতিবার) জাতীয় সংসদের বিকেলের অধিবেশনে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নকল্পে বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের সংশোধনের জন্যে একটি বিল উত্থাপন করেন। "সংবিধান (প্রথম সংশোধন) আইন, ১৯৭৩" এই নামে বিলটিকে অভিহিত করা হয়। আইনটি অবিলম্বে বলবৎ হবে বলে ঘোষণা করা হয়।[৭৯]

পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দানের জন্য পেশ করা 'সংবিধান (প্রথম সংশোধন) আইন, ১৯৭৩' বিলটি ১৯৭৩ সালের ১৪ জুলাই জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়। ১৫ জুলাই এই খবর সংবাদপত্রে

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। সংসদীয় রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরের শিরোনাম ছিল : যুদ্ধাপরাধী বিচারের আইনগত প্রস্তুতির প্রথম পর্ব সমাপ্ত ॥ সংবিধানের প্রথম সংশোধনী গৃহীত'। এই খবরে বলা হয় :

> *যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দানের উদ্দেশ্যে আইনমন্ত্রী শ্রী মনোরঞ্জন ধর কর্তৃক পেশকৃত ১৯৭৩ সালের সংবিধান (প্রথম সংশোধনী) বিলটি গতকাল শনিবার রাতে জাতীয় সংসদের অধিবেশনে সংশোধিত আকারে গৃহীত হয়েছে। এই বিলটির উপর ভোট গণনার সময় ২৫৪ জন সরকারী দলের সদস্য পক্ষে ভোট দেন। কোন সদস্যই বিপক্ষে ভোট দেন নাই।*[৮০]

পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের লক্ষ্যে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের জন্য আরেকটি বিল জাতীয় সংসদে পেশ করা হয়। বিলটির শিরোনাম ছিল : আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) বিল ১৯৭৩। এই খবরটি ১৯৭৩ সালের ১৭ জুলাই খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ প্রকাশিত এই খবরের শিরোনাম ছিল : সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ডের সুপারিশ ॥ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিল পেশ। এই খবরে বলা হয় :

> *যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত যুদ্ধবন্দীদের বিচারের জন্যে এক বা একাধিক ট্রাইব্যুনাল গঠনের উদ্দেশ্যে আইনমন্ত্রী শ্রী মনোরঞ্জন ধর গতকাল (সোমবার) জাতীয় সংসদে একটি বিল উত্থাপন করেন। আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) বিল ১৯৭৩ নামে অভিহিত এই বিলে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড দানের ব্যবস্থা ও সে সাথে সুপ্রিম কোর্টের আপীল ডিভিশনে আপীল করার বিধিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।*[৮১]

শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার ১৯৫ জন পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধী যুদ্ধবন্দীর বিচার করেনি। ১৯৭৪ সালের ৯ এপ্রিল ভারতের দিল্লীতে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ১৯৫ জনকে ক্ষমা প্রদর্শনের ব্যাপারে সর্বসম্মত মতৈক্য ঘোষিত হয়। ১১ এপ্রিল এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস ও বিপিআই এই খবর পরিবেশন করে। দৈনিক ইত্তেফাক সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে এই খবর। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে ব্যানার আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল : 'তিন শ্রেণীর সকল অবাঙ্গালী গ্রহণে ইসলামাবাদ সম্মত ॥ স্বীয় সশস্ত্র বাহিনীর অপরাধের নিন্দায় পাকিস্তান ॥ ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর প্রতি বাংলাদেশের ক্ষমা প্রদর্শন'। এই খবরে বলা হয় :

> *দখলদার আমলে বাংলাদেশে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যে বর্বরতা চালাইয়াছে তাহার জন্য পাকিস্তানের গভীর অনুশোচনা ও নিন্দা প্রকাশ এবং বাংলাদেশের কাছে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব ভুট্টোর 'ক্ষমা করো এবং ভুলে যাও' আবেদনে বাংলাদেশ ১৯৫ জন পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। পাকিস্তান বাংলাদেশ হইতে তাহার বাকী নাগরিকদের ফিরাইয়া নিতে সম্মত হইয়াছে গত বছর আগস্টে সম্পাদিত দিল্লী চুক্তি অনুযায়ী ত্রিমুখী লোক বিনিময় ব্যবস্থার অধীনে পাকিস্তান বাংলাদেশকে তাহার অবশিষ্ট নাগরিকদের ফিরাইয়া দিবে এবং তাহার কোন সংখ্যা সীমা নির্দিষ্ট থাকিবে না। গতকাল ভারতের রাজধানী দিল্লীতে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক ত্রিপক্ষীয় চুক্তিতে দু'টি দেশের এই সিদ্ধান্তের উল্লেখ রহিয়াছে। বাসস পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, গত রাতে একযোগে ঢাকা, নয়াদিল্লী ও ইসলামাবাদ হইতে এই চুক্তির পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করা হয়।*[৮২]

দৈনিক বাংলা ও সংবাদ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'পাকিস্তান ক্ষমা চাওয়ায় ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দীর প্রতি বাংলাদেশের অনুকম্পা প্রদর্শন'।[৮৩] সংবাদ-এ খবরটির শিরোনাম ছিল : 'পাকিস্তানী প্রধানমন্ত্রীর অনুকম্পা প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫ জন ক্ষমা পেলো'।[৮৪] বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল : 'Pindi regrets war crimes : Clemency to 195 POWs.'[৮৫]

এর আগে বাংলাদেশে যখন পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধী যুদ্ধবন্দীদের বিচারের প্রক্রিয়া শুরু হয় তখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো কূটকৌশল হিসেবে পাকিস্তানে আটকেপড়া সরকারী কর্মকর্তাদের বিচারের হুমকি দেয়। ১৯৭২ সালের ৫ ডিসেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা এনা এই খবর পরিবেশন করে। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'বাঙ্গালীদের বিচার করা হবে : ভুট্টোর নয়া হুমকি'। এতে বলা হয় :

> *পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টো বলেছেন, বাংলাদেশে ২৫০ জন পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দী অফিসারের বিচার করা হলে তিনিও সমান সংখ্যক পাকিস্তানে আটক বাঙ্গালীকে বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনালে তুলবেন। ইসলামাবাদ থেকে বিবিসির সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত ডেসপ্যাচের উদ্ধৃতি দিয়ে বিবিসি এ খবর জানায়। ভুট্টো বলেছেন, ভারতে আটক ২৫০ জন্য পাকিস্তানী সামরিক অফিসারের বিচার করা শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে অবিবেচনা প্রসূত কাজ হবে।*[৮৬]

পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের বিচারের নামে পাকিস্তান সরকারের অপতৎপরতার আরো খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালের ১৫ জানুয়ারির সংবাদপত্রে। পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডি থেকে বার্তা সংস্থা রয়টার এই খবর পরিবেশন করে। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'পাকিস্তানের বিচার প্রহসনের তোড়জোড় : বহু বাঙ্গালী অফিসারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার বানোয়াট অভিযোগ'। এই খবরে বলা হয় :

> *খুব শিগগীরই রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে পাকিস্তানে আটক শত শত বাঙালীর বিচার করা হবে। আজ পাকিস্তানের দুটি পত্রিকার খবরে একথা বলা হয়েছে। খবরে বলা হয়, পাকিস্তান সরকার কয়েক শত বাঙালী সামরিক ও বেসামরিক অফিসারের একটি তালিকা প্রণয়ন করেছেন। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো, তারা শত্রুর পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি করেছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করেছেন।*[৮৭]

বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৩ সালের ১৭ এপ্রিল পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধী যুদ্ধবন্দীর বিচারের ঘোষণা দিলে পাকিস্তান সরকার পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে বিচার তৎপরতার তোড়জোড় শুরু করে। ১৯৭৩ সালের ১৮ এপ্রিল এ বিষয়ে খবর প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। ভারতের নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা ইউএনআই পরিবেশন করে এই

Dhaka University Institutional Repository

খবর। সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে এই খবর প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'পাকিস্তানে পাল্টা বিচারের হুমকি'। এই খবরে বলা হয় :

> *বাংলাদেশ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করলে পাকিস্তান রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে কিছুসংখ্যক বাঙ্গালী সামরিক অফিসার ও বেসামরিক কর্মচারীর বিচার করবে। পদস্থ পাকিস্তানী কর্মকর্তার বরাত দিয়ে ভয়েস অব আমেরিকা এবং ওয়াশিংটন পোস্ট ও লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকার বরাত দিয়ে বিবিসি এ খবর পরিবেশন করে।*[৮৮]

বাংলাদেশে যখন ১৯৫ জন পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধী যুদ্ধবন্দীর বিচারের প্রক্রিয়া চলছে এবং পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সুযোগ না দিয়ে যখন তাদের নানাভাবে হয়রানী করা হচ্ছে, তখন দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৭২ সালের ৬ সেপ্টেম্বর এক তাৎপর্যপূর্ণ চিঠি প্রকাশিত হয় চিঠিপত্র বিভাগে। চিঠির শিরোনাম ছিল: 'যুদ্ধবন্দী প্রসঙ্গ'। চিঠির লেখক ছিলেন ঢাকার বিসিসি রোডের অধিবাসী আবদুল ওয়াদুদ এডভোকেট। এই চিঠিতে ৯৩,০০০ জন পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীর মধ্য থেকে কেবলমাত্র যুদ্ধাপরাধীদের আটক রেখে বাকীদের মুক্তি দেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়। লক্ষ্য করা যায়, এই চিঠি প্রকাশের দেড় মাসের মধ্যেই ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার একতরফাভাবে পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দী ও বেসামরিক নাগরিকদের পরিবার-পরিজনদের পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৭২ সালের ২১ নভেম্বর সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয় গুরুত্বের সঙ্গে। ভারতের নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা তাস, এনা ও বিএসএস এই খবর পরিবেশন করে। দৈনিক বাংলা খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম বানার আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'ছয় হাজার পাকিস্তানীকে মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত'। এই খবরে বলা হয় :

> *ভারত এবং বাংলাদেশ সরকার পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দী এবং বেসামরিক নাগরিকদের পরিবার-পরিজনদের ছ'সহস্রাধিক পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নয়াদিল্লীতে একথা সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এনার খবর হয় : পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুল সামাদ আজাদ আজ বলেছেন যে, ভারত বাংলাদেশ যুক্তকমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণকারী যুদ্ধবন্দীদের পরিবার পরিজন এবং বেসামরিক সদস্যদের স্বদেশে ফেরত পাঠানোর সম্মতি দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের প্রতি বাস্তব ঔদার্যতা দেখিয়েছেন। লন্ডনের উদ্দেশে দিল্লী রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে ঢাকা বিমানবন্দরে জনাব আজাদ সাংবাদিকদের সাথে কথা বলছিলেন।*[৮৯]

বাংলাদেশ অবজারভারও খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে ব্যানার আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'Humanitarian gesture by Bangladesh and India ॥ Families of POWs, internees to be repatriated : 6000 Women, children will go home'.[৯০] দৈনিক ইত্তেফাক খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'পিন্ডির প্রতি সমধর্মী মনোভাব প্রকাশের আহ্বান ॥ পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দী ও বেসামরিক নাগরিকদের পরিবার-পরিজনকে মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত'।[৯১] সংবাদ খবরটি প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : 'পাকিস্তানের সম্পূরক সারা আশা করি : সামাদ ॥ বেসামরিক ৬ হাজার পাকিস্তানীকে মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা'।[৯২]

বাংলাদেশ সরকারের এই সিদ্ধান্তে ইতিবাচক সাড়া দেয় পাকিস্তান সরকার। বাংলাদেশ সরকারের ছয় হাজার বেসামরিক পাকিস্তানীকে মুক্তির সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান সরকার দশ হাজার বাঙ্গালীকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দেয়ার ঘোষণা দেয়। এই খবর ১৯৭২ সালের ২২ নভেম্বর সংবাদপত্রে ফলাও করে প্রকাশিত হয়। খবরটি পরিবেশন করে ভারতের নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা ইউএনআই, এনা ও বিএসএস। দৈনিক বাংলা খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরানামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'বাংলাদেশ ও ভারতের মানবিক উদ্যোগে পাকিস্তানের সাড়া ॥ দশ হাজার বাঙ্গালী দেশে ফিরতে পারবে'। এই খবরে বলা হয় :

> *ভারত ও বাংলাদেশের মানবিক উদ্যোগের জবাবে পাকিস্তান আজ সেখানে আটক দশ হাজার বাঙালী ও শিশুকে তাদের দেশে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। প্রেসিডেন্ট ভুট্টো উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের এক উপজাতীয় গীর্জায় ভাষণদানকালে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। একজন সরকারী মুখপাত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে পাকিস্তান বেতারেও এ ঘোষণা প্রচারিত হয়েছে।*[৯৩]

বাংলাদেশ অবজারভারও খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'All of them are women, children ॥ Pakistan to repatriate 10,000 Bangalis'[৯৪] দৈনিক ইত্তেফাক খবরটি প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল: 'ভুট্টোর কারাগার হইতে দশ হাজার বাঙ্গালী নারী-শিশুকে মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত'।[৯৫] সংবাদ-এ খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিঃ: 'পাকিস্তান ১০ হাজার বাঙ্গালী নারী ও শিশু ফেরত পাঠাতে রাজী?[৯৬]

পাকিস্তানে আটকেপড়া দশ হাজার বাঙ্গালীকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দেয়ার ঘোষণার পর পাকিস্তান সরকারকে বাংলাদেশ ও ভারত আটকেপড়া সকল বাঙ্গালীকে মুক্তিদানের অনুরোধ জানায়। কিন্তু পাকিস্তান সরকার সে অনুরোধে সাড়া দেয়নি। বার্তা সংস্থা এনা পরিবেশিত এই খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ২৭ নভেম্বরের সংবাদপত্রে। খবরটি সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'ভারত-বাংলাদেশের উদ্বেগ প্রকাশ ॥ সকল আটক নাগরিক বিনিময়ের প্রস্তাবে সাড়া দিচ্ছে না পাকিস্তান'। এই খবরে বলা হয় :

Dhaka University Institutional Repository

সম্পূর্ণ মানবিক কারণে সংখ্যা নির্বিশেষে পাকিস্তানে আটক সকল বাঙ্গালীর পরিবারকে দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য ভারত-বাংলাদেশের যুক্ত প্রস্তাবে পাকিস্তান সাড়া দিতে ব্যর্থ হওয়ায় বাংলাদেশ ও ভারত সরকার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক ঘোষণায় একথা বলা হয়। ইতিপূর্বে উভয় সরকার ভারতে আটক যুদ্ধবন্দী ও বেসামরিক আটক ব্যক্তিদের সকল পরিবারকে (শিশু ও নারীদের) দেশে ফেরত পাঠাবার ব্যাপারে তাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিল। উভয় সরকার এদের দেশে ফেরত পাঠাবার ব্যাপারে পাকিস্তান কী আয়োজন গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তা ইসলামাবাদস্থ সুইজারল্যান্ড দূতাবাসকে জানানোর জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে। ভারত ও বাংলাদেশ সরকার অবশ্য ১০ হাজার বাঙ্গালী নারী ও শিশু ফেরত দানের পাকিস্তানী প্রস্তাবটিকে শুভ লক্ষ্যে 'প্রথম পদক্ষেপ' হিসেবে বর্ণনা করেছে।[৯৮]

বাংলাদেশ অবজারভার এই খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'Pindi asked to contact Swiss Embassy ॥ Expedite repatriation'.[৯৯] দৈনিক বাংলা ও দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় শিরোনাম ছিল : 'বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের উদ্বেগ প্রকাশ : পিন্ডি সব বাঙ্গালী মহিলা ও শিশু ফেরত পাঠাতে অস্বীকার করেছে।' দৈনিক ইত্তেফাকের শিরোনাম ছিল : 'আটক সকল বাঙ্গালী পরিবারের মুক্তির প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় নাই ॥ পাকিস্তানের মনোভাবে বাংলাদেশ ও ভারতের উদ্বেগ।'[১০০]

এর এক মাস পর প্রকাশিত খবরে বলা হয় যে, পাকিস্তান সরকার পাকিস্তানে আটকেপড়া ১৫ হাজার বাঙ্গালীকে দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য তালিকা তৈরি করছে। পাকিস্তানের করাচী থেকে বার্তা সংস্থা এনা এই খবর পরিবেশন করে। ১৯৭২ সালের ৩০ ডিসেম্বর সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় ডবল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'রেডক্রসের মাধ্যমে শিগগিরই প্রত্যার্পণ? ঃ ১৫ হাজার আটক বাঙ্গালীর নামের তালিকা তৈরী হচ্ছে'। এই খবরে বলা হয় :

আন্তর্জাতিক রেডক্রস পাকিস্তানে আটক বাঙ্গালীদের স্বদেশে ফেরত পাঠাবার ব্যাপারে একটি তালিকা প্রস্তুত করছেন বলে গতকাল এখানে জানা গেছে। এ তালিকায় দশ হাজার মহিলা ও শিশু এবং পাঁচ হাজার চাকরিচ্যুত বাঙ্গালীর নাম অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।[১০১]

পাকিস্তান সরকারের তালিকা তৈরি বিষয়ক ঐ খবর প্রকাশের দুই মাস পর পাকিস্তান সরকার বাংলদেশে যে তালিকা পাঠায় তাতে ১৫ হাজার নয় ১০ হাজার বাঙ্গালী নামের উল্লেখ করা হয়। ১৯৭৩ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি এই খবর প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। বার্তা সংস্থা বিএসএস খবরটি পরিবেশন করে। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'তাও আবার চূড়ান্ত নয় ॥ ১০ হাজার আটক বাঙ্গালীর তালিকা পাঠিয়েছে ভুট্টো'। এই খবরে বলা হয় :

স্বদেশে ফেরত পাঠাবে বলে পাকিস্তন ১০ হাজার বাঙ্গালীর একটি নামের তালিকা বাংলাদেশে পাঠিয়েছে। অবশ্য তালিকা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, তালিকাটি চূড়ান্ত নয়। এখানকার বাংলাদেশ হাইকমিশন থেকে আজ প্রকাশিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে একথা বলা হয়েছে।[১০২]

তালিকা পাঠানোর পর আবার এ বিষয়ে নীরব হয়ে যায় পাকিস্তান সরকার। প্রায় দেড় মাস পর এ বিষয়ে মুখ খোলে পাকিস্তান সরকার। ১৯৭৩ সালের ৫ এপ্রিল ভারতের নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা ইউএনআই ও এনা পরিবেশিত এক খবরে বলা হয়, এক সপ্তাহের মধ্যেই পাকিস্তানে আটকেপড়া তালিকাভুক্ত বাঙ্গালীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেয়া হবে। এ খবর ৬ এপ্রিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: '১৫ হাজার বাঙ্গালীর মুক্তি আসন্ন'। এ খবরে বলা হয়:

১৫ হাজার আটক বাঙ্গালীকে স্বদেশ প্রত্যার্পণের ব্যাপারে পাকিস্তান আজ তার দীর্ঘ নীরবতা ভঙ্গ করেছে। পাকিস্তান ঘোষণা করেছে, প্রায় সপ্তাহকালের মধ্যে তাদের দেশ ত্যাগের অনুমতিপত্র দেয়া হবে। পাকিস্তান বেতার ইসলামবাদের সরকারী সূত্রের বরাত দিয়ে জানাচ্ছে, দেশত্যাগের অনুমতিপত্রগুলো আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটির কাছে পেশ করা হবে।[১০৩]

পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারকে রাজী করানোর জন্য বাংলাদেশ-ভারত যুক্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ১৯৭৩ সালের ১৮ এপ্রিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই যুক্ত ঘোষণার খবর প্রকাশিত হয়। এই যুক্ত ঘোষণায় আটক বাঙ্গালীদের বিনিময়ে ১৯৫ জন পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধী যুদ্ধবন্দী ছাড়া অন্যান্য পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দী ও আটক বেসামরিক পাকিস্তানীদের ফিরিয়ে দেয়ার প্রস্তাব দেয়া হয় পাকিস্তান সরকারের কাছে। ভারতের নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা এনা ও বিএসএস এই খবর পরিবেশন করে। এই খবর দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'বাংলাদেশ-ভারত যুক্ত ঘোষণা ॥ যুদ্ধাপরাধী ছাড়া সকল পাকিস্তানীদের মুক্তি দেয়ার প্রস্তাব'। এই খবরে বলা হয়:

যুদ্ধাপরাধে বিচারযোগ্য যুদ্ধবন্দীরা ছাড়া পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দী ও আটক বেসামরিক নাগরিকদের যুগপৎ ফিরিয়ে দেবার মাধ্যমে সকল মানবিক সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে বাংলাদেশ ও ভারতের সম্মতি ঘোষিত হয়েছে। ঢাকা ও নয়াদিল্লী হতে যুগপৎ প্রকাশিত এক যুক্ত ঘোষণায় একথা বলা হয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন এবং তার ভারতীয় প্রতিপক্ষ শরণ সিং এর মধ্যে ভারতীয় রাজধানীতে আলোচনা শেষে এ যুক্ত ঘোষণা প্রকাশিত হয়েছে।[১০৪]

দৈনিক ইত্তেফাকেও খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'আটক বাঙ্গালীদের বিনিমেয়ে যুদ্ধাপরাধী ব্যতীত সকল যুদ্ধবন্দী ও বেসামরিক পাকিস্তানীকে মুক্তিদানের প্রস্তাব ॥ বাংলাদেশ-ভারত যুক্ত ঘোষণা'।[১০৫] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল: 'Joint Peace initiative by India and Bangladesh ॥ POWs, Pak civilians, Bangalis may simultaneously be repatriated.[১০৬] সংবাদ-এ খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল: বাংলাদেশ-ভারত যুক্ত ঘোষণা ॥ যুদ্ধবন্দী ও আটক বাঙ্গালী যুগপথ বিনিময়ে মতৈক্য'।[১০৭]

Dhaka University Institutional Repository

একই দিন অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের ১৮ এপ্রিল প্রকাশিত এক খবরে পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের মধ্য থেকে শুধুমাত্র ১১ হাজারকে ফেরত পাঠানোর ঘোষণা দেয় পাকিস্তান সরকার। ভারতের নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা ইউএনআই এই খবর পরিবেশন করে। সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : '১১ হাজার আটক বাঙ্গালী পাকিস্তান ত্যাগের অনুমতি পেল'। এই খবরে বলা হয় :

পাকিস্তান আজ ১১ হাজার আটক বাঙ্গালীকে ফিরিয়ে দেয়ার কথা ঘোষণা করেছে। পাকিস্তান বেতার জনৈক সরকারী মুখপাত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে যে আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটির কাছে ১১ হাজার বাঙ্গালীর পাকিস্তান ত্যাগের অনুমতিপত্র জমা দেয়া হয়েছে। কবে তারা মুক্তি পাবে বেতারে তা বলা হয়নি।[১০৮]

অন্যদিকে পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালী ও পাকিস্তানী নাগরিকদের যুগপৎ প্রত্যাবাসন প্রসঙ্গে বাংলাদেশ-ভারতের যুক্ত ঘোষণা পাকিস্তান সরকারের প্রত্যাখ্যানের খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালের ২২ এপ্রিল। ভারতের নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা ইউএনআই পরিবেশন করে এই খবর। সংবাদ-এ খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনাম। শিরোনাম ছিল: 'যুক্ত ঘোষণা প্রশ্নে বিবৃতি হস্তান্তর ॥ পিন্ডির মনোভাব বদলে নি'। এতে বলা হয়:

যুদ্ধাপরাধী বিচার এবং বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তানীদের ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে বাংলাদেশের অধিকার প্রসঙ্গে পাকিস্তান সরকার অবিচল ও অপরিবর্তনীয় মনোভাব গ্রহণ করেছে। সুইচ দূতাবাসের মাধ্যমে ভারত সরকারের নিকট হস্তান্তরিত পাক সরকারের বিবৃতি দেখে মনে হয় পাকিস্তান ভারত-বাংলাদেশের যুক্ত ঘোষণাকে পাক যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির প্রশ্নে শর্তযুক্ত প্রস্তাব বলে মনে করে। পাকিস্তানের মতে, যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিদানের ব্যাপারটি এককভাবে ভারতের এবং তা শর্তহীন হওয়া উচিত।[১০৯]

দু'দেশের নাগরিক বিনিময়ের সুনির্দিষ্ট কোনো চুক্তির আগেই আন্তর্জাতিক রেডক্রসের উদ্যোগে পাকিস্তানে আটকেপড়া একদল বাঙ্গালী দেশে ফিরে আসেন। জাতিসংঘের ভাড়া করা একটি বিমানে এই প্রত্যাবাসনের ঘটনা ঘটে। বার্তা সংস্থা বিএসএস ও এনা এই খবর পরিবেশন করে। ১৯৭৩ সালের ১২ জুলাই সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : '১২৮ জন আটক বাঙ্গালী ফিরে এসেছে'। এই খবরে বলা হয় :

গতকাল (বুধবার) ১শ ২৮ জন আটক বাঙ্গালী জাতিসংঘের একখানি ভাড়া করা বিমানযোগে পাকিস্তান থেকে এখানে এসে পৌছেছেন। যাঁরা দেশে ফিরে এসেছেন তাঁদের মধ্যে ৭ জন শিশু ও ১১ জন মহিলা রয়েছেন। জাতিসংঘের ভাড়া করা আফগান এয়ার লাইনের বিমানখানী করাচী থেকে ছেড়ে সরাসরি এখানে এসে বেলা একটায় পৌছেছে। আন্তর্জাতিক রেডক্রসের উদ্যোগে যে ৪শ' ৬৪ জন বাঙ্গালীকে দেশে ফিরিয়ে আনা হবে তাদের মধ্যে গতকাল যাঁরা এখানে এসে পৌছেছেন তারা প্রথম দলের দফার অন্তর্ভুক্ত। প্রথম দলের বাকী ৩শ' ৩৭ জন তিনখানি বিশেষ বিমানযোগে আজ বৃহস্পতিবার এখানে এসে পৌছবেন বলে আশা করা যায়।[১১০]

অবশেষে পাকিস্তান-ভারত চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের নাগরিক বিনিময়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৭৩ সালের ২৯ আগস্ট খবরটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। খবরটি ভারতের নয়াদিল্লী থেকে পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা বিএসএস, এনা ও বিপিআই। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকায়ই প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে ব্যানার আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত খবরটির শিরোনাম ছিল : 'দিল্লীতে পাকিস্তান-ভারত চুক্তি : বাংলাদেশ পাকিস্তানের নাগরিক বিনিময়ের সিদ্ধান্ত'। এই খবরে বলা হয় :

দীর্ঘ এগার দিনধরে জটিল আলোচনার পর আজ ভারত-পাকিস্তান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি অনুসারে একাত্তরের যুদ্ধে আটকেপড়া লাখ লাখ মানুষের শীঘ্রই ঘরে ফেরা শুরু হবে। আজ সন্ধ্যে সোয়া সাতটায় ভারত ও পাকিস্তানী প্রতিনিধি দলের নেতা শ্রী পিএন হাকসার এবং জনাব আজিজ আহমদ বিদেশ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ ঐতিহাসিক চুক্তিতে স্বাক্ষর দেন।[১১১]

দৈনিক ইত্তেফাকের শিরোনাম ছিল: 'সকল বাঙ্গালী ফিরিয়া আসিবে ॥ পাকিস্তানও অবাঙ্গালীদের ফেরত নিবে ঃ ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধী ব্যতীত অবশিষ্ট যুদ্ধবন্দীদের ছাড়িয়া দেওয়া হইবে ॥ দিল্লী বৈঠক সফল।[১১২] সংবাদ-এর শিরোনাম ছিল: '৭১-এর যুদ্ধে আটকেপড়া লাখ লাখ লোক বিনিময়ের ব্যবস্থা ॥ দিল্লী বৈঠক সফল ঃ ভারত-পাকিস্তান চুক্তি স্বাক্ষরিত।[১১৩] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Bangobandhu's sagacity, farsightedness eulogised ॥ Accord on repatriation : Steps to solve sub-continent problems.[১১৪]

পাকিস্তান-ভারত চুক্তির আওতায় ১৯৭৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে নাগরিক বিনিময় শুরু হয়। এর মধ্য দিয়েই দু'দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের ঢাকা প্রত্যাবর্তনের খবরটি ২০ সেপ্টেম্বর খবরের কাগজে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবক'টি পত্রিকা নিজস্ব আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলা খবরটি প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল : 'লোক বিনিময় শুরু : বিমান বন্দরে হাজার হাজার মানুষের প্রাণঢালা সংবর্ধনা ॥ স্বদেশে মুক্ত মাটিতে ওরা ফিরলেন'। এই খবরে বলা হয় :

প্রায় ত্রিশ মাস আটক থাকার পর ওরা ফিরে এলো। ১৬৮ জন বাঙালীর প্রথম দলটি। পাকিস্তানের বন্দীখানা থেকে বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বদেশের মুক্ত মাটিতে। বুধবার সন্ধ্যায় তেজগাঁও বিমানবন্দরে হাজার হাজার মানুষ বুকভরা প্রীতি আর ভালবাসা ঢেলে দিয়ে মাতৃভূমিতে ওদের স্বাগত জানায়। সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিট। বহু উৎকণ্ঠা ও প্রতীক্ষার পর আরিয়ানা আফগান এয়ার লাইনের বিমানটি ঢাকার মাটি স্পর্শ করে। সাথে সাথে সৃষ্টি হয় একটি মর্মস্পর্শী দৃশ্য। তেজগাঁও বিমানবন্দরে সমবেত বিরাট জনতা মুহূর্তে চঞ্চল হয়ে ওঠে। ক'জন এলো। কে কে এলো। কেউ কিছু বলতে পারে না। সব নিয়মকানুন ভেঙ্গে জনতা ছুটে যেতে চায় বিমানের কাছে। টার্মিনাল ভবনের সবখানে হাজারো জনতার উন্মুখ চোখ খুঁজে ফেরে প্রিয়জনের প্রত্যাশিত পরিচিত মুখ।[১১৫]

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'দিল্লী চুক্তি অনুযায়ী আটক বাঙ্গালীদের প্রথম দল এলো'। এই খবরে বলা হয় :

> *গতকাল বুধবার ১২৫ জন পাকিস্তানী বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে গেছেন। একই দিনে ১৬৮ জন আটক বাঙ্গালী ফিরেছেন পাকিস্তান থেকে। ২৮ শে আগস্টের দিল্লী চুক্তির আওতায় নাগরিক বিনিময় শুরু হয়েছে গতকাল থেকে। ১২৫ জন পাকিস্তানীকে নিয়ে ভাড়া করা আফগান বিমান বেলা ১১টায় তেজগাঁও বিমানবন্দর ছেড়ে গেছে লাহোরের উদ্দেশে। লাহোর থেকে ১৬৮ জন বাঙ্গালী সামরিক কর্মচারী নিয়ে আরেকখানা আফগান বিমান ঢাকা পৌঁছেছে সন্ধ্যা সাতটায়। নাগরিক বিনিময় তদারকের উদ্দেশ্যে ঢাকায় অবস্থান করছেন জাতিসংঘ উদ্বাস্তু বিষয়ক হাইকমিশনের প্রতিনিধি মিঃ পি কোহেই।*[১১৬]

দৈনিক ইত্তেফাক খবরটি প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশ-পাকিস্তান লোক বিনিময় শুরু'। এই খবরে বলা হয় :

> *দিল্লীচুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক ও বেসামরিক লোক বিনিময় গতকল্য (বুধবার) শুরু হইয়াছে। আন্তর্জাতিক রেডক্রসের তত্ত্বাবধানে আফগান এয়ার লাইনসের একটি বিশেষ বোয়িং ৭২৭ 'এরিয়ানা' বিমান ১৬৮ জন বাঙ্গালীর প্রথম দলটিকে লইয়া সন্ধ্যা ৬টা ৫৫ মিনিটে ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণ করে এবং অবতরণের এক ঘন্টা পর ১২৫ জন অবাঙালী লইয়া বিমানটি লাহোরের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিমানবন্দর ত্যাগ করে। উল্লেখ্য যে, এই বিমানটি গতকাল সকালে ১২৭ জন অবাঙালী লইয়া ঢাকা হইতে লাহোর রওয়ানা হইয়া যায়। এই অবাঙালী দলটির সহিত কয়েকজন বাঙালী বধূকে দেখা যায়। জানা গিয়াছে যে, এই সকল মহিলা পাকিস্তান অভিমুখী অবাঙালীদের বিবাহিতা স্ত্রী। বাঙ্গালীদের প্রথম দলের সকলেই সামরিক বাহিনীর লোক ও তাঁহাদের পরিবারবর্গ।*[১১৭]

আর বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল: 'Ariana Boeing carries repatriates ▮ First batch of 168 Bangalis back home.'[১১৮]

দু'দেশের মধ্যে লোক বিনিময় শুরু হওয়ার পাঁচ মাস পরে পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। স্বীকৃতি প্রদানের ঘটনাটি ঘটে ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি। বাংলাদেশ অবজারভার ঐদিনই এক পৃষ্ঠার একটি টেলিগ্রাম প্রকাশের মাধ্যমে খবরটি প্রচার করে। টেলিগ্রামে খবর ছিল একটিই। আট কলাম শিরোনামে ব্যানার আইটেম ছিল এই খবর। শিরোনাম ছিল : 'Cabinet meets tonight ▮ Pakistan recognises Bangladesh'. এই খবরে বলা হয় :

> *Pakistan has recognised Bangladesh as an independent nation. Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto announced here today, reports Reuter. Announcement of recognition was made by Pakistani Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto, who added that a Bangladesh delegation would arrive here tomorrow to take part in the Islamic summit meeting.*[১১৯]

পরদিন ১৯৭৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে ফলাও করে প্রকাশিত হয় এই খবর। দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভার প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে ব্যানার আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশ করে। তবে বাংলাদেশ অবজারভারের শিরোনামের অক্ষরগুলো ছিল লাল। ডিপ্লোমেটিক কনসপনডেন্ট পরিবেশিত এই খবরের শিরোনাম ছিল : 'Mujib leaves for Lahore this morning ▮ Mutual recognition accorded.'[১২০] দৈনিক বাংলায় স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরের শিরোনাম ছিল : 'ঢাকাও পিন্ডিকে স্বীকৃতি দিয়েছে : বঙ্গবন্ধু ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে যাচ্ছেন ▮ পাকিস্তানের শর্তহীন স্বীকৃতি'। এই খবরে বলা হয় :

> *পাকিস্তান গতকাল শুক্রবার বাংলাদেশকে শর্তহীন স্বীকৃতি দিয়েছে। এই স্বীকৃতির পর পরই প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের পক্ষ থেকেও পাকিস্তানকে স্বীকৃতি দানের কথা ঘোষণা করেন। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধু সুস্পষ্টভাবে জানান যে বাংলাদেশের প্রতি পাকিস্তানের এই স্বীকৃতি সম্পূর্ণ শর্তহীন।*[১২১]

দৈনিক ইত্তেফাকে বিশেষ প্রতিনিধি পরিবেশিত এই খবরের শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশ পাকিস্তান পারস্পরিক স্বীকৃতি'। এই খবরে বলা হয়:

> *গতকল্য (শুক্রবার) পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিনা শর্তে স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর স্বীকৃতির কথা ঘোষণার পর প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানকে বাংলাদেশের স্বীকৃতিদানের কথা ঘোষণা করেন। পাকিস্তানের স্বীকৃতির খবর জানার জন্য রাজধানীর সকল মহলে গতকাল সারাদিন ব্যাপক উৎসুক্য পরিলক্ষিত হয়। সংবাদপত্রের অফিসে এ সম্পর্কে খোঁজ খবর জানার জন্য অবিরাম টেলিফোন আসিতে থাকে। স্বীকৃতির খবর প্রচারিত হওয়ার পর শহরের বিভিন্ন এলাকায় খন্ড খন্ড মিছিলও বাহির হয়।*[১২২]

অন্যদিকে সংবাদ বার্তা সংস্থা ইউএনআই-এর বরাত দিয়ে খবরটি প্রকাশ করে। সংবাদ-এ খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল: 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতি পাকিস্তানের স্বীকৃতি'। এতে বলা হয়:

> *পাকিস্তান গতকাল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো গতকাল লাহোরে পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণর ও মুখ্যমন্ত্রীবৃন্দ এবং পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ সদস্যদের এক সমাবেশে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের কথা, বাংলাদেশের বাস্তবতা মেনে নেয়ার কথা ঘোষণা করেন। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ২৬ মাস পরে পাকিস্তান এই স্বীকৃতি দিল।*[১২৩]

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতার পরপর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্কভিত্তিক বেশকিছু সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রগুলোতে উল্লিখিত সময়ে বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্কের ক্ষেত্রে পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীরা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

ইস্যু। এই ইস্যু নিয়ে সংবাদপত্রগুলো সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি এ ধরনের একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় দৈনিক বাংলায়। শিরোনাম ছিল : 'পাকিস্তান প্রবাসী বাঙ্গালীদের ভবিষ্যত'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

বাংলাদেশ সরকার পাকিস্তান প্রবাসী বাঙ্গালীদের নিরাপত্তা এবং তাদের দেশে ফেরত আনানোর সমস্যা সম্পর্কে নিশ্চয়ই ভাবছেন। এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হলো, আন্তর্জাতিক রেডক্রসের ব্যাপকতর সহায়তায় চেষ্টা চালাতে হবে নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশ্নে। প্রবাসী বাঙ্গালীদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্যে জাতিসংঘের প্রতিও আবেদন জানিয়ে রাখতে হবে। আমাদের কোন বন্ধু রাষ্ট্রে যার সঙ্গে পাকিস্তানের কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে, পাকিস্তানে এখনও বসবাসকারী বাঙ্গালীদের স্বার্থের প্রতি নজর রাখতে তার প্রতি আবেদন জানানো যেতে পারে। পাকিস্তানবাসী বাঙ্গালীদের দেশে ফেরত আনানোর প্রশ্নে কিভাবে আলাপ-আলোচনা শুরু করা যায় সেটাও পরীক্ষা করে দেখা আবশ্যক। দ্রুত এই প্রশ্নের একটা মীমাংসা বের করা হলে প্রবাসী বাঙ্গালীরা স্বস্তি ও সুখের নিঃশ্বাস ফেলবেন। আমরাও নিশ্চিন্তবোধ করব।[১২৪]

একই দিন ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি সংবাদ-এ এই সংক্রান্ত এক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। 'ভ্রাতৃত্ববোধের প্রশ্নে' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

পাকিস্তানে প্রবাসী বাঙালীদের খবর জানার জন্য তাহাদের আত্মীয়-স্বজন অধীর মর্মপীড়ার মধ্যে দিনাতিপাত করিতেছেন। তিন সপ্তাহ অতিক্রম হইতে চলিল, রেডক্রসের মাধ্যমেও ঠিকমত তাহাদের সম্পর্কে কিছু জানা যাইতেছে না। ত্রিশ লক্ষ বাঙালী এখানে বর্বর পাক সেনাবাহিনীর হাতে প্রাণ হারাইয়াছেন। আর নয়। বিদেশে যাহারা আছেন, তাহাদের কুশল আমরা জানিতে চাই। তাহাদেরকে আমরা আমাদের মধ্যে ফিরিয়া পাইতে চাই। সরকারকে এ বিষয়ে সত্বর একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।[১২৫]

দৈনিক বাংলা ১৯৭২ সালের ২ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত এই সংক্রান্ত এক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। 'পাকিস্তানে বিড়ম্বিত বাঙালী' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

আমরা জানি সরকার এই সমস্যা সম্পর্কে সচেতন। পাকিস্তানে যেসব বাঙালী ঘটনাচক্রে রয়ে গেছেন তাদের ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টাও সরকার চালিয়ে যাচ্ছেন। এই সমস্যার দ্রুত সমাধান সকলের জন্য স্বস্তি ও আনন্দের কারণ হবে। আন্তর্জাতিক রেডক্রসের সহায়তা গ্রহণ করে সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। পাকিস্তান প্রবাসী বাঙালীদের নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে জাতিসংঘ এবং অন্যান্য বন্ধু দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার।[১২৬]

১৯৭২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের ব্যাপারে জাতিসংঘের মহাসচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বার্তা পাঠায় বাংলাদেশ সরকার। খবরটি প্রকাশিত হয় ২৪ ফেব্রুয়ারি। সরকারের ঐ বার্তার সমর্থনে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। ১৯৭২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত 'পাকিস্তানে ভাগ্য বিড়ম্বিত বাঙ্গালী' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিশেষভাবে জাতিসংঘ পাকিস্তান থেকে বাঙালীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সমস্যা সমাধানের জন্য ভুট্টো সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করবেন বলে আমরা আশা রাখি।[১২৭]

জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পাঠানো বার্তার বক্তব্যের সমর্থনে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ। ১৯৭২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি 'পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর সুবুদ্ধি উদয়ে সহায়তা করুন' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘ সেক্রেটারী জেনারেল ও বিশ্বের সমস্ত দেশের কাছে পাকিস্তানে বাঙ্গালী নির্যাতন বন্ধের ব্যাপারে প্রভাব বিস্তারের অনুরোধ জানিয়ে যে বার্তা পাঠিয়েছেন তার ফলাফলের প্রতি আমরা উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছি। আমাদের প্রায় পাঁচ লক্ষ ভাইবোন পাকিস্তানে প্রতিদিন যে নির্যাতন, হয়রানি, এমনকি জীবন নাশের হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে তার প্রতি আমরা চোখ বন্ধ করে থাকতে পারি না। এদের নিরাপদে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে জাতিসংঘ, অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সকল দেশকে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করতে হবে।[১২৮]

সংবাদ এর অনুরূপ একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে বাংলাদেশ অবজারভার ১৯৭২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল : 'Bangalees in Pakistan'. এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

We hope that the United Nations, the Red Cross and other countries will treat this human problem with the urgency it deserves so that the work of repatriation may start without delay. There is every reason to believe that their efforts in this direction, if seriously and promptly made, will not fail to produce the desired result of averting a preventable crisis.[১২৯]

পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের উপর নির্যাতন বন্ধ ও তাদের দেশে প্রত্যাবর্তনে সাহায্য করার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আরও বেশ কটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় বিভিন্ন সংবাদপত্রে। ১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল দৈনিক ইত্তেফাকে এ বিষয়ে প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল : 'বিশ্ব বিবেকের নিকট জিজ্ঞাসা'। সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

বিপন্ন বাঙ্গালী নরনারীদের স্বদেশে ফেরত পাঠানোর বিষয়টি একটি মানবিক প্রশ্ন। আর মানবতার সম্মান রক্ষা জাতিসংঘের অন্যতম বিঘোষিত আদর্শ। জাতিসংঘের উপর বাঙ্গালীদের বিশ্বাস অগাধ। সেই বিশ্বাস যাহাতে সমূলে ধসিয়া না পড়ে তাহার প্রয়োজনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা জাতিসংঘেরও দায়িত্ব।[১৩০]

সংবাদ ১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল দৈনিক ইত্তেফাকের অনুরূপ একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। 'জাতিসংঘ উদ্যোগী হবে কি?' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

বাঙ্গালীদের ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়ন চেষ্টা করছে। কিন্তু এর ফল এখনও জানা যায়নি। এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক রেডক্রস ও জাতিসংঘের বিশেষভাবে উদ্যোগী হওয়া উচিত। বাংলাদেশের গণহত্যা বন্ধ করতে তারা কড়ে আঙুলটিও নাড়াননি। তারা দুর্গতদের সাহায্যের নামে যা দিয়েছিলেন সেগুলোকেও পাক শাসকচক্র গণহত্যার কাজে, সেনাবাহিনীর প্রয়োজনে লাগিয়েছিল। তারা তা দেখেও চোখ বুজেছিলেন। আজ বাংলাদেশ সরকারের উপর্যুপরি আবেদন সত্ত্বেও যদি পাকিস্তানে দ্বিতীয় গণহত্যা রোধ, বাঙ্গালীদের ফিরিয়ে আনা এবং আপাততঃ তাদের নিরাপত্তা বিধানের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় বসে থাকেন তা হলে তাঁরা মুখ দেখাতে পারবেন কি?[১৩১]

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে কার্যকর কোনো ভূমিকা রাখতে না পারায় দৈনিক বাংলা জাতিসংঘের সমালোচনা করে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৭২ সালের ১৬ অক্টোবর। 'পাকিস্তানে আটক বাঙ্গালী' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

আমরা জনাব ভুট্টোকে বাস্তববাদী হবার আবেদন জানাব। আমরা তাকে আর একবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে নির্দোষ বাঙালীদের আটক রেখে ক্ষমতায় থাকা যাবে না। আটক বাঙালীদের ফিরিয়ে দিয়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েই তিনি একমাত্র আটক যুদ্ধবন্দীদের ফিরিয়ে দেবার পথ প্রশস্ত করতে পারেন। আমরা সাথে সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানর দাবীর প্রতিধ্বনি করে জাতিসংঘ মহাসচিবকে বলতে চাই যে, জাতিসংঘের ব্যর্থতার ইতিহাস দীর্ঘায়িত না করে আটক বাঙালীদের সম্পর্কে ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। আটক বাঙালীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা হলে এই দুদেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক হবার অন্যতম প্রতিবন্ধক দূর হবে। ব্যবস্থা জাতিসংঘকে করতে হবে এখনই।[১৩২]

উপার্জনক্ষম ব্যক্তিরা পাকিস্তানে আটকেপড়ায় দেশে তাদের স্বজনদের জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে পড়ে। পাকিস্তানে আটকেপড়া এক বাঙ্গালীর স্ত্রী মরিয়ম আফছারের এ প্রসঙ্গে লেখা একটি চিঠি সংবাদ-এ প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১৬ মে। পরে দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৭২ সালের ১৯ মে এ সংক্রান্ত একটি খবর প্রকাশিত হয়। ঐ খবর প্রকাশের দুই মাস পর সরকার পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালী সরকারী কর্মচারীদের খোরাকী ভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৭২ সালের ১৬ জুলাই সংবাদপত্রে এ খবর প্রকশিত হয়। সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। ১৯৭২ সালের ১৭ জুলাই প্রকাশিত 'সুবিবেচনা প্রসূত সিদ্ধান্ত' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

বঙ্গবন্ধুর এই সিদ্ধান্ত এক মহান মানবিক ও দায়িত্ববোধের পরিচয় বহন করছে। এই মুহূর্তে সরকার দেশ গঠনের কর্মসূচী রূপায়নে ব্যস্ত। অসংখ্য জটিল অর্থনৈতিক সমস্যা তাদের সামনে। তবুও সরকার আটক বাঙালী কর্মচারীদের পোষ্যবর্গকে খোরাকী ভাতা দেয়ার মত একটি বিরাট অর্থনৈতিক দায়িত্ব হাতে তুলে নিয়েছেন। পাকিস্তানে আটক বাঙালীরা যে আমাদেরই মানুষ এবং তাদের শুভাশুভ সম্পর্কে সরকার যে সম্পূর্ণ সচেতন, বঙ্গবন্ধুর আলোচ্য আদেশ তা পুনর্বার স্পষ্ট করে তুলেছে। এই মানবিক সিদ্ধান্তের জন্যে বঙ্গবন্ধুকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।[১৩৩]

একইদিন অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ১৭ জুলাই বাংলাদেশ অবজারভারও অনুরূপ এক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। 'Sympathy Unlimited' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

The order issued by the Prime Minister on Saturday last providing for subsistence allowance to be paid by the Government of Bangladesh to the dependants of the civilians and members of the armed forces now detained in Pakistan clearly reflects his natural concern for those in need. It shows how deeply he feels for the stranded Bangalis and their helpless dependants at home.[১৩৪]

খোরাকী ভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রায় তিন মাস পরও তা কার্যকর না হওয়ায় ১৯৭২ সালের ২ অক্টোবর এ বিষয়ে একটি খবর প্রকাশ করে সংবাদ। খবর প্রকাশের পরদিনই অবিলম্বে এই ভাতা প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়। ১৯৭২ সালের ৩ অক্টোবর এই নির্দেশ প্রদান করায় সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক। ১৯৭২ সালের ৬ অক্টোবর প্রকাশিত 'একটি প্রশংসনীয় নির্দেশ' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

বঙ্গবন্ধুর সরকার জুলাই মাসে সরকারী আদেশে আট বাঙ্গালী কর্মচারীদের পরিবার ও পোষ্যদের ১০০ টাকা হইতে অনধিক ৪০০ টাকা পর্যন্ত ভাতা প্রদানের কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু পরম পরিতাপ জ্ঞাপক যে দীর্ঘ তিন মাস অতিবাহিত হইয়া যাওয়ার পরেও অদ্যাবধি বিঘোষিত সরকারী ভাতার এক কপর্দকও বহু পরিবারের নিকটই পৌঁছায় নাই বলিয়া সংশ্লিষ্ট ভুক্তভোগী পরিবার কর্তৃক বঙ্গবন্ধু সমীপে অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে। প্রকাশ, এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু ভাতা প্রদানের বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য বিভিন্ন সরকারী বিভাগকে পুনরায় নির্দেশ দিয়াছেন। অতঃপর বঙ্গবন্ধুর বর্তমান নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গের ভাতাপ্রাপ্তির বিষয়টি ত্বরান্বিত হইবে এবং সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগই দ্রুততার সহিত তাহাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করিবেন, আমরা ইহাই কামনা করি।[১৩৫]

পরদিন ১৯৭২ সালের ৭ অক্টোবর সংবাদও অনুরূপ একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'আটক বাঙ্গালীদের পরিবারবর্গের ভাতা'। এই সম্পাকীয়তে বলা হয় :

আটক বাঙ্গালীদের পোষ্যদের ভাতা প্রদানের সরকারী নির্দেশের তিন মাস পরেও অনেক দুর্দশাগ্রস্ত পরিবার কোন ভাতা পায়নি। অবশেষে প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন, ভাতা প্রদানে যেন আর বিলম্ব না ঘটে। আমরা প্রধানমন্ত্রীর এ নির্দেশ দ্রুত কার্যকরী হবে বলে আশা করি।[১৩৬]

পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের যেন বিচার না করা হয় সেজন্য পাকিস্তান সরকার জোর তৎপরতা চালিয়েছিল। ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে ভারত সফরে গিয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো এক সাংবাদিক সম্মেলনে পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধী যুদ্ধবন্দীদের বিচার না করার জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আহ্বান জানান। ১৯৭২ সালের ৩ জুলাই সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। পরদিন ৪ জুলাই দৈনিক বাংলা এ সম্পর্কে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। 'যুদ্ধ অপরাধী এবং ভুট্টো' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

উপমহাদেশে যদি সত্যিই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ইচ্ছা থাকে পাকিস্তানী নেতাদের, তবে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের আইনগত অধিকার স্বীকার করে নিতে হবে তাদের। বিচারের রায়কেও মেনে নিতে হবে কুণ্ঠাহীনভাবে। এ বাস্তবতাকে হাজার ফিকিরফন্দি করেও এড়াতে পারবেন না তারা।[১৩৭]

পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু হলে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে পাকিস্তানে আটকেপড়া সরকারী কর্মকর্তাদের বিচারের হুমকি দেয়। ১৯৭২ সালের ৫ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে এ খবর প্রকাশিত হয়। পরে ১৯৭৩ সালের ১৫ জানুয়ারি প্রকাশিত আরেক খবরে বলা হয়, বহু বাঙ্গালী অফিসারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার

Dhaka University Institutional Repository

বানোয়াট অভিযোগ এনে বিচার প্রহসনের তোড়জোড় চলছে। এই প্রহসনমূলক বিচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। ১৯৭৩ সালের ১৮ জানুয়ারি দৈনিক বাংলায় এ বিষয়ে প্রকাশিত 'সোচ্চার হোক বিবেকের কণ্ঠস্বর' শীর্ষক এক সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

বিশ্ববাসীর কাছে আমাদের আবেদন, পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর এই মানবতা বিরোধী উদ্যোগের বিরুদ্ধে আবার সোচ্চার হোক বিবেকের কণ্ঠস্বর। ভুট্টো সরকারের প্রতিহিংসা আর রোস থেকে রক্ষা করা হোক অসহায় আটক বাঙালীদের। আমরা আশা করবো, বিশ্ববাসী ন্যায়ের স্বপক্ষে তাদের প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করবেন।[১৩৮]

এ বিষয়ে সংবাদও একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৭৩ সালের ১৯ জানুয়ারি। সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল : 'ভুট্টোর নয়া হুমকি'। সম্পদাকীয়তে বলা হয় :

আটক সাবেক বাঙ্গালী সামরিক ও বেসামরিক অফিসারদের বিচার করার আইনগত কোন এখতিয়ার ভুট্টোর নেই। সেই পথে অগ্রসর হলে ভুট্টো যে কেবল আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করবেন তা নয় বরং তিনি নিজের করুণ পরিণতির পথটি প্রশস্ত করে তুলবেন।[১৩৯]

বাংলাদেশ অবজারভারও পাকিস্তানের প্রহসনমূলক বিচারের বিরোধিতা করে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। ১৯৭৩ সালের ২০ জানুয়ারি প্রকাশিত এই সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল : 'Trial of War criminals'. এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

Mr. Bhutto's threat of trying the stranded Bangali civilians and military officers in Pakistan is motivated by sheer vendetta against innocent victims. This is calculated only to create tension and bitterness and will be on small jolt to the conscience of the world.[১৪০]

পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের প্রহসনমূলক বিচারের অংশ হিসেবে ১৯৭৩ সালের মে মাসে কয়েক হাজার বাঙ্গালী গ্রেফতারের ঘটনা ঘটে সে সময়ে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে। এমন একটি খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালের ৭ মে। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলো। ১৯৭৩ সালের ৮ মে দৈনিক বাংলায় এই বিষয়ে প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল : 'বিশ্ববিবেক জাগ্রহ হোক'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

পাকিস্তানে যেসব বাঙালী আটক রয়েছেন তারা কোনো অপরাধ করেননি, কোনো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হননি তারা, হাতিয়ার তোলেননি কারুর বিরুদ্ধে। তবে কেন তাদের অন্যায়ভাবে বন্দী শিবিরে রাখা হচ্ছে? কেন হুমকি দেয়া হচ্ছে বিচারের? কোন যুক্তিতে যুদ্ধাপরাধীদের সঙ্গে এক করে দেখা হচ্ছে নিরাপরাধ বাঙালীদের– যারা পাকিস্তানে গিয়েছিলেন চাকরি কিংবা ব্যবসা করতে? পাকিস্তানী শাসকচক্রের এই অমানবিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে উঠেছে প্রতিবাদের ঝড়। এই প্রতিবাদে পৃথিবীর প্রতিটি সভ্য দেশও সোচ্চার হবে এই আমাদের প্রত্যাশা।[১৪১]

সংবাদ-এ অনুরূপ এক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় একই দিন অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের ৮ মে। শিরোনাম ছিল : 'ইসলামাবাদে বাঙ্গালী গ্রেফতার'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ গণহত্যাকারী পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের ফেরত পাবার জন্য জিদ করে রাখছে। এই জিদ বজায় রাখার জন্য তারা সাধারণ পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের দেশে প্রত্যাবর্তনকে কার্যকরী হতে দিচ্ছে না। গত দেড় বছরে এসব ব্যাপারই দুনিয়ার মানুষের নজরে এসেছে। সুতরাং পাকিস্তান সরকারের সর্বশেষ হামলার যে কোন অজুহাতই বিশ্বের দরবারে প্রত্যাখ্যাত হবে এ বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত। এখন প্রয়োজন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করে গ্রেফতারকৃত বাঙ্গালীদের বন্দী শিবিরের বাইরের রাখার ব্যবস্থা করা।[১৪২]

দৈনিক ইত্তেফাকও এই বিষয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৭৩ সালের ৯ মে। শিরোনাম ছিল: 'আটক বাঙ্গালীদের প্রতি পাকিস্তানের নির্যাতন'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

পাকিস্তানে আটক বাঙ্গালীদের লইয়া চালবাজি খেলা খেলিবার কোন অবকাশ নাই। এইসব চালবাজি ও অপকৌশল অনুধাবন করিতে 'রাজনৈতিক জ্ঞান বা প্রজ্ঞার' প্রয়োজন পড়ে না; পাকিস্তনের অতীত ও বর্তমান রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যক্রম যাচাই করিলেই তাহা পানির মত পরিষ্কার হইয়া যায়। রাষ্ট্রপতির কথা অনুসরণ করিয়াই আমরা বলিব, সভ্য সমাজের উচিত মানবতা বিরোধী কার্যক্রম হইতে পাকিস্তানকে বিরত হওয়ার জন্য কার্যকর চাপ প্রয়োগ করা।[১৪৩]

বাংলাদেশ সরকার ১৯৫ জন পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীর বিচারের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর পাকিস্তান সরকার এই বিচারের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে প্রতিবাদ জানায় এবং ভারত থেকে বাংলাদেশে যুদ্ধবন্দী হস্তান্তরের ব্যাপারে ইনজাংশন জারীর দাবী জানায় পাকিস্তান। এ খবর ১৯৭৩ সালের ১৩ মে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। পরে ১৯৭৩ সালের ১৫ জুলাই প্রকাশিত আরেক খবরে বলা হয়, পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ভারত থেকে যুদ্ধবন্দীদের বাংলাদেশে হস্তান্তরের ব্যাপারে ইনজাংশন জারি করতে অপারগতা প্রকাশ করে আন্তর্জাতিক আদালত। আন্তর্জাতিক আদালতের এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ। ১৯৭৩ সালের ১৬ জুলাই প্রকাশিত এই সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল: 'হেগ আদালতের রায়'। এ সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

বিশ্ব আদালতে পাকিস্তানী আবেদন নাকচ হয়ে গেল। পাকিস্তানী শাসকচক্রের গালে এই চপেটাঘাটের পরে তারা নিজ দেশের জনসাধারণকে কি ধরনের স্তোকবাক্য নিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করে যে এখন লক্ষণীয় হবে নিশ্চয়। বিশ্ব আদালতের রায় বাংলাদেশের পক্ষে আসার পরে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে বাংলাদেশের পক্ষীয় যৌক্তিকতা বিশ্ববাসীর কাছে জোরদার হবে।[১৪৪]

পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি সহজ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ উদ্যোগ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার একতরফাভাবে পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দী ও বেসামরিক নাগরিকদের পরিবার-পরিজনদের পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৭২ সালের ২১ নভেম্বর সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের এই সিদ্ধান্তের

Dhaka University Institutional Repository

পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান সরকার দশ হাজার বাঙ্গালীকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দেয়ার ঘোষণা দেয়। এই খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ২২ নভেম্বর। উভয় দেশের ঘোষণা উপলক্ষে অভিনন্দন জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ। ১৯৭২ সালের ২৪ নভেম্বর প্রকাশিত 'একটি বাস্তব পদক্ষেপ' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> *পাকিস্তানী শাসকদের মতিগতি এখনও পরিষ্কার নয়। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান ও উপমহাদেশে শান্তিপ্রিয় প্রতিবেশী সুলভ সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে তাদের অনীহা জনমনকে এখনও উদ্বেগের মধ্যে রেখেছে। তবে কিছুসংখ্যক আটক বাঙ্গালী নারী শিশুকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে রাজী হওয়ার পাকিস্তানী সিদ্ধান্তটি যদি বাংলাদেশ সরকারের ওই বাস্তব পদক্ষেপের সাড়া হিসেবে গৃহীত হয় তাকে শুভ লক্ষণ বলেই আমরা মনে করতে পারি।*[১৮৪]

পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের প্রত্যাবাসনে পাকিস্তানকে রাজী করানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ-ভারত এক যুক্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ১৯৭৩ সালের ১৮ এপ্রিল এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই যুক্ত ঘোষণায় পাকিস্তানে আটক বাঙ্গালীদের বিনিময়ে ১৯৫ জন পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধী ছাড়া সকল যুদ্ধবন্দী ও আটক বেসামরিক পাকিস্তানীদের ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাব দেয়া হয় পাকিস্তানের কাছে। এই যুক্ত ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ। ১৯৭৩ সালের ১৯ এপ্রিল প্রকাশিত এই সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিলঃ 'বাংলাদেশ-ভারত যুক্ত ঘোষণা ও পাকিস্তানের দায়িত্ব'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> *যুদ্ধবন্দীদের মান সম্ভ্রম ও সুখ-দুঃখের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করে এতদিন পাকিস্তান যে ভাবমূর্তি পরিগ্রহ করেছিল– যুক্ত ঘোষণার প্রস্তাবিত শর্ত গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমেই সে ভাবমূর্তির যথার্থতা প্রমাণিত হবে। বাংলাদেশ ও ভারত যুক্তভাবে যুদ্ধবন্দী ও আটক নাগরিক বিনিময়ের যে মীমাংসা প্রস্তাব দিয়েছে উপমহাদেশে শান্তি ও বিরোধ নিষ্পত্তির বৃহত্তর স্বার্থে বৈরিতার ভ্রান্ত-নীতি পরিত্যাগ করে পাকিস্তান অনতিবিলম্বে এগিয়ে আসবে বলেই আমরা আশা করছি।*[১৮৫]

একইদিন অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের ১৯ এপ্রিল বাংলাদেশ অবজারভারও এই বিষয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'A Generous Offer'. এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> *And Bangladesh is justly proud, even she had to be humble in her pursuit of peace in no consideration of the bargain. With no regret or reservation, the magnanimous gesture is inspired by her earnest resolve to continue efforts to reduce tension and sustained by hope that in the larger interests of reconciliation, peace and stability in the war-torn subcontinent Pakistan will respond and refrain from Persisting in hostility.*[১৮৭]

অবশেষে পাকিস্তান-ভারত চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের নাগরিক বিনিময়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৭৩ সালের ২৯ আগস্ট এই চুক্তি স্বাক্ষরের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। পরদিন ৩০ আগস্ট এক সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ অবজারভার এই চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য সকল পক্ষকে অভিনন্দন জানায়। 'A Happy Ending' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

> *Let a durable edifice of peace be now built on the foundation of the accord reached at Delhi, which the Bangobandhu has in his characteristic modesty and magnanimity described as a great victory for the people of the subcontinent.*[১৮৮]

পরদিন ১৯৭৩ সালের ৩১ আগস্ট দৈনিক ইত্তেফাক এই চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> *বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে এই উপমহাদেশে যে পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়েছে দিল্লী চুক্তি হইতেছে সেই বাস্তবতাকে সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষে নীতিগতভাবে স্বীকার করিয়া লওয়ারই এক ঐতিহাসিক দলিল। আর সেই দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়াই একথা নিঃসংকোচে বলা চলে যে, সংশ্লিষ্ট সকলের নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও সদিচ্ছার প্রতীক হিসাবে যে চুক্তি নয়াদিল্লীতে সম্পাদিত হইয়াছে, শান্তিপথের অগ্রযাত্রায় উহা যথার্থ 'মাইল স্টোন' হিসেবেই চিহ্নিত হইবে। আমরা এই চুক্তিকে অভিনন্দন জানাইতেছি।*[১৮৯]

একই দিন অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের ৩১ আগস্ট সংবাদও অনুরূপ এক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিলঃ 'শান্তিকামী জনগণের বিজয়'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> *দিল্লী চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে উপমহাদেশের মানবীয় সমস্যাগুলোর সমাধানের সাথে সাথে শান্তি, উত্তেজনা হ্রাস ও ফলপ্রসূ সহযোগিতার পথও প্রশস্ত হয়েছে। আমরা দিল্লী চুক্তিকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং ঐ চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন ও উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা রাখছি।*[১৯০]

দিল্লী চুক্তি স্বাক্ষরের তিন সপ্তাহের মধ্যেই বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে নাগরিক বিনিময় শুরু হয়। ১৯৭৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর নাগরিক বিনিময় বিষয়ক খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ঐদিনই অর্থাৎ ২০ সেপ্টেম্বর দৈনিক ইত্তেফাক এ বিষয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। প্রকাশিত সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিলঃ 'আটক বাঙ্গালীরা ফিরিতেছেন'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> *দীর্ঘদিনের অচলাবস্থার অবসান ঘটাইয়া আটক বাঙ্গালীরা যে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে পারিতেছেন ইহা একান্তভাবেই খুশীর খবর। আমাদের মতে, দিল্লী চুক্তির ফলে লোক বিনিময় কর্মসূচীর রূপায়নের ফলে এই উপমহাদেশের সমস্যা নিরসনের ব্যাপারে বরফ যে শেষ পর্যন্ত গলিতে শুরু করিয়াছে ইহা একান্তই শুভ লক্ষণ। বস্তুত মানবতামুখী এই কার্যক্রমের ধারার পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে উপমহাদেশের অপরাপর সমস্যারও সমাধান যে অতঃপর সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে এ কথা এখন নির্দ্বিধায় বলা যাইতে পারে।*[১৯১]

একইদিন অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ অবজারভারও অনুরূপ সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'Movement Begins'. সম্পাদকীয়টিতে বলা হয় :

Dhaka University Institutional Repository

The Past of bitterness and acrimony should be forgotten. And a new bridge of friendly relations between the sovereign states in the subcontinent and their people should be built up. The subcontinent should make a bit to forge a forword-looking amity-oriented outlook in a greater bid for peaceful and mutually useful co-existence for future.[১৫২]

নাগরিক বিনিময় শুরুর বিষয় নিয়ে ১৯৭৩ সালের ২১ সেপ্টেম্বর সংবাদ একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'স্বদেশে প্রত্যাগতদের স্বাগত জানাই'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

যারা বন্দী দশা থেকে মুক্ত হয়ে এসেছেন এবং আসছেন তাঁদের আমরা স্বাধীনতাকে দেশের সমগ্র জনগণের জন্য ফলপ্রসূ করার কর্মকান্ডে উদ্যোগী ও নিয়োজিত দেখতে চাই। যাঁরা এসেছেন এবং আসছেন, তাদের প্রতিভা ও কর্মশক্তির যাতে অপচয় না হয় সেটা দেখবার দায়িত্ব অবশ্য সরকারের এবং সামগ্রিকভাবে আমাদের দেশবাসী সকলের।[১৫৩]

বাংলাদেশ-পাকিস্তানের মধ্যে নাগরিক বিনিময় শুরু হওয়ার পাঁচ মাস পর ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারিতেই দৈনিক বাংলা এ বিষয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'সত্যের জয় হলো'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

ছাব্বিশ মাস বিলম্বে হলেও শেষ পর্যন্ত জয় হয়েছে সত্যের। অবিবেকের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছে বিবেকী চেতনা এবং শুভবুদ্ধি। বন্ধুদেশ ভারতও অভিনন্দিত করেছে পাকিস্তানের এ শুভবোধকে। আমরা আশা করবো, প্রতিবেশী চীনও এবার সহযোগিতার হাত বাড়াবে আমাদের দিকে।[১৫৪]

একই দিন অর্থাৎ ১৯৭৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ অবজারভারও অনুরূপ একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'Pakistan Recognises Reality'. সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

At last Pakistan has recognised the reality and sovereignty of Bangladesh. Though belated we are glad about the formal announcement of recognition accorded without any condition what-soever.[১৫৫]

বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গে দৈনিক ইত্তেফাক একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ কর ১৯৭৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি। শিরোনাম ছিল : 'বাস্তবতার স্বীকৃতি'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

পাকিস্তানের এই স্বীকৃতি যতই বিলম্বিত হউক, ইহা বাস্তবাতারই স্বীকৃতি। ইহা শান্তিকামী মানুষের জাগ্রত বিবেকের জয়। সারাবিশ্বের শুভ-প্রচেষ্টার বিজয়।[১৫৬]

সংবাদও পাকিস্তানের স্বীকৃতি প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৭৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

পাক সরকার কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের বিষয়টিকে আমরা সত্য ও বাস্তবতার জয় হিসেবেই দেখছি। একে দেখছি আমরা বাংলাদেশের নৈতিক ও কূটনৈতিক বিজয় হিসেবে।[১৫৭]

বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতি প্রদানের ধারাবাহিকতায় ১৯৭৪ সালের ৯ এপ্রিল ভারতের দিল্লীতে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত নেয়। ১১ এপ্রিল এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। পরদিন ১৯৭৪ সালের ১২ এপ্রিল দৈনিক বাংলা এ বিষয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। প্রকাশিত সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল : 'এই চুক্তি উপমহাদেশে নতুন যুগ সৃষ্টি করুক'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

ক্ষমা অপরাধের অস্বীকৃতি নয়, অনুকম্পা দুর্বলতা নয়, বন্ধুত্ব কূটনীতির কৌশলমাত্র নয়। এ সত্যটি পাকিস্তানকে অনুধাবন করতে হবে। আমরা আশা করব, এই ত্রিপক্ষীয় চুক্তি উপমহাদেশে এক নতুন যুগের সৃষ্টি করবে। শেষ হবে বাদবিসম্বাদ, সংঘাত আর সংঘর্ষের।[১৫৮]

পরদিন ১৯৭৪ সালের ১৩ এপ্রিল দৈনিক ইত্তেফাকও এ সম্পর্কে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'ত্রিপক্ষীয় চুক্তি'। এই সম্পাদকীয়কে বলা হয় :

বস্তুতঃ এই চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে যে সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে, উহার সার্বিক সদ্ব্যবহার প্রার্থিত শান্তিরই সদ্ব্যবহার বলিয়া গণ্য হইবে। বলাবাহুল্য, শান্তির-সদ্ব্যবহারের অর্থই হইতেছে সাধারণ মানুষের কল্যাণ– জনগণের মঙ্গল।[১৫৯]

চিঠিপত্র

স্বাধীনতার পর পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্কে যখন টানাপোড়েন চলছে তখন এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে বেশকিছু চিঠি প্রকাশিত হয় পত্রিকাগুলোর চিঠিপত্র বিভাগে।

সংবাদ-এ ১৯৭২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের ফিরিয়ে আনার দাবী সংবলিত একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। রংপুরের শ্যামপুর থেকে আবদুর রহমান চিশতী চিঠিটি লিখেন। চিঠির শিরোনাম ছিল : 'পাকিস্তানে অবস্থিত বাঙ্গালী ভাইদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করুন'। চিঠিতে বলা হয় :

কি বিষম ভয়, অস্থিরতা ও আপনজনকে কাছে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যে আমরা দিন কাটাচ্ছি তা অবর্ণনীয়, তা অকল্পনীয়। বাংলাদেশ সরকার, বঙ্গবন্ধু ও বিশ্ব মানবতার নিকট আমার আকুল আবেদন রইল সেই সমস্ত ভাগ্যহতদের পাকিস্তান থেকে বাংলার মুক্ত মাটিতে ফিরিয়ে আনার ত্বরিত ব্যবস্থা করার।[১৬০]

১৯৭২ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকে অনুরূপ একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। নোয়াখালি চাটখিলের ছয়আনি টবগা গ্রাম থেকে সুলতান আহমেদ চিঠিটি লিখেন। চিঠিতে বলা হয়:

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান প্রবাসী আমাদের বাঙালী ভাইরা হয়ত বর্তমানে নানাবিধ হয়রানির ফলে এক দুর্বিষহ জীবনযাপন করছেন। তাই আমাদের জনপ্রিয় সরকার ও প্রিয়নেতা বঙ্গবন্ধুর কাছে এই আকুল আবেদন জানাচ্ছি যে,পাকিস্তান প্রবাসী বাঙ্গালী ভাইদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনার সম্ভাব্য সকল প্রকার প্রচেষ্টা যথাসম্ভব তুরান্বিত করা হোক।[১৬১]

১৯৭২ সালের ২২ আগস্ট পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের দেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ আরো বেগবান করার আহ্বান জানিয়ে এক চিঠি প্রকাশিত হয় সংবাদ-এ। রাজশাহীর মোহনপুর থানার ধুরইন গ্রাম থেকে আজিজুল ইসলাম সরকার চিঠিটি লিখেন। এতে বলা হয়:

অনেক খবরের মাধ্যমে যখন আটকেপড়া ভাইদের লোমহর্ষক শাস্তির কথা শুনতে পাই তখন আমাদের অবস্থা কিরূপ হয় চিন্তা করুন। তাই আমি পাক বর্বর জালিমদের অমানুষিক অত্যাচারের কবল থেকে বাঙ্গালী ভাই-বোনদেরকে রক্ষা করার জন্য ও তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য আটকেপড়া পাঁচ লাখ বাঙ্গালীর পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ভাইবোনদের তরফ হতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সমীপে আকুল আবেদন করছি।[১৬২]

পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের দেশে ফিরিয়ে আনার দাবী সংবলিত আরেকটি চিঠি দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ৫ অক্টোবর। পশ্চিম জার্মানির ৫৩ বেড গডেস বার্ক, রনটজেন স্ট্যাসি ১৫/৪ থেকে মোহাম্মদ খোদাবক্স চিঠিটি লিখেন। এতে বলা হয়:

সদাশয় সরকারের প্রতি আকুল আবেদন, লক্ষ লক্ষ জীবনমৃত হতভাগ্য বাঙ্গালী মায়ের সন্তপ্ত পরিজনদের মুখের দিকে চেয়ে অতিসত্বর তাদের জীবন রক্ষার উপায় উদ্ভাবনে সুবুদ্ধি নিবদ্ধকরতঃ বেদনাক্লিষ্ট শোকাতুর অসংখ্য দারা পুত্র-পরিবারের হৃত সর্বস্ব পুনরুদ্ধার করুন।[১৬৩]

পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের দুর্দশা নিয়ে ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি এক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় দৈনিক বাংলায়। শিরোনাম ছিল : 'পাকিস্তান প্রবাসী বাঙ্গালীদের ভবিষ্যত'। এই সম্পাদকীয় মন্তব্যের সমর্থন জানিয়ে ১৯৭২ সালের ১৭ জানুয়ারি 'প্রবাসী বাঙ্গালী' শীর্ষক একটি চিঠি প্রকাশিত হয় দৈনিক বাংলায়। চিঠিটি লিখেন ঢাকার ৮০ শান্তিবাগ মসজিদ রোডের বরিশাল ভিলা থেকে আনোয়ারুল ইসলাম। চিঠিতে বলা হয় :

বাংলাদেশ সরকারের উচিত আন্তর্জাতিকভাবে যত শীঘ্র সম্ভব একটা ব্যবস্থা নেয়া। বিশেষত যখন পাকিস্তানে এমন সব বাঙ্গালী প্রবাসী রয়েছে যারা শিশুরাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আর যতদিন না তারা সবাই বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করছেন ততদিন তাদের নিরাপত্তার জন্য তাদের উপর দৃষ্টি দেয়ার জন্য কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতি অনুরোধ জানানো। বিশেষ করে সামরিক বাহিনীতে যে সব বাঙ্গালী আছে তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার জন্য জাতিসংঘকে অনুরোধ জানানো দরকার।[১৬৪]

পরদিন ১৯৭২ সালের ১৮ জানুয়ারি দৈনিক বাংলার উল্লিখিত সম্পাদকীয় মন্তব্যের সমর্থন জানিয়ে আরেকটি চিঠি প্রকাশিত হয় দৈনিক বাংলায়। চিঠির শিরোনাম ছিল : 'পাকিস্তান প্রবাসী বাঙ্গালীদের ফিরিয়ে আনার আবেদন'। চিঠিটি লিখেন ঢাকার চামেলীবাগ থেকে রোয়েনা মহী। চিঠিতে বলা হয় :

বাংলার মাটি থেকে হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণের আগে যে জঘন্যতম হত্যাকান্ড করেছে তাতেই ওদের বর্বর মানসিকতা প্রকাশিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান প্রবাসী আমাদের চার লাখ/সাড়ে চার লাখ বাঙালীর জন্য আমরা উৎকণ্ঠিত। তাই আমাদের প্রিয় সরকারের কাছে পাকিস্তান প্রবাসী বাঙালীদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে যথাসম্ভব সত্বর উদ্যোগ গ্রহণের আবেদন জানাচ্ছি।[১৬৫]

সংবাদ পত্রিকায়ও ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি পাকিস্তানে আকেপড়া বাঙ্গালীদের দুর্দশা নিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'ভ্রাতৃত্ববোধের প্রশ্নে'। সম্পাদকীয়টি প্রকাশ করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে একটি চিঠি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১৯ জানুয়ারি। চিঠিটি লিখেন ঢাকার নারিন্দার ১৬ গুরুদাস সরকার লেন থেকে সামসুদ্দিন আহমেদ ও রিয়াজল করিম ভূইয়া। চিঠির শিরোনাম ছিল : 'পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙ্গালী ভাইদের ফিরিয়ে আনুন'। চিঠিতে বলা হয় :

আপনার ১২ই জানুয়ারীতে প্রকাশিত বর্তমানে পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙালীদের সম্পর্কে সম্পাদকীয় নিবন্ধের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। সম্প্রতি আমার জনৈক বন্ধু রেডক্রসের মাধ্যমে ইসলামাবাদ থেকে তাঁর ভাইয়ের সংবাদ জানতে পেরেছেন। তার ভাই লিখেছেন : 'আমাদের মধ্যে অনেকেই নেই। আমরাও যে বেঁচে থাকব তার কোন নিশ্চয়তা নেই। দোয়া করবেন।' এই সংবাদ থেকে আশংকা করা হচ্ছে যে, আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের অনেকেই হয়তো বেঁচে নেই।[১৬৬]

অনেক পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি পাকিস্তানে আটকেপড়ায় দেশে তাদের স্বজনদের জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে পড়ে। পাকিস্তানে আটকেপড়া এমনই এক বাঙ্গালীর স্ত্রী নোয়াখালীর সাঙ্গাপুর গ্রামের মরিয়ম আফছার। পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের স্ত্রী-সন্তান ও পরিবারের পক্ষ থেকে মরিয়ম আফছার একটি চিঠি লিখেন সংবাদ-এ। ১৯৭২ সালের ১৬ মে এই চিঠি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের ওপর আমরা যারা এখানে নির্ভরশীল'। এই চিঠিতে বলা হয়:

পাকিস্তানে অবস্থানকারী ৫/৬ লাখ বাঙ্গালীদের চতুর ভুট্টো আটকে রেখেছে। ঐসব হতভাগ্য বাঙ্গালীদেরকে সত্বর দেশে ফিরে আসার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর সরকার করছেন। সেসঙ্গে এখানে আমরা যারা পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজনেরা আছি তাদের খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার জন্যও সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন আশা করি। নির্ভরশীল স্ত্রী, পুত্র এবং পরিবার পরিজনদেরকে যেন নিয়মিতভাবে মাসিক বেতনের ৫০ ভাগ অন্তত দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।[১৬৭]

পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দী প্রসঙ্গে একটি চিঠি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ৬ সেপ্টেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকে। চিঠিটি লিখেন ঢাকার ৪২ বি সি সি রোড থেকে আবদুল ওয়াদুদ এডভোকেট। চিঠিতে বলা হয় :

সামরিক-বেসামরিক মিলে ৯৩,০০০ যুদ্ধবন্দী বর্তমানে ভারতে আটক আছে। ইহারা ভারত-বাংলাদেশ যুক্ত কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাই সম্ভবত ইহাদের ভরণ-পোষণের ব্যয়ভারটাও ভারত এবং বাংলাদেশ উভয়েই বহন করিবে। কেন ওই বিরাট অংকের ব্যয়ভার? যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হইবে। কিন্তু তারা কয়জন? ৫০০ বা বড় জোর ১০০০ সামরিক অফিসার, যারা পৃথিবীর জঘন্যতম নরহত্যার পরিকল্পনা

Dhaka University Institutional Repository

করিয়াছিল ও আদেশ দিয়েছিল। বাকি ৯২০০০ লোককে আমরা কি যুক্তিতে পোষণ করিতেছি? অন্যদিকে আমাদের কয়েক লক্ষ বাঙ্গালী পাকিস্তানে অতিকষ্টে দিনাতিপাত করিতেছে। ইহাদের মধ্যে যেসব সামরিক ও বেসামরিক বাঙ্গালী কর্মচারী রহিয়াছেন তাহাদের অনুপস্থিতি বাংলাদেশ প্রশাসন ব্যবস্থায় তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে। আটক বাঙ্গালীরা তো কোনক্রমেই যুদ্ধাপরাধী নয়। ভুট্টো সাহেবও মনে হয় তা বলিবেন না। বাকী ৯২০০০ যুদ্ধবন্দীর সাথে আটক বাঙ্গালীদের বিনিময়ের ব্যাপারে আলোচনা করিতে আপত্তি কোথায়? [১৬৮]

প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ :

উপরের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক-বিষয়ে প্রধানত দশ ধরনের খবর প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো হচ্ছে :

এক. পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের অবস্থা,

দুই. পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের ফিরিয়ে আনতে সরকারী তৎপরতা,

তিন. পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে দাবী ও আন্দোলন,

চার. পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা বাঙ্গালী,

পাঁচ. পরিবারের উপার্জনকারী ব্যক্তি পাকিস্তানে আটকেপড়ায় দেশে তার স্বজনদের অর্থনৈতিক সংকট এবং আটকেপড়া সরকারী কর্মচারীদের পোষ্যদের জন্য খোরাকী ভাতা,

ছয়. পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধী যুদ্ধবন্দীদের বিচারের উদ্যোগ এবং ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শন,

সাত. পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের বিচার প্রহসন,

আট. পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে ভারতের মধ্যস্ততায় পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা ও চুক্তি স্বাক্ষর,

নয়. বাংলাদেশ-পাকিস্তান নাগরিক বিনিময়,

দশ. বাংলাদেশ-পাকিস্তানের পারস্পরিক স্বীকৃতি।

বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্কভিত্তিক উপরোক্ত বিষয়ের খবরগুলো খুবই গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে সংবাদপত্রে। প্রায় প্রতিটি খবর প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। বেশ কিছু সংখ্যক খবর প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে ব্যানার আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে।

পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের অবস্থা নিয়ে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খবর প্রকাশিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই বিষয়ে খবরের ধরনও ছিল অনেক। পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের অবস্থা নিয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন ধরনের খবরের মধ্যে ছিল :

এক. বাঙ্গালী সৈনিকদের বন্দী করা,

দুই. পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত চিঠিভিত্তিক খবর,

তিন. পাকিস্তান আটকেপড়া বাঙ্গালী সরকারী কর্মচারীদের দুর্ভোগ, অর্থকষ্ট ও হয়রানী,

চার. পাকিস্তানে অবস্থানরত নিরীহ বাঙ্গালীদের নির্যাতন, গণহারে গ্রেফতার ও বন্দী শিবিরে নিয়ে যাওয়া,

পাঁচ. পাকিস্তানের বন্দী শিবির থেকে বাঙ্গালী মেয়েদের মধ্যপ্রাচ্যে বিক্রি করা।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত বাঙ্গালীদের বন্দী ও নিরস্ত্র করার খবর প্রকাশিত হয় দৈনিক বাংলায় ১৯৭২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি। চন্ডিগড় থেকে পিটিআই পরিবেশন করে এই খবর। খবরটি লেখা হয় চারজন বাঙ্গালী সৈনিকের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে।

পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত চিঠিভিত্তিক বেশ ক'টি খবর প্রকাশিত হয়। এই সব খবরে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের মর্মস্পর্শী ও করুণ অবস্থার বিবরণ উঠে এসেছে। দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি এ ধরনের একটি খবর প্রকাশিত হয়। লন্ডন থেকে প্রাপ্ত এক চিঠির বরাত দিয়ে খবরটি লেখা হয়। পাকিস্তানে আটকেপড়া তরুণীর করুণ আকুতি ভরা একটি চিঠির বরাত দিয়ে ১৯৭২ সালের ১৩ এপ্রিল দৈনিক বাংলায় এক খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া বাঙ্গালী মেয়েরা পাকিস্তানে বন্দী অবস্থায় কিভাবে ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন সে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। পাকিস্তানে আটকেপড়া আরেক তরুণীর চিঠির বরাত দিয়ে ১৯৭২ সালের ১২ মে আরেকটি খবর প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক বাংলায়। এই খবরেও পাকিস্তানে বন্দী বাঙ্গালী মেয়েদের অবস্থার হৃদয়স্পর্শী বিবরণ উঠে এসেছে। পাকিস্তানে আটকেপড়া সামরিক বাহিনীর বন্দী বাঙ্গালী কর্মকর্তাদের চিঠিভিত্তিক বেশ ক'টি খবরে তাদের করুণ চিত্র উঠে এসেছে। নৌবাহিনীর এক বাঙ্গালী কর্মচারীর চিঠির বরাত দিয়ে ১৯৭২ সালের ১৯ এপ্রিল দৈনিক বাংলায় এমনই একটি খবর প্রকাশিত হয়। লন্ডন হয়ে চিঠিটি ঢাকায় আসে। পাকিস্তানে আটকেপড়া বিমানবাহিনীর এক বাঙ্গালী কর্মকর্তার কাছ থেকে প্রাপ্ত এক চিঠির ভিত্তিতে অনুরূপ একটি খবর দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ২৯ মে। এই খবরে অবশ্য নির্যাতনে শিকার এই সামরিক কর্মকর্তার দৃঢ় মনবলের কথা তুলে ধরা হয়। পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধী যুদ্ধবন্দীদের বাংলাদেশই বিচারের বিনিময়ে প্রয়োজনে আত্মোৎসর্গ করতেও পাকিস্তানে বন্দী বাঙ্গালী সামরিক কর্মকর্তারা রাজি আছে বলে ঐ খবরে তথ্য প্রকাশ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের অবস্থা নিয়ে যে সব খবর প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের দুর্ভোগ, অর্থকষ্ট ও হয়রানরি তথ্য গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। ১৯৭২ সালের ২২ মার্চ এ ধরনের একটি খবর প্রকাশিত হয়। এ খবর সংবাদ-এ প্রকাশিত হয়। এই খবরে পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালী সরকারী কর্মচারীরা কিভাবে অর্থকষ্ট ও আর্থিক বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন সে তথ্য তুলে ধরা হয়। পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালী সরকারী কর্মকর্তাদের এক পর্যায়ে বরখাস্ত করতে শুরু করে পাকিস্তান সরকার। শুধুমাত্র বাংলাদেশে ফেরত আমার ইচ্ছা পোষণ করায় তাদের বরখাস্ত করা হয়। বার্তা সংস্থা এনা পরিবেশিত এ খবর ১৯৭২ সালের ২৫ জুলাই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। পাকিস্তানে আটকেপড়া বন্দী সামরিক কর্মকর্তাদের উপর নিপীড়ন চালানোর এক নজীর প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭২ সালের ১২ আগস্ট দৈনিক ইত্তেফাকে এক খবরে। এতে বলা হয়, সামরিক বাহিনীর বন্দী বাঙ্গালী কর্মকর্তাদের নিম্নমানের খাবার সরবরাহ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রাখা হয়েছে। সে জন্য অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালী সরকারী কর্মচারীদের নির্যাতনের অংশ হিসেবে অনেককে কোনো রকম পাওনা পরিশোধ না করেই চাকরীচ্যুত করা হয়। এ খবর ১৯৭২ সালের ২৯ নভেম্বর সংবাপত্রে প্রকাশিত হয়।

পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙ্গালীদের উপর পাকিস্তান সরকার অহেতুক নির্যাতন চালায়। একপর্যায়ে বাঙ্গালীরা গণগ্রেফতারের শিকার হন। নিরীহ বাঙ্গালীদের গ্রেফতার করে বন্দীশিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়। এসব খবর গুরুত্ব লাভ করে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায়। ১৯৭২ সালের ১১ অক্টোবর পাকিস্তানে আটকেপড়া বেসামরিক বাঙ্গালীদের বন্দী শিবিরে নিয়ে যাওয়ার খবর প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। ১৯৭২ সালের শেষ দিকে পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের উপর নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায়। ১৯৭২ সালের ২৩ নভেম্বর এ ধরনের একটি খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি সময় পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের উপর নির্যাতনের আরো রুদ্ররূপ প্রকাশ পায়। নিরীহ বাঙ্গালীদের গণহারে গ্রেফতার করে বন্দী শিবিরে নিয়ে যাওয়া শুরু করা হয় এ সময়। এ খবর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবক'টি পত্রিকায় গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালের ৭ মে। খবরটি সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা।

পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের অবস্থা নিয়ে প্রকাশিত খবরগুলোর মধ্যে আতংকিত হওয়ার মত এক খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিলের সংবাদপত্রে। এই খবরে তথ্য প্রকাশ করা হয় যে, পাকিস্তানের বন্দী শিবির থেকে বাঙ্গালী মেয়েদের তুলে নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে বিক্রি করে দেয়া হচ্ছে।

পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের জন্য বাংলাদেশ সরকার শুরু থেকেই উদ্বিগ্ন ছিল। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের উপর নির্যাতন বন্ধ ও তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে নানা তৎপরতা চালানোর খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এরমধ্যে ছিল :

এক. বিভিন্ন দেশর রাষ্ট্রপ্রধানদের সাহায্য কামনা,

দুই. জাতিসংঘের সাহায্য চাওয়া,

তিন. আন্তর্জাতিক রেডক্রসের সহযোগিতা প্রত্যাশা।

পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের উপর নির্যাতন বন্ধ ও তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে তৎপরতা চালায় তার অন্যতম ছিল বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের সাহায্য কামনা। এক খবরে বলা হয়, আটকেপড়া বাঙ্গালীদের সাহায্য করা ও তাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সহযাগিতা কামনা করে বাণী পাঠিয়েছেন। ১৯৭২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারির খবরের কাগজে এই সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়। পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘের সাহায্যও কামনা করে। এ ব্যাপারে জাতিসংঘ মহাসচিবের হস্তক্ষেপ কামনা করে তিনবার বার্তা পাঠান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। প্রথম বার্তা পাঠানোর খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি। এই খবরে বলা হয়: প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের দুর্দশা লাঘবে জাতিসংঘ মহাসচিবের সাহায্য কামনা করে জরুরী বার্তা পাঠিয়েছেন। খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক ইত্তেফাকে। এর আট মাস পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পুনরায় জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে পাঠানো এক বার্তায় পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে জাতিসংঘের সহযোগিতা কামনা করেন। এই খবর ১৯৭২ সালের ১৫ অক্টোবরের সংবাদপত্রের গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। খবরটি সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে পাকিস্তানের টালবাহানা অব্যাহত থাকায় এ ব্যাপারে আবার জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ কামনা করে জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে বার্তা পাঠান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই খবর ১৯৭৩ সালের ১২ এপ্রিল সংবাদপত্রে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাক খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

আটকেপড়া বাঙ্গালীদের উপর নির্যাতন বন্ধ ও তাদের দেশে ফেরত আনার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক রেডক্রসের সাহায্য পাওয়ারও চেষ্টা করে। রেডক্রস প্রধানের সাহায্য কামনা করে পাঠানো প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তারবার্তার খবর ১৯৭২ সালের ১৬ অক্টোবরের সংবাদপত্রে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। এই খবর বাংলাদেশ অবজারভার সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে।

পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে বিভিন্ন পর্যায় থেকে বাংলাদেশ সরকারের কাছে দাবী জানানো হয়। বাঙ্গালীদের দেশে ফেরার সুযোগ দেয়ার জন্য দাবী জানানো হয় পাকিস্তান সরকারের কাছেও। বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন এবং পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের আত্মীয়-স্বজন প্রধানত এই দাবী উত্থাপন করে। দাবী আদায়ের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচীও পালিত হয়। দাবী জানানোর প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে ছিলঃ

এক. রাজনৈতিক দল,

দুই. পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালী উদ্ধারের জন্য গঠিত সংগঠনসমূহ,

তিন. পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের আত্মীয়-স্বজন।

পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে প্রথম পাকিস্তান সরকারের কাছে দাবী জানায় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী ন্যাপ)। এই খবর ১৯৭২ সালের ১ মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এর একমাস পর পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্য বন্ধু দেশগুলোর প্রতি আহবান জানিয়ে বিবৃতি প্রদান করে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর ন্যাপ)। দলের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেনের দেয়া বিবৃতির ভিত্তিতে ১৯৭২ সালের ১ এপ্রিল এ বিষয়ে একটি খবর প্রকাশ করে সংবাদ।

পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের দেশে ফিরিয়ে আনার দাবী আদায়ের জন্য ঢাকায় দুটি সংগঠন গড়ে ওঠে। বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে সংগঠন দু'টি পাকিস্তান থেকে বাঙ্গালীদের ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা চালায়। পাকিস্তানে আটক বাঙ্গালীদের জন্য গঠিত কমিটির কর্মতৎপরতার একটি খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১ এপ্রিল। এই খবরে বলা হয়, আটক বাঙ্গালীদের দেশে ফিরিয়ে আনার দাবীতে এই কমিটি ঢাকায় মহিলাদের একটি মিছিলের আয়োজন করে। অন্যদিকে পাকিস্তানে আটক বাঙ্গালী উদ্ধার সমিতি নামের একটি সংগঠন পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের ফিরিয়ে আনার দাবীতে 'দাবী সপ্তাহ' পালন করে। এই খবর ১৯৭২ সালের ২৪ এপ্রিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই সমিতি পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ঢাকায় মার্কিন দূতাবাস ও বৃটিশ হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ১৯৭২ সালের ৭ সেপ্টেম্বর খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত হয়।

পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের পরিবার-পরিজন তাদের স্বজনদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দৃষ্টি আকর্ষণ এবং চাপ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের আত্মীয়-স্বজনদের ঢাকার রাজপথে মিছিল করা এবং বিভিন্ন দেশের ঢাকাস্থ দূতাবাসে স্মারকলিপি প্রদানের একটি খবর ১৯৭২ সালের ২ মার্চ সংবাদ-এ প্রকাশিত হয়। পরিজনদের দেশে ফিরিয়ে আনার দাবী জানাতে তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গেও দেখা করেন। এই খবর ১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রায় বছর খানেক পরও পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের দেশে ফেরা শুরু না হওয়ায় তাদের পরিজনরা ঢাকায় বঙ্গভবনের সামনে গণঅনশন কর্মসূচী পালন করে। সংবাদ-এ ১৯৭৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি এই খবর প্রকাশিত হয়।

পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের মধ্য থেকে কেউ কেউ পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়। এই খবর সংবাদপত্রে উপস্থাপিত হয়। ১৩ জন বাঙ্গালীর পালিয়ে দেশে আসার একটি খবর ১৯৭২ সলের ২৪ এপ্রিল সংবাদপত্রে প্রকশিত হয়। এই খবরে বলা হয় : এই দলটি দেশে এসে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করে পাকিস্তানে আটক বাঙ্গালীদের দুর্দশা বর্ণনা করেন। পাকিস্তান থেকে পালিয়ে সমুদ্র পথে পাঁচ শ' বাঙ্গালী কোলকাতা পর্যন্ত আসার একটি খবর প্রকাশিত হতে দেখা যায় ১৯৭২ সালের ৪ সেপ্টেম্বর।

পরিবারের উপার্জনকারী ব্যক্তি পাকিস্তানে আটকেপড়ায় দেশে তার পোষ্যদের অর্থনৈতিক সংকটে পড়ার বিষয়টি একটি ইস্যু হয়ে উঠেছিল খবরের কাগজে। ইস্যুটির সূত্রপাত হয় সংবাদ-এ প্রকাশিত একটি চিঠির মাধ্যমে। ১৯৭২ সালের ১৬ মে সংবাদ-এ পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের পক্ষ থেকে এ প্রসঙ্গে একটি চিঠি লিখেন নোয়াখালীর সাঙ্গাপুর গ্রাম থেকে মরিয়ম আবছার। চিঠিতে পরিবারের উপার্জনকারী ব্যক্তি পাকিস্তানে আটকেপড়ায় তাদের পোষ্যরা কিভাবে আর্থিক সংকটে দিন কাটাচ্ছেন তার বিবরণ তুলে ধরেন এবং আটকেপড়া সরকারী কর্মচারীদের পোষ্যদের ভাতা প্রদান করার দাবী জানানো হয়। এই চিঠির ধারাবাহিকতায় দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৭২ সালের ১৯ মে একটি খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরে পাকিস্তানে আটক বাঙ্গালীদের ২০ হাজার পোষ্যের চরম অর্থনৈতিক সংকটের বিবরণ তুলে ধরা হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে ঐ খবর প্রকাশের দুই মাস পর সরকার পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালী সরকারী কর্মচারীদের পোষ্যদের খোরাকী ভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত

Dhaka University Institutional Repository
নেয়। ১৯৭২ সালের ১৬ জুলাই এই খবর সংবাদপত্রে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। এই খবর দৈনিক বাংলা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। তবে খোরাকী ভাতা প্রদানের জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণের আড়াই মাস পরও তা কার্যকর হয়নি। সংবাদ এই তথ্য জানিয়ে একটি এক্সক্লুসিভ আইটেম প্রকাশ করে ১৯৭২ সালের ২ অক্টোবর। সংবাদ-এ এই খবর প্রকাশের পরদিনই প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অবিলম্বে এই ভাতা প্রদানের নির্দেশ দেন। এই খবর ১৯৭২ সালের ৩ অক্টোবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পর পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে উঠেছিল। ১৯৭৪ সালের ৯ এপ্রিল বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী যুদ্ধাপরাধীদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রসঙ্গটি সংবাদপত্রে বারবার এসেছে। সংবাদপত্রে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বিষয়ক খবরগুলোর মধ্যে ছিল :

এক. পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচার দাবী,

দুই. আন্তর্জাতিক আইনে পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জুরিস্টদের ঐক্যমত প্রকাশ,

তিন. যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে আইন প্রণয়নে সরকারকে এক্তিয়ার প্রদান ও বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন প্রক্রিয়া,

চার. যুদ্ধাপরাধীদের যেন বিচার না হয় সেজন্য পাকিস্তান সরকারের তৎপরতা এবং বাংলাদেশ সরকারের অবস্থান,

পাঁচ. ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীকে বিচারের ঘোষণা ও পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধ-তৎপরতা,

ছয়. যুদ্ধাপরাধীদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা।

স্বাধীনতার পরপরই পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচারের দাবী ওঠে। এর নজীর দেখা যায় ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারির সংবাদপত্রের এক খবরে। এই খবরে বলা হয়: দেশের বুদ্ধিজীবীরা সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের গবর্ণরের সামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীকে জেনেভা কভেনশন অনুযায়ী একজন সাধারণ যুদ্ধবন্দী হিসেব বিবেচনা না করে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচার করার দাবী জানিয়েছেন।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে আরও দেখা যায়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জুরিস্টরা পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী বিচারের ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছিলেন। ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বরে ইটালীর বেলাজিওতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক জুরিস্ট সম্মেলনে জুরিস্টরা একমত হন যে, মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশে গণহত্যার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী বিচার করা ও শাস্তি দান করা উচিত।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে সরকারকে আইন প্রণয়নের এক্তিয়ার প্রদান করা হয়। ১৯৭৩ সালের ১৫ জুলাই সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে দেখা যায়, পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপার বাংলাদেশ সরকারকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতাদানের জন্য পেশ করা 'সংবিধান (প্রথম সংশোধন) আইন ১৯৭৩' বিলটি ১৯৭৩ সালের ১৪ জুলাই জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়েছে। দু'দিন পর ১৯৭৩ সালের ১৭ জুলাই সংবাদপত্রে প্রকাশিত আরেক খবরে দেখা যায়, পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের লক্ষ্যে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) বিল ১৯৭৩ নামে আরেকটি বিল জাতীয় সংসদে পেশ করা হয়। তবে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের তৎপরতা শুরু হয়েছিল আরও বছর খানেক আগেই। ১৯৭২ সালের ৬ জুলাই সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছিল, যুদ্ধবন্দীদের বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠিত হচ্ছে। ১৯৭২ সালের ১১ অক্টোবর পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠন প্রক্রিয়ার আরেকটি খবর প্রকাশিত হয় খবরের কাগজে। এই খবরে বলা হয়েছিল : যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রমাণাদি সংগ্রহের অগ্রগতি হয়েছে এবং শীঘ্রই বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠিত হচ্ছে। ১৯৭৩ সালের ১৪ জুলাই পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে জাতীয় সংসদ আইন প্রণয়ন করে সরকারকে এক্তিয়ার দিলেও এই আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত আগাম খবর প্রকাশিত হয় দুই মাস আগেই। ১৯৭৩ সালের ৭ এপ্রিল এক খবরে বলা হয় : পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার জন্য আইন প্রণয়ন এক রকম চূড়ান্ত হয়ে গেছে এবং জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে অনুমোদনের জন্য তা পেশ করা হবে। ১৯৭৩ সালের ১২ জুলাই জাতীয় সংসদে এই আইনের বিল পেশ হয় এবং ১৪ জুলাই তা অনুমোদিত হয়।

অন্যদিকে পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের যাতে বিচার না হয় সেজন্য পাকিস্তান সরকার শুরু থেকেই জোর তৎপরতা শুরু করে। এক্ষেত্রে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর কার্যক্রম সে সময়ের সংবাদপত্রে ছিল লক্ষণীয়। এ ধরনের একটি খবর ১৯৭২ সালের ২৭ মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। খবরটি ছিল এক সাংবাদিক সম্মেলনের। ভুট্টো সেখানে পাকিস্তানী যুদ্ধাবন্দীদের কেন বিচার করা উচিত না সে বিষয়ে যুক্তি তুলে ধরেন। ১৯৭২ সালের ২৮ মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত বার্তা সংস্থা এনা পরিবেশিত এক খবরে জুলফিকার আলী ভুট্টোর এই বক্তব্যের ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের দৃঢ়তা ব্যক্ত করেন। তিন মাস পর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রসঙ্গে আবার

Dhaka University Institutional Repository

ভুট্টোর বক্তব্য প্রকাশিত হয় খবরের কাগজে। ১৯৭২ সালের জুলাইতে ভুট্টো ভারত সফরে যান। সেখানে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বৈঠক শেষে ভুট্টো সাংবাদিক সম্মেলনে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করার জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আহ্বান জানান। এ খবর ১৯৭২ সালের ৩ জুলাই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। পরদিন হিমাচল ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনেও ভুট্টো তাঁর দাবী পুনর্ব্যক্ত করেন। এই খবর ১৯৭২ সালের ৪ জুলাই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করা সংক্রান্ত ভুট্টোর দাবীর ব্যাপারে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিক্রিয়া ১৯৭২ সালের ৫ জুলাই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই খবরে বলা হয় : প্রধানমন্ত্রী পুনরায় বলেছেন, বাংলাদেশের মাটিতেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে। কোনো হুমকি বা চাপের কাছে এ ব্যাপারে নত হবে না বাংলাদেশ।

১৯৭৩ সালের ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার সুনির্দিষ্টভাবে ১৯৫ জন পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধী যুদ্ধবন্দীর বিচারের ঘোষণা দেয়। এই খবর ফলাও করে প্রকাশিত ১৯৭৩ সালের ১৮ এপ্রিলের পত্রিকায়। দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার একই রকম ট্রিটমেন্ট দেয় খবরটির। এই তিনটি পত্রিকায়ই খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে ব্যানার আইটেম হিসেবে। অন্যদিকে সংবাদ তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্ব দিয়ে খবরটি প্রকাশ করে। বাংলাদেশ সরকরের এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধ-তৎপরতার প্রতিফলন ঘটে সংবাদপত্রে। পাকিস্তান সরকার পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধী বিচারের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে প্রতিবাদ জানায় এবং ভারত থেকে বাংলাদেশে যুদ্ধবন্দী হস্তান্তর স্থগিতের ব্যাপারে ইনজাংশন জারীর দাবী জানায়। এই খবর ১৯৭৩ সালের ১৩ মে সংবাপত্রে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ১৯৭৩ সালের ১৫ জুলাই সংবাদপত্রে প্রকাশিত অন্য এক খবরে দেখা যায়, বিচারের জন্য ভারত থেকে পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের বাংলাদেশে হস্তান্তরের ব্যাপারে ইনজাংশন জারী করতে অপারগতা প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক আদালত। এই খবর তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক বাংলা।

তবে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার ১৯৫ জন পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধী যুদ্ধবন্দীকে ক্ষমা করে দেয়। এই খবর ১৯৭৪ সালের ১১ এপ্রিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই খবরে বলা হয় : ১৯৭৪ সালের ৯ এপ্রিল ভারতের দিল্লীতে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ১৯৫ জন পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শনের ব্যাপারে সর্বসম্মত মতৈক্য ঘোষিত হয়। খবরটি দৈনিক ইত্তেফাক সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে।

এর আগে পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার তৎপর হলে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে পাকিস্তান সরকার পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের বিচারের প্রহসন শুরু করে। এর প্রতিফলন ঘটে সংবাদপত্রে। বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৩ সালের ১৭ এপ্রিল ১৯৫ জন পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীর বিচারের ঘোষণা দিলে পরদিনই এক খবরে বলা হয় : বাংলাদেশ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করলে পাকিস্তন রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে কিছুসংখ্যক বাঙ্গালী সামরিক অফিসার ও বেসামরিক কর্মচারীর বিচারের ঘোষণা দিয়েছে।

১৯৭৩ সালের ২৯ আগস্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে দেখা যায়, পাকিস্তান-ভারত চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ-পাকিস্তানের নাগরিক বিনিময়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়। তবে ভারতের মধ্যস্থতায় পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের নাগরিক বিনিময়ের আলোচনা চলেছিল দীর্ঘদিন ধরে। তার প্রতিফলন দেখা যায় সংবাদপত্রে। ১৯৭২ সালের ২১ নভেম্বর সংবাদপত্রে দেখা যায়, ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার একতরফাভাবে পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দী ও বেসামরিক নাগরিকদের পরিবার-পরিজনকে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই খবর গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব দেয় দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার। বাংলাদেশ সরকারের এই সিদ্ধান্তে পাকিস্তানের ইতিবাচক সাড়া দেয়ার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় ১৯৭২ সালের ২২ নভেম্বরের পত্রিকায়। এই খবরে বলা হয় : বাংলাদেশ সরকারের ছয় হাজার বেসামরিক পাকিস্তানীকে মুক্তির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে পাকিস্তান সরকার দশ হাজার বাঙ্গালীকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। সংবাদপত্রে ফলাও করে এ খবরও প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয়। পাকিস্তানে আটকেপড়া দশ হাজার বাঙ্গালীকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দেয়ার ঘোষণার পর পাকিস্তানকে আটকেপড়া সকল বাঙ্গালীকে মুক্তিদানের অনুরোধ জানায় বাংলাদেশ ও ভারত। কিন্তু পাকিস্তান সে অনুরোধে সাড়া দেয়নি। এই খবর ১৯৭২ সলের ২৭ নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে। এরপর এক মসের মধ্যে নাগরিক বিনিময় বিষয়ক কোনো খবর সংবাদপত্রে দেখা যায়নি। ১৯৭২ সালের ৩০ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয় : পাকিস্তান সরকার পাকিস্তানে আটকেপড়া ১৫ হাজার বাঙ্গালীকে দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য তালিকা তৈরি করছে। তালিকা তৈরি বিষয়ক ঐ খবর প্রকাশের দুই মাস পর ১৯৭৩ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি আরেক খবরে বলা হয় : পাকিস্তান বাংলাদেশ সরকারের কাছে একটি তালিকা পাঠিয়েছে। তাতে ১৫ হাজার নয় ১০ হাজার বাঙ্গালীর নাম রয়েছে। এই তালিকা পাঠানোর পর দেড় মাসের মধ্যে নাগরিক বিনিময় বিষয়ে আর কোনো খবর সংবাদপত্রে দেখা যায় না। ১৯৭৩ সালের ৫ এপ্রিল এক খবরে বলা হয়, এক সপ্তাহের মধ্যে পাকিস্তানে আটকেপড়া

Dhaka University Institutional Repository
তালিকাভুক্ত বাঙ্গালীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেয়া হবে। ৬ এপ্রিল এ খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে পাকিস্তানকে রাজী করানোর জন্য বাংলাদেশ-ভারত যুক্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ১৯৭৩ সালের ১৮ এপ্রিল সংবাদপত্রে এই যুক্ত ঘোষণার খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরে বলা হয় : এই যুক্ত ঘোষণায় আটক বাঙ্গালীদের বিনিময়ে ১৯৫ জন পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধী ছাড়া অন্যান্য পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দী ও আটক বেসামরিক পাকিস্তানীদের ফিরিয়ে দেয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে পাকিস্তানের কাছে। খবরটি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করেছিল সংবাদপত্রগুলো। দৈনিক বাংলা ও দৈনিক ইত্তেফাক খবরটি তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। অপরদিকে একই দিন 'অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের ১৮ এপ্রিল এক খবরে বলা হয় : পাকিস্তান আটকেপড়া বাঙ্গালীদের মধ্যে থেকে শুধুমাত্র ১১ হাজারকে ফেরত পাঠাবে। অবশেষে আরও চার মাস পর পাকিস্তান-ভারত চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ-পাকিস্তানের নাগরিক বিনিময়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়। এই খবর ১৯৭৩ সালের ২৯ আগস্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকায়ই প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে ব্যানার আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশিত হয়।

পাকিস্তান-ভারত চুক্তির আওতায় ১৯৭৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে নাগরিক বিনিময় শুরু হয়। পরদিন এই খবর সংবাদপত্রে ফলাও করে প্রকাশিত হয়। এই খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষণীয় যে বিষয়টি ছিল তা হলো : গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবকটি পত্রিকা খবরটি নিজস্ব আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলা খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে করে।

বাংলাদেশ-পাকিস্তানের মধ্যে নাগরিক বিনিময় শুরু হওয়ার পাঁচ মাস পর ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি উভয় দেশ পরস্পরকে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এই খবরের গুরুত্ব বিবেচনা করে এবং পাঠককে দ্রুত তা জানানোর লক্ষ্যে স্বীকৃতি প্রদানের দিনই টেলিগ্রাম সংখ্যা প্রকাশ করে বাংলাদেশ অবজারভার। এক পৃষ্ঠার এই টেলিগ্রামে শুধু একটি খবরই ছিল এবং খবরটির শিরোনাম ছিল: Cabinet meets tonight ■ Pakistan recognises Bangladesh. পরদিন ১৯৭৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ অবজারভারসহ সবকটি পত্রিকায় গুরুত্বের সঙ্গে খবরটি প্রকাশিত হয়। তবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় বাংলাদেশ অবজারভার। এই পত্রিকায় খবরটি শুধু প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার আইটেমই ছিল না, শিরোনামের অক্ষরগুলো ছিল লাল রঙের।

স্বাধীনতার পর পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্কভিত্তিক বেশকিছু সংখ্যক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে সংবাদপত্রে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রগুলো বিশ্লেষণ করে যেসব বিষয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হতে দেখা গেছে সেগুলো হচ্ছে :

এক. পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের দুর্দশা এবং তাদের উদ্ধারে বন্ধু রাষ্ট্র, জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক রেডক্রসের সাহায্য কামনা,

দুই. পাকিস্তানে আটকেপড়া সরকারী কর্মচারীদের পোষ্যদের জন্য খোরাকী ভাতা,

তিন. পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের বিচার,

চার. পাকিস্তান আটকেপড়া নিরীহ বাঙ্গালীদের বিচার-প্রহসন,

পাঁচ. পাকিস্তানে বাঙ্গালীদের বিচারের নামে গণগ্রেফতার,

ছয়. যুদ্ধাপরাধী বিচার প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক আদালতে পাকিস্তানের আবেদন খারিজ,

সাত. পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দী ও বেসামরিক নাগরিকদের পরিবার পরিজনকে মুক্তিদানের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বাংলাদেশ-ভারত যুক্ত প্রস্তাব,

আট. পাকিস্তানে আটক বাঙ্গালীদের বিনিময়ে ১৯৫ জন পাকিস্তনী যুদ্ধাপরাধী ছাড়া সকল যুদ্ধবন্দী ও আটক বেসামরিক পাকিস্তানীদের ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাব,

নয়. বাংলাদেশ-পাকিস্তানের নাগরিক বিনিময়ের ব্যাপারে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে চুক্তি,

দশ. বাংলাদেশ-পাকিস্তান নাগরিক বিনিময় শুরু,

এগার. বাংলাদেশ-পাকিস্তানের পারস্পরিক স্বীকৃতি প্রদান,

বারো. ১৯৫ জন পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীকে অনুকম্পা প্রদর্শন।

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রগুলোর সম্পাদকীয় বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্কের ক্ষেত্রে পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীরা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের দুর্দশা, দুর্ভোগ, অর্থকষ্ট, হয়রানি এবং তাদের দেশে নিয়ে আসার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সাহায্য কামনার বিষয়টি বার বার সম্পাদকীয়তে এসেছে। ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত এ ধরনের এক সম্পাদকীয়তে পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের নিরাপত্তা বিধান ও তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারকে কিছু পরামর্শ দেয়া হয়। এই পরামর্শগুলোর মধ্যে ছিল : আন্তর্জাতিক রেডক্রস, জাতিসংঘ ও বন্ধুরাষ্ট্রসমূহের সহযোগিতা নেয়া। পরবর্তী সময় পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সরকারী তৎপরতায় উল্লিখিত পরামর্শের প্রতিফলন দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

একইদিন অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি সংবাদ-এ এই সংক্রান্ত এক সম্পাদকীয়তে পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের আত্মীয়-স্বজনদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কথা উল্লেখ করা হয় এবং তাদের প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারকে তাগিদ দেয়া হয়।

দৈনিক বাংলা ১৯৭২ সালের ২ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক রেডক্রস ও বন্ধুরাষ্ট্রসমূহের সহযোগিতা নেয়ার জন্য পুনরায় পরামর্শ দেয়া হয়। এই সম্পাদকীয় প্রকাশের পর সরকারের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতিসংঘ মহাসচিব, আন্তর্জাতিক রেডক্রস প্রধান ও বিভিন্ন বন্ধুরাষ্ট্রের প্রধানদের কাছে বার্তা পাঠাতে দেখা যায়। এইসব বার্তায় পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের দুর্দশা লাঘব ও তাদের প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে সবার সহযোগিতা কামনা করা হয়।

১৯৭২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের ব্যাপারে জাতিসংঘের মহাসচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বার্তা পাঠায় বাংলাদেশ সরকার। ১৯৭২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয় এই খবর। সরকারের ঐ বার্তার সমর্থনে ১৯৭২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে প্রধানমন্ত্রীর পাঠানো বার্তার বক্তব্যের সমর্থনে ১৯৭২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ। এই সম্পাদকীয়তে সংবাদ আশা প্রকাশ করে যে, পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক অন্যান্য সংস্থা এবং সকল দেশ ইতিবাচক ভূমিকা নেবে। একই দিন অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি এ বিষয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে উল্লিখিত ব্যাপারে বাংলাদেশ অবজারভারও সংবাদ-এর অনুরূপ আশাবাদ ব্যক্ত করে।

পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের উপর নির্যাতন বন্ধ ও তাদের দেশে প্রত্যাবর্তনের সাহায্য করার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আরও বেশক'টি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় বিভিন্ন সংবাদপত্রে। ১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল দৈনিক ইত্তেফাক এ বিষয়ে প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে প্রশ্ন রাখে, পাকিস্তানে আটকেপড়া অসহায় বাঙ্গালীদের ব্যাপারে বিশ্ব বিবেক নীরব কেন। একই সঙ্গে এই সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক বাঙ্গালীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জাতিসংঘের প্রতি পুনরায় আহ্বান জানায়।

সংবাদ ১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল দৈনিক ইত্তেফকের অনুরূপ একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এই সম্পাদকীয়তে সংবাদ অভিযোগ করে যে, মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধে জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক রেডক্রস কোনো ভূমিকাই রাখেনি। পাকিস্তানে আটকেপড়া অসহায় বাঙ্গালীদের প্রত্যাবাসনের ব্যাপারেও এখন পর্যন্ত তাদের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে বলে মন্তব্য করে সংবাদ।

পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে কার্যকর কোনো ভূমিকা রাখতে না পারায় দৈনিক বাংলা জাতিসংঘের সমালোচনা করে ১৯৭২ সালের ১৬ অক্টোবর সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এই সম্পাদকীয়তে অবিলম্বে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জাতিসংঘকে আহ্বান জানানো হয়।

উপার্জনক্ষম ব্যক্তিরা পাকিস্তানে আটকেপড়ায় দেশে তাদের স্বজনদের জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে পড়ে। পাকিস্তানে আটকেপড়া এক বাঙ্গালীর স্ত্রী মরিয়ম আবছারের এ প্রসঙ্গে লেখা একটি চিঠি সংবাদ-এ প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১৬ মে। এর দু'দিন পরে দৈনিক ইত্তেফাকে এ সংক্রান্ত খবরে পাকিস্তানে আটক বাঙ্গালীদের ২০ হাজার পোষ্যের চরম আর্থিক সংকটের বিবরণ তুলে ধরা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালের ১৬ জুলাই সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে জানা যায়, সরকার পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালী সরকারী কর্মচারীদের খোরাকী ভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা ১৯৭২ সালের ১৭ জুলাই। এই সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা বলে : এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে সরকার মানবিক ও দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছে।

একই দিন অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ১৭ জুলাই বাংলাদেশ অবজারভারও অনুরূপ এক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এতে বাংলাদেশ অবজারভার মন্তব্য করে : এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের ব্যাপারে সরকার সচেতন রয়েছে। দেশে তাদের অসহায় স্বজনদের প্রতিও সরকার সহানুভূতিশীল।

খোরাকী ভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রায় তিন মাস পরও তা কার্যকর না হওয়ায় ১৯৭২ সালের ২ অক্টোবর এ বিষয়ে একটি খবর প্রকাশ করে সংবাদ। খবর প্রকাশের পরদিনই অবিলম্বে এই ভাতা প্রদানের নির্দেশ দেয় সরকার। ১৯৭২ সালের ৩ অক্টোবর এই খবর প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। ১৯৭২ সালের ৬ অক্টেবর এক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক এই নির্দেশ প্রদান করায় সরকারকে ধন্যবাদ জানায়। সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক আশা প্রকাশ করে : সরকারের এই নির্দেশ

Dhaka University Institutional Repository

প্রদানের পর পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালী সরকারী কর্মচারীদের অসহায় পোষ্যদের খোরাকী ভাতা প্রদানের বিষয়টি ত্বরান্বিত হবে।

পরদিন ১৯৭২ সালের ৭ অক্টোবর সংবাদও অনুরূপ একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সরকারকে ধন্যবাদ জানায়। তবে একই সঙ্গে এই সম্পাদকীয়তে খোরাকী ভাতা প্রদানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের তিন মাস পরও তা কার্যকর না করায় সরকারী কর্মকর্তাদের তীব্র সমালোচনা করা হয়।

স্বাধীনতার পরপরই পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের তৎপরতা শুরু হয়। অন্যদিকে পাকিস্তান চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল যাতে এই বিচার প্রক্রিয়া সফল না হয়। ১৯৭২ সালের ৩ জুলাই সংবাদপত্রে প্রকশিত এক খবরে বলা হয়: ভারত সফররত পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো এক সাংবাদিক সম্মেলনে পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করার জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানান। পরদিন ১৯৭২ সালের ৪ জুলাই দৈনিক বাংলায় এ সম্পর্কে প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয়, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে বাংলাদেশের আইনী অধিকার পাকিস্তানকে অবশ্যই মানতে হবে। একই সঙ্গে বিচারের রায়ও মানতে হবে।

পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রক্রিয়া চলাকালে ১৯৭২ সালের ৫ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয় : পাকিস্তান পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে আটকেপড়া সরকারী কর্মকর্তাদের বিচারের হুমকি দিয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৭৩ সালের ১৫ জানুয়ারি প্রকাশিত আরেক খবরে বলা হয়, বহু বাঙ্গালী অফিসারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার বানোয়াট অভিযোগ এনে বিচার-প্রহসনের তোড়জোড় চলছে। এই প্রহসনমূলক বিচার তৎপরতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ১৯৭৩ সালের ১৮ জানুয়ারি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। এই সম্পাদকীয়তে এই বিচার প্রক্রিয়াকে মানবতা বিরোধী বলে মন্তব্য করা হয়। এই বিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

এই বিষয়ে সংবাদও একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৭৩ সালের ১৯ জানুয়ারি। এই সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে যে, পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালী সামরিক ও বেসামরিক অফিসারদের বিচার করার আইনী অধিকার পাকিস্তানের নেই। কারণ আন্তর্জাতিক আইনে পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালী অফিসাররা নিরপরাধ।

বাংলাদেশ অবজারভারও পাকিস্তানের প্রহসনমূলক বিচারের বিরোধিতা করে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৭৩ সালের ২০ জানুয়ারি। এতে বাংলাদেশ অবজারভার মন্তব্য করে যে, পাকিস্তানের এই প্রহসনমূলক বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অহেতুক দুদেশের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাবে এবং তিক্ততাও বাড়বে।

১৯৭৩ সালের ৭ মে সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবর অনুযায়ী, পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের প্রহসনমূলক বিচারের অংশ হিসেবে পাকিস্তানের সে সময়ের রাজধানী ইসলামাবাদে কয়েক হাজার বাঙ্গালী গ্রেফতারের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলো। ১৯৭৩ সালের ৮ মে দৈনিক বাংলায় এই বিষয়ে প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে পাকিস্তানে আটকেপড়া নিরীহ-অসহায় বাঙ্গালীদের বিচারের নামে অহেতুক হয়রানীর প্রতিবাদ জানানো হয় এবং এ ব্যাপারে পৃথিবীর প্রতিটি সভ্য দেশকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

একই দিন অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের ৮ মে সংবাদ-এ প্রকাশিত অনুরূপ এক সম্পাদকীয়তে এই গণগ্রেফতারের নামে বাঙ্গালীদের হয়রানীর তীব্র নিন্দা করা হয় এবং গ্রেফতারকৃতদের বন্দী শিবিরের বাইরে রাখার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টির আহ্বান জানানো হয়।

দৈনিক ইত্তেফাকও ১৯৭৩ সালের ৯ মে এ বিষয়ে এক সম্পাদকীয়তে পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের বিচারের নামে গ্রেফতারের প্রতিবাদ জানানো হয়। সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে, এইসব কার্যক্রম আসলে পাকিস্তান সরকারের চালবাজি ও অপকৌশল মাত্র।

বাংলাদেশ সরকার ১৯৫ জন পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীর বিচারের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর পাকিস্তান সরকার এই বিচারের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে প্রতিবাদ জানায় এবং ভারত থেকে বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধী যুদ্ধবন্দী হস্তান্তরের ব্যাপারে ইনজাংশন জারীর দাবী জানায় পাকিস্তান। ১৯৭৩ সালের ১৩ মে এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। তবে ১৯৭৩ সালের ১৫ জুলাই প্রকাশিত আরেক খবরে বলা হয়, পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ভারত থেকে যুদ্ধাপরাধী যুদ্ধবন্দীদের বাংলাদেশে হস্তান্তরের ব্যাপারে ইনজাংশন জারি করতে অপারগতা প্রকাশ করে আন্তর্জাতিক আদালত। আন্তর্জাতিক আদালতের এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ। ১৯৭৩ সালের ১৬ জুলাই প্রকাশিত এই সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে যে, আন্তর্জাতিক আদালত পাকিস্তানের আবেদন নাকচ করে দেয়ায় পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের যৌক্তিকতা বিশ্ববাসীর কাছে জোরদার হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭২ সালের ২১ নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়, পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি সহজ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ উদ্যোগ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার একতরফাভাবে পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দী ও বেসামরিক নাগরিকদের পরিবার পরিজনকে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরদিন ১৯৭২ সালের ২২ নভেম্বর প্রকাশিত আরেক খবরে বলা হয় : বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান সরকার দশ হাজার বাঙ্গালীকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দেবে। উভয় দেশের ঘোষণা উপলক্ষে অভিনন্দন জানিয়ে ১৯৭২ সালের ২৪ নভেম্বর প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে : দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত দুটি সহায়ক হবে। সম্পাদকীয়তে আশা প্রকাশ করা হয় যে, শুধু ১০ হাজার নয়, পাকিস্তানে আটকপড়া সব বাঙ্গালীকেই পকিস্তান সরকার অবিলম্বে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দেবে।

পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের প্রত্যাবাসনে পাকিস্তানকে রাজী করানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ-ভারত এক যুক্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ১৯৭৩ সালের ১৮ এপ্রিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত এ সংক্রান্ত খবরে বলা হয় : এই যুক্ত ঘোষণায় পাকিস্তানকে পাকিস্তানে আটক বাঙ্গালীদের বিনিময়ে ১৯৫ জন পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধী ছাড়া সকল যুদ্ধবন্দী ও আটক বেসামরিক পাকিস্তানীদের ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। ১৯৭৩ সালের ১৯ এপ্রিল এই যুক্ত ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে সংবাদ-এ প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে আশা প্রকাশ করা হয় যে, উপমহাদেশের শান্তি ও বিরোধ নিষ্পত্তির বৃহত্তর স্বার্থে পাকিস্তান এই প্রস্তাব মেনে নেবে।

একই দিন অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের ১৯ এপ্রিল বাংলাদেশ অবজারভারে এ বিষয়ে প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে এই যুক্ত ঘোষণার প্রশংসা করা হয় এবং আশা প্রকাশ করা হয় যে, পাকিস্তান নাগরিক বিনিময়ের এই প্রস্তাব মেনে নেবে।

পাকিস্তান-ভারত চুক্তির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক নতুন মোড় নেয়। কারণ এই চুক্তির মধ্য দিয়ে দু'দেশের নাগরিক বিনিময়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়। এই চুক্তি স্বাক্ষরের খবর ১৯৭৩ সালের সালের ২৯ আগস্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। পরদিন ৩০ আগস্ট এক সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ অবজারভার এই চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য সকল পক্ষকে অভিনন্দন জানায়। সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ অবজারভার মন্তব্য করে যে, উপমহাদেশে শান্তি ও পারস্পরিক সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় এই চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

১৯৭৩ সালের ৩১ আগস্ট এই চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, এই চুক্তি শান্তির পথের অগ্রযাত্রায় মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হবে।

একই দিন ১৯৭৩ সালের ৩১ আগস্ট সংবাদও অনুরূপ এক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে যে, এই চুক্তি উপমহাদেশের মানবীয় সমস্যা দূর করা, স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা ও উত্তেজনা হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

অবশেষে ১৯৭৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ-পাকিস্তানের মধ্যে নাগরিক বিনিময় শুরু হয়। ২০ সেপ্টেম্বর এ খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দিল্লী চুক্তি স্বাক্ষরের তিন সপ্তাহের মধ্যে নাগরিক বিনিময়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ২০ সেপ্টেম্বরই দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে দিল্লী চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ-পাকিস্তান এর মধ্যে নাগরিক বিনিময় শুরু হওয়াকে উপমহাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষণ হিসেবে অভিহিত করা হয়।

একইদিন অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত অনুরূপ এক সম্পাদকীয়তে আশা প্রকাশ করা হয় যে, এই নাগরিক বিনিময় শুরুর মধ্য দিয়ে অতীতের তিক্ততার অবসান হবে এবং উপমহাদেশের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বন্ধুত্বের সেতু বন্ধন তৈরি হবে।

সংবাদ-এ নাগরিক বিনিময় শুরুর বিষয় নিয়ে ১৯৭৩ সালের ২১ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকারীদের অভিনন্দন জানানো হয়। এই সম্পাদকীয়তে স্বাধীনতাকে দেশের সব মানুষের জন্য ফলপ্রসূ করার কর্মকান্ডে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকারীদের অবিলম্বে জড়িত হওয়ার আহবান জানানো হয়।

বাংলাদেশকে স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ হিসেবে পাকিস্তানের স্বীকৃতি প্রদানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্কের তিক্ততার অবসান ঘটে। স্বীকতি প্রদানের এই ঘটনা ঘটে ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি। ২৩ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। একদিনই দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় : পাকিস্তান অবশেষে উপমহাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। পাকিস্তানের এই স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে বিবেকী চেতনা ও শুভবুদ্ধির জয় হয়েছে।

একইদিন অর্থাৎ ১৯৭৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ অবজারভারও অনুরূপ এক সম্পাদকীয়তে বিলম্বে হলেও অবশেষে বাংলাদেশকে নিঃশর্তভাবে স্বীকৃতি দেয়ায় পাকিস্তানকে অভিনন্দন জানায়। এ প্রসঙ্গে ১৯৭৪ সালর ২৪ ফেব্রুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় : অনেক বিলম্বে পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলেও এর মাধ্যমে

Dhaka University Institutional Repository
পাকিস্তান উপমহাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা মেনে নিয়েছে। সম্পাদকীয়তে আশা প্রকাশ করা হয় যে, খুব শীঘ্রই বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে, তিক্ততার অবসান হবে।

সংবাদও স্বীকৃতি প্রসঙ্গে ১৯৭৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি এক সম্পাদকীয়তে আশা প্রকাশ করে যে, এই স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে-পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে। শত্রুতার অবসান হবে। গড়ে উঠবে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ।

বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক উন্নয়নে ১৯৫ জন পাকিস্তানীকে ক্ষমা প্রদর্শন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতি প্রদানের ধারাবাহিকতায় ১৯৭৪ সালের ৯ এপ্রিল ভারতের দিল্লীতে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শন করে। ১১ এপ্রিল এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশের পরদিন ১২ এপ্রিল এ বিষয়ে এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করেঃ যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা করে দিয়ে বাংলাদেশ যে মহত্তের পরিচয় দিয়েছে তার মর্যাদা রাখার দায়িত্ব এখন পাকিস্তানের।

পরদিন ১৯৭৪ সালের ১৩ এপ্রিল দৈনিক ইত্তেফাকে এ সম্পর্কে এক সম্পাদকীয়তে আশা প্রকাশ করা হয় যে, ত্রিপক্ষীয় চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ ১৯৫ জন পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীকে যে অনুকম্পা প্রদর্শন করেছে তার বিপরীতে পাকিস্তানের উচিত সবক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রতি বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করা।

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, স্বাধীনতার পর পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্কে যখন টান্যাপোড়েন চলছে তখন পত্রিকাগুলোর চিঠিপত্র বিভাগে এ প্রসঙ্গে বেশকিছু চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। পুরো ১৯৭২ সাল জুড়ে চিঠিগুলো প্রকাশিত হতে দেখা যায়। চিঠিগুলোর বিষয়বস্তুর মধ্যে ছিল :

এক. পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের অবস্থা ও তাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করার দাবী,
দুই. পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালী সরকারী কর্মকর্তাদের পোষ্যদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থার জন্য সরকারের কাছে দাবী,
তিন. পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দী প্রসঙ্গ,
চার. পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের সম্পর্কে প্রকাশিত সম্পাদকীয়র সূত্র ধরেও চিঠি লিখেন কেউ কেউ।

পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের অবস্থা ও তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার দাবী জানিয়ে সবচেয়ে বেশি চিঠি প্রকাশিত হয়। সংবাদে ১৯৭২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত এ ধরনের এক চিঠিতে পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের জন্য দুঃশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠার বিবরণ তুলে ধরা হয়। তাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ সরকার ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। দৈনিক ইত্তেফাকেও অনুরূপ এক চিঠি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি। চিঠিতে পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের হতভাগ্য হিসেবে অভিহিত করা হয়। কারণ তারা স্বাধীনতার স্বাদ অনুভব করতে পারছে না, বরং দুর্বিষহ জীবন যাপন করছে। চিঠিতে পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের ফিরিয়ে আনার জন্য দ্রুত তৎপরতা চালানোর আহ্বান জানানো হয়। ১৯৭২ সালের ২২ আগস্ট পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের দেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ আরো বেগবান করার আহ্বান জানিয়ে এক চিঠি প্রকাশিত হয় সংবাদে । এই চিঠিতে পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীরা কি পরিস্থিতিতে দিন যাপন করছেন এবং তাদের প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে কি পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে তা প্রকাশ করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের দেশে ফিরিয়ে আনার দাবী জানিয়ে পশ্চিম জার্মানি থেকে এক প্রবাসী বাঙ্গালী চিঠি লিখেন দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৭২ সালের ৫ অক্টোবর। চিঠিতে পাকিস্তানকে 'রাক্ষসী' অভিহিত করা হয়। পাকিস্তানের স্বীকৃতি প্রদানের পরোয়া না করে বাংলাদেশ সরকারকে পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের উদ্ধারের উপায় খুঁজে বের করার পরামর্শ দেয়া হয়।

পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের দুর্দশা নিয়ে ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি এক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় দৈনিক বাংলায়। এই সম্পাদকীয় মন্তব্যের সমর্থন জানিয়ে ১৯৭২ সালের ১৭ জানুয়ারি একটি চিঠি প্রকাশিত হয় দৈনিক বাংলায়। চিঠিতে পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের উদ্ধার না করা পর্যন্ত তাদের নিরাপত্তা বিধানে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহকে অনুরোধ জানানোর জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। দৈনিক বাংলার উল্লিখিত সম্পাদকীয় মন্তব্যের সমর্থন জানিয়ে পরদিন ১৯৭২ সালের ১৮ জানুয়ারি আরেকটি চিঠি প্রকাশিত হয়। বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বাংলাদেশ সরকার পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের উপর নির্যাতন বন্ধ ও তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সাহায্য কামনা করে জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক রেডক্রস ও বন্ধু রাষ্ট্রসমূহের প্রধানদের কাছে বার্তা পাঠায়। উল্লিখিত চিঠিগুলো প্রকাশের পরপরই সরকারে পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান বার্তাগুলো পাঠান।

এছাড়া সংবাদও ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের দুর্দশা নিয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এই সম্পাদকীয় সূত্র ধরে ১৯৭২ সালের ১৯ জানুয়ারি প্রকাশিত একটি চিঠিতে রেডক্রসের মাধ্যমে প্রাপ্ত এক ব্যক্তিগত চিঠির বরাত দিয়ে বলা হয়, পাকিস্তানে আটকেপড়া অনেকেই মারা গেছেন। তাই আটকেপড়াদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

Dhaka University Institutional Repository

অনেক পরিবারের উপার্জনকারী ব্যক্তি পাকিস্তানে আটকেপড়ায় দেশে তাদের স্বজনদের জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে পড়ে। এমনই এক ভুক্তভোগী সরকারী কর্মচারীর স্ত্রীর চিঠি ১৯৭২ সালের ১৬ মে সংবাদ-এ প্রকাশিত হয়। এই চিঠিতে পরিবারের উপার্জনকারী ব্যক্তি পাকিস্তানে আটকেপড়ায় দেশে তার স্বজনদের আর্থিক সংকটের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়। জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করতে আটকেপড়া সরকারী কর্মচারীদের পোষ্যদের ভাতা প্রদানের জন্য সরকারের কাছে দাবী জানানো হয়। এই চিঠিতে প্রকাশিত তথ্যের সমর্থনে দৈনিক ইত্তেফাকে একটি খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১৯ মে। পরে সরকার পাকিস্তানে আটকেপড়া সরকারী কর্মচারীদের পোষ্যদের জন্য খোরাকী ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করে।

১৯৭২ সালের ৬ সেপ্টেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকে পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দী প্রসঙ্গে প্রকাশিত এক চিঠিতে তিরানব্বই হাজার পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীর মধ্য থেকে কেবলমাত্র যুদ্ধাপরাধীদের আটক রেখে বাকীদের মুক্তি দেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়। এই চিঠিতে মন্তব্য করা হয়: যুদ্ধাপরাধী ছাড়া বাকী পাকিস্তানীদের যুদ্ধবন্দী হিসেবে আটক রাখা অযৌক্তিক।

লক্ষণীয় বিষয় হলো : এই চিঠি প্রকাশের দেড় মাসের মধ্যেই ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার একতরফাভাবে পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দী ও বেসামরিক নাগরিকদের পরিবারের সদস্যদের পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। পরে পাকিস্তানে আটক বাঙ্গালীদের বিনিময়ে ১৯৫ জন পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধী ছাড়া সব পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দী ও আটক বেসামরিক পাকিস্তানীদের ফিরিয়ে দেয়ার প্রস্তাব দেয় বাংলাদেশ।

'স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক' শীর্ষক এই ইস্যুটি বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, স্বাধীনতা অব্যবহিত পর থেকে ১৯৭৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্কের বিষয়টি সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে উঠেছিল। এই ইস্যুর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচিত প্রসঙ্গ ছিল পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের বিষয়টি। বিশেষ করে পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের প্রতি পাকিস্তান সরকারের অন্যায় আচরণ, তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে বিভিন্ন পর্যায় থেকে দাবী উত্থাপন ও আন্দোলন, পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা বাঙ্গালী, পরিবারের উপার্জনকারী ব্যক্তি পাকিস্তানে আটকেপড়ায় দেশে তাদের স্বজনদের অর্থনৈতিক সংকট, পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের ফিরিয়ে আনতে সরকারী তৎপরতা এবং তাদের প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে ভারতের মধ্যস্থতায় পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা ও চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয় সে সময় আলোড়ন তুলেছিল। অন্যদিকে পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচারের দাবী এবং এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের আইন প্রণয়ন ও বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন প্রক্রিয়া, যুদ্ধাপরাধীদের যেন বিচার করা না হয় সেজন্য পাকিস্তানের তৎপরতা ও বাংলাদেশ সরকারের অবস্থান, যুদ্ধবন্দীদের ক্ষমা প্রদর্শন, বাংলাদেশ-পাকিস্তান নাগরিক বিনিময় শুরু এবং উভয় দেশের পারস্পরিক স্বীকৃতির বিষয়টিও ছিল সে সময়ের আলোচিত বিষয়। ১৯৭২ সাল থেকে শুরু করে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত সময়ে উপরোক্ত বিষয়ের ঘটনাসমূহ সংবাদপত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

খবরের পাশাপাশি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত খবরের কাগজের সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয়তে এ বিষয়ে নানা মন্তব্য, সুপারিশ ও পরামর্শ প্রকাশিত হয়। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বাঙ্গালীদের পাকিস্তানে আটকে রাখা ও তাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারের নীতির বিরুদ্ধে সংবাদপত্রগুলো জোরালো অবস্থান নেয়। বিশেষ করে পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকারের আচরণকে অন্যায় হিসেবে অভিহিত করে সংবাদপত্রগুলো এর তীব্র সমালোচনা করে। বিপরীত দিকে পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের প্রত্যাবাসন, পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের বিচার প্রক্রিয়া এবং পরে ক্ষমা প্রদর্শনে বাংলাদেশ সরকারের নীতিকে সমর্থন করে সংবাদপত্রগুলো। উপরোক্ত উভয় ক্ষেত্রসহ বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্কের বিষয়ে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রসমূহের সম্পাদকীয় নীতিতে কোনো অমিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

তথ্যসূত্র :

১. *দৈনিক বাংলা*, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৩. *দৈনিক বাংলা*, ১৩ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১
৪. *দৈনিক বাংলা*, ১৯ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১
৫. *দৈনিক বাংলা*, ১২ মে ১৯৭২,পৃ. ১
৬. *দৈনিক বাংলা*, ২৯ মে ১৯৭২, পৃ. ১
৭. *সংবাদ*, ২২ মার্চ ১৯৭২,পৃ. ১
৮. *দৈনিক বাংলা*, ৪ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১
৯. *সংবাদ*, ২৫ জুলাই ১৯৭২, পৃ. ১
১০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১২ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১
১১. *সংবাদ*, ১১ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
১২. *সংবাদ*, ২৩ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
১৩. *সংবাদ*, ২৯ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
১৪. *দৈনিক বাংলা*,৭ মে ১৯৭৩, পৃ. ১
১৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*,৭ মে ১৯৭৩, পৃ. ১
১৬. *সংবাদ*, ৭ মে ১৯৭৩, পৃ. ১
১৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ মে ১৯৭৩, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

১৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
২০. *সংবাদ*, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২,পৃ. ১
২১. *দৈনিক বাংলা*, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
২২. *দৈনিক বাংলা*, ১৫ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
২৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৫ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
২৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৫ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
২৫. *সংবাদ*, ১৫ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
২৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১২ এপ্রিল ১৯৭৩, পৃ. ১
২৭. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১২ এপ্রিল ১৯৭৩, পৃ. ১
২৮. *দৈনিক বাংলা*, ১২ এপ্রিল ১৯৭৩, পৃ. ১
২৯. *সংবাদ*, ১২ এপ্রিল ১৯৭৩, পৃ. ১
৩০. *সংবাদ*, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৩১. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৩২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৩৩. *দৈনিক বাংলা*, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৩৪. *দৈনিক বাংলা*, ১৬ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৩৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৩৬. *সংবাদ*, ১৬ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৩৭. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৬ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৩৮. *সংবাদ*, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৩৯. *সংবাদ*, ১২ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১
৪০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১২ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১
৪১. *দৈনিক বাংলা*, ১২ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১
৪২. *সংবাদ*, ২১ জুন ১৯৭২, পৃ. ১
৪৩. *সংবাদ*, ১ মার্চ ১৯৭২, পৃ. ১
৪৪. *সংবাদ*, ১ এপ্রিল ১৯৭২,পৃ. ১
৪৫. প্রাগুক্ত
৪৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ৮
৪৭. *দৈনিক বাংলা*, ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৪৮. *সংবাদ*, ২ মার্চ ১৯৭২, পৃ. ১
৪৯. *দৈনিক বাংলা*, ৪ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১
৫০. *সংবাদ*, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৫১. *সংবাদ*, ২৪ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১
৫২. *সংবাদ*, ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৫৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ মে ১৯৭২, পৃ. ১
৫৪. *দৈনিক বাংলা*, ১৬ জুলাই ১৯৭২, পৃ. ১
৫৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৬ জুলাই ১৯৭২, পৃ. ১
৫৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ জুলাই ১৯৭২, পৃ. ১
৫৭. *সংবাদ*, ১৬ জুলাই ১৯৭২, পৃ. ৮
৫৮. *সংবাদ*, ২ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৫৯. *সংবাদ*, ৩ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৬০. *দৈনিক বাংলা*, ১২ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৬১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৭ মার্চ ১৯৭২, পৃ. ১
৬২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৮ মার্চ ১৯৭২, পৃ. ১
৬৩. *দৈনিক বাংলা*, ৩ জুলাই ১৯৭২, পৃ. ১
৬৪. *সংবাদ*, ৪ জুলাই ১৯৭২, পৃ. ৫
৬৫. *দৈনিক বাংলা*, ৫ জুলাই ১৯৭২, পৃ. ১
৬৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৬৭. *সংবাদ*, ৬ জুলাই ১৯৭২, পৃ. ১
৬৮. *দৈনিক বাংলা*, ১১ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৬৯. *সংবাদ*, ৭ এপ্রিল ১৯৭৩, পৃ. ১
৭০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ এপ্রিল ১৯৭৩, পৃ. ১
৭১. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ এপ্রিল ১৯৭৩, পৃ. ১
৭২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৮ এপ্রিল ১৯৭৩, পৃ. ১
৭৩. *সংবাদ*, ১৮ এপ্রিল ১৯৭৩, পৃ. ১
৭৪. *সংবাদ*, ১৩ মে ১৯৭৩, পৃ. ১
৭৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৫ জুলাই ১৯৭৩, পৃ. ১
৭৬. *দৈনিক বাংলা*, ১৫ জুলাই ১৯৭৩, পৃ. ১
৭৭. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৫ জুলাই ১৯৭৩, পৃ. ১
৭৮. *সংবাদ*, ১৫ জুলাই ১৯৭৩, পৃ. ১
৭৯. *সংবাদ*, ১৩ জুলাই ১৯৭৩, পৃ. ১
৮০. *সংবাদ*, ১৫ জুলাই ১৯৭৩, পৃ. ১
৮১. *সংবাদ*, ১৭ জুলাই ১৯৭৩, পৃ. ১
৮২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১ এপ্রিল ১৯৭৪, পৃ. ১
৮৩. *দৈনিক বাংলা*, ১১ এপ্রিল ১৯৭৪, পৃ. ১
৮৪. *সংবাদ*, ১১ এপ্রিল ১৯৭৪, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

৮৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১১ এপ্রিল ১৯৭৪, পৃ. ১
৮৬. *সংবাদ*, ৫ ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৮৭. *দৈনিক বাংলা*, ১৫ জানুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৮৮. *সংবাদ*, ১৮ এপ্রিল ১৯৭৩, পৃ. ১
৮৯. *দৈনিক বাংলা*, ২১ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৯০. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২১ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৯১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২১ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৯২. *সংবাদ*, ২১ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৯৩. *দৈনিক বাংলা*, ২২ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৯৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২২ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৯৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২২ ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৯৬. *সংবাদ*, ২২ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৯৭. *সংবাদ*, ২৭ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৯৮. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৭ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৯৯. *দৈনিক বাংলা*, ২৭ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
১০০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৭ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
১০১. *সংবাদ*, ৩০ ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
১০২. *সংবাদ*, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
১০৩. *সংবাদ*, ৬ এপ্রিল ১৯৭৩, পৃ. ১
১০৪. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ এপ্রিল ১৯৭৩, পৃ. ১
১০৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ এপ্রিল ১৯৭৩, পৃ. ১
১০৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৮ এপ্রিল ১৯৭৩, পৃ. ১
১০৭. *সংবাদ*, ১৮ এপ্রিল ১৯৭৩,পৃ. ১
১০৮. *সংবাদ*, ১৮ এপ্রিল ১৯৭৩, পৃ. ১
১০৯. *সংবাদ*, ২২ এপ্রিল ১৯৭৩, পৃ. ১
১১০. *সংবাদ*, ১২ জুলাই ১৯৭৩, পৃ. ১
১১১. *দৈনিক বাংলা*, ২৯ আগস্ট ১৯৭৩, পৃ. ১
১১২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ আগস্ট ১৯৭৩, পৃ. ১
১১৩. *সংবাদ*, ২৯ আগস্ট ১৯৭৩, পৃ. ১
১১৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৯ আগস্ট ১৯৭৩, পৃ. ১
১১৫. *দৈনিক বাংলা*, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ১
১১৬. *সংবাদ*,২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ১
১১৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ১
১১৮. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ১
১১৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১
১২০. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১
১২১. *দৈনিক বাংলা*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১
১২২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪,পৃ. ১
১২৩. *সংবাদ*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ.১
১২৪. *দৈনিক বাংলা*, ১২ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৫
১২৫. *সংবাদ*, ১২ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৪
১২৬. *দৈনিক বাংলা*, ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২,পৃ. ৫
১২৭. *দৈনিক বাংলা*, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২,পৃ. ৫
১২৮. *সংবাদ*, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৪
১২৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৫
১৩০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ এপ্রিল ১৯৭২,পৃ. ২
১৩১. *সংবাদ*, ৪ এপ্রিল ১৯৭২,পৃ. ৪
১৩২. *দৈনিক বাংলা*, ১৬ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ৫
১৩৩. *দৈনিক বাংলা*, ১৭ জুলাই ১৯৭২,পৃ. ৫
১৩৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৭ জুলাই ১৯৭২, পৃ. ৫
১৩৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ২
১৩৬. *সংবাদ*,৭ অক্টোবর ১৯৭২,পৃ. ৪
১৩৭. *দৈনিক বাংলা*, ৪ জুলাই ১৯৭২,পৃ. ৫
১৩৮. *সংবাদ*, ২৪ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ৪
১৩৯. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ জানুয়ারি ১৯৭৩,পৃ. ৫
১৪০. *সংবাদ*, ১৯ জানুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ৪
১৪১. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২০ জানুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ৫
১৪২. *সংবাদ*, ৮ মে ১৯৭৩, পৃ. ৪
১৪৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ মে ১৯৭৩, পৃ. ২
১৪৪. *সংবাদ*, ১৬ জুলাই ১৯৭৩, পৃ. ৪
১৪৫. *সংবাদ*, ২৪ নভেম্বর ১৯৭২,পৃ. ৪
১৪৬. *সংবাদ*, ১৯ এপ্রিল ১৯৭৩,পৃ. ৪
১৪৭. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৯ এপ্রিল ১৯৭৩, পৃ. ৫
১৪৮. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৩০ আগস্ট ১৯৭৩, পৃ. ৫
১৪৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩১ আগস্ট ১৯৭৩, পৃ. ২
১৫০. *সংবাদ*, ৩১ আগস্ট ১৯৭৩, পৃ. ৪
১৫১. দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

১৫২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ৫
১৫৩. *সংবাদ*, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ৪
১৫৪. *দৈনিক বাংলা*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ৫
১৫৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ৫
১৫৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ২
১৫৭. *সংবাদ*, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ৪
১৫৮. *দৈনিক বাংলা*, ১২ এপ্রিল ১৯৭৪,পৃ. ৫
১৫৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩ এপ্রিল ১৯৭৪, পৃ. ২
১৬০. *সংবাদ*, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৪
১৬১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ২
১৬২. *সংবাদ*, ২২ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ৪
১৬৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ২
১৬৪. *দৈনিক বাংলা*, ১৭ জানুয়ারি ১৯৭২,পৃ. ৫
১৬৫. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৫
১৬৬. *সংবাদ*, ১৯ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৪
১৬৭. *সংবাদ*, ১৬ মে ১৯৭২,পৃ. ৪
১৬৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

চার. সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকরকরণ

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকরকরণ ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা। ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি অস্থায়ী শাসনতান্ত্রিক আদেশ জারী এবং প্রথম গণপরিষদ গঠনের মধ্য দিয়ে সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর সংবিধান কার্যকর হয়।

রিপোর্ট

সংবিধান প্রণয়ন থেকে শুরু করে তা কার্যকরকরণ পর্যন্ত এ প্রসঙ্গে নানা ধরনের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রে এই বিষয়ের প্রথম খবরটি ছিল অস্থায়ী শাসনতন্ত্র আদেশ জারী ও প্রথম গণপরিষদ গঠন সংক্রান্ত। ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি অস্থায়ী শাসনতান্ত্রিক আদেশ জারী করেন এবং এই আদেশ বলেই বাংলাদেশের প্রথম গণপরিষদ গঠিত হয়। ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস এবং এনা এই খবর পরিবেশন করে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোর মধ্যে দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। এই দু'টি পত্রিকায়ই খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে ব্যানার আইটেম হিসবে খবরটি প্রকাশিত হয়। তবে বাংলাদেশ অবজারভার খবরটির গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য শিরোনামের হরফগুলো লাল রঙে প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'অবিলম্বে দেশে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র চালু : এমএনএ-এমপিদের নিয়ে গণপরিষদ গঠিত ॥ অস্থায়ী শাসনতন্ত্র আদেশ জারী'। এই খবরে বলা হয় :

> *গতকাল মঙ্গলবার রাতে রাষ্ট্রপতির আদেশবলে ১৯৭২ সালের অস্থায়ী শাসনতান্ত্রিক আদেশ জারী করা হয়। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর এবং ১৯৭১ সালের জানুয়ারী ও মার্চে নির্বাচিত ও অন্য কোন কারণে অযোগ্য ঘোষিত নয়, এরূপ সকল এমএনএ ও এমপিদের সমন্বয়ে বাংলাদেশের প্রথম গণপরিষদ গঠিত হবে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের মনোনীত করবেন। এ আদেশ বাংলাদেশের সমস্ত অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য হবে।*[১]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'Provisional Constitutional Order Promulgated ॥ Parliamentary democracy envisaged : MNAs, MPAs will from consembly'.[২] দৈনিক ইত্তেফাক খবরটি প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল : 'সংসদীয় গণতন্ত্র : রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক অস্থায়ী শাসনতান্ত্রিক আদেশ জারি'।[৩] সংবাদ খবরটি সবচেয়ে কম গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশ করে সংবাদ। শিরোনাম ছিল : 'অন্তর্বর্তী শাসনতান্ত্রিক আদেশ'।[৪]

পরদিন ১৯৭২ সালের ১৩ জানুয়ারি দৈনিক বাংলা ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে শাসনতান্ত্রিক আদেশের পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করে।[৫] এর শিরোনাম ছিল : 'বাংলাদেশ অস্থায়ী শাসনতন্ত্র আদেশ ১৯৭২'।

উপরোক্ত আদেশ বলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী হন এবং সরকার গঠন করেন। এরপরই সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছে এবং স্বল্পতম সময়ের মধ্যে খসড়া সংবিধান গণপরিষদে পেশ করা হবে। ১৯৭২ সালের ১৫ জানুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় খবরটি। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরের শিরোনাম ছিল : 'খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হচ্ছে'। এই খবরে বলা হয় :

> *প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল শুক্রবার এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন, দেশের নতুন খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছে। তিনি বলেন যে, খসড়া শাসনতন্ত্র গণপরিষদের সামনে পেশ করার জন্য গণপরিষদের অধিবেশন আহ্বানে তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত একদিনও বিলম্ব করবেন না। অস্থায়ী শাসনতন্ত্র অনুসারে গত ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর ও ১৯৭১ সালের জানুয়ারি ও মার্চে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গণপরিষদ গঠিত হয়েছে।*[৬]

সেই সময়ের আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ড. কামাল হোসেনও খসড়া সংবিধান প্রণয়নের তথ্য প্রকাশ করেন। বার্তা সংস্থা এনার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ড. কামাল হোসেন এই তথ্য জানান। ১৯৭২ সালের ১৮ জানুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : 'বাঙ্গালীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি সংবলিত খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণীত হইতেছে : ড. কামাল'। এই খবরে বলা হয় :

> *আইন ও সংসদীয় দফতরের মন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন গতকাল সোমবার বলিয়াছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণীত হইতেছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, খসড়া শাসনতন্ত্রের চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার জন্য বেশী সময়ের প্রয়োজন হইবে না।*[৭]

খসড়া সংবিধান প্রণয়নের অগ্রগতি দিয়ে বার্তা সংস্থা এনা পরিবেশিত এক খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ২৯ জানুয়ারি। এই খবরে খসড়া সংবিধানের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'গণতন্ত্র,ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রীয় ভিত্তি : এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা : পাঁচ বছর অন্তর নির্বাচন'। এতে বলা হয় :

Kamrul-4

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের খসড়া শাসনতন্ত্র রচনার কাজ সমাপ্ত হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এই শাসনতন্ত্রে এককেন্দ্রিক সংসদীয় সরকারের কথা সুপারিশ করা হয়েছে। বার্তা সংস্থা এনা এই খবর পরিবেশন করে। খসড়ায় প্রস্তাবিত প্রধান প্রধান বিষয় হচ্ছে : সরকার হবে এককেন্দ্রিক এবং পার্লামেন্টারী ধরনের। পরিষদ হবে এককক্ষ বিশিষ্ট। তাতে সদস্য থাকবেন ৩৫০ জন। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্র এই তিননীতির ভিত্তিতে নবজাত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্র কায়েম হবে।[৮]

আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ড. কামাল হোসেন ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে আবার তথ্য প্রকাশ করেন যে, পরবর্তী এক মাসের মধ্যে খসড়া সংবিধান তৈরির কাজ শেষ হবে। বার্তা সংস্থা বিপিআই পরিবেশিত এই খবর ১৯৭২ সালের ১১ মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : 'এক মাসের মধ্যে শাসনতন্ত্রের খসড়া তৈরী হইবে'। এতে বলা হয় :

আইন ও পার্লামেন্টারী বিষয়ক মন্ত্রী ড. কামাল হোসেন গতকাল বলেন যে, আগামী এক মাসের মধ্যে শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রস্তুত হইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে এবং অল্পদিনের মধ্যেই খসড়ার চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হইবে।[৯]

খসড়া সংবিধান প্রণয়ন চলাকালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজেদের অভিমত তুলে ধরে। সংবিধান সম্পর্কে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতামত প্রতিফলিত হয় সংবাদপত্রে। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ ভাসানী) এর প্রধান মওলানা ভাসানী সংবিধানের মূলনীতি প্রণয়নের জন্য জাতীয় সম্মেলন আয়োজনের আহ্বান জানান। বার্তা সংস্থা এনা এই খবর পরিবেশন করে। ১৯৭২ সালের ২৫ জানুয়ারি সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত এই খবরের শিরোনাম ছিল : 'সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে মওলানা ভাসানী : শাসনতন্ত্রের মূলনীতি প্রণয়নে জাতীয় সম্মেলন ডাকুন'। প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে এই খবর প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয় :

বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রধান আজ বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রের মূলনীতিসমূহ প্রণয়নের জন্য একটি জাতীয় সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব করেছেন। এনা পরিবেশিত খবরে প্রকাশ সন্তোষে তার পোড়াবাড়ীর সামনে মওলানা ভাসানী সাংবাদিকদের নিকট বলেন যে, উক্ত জাতীয় সম্মেলনে রাজনৈতিক দল, গণসংস্থা এবং শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও জনগণের অন্যান্য অংশের প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে।[১০]

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিও (ন্যাপ মোজাফফর) সংবিধান প্রণয়নে দেশের সকল রাজনৈতিক দলের মতামত গ্রহণের আহ্বান জানায়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবর ১৯৭২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল: 'ন্যাপ কমিটির সভায় সৈয়দ আলতাফ: শাসনতন্ত্র প্রণয়নে সকল দলের মত গ্রহণের সুপারিশ'। এই খবরে বলা হয় :

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (মোজাফফর গ্রুপ) কার্যনির্বাহক কমিটির বর্ধিত সভা গতকাল শনিবার ঢাকায় শুরু হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করছেন দলীয় প্রধান অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ। বাসস-এর খবরে প্রকাশ, দলের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন যে, দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সব রাজনৈতিক দলের মতামতের প্রতিফলন ঘটাতে হবে।[১১]

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) খসড়া সংবিধানের মূলনীতি নির্ধারণে দেশের প্রধান তিনটি রাজনৈতিক দলের সভা আহ্বানের দাবী জানায়। প্রস্তাবিত তিনটি দল হচ্ছে : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ মোজাফফর)। ১৯৭২ সালের ২ এপ্রিল এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ অবজারভারে স্টাফ করসপনডেন্ট পরিবেশিত এই খবর প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : Draft Constitution : CPB suggests 3-Party meet for discussion'. এই খবরে বলা হয় :

The communist Party of Bangladesh urged the Government on Saturday to convene a joint meeting of the Patriotic parties to discuss the draft constitution of the country prior to its placing before the constituent Assembly. According to the CPB, three Parties, the CPB itself, the Awami League and the Bangladesh National Awami Party, led by Prof. Muzaffar Ahmed, are the Patriotic Parties.[১২]

১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করা হয়। দুই দিনের জন্য আহূত এই অধিবেশনের মূল লক্ষ্য ছিল খসড়া সংবিধান রচনার জন্য একটি কমিটি গঠন। গণপরিষদের দু'দিনব্যাপী প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিনের খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১১ এপ্রিল। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সবক'টি পত্রিকায় ফলাও করে প্রকাশ করে এই খবর। সব পত্রিকায়ই নিজস্ব আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশিত হয়। খবরটি তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার। উভয় পত্রিকায়ই খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে ব্যানার আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু: সবার পরামর্শ নিয়েই শাসনতন্ত্র প্রণীত হবে'। এই খবরে বলা হয়:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল বাংলাদেশ গণপরিষদের সদস্যদের বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে ঘোষণা করেন যে বাংলাদেশের জনগণকে শীঘ্রই এমন একটি শাসনতন্ত্র উপহার দেয়া হবে যাতে বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল মানুষের অধিকার ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন থাকবে। গতকাল গণপরিষদের প্রথম দিনের অধিবেশনে স্বাধীনতা সংগ্রামে নিহতদের স্মৃতির প্রতি আনীত একটি শোক প্রস্তাবের উপর পরিষদের নেতা হিসেবে বক্তৃতাকালে বঙ্গবন্ধু বলেন, দলমত নির্বিশেষে সকলের পরামর্শই আমরা শাসনতন্ত্রে গ্রহণ করবো।[১৩]

Dhaka University Institutional Repository
বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'Ganoparishad business conducted in Banglabhasha ॥ Constitution will be based on four pillars of state policy'.[১৪] দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকের শিরোনাম ছিল : 'শাহ আবদুল হামিদ স্পীকার ও মোহাম্মদ উল্লাহ ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত ॥ গণমুখী শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকার ও জানমালের নিশ্চয়তা থাকিবে : মুক্ত বাংলার প্রথম গণপরিষদ অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা'।[১৫] আর সংবাদ-এর শিরোনাম ছিল : 'জনতার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী সংবিধান রচনার প্রতিশ্রুতি নিয়ে গণপরিষদের অধিবেশন শুরু ॥ বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা : দলমত নির্বিশেষে সকলের পরামর্শই আমরা শাসনতন্ত্রে গ্রহণ করবো'।[১৬]

পরদিন ১৯৭২ সালের ১১ এপ্রিল খসড়া শাসনতন্ত্র কমিটিসহ চারটি কমিটি গঠন করা হয় গণপরিষদে। ঐদিনই গণপরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা হয়। এই খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১২ এপ্রিলের খবরের কাগজে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবক'টি পত্রিকাই নিজস্ব আইটেম হিসেবে এই খবর পরিবেশন করে। খবরটি সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে বাংলাদেশ অবজারভার। প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশ করে বাংলাদেশ অবজারভার। শিরোনাম ছিল : 'Gonoparishad Prorogued : Nest session in June likely ॥ 34-member committee to draft constitution.'[১৭] দৈনিক বাংলা খবরটি প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল : 'শাসনতন্ত্র কমিটি গঠিত : ১০ই জুনের মধ্যে সংবিধানের খসড়া পেশ করা হবে ॥ গণপরিষদের অধিবেশন স্থগিত'[১৮] দৈনিক ইত্তেফাক খবরটি প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : 'গণপরিষদের বৈঠক অনির্দিষ্টকালের জন্য মূলতবী ॥ শাসনতন্ত্রের খসড়া রচনার জন্য ৩৪ সদস্যের কমিটি গঠন'।[১৯] সংবাদ খবরটি প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : 'গণপরিষদের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন ॥ খসড়া সংবিধান রচনা কমিটি গঠন'। এই খবরে বলা হয় :

> *গতকাল পরিষদে ৪টি কমিটি গঠন করা হয়। এসব কমিটি হচ্ছে : খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি, কার্য পরিচালনা বিধি কমিটি, পরিষদ সদস্যদের অধিকার সম্পর্কিত কমিটি এবং সদস্যদের আবাসিক সংস্থান কমিটি।*[২০]

খসড়া সংবিধান কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত ১৯৭২ সালের ১৭ এপ্রিল। এই বৈঠকে খসড়া সংবিধানের ব্যাপারে বিভিন্ন মহলের সুপারিশ আহ্বানের সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৭২ সালের ১৮ এপ্রিল এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা এনা ও বিএসএস এই খবর পরিবেশন করে। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে সকলের মতামত আহ্বান'। এই খবরে বলা হয় :

> *বাংলাদেশ গণপরিষদের সংবিধান খসড়া প্রণয়ন কমিটি দেশের ভবিষ্যত সংবিধানের ব্যাপারে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে মতামত আহ্বান করেছেন। আজ সকালে তেজগাঁওয়ে পরিষদ ভবনের কমিটি কক্ষে অনুষ্ঠিত কমিটির প্রথম সভায় এ মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে আগ্রহশীল মহলকে আগামী ৮ই মের মধ্যে কমিটির সম্পাদক বরাবর তাদের প্রস্তাব পাঠাতে আহ্বান জানানো হয়েছে।*[২১]

খসড়া সংবিধান কমিটির প্রণয়ন করা সংবিধানের খসড়াটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে মন্ত্রিপরিষদ তিনদিন দীর্ঘ বৈঠক করে। এ বিষয়ক খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বৈঠকের শেষ দিন ১৯৭২ সালের ২৯ মে সংবাদপত্রে বার্তা সংস্থা এনা পরিবেশিত একটি খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত এই খবরের শিরোনাম ছিল : 'মন্ত্রিসভার তৃতীয় দিনের বৈঠক : খসড়া শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন দিক পরীক্ষা'। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনাম প্রকাশিত এই খবরে বলা হয় :

> *গতকাল রোববার গণভবনে বাংলাদেশ মন্ত্রিসভার বৈঠক উপর্যুপরি তৃতীয় দিনেও এক বা দুই দিনের জন্য মুলতবি রাখা হয়। মন্ত্রিসভার বৈঠক গণপরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট খসড়া শাসনতন্ত্র কমিটির প্রণীত খসড়া শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন দিক পরীক্ষা করে দেখেন।*[২২]

পরে ১৯৭২ সালের ১০ জুন আইন ও সংসদ বিষয়কমন্ত্রী এবং খসড়া সংবিধান কমিটির চেয়ারম্যান ড. কামাল হোসেন বার্তা সংস্থা এনাকে জানান : খসড়া সংবিধান প্রণয়নের কাজ শেষ হয়েছে। এই খবর পরদিন ১১ জুন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'খসড়া সংবিধান প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত'। এই খবরে বলা হয় :

> *দেশের সংবিধান প্রণয়নের কাজ শেষ হয়েছে। সংবিধানের খসড়া গণপরিষদের সম্মুখে পেশ করার জন্য তৈরী হয়ে আছে। আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন আজ ঢাকায় একথা জানান।*[২৩]

পরদিন খসড়া সংবিধান কমিটি প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে খসড়ার বিভিন্ন বিষয় তাকে অবহিত করেন। এই খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১২ জুনের সংবাদপত্রে। বার্তা সংস্থা এনা এই খবর পরিবেশন করে। সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'বঙ্গবন্ধু সকাশে খসড়া সংবিধান কমিটি'। এই খবরে বলা হয় :

> *আইন ও সংসদীয় দফতরের মন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বাধীনে গঠিত খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি আজ গণভবনের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং খসড়া শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।*[২৪]

Dhaka University Institutional Repository

আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ড. কামাল হোসেন ১৯৭২ সালের ১০ জুন খসড়া সংবিধান প্রণয়নের কাজ যে হয়েছে বললেও প্রকৃতপক্ষে খসড়াটি প্রণয়নের চূড়ান্ত কাজ শেষ হয় ১৯৭২ সালের ৮ অক্টোবর। ৯ অক্টোবর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবর দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'খসড়া শাসনতন্ত্র তৈরি শেষ'। এতে বলা হয় :

গতকাল সন্ধ্যায় ৭০তম বৈঠকে খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত করেছেন। কমিটি সর্বমোট ২৮০ ঘন্টা ধরে আলোচনা করেছেন।[২৫]

খসড়া সংবিধান কমিটি গঠনের দীর্ঘ ছয় মাস পর খসড়া সংবিধান প্রণীত হয়। এই দীর্ঘ সময়ে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো সংবিধান প্রণয়ন প্রশ্নে কিছুটা অসহিষ্ণু হয়ে উঠে। দলগুলো দ্রুত সংবিধান প্রণয়নের দাবী জানাতে থাকে। এ ধরনের একটি খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ৭ জুলাই। এই খবরে বলা হয়, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-মোজাফফর) অবিলম্বে সংবিধান প্রণয়ন করে প্রকাশ করার দাবী জানায়। সংবাদ-এ এই খবর প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'অবিলম্বে সংবিধান প্রণয়নের দাবী'। এই খবরে বলা হয় :

বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ গতকাল (বৃহস্পতিবার) তাঁর সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ প্রসঙ্গে অবিলম্বে সংবিধান প্রণয়ন করে তা জনসমক্ষে প্রকাশ করার দাবী জানান। তিনি বলেন যে, সংবিধানে এমন কোন ধারা সন্নিবেশিত করা যাবে না যা দেশের মূল লক্ষ্য সমাজতন্ত্রে উত্তরণে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পরে।[২৬]

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ ভাসানী) ১৯৭২ সালের ৮ অক্টোবরের মধ্যে সংবিধান প্রণয়নের জন্য দাবী জানায় এবং অন্যথায় নিজেরাই সংবিধান প্রণয়ন করে তা গ্রহণের দাবীতে আন্দোলনে নামার ঘোষণা দেয়। ১৯৭২ সালের ৩১ জুলাই এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। খবরটি পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা এনা। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'বিপ্লবী সরকার' দিয়ে শাসনতন্ত্র রচনা না করলে আমরা খসড়া নিয়েই আন্দোলনে নামবো : ভাসানী'। এই খবরে বলা হয় :

ভাসানীপন্থী ন্যাপ প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আগামী ৮ই অক্টোবরের মধ্য শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। দলের কার্যকারী সংসদের এক বর্ধিত সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণদান প্রসঙ্গে বর্ষিয়ান জননেতা বলেন, উল্লিখিত সময়ের মধ্যে শাসনতন্ত্র দিতে না পারলে ভাসানী ন্যাপ কর্তৃক প্রস্তুত শাসনতন্ত্র গ্রহণের দাবীতে তার দল দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তুলবে। [২৭]

বহুল প্রত্যাশিত খসড়া সংবিধান পেশ করার জন্য অবশেষে ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর গণপরিষদের অধিবেশন ডাকা হয়। অধিবেশন আহ্বানের এই খবর ১৯৭২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বরের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস ও এনা পরিবেশিত এই খবর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সব পত্রিকায় গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয়। খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে ব্যানার আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশিত হয় দৈনিক বাংলায়। শিরোনাম ছিল : '১২ই অক্টোবর গণপরিষদ অধিবেশন শুরু ॥ খসড়া শাসনতন্ত্র বিল পেশ করা হবে'। এই খবরে বলা হয় :

১২ই অক্টোবর সকাল সাড়ে নয়টায় গণপরিষদ ভবনে মিলিত হবার জন্য আজ বাংলাদেশের গণপরিষদের অধিবেশন আহবান করা হয়েছে। অন্যান্য বিষয় ছাড়াও পরিষদের সম্মুখে খসড়া সংবিধানের শাসনতান্ত্রিক বিল পেশ করা হবে বলে দেশের ইতিহাসে দ্বিতীয় অধিবেশনের বিরাট তাৎপর্য রয়েছে।[২৮]

দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লীড ও বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'খসড়া শাসনতন্ত্র বিল বিবেচনার জন্য ১২ই অক্টোবর গণপরিষদের অধিবেশন'।[২৯] সংবাদ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : '১২ই অক্টোবর গণপরিষদ বসছে'।[৩০] বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'CA site Oct. 12'.[৩১]

গণপরিষদ অধিবেশনে খসড়া সংবিধান পেশের প্রাক্কালে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের দু'দিনব্যাপী সভায় খসড়া সংবিধানটির খুঁটিনাটি বিষয় পুংখানুপুংখভাবে পরীক্ষা করা হয়। ১৯৭২ সালের ৯ এবং ১০ অক্টোবর এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। উভয় দিনের খবর সংবাদপত্রে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয় এবং গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলো খবরটি নিজস্ব আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। প্রথম দিনের সভার খবর ১৯৭২ সালের ১০ অক্টোবর প্রকাশিত হয়। এই দিনের খবর সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে বাংলাদেশ অবজারভার। প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে ব্যানার আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশিত হয় বাংলাদেশ অবজারভারে। শিরোনাম ছিল : 'Constitution in shortest possible time ॥ AL proud of its performance'.[৩২] দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'আওয়ামী লীগ সংসদীয় পার্টির সভায় খসড়া শাসনতন্ত্র বিবেচনা শুরু ॥ বিপ্লবের পর এত অল্প সময়ে শাসনতন্ত্র দেবার কৃতিত্ব আওয়ামী লীগের : বঙ্গবন্ধু'। এই খবরে বলা হয় :

Kamrul-4

Dhaka University Institutional Repository

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন, গণপরিষদের আসন্ন অধিবেশনে যে শাসনতন্ত্র পাস করা হবে তাতে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার পুরোপুরি প্রতিফলন ঘটবে। বাংলাদেশের জনগণ সাগ্রহে এই শাসনতন্ত্র গ্রহণ করবে বলে তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে ঘোষণা করেন। গতকাল সোমবার আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির দু'দিনব্যাপী সভার উদ্বোধনী অধিবেশনে বক্তৃতাকালে বঙ্গবন্ধু এই ঘোষণা করেন।[৩৩]

সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'সংবিধানে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে : বঙ্গবন্ধু'।[৩৪] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি সবচেয়ে কম গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে খবরটি দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয়েছে। শিরোনাম ছিল : 'খসড়া শাসনতন্ত্র পর্যালোচনা শুরু'।[৩৫]

খসড়া সংবিধান নিয়ে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের দ্বিতীয় দিনের সভার খবর প্রথম দিনের তুলনায় কম গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয়। ১৯৭২ সালের ১১ অক্টোবর প্রকাশিত এই খবর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'খসড়া শাসনতন্ত্রের পাঠ সমাপ্ত : সংসদীয় দলের সদস্যদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ ॥ প্রয়োজনবোধে সংশোধনী পেশ করুন'। এই খবরে বলা হয় :

আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গণপরিষদ সদস্যদের প্রতি খসড়া শাসনতন্ত্রটি সতর্কতার সাথে পাঠ করার পরামর্শ দিয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের দ্বিতীয় দিনের সভায় খসড়া শাসনতন্ত্রের পাঠ সমাপ্ত হয়। বৈঠকে বঙ্গবন্ধু সভাপতিত্ব করেন।[৩৬]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল : 'ALPP meets again October 17 ॥ Amendments invited'.[৩৭] দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। দৈনিক ইত্তেফাকের শিরোনাম ছিল : 'আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের বৈঠক ॥ খসড়া সংবিধান পর্যালোচনা সমাপ্ত'।[৩৮] অন্যদিকে সংবাদ-এর শিরোনাম ছিল : 'আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির বৈঠক সম্পন্ন'।[৩৯]

খসড়া সংবিধান বিল আকারে পেশ করার জন্য ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর শুরু হয় গণপরিষদের অধিবেশন। এই অধিবেশন শুরুর খবরটি পত্রিকাগুলো নিজস্ব আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। সব পত্রিকায়ই খবরটি গুরুত্ব লাভ করে। তবে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার। উভয় পত্রিকা খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে ব্যানার আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। তবে বাংলাদেশ অবজারভারের শিরোনামের হরফগুলো ছিল লাল। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'আজ ঐতিহাসিক অধিবেশন শুরু : জাতীয় জীবনে একটি অবিস্মরণীয় দিন : বঙ্গবন্ধুর প্রতিশ্রুতি পূরণ ॥ আজ গণপরিষদে শাসনতন্ত্র বিল পেশ'। এই খবরে বলা হয় :

আইন ও সংসদীয় দফতরের মন্ত্রী ড. কামাল হোসেন ১৫৩টি ধারা সম্বলিত ৭২ পৃষ্ঠার খসড়া শাসনতন্ত্রটি আজ বিল আকারে পরিষদে পেশ করবেন। এই সঙ্গে খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটির রিপোর্টও পেশ করা হবে।[৪০]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'Constitution being placed before CA today'.[৪১] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : 'এই দিনটির জন্য'। এই খবরে বলা হয় :

আজ স্বাধীন দেশের প্রথম গণপরিষদ দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক শোষণমুক্ত সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশের সংবিধান অনুমোদনের জন্য ঐতিহাসিক অধিবেশনে মিলিত হইতেছে। 'রাত্রির গভীর বৃন্ত' হইতে 'ফুটন্ত' এই স্বর্ণোজ্জ্বল দিনটিকে 'ছিঁড়িয়া' আনার জন্য গণমানুষের প্রিয় সংগঠন আওয়ামী লীগকে রক্তঝরা সংগ্রামের দীর্ঘ চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করিতে হইয়াছে।[৪২]

সংবাদ-এ খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম রিভার্স শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : 'আজ গণপরিষদের অধিবেশন শুরু'। এই খবরে বলা হয় :

আজ (বৃহস্পতিবার) সকাল সাড়ে নয়টায় তেজগাঁওস্থ পরিষদ ভবনে বাংলাদেশ গণপরিষদের অধিবেশন শুরু হবে। পরিষদের বর্তমান অধিবেশনে দেশের সংবিধান বিল আকারে পেশ করা হবে এবং গৃহীত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।[৪৩]

পরদিন ১৯৭২ সালের ১৩ অক্টোবর গণপরিষদে খসড়া শাসনতন্ত্র পেশের খবর ফলাও করে প্রকাশিত হয়। মূল খবর ছাড়াও খসড়া সংবিধান সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তব্য ভিত্তিক একটি খবরও সব পত্রিকায় গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয়। এছাড়া খসড়া সংবিধান নিয়ে আরও কিছু খবর প্রকাশিত হয় পত্রিকাগুলোতে। এ সংক্রান্ত সবগুলো খবরই নিজস্ব আইটেম হিসেবে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হয়।

গণপরিষদে খসড়া সংবিধান পেশ করার খবর দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারে প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে ব্যানার আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে এর শিরোনাম ছিল: 'গণপরিষদে খসড়া শাসনতন্ত্র পেশ'। এই খবরে বলা হয় :

দীর্ঘ ২৫ বছরের নিপীড়িত নির্যাতিত সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর কাছে গতকাল ছিল এক ঐতিহাসিক দিন। গতকালই স্বাধীন দেশের গণপরিষদে আপামর জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক সুখী ও সমৃদ্ধশালী জীবনের নিশ্চয়তার প্রতিশ্রুতিবহ খসড়া সংবিধান অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়। আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন এই ঐতিহাসিক সংবিধান বিল পেশ করেন।[৪৪]

Dhaka University Institutional Repository
বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'Kamal Presents Constitutin Bill before CA ॥ Parliament is Supreme'.[৪৫]

দৈনিক বাংলা খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের বিশেষ বিধান রাখা হয়েছে: ড. কামাল হোসেন ॥ পরিষদে খসড়া শাসনতন্ত্র পেশ'। এই খবরে বলা হয়:

আইন ও সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী ড. কামাল হোসেন খসড়া সংবিধান সম্পর্কে বলেন যে, এই সংবিধান জনগণকে প্রেরণা দেবে। জনগণের অভিপ্রায় অনুযায়ী সমাজ গঠনের ভিত্তি স্থাপন করবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন। গতকাল বৃহস্পতিবার গণপরিষদে বাংলাদেশের জন্য যে খসড়া শাসনতন্ত্র পেশ করা হয়েছে তাতে দেশে সংসদীয় পদ্ধতির এককেন্দ্রিক (ইউনিটারী) শাসন ব্যবস্থার বিধান রাখা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপ্রধান ও তিনশ' পনের জন্য সদস্যের এক কক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্টের কাছে যৌথভাবে দায়ী মন্ত্রিসভা দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করবেন।[৪৬]

সংবাদ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম শিরোনামে সেকেন্ড লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'গণপরিষদে সংবিধান পেশ'। এই খবরে বলা হয় :

আইন ও পরিষদ বিষয়ক মন্ত্রী ড. কামাল হোসেন গতকাল গণপরিষদে দেশের খসড়া সংবিধান বিল আকারে পেশ করেন।[৪৭]

অন্যদিকে খসড়া সংবিধান সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য ভিত্তিক খবরটি সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। দৈনিক বাংলা এই খবর প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে ব্যানার আইটেম ও লাল রং এর বক্সের মধ্যে প্রকাশ করে এবং শিরোনামের হরফগুলোও লাল রং করে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'এ শাসনতন্ত্র রক্তে লেখা : বঙ্গবন্ধু'। এতে বলা হয়:

গতকাল বৃহস্পতিবার গণপরিষদে উত্থাপিত শাসনতন্ত্র বিলের ওপর বক্তৃতাকালে পরিষদের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, এদেশের জনগণ দীর্ঘকাল সংগ্রাম করেছে। শাসনতন্ত্র হবে তাঁদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের এক বিরাট সাফল্য।[৪৮]

সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'এ সংবিধান রক্তে লিখিত এক পবিত্র দলিল : বঙ্গবন্ধু'।[৪৯] দৈনিক ইত্তেফাক খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে রিভার্স করে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'লাখো মানুষের রক্তে লেখা এ সংবিধান'।[৫০] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : 'Constitution written in martyrs' blood : Mujib ॥ Amendments Welcome'.[৫১]

গণপরিষদে খসড়া সংবিধান পেশের ঘটনায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল অভিনন্দন জনিয়ে বিবৃতি প্রদান করে। আবার কোনো কোনো রাজনৈতিক দল খসড়া সংবিধানের সমালোচনাও করে। ১৯৭২ সালের ১৫ অক্টোবর বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির বিবৃতিভিত্তিক এ ধরনের একটি খবর প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। এই বিবৃতিতে কমিউনিস্ট পার্টি খসড়া সংবিধান গণপরিষদে পেশ হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করে। দৈনিক বালায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলীর বিবৃতি : খসড়া সংবিধানে কমিউনিস্ট পার্টির সন্তোষ'। এই খবরে বলা হয় :

গণপরিষদে দেশের সংবিধানের খসড়া পেশ করায় বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টি সন্তোষ প্রকাশ করেছে। গতকাল পার্টির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলী এক বিবৃতিতে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, বর্তমান খসড়া দেশের সংবিধানরূপে গৃহীত হয়ে সঠিকভাবে কার্যকরী হলে কতগুলো ত্রুটি সত্ত্বেও এর মাধ্যমে ও সহায়তায় দেশ ও সমাজ প্রগতির পথে অগ্রসর হতে পারবে।[৫২]

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-মোজাফফর) খসড়া সংবিধান প্রণয়নকে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করে বিবৃতি দেয়। ১৯৭২ সালের ১৭ অক্টোবর এই বিবৃতিভিত্তিক খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ এই খবর প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'খসড়া সংবিধান সম্পর্কে ন্যাপের অভিমত'। এতে বলা হয় :

গণপরিষদে পেশকৃত খসড়া সংবিধান সম্পর্কে বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পক্ষে সহ-সভাপতি পীর হাবিবুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক শ্রী পঙ্কজ ভট্টাচার্য গতকাল (সোমবার) এক যুক্ত বিবৃতিতে তাদের পার্টির অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বিবৃতিতে ন্যাপ বলে : শাসনতন্ত্র একটি জাতির পবিত্র দলিল, জনগণের অধিকারের রক্ষাকবচ। একটি নব্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশের জন্য সংবিধান প্রণয়ন নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তবে সংবিধানের বেশকিছু সংশোধনীর দাবী জানায় ন্যাপ।[৫৩]

অন্যদিকে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী) খসড়া সংবিধান সম্পর্কে মন্তব্য করে যে, এই সংবিধান জনগণের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধানে ব্যর্থ হয়েছে। খসড়া সংবিধানের ব্যাপারে গণভোট অনুষ্ঠানের আহ্বান জানায় এই দল। ১৯৭২ সালের ২১ অক্টোবর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা এনা এই খবর পরিবেশন করে। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'গণভোট গ্রহণ করুন : ভাসানী'। এই খবরে বলা হয় :

সন্তোষে বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির বর্ধিত সভায় ভাষণ দানকালে মওলানা ভাসানী খসড়া শাসনতন্ত্রের উপর গণভোট গ্রহণ তথা জনমত যাচাইয়ের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।[৫৪]

খসড়া সংবিধান সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে গিয়ে লেলিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এই সংবিধানকে 'ফ্যাসিবাদের দানব' অভিহিত করে। ১৯৭২ সালের ১৯ অক্টোবর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'খসড়া সংবিধান ফ্যাসিবাদের দানব : অমল সেন'। এই খবরে বলা হয় :

গতকাল (বুধবার) এক সাংবাদিক সম্মেলনে লেলিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক শ্রী অমল সেন গণপরিষদে পেশকৃত বাংলাদেশের খসড়া শাসনতন্ত্রকে 'ফ্যাসিবাদের দানব' বলে অভিহিত করেন।[৫৫]

Kamrul-4

Dhaka University Institutional Repository

শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল খসড়া সংবিধান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলে : এই সংবিধান চালু হলে দেশে শ্রেণী শোষণ অব্যাহত থাকবে। ১৯৭২ সালের ১৯ অক্টোবর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'শ্রেণী শোষণ অব্যাহত থাকবে : সমাজবাদী দল'। এই খবরে বলা হয় :

গতকাল বুধবার শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের আহ্বায়ক খান সাইফুর রহমান খসড়া শাসনতন্ত্র সম্পর্কে এক বিবৃতিতে বলেছেন যে বাংলাদেশের খসড়া শাসনতন্ত্রকে 'পরিত্যক্ত সম্পত্তির সমাজতান্ত্রিক' শাসনতন্ত্র বলা চলে। এ শাসনতন্ত্র চালু হলে দেশে শ্রেণী শোষণ অব্যাহত থাকবে।[৫৬]

খসড়া সংবিধানের পক্ষে-বিপক্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমালোচনা ও মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন যে, খসড়া সংবিধানের যে কোনো যৌক্তিক সংশোধনী গ্রহণ করা হবে। এই খবর ১৯৭২ সালের ১৮ অক্টোবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির বৈঠকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ॥ সব সঙ্গত সংশোধনীই গৃহীত হবে'। এতে বলা হয় :

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল (মঙ্গলবার) পুনরায় ঘোষণা করেন যে, জাতির বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য খসড়া সংবিধানে যে কোন সঙ্গত সংশোধনী গৃহীত হবে। প্রধানমন্ত্রী গতকাল আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের দু'দিনব্যাপী সভায় সভাপতিত্ব করেন।[৫৭]

প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল খসড়া সংবিধানের বেশকিছু সংশোধনীর প্রস্তাব তুলে ধরে। সংবাদপত্রে এইসব সংশোধনী প্রস্তাব বিষয়ক খবর প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ১১টি সংশোধনী প্রস্তাব বিষয়ক একটি খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১৯ অক্টোবর। বিভিন্ন পত্রিকায় এই খবর প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'কমিউনিস্ট পার্টির সাংবাদিক সম্মেলন : সংবিধানের ১১টি সংশোধনী পেশ ॥ অন্ন বস্ত্র শিক্ষা মজুরি আশ্রয় চিকিৎসা প্রভৃতিকে মৌলিক অধিকার করার দাবী'। এতে বলা হয় :

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলী গতকাল (বুধবার) এক সাংবাদিক সম্মেলনে খসড়া সংবিধানকে পূর্ণ গণতান্ত্রিক করার জন্য এগারটি সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেন এবং সংবিধানের মৌলিক অধিকারের আওতায় প্রত্যেক নাগরিকের অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসা, কাজের যুক্তিসঙ্গত মজুরি, সামাজিক নিরাপত্তা, বিশ্রাম ও অবকাশের অধিকারকে নিশ্চিত করার দাবী জানান।[৫৮]

পরে ১৯৭২ সালের ২৫ অক্টোবর সংবিধান সংশোধনীর দাবী আদায়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি সারা দেশে দাবী দিবস পালন করে। ২৬ অক্টোবর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সংবিধানকে গণতান্ত্রিক ও কল্যাণকর করার জন্য দেশব্যাপী কমিউনিস্ট পার্টির সভা, সমাবেশ ও মিছিল। এই খবরে বলা হয় :

দেশের সংবিধানকে পূর্ণ গণতান্ত্রিকীকরণ ও জনকল্যাণকরকরণের দাবীতে গতকাল (বুধবার) রাজধানী ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সভা, সমাবেশ ও মিছিলের মাধ্যমে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বানে দাবী দিবস পালিত হয়।[৫৯]

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-মোজাফফর) গণপরিষদের ভেতরে এবং বাইরে খসড়া সংবিধানে কিছু সংশোধনীর প্রস্তাব পেশ করে। এই গণপরিষদে একমাত্র বিরোধী দলীয় সদস্য ছিলেন ন্যাপ মোজাফফরের সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। গণপরিষদে খসড়া সংবিধানের বেশক'টি সংশোধনী প্রস্তাব তুলে ধরেন সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। কিন্তু সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত অভিযোগ করেন তাঁর সংশোধনী প্রস্তাব গণপরিষদে আলোচনাই হয়নি। এই খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সারের ১৫ অক্টোবর। সংবাদ-এ খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল: 'গণপরিষদে শ্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের বক্তৃতা ॥ 'গণতন্ত্রের নামে এ প্রহসন কেন?'। এই খবরে বলা হয় :

'সংশোধনী প্রস্তাব না পড়ে পাশ হয়ে গেছে। আমি কিছু বুঝতে পারলাম না। তা হলে আমাদের অধিকারই বা কি, গণপরিষদেরই অধিকার কি। গণতন্ত্রের নামে এ প্রহসন কেন?' পরিষদে গত শনিবার বিরোধী সদস্য শ্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের সংশোধনী প্রস্তাব-সমূহের উপর কোন আলোচনা ছাড়াই বিশেষ অধিকার বিধি গৃহীত হওয়ায় শ্রী সেনগুপ্ত জনাব স্পীকারের মাধ্যমে পরিষদের সামনে উপরোক্ত বক্তব্যগুলো তুলে ধরেন।[৬০]

ন্যাপ-মোজাফফর পরে খসড়া সংবিধানের সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণের দাবীতে 'দাবী দিবস'ও পালন করে। ১৯৭২ সালের ৩০ অক্টোবর এই খবর প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'সংবিধানে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও ধর্মঘটের অধিকার দাবীতে পল্টনে অনুষ্ঠিত ন্যাপের জনসভার ডাক ॥ সংশোধন না করলে আন্দোলন গড়ে তুলুন। এই খবরে বলা হয় :

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, ধর্মঘট প্রভৃতিকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকার করা হয়নি। সংবিধানের খসড়া সংশোধন করে সেগুলো সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা না হলে দেশবাসী দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তুলবে এবং আমরাও সেই আহ্বান দিয়েই যাচ্ছি। গতকাল (রোববার) সংবিধানের সংশোধনীর দাবীতে দেশব্যাপী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির দাবী দিবস-এ ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত বিরাট জনসভায় ভাষণদানকালে কেন্দ্রীয় ন্যাপ নেতৃবৃন্দ উপরোক্ত উক্তি করেন।[৬১]

শুধু রাজনৈতিক দল নয়, মহিলা আসন সংরক্ষণ ও নির্বাচন পদ্ধতির দাবীতে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদও সংবিধান সংশোধনের দাবী জানায়। এই দাবী আদায়ের জন্য তাঁরা বিক্ষোভ কর্মসূচীও পালন করে। এই খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ২০

Kamrul-4

Dhaka University Institutional Repository

অক্টোবর। সংবাদ-এ খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : গণপরিষদের সামনে জমায়েত : স্মারকলিপি পেশ ॥ সংবিধান সংশোধনের দাবীতে মহিলা-বিক্ষোভ'। এই খবরে বলা হয় :

খসড়া সংবিধানে মহিলা আসন সংরক্ষণ এবং নির্বাচন পদ্ধতি সংশোধনের দাবীতে গতকাল (বৃহস্পতিবার) বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের উদ্যোগে বিরাট সংখ্যক মহিলা গণপরিষদ ভবনের সম্মুখে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত শাসনতন্ত্রের কয়েকটি ধারার সংশোধনের দাবীতে এটাই হলো দেশে প্রথম বিক্ষোভ প্রদর্শন।[৬২]

১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদে খসড়া সংবিধান পাশ হয়। এই খবর পরদিন ৫ নভেম্বর সংবাদপত্রে ফলাও করে প্রকাশ করা হয়। সবপত্রিকাই নিজস্ব আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশ করে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকার মধ্যে দৈনিক বাংলা, সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে ব্যানার আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। তবে দৈনিক বাংলায় শিরোনামের হরফগুলো লাল রং করে খবরের গুরুত্ব আরও বাড়ানো হয়। অন্যদিকে দৈনিক ইত্তেফাক খবরটি প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম শিরোনামে। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'দুশো পঁচিশ বছরের পরাধীনতার পর লাখো শহীদের রক্তে লেখা দলিল গণপরিষদে গৃহীত ॥ বাঙ্গালী জাতির প্রথম সংবিধান'। এতে বলা হয় :

শনিবার। বেলা একটা দশ মিনিট। সদস্যদের তুমুল হর্ষধ্বনি ও করতালির মধ্য দিয়ে গণপরিষদে বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান পাশ হলো। বাঙালী জাতি এই প্রথম একটা সংবিধান পেল। লাখো শহীদের রক্তে লেখা দলিল সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক এই শাসনতন্ত্র পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিষদ কক্ষ খুশীর আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। অনেকের চোখে নেমে এলো অশ্রু।[৬৩]

সংবাদ-এ খবরটির শিরোনাম ছিল : 'বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত'। এই খবরে বলা হয় :

নভেম্বর চার, ১৯৭২, শনিবার। গণপরিষদের ঘড়িতে বেলা একটা ১৪ মিনিট ৪৫ সেকেন্ড। ঐতিহাসিক এই ক্ষণে তুমুল করতালির মধ্যদিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হলো।[৬৪]

দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'নবীন জাতির নবযাত্রা ॥ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের আকাঙ্ক্ষিত ফসল সংবিধান গৃহীত : নতুন ইতিহাসের শুভ সূচনা'। এই খবরে বলা হয় :

১৫৩টি অনুচ্ছেদ সম্বলিত বাঙ্গালী জাতির আত্মশাসনের মহান দলিল লাখো শহীদের রক্তে লেখা সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত হওয়ায় সংগ্রামী নবীন জাতির নব পথপরিক্রমা শুরু হইল। দীর্ঘদিনের সংগ্রামের কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া, জেল-জুলুম, গুলী, বেয়নেটের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করিয়া বাংলাদেশের দুর্জয় স্বাধীনচেতা সাড়ে সাত কোটি মানুষ সংগ্রামের চূড়ান্ত লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছে। আজ তাই তাহারা আনন্দিত, পুলকিত, গর্বিত।[৬৫]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল : A document to shape nation's destiny ॥ Constitution enacted.[৬৬]

গণপরিষদে সংবিধান গৃহীত হওয়ায় রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন মহল সরকারকে অভিনন্দন জানায় ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ১৯৭২ সালের ৬ নভেম্বর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-মোজাফফর) এর এ ধরনের অভিনন্দন জানানোর খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'সংবিধান সম্পর্কে পংকজ ভট্টাচার্য : কিছু ত্রুটি থাকলেও গণতন্ত্র অনুশীলনের সুযোগ ঘটবে'। এই খবরে বলা হয় :

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রী পংকজ ভট্টাচার্য আজ রাতে এখানে বলেছেন যে, সংবিধান গ্রহণ আমাদের জাতীয় ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বিশ্বের অপরাপর শাসনতন্ত্রের মত যদিও এ সংবিধানেও কিছু কিছু ত্রুটি রয়েছে, তথাপি জনগণ দেশে গণতান্ত্রিক নীতিমালা অনুশীলনের সুযোগ লাভ করবে।[৬৭]

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিও সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত হওয়ায় তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। প্রতিক্রিয়ায় তারা বলে, এই সংবিধানের মাধ্যমে দেশের কল্যাণের জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন প্রয়োজন। ১৯৭২ সালের ৭ নবেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : 'সংবিধান সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিক্রিয়া'। এই খবরে বলা হয় :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান চূড়ান্তভাবে গৃহীত হওয়ার পর বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলী এক বিবৃতিতে তাদের প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে বলেছেন যে, সংবিধানের মাধ্যমে দেশকে শান্তি, সমৃদ্ধি ও প্রগতির পথে নিয়ে যেতে হলে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-জনতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন প্রয়োজন।[৬৮]

গণপরিষদে সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ১৪ নভেম্বর পরিষদের সদস্যরা সংবিধানের মূল কপিতে স্বাক্ষর করেন। পরদিন ১৫ নভেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। খবরটি পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা এনা। দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'সংবিধান আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত : বঙ্গবন্ধুসহ জনপ্রতিনিধিদের স্বাক্ষর দান ॥ বাঙ্গালীর বহুদিনের আশা পূর্ণ হল'।[৬৯] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'Members sign Original Copies ॥ Constitution authenticated.'[৭০] দৈনিক ইত্তেফাক খবরটি প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল : 'সংবিধানের মূল কপিতে সদস্যদের স্বাক্ষরদান'।[৭১] সংবাদ খবরটি প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল : 'গণপরিষদও আজ ভেঙ্গে যাবে ॥ সংবিধানে স্বাক্ষর দান সম্পন্ন'। এই খবরে বলা হয় :

Dhaka University Institutional Repository

গণপরিষদ অধ্যক্ষ আজ ১২টা ১৫ মিনিটে গণপরিষদের অধিবেশন শুক্রবার সকাল ১০টা পর্যন্ত মুলতবী ঘোষণা করেছেন। পরিষদ মুলতবী হবার পূর্বে পরিষদের মোট ৩৫৭ জন সদস্য সংবিধানের মূল কপিতে স্বাক্ষরদান করেছেন। আজ সংবিধানে সর্বপ্রথম স্বাক্ষরদান করেন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সর্বশেষ যিনি স্বাক্ষর করেন তিনি হলেন ডাঃ আলী আমজাদ আখন্দ।[৭২]

১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান চালু হয়। এই সংবিধান চালুর সঙ্গে সঙ্গে প্রথম গণপরিষদেরও বিলুপ্তি ঘটে। এই খবর ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি নিজস্ব আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। অন্যদিকে সংবাদ-এ প্রকাশিত হয় বার্তা সংস্থা এনা পরিবেশিত খবর। খবরটি তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে। এই দুটি পত্রিকায় খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে ব্যানার আইটেম হিসেবে। দৈনিক বাংলার শিরোনাম ছিল: 'আজ বিজয় দিবস : আজ সংবিধান চালু হল'।[৭৩] বাংলাদেশ অবজারভাবে খবরটির শিরোনাম ছিল: Ganoparishad Dissolved ॥ Constitution Commences today'.[৭৪] দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদ-এ খবরটি তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয়। এই দুটি পত্রিকায় খবরটি প্রকাশিত হয় ডাবল কলাম শিরোনামে। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'সংবিধান চালু।'[৭৫] আর সংবাদ-এ খবরটির শিরোনাম ছিল: 'গণপরিষদ ভেঙ্গে গেছে ॥ সংবিধান কার্যকরী'। এই খবরে বলা হয়:

আজ মধ্যরাত থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকরী হচ্ছে। একই সাথে এই সংবিধান প্রণয়নকারী গণপরিষদও ভেঙ্গে যাবে। রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রিসভা, প্রধান বিচারপতি ১৭ই ডিসেম্বর গণভবনে বিকেলে পৃথক পৃথক অনুষ্ঠানে নয়া সংবিধান অনুযায়ী শপথ নেবেন।[৭৬]

সম্পাদকীয় :

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকরকরণ বিষয়ে বেশকিছু সংখ্যক সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। এ বিষয়ে প্রথম সম্পাদকীয়টি প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৭২ সালের ১১ এপ্রিল। খসড়া সংবিধান প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠনের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল প্রথম গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। এই গণপরিষদকে উদ্দেশ্য করে সম্পাদকীয়টি লেখা হয়। 'গণপরিষদের উদ্দেশে' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

আমরা ইহা বলা প্রয়োজন বোধ করি যে, পরিষদের বাইরে বিভিন্ন দল ও মতের নেতৃবৃন্দ যেসব অভিমত প্রকাশ করিতেছেন, তাহার প্রতিও পূর্ণ মর্যাদা প্রদর্শন করা প্রয়োজন। কার্যতঃ বিরোধী দল বিবর্জিত গণপরিষদে যেসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, ভবিষ্যতে উহার সমুদয় দায়-দায়িত্ব বর্তাইবে আওয়ামী লীগের উপর। তাই সর্বদিকে সুগভীর দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক।[৭৭]

১৯৭২ সালের ৩ মে দৈনিক ইত্তেফাক খসড়া সংবিধান প্রণয়নের ব্যাপারে কিছু পরামর্শ দেয়ার জন্য আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। 'শাসনতন্ত্র প্রসঙ্গে' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

সরকার বিঘোষিত সমাজতান্ত্রিক নীতির সহিত পুরাপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি শাসনতন্ত্র জনগণ আশা করিতেছে। যেহেতু স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন এখন আর নাই। সেইহেতু শাসনতন্ত্রের গুরুত্ব বহুলাংশে নির্ভর করিবে উহাতে জনগণের ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার কতটা স্বীকৃতি লাভ করে। সেই হিসাবে শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন ধারা, বিধি, মৌলিক অধিকার নির্দেশাত্মক নীতিসমূহ ইত্যাদি এমনভাবে প্রণীত হইতে হইবে, যাহার ফলে সমাজতান্ত্রিক কার্যসূচী রূপায়নে কোনো বাধা সৃষ্টি না হইতে পারে, যাহাতে একটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কার্যকর হইতে পারে।[৭৮]

খসড়া সংবিধান প্রসঙ্গে ১৯৭২ সালের ২ আগস্ট একটি উপ-সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। 'অনিকেত' ছদ্মনামে লেখা এই উপ-সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল: 'সংবিধান কেমন হচ্ছে?' এতে বলা হয় :

সমাজতান্ত্রিক সমাজকাঠামো নির্মাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বাংলাদেশ সরকারকে সমাজতন্ত্রের পক্ষে গৃহীত পদক্ষেপগুলি রক্ষার গ্যারান্টি দিতে হবে সংবিধানে। অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের পক্ষে গৃহীত ব্যবস্থা রক্ষণ এবং বাকী কাজগুলি করার স্পষ্ট স্বীকৃতি থাকতে হবে সংবিধানে।[৭৯]

খসড়া সংবিধান প্রণয়নকালে সংবাদও একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। ১৯৭২ সালের ১৮ আগস্ট প্রকাশিত এই সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'শাসনতন্ত্র সম্পর্কে এই মুহূর্তে বক্তব্য' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়টি প্রকাশিত হয় সংবাদ-এ। এতে বলা হয়:

আমরা এই মুহূর্তে শাসনতন্ত্রে কি থাকছে না থাকছে তা নিয়ে গবেষণা করতে চাই না। আমাদের একমাত্র কথা দেশকে যেন অনিশ্চয়তার মধ্যে না রাখা হয়। এ কারণেই শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত কমিটি মোটামুটি কতটা এগিয়ে চলেছেন, সে সম্বন্ধে নিয়মিতভাবে দেশবাসীকে অবগত করা দরকার।[৮০]

খসড়া সংবিধান বিল আকারে পেশ করার জন্য ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর শুরু হয় গণপরিষদের অধিবেশন। এই দিনটিকে জাতীয় জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন হিসেবে বর্ণনা করে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। 'গণপরিষদের ঐতিহাসিক অধিবেশন' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে আরো বলা হয় :

দেশের প্রতিটি মানুষের জন্যই এই দলিল। সুতরাং জনমতের প্রতিফলন এতে থাকা দরকার। গণপরিষদের ভেতরে এবং বাইরে যত বেশী আলোচনা-পর্যালোচনা হবে খসড়া সংবিধানের উৎকর্ষ সাধনের পথ তত উন্মুক্ত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।[৮১]

একইদিন ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর দৈনিক ইত্তেফাকও এ প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। 'একটি জ্যোতির্ময় দিন' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

এই শাসনতন্ত্রের রূপরেখা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু বলিয়াছেন, উহাতে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হইবে। আমরা জানি এ প্রতিশ্রুতির ব্যত্যয় ঘটিবে না। তবু শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন ধারা নিয়া বিতর্ক সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এই বিতর্ক জিনিসটা অবশ্যই খারাপ নহে; কিন্তু বিতর্কের নামে পানি ঘোলা করিয়া মাছ শিকার করার প্রয়াস নিন্দনীয়।[৮২]

Kamrul 4

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭২ সালের ১৩ অক্টোবর গণপরিষদে খসড়া সংবিধান পেশ করা হয়। পরদিন ১৪ অক্টোবর দৈনিক বাংলা এ বিষয়ে প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'রক্ত লেখা এ সংবিধান'। এতে বলা হয় :

একটি সুখী শান্তিপূর্ণ জীবনের প্রতিচ্ছবি নিয়ে এসেছে দেশের সংবিধান। এ সংবিধান আলোচিত হবে পুংখানুপুংখভাবে। চুলচেরা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে গৃহীত হবে একটির পর একটি অনুচ্ছেদ। সতর্কতা অবলম্বন করা হবে প্রতিটি পদক্ষেপে। সে আশাই আমরা করছি কোটি কোটি দেশবাসীর সাথে।[৮৩]

একইদিক অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ১৪ অক্টোবর বাংলাদেশ অবজারভারও একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'The Draft Bill'. এতে বলা হয়:

The coming days will see the draft bill debated on the floor of the House with right to every member for bringing amendments, so that the constitution of free Bangladesh may meet the ideal for which three million people have sacrificed their lives.[৮৪]

খসড়া সংবিধানকে অভিনন্দন জানিয়ে সংবাদও সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৭২ সালের ১৫ অক্টোবর। এর শিরোনাম ছিল: 'খসড়া সংবিধান'। সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

আমরা জানি কোন দলিলই সর্বাঙ্গ সুন্দর হতে পারে না। বাংলাদেশের প্রস্তাবিত সংবিধানেও ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়ে গেছে। এটা স্বাভাবিক। গণপরিষদের আলোচনার বিভিন্ন স্তরে এগুলো যথাসম্ভব সংশোধন করে নিতে আমরা পরিষদ সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।[৮৫]

দৈনিক ইত্তেফাকও খসড়া সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনীর সুপারিশ করে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৭২ সালের ১৯ অক্টোবর। এতে বলা হয়:

খসড়া সংবিধান যে সর্বতোভাবে নিখুঁত এবং এর প্রতিটি ধারা যে সকল সমালোচনার উর্ধ্বে এ দাবী কেহ করিবেন না। তবে যেহেতু এই শাসনতন্ত্র সংশোধনের অতীত নহে, এবং বর্তমানে সংশোধনী সুপারিশ আহ্বান ছাড়াও ভবিষ্যৎ সংশোধনের সুযোগ রাখা হইয়াছে, সেহেতু এই সব খুঁটিনাটি ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরপনেয় কিছু নয়।[৮৬]

সংবাদ খসড়া সংবিধানের সংশোধনী প্রসঙ্গে পুনরায় একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৭২ সালের ২১ অক্টোবর। 'খসড়া শাসনতন্ত্রের সংশোধনী ও জনমত সম্পর্কে' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

ক্ষমতাসীন দলের পাশাপাশি বিরোধী দলের প্রবক্তারা ছাড়াও বিভিন্ন ব্যক্তি ও গণসংগঠন বক্তৃতা, বিবৃতি এবং সাক্ষাৎকার দ্বারা এই খসড়া সংবিধানটি সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং আপত্তি ও সংশোধনী পেশ করেছেন। দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিস্তারিতভাবে দেশবাসীর বিভিন্ন অংশের বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে এবং আরও প্রকাশ পাবে। সুতরাং আমরা চাইবো যে গণপরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং ক্ষমতাসীন দল এইসব প্রস্তাবের ছাঁচে ফেলে খসড়া শাসনতন্ত্রটিকে পূর্ণাঙ্গ আদর্শ শাসনতন্ত্রে পরিণত করবেন।[৮৭]

গণপরিষদে খসড়া সংবিধান পাশ হয় ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর। পরদিন ৫ নভেম্বর দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় প্রকাশ করে এ প্রসঙ্গে। 'আত্মশ্লাঘার এই দিনে' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

জাতিকে সংবিধান দিয়ে গণপরিষদের বর্তমান সদস্যগণ পালন করলো এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব। যুগের পরিবর্তনে হয়তো পাল্টাকে অনেক কিছু। ভাবী সংসদগুলি সময়ের চাহিদা মেটাতে হয়তো পাস করবেন নতুন নতুন আইন। কিন্তু সংবিধানের এই দলিল থাকবে এক কালজয়ী কীর্তি হয়ে।[৮৮]

গণপরিষদে খসড়া সংবিধান অনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হওয়ায় সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে ১৯৭২ সালের ৬ নভেম্বর দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভারও সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল : 'নব ইতিহাসের শুভ সূচনা'। সম্পাদকীয়তে আরো বলা হয় :

স্বাধীনতার পর এই সংবিধান গোটা জাতির অগ্রগতির বিরাট ও সাফল্যজনক পদক্ষেপ। সাফল্যের এই ধারা অব্যাহত থাকুক, সূর্য লাঞ্ছিত পতাকা সমুন্নত রাখিয়া বীর বাঙ্গালী জাতি সুকর্মের সাধনায় নিজেদের ভবিষ্যত ভাগ্য নিজেদের হাতে গড়িবার যোগ্যতা, ক্ষমতা ও অধিকার অর্জন করুক, গৃহীত সংবিধানকে অভিনন্দন জানাইতে গিয়া সেই কামনাই আমরা ব্যক্ত করিতেছি।[৮৯]

সংবাদ-এ প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানকে অভিনন্দন'। এতে বলা হয়:

আমরা মনে করি সংবিধানের বিভিন্ন ধারাকে দেশের মুক্তি সংগ্রামের চার আদর্শ অনুযায়ী কার্যকরী করার জন্য আরও বেশি তীক্ষ্ণ করার অবকাশ ছিল। এই চিন্তার আলোকে যেসব সংশোধনীর প্রস্তাব এসেছিল– সে গণপরিষদের ভিতর থেকে হোক কিংবা বাইরে থেকেই হোক, আমরা সেগুলোকে ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করে দেখবার জন্য গণপরিষদের কাছে আবেদন জানিয়েছিলাম। এই সংশোধনীগুলো গৃহীত হলে আমরা স্বাভাবিকভাবে আজ আরও বেশি সুখী হতাম।[৯০]

বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল: 'Constitution- A covenant with the nation.' সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

The adoption of the constitution is a landmark in the history of the new nation for whose glory and salvation so much blood has been shed and the Bangabandhu has suffered so much.[৯১]

গণপরিষদে সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ১৪ নভেম্বর গণপরিষদ সদস্যবৃন্দ সংবিধানের মূল কপিতে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষর করেন। এই স্বাক্ষর প্রদান উপলক্ষে এক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। ১৯৭২ সালের ১৫ ডিসেম্বর প্রকাশিত এই সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল : 'একটি ঐতিহাসিক স্বাক্ষর'। সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের গণপরিষদের সদস্যগণ গতকাল রক্তে লেখা সংবিধান স্বাক্ষর করেছেন। এই ঐতিহাসিক দলিলে প্রতিফলিত হয়েছে বাঙালীর বহু যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষা। শাসনতন্ত্র চালু হওয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হবে এক নতুন দিগন্তের দিকে, যে দিগন্তের স্বপ্ন দেখেছি আমরা এতদিন। কেননা, এই শাসনতন্ত্রেই রয়েছে আমাদের প্রত্যাশা পূরণের অঙ্গীকার।[১২]

অবশেষে ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর সংবিধান কার্যকর হয়। এই উপলক্ষে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। ১৬ ডিসেম্বর প্রকাশিত এই সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল : 'সংবিধান কার্যকর'। সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

বাংলাদেশের সংবিধান দেশে নতুন গণতান্ত্রিক যুগের সূচনা করবে, মানুষকে দেবে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগের সুযোগ। প্রয়োগের মাঝে স্বার্থক হয়ে উঠবে এই শাসনতন্ত্র এটাই আমাদের দৃঢ় প্রত্যাশা।[১৩]

চিঠিপত্র :

সংবিধান প্রণয়ন প্রসঙ্গে একটি চিঠি প্রকাশিত হয় সংবাদ-এ। ১৯৭২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত এই চিঠির শিরোনাম ছিল : 'সব ধর্মের মানুষ সমান সুযোগ পাক'। ঢাকার শিবপুর থেকে মোহাম্মদ আহসান উল্লা এই চিঠিটি লিখেন। চিঠিতে বলা হয় :

আমাদের নবপ্রতিষ্ঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন জেনে আমরা বিশেষভাবে আশ্বস্ত হলাম। এ তিনটি নীতি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে আমাদের দেশ সুখ-সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। অতীতে ধর্মের দোহাই দিয়ে আমাদের এ অঞ্চলের মানুষের প্রতি যথেষ্ট অন্যায় অবিচার করা হয়েছে।[১৪]

প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ :

উপরের তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান প্রণয়ন ও তা কার্যকরকরণের বিষয়টি সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে স্থান লাভ করে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত খবরের কাগজগুলো বিশ্লেষণ করলে ১৯৭২ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে খসড়া সংবিধান প্রণয়ন প্রসঙ্গে নানা ধরনের খবর, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও চিঠি প্রকাশিত হতে দেখা যায়। সংবিধান প্রণয়ন বিষয়ক খবরগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রধানত দশ ধরনের খবর প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো হচ্ছে :

এক. অস্থায়ী শাসনতান্ত্রিক আদেশ জারী ও গণপরিষদ গঠন,

দুই. সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া শুরু,

তিন. খসড়া সংবিধান ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রত্যাশা,

চার. খসড়া সংবিধান কমিটি গঠন ও কমিটির তৎপরতা,

পাঁচ. বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অবিলম্বে সংবিধান দাবী,

ছয়. গণপরিষদে খসড়া সংবিধান পেশ,

সাত. গণপরিষদে খসড়া সংবিধান পেশ প্রসঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিক্রিয়া,

আট. সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাব,

নয়. গণপরিষদে খসড়া সংবিধান অনুমোদন,

দশ. সংবিধান কার্যকরকরণ।

সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকরকরণের বিভিন্ন পর্যায়ে উপরোক্ত বিষয়গুলো খবরের কাগজে বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করে। উল্লিখিত প্রায় সব খবরই প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে এবং ভাল ট্রিটমেন্ট দেয়া হয়েছে খবরগুলোকে। বেশকিছু খবর প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে উপস্থাপিত হয়েছে।

সংবিধান প্রণয়ন থেকে কার্যকরকরণ পর্যন্ত এ বিষয়ে যে খবরগুলো প্রকাশিত হয় তার মধ্যে প্রথম খবর ছিল : অস্থায়ী শাসনতান্ত্রিক আদেশ জারী ও প্রথম গণপরিষদ গঠন। ১৯৭২ সালের ১১ জানুযারি রাষ্ট্রপতি অস্থায়ী শাসনতান্ত্রিক আদেশ জারী করেন এবং এই আদেশ বলেই গঠিত হয় বাংলাদেশের প্রথম গণপরিষদ। এ খবর দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। উভয় পত্রিকা এই খবর প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশ করলেও বাংলাদেশ অবজারভার খবরটির গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য শিরোনামের হরফগুলো লাল রঙে প্রকাশ করে। পরের দিন ১৯৭২ সালের ১৩ জানুয়ারি দৈনিক বাংলা অস্থায়ী শাসনতান্ত্রিক আদেশের পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করে।

অস্থায়ী শাসনতান্ত্রিক আদেশ বলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী হন এবং সরকার গঠন করে। সরকার গঠনের পরই প্রধানমন্ত্রী এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান: খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছে। ১৯৭২ সালের ১৫ জানুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

খসড়া সংবিধান প্রণয়নের অগ্রগতি নিয়ে বার্তা সংস্থা এনা পরিবেশিত এক খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ২৯ জানুয়ারি। এই খবরে খসড়া সংবিধানের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হয়।

আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ড. কামাল হোসেন ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে তথ্য প্রকাশ করেন যে, পরবর্তী এক মাসের মধ্যে খসড়া সংবিধান তৈরির কাজ শেষ হবে। বার্তা সংস্থা বিপিআই পরিবেশিত এই খবর ১৯৭২ সালের ১১ মার্চ সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। তবে আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ড. কামাল হোসেন ঘোষিত সময়ের মধ্যে খসড়া সংবিধান প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি।

খসড়া সংবিধান প্রণয়ন চলাকালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সংবিধান সম্পর্কে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করে। এসব অভিমত সংবাদপত্রে প্রতিফলিত হয়। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী-ন্যাপ) এর প্রধান মওলানা ভাসানী সংবিধানের মূলনীতি প্রণয়নের জন্য জাতীয় সম্মেলন আয়োজনের আহ্বান জানান। বার্তা সংস্থা এনা এই খবর পরিবেশন করে। ১৯৭২ সালের ২৫ জানুয়ারি সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিও (ন্যাপ-মোজাফফর) সংবিধান প্রণয়নে দেশের সকল রাজনৈতিক দলের মতামত গ্রহণের আহ্বান জানায়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবর ১৯৭২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) খসড়া সংবিধানের মূলনীতি নির্ধারণে দেশের প্রধান তিনটি রাজনৈতিক দলের সভা আহ্বানের দাবী জানায়। প্রস্তাবিত তিনটি দল ছিল : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-মোজাফফর)। ১৯৭২ সালের ২ এপ্রিল এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

খসড়া সংবিধান প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠনের জন্য ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করা হয়। এই অধিবেশনে গণপরিষদের ৩৪ জন সদস্য সংবলিত খসড়া সংবিধান কমিটি গঠন করা হয়। গণপরিষদের দু'দিনব্যাপী এই অধিবেশনের প্রথম দিনের খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১১ এপ্রিল। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবক'টি পত্রিকা ফলাও করে প্রকাশ করে এই খবর। সব পত্রিকাই নিজস্ব আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশ করে। খবরটি তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার।

গণপরিষদে ১৯৭২ সালের ১১ এপ্রিল খসড়া শাসনতন্ত্র কমিটি গঠিত হয়। কমিটি গঠনের পরই গণপরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়ে যায়। এই খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১২ এপ্রিলের সংবাদপত্রে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবক'টি পত্রিকাই নিজস্ব আইটেম হিসেবে এই খবর প্রকাশ করে। খবরটি সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে বাংলাদেশ অবজারভার।

খসড়া সংবিধান কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালের ১৭ এপ্রিল। এই বৈঠকে খসড়া সংবিধানের ব্যাপারে বিভিন্ন মহলের সুপারিশ আহ্বানের সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৭২ সালের ১৮ এপ্রিল এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

এক মাসের মধ্যেই খসড়া সংবিধান কমিটি সংবিধানের একটি খসড়া কাঠামো তৈরি করে। এই খসড়াটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে মন্ত্রি পরিষদের তিনদিনব্যাপী এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭২ সালের ২৭, ২৮ ও ২৯ মে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী এবং খসড়া সংবিধান কমিটির চেয়ারম্যান ড. কামাল হোসেন ১৯৭২ সালের ১০ জুন বার্তা সংস্থা এনাকে জানান : খসড়া সংবিধান প্রণয়নের কাজ শেষ হয়েছে। ১১ জুন খসড়া সংবিধান কমিটি প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে খসড়ার বিভিন্ন বিষয় তাকে অবহিত করেন। এই খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সারের ১২ জুনের সংবাদপত্রে।

তবে ১৯৭২ সালের ১০ জুন আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ড. কামাল হোসেন খসড়া সংবিধান প্রণয়নের কাজ শেষ হয়েছে বললেও প্রকৃতপক্ষে খসড়াটি প্রণয়নের চূড়ান্ত কাজ শেষ হয় আরও চার মাস পর ১৯৭২ সালের ৮ অক্টোবর। ৯ অক্টোবর এই খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয় : খসড়া সংবিধান কমিটি ৭০তম বৈঠকে খসড়া সংবিধান প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত করেছেন। কমিটি সর্বমোট ২৮০ ঘণ্টা ধরে আলোচনা করেছে।

খসড়া সংবিধান কমিটি গঠনের দীর্ঘ ছয় মাস পর খসড়া সংবিধান প্রণীত হয়। এই দীর্ঘ সময়ে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো কিছুটা অসহিষ্ণু হয়ে উঠে। দলগুলো দ্রুত সংবিধান প্রণয়নের দাবী জানাতে থাকে। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-মোজাফফর) এক সাংবাদিক সম্মেলনে অবিলম্বে সংবিধান প্রণয়ন করে তা জনসমক্ষে প্রকাশ করার দাবী জানিয়ে বলে : সংবিধানের এমন কোনো ধারা সন্নিবেশিত করা যাবে না যা দেশের মূল লক্ষ্য সমাজতন্ত্রে উত্তরণে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। ১৯৭২ সালের ৭ জুলাই এ খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী) ১৯৭২ সালের ৮ অক্টোবরের মধ্যে সংবিধান প্রণয়নের জন্য দাবী জানায় এবং অন্যথায় নিজেরাই সংবিধান প্রণয়ন করে তা গ্রহণের দাবীতে আন্দোলনে নামার ঘোষণা দেয়। এই খবর ১৯৭২ সালের ৩১ জুলাই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

অবশেষে খসড়া সংবিধান পেশ করার জন্য ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর গণপরিষদের অধিবেশন ডাকা হয়। অধিবেশন আহ্বানের এই খবর ১৯৭২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই খবর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সব পত্রিকায় গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয়। খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা।

গণপরিষদ অধিবেশনে খসড়া সংবিধান পেশের প্রাক্কালে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের দু'দিনব্যাপী সভায় খসড়া সংবিধানটির খুঁটিনাটি বিষয় পুংখানুপুংখভাবে পরীক্ষা করা হয়। ১৯৭২ সালের ৯ এবং ১০ অক্টোবর এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। উভয় দিনের খবর সংবাদপত্রে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয় এবং গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলো খবরটি নিজস্ব আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। প্রথম দিনের সভার খবর ১৯৭২ সালের ১০ অক্টোবর সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয় বাংলাদেশ অবজারভারে।

খসড়া সংবিধান নিয়ে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের দ্বিতীয় দিনের সভার খবর প্রথম দিনের তুলনায় কম গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয়। ১৯৭২ সালের ১১ অক্টোবর প্রকাশিত এই খবর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা।

খসড়া সংবিধান বিল আকারে পেশ করার জন্য ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর শুরু হয় গণপরিষদের অধিবেশন। এই অধিবেশন শুরুর খবরটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলো নিজস্ব আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। সব সংবাদপত্রেই গুরুত্ব দিয়ে খবরটি প্রকাশিত হয়। তবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে বাংলাদেশ অবজারভার। দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার উভয় পত্রিকাই খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশ করলেও বাংলাদেশ অবজারভার খবরের গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য শিরোনামের হরফগুলো লাল রঙে প্রকাশ করে।

গণপরিষদে খসড়া সংবিধান পেশের খবর ফলাও করে প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১৩ অক্টোবর। মূল খবর ছাড়াও খসড়া সংবিধান সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তব্যভিত্তিক একটি খবরও সব পত্রিকায় গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয়। এছাড়া খসড়া সংবিধান নিয়ে আরো কিছু খবরও প্রকাশিত হয় এদিনের পত্রিকায়। এ সংক্রান্ত সবগুলো খবরই নিজস্ব আইটেম হিসেবে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হয়। গণপরিষদে খসড়া সংবিধান পেশ করার খবর দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারে তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব পায়। অপরদিকে খসড়া সংবিধান সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য ভিত্তিক খবরটি সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। দৈনিক বাংলা এই খবর প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে ব্যানার আইটেম ও লাল রঙ এর বক্সের মধ্যে প্রকাশ করে এবং শিরোনামের হরফগুলোও লাল রঙে প্রকাশ করে।

খসড়া সংবিধান গণপরিষদে পেশের ঘটনায় সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে বিবৃতি প্রদান করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। কোনো কোনো রাজনৈতিক দল খসড়া সংবিধানের সমালোচনাও করে। ১৯৭২ সালের ১৫ অক্টোবর বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির বিবৃতিভিত্তিক এক খবরে খসড়া সংবিধান গণপরিষদে পেশ হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। বিবৃতিতে মন্তব্য করা হয় যে, বর্তমান খসড়া দেশে সংবিধানরূপে গৃহীত হয়ে সঠিকভাবে কার্যকরী হলে কতগুলো ত্রুটি সত্ত্বেও এর মাধ্যমে ও সহায়তায় দেশ ও সমাজ প্রগতির পথে অগ্রসর হতে পারবে।

১৯৭২ সালের ১৭ অক্টোবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ-মোজাফফর) বিবৃতিভিত্তিক খবরে নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের জন্য খসড়া সংবিধান প্রণয়নকে নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করা হয়।

অন্যদিকে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী) ১৯৭২ সালের ২১ অক্টোবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে খসড়া সংবিধান সম্পর্কে মন্তব্য করে যে, এই সংবিধান জনগণের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধানে ব্যর্থ হয়েছে। খসড়া সংবিধানের ব্যাপারে গণভোট অনুষ্ঠানের আহ্বান জানায় এই দল।

লেলিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টি খসড়া সংবিধান সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে এই সংবিধানকে 'ফ্যাসিবাদের দানব' অভিহিত করে। ১৯৭২ সালের ১৯ অক্টোবর পার্টির সাংবাদিক সম্মেলনের এক খবরে এই তথ্য প্রকাশিত হয়।

১৯৭২ সালের ১৯ অক্টোবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল খসড়া সংবিধান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলে: এই সংবিধান চালু হলে দেশে শ্রেণী শোষণ অব্যাহত থাকবে।

খসড়া সংবিধান সম্পর্কে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমালোচনা ও মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন যে, খসড়া সংবিধানে যে কোনো যৌক্তিক সংশোধনী গ্রহণ করা হবে। ১৯৭২ সালের ১৮ অক্টোবর সংবাদপত্রে এই খরব প্রকাশিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল খসড়া সংবিধানের বেশ কিছু সংশোধনীর প্রস্তাব তুলে ধরে। সংবাদপত্রে এসব সংশোধনীর প্রস্তাব বিষয়ক খবর প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) এক সাংবাদিক সম্মেলনে খসড়া সংবিধানকে তাদের ভাষায় পূর্ণ গণতান্ত্রিক করার জন্য এগারটি সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করে। ১৯৭২

Dhaka University Institutional Repository
সালের ১৯ অক্টোবর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। পরে ১৯৭২ সালের ২৫ অক্টোবর সংবিধান সংশোধনীর দাবী আদায়ের লক্ষ্যে সিপিবি দাবী দিবস পালন করে। ২৬ অক্টোবর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

গণপরিষদের ভেতরে ও বাইরে খসড়া সংবিধানে কিছু সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-মোজাফফর)। প্রথম গণপরিষদে একমাত্র বিরোধী দলীয় সদস্য ছিলেন ন্যাপ-মোজাফফর এর সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। গণপরিষদে খসড়া সংবিধানের বেশক'টি সংশোধনী প্রস্তাব তুলে ধরেন তিনি। কিন্তু সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত অভিযোগ করেন, তাঁর সংশোধনী প্রস্তাব গণপরিষদে আলোচনাই হয়নি। এ খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১৫ অক্টোবর। ন্যাপ-মোজাফফর পরে খসড়া সংবিধানের সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণের দাবীতে দাবী দিবসও পালন করে। ১৯৭২ সালের ৩০ অক্টোবর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

শুধু রাজনৈতিক দল নয়, মহিলা আসন সংরক্ষণ ও মহিলা আসনে নির্বাচন পদ্ধতির দাবীতে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদও সংবিধান সংশোধনের দাবী জানায়। ১৯৭২ সালের ২০ অক্টোবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে দেখা যায় : বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ তাদের দাবী আদায়ের জন্য বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করে।

১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদে খসড়া সংবিধান পাস হওয়ার পরদিন ৫ নভেম্বর সংবাদপত্রে ফলাও করে এই খবর প্রকাশিত হয়। সব পত্রিকাই নিজস্ব আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশ করে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকার মধ্যে দৈনিক বাংলা, সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে ব্যানার আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। তবে দৈনিক বাংলা খবরটির গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য শিরোনামের হরফগুলো লাল রঙে প্রকাশ করে।

সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত হওয়ায় রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন মহল তাদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে। ১৯৭২ সালের ৬ নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে দেখা যায়, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-মোজাফফর) খসড়া সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত হওয়ায় সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। বার্তা সংস্থা বিপিআই পরিবেশিত এই খবরে ন্যাপ-মোজাফফর বলে যে, সংবিধান গ্রহণ আমাদের জাতীয় ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বিশ্বের অপরাপর শাসনতন্ত্রের মত যদিও এ সংবিধানেও কিছু কিছু ত্রুটি রয়েছে, তথাপি জনগণ দেশে গণতান্ত্রিক নীতিমালা অনুশীলনের সুযোগ লাভ করবে।

গণপরিষদে সংবিধান গৃহীত হওয়ায় ১৯৭২ সালের ৭ নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিক্রিয়ায় বলা হয় : এই সংবিধানের মাধ্যমে দেশের কল্যাণের জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন প্রয়োজন।

গণপরিষদে সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ১৪ নভেম্বর পরিষদের সদস্যরা সংবিধানের মূলকপিতে স্বাক্ষর করেন। পরদিন ১৫ নভেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। এই খবর দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব লাভ করে।

১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান চালু হয়। এই সংবিধান চালুর সঙ্গে সঙ্গে প্রথম গণপরিষদের বিলুপ্তিও ঘটে। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। খবরটি তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে।

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকরকরণ বিষয়ে বেশকিছু সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকশিত হয়েছে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায়। সম্পাদকীয়গুলোর মধ্যে কয়েকটি প্রকাশিত হয় খসড়া সংবিধান প্রণয়নকালে। এই সম্পাদকীয়গুলোতে সংবিধান কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে কিছু সুপারিশ ও পরামর্শ দেয়া হয়। অন্যদিকে সংবিধান প্রণয়নের পর সরকারকে অভিনন্দন জনিয়েও কিছু সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে : এ প্রসঙ্গে দু'টি সম্পাদকীয় দৈনিক বাংলা প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করে। প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় প্রকাশ অবশ্যই একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা।

খসড়া সংবিধান প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠনের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল প্রথম গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। এই গণপরিষদকে উদ্দেশ্য করে ১৯৭২ সালের ১১ এপ্রিল প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক স্মরণ করিয়ে দেয় যে, প্রথম গণপরিষদে কোনো বিরোধী দল নেই। তাই সংবিধান প্রণয়ন প্রসঙ্গে গণপরিষদের বাইরের রাজনৈতিক দলগুলোর মতামতকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত। তা না হলে এই গণপরিষদের সিদ্ধান্ত পরবর্তী সময় আওয়ামী লীগকে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন করবে।

দৈনিক ইত্তেফাক খসড়া সংবিধান প্রণয়নের ব্যাপারে কিছু পরামর্শ দেয়া জন্য ১৯৭২ সালের ৩ মে আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এই সম্পাদকীয়তে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সময় বিগত দিনের শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে আন্দোলনের তাৎপর্যের প্রতিফলনের বিষয়টি লক্ষ্য রাখার পরামর্শ দেয়া হয়। একই সঙ্গে সংবিধানে এমন ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়, যাতে গণতান্ত্রিক শাসন কার্যকর হয়।

খসড়া সংবিধান প্রণয়ন প্রসঙ্গে ১৯৭২ সালের ২ আগস্ট একটি উপ-সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। এই উপ-সম্পাদকীয়তে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সরকারী নীতির প্রতিফলন সংবিধানে প্রত্যাশা করা হয়।

Kamrul-4

Dhaka University Institutional Repository
খসড়া সংবিধান প্রণয়নকালে সংবাদও একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। ১৯৭২ সালের ১৮ আগস্ট প্রকাশিত এই সম্পাদকীয়তে সংবাদ খসড়া শাসনতন্ত্র কমিটির কার্যক্রম নিয়মিতভাবে জনসমক্ষে প্রকাশ করার সুপারিশ করে। এর মাধ্যমে খসড়া সংবিধান সম্পর্কে দেশবাসীর নানা জল্পনা-কল্পনা ও বিতর্কের অবসান ঘটবে বলে মন্তব্য করে সংবাদ।

খসড়া সংবিধান বিল আকারে পেশ করার জন্য ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর শুরু হয় গণপরিষদের অধিবেশন। এই দিনটিকে জাতীয় জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন বর্ণনা করে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। এই সম্পাদকীয়তে খসড়া সংবিধান সম্পর্কে গণপরিষদের ভেতরে এবং বাইরে আলাচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে সংবিধানকে আরো নিখুঁত ও গণমুখী করার পরামর্শ দেয়া হয়।

একই দিন ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর দৈনিক ইত্তেফাকেও এ প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয়তেও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংবিধানের ক্রটি-বিচ্যুতি দূর করার পরামর্শ দেয়া হয়। তবে খসড়া সংবিধান নিয়ে অহেতুক বিতর্ক করে সংবিধান কার্যকরকরণে বিঘ্ন সৃষ্টি না করার জন্যও সংশ্লিষ্ট মহলকে পরামর্শ দেয়া হয়।

গণপরিষদে খসড়া সংবিধান পেশ করা হয় ১৯৭২ সালের ১৩ অক্টেবর। পরদিন ১৪ অক্টোবর দৈনিক বাংলা এ বিষয়ে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে গণপরিষদে পেশকৃত খসড়া সংবিধানের খুঁটিনাটি সব বিষয় বিস্তারিত আলেচনার মাধ্যমে এর দোষ-ক্রটি দূর করার পরামর্শ দেয়। এতে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে যে, সংবিধান প্রণয়ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও তা কার্যকর ও বাস্তবায়নের উপর নির্ভর করবে এর সাফল্য।

একই দিন ১৯৭২ সালের ১৪ অক্টোবর বাংলাদেশ অবজারভারও একটি সম্পাদকীয়তে আশা প্রকাশ করে যে, খসড়া সংবিধান বিলের উপর গণপরিষদে বিতর্ক হবে এবং সব সদস্যের এই সংবিধান সংশোধনীর প্রস্তাব আনার অধিকার থাকবে।

সংবাদ-এ খসড়া সংবিধানকে অভিনন্দন জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৭২ সালের ১৫ অক্টোবর। সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে যে, খসড়া সংবিধানে কিছু দোষ-ক্রটি আছে এবং এসব দোষ-ক্রটি সংশোধনের জন্য সম্পাদকীয়তে গণপরিষদ সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

খসড়া সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনীর সুপারিশ করে দৈনিক ইত্তেফাকও সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৭২ সালের ১৯ অক্টোবর। এতে দৈনিক ইত্তেফাক বলে : সময়ের প্রয়োজনে ভবিষ্যতে সংবিধান সংশোধনের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিতে এখনই যেসব সংশোধনী প্রয়োজন তা ভবিষ্যতের জন্য ফেলে না রাখার পরামর্শ দেয়া হয় এই সম্পাদকীয়তে।

সংবাদ খসড়া সংবিধানের সংশোধনী প্রসঙ্গে পুনরায় একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৭২ সালের ২১ অক্টোবর। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়: গণপরিষদে খসড়া সংবিধান পেশ করার পর শুধু রাজনৈতিক দল নয়, সমাজের নানা স্তরের ব্যক্তিরা সংবিধান সম্পর্কে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এই সব অভিমতের ভিত্তিতে খসড়া সংবিধানকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়ার পরামর্শ দেয় সংবাদ। সম্পাদকীয়তে প্রত্যাশা করা হয়, গণপরিষদের চলমান অধিবেশনেই সংবিধান প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হবে।

১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদের খসড়া সংবিধান পাশ হয়। পরদিন ৫ নভেম্বর দৈনিক বাংলা প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে জাতিকে সংবিধান উপহার দেয়ায় গণপরিষদ সদস্যদের অভিনন্দন জানায়। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি।

গণপরিষদের খসড়া সংবিধান আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হওয়ায় সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভার ১৯৭২ সালের ৬ নভেম্বর। দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে যে, সংবিধান প্রণয়নের কৃতিত্বের দাবীদার আওয়ামী লীগ হলেও এর অংশীদার আসলে পুরো জাতি। সংবাদ-এর সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, সংবিধানে মুক্তিযুদ্ধের আদের্শের পুরো প্রতিফলন ঘটেনি। সংবিধানের বিভিন্ন ধারার উৎকর্ষ সাধনের জন্য যে সব সংশোধনী প্রস্তাব এসেছিল তা যাচাই-বাছাই করে গ্রহণ করার অবকাশ ছিল বলে মন্তব্য করা হয় সম্পাদকীয়তে। আর বাংলাদেশ অবজারভার সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে যে, গণপরিষদে সংবিধান গৃহীত হওয়া নতুন জাতির জন্য এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এর মাধ্যমে বাঙ্গালী জাতির পঁচিশ বছরের স্বপ্ন পূর্ণ হলো।

গণপরিষদে সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ১৪ নভেম্বর গণপরিষদ সদস্যবৃন্দ সংবিধানের মূল কপিতে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষর করেন। এই স্বাক্ষর প্রদান অনুষ্ঠান উপলক্ষে ১৯৭২ সালের ১৫ ডিসেম্বর প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে যে, গণপরিষদ সদস্যদের এই স্বাক্ষর প্রদানের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে সংবিধান চালু হবে। আর এই সংবিধানের মধ্যদিয়েই বাঙ্গালী জাতির স্বপ্ন ও প্রত্যাশা পূরণের দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর সংবিধান কার্যকর হলে এ উপলক্ষে ঐদিনই প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মাত্র এক বছরের মধ্যে দেশের সংবিধান প্রণয়ন ও চালু করায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সহকর্মীদের অভিনন্দন জানায়। দৈনিক বাংলা আশা প্রকাশ করে, সংবিধান কার্যকরকরণ ও প্রয়োগের মধ্য দিয়ে দেশে গণতান্ত্রিক যুগের সূচনা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সংবিধান প্রণয়ন প্রসঙ্গে *সংবাদ*-এ ১৯৭২ সালে ৬ ফেব্রুয়ারি একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। এই চিঠিতে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করায় সরকারকে অভিনন্দন জানানো হয়। পাকিস্তানী শাসনামলের প্রতি ইঙ্গিত করে চিঠিতে মন্তব্য করা হয় যে, ইতোপূর্বে ধর্মের নামে বাঙ্গালীদের উপর অন্যায়-অবিচার করা হয়েছে। নতুন সংবিধানে এই নীতি থেকে জাতি মুক্তি পাবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।

সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকরকরণ শীর্ষক এই ইস্যুর সার্বিক তথ্য বিশ্লেষণ থেকে বলা যায়, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে নতুন সংবিধান প্রণয়ন ও তা কার্যকরকরণের বিষয়টি সংবাদপত্রে সেই সময় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে পরিণত হয়। ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি অস্থায়ী শাসনতান্ত্রিক আদেশ জারী করেন এবং এই আদেশবলে বাংলাদেশের প্রথম গণপরিষদ গঠিত হয়। ঐ আদেশবলেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী হন এবং সরকার গঠন করেন। এরপরই সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের কাজ শুরু হয়ে যায়। খসড়া সংবিধান প্রণয়নের জন্য কমিটি গঠিত হয় এবং এই কমিটির কর্মতৎপরতার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অবিলম্বে সংবিধান দাবীর পাশাপাশি খসড়া সংবিধান সম্পর্কে তাদের বিভিন্ন প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটে সংবাদপত্রে। গণপরিষদে খসড়া সংবিধান পেশের পর এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিক্রিয়া ও কিছু সংশোধনী প্রস্তাব পেশের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদে খসড়া সংবিধান পাস হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর থেকে সংবিধান চালু হয়। ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া শুরুর পর থেকে ডিসেম্বর তা কার্যকর হওয়া পর্যন্ত এ প্রসঙ্গে নানা ধরনের খবর সংবাদপত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। খবরের পাশাপাশি উল্লিখিত সময়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বেশকিছু সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয়ও প্রকাশিত হয়েছে।

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত খবরের কাগজগুলোতে খসড়া সংবিধান প্রণয়ন প্রসঙ্গে প্রকাশিত সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয়তে মূলত দুই ধরনের অভিমত প্রতিফলিত হয়েছে। প্রথমত: সংবিধান প্রণয়নকালে সংবিধান কেমন হওয়া উচিত, কি কি বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া উচিত– এসব প্রসঙ্গে পরামর্শ। দ্বিতীয়ত: খসড়া সংবিধান প্রণয়ন সমাপ্ত ও গণপরিষদে পেশের পর এর দোষ-ক্রটি দূর করার পরামর্শ এবং রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন মহলের সংশোধনী প্রস্তাব বিবেচনার সুপারিশ। আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে: সংশ্লিষ্ট কিছু সম্পাদকীয় স্বাভাবিক নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে।

সংবিধান প্রসঙ্গে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত খবরের কাগজের সম্পাদকীয়গুলোর মধ্যে ঐক্যের সুরই লক্ষ্য করা গেছে।

তথ্য সূত্র :

১. *দৈনিক বাংলা*, ১২ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১২ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১২ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৪. *সংবাদ*, ১২ জানুয়ারি ১৯৭২ পৃ. ১
৫. *দৈনিক বাংলা*, ১৩ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৬
৬. *দৈনিক বাংলা*, ১৫ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৮. *সংবাদ*, ২৯ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১০. *দৈনিক বাংলা*, ২৫ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১১. *দৈনিক বাংলা*, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১
১৩. *দৈনিক বাংলা*, ১১ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১
১৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১১ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১
১৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১
১৬. *সংবাদ*, ১১ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১
১৭. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১২ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১
১৮. *দৈনিক বাংলা*, ১২ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১
১৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১২ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১
২০. *সংবাদ*, ১২ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১
২১. *সংবাদ*, ১৮ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১
২২. *দৈনিক বাংলা*, ১৯ মে ১৯৭২, পৃ. ১
২৩. *সংবাদ*, ১১ জুন ১৯৭২, পৃ. ১
২৪. *সংবাদ*, ১২ জুন ১৯৭২, পৃ. ১
২৫. *দৈনিক বাংলা*, ৯ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
২৬. *সংবাদ*, ৭ জুলাই ১৯৭২, পৃ. ১
২৭. *সংবাদ*, ৩১ জুলাই ১৯৭২, পৃ. ১
২৮. *দৈনিক বাংলা*, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
২৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৩০. *সংবাদ*, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৩১. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৩২. *বাংলাদেশ অবজারভার*,১০ অক্টোবর ১৯৭২,পৃ. ১
৩৩. *দৈনিক বাংলা*, ১০ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৩৪. *সংবাদ*, ১০ অক্টোবর ১৯৭২,পৃ. ১
৩৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৩৬. *দৈনিক বাংলা*, ১১ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৩৭. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১১ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৩৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১

Kamrul-4

Dhaka University Institutional Repository

৩৯. *সংবাদ*, ১১ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৪০. *দৈনিক বাংলা*, ১২ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৪১. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১২ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৪২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১২ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৪৩. *সংবাদ*, ১২ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৪৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৪৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৩ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৪৬. *দৈনিক বাংলা*, ১৩ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৪৭. *সংবাদ*, ১৩ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৪৮. *দৈনিক বাংলা*, ১৩ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৪৯. *সংবাদ*, ১৩ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৫০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৫১. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৩ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৫২. *দৈনিক বাংলা*, ১৫ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৫৩. *সংবাদ*, ১৭ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৫৪. *দৈনিক বাংলা*, ২১ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৫৫. *সংবাদ*, ১৯ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৫৬. *দৈনিক বাংলা*, ১৯ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৫৭. *সংবাদ*, ১৮ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৫৮. *সংবাদ*, ১৯ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৫৯. *সংবাদ*, ২৬ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৬০. *সংবাদ*, ১৫ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৬১. *সংবাদ*, ৩০ অক্টোবর ১৯৭২,পৃ. ১
৬২. *সংবাদ*, ২০ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৬৩. *দৈনিক বাংলা*, ৫ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৬৪. *সংবাদ*, ৫ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৬৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ নভেম্বর ১৯৭২,পৃ. ১
৬৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৫ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৬৭. *সংবাদ*, ৬ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৬৮. *সংবাদ*, ৭ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৬৯. *দৈনিক বাংলা*, ১৫ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৭০. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৫ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৭১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৫ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৭২. *সংবাদ*, ১৫ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৭৩. *দৈনিক বাংলা*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৭৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৭৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৭৬. *সংবাদ*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৭৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ.২
৭৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ মে ১৯৭২, পৃ. ২
৭৯. *দৈনিক বাংলা*, ২ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ৫
৮০. *সংবাদ*, ১৮ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ৪
৮১. *দৈনিক বাংলা*, ১২ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ৫
৮২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১২ অক্টোবর ১৯৭২,পৃ. ২
৮৩. *দৈনিক বাংলা*, ১৪ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৮৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৪ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ৫
৮৫. *সংবাদ*, ১৫ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ৪
৮৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ২
৮৭. *সংবাদ*, ২১ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ৪
৮৮. *দৈনিক বাংলা*, ৫ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৮৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ২
৯০. *সংবাদ*, ৬ নবেম্বর ১৯৭২, পৃ. ৪
৯১. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৬ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ৫
৯২. *দৈনিক বাংলা*, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ৫
৯৩. *দৈনিক বাংলা*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ৫
৯৪. *সংবাদ*, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৪

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচ. প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

স্বাধীনতার পর দেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ একটি রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে উঠেছিল। এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ। তবে ১৯৭২ সালের মাঝামাঝি সময় থেকেই সংবাদপত্রে এই নির্বাচন প্রসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের খবর প্রকাশিত হয়।

রিপোর্ট :

ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ নিয়ে নির্বাচন সংক্রান্ত খবর সংবাদপত্রে প্রকাশ শুরু হয়। ১৯৭২ সালের ৩০ জুলাই এ প্রসঙ্গে একটি খবর প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। এক্সক্লুসিভ আইটেম হিসেবে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এই খবরে জানানো হয়: সাধারণ নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা তৈরি ও নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণের লক্ষ্যে দু'টি অর্ডিন্যান্স তৈরি হচ্ছে। প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'এরপর কমিশনের কাজ শুরু হবে : সাধারণ নির্বাচনের জন্য দুটি অর্ডিন্যান্স তৈরি হচ্ছে'। এতে বলা হয়:

> *ভোটার তালিকা প্রণয়ন অর্ডার ও নির্বাচনী বিধি সম্পর্কে দুটি অর্ডিন্যান্স তৈরী করা হচ্ছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে। এই অর্ডিন্যান্স দুটি দ্বারা নির্বাচনী কমিশনকে ভোটার তালিকা তৈরী এবং নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণের ক্ষমতা দেয়া হবে। এই অর্ডিন্যান্স দুটো জারি হলেই কমিশন প্রয়োজনীয় কাজ শুরু করবেন।*[১]

এরপর একমাস পর ভোটার তালিকা আদেশ জারি হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস খবরটি পরিবেশন করে। ১৯৭২ সালের ৩০ আগস্ট সংবাদপত্রে খবরটি প্রকাশিত হয়। খবরটি সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আঠারো বছরের প্রত্যেক নাগরিকই সাধারণ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে : নয়া ভোটার তালিকা আদেশ জারি'। এই খবরে বলা হয়:

> *গতকাল মঙ্গলবার রাষ্ট্রপ্রধান বিচারপতি জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী বাংলাদেশ ভোটার তালিকা আদেশ ১৯৭২ নামে একটি নয়া আদেশ জারী করেছেন। এই আদেশ অবিলম্বে বলবৎ হবে।*[২]

দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল: 'ভোটার তালিকা প্রণয়নের আদেশ জারি ॥ দালালদের ভোটাধিকার বাতিল'।[৩] সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ শিরোনাম ছিল: 'ভোটার তালিকা আদেশ ॥ ভোটারের সর্বনিম্ন বয়ঃসীমা ১৮ বছর'।[৪] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Electoral Rolls Order Promulgated.'[৫]

এরপর ভোটার তালিকা প্রণয়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়। সংবাদ ১৯৭২ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এক এক্সক্লুসিভ আইটেমে জানায়, ১৯৭২ সালের অক্টোবরের প্রথম দিন থেকে ভোটার তালিকা প্রণয়ন শুরু হবে। প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশ করে সংবাদ। শিরোনাম ছিল : 'পহেলা অক্টোবর থেকে ভোটার তালিকা প্রণয়ন শুরু : মার্চে নির্বাচন হতে পারে'। এই খবরে বলা হয় :

> *বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে আগামী পহেলা অক্টোবর থেকে ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু হবে বলে বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জানা গেছে। আগামী মার্চের শেষের দিকে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সম্ভাবনাকে সামনে রেখেই ভোটার তালিকার কাজ শুরু হচ্ছে।*[৬]

সংবাদ-এ প্রকাশিত এই খবরের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায় ১৯৭২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বেতার ভাষণের মধ্য দিয়ে। এই ভাষণে প্রধান নির্বাচন কমিশনার আনুষ্ঠানিকভাবে জানান যে, ১৯৭২ সালের ১ অক্টোবর থেকে ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু হবে। ১৮ সেপ্টেম্বর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবক'টি পত্রিকায় গুরুত্বের সঙ্গে খবরটি প্রকাশিত হয়। তবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবর দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'মুক্ত সৎ নিরপেক্ষ পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানই লক্ষ্য : প্রধান নির্বাচনী কমিশনারের বেতার ভাষণ ॥ পয়লা অক্টোবর থেকে ভোটার গণনা শুরু'। এই খবরে বলা হয় :

> *গতকাল রোববার প্রধান নির্বাচনী কমিশনার বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ ইদ্রিস দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্যে ভোটার তালিকা প্রণয়নের কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন। গতকাল রাত আটটায় বাংলাদেশ বেতারে ভোটার তালিকা প্রণয়ন কর্মসূচী ঘোষণা প্রসঙ্গে প্রধান নির্বাচনী কমিশনার প্রকাশ করেন যে, আগামী পয়লা অক্টোবর থেকে ভোটার গণনা ও ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু হবে।*[৭]

সংবাদ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'পহেলা অক্টোবর থেকে ভোটার তালিকা প্রণয়ন শুরু'।[৮] বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'Election Preparation Starts ॥ Voters' List from Oct. 1'.[৯] দৈনিক ইত্তেফাক খবরটি প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : '১লা অক্টোবর হইতে ভোটার তালিকা প্রণয়ন'।[১০]

১৯৭২ সালের ১ অক্টোবর থেকে ভোটার তালিকা প্রণয়ন শুরু হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস ও এনা পরিবেশিত এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় খবরটি। শিরোনাম ছিল: 'আজ থেকে ভোটার গণনা : বঙ্গবন্ধু তালিকাভুক্ত হবেন সকাল ১১টায়'। এই খবরে বলা হয় :

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি পর্বে আজ রোববার থেকে ভোটার তালিকাভুক্তি শুরু হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু ভোটার হিসেবে আজ সকাল ১১টায় প্রথম তালিকাভুক্ত হবেন। রাষ্ট্রপ্রধানের ভোটার তালিকা আদেশ এবং সরকারের ভোটার তালিকা আইন অনুযায়ী নতুনভাবে এই তালিকা প্রণয়ন করা হচ্ছে।[১১]

১৯৭২ সালের ২০ নভেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা এনা পরিবেশিত এই খবর ২১ নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ ॥ ৩ কোটি ৫১ লাখ ১৯ হাজার ভোটার তালিকাভুক্ত'। এতে বলা হয়:

আজ প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকায় সারাদেশে সর্বমোট তিন কোটি একান্ন লাখ উনিশ হাজার আটশ' নয়জনের নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার জাস্টিস মোহাম্মদ ইদ্রিস 'এনা'কে জানিয়েছেন যে, যোগাযোগের অসুবিধার জন্য গতকাল পর্যন্ত চারটি মহকুমার ভোটার তালিকা পাওয়া সম্ভব হয়নি।[১২]

এরপর ১৯৭৩ সালের ৩০ জানুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়। পরদিন ৩১ জানুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা এনা পরিবেশিত এ খবর সংবাদে প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ ॥ সোমবার মনোনয়নপত্র দাখিল'। এতে বলা হয় :

গতকাল মঙ্গলবার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশে আসন্ন প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রথম পর্যায় পূর্ণ হলো। আর আজ থেকেই শুরু হলো নির্বাচন অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়– যার সমাপ্তি ঘটবে ভোট গ্রহণের আয়োজন আর নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার মাধ্যমে।[১৩]

বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : '3.5 Cr. Voters in final list'.[১৪] দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। দৈনিক ইত্তেফাকের শিরোনাম ছিল : 'চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ ॥ নির্বাচনী প্রস্তুতির ১ম পর্যায় সমাপ্ত'। সংবাদ-এর শিরোনাম ছিল : 'চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত'।[১৫]

এর এক মাস আগেই ১৯৭২ সালের ৩০ ডিসেম্বর নির্বাচনী এলাকা সমূহের তালিকা প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন। পরদিন ৩১ ডিসেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস ও বিপিআই পরিবেশিত এই খবর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয় দৈনিক বাংলায়। এই পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম লীড আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'নির্বাচনী এলাকার তালিকা প্রকাশিত : সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে প্রধান নির্বাচনী কমিশনার ॥ অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা হচ্ছে'। এতে বলা হয় :

বাংলাদেশ নির্বাচনী কমিশন প্রথম সাধারণ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে তিনশ' নির্বাচনী এলাকার তালিকা প্রকাশ করেছেন। নির্বাচন ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ অনুষ্ঠিত হবে।[১৭]

সংবাদ খবরটি প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লীড ও বক্স আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল : '১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থাপনা সমাপ্ত হবে ॥ বাংলাদেশ নির্বাচনী কমিশন কর্তৃক ৩শ' নির্বাচনী এলাকার তালিকা প্রকাশ'।[১৮] দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল : 'নির্বাচনী এলাকা ঘোষণা'।[১৯] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল : 'List of 300 constituencies Published'.[২০]

১৯৭৩ সালের ৭ জানুয়ারি নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেয় যে, ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলো এই খবর গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করে পরদিন ৮ জানুয়ারি। দৈনিক বাংলা ছাড়া বাকি তিনটি পত্রিকায় বার্তা সংস্থা এনা ও বিএসএস পরিবেশিত খবর প্রকাশিত হয় এবং তিনটি পত্রিকাই খবরটিকে একই রকম ট্রিটমেন্ট দেয়। তিনটি পত্রিকাতেই খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'নির্বাচন নিরপেক্ষ হইবে : কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া হইবে না : ন্যায়নীতি ও সততা বজায় থাকিবে ॥ নির্বাচনের চূড়ান্ত কর্মসূচী'।[২১] বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত খবরের শিরোনাম ছিল : 'None interferes in our work : Justice Idrees ॥ Complete impartiality in polls assured.'[২২] সংবাদ-এর শিরোনাম ছিল : 'নির্বাচন অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও নিরপেক্ষ হওয়া চাই : বিচারপতি ইদ্রিস ॥ নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা'। সংবাদ-এ প্রকাশিত খবরে লেখা হয় :

প্রধান নির্বাচনী কমিশনার বিচারপতি জনাব এম ইদ্রিস আজ রাতে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছেন। দিনক্ষণ অনুযায়ী প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ ৫ই ফেব্রুয়ারি ধার্য করা হয়েছে। বাংলাদেশ বেতার থেকে দেশবাসীর উদ্দেশে প্রচারিত বেতার বক্তৃতায় প্রধান নির্বাচনী কমিশনার বলেন যে, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের মাটিতে আগামী ৭ই মার্চ প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।[২৩]

অন্যদিকে দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম লীড ও নিজস্ব আইটেম হিসেবে স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত খবর প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: '৫ই ফেব্রুয়ারি মনোনয়নপত্র দাখিল: শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহযোগিতা কামনা ॥ নির্বাচন কর্মসূচী ঘোষণা'। এই খবরে বলা হয় :

Dhaka University Institutional Repository

প্রধান নির্বাচনী কমিশনার বিচারপতি জনাব মুহম্মদ ইদ্রিস আগামী ৩১ শে জানুয়ারি জাতীয় সংসদে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র আহবান ও আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ ঘোষণা করেছেন। গতকাল রোববার প্রদত্ত এক বেতার ভাষণে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনী কর্মসূচী ঘোষণা করেন।[২৪]

নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার অনেক আগে থেকেই নির্বাচন অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা নির্ভর কয়েকটি খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। এ ধরনের একটি খবর প্রকাশিত ১৯৭২ সালের ২১ আগস্টের পত্রিকায়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবর দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। খবরটি ছিল সেই সময়ের তথ্য ও বেতার মন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরীর বক্তব্য ভিত্তিক। শিরোনাম ছিল : 'ভারত এগিয়ে না এলে এদেশের ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য অন্ন সংস্থান করা দুঃসাধ্য হতো : তথ্যমন্ত্রী ॥ ফেব্রুয়ারিতে সাধারণ নির্বাচন হতে পারে। এই খবরে বলা হয় :

তথ্য ও বেতার মন্ত্রী জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী ঘোষণা করেছেন যে সবকিছু ঠিক মতো চললে ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে। ধানমন্ডি ছাত্রলীগ অফিসের উদ্বোধনকালে তথ্য ও বেতার মন্ত্রী ঘোষণা করেন যে জনগণের চাওয়ার অতিরিক্ত একটি দিনও আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকতে চায় না।[২৫]

পরে নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করলে উপরোক্ত খবরের সত্যতা পাওয়া যায়নি। তবে পরবর্তী সময়ে বার্তা সংস্থা বিপিআই পরিবেশিত এক সম্ভাবনা নির্ভর খবরে নির্বাচন কমিশন ঘোষিত নির্বাচনের তারিখের মিল পাওয়া যায়। এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর। দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় এই খবর। শিরোনাম ছিল : 'আগামী মার্চে সাধারণ নির্বাচন'। এই খবরে বলা হয় :

আগামী বছরের মার্চ মাসে দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে বিশ্বস্ত মহল জানিয়েছেন। এদিকে, ৩২ সদস্য বিশিষ্ট খসড়া শাসনতন্ত্র কমিটি কর্তৃক প্রণীত খসড়া শাসনতন্ত্র আগামী সপ্তাহেই চূড়ান্ত করা হবে। গণপরিষদের আসন্ন অধিবেশনে এ খসড়া শাসনতন্ত্র পেশ করা হবে।[২৬]

তবে এই খবর প্রকাশের দেড় মাস পর প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সুনির্দিষ্টভাবে ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে আনুষ্ঠানিক আহ্বান জানান। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদে খসড়া সংবিধান গ্রহণের প্রাক্কালে বক্তৃতাকালে বঙ্গবন্ধু এই আহ্বান জানান। ৫ নভেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সব পত্রিকায় নিজস্ব আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশিত হয়। খবরটি তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা ও দৈনিক ইত্তেফাক। উভয় পত্রিকায় খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে। দৈনিক বাংলার শিরোনাম ছিল : 'ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ নির্বাচন'। এতে বলা হয় :

আগামী বছরের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল শনিবার গণপরিষদে একথা ঘোষণা করেন। পরিষদ সদস্যগণ তুমুল হর্ষধ্বনি ও করতালি দিয়ে বঙ্গবন্ধুর এ ঘোষণাকে অভিনন্দন জানান।[২৭]

দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল : '১৬ই ডিসেম্বর সংবিধান চালু ॥ ৭ই মার্চ সাধারণ নির্বাচন'।[২৮] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : 'Polls on March 7'.[২৯] সংবাদ-এ খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : 'বঙ্গবন্ধুর আহ্বান : ৭ই মার্চ নির্বাচনের দিন ঘোষণা করুন'।[৩০]

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই আহ্বানের দুই মাস পরে নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে। তবে বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণার পর থেকেই দেশে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নির্বাচনী তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আয়োজন করা হয় জনসভা। দলীয় কাউন্সিল ও সভারও আয়োজন করা হয়। পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে নির্বাচন বিষয়ে নানা অভিমত, দাবী-দাওয়া তুলে ধরা হয়।

নির্বাচনী তৎপরতার খবর নিয়ে একটি এক্সক্লুসিভ আইটেম প্রকাশ করে সংবাদ। ১৯৭২ সালের ১৯ নভেম্বর প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরেনামে লীড আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'আজ ন্যাপ কেন্দ্রীয় কমিটি বসেছে : ডিসেম্বরে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভা ॥ নির্বাচনী তৎপরতা শুরু'। এতে বলা হয় :

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দল ও উপদলগুলোর তৎপরতাও শুরু হয়ে গিয়েছে। নির্বাচনী তৎপরতায় লিপ্ত ও উপদলগুলোর সংখ্যা আপাতত গোটা তেরোতে এসে দাঁড়িয়েছে। এখনও পর্যন্ত কোন দল বা উপদল বা জোটের কোন নির্বাচনী কর্মসূচী প্রকাশ না পেলেও নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক, জাতীয় কাউন্সিলের বৈঠক, সাংবাদিক সম্মেলন, 'সর্বদলীয় বৈঠক' প্রভৃতি বেশ জোরেসোরেই শুরু হয়েছে।[৩১]

আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচারণা কার্যতঃ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর। এই দিন ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের জন্য ভোট প্রার্থনা করে বক্তৃতা দেন। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সব পত্রিকায় এ খবর প্রকাশিত হয়। সংবাদ খবরটি ১৭ ডিসেম্বর প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: "বিজয় দিবসে রেসকোর্সে জনতার প্রতি প্রধানমন্ত্রী: 'আমার জন্য গ্রামে গ্রামে ভোট চাইবেন' ॥ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচার শুরু।" এই খবরে বলা হয়:

Dhaka University Institutional Repository

গতকাল (শনিবার) বিজয় দিবসে রেসকোর্সের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চ সাধারণ নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন এবং 'আমার জন্য গ্রামে গ্রামে ভোট চাইবেন' বলে কার্যত আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচার অভিযান শুরু করেন।[৩২]

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ-মোজাফফর) নির্বাচনী তৎপরতার খবর দেখা যায় সংবাদপত্রে। ১৯৭২ সালের ৬ ডিসেম্বর ন্যাপ-মোজাফফর এর জাতীয় পরিষদের দু'দিনব্যাপী বৈঠকের শেষ দিনে এক সিদ্ধান্তে নির্বাচনের দুই মাসে আগে মন্ত্রীসভার পদত্যাগ দাবী করা হয়। ৭ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরেনামে প্রকাশিত হয়। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরের শিরোনাম ছিল: 'ন্যাপ জাতীয় পরিষদের দাবী : নির্বাচনের দু'মাস আগে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হবে।' এই খবরে বলা হয়:

সুষ্ঠু ও অবাধ পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের স্বার্থে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নির্বাচনের অন্তত ৬০ দিন আগে মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবী করেছে।[৩৩]

পরে ১৯৭২ সালের ২৮ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত ন্যাপ-মোজাফফর এক বিবৃতিতে আসন্ন নির্বাচনে বিকল্প সরকার কায়েম করার আহ্বান জানানো হয়। দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তির বরাত দিয়ে প্রকাশিত এই খবরের শিরোনাম ছিল : 'নির্বাচনে বিকল্প সরকার কায়েম করুন : মোজাফফর'। এই খবরে বলা হয় :

বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রধান অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বলেন, দেশবাসীর আকাংক্ষাকে প্রতিধ্বনিত করে আগামী নির্বাচনে বিকল্প সরকার গঠনের আহ্বান নিয়ে ন্যাপ জনতার দরবারে হাজির হয়েছে। ন্যাপ সভাপতি ইলিয়টগঞ্জের অদূরে এক জনসভায় বক্তৃতা করছিলেন।[৩৪]

১৯৭৩ সালের ১৯ জানুয়ারি ন্যাপ-মোজাফফর এর জাতীয় পরিষদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায়। এই সভায় নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়। একই সঙ্গে একটি নির্বাচনী নীতিমালা প্রণয়ন ও তা প্রতিপালনের আহ্বান জানানা হয়। ২০ জানুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'নির্বচনে সুষ্ঠু পরিবেশ ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনের নীতিমালা প্রণয়নের আহ্বান ॥ শাসক দলের পছন্দসই নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র কায়েমের প্রচেষ্টা রুখে দাঁড়ান : ন্যাপ'। এই খবরে বলা হয় :

শাসক দলের বিরুদ্ধে পছন্দসই নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র কায়েমের প্রচেষ্টা চালানোর অভিযোগ এনে এর বিরুদ্ধে দেশবাসীকে রুখে দাঁড়াবার আহ্বান জানানো হয়েছে। পার্টির সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের সভাপতিত্বে গতকাল (শুক্রবার) ঢাকায় অনুষ্ঠিত পার্টির সর্বোচ্চ সংস্থা জাতীয় পরিষদের বৈঠকে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা ও আহ্বান জানানো হয়।[৩৫]

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী) নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন রাজনৈতিক তৎপরতা চালায় এবং তা সংবাদপত্রে প্রতিফলিত হয়। ন্যাপ-ভাসানীর দু'দিনব্যাপী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় টাঙ্গাইলের সন্তোষে। সম্মেলনের শেষ দিন ১৯৭২ সালের ১০ ডিসেম্বর এ বিষয়ে খবর পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা এনা। পরদিন ১১ ডিসেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই খবরে ন্যাপের বক্তব্যে বলা হয় : নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ থাকলে ন্যাপ-ভাসানী সমস্ত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'ন্যাপ জাতীয় সম্মেলন সমাপ্ত ॥ অবাধ-সুষ্ঠু পরিবেশ থাকলে নির্বাচন করতে প্রস্তুত : ভাসানী'। এতে বলা হয় :

দুদিনব্যাপী সম্মেলনের শেষ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে মওলানা ভাসানী বলেন, সরকার যদি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেন তাহলে তার দল আসন্ন নির্বাচনে এককভাবে সমস্ত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে প্রস্তুত। মওলানা সাহেব সাধারণ নির্বাচনের কমপক্ষে দুমাস আগে বর্তমান মন্ত্রিসভার বিলুপ্তি দাবী করেন।[৩৬]

পরে ১৯৭২ সালের ২৫ ডিসেম্বর টাঙ্গাইলের সন্তোষে ন্যাপ-ভাসানীর এক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে নির্বাচন নিরপেক্ষ, অবাধ ও সুষ্ঠু করার স্বার্থে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ক্ষমতাসীন সরকারের পদত্যাগ দাবী করা হয়। ১৯৭২ সালের ২৬ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: '৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে বর্তমান সরকারকে অবশ্যই পদত্যাগ করিতে হইবে ॥ অন্যথায় আমি একটি সর্বদলীয় অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করিব : ভাসানী'। এতে বলা হয়:

গতকাল (সোমবার) সন্তোষে অনুষ্ঠিত ন্যাপের জওয়ান কর্মী সম্মেলনে পার্টি প্রধান মওলানা ভাসানী বলেন : 'নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ করিতে হইলে বর্তমান সরকারকে অবশ্যই পদত্যাগ করিয়া একটি সর্বদলীয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করিতে হইবে। আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে সরকার দাবী মানিয়া না নিলে আমি নিজেই বিরোধী দলগুলি হইতে প্রতিনিধি লইয়া একটি অন্তর্বর্তীকালীন সর্বদলীয় সরকার গঠন করিব।[৩৭]

নির্বাচনে অংশগ্রহণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে ন্যাপ-ভাসানী ১৯৭২ সালের ৩০ ডিসেম্বর ১৪ দলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠনের ঘোষণা দেয় এবং নির্বাচন সুষ্ঠু করার লক্ষ্যে ১৫ দফা দাবী পেশ করে। ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়। পরদিন ৩১ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবর দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'ভাসানীর ১৫ দফা'। এই খবরে বলা হয় :

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রধান ও নবগঠিত ১৪ দলীয় সংগ্রাম কমিটির চেয়ারম্যান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী গতকাল অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ঢাকাস্থ দলীয় কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণদানকালে মওলানা ভাসানী সাংবাদিকদের সামনে ১৫ দফা দাবীনামা পেশ করেন।[৩৮]

Dhaka University Institutional Repository
নির্বাচন বিষয়ে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) এক বিবৃতি প্রদান করে ১৯৭৩ সালের ১৪ জানুয়ারি। এই বিবৃতির ভিত্তিতে একটি খবর প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে পরদিন ১৫ জানুয়ারিতে। বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয় যে, সরকারী দল নির্বাচনকে সামনে রেখে সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ চালাচ্ছে। পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সংগ্রামী ও মেহনতি জনতাকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানানো হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। শিরোনাম ছিলো : 'জাসদ নেতৃবৃন্দের বিবৃতি ॥ পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকার আহ্বান'। এই খবরে বলা হয় :

ক্ষমতাসীন সরকার যদি সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ পরিহার করে বর্তমান অরাজক অবস্থার অবসান না ঘটায় তবে ভবিষ্যতের যে কোন পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্যে দেশের সংগ্রামী ও মেহনতি জনতাকে প্রস্তুত থাকার জন্যে আহ্বান জানিয়ে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সভাপতি মেজর এম এ জলিল ও সাধারণ সম্পাদক আ স ম আবদুর রব এক বিবৃতি দিয়েছেন।[৩৯]

রাজনৈতিক দলগুলো নিরপেক্ষ, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য যখন বিভিন্ন দাবী জানাচ্ছিল তখন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষ থেকে দাবী বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি গঠনের আভাস দিয়ে খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালের ২১ জানুয়ারি। বার্তা সংস্থা এনার সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে সে সময়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মান্নান এই ধরনের একটি কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানান। ১৯৭৩ সালের ২১ জানুয়ারি এ খবরটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয়। তবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। এই পত্রিকা খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে শীঘ্রই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠিত হবে ॥ আসন্ন নির্বাচনে অবাধ ও সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে'। এতে বলা হয়:

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে শীগগীরই একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা হচ্ছে। আসন্ন সাধারণ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু পরিবেশে অনুষ্ঠানের জন্যে ব্যবস্থা গ্রহণই হবে এই কমিটির কাজ। এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আব্দুল মান্নান ঢাকায় একথা বলেন।[৪০]

দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি'।[৪১] সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। সংবাদ-এ শিরোনাম ছিল : 'অবাধ ও নিরপেক্ষ ভোটানুষ্ঠান ॥ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি হচ্ছে'।[৪২] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল : 'Committee being setup soon ॥ Measures to hold fair Polls'.[৪৩]

নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার লক্ষ্যে সরকারী আরেকটি উদ্যোগের অংশ হিসবে ১৯৭৩ সালের ২২ জানুয়ারি একটি উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ভোট গ্রহণের সময় শান্তি রক্ষার জন্য সশস্ত্র বাহিনী, রক্ষীবাহিনী, পুলিশ, বিডিআর ও আনসার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হয় ২৩ জানুয়ারি। দৈনিক বাংলা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে খবরটি। এই পত্রিকায় খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল : 'অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকার দৃঢ় সংকল্প : উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু ॥ ভোটের সময় শান্তি রক্ষায় সৈন্য মোতায়েন করা হবে'। এতে বলা হয় :

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন, দেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের নিশ্চয়তা বিধানে সরকার দৃঢ়সংকল্প। প্রধানমন্ত্রী এক উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলনে বক্তৃতা করছিলেন। এই সম্মেলনে ভোট গ্রহণের সময় শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশ, আনসার, বাংলাদেশ রাইফেলস, রক্ষীবাহিনী ও সশস্ত্রবাহিনী মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।[৪৪]

দৈনিক ইত্তেফাক খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : নির্বাচনকালীন শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় সর্বাত্মক ব্যবস্থা'।[৪৫] সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। সংবাদ-এ শিরোনাম ছিল : 'প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক ॥ নির্বাচনকালে বাহিনীগুলো মোতায়েন করা হবে'।[৪৬] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল : 'Election ॥ Army will be deploied'.[৪৭]

নির্বাচনী প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ১৯৭২ সালের ৯ জানুয়ারি নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করে। ১০ জানুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা এনা পরিবেশিত এই খবর সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'নির্বাচনী প্রতীক চিহ্ন ঘোষণা'। এই খবরে বলা হয় :

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন নির্বাচনে অংশগ্রহণেচ্ছু রাজনৈতিক দলগুলো থেকে নির্ধারিত প্রতীক চিহ্ন অনুযায়ী দরখাস্ত আহ্বান করেছেন। দরখাস্ত শেরেবাংলানগরে অবস্থিত গেজেটেড অফিসার হোস্টেলে কমিশন অফিসে ২৪শে জানুয়ারীর মধ্যে পৌঁছাতে হবে। সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ২৫শে জানুয়ারী নির্বাচনী প্রতীক চিহ্ন স্থির করা হবে।[৪৮]

রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন কমিশনের আহ্বান অনুযায়ী ১৯৭৩ সালের ২৪ জানুয়ারির মধ্যে নির্বাচনী প্রতীকের জন্য আবেদনপত্র জমা দেয়। পরদিন ২৫ জানুয়ারি নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দ করে। ১৯৭৩ সালের ২৬ জানুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোর মধ্যে দৈনিক বাংলায় খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'বিভিন্ন দলের নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দ'। এই খবরে বলা হয় :

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচন কমিশন গতকাল বৃহস্পতিবার আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইচ্ছুক মোট ১৬টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দ করেছেন। গতকাল সকালে নির্বাচনী কমিশনের কার্যালয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এই প্রতীক বরাদ্দ করা হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে যে দল যে প্রতীক নিয়েছিল এবার সেসব দলকে তাদের সাবেক প্রতীক লাভের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।[৬৯]

সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'নির্বাচনী প্রতীক বন্টন'।[৭০] দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল : 'নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দ'।[৭১] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল : Election symbols allotted'.[৭২]

একইদিন ১৯৭৩ সালের ২৬ জানুয়ারি জাসদ এর এক বিবৃতি প্রকাশিত হয় নির্বাচনী প্রতীক প্রসঙ্গে। এই বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয় যে, প্রতীক বন্টনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছে। দৈনিক ইত্তেফাকে জাসদের বিবৃতিভিত্তিক এই খবর প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকশিত হয়। 'ইত্তেফাক রিপোর্ট' হিসেবে প্রকাশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল : 'জলিল-রবের অভিযোগ'। এতে বলা হয় :

আসন্ন নির্বাচনে প্রতীক বন্টনের ব্যাপারে নির্বাচনী কমিশন ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন বলিয়া গতকল্য (বৃহস্পতিবার) জাসদ এর সভাপতি মেজর এম এ জলিল ও সাধারণ সম্পাদক জনাব আ স ম আবদুর রব এক যুক্ত বিবৃতিতে অভিযোগ করেন।[৭৩]

পরে নির্বাচন কমিশন আওয়ামী লীগকে 'নৌকা' প্রতীক বরাদ্দ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা প্রদান করে। এক সরকারী প্রেস নোটের মাধ্যমে এই ব্যাখ্যা প্রদান করে নির্বাচন কমিশন। এই ব্যাখ্যায় কেন আওয়ামী লীগকে 'নৌকা' প্রতীক প্রদান করা হয়েছে এবং কেন জাসদকে 'নৌকা' প্রতীক প্রদান করা হয়নি তা উল্লেখ করা হয়। ১৯৭৩ সালের ২৮ জানুয়ারি সংবাদপত্রে এই প্রেসনোট প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় এই প্রেসনোট। শিরোনাম ছিল : 'আওয়ামী লীগকে নৌকা বরাদ্দের প্রশ্নে নির্বাচন কমিশনের ব্যাখ্যা'। এতে বলা হয় :

একশ্রেণীর সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি খবরে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন পক্ষপাতিত্ব করে আওয়ামী লীগকে নির্বাচনী প্রতীক নৌকা বরাদ্দ করেছেন বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে নির্বাচন কমিশন তা অস্বীকার করেছেন। মাত্র দুটো দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আর জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ছাড়া আর কেউ 'নৌকা' চায়নি। আওয়ামী লীগকে এই নীতি অনুযায়ী 'নৌকা' বরাদ্দ করা হয়েছে যে, গত নির্বাচনে কোন দল যে প্রতীক ব্যবহার করেছে আসন্ন নির্বাচনে তার সেই প্রতীক ব্যবহারের অগ্রাধিকার রয়েছে।[৭৪]

পরে জাসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে 'নৌকা' প্রতীক বরাদ্দের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করে। হাইকোর্টে এই মামলার শুনানীর খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারি। বার্তা সংস্থা এনা এই খবর পরিবেশন করে। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'নৌকা প্রতীক নিয়ে আজ হাইকোর্টে জাসদ-এর রীটের শুনানী'। এই খবরে বলা হয় :

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে নির্বাচনী প্রতীক 'নৌকা' বরাদ্দ করার বিরুদ্ধে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) যে রীট আবেদন করেছে, গতকাল (বৃহস্পতিবার) সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে তার প্রাথমিক শুনানি আজ (শুক্রবার) পর্যন্ত মুলতবী রাখা হয়।[৭৫]

দুই দিন পর ১৯৭৩ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগকে নৌকা প্রতীক বরাদ্দ প্রসঙ্গে হাইকোর্টের রায় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই রায়ে হাইকোর্ট ঘোষণা করে আওয়ামী লীগকে নৌকা প্রতীক বরাদ্দ বৈধ। অন্যান্য পত্রিকায় বার্তা সংস্থা এনা পরিবেশিত খবর প্রকাশিত হলেও দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত হয় সুপ্রীম কোর্ট রিপোর্টার পরিবেশিত খবর। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলামে প্রকাশিত এই খবরের শিরোনাম ছিল : 'সুপ্রীম কোর্টের রায় : আওয়ামী লীগকে নৌকা বরাদ্দ বৈধ'। এতে বলা হয় :

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের একটি ডিভিশন বেঞ্চ গতকাল শনিবার এক রায়ে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) জনাব শাজাহান সিরাজের রীট আবেদনটি খারিজ করে দিয়ে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আওয়ামী লীগকে নির্বাচনী প্রতীক 'নৌকা' বরাদ্দকরণ বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়।[৭৬]

১৯৭৩ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি ছিল নির্বাচন কমিশনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার শেষ দিন। মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার শেষ দিনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলো প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে তৎপর হয়ে উঠে। প্রার্থী মনোনয়ন তৎপরতা নিয়ে একটি এক্সক্লুসিভ আইটেম প্রকাশ করে সংবাদ। ১৯৭৩ সালের ২৩ জানুয়ারি প্রকাশিত হয় এই খবর প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল : 'মনোনয়ন নিয়ে বিভিন্ন দলের অন্তহীন সমস্যা'। এই খবরে বলা হয় :

প্রার্থীদের চূড়ান্ত মনোনয়নের প্রশ্নে রাজনৈতিক দলগুলো অন্তহীন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। মনোনয়ন নিয়ে বিভিন্ন দলের যে সমস্যা তা বিভিন্ন ধরনের।[৭৭]

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী চূড়ান্তকরণ প্রসঙ্গে সংবাদ আরেকটি এক্সক্লুসিভ আইটেম প্রকাশ করে ১৯৭৩ সালের ৩০ জানুয়ারি। এই খবরে তথ্য প্রকাশ করা হয় যে, প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল নিজ নিজ প্রার্থী চূড়ান্তকরণের কাজ দু'একদিনের মধ্যে শেষ করার জন্য জোর তৎপরতা চালাচ্ছে। প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলামে প্রকাশিত এই খবরের শিরোনাম ছিল : 'সকল রাজনৈতিক দল এখন প্রার্থী মনোনয়ন চূড়ান্ত করতে ব্যস্ত'। এই খবরে বলা হয় :

দুএক দিনের মধ্যে প্রতিটি রাজনৈতিক দল তাদের প্রার্থী মনোনয়নের কাজ শেষ করবার জন্যে ব্যাপক তৎপরতা শুরু করেছেন। গত ২৫ জানুয়ারী বিভিন্ন দলের নির্বাচনী প্রতীক বন্টন করা হয়েছে। বাংলাদেশ নির্বাচনী কমিশন ঘোষণা করেছেন যে শুধুমাত্র একদিনে আগামী ৫ই ফেব্রুয়ারী মনোনয়নপত্র দাখিল করা যাবে।[৭৮]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের প্রার্থী তালিকা চূড়ান্তকরণের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলো গুরুত্ব দিয়ে এ খবর প্রকাশ করে। সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'বঙ্গবন্ধু তিনটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন : একজন ছাড়া মন্ত্রি পরিষদের সকল সদস্যের মনোনয়ন লাভ ॥ আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা : প্রার্থীর যোগ্যতা-জনপ্রিয়তা বিবেচনা করেই মনোনয়ন দেয়া হয়েছে : জিল্লুর রহমান'। এই খবরে বলা হয় :

> *আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ড আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের জন্য মোট ২৯৯টি আসনে দলের মনোনীত প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করেছেন। বাকেরগঞ্জ-৪ আসনে মনোনীত প্রার্থীর নাম পরে ঘোষণা করা হবে।*[৫৯]

দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের তালিকা'।[৬০] সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ শিরোনাম ছিল: 'আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা'।[৬১] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Awami League nominates 299 Candidates'.[৬২]

১৯৭৩ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে বলা হয়: ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-মোজাফফর) ২২৬টি আসনের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন চূড়ান্ত করেছে। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেব প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ন্যাপ প্রার্থীদের নাম ঘোষণা'। এই খবরে বলা হয় :

> *বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (মোজাফফর) পার্লামেন্টারী বোর্ড গতকাল শনিবার আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে মোট ২২৬টি আসনে দলীয় প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছেন। মনোনয়ন স্থগিত রাখা হয়েছে। পরে তা ঘোষণা করা হবে।*[৬৩]

দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'কিছু আসনে মনোনয়ন পরে দেয়া হবে ॥ ন্যাপ ২২৬টি আসনে দলীয় প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে'।[৬৪] দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল : মোজাফফর ন্যাপের ২২৬ জন প্রার্থী মনোনয়ন'।[৬৫] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল : 'Muzaffar NAP nominates 226 candidates'.[৬৬]

একই দিন ১৯৭৩ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানা যায় : ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী) এর নেতৃত্বাধীন জোট থেকে ২৩০টি আসনে প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করেছে। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : কতকগুলো আসনে এখনও সমঝোতার পরিপ্রেক্ষিতে ২৩০টি আসনে ছয় দলের যৌথ প্রার্থী তালিকা ঘোষণা'। এই খবরে বলা হয় :

> *গতকাল শনিবার মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত ছ'টি বিরোধী দলের সংগ্রাম পরিষদের ২৩০টি আসনে সম্মিলিত প্রার্থীদের তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে। অন্যান্য আসনে প্রার্থীদের নাম আজ ঘাষণা করা হবে।*[৬৭]

সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : ৬ দলীয় পরিষদের ২৩০ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা'।[৬৮] দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল : 'সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ ॥ ২৩০টি আসনে প্রার্থী মনোনয়ন'।[৬৯] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল : '230 by 6-Party action body'.[৭০]

১৯৭৩ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি সবগুলো পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে বলা হয়: জাসদ সবগুলো অর্থাৎ তিনশ' আসনেই প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করেছে।

নির্বাচন কমিশনের তফসিল অনুযায়ী ১৯৭৩ সালর ৫ ফেব্রুয়ারি ছিল রাজনৈতিক দলগুলোর মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার দিন। রাজনৈতিক দলগুলো ঐদিন নিজ নিজ প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র পেশ করে। পরদিন ৬ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে মনোনয়নপত্র পেশ সংক্রান্ত খবর ফলাও করে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। এই পত্রিকায় খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় আটক কলাম শিরোনামে ব্যানার আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল: 'Bangobandhu unchallenged in Bhola, Gopalganj ॥ Sohrab, Tofail, Obaid and Motahar get walkover'.[৭১] দৈনিক বাংলায় খবরটি বাংলাদেশ অবজারভারের চেয়ে একটু কম গুরুত্ব দিয়ে প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: তোফায়েল আহমদ, সোহরাব হোসেন, ওবায়দুর রহমান ও মোতাহার উদ্দিনের বিরুদ্ধে কোন প্রার্থী নেই ॥ দুইটি এলাকা থেকে বঙ্গবন্ধু বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত : বিভিন্ন দলের মোট ১২শত প্রার্থীর মনোনয়নপত্র পেশ। এতে বলা হয়:

> *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে গোপালগঞ্জ এবং ভোলা কেন্দ্রের কেউ মনোনয়নপত্র দাখিল করেননি। ফলে এ দুটি কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন বলে ধরা যায়। মাগুরা থেকে বন ও মৎস্য মন্ত্রী জনাব সোহরাব হোসেনের বিরুদ্ধেও কেউ মনোনয়নপত্র দাখিল করেননি। প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব জনাব তোফায়েল আহমদ, আওয়ামী লীগের সাবেক সমাজসেবা সম্পাদক জনাব কে এম ওবায়দুর রহমান এবং বাকেরগঞ্জের অপর একজন আওয়ামী লীগ প্রার্থী জনাব মোতাহার উদ্দিনের বিরুদ্ধেও কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন না।*[৭২]

Dhaka University Institutional Repository
দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'বঙ্গবন্ধু দুইটি আসনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ॥ মোট ১২শত প্রার্থীর মনোনয়নপত্র পেশ : বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আওয়ামী লীগের ৬টি আসন লাভ নিশ্চিত'।[৭৩] সংবাদ-এ খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে। এই পত্রিকার শিরোনাম ছিল : 'নির্বাচনী কমিশনারের কাছে জাসদের অভিযোগ পেশ ॥ বিপুল উদ্দীপনার সাথে মনোনয়নপত্র দাখিল'।[৭৪]

ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের কর্মীরা বিরোধী প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দানে বাধা দান ও বিরোধী প্রার্থীদের নাজেহাল করেছে বলে অভিযোগ করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। ১৯৭৩ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত ন্যাপ-মোজাফফর এর এক বিবৃতিভিত্তিক খবরে এ ধরনের অভিযোগ জানা যায়। সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম লীড আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির গুরুতর অভিযোগ ॥ বিভিন্ন স্থানে বিরোধী প্রার্থীকে মনোনয়ন পেশে বাধাদান, অপহরণ ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয়েছে'। এই খবরে বলা হয় :

> *বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক শ্রী পংকজ ভট্টাচার্য গতকাল (মঙ্গলবার) এক বিবৃতিতে এই মর্মে গুরুতর অভিযোগ করেন যে, ক্ষমতাসীন দলের লোকেরা দেশের বিভিন্ন স্থানে বিরোধীদলীয় প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিলে বাধা দিয়েছে ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে জোরপূর্বক প্রত্যাহারপত্রে স্বাক্ষর নিয়েছে ও প্রার্থীকে অপহরণও করেছে বলে তারা জানতে পেরেছেন।*[৭৫]

পরে ন্যাপ-মোজাফফর নির্বাচন কমিশনের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে এ ব্যাপারে অভিযোগ করে। ১৯৭৩ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'নির্বাচনী কমিশনের কাছে ন্যাপের অভিযোগ ॥ কিছু আসনে নতুন মনোনয়নপত্র পেশের আহ্বানের আবেদন'। এতে বলা হয় :

> *শাসক দল অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যাহত করছে বলে প্রধান নির্বাচনী কমিশনারের কাছে ন্যাপ পার্লামেন্টারী বোর্ডের সম্পাদক শ্রী পংকজ ভট্টাচার্য অভিযোগ পেশ করেছেন। গতকাল (বুধবার) বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পার্লামেন্টারী বোর্ডের সম্পাদক শ্রী পংকজ ভট্টাচার্য কতিপয় এলাকায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ব্যক্তিদের নাম বাতিল ঘোষণা করার জন্য নির্বাচনী কমিশনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।*[৭৬]

১৯৭৩ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে ন্যাপ-ভাসানী অভিযোগ করে যে, চারটি নির্বাচনী কেন্দ্রে ন্যাপ-ভাসানীর নেতৃত্বাধীন জোট প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে দেয়া হয়নি। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'ভাসানী ন্যাপের অভিযোগ : ৪টি কেন্দ্রে মনোনয়নপত্র পেশ করতে দেয়া হয়নি'। এই খবরে বলা হয় :

> *ভাসানী ন্যাপের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে অভিযোগ করা হয়েছে যে দেশের ৪টি নির্বাচনী কেন্দ্রে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ মনোনীত প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র পেশ করতে দেয়া হয়নি।*[৭৭]

১৯৭৩ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি এক সাংবাদিক সম্মেলনে জাসদও একই ধরনের অভিযোগ করে। ৮ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ সম্পর্কে রব ॥ ১১ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ব্যবস্থা না হলে আন্দোলন'। এতে বলা হয় :

> *গুন্ডামী ও সন্ত্রাসের মুখে যেসব বিরোধীদলীয় প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করতে পারেনি প্রধান নির্বাচনী কমিশনার কর্তৃক তাদের মনোনয়নপত্র গ্রহণের ব্যবস্থাসহ সকল প্রকার সন্ত্রাস, গুন্ডামী, হামলা বন্ধ করে আগামী ১১ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সরকার যদি দেশে সুষ্ঠু ও গণতান্ত্রিক পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা না করেন তাহলে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল মেহনতি মানুষ ও বিরোধী দলকে ঐক্যবদ্ধ করে তুমুল গণআন্দোলন গড়ে তোলার কর্মসূচী ঘোষণা করবে।*[৭৮]

নির্বাচনী তফসিল অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন ১৯৭৩ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি মনোনয়নপত্র পেশের পরদিন ৬ ফেব্রুয়ারি মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের কাজ সম্পন্ন করে। নির্বাচন কমিশনের মনোনয়নপত্র বাছাই সম্পন্নের খবর পরদিন ১৯৭৩ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি গুরুত্বের সঙ্গে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ অবজারভার ও দৈনিক ইত্তেফাক খবরটি তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। পত্রিকা দু'টি এই খবর প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে ব্যানার আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। বাংলাদেশ অবজারভারের শিরোনাম ছিল : 'Bangobandhu declared elected from two Constituencies ॥ AL bags 9 seats unopposed : Four nomination papers rejected.'[৭৯] দৈনিক ইত্তেফাকের শিরোনাম ছিল : 'নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়যাত্রার শুভ সূচনা ॥ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৯টি আসন লাভ : বঙ্গবন্ধু দুইটি আসনে নির্বাচিত ঘোষণা'। এই খবরে বলা হয় :

> *সচেতন গণমানুষের প্রাণঢালা শুভেচ্ছা আর অকুণ্ঠ সমর্থনকে পাথেয় করিয়া শুরু হইয়াছে ঐতিহ্যবাহী সংগ্রামী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের শুভ জয়যাত্রা। গতকাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা ৯টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইয়াছেন।*[৮০]

দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড ও বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'বঙ্গবন্ধু সহ ৮ জন আওয়ামী লীগ প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ॥ মনোনয়নপত্র বাছাই সম্পন্ন : চারটি বাতিল'।[৮১] সংবাদ খবরটি প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : '৯টি আসনে আওয়ামী প্রার্থীদের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা ॥ বাছাই সম্পন্ন : ২৯১টি আসনে ১১৮৮ জন প্রার্থী'।[৮২]

১৯৭৩ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি ছিল মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের দিন। পরদিন ৯ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায় : মনোনয়নপত্র প্রত্যাহরের পর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আওয়ামী লীগের আসন লাভের সংখ্যা দাঁড়ায় ১১টিতে। মনোনয়নপত্র

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যাহার সংশ্লিষ্ট খবরও ১৯৭৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি বেশ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। খবরটি সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয় দৈনিক বাংলায়। এই পত্রিকায় খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল : '১০৮ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার : কামরুজ্জামান ও রফিক ভূঁইয়া বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ॥ ২৮৯টি আসনে ১০৮০ জন প্রার্থী'। এতে বলা হয় :

> *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে এখন মোট ১০৮০ জন প্রার্থী ১৮৯টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। গতকাল নির্বাচন কমিশন থেকে এই সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে। গতকাল ছিল মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন।*[৮৩]

দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল : '২৮৯টি আসনে ১০৮০ জন প্রার্থী : ১১৬ জনের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার ॥ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আওয়ামী লীগের ১১টি আসন লাভ'।[৮৪] বাংলাদেশ অবজারভারের শিরোনাম ছিল : '2 more election unopposed : 108 withdraw ॥ 1080 will contest for 289 seats.'[৮৫]

সংবাদ খবরটি শেষ পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন অতিবাহিত ॥ ২৮৯টি আসনে ১০৮০ জন প্রার্থী।'[৮৬]

একইদিন অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক বিবৃতিভিত্তিক খবরে ন্যাপ-মোজাফফর অভিযোগ করে কয়েকটি স্থানে তাদের প্রার্থীদের জোর করে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারে বাধ্য করা হয়েছে। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। শিরোনাম ছিল : 'নির্বাচন কমিশনের কাছে ন্যাপের অভিযোগ'। এতে বলা হয় :

> *কয়েকটি স্থানে মোজাফফর ন্যাপ প্রার্থীদের ওপর বল প্রয়োগ করে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করানো হয়েছে বলে ন্যাপের পক্ষ থেকে নির্বাচনী কমিশনের কাছ লিখিত অভিযোগ পেশ করা হয়েছে। এক বিবৃতিতে দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রী পংকজ ভট্টাচার্য এ ধরনের ঘটনার নিন্দা করে গণতন্ত্রের ভবিষ্যত সম্পর্কে আশংকা প্রকাশ করেছেন।*[৮৭]

নির্বাচন কমিশনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মনোনয়নপত্র পেশ ও মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের পর কোন দলের কত জন প্রার্থী চূড়ান্তভাবে নির্বাচনের অবতীর্ণ হচ্ছে এই প্রসঙ্গে একটি এক্সক্লুসিভ আইটেম প্রকশ করে দৈনিক ইত্তেফাক। ১৯৭৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : 'কোন দলের কতজন?' এই খবরে বলা হয় :

> *জাতীয় সংসদের আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে ১শত ১৬ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করায় এখন ১ হাজার ৮০ জন প্রতিদ্বন্দ্বী রহিয়াছেন ২শত ৮৯টি আসনে।*[৮৮]

প্রার্থী বাছাই ও মনোনয়ন দানকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলগুলোর আভ্যন্তরীণ সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়। দলীয় মনোনয়ন প্রত্যাশীরা মনোনয়ন লাভে ব্যর্থ হলেও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র বহাল রাখে। এমন প্রার্থীদের দল থেকে বহিষ্কারের ঘটনাও ঘটে। এ ধরনের একটি খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি সংবাদ-এ এক্সক্লুসিভ আইটেম হিসেবে। প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় খবরটি। শিরোনাম ছিল : '৩৫ জন প্রার্থীকে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কার'। এই খবরে বলা হয় :

> *আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পেতে ব্যর্থ হলেও দেশের বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় বহুসংখ্যক প্রার্থী স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। গতকাল (সোমবার) আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব জিল্লুর রহমান এক বিবৃতিতে বলেন যে, এসব লোকের সাথে আওয়ামী লীগের কোন সম্পর্ক নেই।*[৮৯]

নির্বাচনের প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়া শেষ করার পর রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) মাত্র চারজনপ্রার্থী মনোনয়ন দেয় নির্বাচনে। কিন্তু এই দল নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করে সবচেয়ে আগে। ১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি সিপিবির নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এতে সিপিবির চারজন প্রার্থী এবং অন্য আসনগুলোতে ন্যাপ-মোজাফফর ও আওয়ামী লীগের যোগ্য, সৎ ও দেশপ্রেমিক প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান জানানো হয়। খবরটি সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনী নীতি ঘোষণা ॥ ৪ জন সিপিবি প্রার্থীসহ ন্যাপ ও আওয়ামী লীগের যোগ্য ও সৎ প্রার্থীদের ভোট দিন'। এই খবরে বলা হয় :

> *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী গতকাল পার্টির নির্বাচনী নীতি ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণায় তারা দেশপ্রেমিক ঐক্যের নীতির প্রতীক পার্টির ৪ জন প্রার্থী এবং অন্যান্য আসনে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও আওয়ামী লীগের যোগ্য, সৎ ও দেশপ্রেমিক প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন।*[৯০]

পরদিন ১৯৭৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-মোজাফফর) এর নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। এই ইশতেহারে ৭১টি ওয়াদা পালনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'ন্যাপের (মোজাফফর) নির্বাচনী ইশতেহার: একাত্তর দফা ওয়াদা পালনের সংকল্প ঘোষণা'। এই খবরে বলা হয় :

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর) গতকাল মঙ্গলবার পার্টির নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছেন। ন্যাপ নির্বাচনী ইশতেহারে ৭১ দফা ওয়াদা পালনর প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে।[১১]

১৯৭৩ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি এক সাংবাদিক সম্মেলনে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী) নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে। পরদিন ২০ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই ইশতেহারে ১০ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করে বলা হয়, এই কর্মসূচীর মাধ্যমে মানুষের মৌলিক অধিকারসহ সকল অধিকার নিশ্চিত করা হবে। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'ভাসানী ন্যাপের নির্বাচনী ওয়াদাপত্র : জনগণের ন্যূনতম চাহিদা পূরণের ১০ দফা'। এই খবরে বলা হয় :

বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ভাসানী) পক্ষ থেকে আসন্ন নির্বাচনে ১০ দফার ভিত্তিতে জনগণের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা এই পাঁচটি ন্যূনতম চাহিদা পূরণের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ এবং জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অধিকার পরিপূর্ণভাবে কায়েমের ওয়াদা ঘোষণা করা হয়।[১২]

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৭৩ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাদের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে। এই ইশতেহারে জাতির চার মৌলিক নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগকে নির্বাচিত করার আহ্বান জানানো হয়। ১৯৭৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রকাশিত হয় ডাবল কলাম বক্স আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল: 'আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ওয়াদা : জাতির অর্থনৈতিক মুক্তির গ্যারান্টি'। এই খবরে বলা হয় :

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জাতির চারটি মৌলিক আদর্শ– জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সমর্থনে রায় দানের জন্য জাতির প্রতি আহ্বান জানায়। গতকল্য (মঙ্গলবার) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণাকালে দলের সাধারণ সম্পাদক জনাব জিল্লুর রহমান এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে এই আহ্বান জানান।[১৩]

জাসদ এর নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করা হয় ১৯৭৩ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি। পরদিন ২৬ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে এই ইশতেহার ঘোষণার খবর প্রকাশিত হয়। ইশতেহারে বলা হয় : জাসদ আসন্ন নির্বাচনকে মূল লক্ষ্যে পৌঁছবার একটি ধাপ মনে করছে। দৈনিক বাংলায় এই খবর প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : 'জাসদের নির্বাচনী ইশতেহার : আন্দোলনের জন্য আশু কর্মসূচী ঘোষণা'। এই খবরে বলা হয় :

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল গতকাল তাদের নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করেছে। ইশতেহারে বলা হয়েছে, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল এই নির্বাচনকে তার মূল লক্ষ্যে পৌছাবার জন্য পরিচালিত আন্দোলনের একটি পর্যায় হিসেবে গ্রহণ করেছে।[১৪]

নির্বাচনের প্রাক্কালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল অভিযোগ করে যে নির্বাচনী প্রচার কাজে তারা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ ব্যাপারে তারা পরোক্ষভাবে ক্ষমতাসীন দলকে দায়ী করে। ১৯৭৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি সংবাদ-এ এই বিষয়ে একটি এক্সক্লুসিভ আইটেম প্রকাশিত হয়। প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ন্যাপকে কি নির্বাচনী প্রচার চালাতে দেয়া হবে না?' এই খবরে বলা হয় :

ন্যাপের নির্বাচনী প্রচারপত্র, নির্বাচনী প্রতীক, 'কুঁড়েঘর' এর মডেল, পোস্টার প্রভৃতি পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। কর্মীদের ভয়ভীতি দেখান হচ্ছে। অবস্থাদৃষ্টে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতিশ্রদ্ধাশীল মানুষের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে : ন্যাপকে কি নির্বাচনী তৎপরতা চালাতে দেয়া হবে না?[১৫]

পরে ১৯৭৩ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত ন্যাপ-মোজাফফর এর এক বিবৃতিতে সরাসরি অভিযোগ করা হয় যে, রক্ষীবাহিনী ন্যাপ কর্মীদের বিরুদ্ধে ত্রাস সৃষ্টি করেছে। খবরটি সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'রক্ষীবাহিনী বিভিন্ন স্থানে ত্রাস সৃষ্টি করছে : ন্যাপ'। বিবৃতিভিত্তিক এই খবরে বলা হয় :

বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে : দেশের বিভিন্ন স্থানে রক্ষীবাহিনী ন্যাপ কর্মীদের বিরুদ্ধে ত্রাস সৃষ্টি করছে। খুলনা, পাবনা, হবিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নওয়াবগঞ্জ ও দোহারে ৩ শতাধিক ন্যাপ কর্মীকে গ্রেফতার, হয়রানি, নির্যাতন ও হুমকি দেয়া হয়েছে।[১৬]

নির্বাচনে বিরোধী দলকে দমনের আশংকা প্রকাশ করে বক্তব্য প্রদান করে জাসদ। ১৯৭৩ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি এক খবরে এ ধরনের আশংকা প্রকাশ করা হয়। খবরটি দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'জাসদের নির্বাচন বয়কটের হুমকি'। এই খবরে বলা হয় :

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সাধারণ সম্পাদক জনাব আ স ম আবদুর রব বলেন যে, নির্বাচনের প্রাক্কালে যদি বিরোধী দলীয় একজন প্রার্থীকেও হত্যা করা হয়, তাহা হইলে 'ফ্যাসিবাদের' বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে তাঁহারা নির্বাচন বয়কট করিবেন। গতকল্য (শনিবার) স্থানীয় কারিগরী মিলনায়তনে জাতীয় কৃষক লীগের প্রথম জাতীয় সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে জনাব রব এই মন্তব্য করেন।[১৭]

নির্বাচনের প্রাক্কালে কয়েকটি হাঙ্গামায় হতাহতের ঘটনার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ১৯৭৩ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি জাসদ সভাপতি মেজর জলিল গৌরনদীতে এক কর্মীসভায় বক্তৃতাকালে গুলীবিদ্ধ হন। ২৬ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় খবরটি। শিরোনাম ছিল : 'দুস্কৃতিকারীর গুলীতে মেজর জলিল আহত'। এতে বলা হয় :

Dhaka University Institutional Repository

গতকাল (রোববার) জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সভাপতি মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) এম এ জলিল দুস্কৃতিকারীদের গুলী বর্ষণে আহত হয়েছেন। তিনি নিজস্ব নির্বাচনী এলাকায় গৌরনদী থানা জাসদ অফিসে এক কর্মীসভায় বক্তৃতা দেয়ার সময় দুস্কৃতিকারীরা স্টেনগান, এলএমজি প্রভৃতি অস্ত্রসহ হামলা চালায়। গুলীবর্ষণের ফলে তিনি পায়ে বুলেটবিদ্ধ হন।[৯৮]

পরদিন ১৯৭৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি আরেকটি নির্বাচনী সহিংসতার খবর প্রকাশিত হয়। চট্টগ্রামের সন্দীপ থেকে বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবরে জানানো হয় : আওয়ামী লীগের জনসভায় বোমা হামলা হয়েছে। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'আওয়ামী লীগের সভায় বোমা নিক্ষেপ ॥ ছয় ব্যক্তি নিহত'। এই খবরে বলা হয় :

গতরাতে এখান হইতে ১২ মাইল দূরে সিদিরহাটে আওয়ামী লীগের জনসভায় দুস্কৃতিকারীদের একটি হাত বোমা বিস্ফোরণে ৬ জন নিহত ও ২৫ জন আহত হইয়াছেন। জানা গিয়াছে যে, কতিপয় অজ্ঞাতনামা দুস্কৃতিকারী রাত ৮টা ৪৫ মিনিটের সময় জনসভায় হাত বোমা নিক্ষেপ করে।[৯৯]

নির্বাচনের পাঁচদিন আগে ১৯৭৩ সালের ২ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাক নির্বাচনী সহিংসতা প্রসঙ্গে একটি এক্সক্লুসিভ আইটেম প্রকাশ করে। এই খবরে শুধু আওয়ামী লীগ কর্মীদের উপর হামলা, গুলীবর্ষণ ও হতাহতের তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। এতে আওয়ামী লীগের উপর সহিংস হামলার জন্য 'নামসর্বস্ব বিরোধী দলগুলোকে' দায়ী করা হয়। প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয় এই খবর। শিরোনাম ছিল : 'বেসামাল মহলের বেপরোয়া তৎপরতা ॥ ২৮ দিনে ২০জন আওয়ামী লীগ কর্মী ও সমর্থক নিহত'। এই খবরে বলা হয় :

নির্বাচনী তৎপরতা শুরু হওয়ার পর গত এক মাস অর্থাৎ কেবল ফেব্রুয়ারী মাসেই দেশের বিভিন্ন স্থানে গুপ্তঘাতকদের গুলীতে ২০ জন আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, আওয়ামী যুবলীগ ও জাতীয় শ্রমিক লীগ কর্মী নিহত হইয়াছেন।[১০০]

নির্বাচনের প্রাক্কালে নির্বাচন কমিশনের কার্যতৎপরতা বিষয়ে বেশ কিছু খবর প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন ১৯৭৩ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি ভোট গ্রহণের মহড়ার আয়োজন করে। এই মহড়া অনুষ্ঠানে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনী কর্মকর্তাদের যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেন। বার্তা সংস্থা বিএসএস খবরটি পরিবেশন করে। ১৯৭৩ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে খবরটি প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি শেষ পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'প্রধান নির্বাচনী কমিশনারের আশ্বাস ॥ নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সম্পন্ন হবে'। এই খবরে বলা হয় :

প্রধান নির্বাচনী কমিশনার বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ ইদ্রিস আগামী নির্বাচনে সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করার জন্যে প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারদের উপদেশ দিয়াছেন। গতকাল (রোববার) ঢাকায় বাহাদুর শাহ পার্কের নিকটে কাজী নজরুল ইসলাম কলেজে আয়োজিত ভোট গ্রহণের মহড়ায় উপস্থিত প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারদের উদ্দেশে তিনি বক্তৃতা দিচ্ছিলেন।[১০১]

১৯৭৩ সালের ৩ মার্চ নির্বাচন সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এতে ক'টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং ক'টি আসনে প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন তার বিবরণ তুলে ধরা হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রেস বিজ্ঞপ্তি ভিত্তিক এই খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে লীড ও বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'নির্বাচন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাতব্য'। এই খবরে বলা হয় :

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, মোট ২৮৮টি নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। ইতিমধ্যে ১১টি নির্বাচনী এলাকার প্রার্থীগণ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইয়াছেন এবং জাতীয় সংসদ ৭০ পাবনা-১২ আসনে একজন প্রার্থীর মৃত্যুর ফলে ঐ এলাকার নির্বাচন কার্যবিধি স্থগিত রাখা হইয়াছে।[১০২]

নির্বাচন কমিশনের বরাত দিয়ে নির্বাচনের দু'দিন আগে ভোটদান কেন্দ্রের সংখ্যা ও নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি খবর পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা এনা। ১৯৭৩ সালের ৫ মার্চ খবরটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'নির্বাচনে ভোটদান কেন্দ্র হবে ১৫০৪২টি'। এই খবরে বলা হয় :

প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে আগামী ৭ই মার্চ জাতির প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সকল ব্যবস্থাদি সম্পন্ন হয়েছে বলে নির্বাচন কমিশনের জনৈক কর্মকর্তা জানিয়েছে। এ ব্যাপারে ১৫ হাজার ৪২টি ভোটদান কেন্দ্রকে বেড়া দিয়ে ঘেরার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।[১০৩]

গবেষণার আন্তর্ভুক্ত সব কটি পত্রিকা ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন এবং পরের দিন ৮ মার্চ নির্বাচন সংক্রান্ত খবর ফলাও করে প্রকাশ করে। দু'দিনই সব পত্রিকায় নির্বাচন বিষয়ক মূল খবর ছাড়াও আরও বেশকিছু আইটেম প্রকাশ করে। নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন ৭ মার্চ সংবাদ ছাড়া বাকী তিনটি পত্রিকা নির্বাচন বিষয়ক মূল খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে ব্যানার আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। তবে দৈনিক ইত্তেফাক শিরোনামের তিনটি শব্দ লাল রং করে খবরের গুরুত্ব আরো বাড়িয়ে তুলে। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'জাতীয়তাবাদ গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শবহ সংবিধানের ভিত্তিতে স্বাধীন বাংলাদেশে আজ প্রথম ব্যালট'। এই খবরে বলা হয় :

Dhaka University Institutional Repository

আজ সেই বহু প্রতীক্ষিত প্রথম সাধারণ নির্বাচনের দিন সাতই মার্চ। সংগ্রামের উত্তাল তরঙ্গমালা অতিক্রম করিয়া রক্ত আর অশ্রুর সাগরে অবগাহন করিয়া জন্ম হইয়াছে যে নূতন জাতির– সেই বাঙ্গালী জাতি আজ মুখোমুখি হইয়াছে আপন বিচার ও বিবেকবুদ্ধির। আজ আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে আপন অবস্থানকে যাচাই করিয়া লওয়ার দিন।[১০৪]

দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'আজ বাংলাদেশে প্রথম নির্বাচন'।[১০৫] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম **ছিল** : '1075 Candidates contest 288 seats ॥ First national Polls today'.[১০৬] অন্যদিকে সংবাদ-এ খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল : 'আজ নির্বাচন'।[১০৭] নির্বাচনের পরদিন ১৯৭৩ সালের ৮ মার্চেও সংবাদ ছাড়া বাকী তিনটি পত্রিকা নির্বাচন বিষয়ক মূল খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে ব্যানার আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। দৈনিক ইত্তেফাক আগের দিনের মতই খবরের গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য শিরোনামের একটি অংশ লাল রং করে প্রকাশ করে। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত খবরটির শিরোনাম ছিল : 'চারিদিকে তোর প্রাণের লহরী উথলি উথলি যায় ॥ দেশী-বিদেশী সকল আশংকা ও রটনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্পন্ন'। এই খবরে বলা হয় :

বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন হইয়াছে। সর্বত্রই আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা বিপুলসংখ্যক ভোটাধিক্যে জয়লাভের দিকে আগাইয়া যাইতেছেন। ইতিমধ্যেই ঢাকার দুইটি আসনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিপুল সংখ্যক ভোটে নির্বাচিত হইয়াছেন।[১০৮]

দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'বিপুল ভোটাধিক্যে বঙ্গবন্ধু বাকী দু'টি আসনেও নির্বাচিত : সারাদেশে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দান সম্পন্ন ॥ আওয়ামী লীগের জয় জয়াকার'। এতে বলা হয় :

বাংলার জনগণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের পক্ষে রায় দিয়েছেন। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এই চারটি আদর্শের ভিত্তিতে বিধ্বস্ত সোনা বাংলা পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধু জনগণের ম্যান্ডেট পেয়েছেন।[১০৯]

বাংলাদেশ অবজারভার এর শিরোনাম ছিল : People express unstinted support to Bangobandhu's leadership ॥ Massive victory for AL.' এই খবরে বলা হয় :

The Awami League scored a landslide victory in the first general elections of Bangladesh held on Wednesday. According to unofficial results of the polls received up to 4.30 a.m. on Thursday, the Awami League has won all the 200 seats announced so far.[১১০]

অন্যদিকে সংবাদ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : '১৫২টি আসনে আঃ লীগ বিজয়ী ॥ ১১টি আসনে বিরোধী দল অগ্রগামী'। এই খবরে বলা হয় :

গতকাল (বুধবার) গভীর রাত পর্যন্ত প্রাপ্ত খবর অনুসারে ১৫২টি আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা বিজয়ী এবং ১১টি আসনে বিরোধী দলীয় প্রার্থীরা অগ্রগামী ছিলেন বলে জানা গেছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ মন্ত্রিসভার দশজন সদস্য বেসরকারীভাবে নির্বাচিত ঘোষিত হয়েছেন।[১১১]

১৯৭৩ সালের ৮ মার্চের সংবাদপত্রে নির্বাচনে কিছু অনিয়মের খবরও প্রকাশিত হয়। এ ধরনের খবর সংবাদ-এ তুলনামূলকভাবে বেশি প্রকাশিত হয়। ৮ মার্চ সংবাদ-এর প্রথম পৃষ্ঠায় নির্বাচন বিষয়ক ১৪টি খবরের খবরের মধ্যে ১৩টিই ছিল নির্বাচনে নানা অনিয়ম ও অঘটনের খবর। এর মধ্যে একটি খবর তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয়। প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত এই খবরটি ছিল সংবাদ-এর এক্সক্লুসিভ আইটেম। নিজস্ব বার্তা পরিবেশক পরিবেশিত এই খবরের শিরোনাম ছিল : 'ঢাকা শহরে বিভিন্ন কেন্দ্রসহ দেশের নানা স্থানে বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে ॥ নির্বাচন দারুণ অবাধ হয়েছে, একজনে একাধিক ভোট অবাধে দিতে পেরেছে'। এই খবরে বলা হয় :

নির্বাচন কি অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছে? হ্যাঁ এক অর্থে নির্বাচন দারুণ অবাধ হয়েছে। যেমন একই ব্যক্তি (তিনি ভোটার হোন বা না হোন) একাধিক ভোট দিতে পেরেছেন। অনেক ভোটার ভোট দিতে গিয়ে দেখতে পান তাদের ভোট কে বা কারা দিয়ে দিয়েছে।[১১২]

১৯৭৩ সালের ৯ মার্চের পত্রিকায় নির্বাচনে কোন দল কত আসন লাভ করেছে তার ভিত্তিতে খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় নির্বাচনী ফলের খবর প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলামে বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'এক নজর'[১১৩]। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভোট প্রাপ্তির হার নিয়ে একটি খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালের ১০ মার্চের সংবাদপত্রে। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবর দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আওয়ামী লীগ শতকরা ৭৩টি ভোট পাইয়াছে'। এই খবরে বলা হয় :

নির্বাচনের প্রাথমিক ফলাফল অনুযায়ী ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৭৩ ভাগ ভোট লাভ করিয়াছে। জাতীয় সংসদের নির্বাচনে ২৮৮টি নির্বাচনী এলাকার রেজিস্টার্ড ভোটারদের শতকরা প্রায় ৫৫ জন ভোট দান করেন।[১১৪]

১৯৭৩ সালের ১০ মার্চের সংবাদপত্রে নির্বাচন সম্পর্কে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিক্রিয়া ও অভিযোগ প্রকাশিত হয়। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-মোজাফফর) এর বিবৃতিভিত্তিক এক খবরে অভিযোগ করা হয় : সরকারী দল নির্বাচনে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে ও বিরোধী দলের প্রার্থীদের পরাজিত করানো হয়েছে। খবরটি সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনামের লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। শিরোনাম ছিল : 'অধ্যাপক মোজাফফর ও পংকজ ভট্টাচার্যের বিবৃতি ॥ অন্তত ৭০টি সিটে শক্তি প্রয়োগে নিশ্চিত জয়ের মুখে ন্যাপ ও বিরোধী দলকে হারান হয়েছে'। এই খবরে বলা হয় :

বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক শ্রী পংকজ ভট্টাচার্য দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে জনগণের রায়কে সাধারণভাবে মেনে নিয়ে গতকাল (শুক্রবার) এক যুক্ত বিবৃতিতে অভিযোগ করেছেন যে, কমপক্ষে ৭০টি আসনে ন্যাপ ও অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের সুনিশ্চিত বিজয়কে শাসক দল ক্ষমতার চরম অপব্যবহার করে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে এবং বিরোধী প্রার্থীদের জোর করে পরাজিত করেছে।[১১৫]

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী) ১৯৭৩ সালের ৯ মার্চ এক সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করে যে, নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল ক্ষমতার অপব্যবহার করে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে। ১০ মার্চ এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'ড. আলীম আল রাজীর অভিযোগ'। এই খবরে বলা হয় :

ভাসানী ন্যাপের সহ-সভাপতি ড. আলীম আল রাজী অভিযোগ করিয়াছেন : ক্ষমতাসীন সরকার একদলীয় স্বৈরাচার ও একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিগত নির্বাচনে ক্ষমতার অপব্যবহার, সন্ত্রাস সৃষ্টি, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ভুয়া ভোট প্রদান, বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া, বেতার, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রসহ সকল যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করিয়া নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করিয়াছে। গতকাল (শুক্রবার) জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণদানকালে তিনি এই অভিযোগ উত্থাপন করেন।[১১৬]

জাসদও অনুরূপ এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে ১৯৭৩ সালের ৯ মার্চ। এই সাংবাদিক সম্মেলনে নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ এনে মন্তব্য করা হয় যে, সুষ্ঠু নির্বাচন হলে জাতীয় সংসদে একটি শক্তিশালী বিরোধী দল গঠন সম্ভব হতো। খবরটি সংবাদপত্রে ১৯৭৩ সালের ১০ মার্চ প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি শেষ পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'সাংবাদিক সম্মেলনে জাসদ সভাপতি মেজর জলিল ॥ সরকারী হস্তক্ষেপ না হলে পরিষদে শক্তিশালী বিরোধী দল যেতো'। এই খবরে বলা হয় :

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সভাপতি মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) এম এ জলিল বলেছেন, বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন যদি সরকারী হস্তক্ষেপ মুক্ত, অবাধ ও নিরপেক্ষ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হতো তাহলে জাতীয় সংসদে একটি শক্তিশালী বিরোধী দল গঠিত হতো। গতকাল বিকেলে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে জাসদের সভাপতি একথা বলেন।[১১৭]

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বেশ কিছুসংখ্যক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রগুলোতে। নির্বাচন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে প্রণীত হয় ভোটার তালিকা। এই তালিকা প্রণয়ন শুরু হয় ১৯৭২ সালের ১ অক্টোবর। ১৯৭২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর এক বেতার ভাষণে ১ অক্টোবর থেকে ভোটার তালিকার কাজ শুরুর ঘোষণা দেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের ভোটার তালিকা প্রণয়নের তারিখ ঘোষণার পর দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদ ভোটার তালিকা প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। ১৯৭২ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকে এ প্রসঙ্গে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল : 'গণতন্ত্রের পথে'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

ভোটার তালিকা প্রণয়নের মাধ্যমে গণতন্ত্রের যাত্রাপথে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে সে পদক্ষেপ শুধু বর্তমান বাংলাদেশের নয়, ভবিষ্যত বাঙ্গালী জাতির জন্যও অর্থবহ হইয়া থাকিবে।[১১৮]

একই দিন অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর সংবাদও ভোটার তালিকা বিষয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। 'ভোটার তালিকা সম্পর্কে' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

আশা করি ভোটার তালিকা প্রণয়নকারীরা খেয়াল রাখবেন যে দেশে বর্তমানে যে অর্থনৈতিক সংকট চলছে তাতে জনসাধারণ নিদারুণভাবে ব্যতিব্যস্ত রয়েছেন এবং এই কারণেই সঠিক ও সম্পূর্ণ তালিকা প্রণয়ন করতে হলে গৃহে গৃহে দু'বার কিংবা তিনবারও যেতে হতে পারে।[১১৯]

১৯৭২ সালের ২১ নভেম্বর ভোটার তালিকা প্রসঙ্গে আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ। ২০ নভেম্বর নির্বাচন কমিশন খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পরদিন এই সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। 'ভোটার তালিকা' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

নির্বাচন কমিশন পূর্বঘোষিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খসড়া ভোটার তালিকা প্রণয়ন সম্পন্ন করেছেন এবং গতকাল তা প্রকাশিত হয়েছে। যথাসময়ে খসড়া ভোটার তালিকা প্রণয়ন সম্পন্ন করে নির্বাচন কমিশন একটা প্রশংসনীয় কাজ করলেন। আমরা আশা করি ভোটার তালিকা চূড়ান্তকরণ ও মুদ্রণের বাকী কাজটাও যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হবে।[১২০]

নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনকে কিছু পরামর্শ দিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদপত্রগুলো। সংবাদ-এ ধরনের একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৭৩ সালের ২৮ জানুয়ারি। 'নির্বাচনী জামানত না পণপ্রথা?' শীর্ষক সম্পাদকীয়টিতে বলা হয়:

ভোট প্রদানে দেশের সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্যও এদেশের সাধারণ কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতি মানুষকে আজ উৎসাহিত করার দায়িত্ব রয়েছে সরকারের। জামানতের টাকার ভয় দেখিয়ে যে কাজ প্রায় অসম্ভব। আমরা তাই অনতিবিলম্বে এই নির্বাচনী পণপ্রথার অবলুপ্তি কামনা করছি।[১২১]

নির্বাচনী প্রচারণার চাকচিক্য প্রসঙ্গে ১৯৭৩ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি সংবাদে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। 'নির্বাচনের জৌলুস প্রসঙ্গে' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

Dhaka University Institutional Repository

দেশবাসী রংচং চান না এমন কথা নয়। বরং রংচং ছাড়া নির্বাচনের মতো এত বড় একটি ঘটনা দেশবাসীর কাছে হৃদয়গ্রাহ্য হবে না। কিন্তু এতে একটা সমতা অবশ্যই থাকতে হবে এবং এর মূলধারা হতে হবে ষোল আনা রাজনৈতিক।[122]

নির্বাচনে সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতকরণে সরকারী উদ্যোগের অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি গঠনের আভাস দিয়ে খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালের ২১ জানুয়ারি। বার্তা সংস্থা এনার সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে সে সময়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই ধরনের একটি কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানান। পরদিন ১৯৭৩ সালের ২২ জানুয়ারি সরকারের এই উদ্যোগকে অভিনন্দন জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। 'সুষ্ঠু নির্বাচনী পরিবেশ' শীর্ষক সম্পাদকীয়টিতে বলা হয়:

আমরা আশা করবো নির্বাচনী আবহাওয়া উষ্ণ হবার পূর্বেই সরকার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রস্তুতিপর্ব সমাপ্ত করবেন। দেশে সৃষ্টি হবে সুষ্ঠু নির্বাচনী পরিবেশ।[123]

নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার লক্ষ্যে সরকার একটি উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলনের আয়োজন করে ১৯৭৩ সালের ২২ জানুয়ারি। ২৩ জানুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। পরদিন ১৯৭৩ সালের ২৪ জানুয়ারি এই সম্পর্কে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। 'অনুকূল পরিবেশে নির্বাচন' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

যারা প্রকৃতই দেশ ও দশকে ভালোবাসেন, যারা দেশের সমৃদ্ধি ও প্রগতি আন্তরিকভাবে কামনা করেন তাঁরা সবাই নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ রচনার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবেন, এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।[124]

সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে একটি নীতিমালা প্রণয়নের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল দাবী জানায়। ১৯৭৩ সালের ২০ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক রিপোর্টে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-মোজাফফর) এর এ ধরনের দাবী সংবলিত খবর প্রকাশিত হয়। পরে ১৯৭৩ সালের ২৭ জানুয়ারি দৈনিক বাংলায় এই প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। 'সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

আসন্ন সাধারণ নির্বচনকে সর্বাংশে সার্থক করে তোলার জন্য প্রয়োজন সব দলের অভিমত ও সম্মতির ভিত্তিতে রচিত নির্বাচনী নীতিমালা। তাহলেই নির্বাচনী পরিবেশ উত্তেজনামুক্ত ও সুশৃঙ্খল হয়ে উঠবে, মজবুত হবে গণতন্ত্রের ভিত্তি, নির্বিঘ্ন হবে এর ভবিষ্যত।[125]

১৯৭৩ সালের ২৪ জানুয়ারি নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ করে। ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ নৌকা প্রতীক লাভ করে। কিন্তু জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) অভিযোগ করে জাসদকে নৌকা প্রতীক বরাদ্দ না করে নির্বাচন কমিশন পক্ষপাতিত্ব করেন আওয়ামী লীগকে নৌকা প্রতীক বরাদ্দ করেছে। জাসদ এ ব্যাপারে হাইকোর্টে মামলা করে। কিন্তু হাইকোর্ট রায় ঘোষণা করে যে আওয়ামী লীগকে নৌকা প্রতীক বরাদ্দ বৈধ। হাইকোর্টের এই রায় ঘোষণার খবর ১৯৭৩ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ৬ ফেব্রুয়ারি সংবাদ-এ এই প্রসঙ্গে একটি উপ-সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। 'শুভেন্দু' ছদ্মনামে লেখা এই নিবন্ধের শিরোনাম ছিল : 'নৌকা নিয়ে টানাটানি, গোলাপ কেন কালো?' এতে বলা হয় :

বোধ হয় নির্বাচনে মলিন হয়ে যাওয়া নৌকাই আওয়ামী লীগের একমাত্র আরাধ্য। অনেকেরই মনের গোপন পোষা আশা 'আহা আমরা যদি নৌকা পেতাম'। যেন রাজনৈতিক বক্তব্য, সংগ্রাম, আত্মত্যাগ আর দলীয় আদর্শ কিছুই নয়, শুধু নৌকা। যেন নৌকাই জনতার রায় লাভের একটি অন্যতম সুন্দর হাতিয়ার।[126]

১৯৭৩ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি রাজনৈতিক দলগুলো মনোনয়নপত্র জমা দেয়। পরদিন ৬ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে মনোনয়নপত্র পেশের খবর প্রকাশিত হয়। তবে ১৯৭৩ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত একাধিক খবরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল অভিযোগ করে যে ক্ষমতাসীন দলের কর্মীরা বিরোধী প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমাদানে বাধা দান ও বিরোধী প্রার্থীদের নাজেহাল করেছে। এই প্রসঙ্গে ১৯৭৩ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি এক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ। 'অবাধ নির্বাচনের আলামত?' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

নির্বাচন কমিশনের কাছে আমাদের বক্তব্য : সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব প্রাথমিকভাবে আপনাদেরই। কাজেই শাসক দলের অগণতান্ত্রিক ও জবরদস্তিমূলক কার্যকলাপের ফলে যে সকল নির্বাচনী এলাকায় বিরোধী দলীয় প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র দাখিল করতে পারেননি সে সকল এলাকার বিরোধীদলীয় প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র পেশের আরো একবার সুযোগ দিন। এই কাজটির মাধ্যমেই অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের সূচনা হোক আমরা তাই দেখতে চাই।[127]

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারাদেশের বেশকিছু সংখ্যক হাঙ্গামার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এসব হাঙ্গামায় ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের নেতা-কর্মীরা হতাহত হয়। এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদপত্রগুলোর সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। ১৯৭৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকে এ সংক্রান্ত এক সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল : 'আমরা উৎকণ্ঠিত'। এতে বলা হয় :

রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের ব্যাপারে দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ শত উস্কানির মুখেও যে ধৈর্য, সহ্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়ে আসিতেছে তাহা একান্তভাবেই প্রশংসনীয়। আমরা আশা করি নির্বাচনে বিশ্বাসী এবং বাংলাদেশের দরদী প্রতিটি রাজনৈতিক দলও এ ধরনের ঘটনায় অনুরূপ মহৎ গুণের পরিচয়দান করিবেন এবং জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়া বাংলাদেশ-বিরোধী মহলের যে কোন পাতা ফাঁদ সর্বপ্রযত্নে এড়াইয়া চলিবেন।[128]

একই দিন অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি সংবাদও একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হাঙ্গামা বিষয়ে। 'খুনোখুনির পথ ছাড়ুন' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সভাপতি মেজর জলিল রাজনৈতিক প্রতিপক্ষীয়দের গুলীতে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আমরা এই বিবেকহীন জঘন্য কাজের তীব্র নিন্দা করছি। দেশে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য গড়ে তোলার পরিবর্তে খুনোখুনির রাজনীতির প্রবর্তনের পরিণাম সম্পর্কে আমরা সচেতন দেশবাসী ও সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনৈতিক দলের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারছি না।[১২৯]

১৯৭৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি দৈনিক বাংলাও নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হাঙ্গামা বিষয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। 'রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

দেশে সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশ গড়ে তোলার তাগিদেই আমাদের সবাইকে অগণতান্ত্রিক ও সন্ত্রাসমূলক ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। রুখতে হবে সন্ত্রাসবাদীদের।[১৩০]

নির্বাচনের তিনদিন আগে ১৯৭৩ সালের ৩ মার্চ সংবাদ নির্বাচন প্রসঙ্গে একটি উপসম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করে। 'দর্শক' ছদ্মনামে লেখা এই উপসম্পাদকীয় নিবন্ধের শিরোনাম ছিল : 'নির্বাচনী হালচাল ॥ নির্ভয়ে ভোট দিন : ভুয়া ভোট দিতে দেবেন না'।[১৩১] এই নিবন্ধে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে ভোটার, নির্বাচন পরিচালনাকারী এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাকরী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি পৃথকভাবে কয়েকটি আবেদন জানানো হয়।

নির্বাচনে নিরপেক্ষতা ও দায়িত্বশীলতার প্রশ্নে ক্ষমতাসীন দলের কর্মতৎপরতাকে সমর্থন জানিয়ে বেশ কিছুসংখ্যক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। ১৯৭৩ সালের ৯ জানুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাক এ ধরনের একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। 'গণতন্ত্রের পথ' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

এক্ষণে দেশের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল এবং প্রতিটি ভোটার যদি স্ব স্ব বিবেক অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক পন্থায় দেশের এই প্রথম সাধারণ নির্বাচনকে সাফল্যমন্ডিত করার চেষ্টা চালান, তবেই দেশের সার্বিক কল্যাণের পথ ত্বরান্বিত হইবে।[১৩২]

১৯৭৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি 'স্পষ্টভাষী' ছদ্মনামে লেখা 'মঞ্চে-নেপথ্যে' কলামে বলা হয় :

কারচুপি, কণ্ঠরোধ কোথাও কোথাও হইয়া থাকা একেবারে বিচিত্র নয়, এমন সবদেশেই একটু আধটু হইয়া থাকে যদিও না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু একটা গণতান্ত্রিক দেশের সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল কেবল কারসাজি, কারচুপি-কণ্ঠরোধ করিয়া জিতিয়া যায় বা যাইতে পারে এটা অসম্ভব ব্যাপার। কোন ক্ষমতাসীন দলের যখন ডুবার পালা আসে তখন তাহারা নিজেদের কৃতকর্ম ও পাপের ভারেই ডুবিয়া যায়।[১৩৩]

নির্বাচনের আগের দিন ১৯৭৩ সালের ৬ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয় একটি সম্পাদকীয়। 'উস্কানির ফাঁদে পা দিবেন না' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় ঃ

পরিবেশের স্বাভাবিকতা বিনষ্ট হওয়ার মত কথাবার্তা এবং কাজ কর্মের লক্ষণ কিছু কিছু এখনও লক্ষ্য করা যাইতেছে। তাই দেশবাসীর কাছে আমাদের নিবেদন ঃ উস্কানি হইতে সতর্ক থাকুন। উস্কানির ফাঁদে পা দিবেন না। কেননা বিশ্ববাসীকে দেখাইয়া দিতে হইবে যে, রাজনীতি সচেতন বাংলার জনগণ রক্তপাতে বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস করে ব্যালটের শান্তিপূর্ণ বিপ্লবে।[১৩৪]

নির্বাচনে নিরপেক্ষতার প্রশ্নে ক্ষমতাসীন দলের কর্মকান্ডের বিরোধিতা করেও বেশকিছু সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। ১৯৭৩ সালের ২২ জানুয়ারি সংবাদ-এ এই ধরনের একটি উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। শিরেনাম ছিল: 'নির্বাচনী হালচাল ঃ বল এখন শাসক দলের কোর্টে'। 'দর্শক' ছদ্মনামে লেখা এই উপ-সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

ভয় দেখিয়ে দেশবাসীকে বোকা বানিয়ে রেখে নির্বাচনে জেতা হয়ত বা যায়, কিন্তু জনগণের আস্থা অর্জন করা যায় না। শাসক দল মনস্থির করুন। বল এখন আপনাদের কোর্টে।[১৩৫]

১৯৭৩ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি সংবাদ-এ এই ধরনের আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। 'কথা নয়, কাজে প্রমাণ দিন' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রশ্নে সরকারের কাছে আমাদের বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার। নির্বাচনের সুষ্ঠুতা বিধান করতে হলে বিরোধী দলগুলোকে জাতীয় প্রচার মাধ্যমগুলোতে যথোপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা দিন। আর তাদের কর্মীদের ঠেঙানো এবং জনসভা পন্ড করা থেকে বিরত থাকুন। তা নাহলে শুধু যে এবারের নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না তাই নয়। বরং দেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যতও অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।[১৩৬]

নির্বাচনের আগের দিন ১৯৭৩ সালের ৬ মার্চ সংবাদ-এ নির্বাচন প্রসঙ্গে এক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল ঃ 'অবাধ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতির পরীক্ষা'। এই সম্পাদকীয়তে বলা:

আমরা আশা করবো অবাধ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি পূরণের পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষীয়রা সসম্মানে উত্তীর্ণ হবেন। এটা আমরা চাই দেশের স্বার্থে, আমাদের সকলের স্বার্থে। এ সম্মানে আমরাও অংশীদার হতে চাই। এজন্য আমরা আশা করবো দেশবাসী অবাধ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি রক্ষার ব্যাপারে সর্বাত্মকভাবে সহায়তা করবেন। শাসক দলসহ সকল প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী দলের কাছে নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্তে আমাদের এ আবেদন রইল।[১৩৭]

নির্বাচনের পর ১৯৭৩ সালের ১০ মার্চ 'নির্বাচন এবং তারপর' শীর্ষক একটি উপসম্পাদকীয় লেখা হয় 'দর্শক' ছদ্মনামে। এতে বলা হয়:

জাতীয় সংসদে আওয়ামী সদস্য হিসেবে, যাঁরা নির্বাচিত হয়ে এসেছেন তাঁদের একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যকের দুর্নীতিবাজ বলে দুর্নাম রয়েছে। অনেকের দলীয় কর্মসূচীর অনুগত্য প্রশ্নসাপেক্ষ। আবার কারো কারো সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি অনুরাগ খুব গোপন নয়। জনগণের বিপুল আস্থার মর্যাদা রক্ষা করতে হলে বঙ্গবন্ধুকে এদের সম্পর্কে অবশ্যই হুঁশিয়ার হতে হবে।[১৩৮]

নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ নির্বাচন প্রসঙ্গে এক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে বাংলাদেশ অবজারভার। 'The Hour comes' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

Dhaka University Institutional Repository

Free Bangladesh goes to polls today. The mark of the day, March 7, is on its own, quite momentous for reasons already entered into notable chapters of history.[১৩৯]

নির্বাচনের পর ১৯৭৩ সালের ৯ মার্চ গবেষণার অন্তর্ভুক্ত তিনটি পত্রিকা নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'গণআদালতের রায়'। এতে বলা হয় ঃ

বাংলাদেশের গণআদালত আরেকবার রায় দিয়েছে আওয়ামী লীগের পক্ষে। বাংলাদেশের নির্বাচকমন্ডলী আরেকটি ঐতিহাসিক বিজয় উপহার দিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। আগামী পাঁচ বছর তাঁর সরকার দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের গুরুদায়িত্ব লাভ করলেন। আমরা বিশ্বাস করি এ দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালন করবেন জনগণের সমর্থনপুষ্ট নতুন সরকার।[১৪০]

সংবাদ-এর সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল ঃ 'সাধারণ নির্বাচনের রায়'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

কোন কোন কেন্দ্রে ভোটের ব্যাপারে শাসক দলের তরফ থেকে কারচুপি করা হয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। ভোটদান পদ্ধতি যাতে ভবিষ্যতে ত্রুটিহীন হতে পারে সেজন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা করাবার জন্য কর্তৃপক্ষ উদ্যোগী থাকবেন এটাই এই মুহূর্তে বলে রাখা যায়। যাঁরা এ ব্যাপারে বিশেষভাব ক্ষুব্ধ বা মর্মাহত, তাঁরা একদিকে যেমন নির্বাচনী কর্তৃপক্ষকে সজাগ করে তুলতে চেষ্টা করবেন, তেমনি যেকোন রকমের দুর্নীতির প্রতিষেধক যে সংগঠিত গণশক্তি, তাকে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবেন আশা করি।[১৪১]

বাংলাদেশ অবজারভারের সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: Awami League Makes History Once Again'. এতে বলা হয়:

The Voters have given the inevitable verdict which reflects their unshakable faith and confidence in the inspiring leadership of Bangobandhu Sheikh Mujibur Rahman to which, the people believe, there is no alternative.[১৪২]

দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৭৩ সালের ১০ মার্চ 'সুহৃদ' ছদ্মনামে 'চতুরঙ্গ' কলামে বলা হয় :

জনগণ আওয়ামী লীগকে পাঁচ বছরের জন্য পরিপূর্ণ আর একটি সুযোগ হাতে তুলে দিয়েছেন। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার আওয়ামী লীগ যতখানি করবে তার উপর নির্ভর করছে রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যত।[১৪৩]

প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ:

উপরের তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রথম সংসদ নির্বাচন বেশ গুরুত্ব লাভ করে। নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রায় বছর খানেক আগে থেকেই এ সংক্রান্ত খবর, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদপত্রের নিয়মিত কলামের বিষয়ও হয়ে উঠেছিল এই নির্বাচন।

নির্বাচন বিষয়ক খবরগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পাত্রিকাগুলোতে প্রধানতঃ ষোল ধরনের খবর প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো হচ্ছে:

এক. ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং নির্বাচনী এলাকার তালিকা প্রণয়ন ও নির্বাচনী এলাকার তালিকা প্রকাশ,
দুই. নির্বাচনের তারিখ,
তিন. রাজনৈতিক দলসমূহের নির্বাচনী তৎপরতা,
চার. প্রতীক বরাদ্দকরণ,
পাঁচ. রাজনৈতিক দলগুলোর প্রার্থীতা,
ছয়. মনোনয়নপত্র পেশ,
সাত. মনোনয়নপত্র পেশ নিয়ে অভিযোগ,
আট. মনোনয়নপত্র বাছাই,
নয়. মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার,
দশ. মনোনয়নপত্র জমা-প্রত্যাহার নিয়ে রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ সমস্যা,
এগার. নির্বাচনী ইশতেহার,
বারো. নির্বাচনী প্রচারণা প্রসঙ্গে রাজনৈতিক দলসমূহের অভিযোগ,
তের. নির্বাচনী হাঙ্গামা,
চৌদ্দ. নির্বাচনের প্রাক্কালে নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর,
পনের. নির্বাচন অনুষ্ঠান ও ফল সংক্রান্ত,
ষোল. নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতামত-প্রতিক্রিয়া।

বিশ্লেষণে দেখা গেছে, নির্বাচন বিষয়ক খবর প্রকাশ শুরু হয়েছিল ১৯৭২ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে এবং ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ নির্বাচন অনুষ্ঠান ও পরে ফল ঘোষণা পর্যন্ত এ সংক্রান্ত খবর বেশি প্রকাশিত হতে দেখা যায়। নির্বাচন বিষয়ক প্রায় সব খবরই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোর প্রথম পৃষ্ঠায় বেশ গুরুত্বে সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। অনেক খবর লীড আইটেম হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। ব্যানার আইটেম হিসেবেও প্রকাশিত হয়েছে অনেক খবর।

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদপত্রে প্রকাশিত নির্বাচন বিষয়ক প্রথম খবর ছিল ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ নিয়ে। ১৯৭২ সালের ৩ জুলাই একটি এক্সক্লুসিভ আইটেম হিসেবে দৈনিক বাংলা খবরটি প্রকাশ করে। এই খবরে বলা হয়, সাধারণ নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা তৈরি ও নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণের লক্ষ্যে দু'টি অর্ডিন্যান্স তৈরি হচ্ছে।

এর একমাস পর ভোটার তালিকা আদেশ জারি হয়। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবকটি পত্রিকা ১৯৭২ সালের ৩০ আগস্ট খবরটি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে এবং সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলায়।

এরপর ভোটার তালিকা প্রণয়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়। সংবাদ ১৯৭২ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর একটি এক্সক্লুসিভ আইটেমে জানায় ১৯৭২ সালের অক্টোবরের প্রথম দিন থেকে ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু হবে।

সংবাদ-এ প্রকাশিত এই খবরের সত্যতা লক্ষ্য করা যায় ১৯৭২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বেতার ভাষণের মধ্য দিয়ে। এই ভাষণে প্রধান নির্বাচন কমিশনার আনুষ্ঠানিকভাবে জানান যে, ১৯৭২ সালের ১ অক্টোবর থেকে ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু হবে। ১৮ সেপ্টেম্বর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবক'টি পত্রিকায় গুরুত্বের সঙ্গে খবরটি প্রকাশিত হয়। তবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা।

১৯৭২ সালের ১ অক্টোবর ভোটার তালিকা প্রণয়ন শুরু, ১৯৭২ সালের ২০ নভেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ, ১৯৭২ সালের ৩০ ডিসেম্বর নির্বাচনী এলাকাসমূহের তালিকা প্রকাশ এবং ১৯৭৩ সালের ৩০ জানুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের খবর বার্তা সংস্থা বিএসএস, এনা ও বিপিআই পরিবেশন করে। সংবাদপত্রে এসব খবর গুরুত্ব লাভ করে।

নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার অনেক আগে থেকেই নির্বাচন অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা নির্ভর কয়েকটি খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। তবে সব খবরের সত্যতা পরে প্রমাণিত হয়নি। এ ধরনের একটি খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ২১ আগস্টের পত্রিকায়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবরটি ছিল সেই সময়ের তথ্য ও বেতারমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরীর বক্তব্যভিত্তিক। এই খবরে মিজানুর রহমান চৌধুরীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়ঃ ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে।

পরে নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করলে উপরোক্ত খবরের সত্যতা পাওয়া যায়নি। তবে পরবর্তী সময়ে বার্তা সংস্থা বিপিআই পরিবেশিত এক সম্ভাবনা নির্ভর খবরে যে সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়, নির্বাচন কমিশন ঘোষিত নির্বাচনের তারিখের সঙ্গে তার মিল পাওয়া যায়। এই খবর সংবাদপত্রে ১৯৭২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়। এই খবরে বলা হয়েছিল ঃ ১৯৭৩ সালের মার্চে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

এই খবরে প্রকাশের দেড় মাস পর প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সুনির্দিষ্টভাবে ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানান। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদে খসড়া সংবিধান গ্রহণের প্রাক্কালে বক্তৃতার সময় বঙ্গবন্ধু এই আহ্বান জানান। ৫ নভেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবক'টি পত্রিকায় গুরুত্বের সঙ্গে খবরটি উপস্থাপিত হয়। তবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলায়।

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই আহ্বানের দুই মাস পরে ১৯৭৩ সালের ৭ জানুয়ারি নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেয় যে, ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ প্রথম জাতীয় সংবাদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলো ৮ জানুয়ারি গুরুত্বের সঙ্গে খবরটি প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলার চেয়ে বেশি ও সমান গুরুত্ব দেয় দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভার।

নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বান জানানোর পর থেকেই মূলত দেশে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নির্বাচনী তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। নির্বাচন উপলক্ষে আয়োজন করা হয় জনসভা। আয়োজিত হয় দলীয় সভা ও কাউন্সিল। পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে নির্বাচন প্রসঙ্গে নানা অভিমত, দাবী-দাওয়া তুলে ধরা হয়।

ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচারণা কার্যত শুরু হয় ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর। এই দিন ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের জন্য ভোট প্রার্থনা করে বক্তৃতা দেন। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সব পত্রিকায় খবরটি প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ প্রকাশিত খবরে উল্লেখ করা হয় যে, জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'আমার জন্য গ্রামে গ্রামে ভোট চাইবেন' বলে কার্যত আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচার অভিযান শুরু করেন।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ-মোজাফফর) নির্বচনী তৎপরতার খবর সংবাদপত্রে দেখা যায় ১৯৭২ ডিসেম্বর থেকেই। ১৯৭২ সালের ৬ ডিসেম্বর ন্যাপ-মোজাফফরের জাতীয় পরিষদের দু'দিনব্যাপী বৈঠকের শেষ দিনে এক সিদ্ধান্তে নির্বাচনের দুই মাস আগে মন্ত্রীসভার পদত্যাগ দাবী করা হয়। ৭ ডিসেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository
পরে ১৯৭২ সালের ২৮ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত ন্যাপ-মোজাফফর এর এক বিবৃতিতে আসন্ন নির্বাচনে বিকল্প সরকার কায়েম করার আহ্বান জানানো হয়।

১৯৭৩ সালের ১৯ জানুয়ারি ন্যাপ-মোজাফফর-এর জাতীয় পরিষদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায়। এই সভায় নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়। একই সঙ্গে একটি নির্বাচনী নীতিমালা প্রণয়ন ও তা প্রতিপালনের আহ্বান জানানো হয়। ২০ জানুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী) নির্বচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন রাজনৈতিক তৎপরতা চালায় এবং সংবাদপত্রে এর প্রতিফলন ঘটে। ন্যাপ-ভাসানীর দু'দিনব্যাপী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় টাঙ্গাইলের সন্তাষে। সম্মেলনের শেষ দিন ১৯৭২ সালের ১০ ডিসেম্বর এ বিষয়ে খবর পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা এনা। পরদিন ১১ ডিসেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই খবরে বলা হয় ঃ নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ থাকলে ন্যাপ-ভাসানী সমস্ত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

পরে ১৯৭২ সালের ২৫ ডিসেম্বর টাঙ্গাইলের সন্তোষে ন্যাপ-ভাসানীর এককর্মী সম্মেলনে নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার স্বার্থে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ক্ষমতাসীন সরকারের পদত্যাগ দাবী করা হয়। ১৯৭২ সালের ২৬ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়।

নির্বচনে অংশগ্রহণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে ন্যাপ-ভাসানী ১৯৭২ সালের ৩০ ডিসেম্বর ১৪ দলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠনের ঘোষণা দেয় এবং নির্বাচন সুষ্ঠু করার লক্ষ্যে ১৫ দফা দাবী পেশ করে। ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়। পরদিন ৩১ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়।

নির্বাচন বিষয়ে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) এক বিবৃতি প্রদান করে ১৯৭৩ সালের ১৪ জানুয়ারি যা পরদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয় যে, সরকারী দল নির্বাচনকে সামনে রেখে সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ চালাচ্ছে। পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সংগ্রামী ও মেহনতি জনতাকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানানো হয়।

রাজনৈতিক দলগুলো অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য যখন বিভিন্ন দাবী জ্যানাচ্ছিল তখন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষ থেকে দাবী বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি গঠনের আভাস দিয়ে খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালের ২১ জানুয়ারি। বার্তা সংস্থা এনার সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে সে সময়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মান্নান এই ধরনের একটি কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া চলছে বলে আভাস দেন। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে গুরুত্বের সঙ্গে খবরটি প্রকাশিত হয়।

শুধু তাই না ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষ থেকে ১৯৭৩ সালের ২২ জানুয়ারি একটি উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের নিশ্চয়তা বিধানে দৃঢ় সংকল্পের কথা ব্যক্ত করেন। এই সম্মেলনে ভোট গ্রহণের সময় শান্তিরক্ষার জন্য সশস্ত্র বাহিনী, রক্ষীবাহিনী, পুলিশ, বিডিআর ও আনসার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সব পত্রিকায় গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়।

নির্বাচনী প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ১৯৭২ সালের ৯ জানুয়ারি নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করে। রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন কমিশনের আহ্বান অনুযায়ী ১৯৭৩ সালের ২৪ জানুয়ারির মধ্যে নির্বাচনী প্রতীকের জন্য আবেদনপত্র জমা দেয়। পরদিন ২৫ জানুয়ারি নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দ করে। ১৯৭৩ সালের ২৬ জানুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা।

একই দিন অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের ২৬ জানুয়ারি নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দ প্রসঙ্গে জাসদ এর এক বিবৃতি প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। এতে অভিযোগ করা হয় যে, নির্বাচন কমিশন পক্ষপাতিত্ব করে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগকে 'নৌকা' প্রতীক বরাদ্দ করেছে।

পরে নির্বাচন কমিশন আওয়ামী লীগকে 'নৌকা' প্রতীক বরাদ্দ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা প্রদান করে। এক সরকারী প্রেসনোটের মাধ্যমে এই ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। এই ব্যাখ্যায় কেন আওয়ামী লীগকে 'নৌকা' প্রতীক প্রদান করা হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়। ১৯৭৩ সালের ২৮ জানুয়ারি সংবাদপত্রে এই প্রেসনোট প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository
জাসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে 'নৌকা' প্রতীক বরাদ্দের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করে। আওয়ামী লীগকে নৌকা প্রতীক বরাদ্দ প্রসঙ্গে হাইকোর্টের রায় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি। এই রায়ে হাইকোর্ট ঘোষণা করে আওয়ামী লীগকে নৌকা প্রতীক বরাদ্দ বৈধ।

১৯৭৩ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি ছিল নির্বাচন কমিশনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার শেষ দিন। মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার শেষ দিনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলো প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে তৎপর হয়ে ওঠে। ১৯৭৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের প্রার্থী তালিকা চূড়ান্তকরণের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সব পত্রিকা এ খবর গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করলেও সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় দৈনিক বাংলা। এই খবরে বলা হয় ঃ আওয়ামী লীগ মোট ২শ' ৯৯টি আসনে দলের মনোনীত প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করেছে। বাকেরগঞ্জ-৪ আসনে মনোনীত প্রার্থীর নাম পরে ঘোষণা করা হবে।

১৯৭৩ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে বলা হয় ঃ ন্যাপ-মোজাফফর ২২৬টি আসনের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন চূড়ান্ত করেছে। একইদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত অপর এক খবরে জানা যায়, ন্যাপ-ভাসানীর নেতৃত্বাধীন জোট ২৩০টি আসনে প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করেছে। ঐ দিনই ১৯৭৩ সালে ৪ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত আরেক খবরে বলা হয় ঃ জাসদ সবগুলো অর্থাৎ তিনশ' আসনেই প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করেছে।

নির্বাচন কমিশনের তফসিল অনুযায়ী ১৯৭৩ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি ছিল রাজনৈতিক দলগুলোর মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার দিন। রাজনৈতিক দলগুলো ঐদিন নিজ নিজ প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র পেশ করে। পরদিন ৬ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে মনোনয়নপত্র পেশ সংক্রান্ত খবর ফলাও করে প্রকাশিত হয়।

ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের কর্মীরা বিরোধী প্রার্থীদের মনোয়নপত্র জমাদানে বাধা দান ও বিরোধী প্রার্থীদের নাজেহাল করেছে বলে অভিযোগ করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। ১৯৭৩ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত ন্যাপ-মোজাফফর এর এক বিবৃতিভিত্তিক খবরে অভিযোগ করা হয়: ক্ষমতাসীন দলের লোকেরা দেশের বিভিন্ন স্থানে বিরোধী দলীয় প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিলে বাধা দিয়েছে ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে জোরপূর্বক প্রত্যাহারপত্রে স্বাক্ষর নিয়েছে ও প্রার্থীকে অপহরণও করেছে। পরে ১৯৭৩ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়: ন্যাপ-মোজাফফর নির্বাচন কমিশনের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে এ ব্যাপারে অভিযোগ করেছে।

১৯৭৩ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি প্রেস বিজ্ঞপ্তির বরাত দিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে ন্যাপ-ভাসানীর পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় যে, চারটি নির্বাচনী কেন্দ্রে ন্যাপ-ভাসানীর নেতৃত্বাধীন জোট প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে দেয়া হয়নি।

১৯৭৩ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি এক সাংবাদিক সম্মেলনে জাসদও একই ধরনের অভিযোগ করে। ৮ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই খবরে বলা হয়: গুন্ডামী ও সন্ত্রাসের মুখে যেসব বিরোধী দলীয় প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করতে পারেনি তাদের মনোনয়নপত্র গ্রহণের ব্যবস্থা করার জন্য জাসদ প্রধান নির্বাচন কমিশনারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

নির্বাচনী তফসিল অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন ১৯৭৩ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি মনোনয়নপত্র পেশের পরদিন ৬ ফেব্রুয়ারি মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের কাজ সম্পন্ন করে। ৭ ফেব্রুয়ারি মনোনয়নপত্র বাছাই সম্পন্নের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত খবরে বলা হয় ঃ ২৯১টি আসনে প্রার্থী সংখ্যা দাঁড়ায় ১১৮৮ জন। বাকী ৯টি আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বচিত ঘোষণা করা হয়েছে। ৯টি আসনের মধ্যে ২টিতে নির্বাচিত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৭৩ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি ছিল মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের দিন। পরদিন ৯ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায়: মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের পর আওয়ামী লীগের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসন লাভের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১টি। ১০৮ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের পর ২৮৯টি আসনে প্রার্থী সংখ্যা দাঁড়ায় ১০৮০ জন।

একই দিন অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক বিবৃতিভিত্তিক খবরে ন্যাপ-মোজাফফর অভিযোগ করে কয়েকটি স্থানে তাদের প্রার্থীদের জোর করে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারে বাধ্য করা হয়েছে।

প্রার্থী বাছাই ও মনোনয়ন দানকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলগুলোকে অভ্যন্তরীণ সমস্যাও মোকাবেলা করতে হয়। দলীয় মনোনয়ন প্রত্যাশীরা মনোনয়ন লাভে ব্যর্থ হলেও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র বহাল রাখে। এমন প্রার্থীদের দল থেকে বহিস্কারের ঘটনাও ঘটে। এ ধরনের একটি খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি সংবাদ-এ এক্সক্লুসিভ আইটেম হিসেবে। এতে বলা হয়: আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পেতে ব্যর্থ হলেও দেশের বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এমন ৩৫ জনকে দল থেকে বহিস্কার করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়া শেষ করার পর রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) মাত্র চারজন প্রার্থী মনোনয়ন দেয়। কিন্তু এই দল নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করে সবচেয়ে আগে। ১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি সিপিবির নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এতে সিপিবির চারজন প্রার্থী এবং অন্য আসনগুলোতে ন্যাপ-মোজাফফর ও আওয়ামী লীগের যোগ্য, সৎ ও দেশপ্রেমিক প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান জানানো হয়।

পরদিন ১৯৭৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ন্যাপ-মোজাফফর এর নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। এই ইশতেহারে ৭১টি ওয়াদা পালনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।

১৯৭৩ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি এক সাংবাদিক সম্মেলনে ন্যাপ-ভাসানী নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে। পরদিন ২০ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে বলা হয়: এই ইশতেহারে ১০ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করে বলা হয়েছে, এই কর্মসূচীর মাধ্যমে মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

আওয়ামী লীগ ১৯৭৩ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাদের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে। এই ইশতেহারে জাতির চার মৌলিক নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগকে নির্বাচিত করার আহ্বান জানানো হয়। পরদিন ২১ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়।

জাসদ এর নির্বাচনী ইশতেহার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি। এই ইশতেহারে বলা হয়ঃ জাসদ আসন্ন নির্বাচনকে মূল লক্ষ্যে পৌঁছবার একটি ধাপ মনে করছে।

নির্বাচনের প্রাক্কালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল অভিযোগ করে যে, নির্বাচনী প্রচার কাজে তারা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ ব্যাপারে তারা পরোক্ষভাবে ক্ষমতাসীন দলকে দায়ী করে। ১৯৭৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি সংবাদ-এ এই বিষয়ে একটি এক্সক্লুসিভ আইটেম প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়: রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ন্যাপ বিরোধী সন্ত্রাসের উদ্বেগজনক খবর পাওয়া যাচ্ছে।

পরে ১৯৭৩ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত ন্যাপ-মোজাফফর এর এক বিবৃতিতে সরাসরি অভিযোগ করা হয় যে, রক্ষীবাহিনী ন্যাপ কর্মীদের বিরুদ্ধে ত্রাস সৃষ্টি করেছে।

নির্বাচনে বিরোধী দলকে দমনের আশংকা প্রকাশ করে বক্তব্য প্রদান করে জাসদ। ১৯৭৩ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি এক খবরে এ ধরনের আশংকা প্রকাশ করা হয়। এই খবরে বলা হয়: নির্বাচনের প্রাক্কালে যদি বিরোধী দলীয় একজন প্রার্থীকেও হত্যা করা হয়, তাহলে 'ফ্যাসিবাদের' বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে জাসদ নির্বাচন বয়কট করবে।

নির্বাচনের প্রাক্কালে কয়েকটি হাঙ্গামায় হতাহতের ঘটনার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ১৯৭৩ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি জাসদ সভাপতি মেজর জলিল গৌরনদীতে এক কর্মী সভায় বক্তৃতাকালে গুলীবিদ্ধ হন। ২৬ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

পরদিন ১৯৭৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি আরেকটি নির্বাচনী সহিংসতার খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয়: চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের জনসভায় বোমা হামলায় ৭ জন নিহত ও ২৫ জন আহত হয়েছে।

১৯৭৩ সালের ২ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকে নির্বাচনী সহিংসতা প্রসঙ্গে এক এক্সক্লুসিভ আইটেমে শুধু আওয়ামী লীগ কর্মীদের উপর হামলা, গুলীবর্ষণ ও হতাহতের তথ্য তুলে ধরা হয়। এই হামলার জন্য 'নাম সর্বস্ব বিরোধী দলগুলোকে' দায়ী করা হয়।

নির্বাচনের প্রাক্কালে নির্বাচন কমিশনের কর্মতৎপরতা বিষয়ে বেশ ক'টি খবর প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন ১৯৭৩ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি ভোট গ্রহণের মহড়ার আয়োজন করে। পরদিন এই মহড়া অনুষ্ঠানের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ১৯৭৩ সালের ৩ মার্চ নির্বাচন সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এতে ক'টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং ক'টি আসনে প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন তার বিবরণ তুলে ধরা হয়। নির্বাচন কমিশনের বরাত দিয়ে নির্বাচনের দু'দিন আগে ভোটদান কেন্দ্রের সংখ্যা ও নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি খবর পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা এনা। ১৯৭৩ সালের ৫ মার্চ খবরটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবক'টি পত্রিকা ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন এবং পরের দিন ৮ মার্চ নির্বাচন সংক্রান্ত খবর ফলাও করে প্রকাশ করে। দু'দিনই সব পত্রিকা নির্বাচন বিষয়ক মূল খবর ছাড়াও আরও বেশকিছু আইটেম প্রকাশ করে। নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন ৭ মার্চ সংবাদ ছাড়া বাকী তিনটি পত্রিকা নির্বাচন বিষয়ক মূল খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে ব্যানার

Dhaka University Institutional Repository

আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। তবে দৈনিক ইত্তেফাক শিরোনামের তিনটি শব্দ লাল রং করে খবরের গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে তুলে। অন্যদিকে সংবাদ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেব প্রকাশ করে।

নির্বাচনের পর দিন ১৯৭৩ সালের ৮ মার্চেও সংবাদ ছাড়া বাকী তিনটি পত্রিকা নির্বাচন বিষয়ক মূল খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে ব্যানার আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। দৈনিক ইত্তেফাক আগের দিনের মতই খবরের গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য শিরোনামের একটি অংশ লাল রং করে প্রকাশ করে। আর সংবাদ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে।

১৯৭৩ সালের ৮ মার্চের সংবাদপত্রে নির্বাচনে কিছু অনিয়মের খবরও প্রকাশিত হয়। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত খবরের কাগজগুলোর মধ্যে সংবাদ-এ এই ধরনের খবর তুলনামূলকভাবে বেশি প্রকাশিত হয়। ৮ মার্চ সংবাদ-এর প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত নির্বাচন বিষয়ক ১৪টি খবরের মধ্যে ১৩টিই ছিল নির্বাচনে অনিয়ম ও অঘটন বিষয়ক। এসব খবরের মধ্যে একটি খবর তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব লাভ করে। প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত এই খবরটি ছিল সংবাদ-এর এক্সক্লুসিভ আইটেম।

১৯৭৩ সালের ৯ মার্চের পত্রিকাগুলোতে নির্বাচনে কোন দল কত আসন লাভ করেছে তার ভিত্তিতে খবর প্রকাশিত হয়।

১৯৭৩ সালের ১০ মার্চের সংবাদপত্রে নির্বাচন সম্পর্কে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিক্রিয়া ও অভিযোগ প্রকাশিত হয়। ন্যাপ-মোজাফফর এর বিবৃতিভিত্তিক এক খবরে অভিযোগ করা হয়: সরকারী দল নির্বাচনে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে ও বিরোধী দলের প্রার্থীদের পরাজিত করানো হয়েছে। ন্যাপ-ভাসানী ১৯৭৩ সলের ৯ মার্চ এক সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করে যে, নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল ক্ষমতার অপব্যবহার করে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে। জাসদও অনুরূপ এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে ১৯৭৩ সালের ৯ মার্চ। এই সাংবাদিক সম্মেলনে নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ এনে মন্তব্য করা হয় যে, সুষ্ঠু নির্বাচন হলে জাতীয় সংসদে একটি শক্তিশালী বিরোধী দল গঠন সম্ভব হতো।

স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বেশকিছু সংখ্যক সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয়, কলাম প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোকে শ্রেণী বিভাগ করলে মোট বিষয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় দশটিতে। বিষয়গুলো হচ্ছে :

এক. ভোটার তালিকা প্রণয়ন,
দুই. নির্বাচন কমিশনের প্রতি পরামর্শ,
তিন. নির্বাচনে সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতকরণে সরকারী উদ্যোগ,
চার. নির্বাচনী নীতিমালা প্রসঙ্গ,
পাঁচ. নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দ প্রসঙ্গ,
ছয়. মনোনয়নপত্র দাখিলে বাধা,
সাত. নির্বাচনী হাঙ্গামা,
আট. নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের নিরপেক্ষতা প্রসঙ্গ,
নয়. নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শাসক দলের কর্মকান্ডের সমালোচনা,
দশ. নির্বাচন অনুষ্ঠান ও আওয়ামী লীগের বিজয়।

নির্বাচন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে প্রণীত হয় ভোটার তালিকা। এই তালিকা প্রণয়ন শুরু হয় ১৯৭২ সালের ১ অক্টোবর। ১৯৭২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর এক বেতার ভাষণে ১ অক্টোবর থেকে ভোটার তালিকা প্রণয়ন শুরুর ঘোষণা দেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের ভোটার তালিকা প্রণয়নের তারিখ ঘোষণার পর দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদ ভোটার তালিকা প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। ১৯৭২ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর এ প্রসঙ্গে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে যে, জনগণই সকল ক্ষমতা উৎস। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য জনসাধারণের অনুমোদন নেয়ার অংশ হিসেবেই ভোটার তালিকা প্রয়োজন। তাই ভোটার তালিকা প্রণয়নের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তা গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরুর প্রথম পদক্ষেপ।

একই দিন অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর সংবাদ-ও ভোটার তালিকা বিষয়ে এক সম্পাদকীয়তে ভোটার তালিকা প্রণয়নকারীদের দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করার পরামর্শ দেয়া হয়। তালিকাকে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ করার স্বার্থে তালিকা প্রণয়নকারীদের পক্ষে একই বাড়িতে প্রয়োজনে দু'বার বা তারও বেশি যাওয়ার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।

১৯৭২ সালের ২০ নভেম্বর ভোটার তালিকা প্রকাশের পরদিন ২১ নভেম্বর ভোটার তালিকা প্রসঙ্গে আরেকটি সম্পাদকীয়তে সংবাদ যথাসময়ে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করায় নির্বাচন কমিশনকে অভিনন্দন জানায়। এই সম্পাদকীয়তে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনকে কিছু পরামর্শ দিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদপত্রগুলো। ১৯৭৩ সালের ২৮ জানুয়ারি এ ধরনের এক সম্পাদকীয়তে সংবাদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে জামানত গ্রহণের প্রথার তীব্র সমালোচনা করে এবং অবিলম্বে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীদের জামানত প্রদানের নিয়ম তুলে দেয়ার আহ্বান জানানো হয়।

নির্বাচনী প্রচারণায় চাকচিক্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে একটি সমতা আনার পরামর্শ দিয়ে ১৯৭৩ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি এক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ। এই সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে যে, নির্বাচনী প্রচারণার চাকচিক্যের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত রাজনৈতিক।

বার্তা সংস্থা এনার সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে সে সময়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান: নির্বাচনে সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতকরণে সরকারী উদ্যোগের অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। এই খবর প্রকাশের পরদিন ১৯৭৩ সালের ২২ জানুয়ারি সরকারের এই উদ্যোগকে অভিনন্দন জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। সম্পাদকীয়তে আশা প্রকাশ করা হয় যে, নির্বাচনী পরিবেশ উত্তপ্ত হওয়ার আগেই সরকার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।

নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার লক্ষ্যে সরকারের একটি উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলন আয়োজনের খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালের ২৩ জানুয়ারি। পরদিন এ সম্পর্কে এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে যে, নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়, সংশ্লিষ্ট সবার। এজন্য সবাইকে সম্মিলিত উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানানো হয় সম্পাদকীয়তে।

সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে একটি নীতিমালা প্রণয়নের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল দাবী জানায়। ১৯৭৩ সালের ২০ জানুয়ারি সংবাদপত্রে ন্যাপ-মোজাফফর এর এই ধরনের দাবী সংবলিত এক খবর প্রকাশের পর ২৭ জানুয়ারি প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা নির্বাচনী নীতিমালা প্রণয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এই সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা সব দলের অভিমত ও সম্মতির ভিত্তিতে একটি নির্বাচনী নীতিমালা প্রণয়নের জন্য সুপারিশ করে।

১৯৭৩ সালের ২৪ জানুয়ারি নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ করে। প্রতীক বরাদ্দের পর জাসদ অভিযোগ করে তাদেরকে 'নৌকা' প্রতীক না দিয়ে পক্ষপাতিত্ব করেন আওয়ামী লীগকে 'নৌকা' প্রতীক বরাদ্দ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে জাসদ হাইকোর্টে মামলাও করে। হাইকোর্টের রায়ে আওয়ামী লীগকে নৌকা প্রতীক বরাদ্দ বৈধ ঘোষণার পর ১৯৭৩ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি সংবাদ এই প্রসঙ্গে একটি উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এই উপ-সম্পাদকীয়তে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার লক্ষ্যে নৌকা প্রতীকের জন্য লালায়িত হওয়ায় সংশ্লিষ্টদের তীব্র সমালোচনা করা হয়।

রাজনৈতিক দলগুলোর মনোনয়নপত্র পেশের খবর প্রকাশের পরদিন ১৯৭৩ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত একাধিক খবরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল অভিযোগ করে যে, ক্ষমতাসীন দলের কর্মীরা বিরোধী প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমাদানে বাধাদান ও বিরোধী প্রার্থীদের নাজেহাল করেছে। এই প্রসঙ্গে ৮ ফেব্রুয়ারি এক সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে যে, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বচনী কাজে বাধা দিয়ে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়। শাসক দলের আচরণের তীব্র সমালোচনা করা হয় সম্পাদকীয়তে। যেসব এলাকায় বিরোধী প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারেনি, সেখানে মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার আরেকবার সুযোগ দেয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়।

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারাদেশে বেশকিছু সংখ্যক হাঙ্গামার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এসব হাঙ্গামায় ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী রাজনৈতিক দল সমূহের নেতা-কর্মীরা হতাহত হয়। এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদপত্রগুলোয় সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। ১৯৭৩ সালর ২৭ ফেব্রুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকে এ সংক্রান্ত এক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, বিভিন্ন উস্কানির মুখেও আওয়ামী লীগ ধৈর্যের পরিচয় দিচ্ছে যা অনুকরণীয়। এই সম্পাদকীয়তে আওয়ামী লীগের সভায় বোমা হামলা ও জাসদ নেতা মেজর জলিলের উপর হামলার বিষয়ে তদন্ত করার আহ্বান জানানো হয়।

একই দিন ১৯৭৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি সংবাদ-এ প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে মেজর জলিলের উপর হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানানো হয়। একই সঙ্গে সংঘাতপূর্ণ রাজনীতির পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়।

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হাঙ্গামা বিষয়ে ১৯৭৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, প্রকৃত গণতন্ত্রের চর্চা করা হলে রাজনৈতিক সহিংসতা দূর হবে। এজন্য সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

নির্বাচনে নিরপক্ষতা ও দায়িত্বশীলতার প্রশ্নে ক্ষমতাসীন দলের কর্মতৎপরতাকে সমর্থন জানিয়ে বেশকিছুসংখ্যক সম্পাদকীয়-উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এ ধরনের সম্পাদকীয়-উপসম্পাদকীয়গুলো মূলত প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকে। ১৯৭৩ সালের ৯ জানুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের মহানুভবতার বিবরণ তুলে ধরা হয়। এতে এমন মন্তব্যও করা হয় যে, ক্ষমতার প্রতি আওয়ামী লীগের কোনো মোহ নেই। এই সম্পাদকীয়তে প্রচ্ছন্নভাবে আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করার আহ্বান জানানো হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি এক নিয়মিত কলামে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের তৎপরতা সুষ্ঠু নির্বাচনের অনুকূলে রয়েছে বলে মন্তব্য করা হয়। একই সঙ্গে এই কলামে মন্তব্য করা হয় যে, বিরোধী দলসমূহ বিচ্ছিন্ন নির্বাচনী হাঙ্গামার জন্য অহেতুক আওয়ামী লীগকে দায়ী করছে।

নির্বাচনের আগের দিন ১৯৭৩ সালের ৬ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, সরকারের কর্মতৎপরতায় মনে হয়েছে সরকার অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে অটল। অন্যদিকে বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করে সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, কেউ কেউ নির্বাচনী পরিবেশ বিঘ্নিত করতে তৎপর রয়েছে এবং এ ব্যাপারে সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়।

নির্বাচনে নিরপেক্ষতার প্রশ্নে ক্ষমতাসীন দলের কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা ও সমালোচনা করেও বেশকিছু সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় প্রকশিত হয়। এ ধরনের সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয়গুলো মূলত সংবাদ-এ প্রকাশিত হয়। ১৯৭৩ সালের ২২ জানুয়ারি সংবাদ-এ প্রকাশিত এক উপ-সম্পাদকীয়তে এমন ইঙ্গিত করা হয়েছে যে শাসক দল একটি প্রহসনমূলক নির্বাচন করতে চাইছে। আর প্রহসনমূলক নির্বাচনের প্রতিফল কখনো ভালো হয় না একথা শাসক দলকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে এই উপ-সম্পাদকীয়তে।

১৯৭৩ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি সংবাদ-এ আরেক সম্পাদকীয়তে শাসক দলের পক্ষ থেকে নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ করার ঘোষণাকে কথার কথা বলে মন্তব্য করা হয়। বিরোধী দলসমূহকে অবাধে নির্বাচনী তৎপরতা চালানোর সুযোগদানের মধ্য দিয়েই শাসক দলের ঘোষণা প্রমাণিত হবে বলে মন্তব্য করা হয়।

নির্বাচনের আগের দিন ১৯৭৩ সালের ৬ মার্চ সংবাদ-এ নির্বাচন প্রসঙ্গে এক সম্পাদকীয়তে আশা প্রকাশ করা হয় যে, সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে ক্ষমতাসীন সরকার সফল হবেন। দেশের স্বার্থেই অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকারের সফল হওয়া গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করা হয়।

নির্বাচন অনুষ্ঠান ও আওয়ামী লীগের বিজয় প্রসঙ্গে বেশক'টি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। ১৯৭৩ সালের ৯ মার্চ গবেষণার অন্তর্ভুক্ত তিনটি পত্রিকা নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলা এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয়তে আশা প্রকাশ করে যে, নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিচালনার যে দায়িত্ব আওয়ামী লীগ লাভ করেছে তা যোগ্যতার সঙ্গে পালন করবে। বাংলাদেশ অবজারভার সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে যে, এই নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের জনসাধারণ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করেছে। অন্যদিকে সংবাদ এর সম্পাদকীয়তে কোনো কোনো ভোট কেন্দ্রে শাসক দলের পক্ষ থেকে কারচুপির অভিযোগের কথা উল্লেখ করে ভবিষ্যতে ত্রুটিহীন ভোটদান পদ্ধতি তৈরি করার পরামর্শ দেয়া হয়। একই সঙ্গে নির্বাচনী দুর্নীতি দূর করার জন্য জনসাধারণকে সচেতন করে তোলার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৭৩ সালের ১০ মার্চ এক নিয়মিত কলামে মন্তব্য করা হয় : আওয়ামী লীগ নির্বাচনের মাধ্যমে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পেয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এই দায়িত্ব লাভের জন্য তারা কাজ করেছে। এখন আওয়ামী লীগের উচিত জনগণকে দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা ও দলীয় কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা। এই দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করার উপরই নির্ভর করবে আওয়ামী লীগের ভবিষ্যত রাজনীতি।

প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন শীর্ষক এই ইস্যুর তথ্য বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, স্বাধীনতা-উত্তরকালে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে উঠেছিল। স্বাধীনতা-উত্তরকালে সংবাদপত্রে প্রকাশিত নির্বাচন বিষয়ক প্রথম খবর ছিল ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ নিয়ে। পরে নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হলে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নির্বাচনী তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। নির্বাচনী প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ করে। নৌকা প্রতীক প্রাপ্তি নিয়ে আওয়ামী লীগ ও জাসদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টের রায়ে আওয়ামী লীগকে নৌকা প্রতীক বরাদ্দ বৈধ ঘোষণা করা হয়। এরপর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নির্বাচন কমিশনে তাদের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিল করে। মনোনয়নপত্র পেশ নিয়ে হাঙ্গামার কিছু ঘটনা ঘটে। মনোনয়নপত্র বাছাই ও প্রত্যাহার প্রক্রিয়ার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করে। এরপর শুরু হয়ে যায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী প্রচারণা। নির্বাচনী প্রচারণার কাজে কিছু রাজনৈতিক দল বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয় এবং এ ব্যাপারে তারা পরোক্ষভাবে ক্ষমতাসীন দলকে দায়ী করে। নির্বাচনের প্রাক্কালে কয়েকটি হাঙ্গামায় হতাহতের ঘটনার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর ফল প্রকাশের খবর ছাড়াও নির্বাচনে কিছু অনিয়মের খবরও প্রকাশিত হয়। এছাড়া নির্বাচন সম্পর্কে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিক্রিয়া ও অভিযোগের খবরও প্রকাশিত হয়। ১৯৭২ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু করে ১৯৭৩ সালের মার্চ পর্যন্ত সময়ে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট খবরগুলো গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। শুধু খবরই নয়, উপরোক্ত সময়ে সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও নিয়মিত কলামসমূহে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ইস্যু বার বার স্থান পায়। এতে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রগুলো ভোটার তালিকা প্রণয়নে দায়িত্বশীল হওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনকে পরামর্শ দেয় এবং খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর নির্বাচন কমিশনকে অভিনন্দন জানায়। নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনকে কিছু পরামর্শও দেয় সংবাদপত্র। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ

Dhaka University Institutional Repository
নির্বাচনী পরিবেশ নিশ্চিতকরণে সরকারী বিভিন্ন উদ্যোগ সম্পর্কেও সংবাদপত্রগুলো মন্তব্য প্রকাশ করে। পাশাপাশি সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়নের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে সব দলের অভিমত ও সম্মতির ভিত্তিতে নীতিমালা প্রণয়নের জন্য সুপারিশ করে সংবাদপত্র। অন্যদিকে সংবাদপত্রগুলো নির্বাচনী হাঙ্গামায় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে। একই সঙ্গে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শাসক দলের বিভিন্ন কর্মকান্ডের সমালোচনাও করে। নির্বাচন অনুষ্ঠান ও আওয়ামী লীগের বিজয় প্রসঙ্গেও মন্তব্য প্রকাশ করে সংবাদপত্রগুলো। প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনী ইস্যুতে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোর সম্পাদকীয় নীতির কিছু অমিল লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষ করে দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদ-এর সম্পাদকীয় নীতি ছিল বিপরীত। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে নির্বাচনের প্রাক্কালে নির্বাচনে নিরপক্ষতা ও দায়িত্বশীলতার প্রশ্নে ক্ষমতাসীন দলের কর্মতৎপরতাকে সমর্থন জানিয়ে সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও কলাম প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকে। বিপরীত দিকে সংবাদ এই সময় নির্বাচনে নিরপেক্ষতার প্রশ্নে ক্ষমতাসীন দলের কর্মকান্ডের বিরেধিতা ও সমালোচনা করে সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও কলাম প্রকাশ করে। উভয় পত্রিকা তাদের স্বপক্ষের বক্তব্যের সমর্থনে নানা যুক্তি তুলে ধরে।

তথ্য সূত্র :

১. *দৈনিক বাংলা*, ৩০ জুলাই ১৯৭২, পৃ. ১
২. *দৈনিক বাংলা*, ৩০ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১
৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩০ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১
৪. *সংবাদ*, ৩০ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১
৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৩০ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১
৬. *সংবাদ*, ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৭. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৮. *সংবাদ*, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
১০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
১১. *দৈনিক বাংলা*, ১ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
১২. *সংবাদ*, ২১ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
১৩. *সংবাদ*, ৩১ জানুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
১৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৩১ জানুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
১৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩১ জানুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
১৬. *সংবাদ*, ৩১ জানুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
১৭. *দৈনিক বাংলা*, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
১৮. *সংবাদ*, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
১৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
২০. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
২১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ১
২২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৮ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ১
২৩. *সংবাদ*, ৮ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ১
২৪. *দৈনিক বাংলা*, ৮ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ১
২৫. *দৈনিক বাংলা*, ২১ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১
২৬. *দৈনিক বাংলা*, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭২,পৃ. ১
২৭. *দৈনিক বাংলা*, ৫ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
২৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
২৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৫ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৩০. *সংবাদ*, ৫ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৩১. *সংবাদ*, ১৯ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৩২. *সংবাদ*, ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৩৩. *দৈনিক বাংলা*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৩৪. *দৈনিক বাংলা*, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৩৫. *সংবাদ*, ২০ জানুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৩৬. *দৈনিক বাংলা*, ১১ ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৩৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৬ ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৩৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৩৯. *সংবাদ*, ১৫ জানুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৪০. *দৈনিক বাংলা*, ২১ জানুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৪১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২১ জানুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৪২. *সংবাদ*, ২১ জানুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৪৩. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২১ জানুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৪৪. *দৈনিক বাংলা*, ২৩ জানুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৪৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ জানুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৪৬. *সংবাদ*, ২৩ জানুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৪৭. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৩ জানুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

৪৮. *সংবাদ*, ১০ জানুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৪৯. *দৈনিক বাংলা*, ২৬ জানুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৫০. *সংবাদ*, ২৬ জানুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৫১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৬ জানুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৫২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৬ জানুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৫৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৬ জানুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৫৪. *দৈনিক বাংলা*, ২৮ জানুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৫৫. *সংবাদ*, ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৫৬. *দৈনিক বাংলা*, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৫৭. *সংবাদ*, ২৩ জানুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৫৮. *সংবাদ*, ৩০ জানুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৫৯. *দৈনিক বাংলা*, ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৬০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৬১. *সংবাদ*, ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৬২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৬৩. *সংবাদ*, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৬৪. *দৈনিক বাংলা*, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৬৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৬৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৬৭. *দৈনিক বাংলা*, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৬৮. *সংবাদ*, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৬৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৭০. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৭১. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৭২. *দৈনিক বাংলা*, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৭৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৭৪. *সংবাদ*, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৭৫. *সংবাদ*, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৭৬. *সংবাদ*, ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৭৭. *দৈনিক বাংলা*, ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৭৮. *সংবাদ*, ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৭৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৮০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৮১. *দৈনিক বাংলা*, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৮২. *সংবাদ*, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৮৩. *দৈনিক বাংলা*, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৮৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৮৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৮৬. *সংবাদ*, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৮৭. *দৈনিক বাংলা*, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৮৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৮৯. *সংবাদ*, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩,পৃ. ১
৯০. *সংবাদ*, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৯১. *দৈনিক বাংলা*, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৯২. *দৈনিক বাংলা*, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩,পৃ. ১
৯৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৯৪. *দৈনিক বাংলা*, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৯৫. *সংবাদ*, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৯৬. *সংবাদ*, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৯৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৯৮. *সংবাদ*, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৯৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
১০০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ১
১০১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ৮
১০২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ১
১০৩. *সংবাদ*, ৫ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ১
১০৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ১
১০৫. *দৈনিক বাংলা*, ৭ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ১
১০৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৭ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ১
১০৭. *সংবাদ*, ৭ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ১
১০৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ১
১০৯. *দৈনিক বাংলা*, ৮ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ১
১১০. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৮ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

১১১. *সংবাদ*, ৮ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ১
১১২. প্রাগুক্ত
১১৩. *দৈনিক বাংলা*, ৯ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ১
১১৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ১
১১৫. *সংবাদ*, ১০ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ১
১১৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ১
১১৭. *সংবাদ*, ১০ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ১
১১৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, পৃ. ২
১১৯. *সংবাদ*, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, পৃ. ৪
১২০. *সংবাদ*, ২১ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ৪
১২১. *সংবাদ*, ২৮ জানুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ৪
১২২. *সংবাদ*, ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ৪
১২৩. *দৈনিক বাংলা*, ২২ জানুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ৫
১২৪. *দৈনিক বাংলা*, ২৪ জানুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ৫
১২৫. *দৈনিক বাংলা*, ২৭ জানুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ৫
১২৬. *সংবাদ*, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ৪
১২৭. *সংবাদ*, ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩,পৃ. ৪
১২৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ২
১২৯. *সংবাদ*, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ৪
১৩০. *দৈনিক বাংলা*, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ৫
১৩১. *সংবাদ*, ৩ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ৪
১৩২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ জানুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ২
১৩৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ২
১৩৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ২
১৩৫. *সংবাদ*, ২২ জানুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ৪
১৩৬. *সংবাদ*, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ৪
১৩৭. *সংবাদ*, ৬ মার্চ ১৯৭৩,পৃ. ৪
১৩৮. *সংবাদ*, ১০ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ৪
১৩৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৭ মার্চ ১৯৭৩,পৃ. ৫
১৪০. দৈনিক বাংলা, ৯ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ৫
১৪১. *সংবাদ*, ৯ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ৪
১৪২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৯ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ৫
১৪৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

ছয়. দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি

স্বাধীনতা-উত্তরকালে অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও খাদ্যাভাব থেকে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। পরে ১৯৭৪ সালের শেষভাগে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ১৯৭২ সালের শুরু থেকেই সংবাদপত্রে প্রকাশিত নানা ধরনের খবরে এর নজির দেখা যায়। এ সম্পর্কে বেশকিছু সম্পাদকীয়-উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। নিয়মিত কলামেও বিষয়টি স্থান পায়। এ প্রসঙ্গে অনেকগুলো চিঠিও প্রকাশিত হয়।

রিপোর্ট :

১৯৭২ সালের ১৯ জানুয়ারি দৈনিক বাংলায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রথম খবরটি প্রকাশিত হয়। এই খবরে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় কথা উল্লেখ করা হয়। খবরে জানানো হয়: কোনো কোনো জিনিসের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। পত্রিকার এক্সক্লুসিভ আইটেম হিসেবে এই খবর প্রকাশিত হয়। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরের শিরোনাম ছিল: 'দ্রব্যমূল্য বাড়ছে : অতি মুনাফার লালসাই প্রধান কারণ'। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত এই খবরে বলা হয়:

> *আজকাল জনজীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে। যেন দিনে দিনে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। কোন কোন জিনিসের দাম ইতিমধ্যেই আকাশচুম্বী হয়ে জনগণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাবার উপক্রম হয়েছে।* [১]

দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৭২ সালের ৯ মার্চ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির এক খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয় : আগের বছরের তুলনায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য বেড়েছে শতকরা ২৫ থেকে ১০০ ভাগেরও বেশি। দৈনিক ইত্তেফাকে এক্সক্লুসিভ আইটেম হিসেবে প্রকাশিত এই খবরের শিরোনাম ছিল: 'শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা'। প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত এই খবরে বলা হয় :

> *অব্যাহত মূল্য বৃদ্ধির আওতা হইতে চাউল, ডাউল, মরিচ, তৈল, সাবান, মাছ-মাংস, তরিতরকারি, বেবীফুড ইত্যাদি কোন কিছু বাদ পড়িতেছে না। গত বছরের এই সময়ের তুলনায় চলতি বছর বিভিন্ন জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধির হার শতকরা ২৫ হইতে একশত ভাগেরও বেশী।* [২]

এর চার মাস পর ১৯৭২ সালের ৮ জুলাই সংবাদ-এ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বিষয়ে একটি খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরে তথ্য প্রকাশ করা হয় যে, অনেক নিত্যব্যবহার্য জিনিস বাজারে নেই। কিন্তু টাকা দিলে আবার সব পণ্যই পাওয়া যায়। প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে এক্সক্লুসিভ আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'দ্রব্যমূল্য : সরকারী খাতায় আর বাজারে আকাশ-পাতাল প্রভেদ'। এতে লেখা হয়:

> *সরকারের কৃষি বাজার পরিচালনা দপ্তর বাজার দরকে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন। অন্ততঃ তাদের প্রকাশিত দৈনন্দিন বাজার দরের চার্ট একথাই প্রমাণ করে।* [৩]

সেই মাসেই অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ৩০ জুলাই সংবাদ-এ দ্রব্যমূল্য নিয়ে আরেকটি খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরে ঢাকার বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে বলা হয় : প্রতিদিনই জিনিসের দাম বাড়ছে। প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে এক্সক্লুসিভ আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বাজারে আগুন : জিনিসের দাম বাড়ছেই'। এতে লেখা হয়:

> *রাজধানী ঢাকার সর্বত্রই বাজারগুলোতে এখনও আগুন জ্বলছে। আজ যে জিনিসটির দাম পাঁচ টাকা, পরশু সেটির দাম সাত টাকা। দাম তো কমছেই না বরং বাড়ছে তো বাড়ছেই।* [৪]

মাস খানেক পর ১৯৭২ সালের ২২ আগস্ট দৈনিক ইত্তেফাকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে আরেকটি খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরে সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির কারণে হতাশা বিরাজ করছে বলে উল্লেখ করা হয়। এতে বলা হয়: মানুষ অস্বস্তিকর অবস্থার পরিবর্তন প্রত্যাশা করছে। প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে এক্সক্লুসিভ আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'জীবনে যাহা পাই নাই তাহার নাম সুখ ॥ আগে আকালডারে বন্ধ করেন সাব, বেবাক ঠিক অইয়া যাইবা–'। ছয়জন পেশাজীবীর সাক্ষাৎকারভিত্তিক এই খবরে লেখা হয় :

> *অর্থনৈতিক দূরাবস্থা, দ্রব্যমূল্যের ক্রমবর্ধমান উর্ধ্বগতি, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দুস্প্রাপ্যতা সব মিলিয়ে মধ্যবিত্ত, স্বল্পবিত্ত ও বিত্তহীনদের সংসারের সুখ-শান্তি অন্তর্হিত হইতে চলিয়াছে। এ ব্যাপারে রাজধানীর সর্বশ্রেণীর নাগরিকের মধ্যেই দারুণ হতাশা ও নৈরাশ্যের সৃষ্টি করেছে।* [৫]

পরের মাসেই অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ৫ সেপ্টেম্বর সংবাদ-এ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে আরেকটি খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরে বলা হয়: নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যের উর্ধ্বগতি অব্যাহত রয়েছে। পরিস্থিতির উন্নতির কোনো লক্ষণ নেই। খবরটি বেশ গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করে সংবাদ। প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয় এ এক্সক্লুসিভ আইটেম। শিরোনাম ছিল: 'দেশের সর্বত্র একই অবস্থা : দ্রব্যমূল্য হ্রাসের কোন লক্ষণ নেই ॥ মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছেই'। এই খবরে লেখা হয়:

> *দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি এখনো অব্যাহত। কোন কোন স্থানে চাল ও অন্যান্য সামগ্রীর দাম বাড়ছে। চালের দর ১০০ টাকার উপরে। কোন কোন স্থানে চাল পাওয়া যাচ্ছে না।* [৬]

Captur-2.6

Dhaka University Institutional Repository

এর মাস দেড়েক পর সংবাদ আরেকটি খবর প্রকাশ করে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে। ১৯৭২ সালের ২৩ অক্টোবর প্রকাশিত এই খবরে বলা হয়: বেশি মুনাফার নেশায় একশ্রেণীর ব্যবসায়ী মেতে ওঠার কারণেই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়েই চলেছে। প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে এক্সক্লুসিভ আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'মুনাফা লুণ্ঠনের অবাধ প্রতিযোগিতা ॥ আবার বাজারে জিনিসের দাম বাড়ছে'। এতে লেখা হয়:

বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য কমতি দূরের কথা, দিনকে দিন পূর্বেকার মূল্যের সাথে পাল্লা দিয়ে তা অব্যাহত গতিতে বেড়েই চলছে। লুণ্ঠনের এক অবাধ প্রতিযোগী মনোভাব যেন রক্তপিপাসু ব্যবসায়ী মহলকে পেয়ে বসেছে।[৭]

এর এক সপ্তাহ পরই ১৯৭২ সালের ২৯ অক্টোবর সংবাদ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে আরেকটি খবর প্রকাশ করে। খবরটি খুবই গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত এই খবরে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধে সরকারের ব্যর্থতাকে দায়ী করা হয়। এক্সক্লুসিভ আইটেম হিসেবে প্রকাশিত এই খবরের শিরোনাম ছিলঃ 'দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে জনজীবনে নাভিশ্বাস'। এতে বলা হয়:

দ্রব্যমূল্যের ক্রমবর্ধমান উর্ধ্বগতিতে জনজীবনে নাভিশ্বাস উঠেছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধে সরকারের ব্যর্থতাই অসাধু ব্যবসায়ীকে লুটপাট করার ইন্ধন জুগিয়েছে বলে সর্বস্তরের জনগণের অভিমত।[৮]

১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে সংবাদ আরো দুইটি খবর প্রকাশ করে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিষয়ে। প্রথমটি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ৯ ডিসেম্বর। বাণিজ্যমন্ত্রীর দেয়া ডেডলাইন পার হয়ে গেলেও ঐ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দ্রব্যমূল্য

কমতে শুরু না করায় মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিকে 'ধাপ্পাবাজি' হিসেবে অভিহিত করা হয় এই খবরে। প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে এক্সক্লুসিভ আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিলঃ 'এ ধাপ্পাবাজি আর কতদিন ॥ মন্ত্রী মহোদয় কি ভুলে গেছেন?' এতে বলা হয় :

বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব এম আর সিদ্দিকী আবার বললেন, জিনিসপত্র এসে পৌছুতে শুরু করলেই দর কমতে শুরু করবে। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে দিশাহারা জনসাধারণকে এমনি করে আশার বাণী শোনানোর ধাপ্পাবাজিতে কেটেছে গত এগার মাস। এ ধাপ্পাবাজি-দৌড় আর কতকাল চলবে?[৯]

১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে সংবাদ-এ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে দ্বিতীয় খবরটি প্রকাশিত হয় ২৬ ডিসেম্বর। এই খবরে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি অব্যাহত থাকার জন্য অসাধু ব্যবসায়ীই শুধু না দুর্নীতিবাজ আওয়ামী লীগ নেতাদের দায়ী করা হয়। প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে এক্সক্লুসিভ আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিলঃ 'সরকারী হুঁশিয়ারি পাত্তা পাচ্ছে না ॥ দ্রব্যমূল্য বাড়ছেই'। এতে লেখা হয় :

একদিকে মন্ত্রী, সাবেক কুখ্যাত এমসিএ ও আওয়ামী লীগ এর ছোট-বড় নেতা এবং সরকারী প্রচার মাধ্যম পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জোর প্রচার চালানো হচ্ছে যে, নির্বাচনের পূর্বে জিনিসপত্রের দাম কমে যাবে। অন্যদিকে সরকারী বক্তব্যকে হাসির ফোয়াড়ার মাধ্যমে উড়িয়ে দিয়ে অসাধু ব্যবসায়ী ও দুর্নীতিবাজ আওয়ামী লীগারদের কারসাজিতে জিনিসপত্রের দাম উর্ধ্বমুখী।[১০]

এর ছয় মাস পর সংবাদ-এ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে আরেকটি খবর প্রকাশিত হয়। ১৯৭৩ সালের ২৮ জুন প্রকাশিত এই খবরটি পরিবেশন করেছিল বার্তা সংস্থা এনা। পরিকল্পনা কমিশনের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা এনা জানায়, দ্রব্যমূল্য ১০০ থেকে ৪০০ ভাগ বেড়েছে। প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলামে প্রকাশিত এই খবরের শিরোনাম ছিল : 'মুদ্রা সরবরাহ ৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি ॥ দ্রব্যমূল্য ১শ' থেকে ৪শ' ভাগ বেড়েছে'। এতে লেখা হয় :

খাদ্যশস্য, ভোজ্য তেল, চিনি, মাছ মাংস ও অন্যান্য নিত্য-ব্যবহার্য সামগ্রীর দর একশ' থেকে চার শ' ভাগ বৃদ্ধির মত দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক উর্ধ্বগতিই হচ্ছে বাংলাদেশের চলতি অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সবচেয়ে মুখ্য বৈশিষ্ট্য। গতকাল (বুধবার) প্রকাশিত বাৎসরিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট পর্যালোচনায় একথা উল্লেখ করা হয়।[১১]

এর দেড় মাস পর সংবাদ-এ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে আরেকটি এক্সক্লুসিভ আইটেম প্রকাশিত হয়। ১৯৭৩ সালের ১৩ আগস্ট প্রকাশিত এই খবরে বলা হয় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি কোনো স্তরে এসেই থামছে না। প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম রিভার্স শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'বাজার দর ক্রমশই উর্ধ্বমুখী'। এই খবরে লেখা হয় :

স্বাধীনতার পর থেকেই ঢাকা সহ সারাদেশেই দ্রব্যাদির দাম বাড়ার যেন 'ম্যারাথন রেস' ক্রমশই দ্রুততগতি হচ্ছে। স্বাধীনতার কুড়ি মাসেও এই দৌড় কোন নির্দিষ্ট স্তরে এসে থেমে যায়নি। ক্রমশই তা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।[১২]

১৯৭৪ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে একটি খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরে বলা হয় : দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি কোন সীমায় গিয়ে থামবে এই প্রশ্নই কেবল জনমনে ঘুরপাক খাচ্ছে।[১৩] বাইলাইন এক্সক্লুসিভ আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশিত হয়। লিখেন শফিকুল কবির। প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলামে প্রকাশিত এই খবরের শিরোনাম ছিল : 'এইভাবে আর কত দিন?'

চালের ক্রমশ অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে আলাদাভাবে বেশ কিছু সংখ্যক খবর প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৭২ সালের প্রথম দিক থেকেই চালের মূল্য বৃদ্ধির খবর প্রকাশিত হয়। ১৯৭৪ সালের শেষ ভাগ পর্যন্ত সময়েও চালের মূল্য বৃদ্ধির প্রবণতা অব্যাহত থাকার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭২ সালের ২২ মার্চ চালের মূল্য বৃদ্ধি বিষয়ক একটি খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। রাজশাহী থেকে বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবর সংবাদ-এ প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয় যে, রাজশাহীতে চালের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'চাউলের দাম বাড়ছেই, কারণ– চোরাচালান ও পরিবহন সমস্যার সাথে মজুতদারীও শুরু হয়েছে'। এই খবরে লেখা হয় :

চোরাকারবারী ও পরিবহন সমস্যার সাথে সাথে মজুতদারী শুরু হওয়ায় ফলে রাজশাহীতে বর্তমানে চাউলের মূল্য সাধারণের ক্রয়সীমা ছাড়িয়ে গেছে। খোলাবাজারে চাউল বিক্রি হচ্ছে ৭০ টাকা মণ দরে।[১৪]

চালের মূল্য বাড়তে থাকায় 'ভুখা মিছিল' বের করার একটি খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১২ আগস্টের সংবাদপত্রে। বার্তা সংস্থা এনা যশোরের শৈলকূপা থেকে খবরটি পরিবেশন করে। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'বিভিন্ন স্থানে চালের অগ্নিমূল্য ॥ ভুখা মিছিল'। এই খবরে বলা হয় :

খাদ্য ও রেশনে চালের সুষ্ঠু বন্টনের দাবীতে আজ এখানে একদল লোক ভুখা মিছিল বের করে। উল্লেখ্য যে, এখানে জিনিসপত্রের দাম অস্বাভাবিক বেড়ে গেছে।[১৫]

চারদিন পর ১৯৭২ সালের ১৬ আগস্ট চালের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধির প্রতিবাদে আরেকটি ভুখা মিছিলের খবর প্রকাশিত হয় সংবাদ-এ। প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে এই খবর প্রকাশিত হয়। নিজস্ব বার্তা পরিবেশক পরিবেশিত এই খবরের শিরোনাম ছিল : 'রংপুরে ভুখ মিছিল ॥ খাদ্যের স্টক শেষ'। এই খবরে বলা হয় :

রংপুরে খাদ্যের স্টক শেষ। জেলায় তীব্র খাদ্যাভাব। আমন চাল প্রতি সের ২ টাকা ৭৫ পয়সা এবং আউশ ২ টাকা ২৫ পয়সায় বিক্রি হচ্ছে। এদিকে কৃষকের কাছ থেকে সরকার পাটও ক্রয় করছেন না। জেলাব্যাপী তাই চলছে ন্যাপের উদ্যোগে ভুখ মিছিল। গতকালও ন্যাপের উদ্যোগে রংপুর শহরে পৌরসভা ও আশেপাশের গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ ভুখ মিছিল করেছে।[১৬]

দু'দিন পর ১৯৭২ সালের ১৯ আগস্ট চালের মূল্য বৃদ্ধির আরেকটি খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস খবরটি পরিবেশন করে। এই খবরে অসৎ ব্যবসায়ী ও কালোবাজারীদের কারসাজিতে বাজারে চালের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'সর্বত্র চালের মূল্য বৃদ্ধি'। এই খবরে লেখা হয় :

একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী কালোবাজারী ও অন্যান্য পন্থায় রাতারাতি বড়লোক হবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। এরা মাল গুদামজাত করে রাখছে এবং বাজারে কৃত্রিম সমস্যা সৃষ্টি করে চলছে।[১৭]

১৯৭৩ সালে চালের মূল্য বৃদ্ধি বিষয়ক আর কোনো খবর প্রকাশিত হতে দেখা যায়নি। তবে ১৯৭৪ সালের প্রথম দিকেই চালের দাম আবার বাড়ার খবর প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৭৪ সালের ২৯ মার্চ সংবাদ-এ এক্সক্লুসিভ আইটেম হিসেবে প্রকাশিত এই খবরে উল্লেখ করা হয় যে, মূল্যবৃদ্ধির মত কোনো কারণ না থাকলেও চালের দাম অস্বাভাবিক হারে বেড়ে চলেছে। প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম রিভার্স শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'মহাজন মজুতদার ও অসৎ ব্যবসায়ীদের কারসাজি ॥ চালের দাম অপ্রতিহতভাবে বাড়ছে'। এতে লেখা হয়:

যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ ছাড়াই দেশের সর্বত্র এক্ষণে চালের দর বল্গাহীনভাবে আবার বেড়ে চলেছে। সরকারী গুদামে পর্যাপ্ত মওজুত, কৃষকের ঘরে সদ্য তোলা উত্তম ফলনের আমন এবং বিদেশ থেকে নিয়মিত আমদানী সত্বেও চালের দরের উর্ধ্বগতি অব্যাহত।[১৮]

চালের মূল্যবৃদ্ধি সংক্রান্ত আরেকটি খবর প্রকাশিত হতে দেখা যায় ১৯৭৪ সালের ২২ সেপ্টেম্বর। সংবাদ-এ প্রকাশিত এই খবরে উল্লেখ করা হয় যে, ঢাকার বাজারে চালের আমদানী চরমভাবে কমে গেছে। দামও অস্বাভাবিক বেশি। প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় এই খবর। শিরোনাম ছিল : 'ঢাকায় চালের দর চরা : সরবরাহ কম'। এতে বলা হয় :

ঢাকায় চালের বাজারে এক সংকটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে আকস্মিকভাবে চালের দর এক লাফে মণপ্রতি চল্লিশ থেকে আশি টাকা বেড়ে গেছে– অন্যদিকে চালের আমদানী মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। চাল না থাকায় প্রায় প্রতিটি বাজারে বেশীর ভাগ দোকান বিক্রি বন্ধ রেখেছে।[১৯]

১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষেও চালের দাম বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। কোথাও কোথাও বাজার থেকে চাল উধাও হওয়ার তথ্য নিয়ে ১৯৭৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর সংবাদ-এ একটি খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরে ভুখ মিছিলের তথ্যও পরিবেশিত হয়। প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে এক্সক্লুসিভ আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয় এ খবর। শিরোনাম ছিল : 'গ্রামের খবর একটাই : দালের দাম বাড়ছে ॥ বরিশাল শহরে গ্রামের নিরন্নদের ভুখ মিছিল'। এতে বলা হয় :

দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে চালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির খবর আসছে। এবার দাম বাড়ছে লাফিয়ে। কোথাও বাজার থেকে চাল উধাও। গ্রামের লোক শহরাভিমুখী খাদ্যের আশায়। কোথাও বা ক্লান্ত পায়ে তাদের ভুখ মিছিল আসছে শহরে। দাবী– খাদ্য আর বস্ত্র। সরকারী নির্দেশ : লঙ্গরখানায় যাওয়ার।[২০]

দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির শুরুতে বাজারে ওষুধের মূল্য বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায়। ১৯৭২ সালের ২৯ জানুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকে এ বিষয়ে একটি এক্সক্লুসিভ আইটেম প্রকাশিত হয়। এই খবরে ওষুধের অভাব ও মূল্য বৃদ্ধির কথা বলা হয়। প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ঔষধের বাজারে'। এই খবরে বলা হয়:

Dhaka University Institutional Repository

জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়াছে, সাথে সাথে ঔষধের দামও– কি করিয়া বাঁচিবো বলুন তো? ঔষধপত্রের দাম কি হারে বাড়িয়াছে এবং কেন বাড়িয়াছে– এ সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করার জন্য রাজধানী ঢাকার কতগুলি ঔষধের দোকানে গেলে এক দোকানে উপস্থিত জনৈক ক্রেতা একথা বলেন।[২১]

কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধির প্রবণতাও দেখা যায় ১৯৭২ সালের মাঝামাঝি সময় থেকেই। ১৯৭২ সালের ১২ আগস্ট দৈনিক বাংলায় এ বিষয়ে প্রকাশিত একটি এক্সক্লুসিভ আইটেমে উল্লেখ করা হয় : স্বাধীনতার পর কাপড়ের মূল্য কমপক্ষে ১৫০ ভাগ বেড়েছে এবং মূল্য বৃদ্ধির গতি অব্যাহত রয়েছে। প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম রিভার্স শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'আব্রূ বাঁচানো যাবে কি? কাপড়ের দাম দেড়শ' ভাগ বৃদ্ধি : সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলের বক্তব্য'। এতে লেখা হয় :

কাপড়ের বাজারের অগ্নিমূল্য এখনকার মত আর কিছুদিন বজায় থাকলে সাধারণ মানুষের পক্ষে আব্রু রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে। স্বাধীনতার পর যেকোন কাপড়ের দাম কমপক্ষে দেড়শ' ভাগ বেড়ে গেছে এবং মূল্যের উর্ধ্বগতি অব্যাহত রয়েছে।[২২]

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে কোথাও কোথাও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে ক্রেতারা। বেশি মূল্য দাবী করায় ক্রেতারা দোকানে হামলা চালানোর ঘটনা ঘটায়। এ ধরনের একটি খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ৮ এপ্রিল দৈনিক বাংলায়। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'অগ্নিমূল্যের বিরুদ্ধে ক্রেতাদের প্রতিরোধ'। এই খবরে লেখা হয় :

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ক্রমবর্ধমান মূল্য বৃদ্ধিতে জনসাধারণ ক্রমশঃ অতিষ্ঠ হয়ে উঠে এই মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। গতকাল শহরে কয়েকটি মহলে অতিরিক্ত চড়া মূল্যে পণ্য বিক্রির জন্য প্রথমে কথা কাটাকাটি ও পরে পণ্য বলপূর্বক তছনছ করে ফেলার ঘটনা ঘটেছে।[২৩]

১৯৭২ সালের প্রথম দিক থেকেই দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারের কাছে দাবী জানাতে থাকে। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী) প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে পাঠানো এক তার বার্তায় সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষের ব্যাপারে সতর্ক করে দেন এবং তা প্রতিরোধের ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার আহ্বান জানান। ১৯৭২ সালের ৫ মার্চ মওলানা ভাসানীর এই বার্তা পাঠানোর খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস এই খবর পরিবেশন করে। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'দুর্ভিক্ষ রোধের উদ্যোগ নিন : মওলানা ভাসানী'। এই খবরে লেখা হয় :

বঙ্গবন্ধুর কাছে পাঠানো এক তারবার্তায় মওলানা ভাসানী সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন যে, দুর্ভিক্ষ আসন্নপ্রায়। যথাসময়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে অনাহারে লাখ লাখ লোক মারা পড়বে।[২৪]

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিও (ন্যাপ-মোজাফফর) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধের ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে দাবী জানায়। ১৯৭২ সালের ৮ মার্চ এই খবর সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। বগুড়া থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশকের পাঠানো এই খবরের শিরোনাম ছিল : 'বগুড়ার জনসভায় মোজাফফর ॥ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধে আশু পদক্ষেপ গ্রহণের দাবী'। এই খবরে লেখা হয় :

আজ স্থানীয় আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠে ন্যাপের এক জনসভায় বক্তৃতাকালে ন্যাপ প্রধান অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ, পুনর্বাসন ও আইনশৃঙ্খলা সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের আশু পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান।[২৫]

দ্রব্যমূল্য কমানোর জন্য বিভিন্ন সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠনও সরকারের কাছে দাবী জানায়। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমানোর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে দাবী জানায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। এ উপলক্ষে মহিলা পরিষদ দেশব্যাপী দাবী দিবস পালন করে। ১৯৭২ সালের ১৬ মে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে এই খবর প্রকাশিত হয়। সব পত্রিকায় নিজস্ব আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশিত হয়। সংবাদ খবরটি সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'দেশব্যাপী মহিলা পরিষদের 'দাবী দিবস' পালন : দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধের কার্যকরী পদক্ষেপ দাবী'। এতে বলা হয় :

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য হ্রাস ও পাকিস্তানে আটকাপড়া বাঙ্গালীদের ফিরিয়ে আনার দাবীতে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের উদ্যোগে গতকাল ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে দাবী দিবস পালিত হয়। রাজধানী ঢাকায় এ উপলক্ষে মহিলাদের সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলকারী মহিলারা প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে গিয়ে তাঁর নিকট স্মারকলিপি পেশ করেন।[২৬]

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবীতে মহিলা পরিষদ তিনমাস পরে আবার দাবী দিবস পালন করে। মহিলা পরিষদের এই দাবী দিবসে যৌথভাবে অংশগ্রহণ করে আওয়ামী লীগ মহিলা শাখা ও বাংলাদেশ মহিলা সমিতি। ১৯৭২ সালের ২৯ আগস্ট এই দাবী দিবস পালনের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : 'মা-বোনদের দাবী দিবস পালন ॥ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য কমান'। এতে লেখা হয় :

গতকাল (সোমবার) ঢাকায় মহিলাদের 'দাবী দিবস' উপলক্ষে শহীদ মিনারে আয়োজিত এক সমাবেশে খাদ্য ও ঔষধসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য অবিলম্বে হ্রাস করার দাবী জানানো হয়। আওয়ামী লীগ মহিলা শাখা, মহিলা পরিষদ ও বাংলাদেশ মহিলা সমিতি যৌথভাবে 'দাবী দিবস' পালন করে।[২৭]

Dhaka University Institutional Repository

দ্রব্যমূল্য প্রতিরোধে সরকারী উদ্যোগের বিভিন্ন খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি সংবাদপত্রে এ ধরনের একটি খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরে উল্লেখ করা হয় : বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী মনসুর আলী দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক স্তরে নামিয়ে আনার জন্য ব্যবসায়ী ও আমদানীকারকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বার্তা সংস্থা বিএসএস এই খবর পরিবেশন করে। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে বাণিজ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারী'। এই খবরে লেখা হয় :

'বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব মনসুর আলী নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য স্বাভাবিক পর্যায়ে নামাইয়া আনার জন্য ব্যবসায়ী ও আমদানীকারকদের প্রতি আবেদন জানাইয়াছে। মন্ত্রী মহোদয় হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করিয়া বলেন যে, অন্যথায় সরকার মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন।'[২৮]

দ্রব্যমূল্য হ্রাস নিয়ে সরকারী তৎপরতার আরেকটি খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১৯ মে। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবরে উল্লেখ করা হয় যে, মন্ত্রীসভা দ্রব্যমূল্যরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। খবরটি সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'মন্ত্রীসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত : কৃত্রিম সংকটে সরকার উদ্বিগ্ন ॥ দ্রব্যমূল্য রোধের আশু ব্যবস্থা হচ্ছে'। এই খবরে বলা হয় :

মন্ত্রিসভার পর্যায়ক্রমিক দ্বিতীয় দিনের বৈঠকে গতকাল বৃহস্পতিবার নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।[২৯]

দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল : 'মন্ত্রী সভার বৈঠকে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধের সিদ্ধান্ত'।[৩০] সংবাদ-এ শিরোনাম ছিল : মন্ত্রীসভার বৈঠকে দ্রব্যমূল্য রোধের সিদ্ধান্ত'।[৩১] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Effective steps to halt price spiral'.[৩২]

এর চারদিন পর মন্ত্রীসভার উপকমিটির বৈঠকে মূল্য পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়। বৈঠকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিস্থিতির উন্নতি ও মূল্যহ্রাস পেয়েছে বলে উল্লেখ করা হয় এবং সেজন্য সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। ১৯৭২ সালের ২৩ মে এ খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'মন্ত্রিসভার উপ-কমিটির বৈঠকে মূল্য পরিস্থিতির পর্যালোচনা হয়েছে'। এতে বলা হয়:

মন্ত্রিসভার অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সংক্রান্ত সব কমিটির এক বৈঠকে চাল, কেরোসিন ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ ও মূল্য সম্পর্কিত সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়।[৩৩]

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর দফতরে একটি জরুরী কার্যপরিচালনা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এই খবর ১৯৭২ সালের ১ জুন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই খবরে উল্লেখ করা হয় যে, এই কেন্দ্রের দায়িত্ব ছিল সারাদেশের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত রাখা। বার্তা সংস্থা বিএসএস ও এনা খবরটি পরিবেশন করে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সব পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এ খবর। খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে দৈনিক বাংলায়। এই পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'মহকুমা পর্যায়ে দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি অবহিত রাখার ব্যবস্থা : সেক্রেটারিয়েটে জরুরী কক্ষ চালু'। এই খবরে বলা হয় :

প্রধানমন্ত্রী ও ক্যাবিনেট সাব কমিটিকে দেশের বিভিন্ন এলাকায় খাদ্যদ্রব্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য সম্পর্কে অবহিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারিয়েটে একজন পদস্থ সরকারী কর্মচারীর নেতৃত্বে একটি জরুরী অপারেশন কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে।[৩৪]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'Emergency Room to deal with price.'[৩৫] দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল : 'দ্রব্য পরিস্থিতি অবগতির বিশেষ ব্যবস্থা'।[৩৬] সংবাদ-এ শিরোনাম ছিল : 'দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ : জরুরী কার্য পরিচালনা কেন্দ্র চালু'।[৩৭]

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে নির্দেশ প্রদান করে। এই খবর ১৯৭২ সালের ২ সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস খবরটি পরিবেশন করে। বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। এই পত্রিকায় খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল: 'Govt. asks low-enforcing agencies ॥ Curb smugglers, hoarders.'[৩৮] অন্যদিকে দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : 'কার্ফু জারি : আটক, জেল, জরিমানা করা হবে ॥ বাংলাদেশ সরকারও কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছেন'। এই খবরে বলা হয় :

চোরাচালান, কালোবাজারীতে লিপ্ত হয়ে যেসব সমাজ বিরোধী ব্যক্তি খাদ্যশস্য ও অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য সামগ্রীর অস্বাভাবিক দর বৃদ্ধির কারণ সৃষ্টি করেছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকার দেশব্যাপী আইন বলবৎকারী সংস্থাসমূহকে নির্দেশ দিয়েছে।[৩৯]

দৈনিক বাংলা ও সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় শিরোনাম ছিল : 'দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধে সরকারের কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ'।[৪০] সংবাদ-এর শিরোনাম ছিল : 'দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারী উদ্যোগ'।[৪১]

Dhaka University Institutional Repository

এই দুই মাস পর দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার একটি অধ্যাদেশ জারি করে। ১৯৭২ সালের ৫ নভেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা এনা এই খবর পরিবেশন করে। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'নিত্যব্যবহার্য পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারী'। এই খবরে বলা হয় :

> *বাংলাদেশ সরকার ১৯৫৬ সালের সাবেক পূর্ব পাকিস্তান নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য আইনের অধীনে গৃহীত ব্যবস্থাবলী কার্যকরী করার আদেশ জারী করেছেন। দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি রোধের জন্যেই এই আইন জারী করা হয়েছে।*[৮২]

এর তিন মাস পর ১৯৭৩ সালের ২২ মার্চ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (গুদামজাতকরণ, মজুত রাখা ও বিক্রি) আদেশ নামে রাষ্ট্রপতি একটি আদেশ জারি করেন। এই আদেশে কি পরিমাণ নিত্যব্যবহার্য পণ্য মজুত, আমদানী ও উৎপাদন করা যাবে সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট নীতিমালা ঘোষণা করা হয় এবং তা অমান্য করলে কি দন্ড দেয়া হবে তাও উল্লেখ করা হয়। খবরটি পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা বিএসএস। ১৯৭৩ সালের ২৩ মার্চ গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবক'টি পত্রিকায় গুরুত্বের সঙ্গে তা প্রকাশিত হয়। সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলায়। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'রাষ্ট্রপতি '৭৩ সালের ব্যবহার্য পণ্য আদেশ জারি করেছেন : অত্যাবশ্যকীয় পণ্য মজুদ করলে কঠোর শাস্তি'। এই খবরে বলা হয় :

> *রাষ্ট্রপতি ১৯৭৩ সালের বাংলাদেশ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (গুদামজাতকরণ, মজুত রাখা ও বিক্রি) আদেশ জারী করেছেন। কেউ রাষ্ট্রপতির এই ১৯৭৩ সালের বাংলাদেশ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আদেশ লংঘন করলে তাকে ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ তালিকাভুক্ত অপরাধ বিশেষ ট্রাইব্যুনাল আদেশ অনুযায়ী দন্ড দেয়া হবে।*[৮৩]

দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'অত্যাবশ্যক পণ্যাদির সুষ্ঠু সরবরাহ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা'।[৮৪] সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ শিরোনাম ছিল : 'অত্যাবশ্যক পণ্য মজুত ও বিক্রয় আদেশ জারি'।[৮৫] বাংলাদেশ অবজারভারের শিরোনাম ছিল: 'Essential Commodities Act introduced'.[৮৬]

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সবশেষে ১৯৭৪ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি সরকার বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রয়োগের ঘোষণা দেয়। ২৮ ফেব্রুয়ারি এই খবর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় দৈনিক বাংলা। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'ক্রেতাদের প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান ॥ প্রকৃত ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করা হবে : প্রেসনোট ॥ দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল করতে কঠোর ব্যবস্থা'। এই খবরে বলা হয় :

> *মজুতদার ও কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রয়োগ করা হবে। দেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি ইতিমধ্যেই এদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে এবং বিশেষ ক্ষমতা আইনে কেবল ঢাকাতেই ১২৮ জনকে আটক করা হয়েছে।*[৮৭]

সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'মজুতদার ও কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে : প্রেসনোট'।[৮৮] দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'কালোবাজারী ও মজুতদারীর বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ।'[৮৯] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: Govt. taking steps to stabilise prices'.[৯০]

দেশে খাদ্য পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে থাকে ১৯৭২ সালের মাঝামাঝি সময় থেকেই। ১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি অবনতির মাত্রা বেড়ে যায়। সংবাদপত্রে এর প্রতিফলন ঘটে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলো খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে বেশক'টি এক্সক্লুসিভ আইটেম প্রকাশ করে।

১৯৭২ সালের ১৩ মে সংবাদ খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে একটি এক্সক্লুসিভ আইটেম প্রকাশ করে। এই খবরে দেশে পর্যাপ্ত খাদ্য আছে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করা হয় এবং খাদ্যাভাবের ইঙ্গিত দেয়া হয়। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় খবরটি। শিরোনাম ছিল : 'প্রকৃত খাদ্য পরিস্থিতি কি?'।[৯১]

১৯৭৩ সালে খাদ্য সংকট বেড়ে যায়। ১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসে খাদ্য সংকট নিয়ে দৈনিক ইত্তেফাক পর পর দু'টি খবর প্রকাশ করে। প্রথম খবরটি প্রকাশিত হয় ২২ এপ্রিল। এটি ছিল ঝিনাইদহ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত। এই খবরে উল্লেখ করা হয় যে, খাদ্যমূল্য বেড়ে যাওয়ায় ঝিনাইদহে বহু লোক অনাহারে রয়েছে। ক্ষুধা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটেছে। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'চাউল আকাশচুম্বী, আটা উধাও, কেরোসিন ও ঔষধ নাই ॥ অনাহার, আত্মহত্যাও'। এই খবরে বলা হয়:

> *শহর ও পল্লী এলাকার বহু লোক অনাহারে দিন কাটাইতেছে। খবর পাওয়া গিয়াছে, হাজার হাজার ভূমিহীন কৃষক ও সকল শ্রেণীর শ্রমিক অবশেষে কচু ও শাক পাতা খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেছে। এমনও খবর পাওয়া গিয়াছে যে, পাঁচ-ছয়দিন অনাহারে থাকার পর জঠোর জ্বালা সহ্য করিতে না পরিয়া দুই একজন আত্মহত্যার চরম পথ বাছিয়া লইয়াছে।*[৯২]

Dhaka University Institutional Repository

এর একদিন পর ১৯৭৩ সালের ২৪ এপ্রিল খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে একটি এক্সক্লুসিভ আইটেম প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক। এই খবরে দেশে খাদ্য ঘাটতির পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়। খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'এ সংকট সমাধানে আর কালক্ষেপণ নয়'। এতে বলা হয় :

সরকারী হিসাবমত বাংলাদেশে মাসিক খাদ্যের প্রয়োজন ২৫ লক্ষ টন। এ পর্যন্ত ১৮ লক্ষ টন খাদ্য সংগৃহীত হইয়াছে। অথবা সংগ্রহের আশ্বাস পাওয়া গিয়াছে। ঘাটতি এখনও ৭ লক্ষ টন। এই ঘাটতি পূরণের জন্য চেষ্টা কতটুকু করা হইতেছে তাহা সরকারী মহলই জানেন।[৫৩]

১৯৭৩ সালের মে মাসেও খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে তিনটি খবর প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক। প্রথম খবরটি প্রকাশিত হয় ১ মে তারিখে। শেরপুর থেকে সংবাদদাতা প্রেরিত এই খবরে ঐ অঞ্চলে খাদ্য পরিস্থিতির অবনতির চিত্র তুলে ধরা হয়। খবরে উল্লেখ করা হয়, শেরপুরে অনেক বাড়ির লোক উপবাস করছে। কাজের অভাবের কারণে সেখানে মানুষের হাতে কোনো টাকা নেই। প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম লীড আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ঘরে ঘরে অনাহার ॥ দুর্নীতি অন্তহীন ॥ জিনিসপত্র দুস্প্রাপ্য ॥ মূল্য আকাশচুম্বী'। এতে লেখা হয় :

চারিদিকে হাহাকার চলিতেছে। ঘরে ঘরে উপবাস। গৃহস্থেরা কামলা নিতে পারে না। কারণ হাতে পয়সা নাই, ঘরে ভাত নাই। ক্ষেতমজুর শ্রেণীর লোকের দুর্গতির সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। মিঠা আলু খাইয়া মানুষ বাঁচিত। উহাও শেষ হইয়া আসিয়াছে।[৫৪]

দ্বিতীয় খবরটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালের ৪ মে। এই খবরে নোয়াখালী, রাজশাহী ও কুমিল্লা– এই তিনটি এলাকায় খাদ্যের অভাবের বিবরণ তুলে ধরা হয়। এতে উল্লেখ করা হয় খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের কোনো পদক্ষেপই কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'নোয়াখালী রাজশাহী কুমিল্লার গ্রামাঞ্চলে খাদ্যাভাব'। এতে বলা হয় :

অত্যাবশ্যক পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর হুঁশিয়ারী, মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া, দ্রব্যমূল্য তালিকা লটকানোর নির্দেশ সবকিছুকে উপেক্ষা করিয়া নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। ফলে গ্রাম বাংলার চারিদিকে আজ চরম হতাশা দেখা দিয়াছে।[৫৫]

১৯৭৩ সালের মে মাসে দৈনিক ইত্তেফাক খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে প্রকাশিত তৃতীয় খবরটি প্রকাশিত হয় ১৯ মে। এই খবরে পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর জোর দেয়া হয় এবং অন্যথায় এই সংকট নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে বলে সরকারকে সতর্ক করা হয়। প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে এক্সক্লুসিভ আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'খাদ্য ও বস্ত্র সংকটের মোকাবিলায় যুদ্ধকালীন জরুরী পদক্ষেপ চাই'। এই খবরে বলা হয় :

প্রতিনিয়ত দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে উদ্বেগজনক খবরাখবর আসিতেছে। বিভিন্ন স্থানে খাদ্যাভাব ছাড়াও বস্ত্রাভাবে যুবতী মেয়েরা ঘরের বাহিরে আসিতে পরিতেছে না। অনেকে ছেঁড়া কাঁথা পরিধান করিয়া লজ্জা নিবারণের ব্যর্থ প্রয়াস পাইতেছে। গ্রাম ছাড়িয়া মানুষ শহরাভিমুখে ধাবিত হইতেছে।[৫৬]

১৯৭৪ সালের শুরু থেকেই খাদ্য পরিস্থিতির অবনতি অব্যাহত থাকে। ১৯৭৪ সালের ২৬ মে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক খবরে বরিশালে তীব্র খাদ্য সংকটের তথ্য তুলে ধরা হয়। এই খবরে খাদ্যাভাবে আত্মহত্যা ও মৃত্যুর তথ্যও পরিবেশিত হয়। বরিশাল থেকে ভ্রাম্যমান প্রতিনিধির পাঠানো এই খবর প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'বরিশাল জেলার সর্বত্র চরম খাদ্য সংকট'। এই খবরে বলা হয় :

বরিশাল জেলার সর্বত্র বর্তমানে দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করিতেছে। জেলার বিভিন্ন থানা এলাকা হইতে খাদ্যাভাবে আত্মহত্যা এবং মৃত্যু'রও সংবাদ শোনা যাইতেছে।[৫৭]

১৯৭৪ সালের ৩১ জুলাই দৈনিক ইত্তেফাকে খাদ্যাভাবের করুণ পরিস্থিতির বিবরণ তুলে ধরা হয় একটি এক্সক্লুসিভ আইটেমে। এই খবরে বন্যার কারণে খাদ্যাভাব তীব্র আকার ধারণ করেছে বলে উল্লেখ করা হয়। প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম লীড আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'দুর্গত মানবতার আহাজারি'।[৫৮]

দৈনিক বাংলা ১৯৭৪ সালের ৪ সেপ্টেম্বর খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে একটি খবর প্রকাশ করে। রংপুর থেকে নিজস্ব প্রতিনিধির পাঠানো এই খবরে রংপুর এলাকায় তীব্র খাদ্য সংকট এবং খাদ্যের অভাবে মৃত্যু ও আত্মহত্যার তথ্য তুলে ধরা হয়। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'রংপুরে তীব্র খাদ্যাভাব'।[৫৯]

খাদ্য সংকট নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে। দলগুলো এই সংকট মোকাবেলায় সরকারকে বিভিন্ন পরামর্শ দেয়। খাদ্য সংকট নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর বক্তব্য ও পরামর্শভিত্তিক খবর সংবদপত্রে প্রকাশিত হয়।

১৯৭২ সালের ৩০ মার্চ দেশের খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) একটি বিবৃতি প্রদান করে। এই বিবৃতির ভিত্তিতে একটি খবর পরদিন ১৯৭২ সালের ৩১ মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই খবরে খাদ্য পরিস্থিতি মোকাবেলায় বেশ কয়েকটি সুপারিশ তুলে ধরে সিপিবি। সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় এই খবর। শিরোনাম ছিল: 'খাদ্য পরিস্থিতি মোকাবেলায় কমিউনিস্ট পার্টির সুপারিশ'।[৬০]

১৯৭২ সালের ২০ আগস্ট ঢাকায় এক কর্মী সমাবেশে সিপিবি খাদ্য সংকট মোকাবেলায় সকল রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানায়। পরদিন ২১ আগস্ট এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টি : খাদ্য সংকট মোকাবেলায় আন্দোলন আহ্বান'। এই খবরে বলা হয় :

Dhaka University Institutional Repository

গতকাল রোববার ঢাকায় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টির কর্মীদের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে দেশপ্রেমিক দল ও গণসংগঠনসমূহের প্রতি ঐক্যবদ্ধভাবে খাদ্য সংকট মোকাবিলায় গণআন্দোলন করার আহ্বান জানানো হয়।[৬১]

এর পাঁচদিন পর ১৯৭২ সালের ২৫ আগস্ট ঢাকায় এক গণজমায়েতে সিপিবি খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য দেশের সব দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলের বৈঠক ডাকার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়। খাদ্য সংকট মোকাবেলায় তারা পাঁচ দফা দাবীও জানায় সরকারের কাছে। পরদিন ২৬ আগস্ট এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ঢাকায় কমিউনিস্ট পার্টির জমায়েত ও মিছিল ॥ খাদ্যসহ সার্বিক সংকট মোকাবেলায় সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার আহ্বান। এই খবরে বলা হয়:

বর্তমান খাদ্য ও অর্থনৈতিক সংকট মোচনের দাবীতে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে গতকাল (শুক্রবার) বায়তুল মোকাররমে অনুষ্ঠিত এক গণজমায়েতে গৃহীত প্রস্তাবে সমস্যা সমাধানে অবিলম্বে সর্বদলীয় বৈঠক আহ্বান করার জন্য সরকারের নিকট দাবী জানানো হয়।[৬২]

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিও (ন্যাপ-ভাসানী) খাদ্য সংকট মোকাবেলায় নিজস্ব অবস্থান থেকে তৎপর ছিল। ন্যাপ-ভাসানী প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ১৯৭২ সালের ২৪ মে এক বিবৃতিতে খাদ্য সংকট মোকাবেলায় সরকার ও সকল রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। পরদিন ২৫ মে এই বিবৃতিভিত্তিক খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। টাঙ্গাইলের সন্তোষ থেকে বার্তা সংস্থা এনা খবরটি পরিবেশন করে। সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় খবরটি। শিরোনাম ছিল: 'মওলানা ভাসানীর আহ্বান ॥ খাদ্য সংকট মোকাবেলায় সকল দল এক হউন'। এতে বলা হয় :

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সরকার ও দলমত নির্বিশেষে সকলকে দেশের বর্তমান তীব্র খাদ্য সমস্যা ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলা করার আহ্বান জানিয়েছেন।[৬৩]

এর একমাস পর ১৯৭২ সালের ২৫ আগস্ট ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে ন্যাপ ভাসানী প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী খাদ্য সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সর্বদলীয় জাতীয় সরকার গঠনের পরামর্শ দেন। পরদিন ২৬ আগস্ট এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'খাদ্য সমস্যার সমাধান সম্পর্কে ভাসানী ॥ সর্বদলীয় জাতীয় সরকার গঠনের পরামর্শ'। এই খবরে বলা হয় :

বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সরকারকে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিয়ে একটি সর্বদলীয় জাতীয় সরকার গঠনের পরামর্শ দেন। গতকাল স্থানীয় একটি হোটেলে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন।[৬৪]

এর পরদিন ১৯৭২ সালের ২৬ আগস্ট ১৮টি রাজনৈতিক, ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠনের যৌথ বৈঠকে খাদ্য সংকট মোকাবেলার লক্ষ্যে মওলানা ভাসানীকে সভাপতি করে একটি সর্বদলীয় খাদ্য সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। ২৭ আগস্ট এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'ভাসানীর নেতৃত্বে 'সর্বদলীয়' খাদ্য সংগ্রাম কমিটি গঠিত'। এই খবরে বলা হয় :

গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে দশটায় স্থানীয় একটি হোটেলে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর আমন্ত্রণে আওয়ামী লীগ, মোজাফফর ন্যাপ, ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টি ও জাতীয় শ্রমিক লীগ ব্যতীত দেশের ১৮টি রাজনৈতিক দল, গণসংগঠন, ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠনের এক বৈঠকে দেশের বর্তমান খাদ্য সংকট ও দুর্ভিক্ষাবস্থার মোকাবিলা করার জন্য 'সর্বদলীয়' খাদ্য সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। ন্যাপ প্রধান মওলানা ভাসানী এই কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হন।[৬৫]

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-মোজাফফর) খাদ্য সংকট মোকাবেলার দাবীতে তাদের দলীয় অবস্থান থেকে বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করে। ১৯৭২ সালের ১৯ ও ২০ আগস্ট ন্যাপ-মোজাফফর এর দু'দিনব্যাপী কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। এই কাউন্সিলের শেষ দিনে খাদ্যমূল্য কমানোসহ বিভিন্ন দাবী আদায়ের লক্ষ্যে ধারাবাহিক আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২১ আগস্ট এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'ন্যাপের জাতীয় কাউন্সিলের প্রস্তাব: খাদ্যমূল্য হ্রাস ও দুর্নীতি রোধ আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত'। এই খবরে বলা হয় :

গতকাল রোববার সমগ্র বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (মোজাফফর) জাতীয় পরিষদের দু'দিনব্যাপী অধিবেশন শেষে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবে খাদ্য, বস্ত্র ও নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য হ্রাস, দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং অবিলম্বে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবীতে সারা দেশে ধারাবাহিক আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে।[৬৬]

জাতীয় কাউন্সিল অধিবেশন শেষ হওয়ার সাতদিন পর ১৯৭২ সালের ২৭ আগস্ট খাদ্য সংকটসহ বিভিন্ন দাবী আদায়ের লক্ষ্যে দাবী দিবস পালন করে ন্যাপ-মোজাফফর। পরদিন ২৮ আগস্ট এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'দাবী দিবস' এ পল্টনে ন্যাপের জনসভা : ন্যায্য মূল্যে খাদ্য, বস্ত্র, দুর্নীতি উচ্ছেদ, শাসনতন্ত্র ও নির্বাচনের দাবীতে দুর্বার আন্দোলনের আহ্বান'। এই খবরে বলা হয় :

বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ গতকাল (রোববার) পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় খাদ্য সমস্যার সমাধান ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং অবিলম্বে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণায় সরকারকে বাধ্য করার জন্য দেশব্যাপী দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।[৬৭]

ন্যাপ-মোজাফফর খাদ্য সংকট নির্মূলের দাবীতে শুধু ঢাকায় নয়, সারাদেশে আন্দোলন কর্মসূচী পালন করে। এই ধরনের একটি খবর ১৯৭২ সালের ৫ নবেম্বর সংবাদ-এ প্রকাশিত হয়। এই খবরে উল্লেখ করা হয়, খাদ্যের দাবীতে ন্যাপ-মোজাফফর এর নেতৃত্বে রংপুর শহরে ভুখ মিছিলের আয়োজন করা হয়। সংবাদ-এর প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে এই খবর প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'রংপুর শহরে ভুখ মিছিল'। এতে বলা হয় :

ফর্মা 26

Dhaka University Institutional Repository

গতকাল এক বিরাট ভূখ মিছিল রংপুর শহর পরিক্রমণ করে। কোতোয়ালী, গঙ্গাচড়া ও পীরগাছা থানা থেকে আগত কয়েক সহস্র গরীব ভুখা লোক খাদ্যের দাবীতে এবং রিলিফ ও সংশোধিত রেশনিং ব্যবস্থায় দুর্নীতির বিচারের দাবীতে এই মিছিলে অংশ নেয়। রংপুর জেলা ন্যাপ নেতৃবৃন্দ ভুখা মিছিলের পুরো ভাগে থাকেন।[৬৮]

জাতিসংঘ ও জাতিসংঘের ত্রাণ কার্যক্রম বিভাগ বাংলাদেশের খাদ্য সংকট সম্পর্কে সচেতন ছিল এবং সংকট নিরসনে তৎপরতা চালিয়েছিল। ১৯৭২ সালের ৮ মে সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে বাংলাদেশে জাতিসংঘ ত্রাণ কার্যক্রমের প্রধান আশ্বস্ত করেন যে, বাংলাদেশে পরবর্তী ছয় মাসের খাদ্য মজুত আছে। তিনি আরও জানান : খাদ্য পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতিও হয়েছে। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবর সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'বিদায়ী 'আনরড' প্রধানের তথ্য প্রকাশ : ৬ মাসের পর্যাপ্ত খাদ্য বাংলাদেশে মজুত আছে'। এই খবরে বলা হয় :

ঢাকাস্থ জাতিসংঘ ত্রাণকার্যের বিদায়ী প্রধান মিঃ টান হেজেন আজ সন্ধ্যায় বলেন যে, কোন ধরনের খাদ্য পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্য আগামী ৬ মাসের খাদ্য বাংলাদেশে মজুদ আছে। তিনি জাতিসংঘ ত্রাণ কর্মসূচীর নয়া প্রধান মিঃ উমব্রাইখটকে আগামীকাল কার্যভার বুঝিয়ে দেবেন।[৬৯]

এর মাত্র এক মাস পরই ১৯৭২ সালের ১ জুন জাতিসংঘের মহাসচিব পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাছে বাংলাদেশের খাদ্য ঘাটতি মেটানোর জন্য ১০ লাখ টন খাদ্য সরবরাহের আবেদন জানান। জাতিসংঘ থেকে বার্তা সংস্থা বিএসএস ও পিটিআই এই খবর পরিবেশন করে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সব পত্রিকায় ১৯৭২ সালের ২ জুন খবরটি প্রকাশিত হয়। খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে সংবাদ। সংবাদ-এ খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : 'রাষ্ট্রসমূহের প্রতি ওয়াল্ডহেইমের আবেদন ॥ বাংলাদেশে ১০ লাখ টন খাদ্য জরুরী ভিত্তিতে পাঠাতে হবে'। এই খবরে বলা হয় :

জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল ড. কুর্ট ওয়াল্ডহাইম বাংলাদেশের খাদ্য ঘাটতি মেটানোর জন্য দশ লাখ টন খাদ্য সরবরাহের জরুরী আবেদন জানিয়েছেন। গতকাল এখানে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশকে মানবিক সাহায্যদানে আগ্রহী দেশসমূহের সম্মেলনে ড. কুর্ট ওয়াল্ডহাইম এই জরুরী আবেদন জানান।[৭০]

১৯৭২ সালের ২ জুন উপরোক্ত খবর প্রকাশের দিনই বাংলাদেশে জাতিসংঘ ত্রাণ কার্যক্রমের প্রধান সাংবাদিকদের জানান : জাতিসংঘ বাংলাদেশকে ২০ লাখ টন খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে দেবে। এই খবর পরদিন ৩ জুন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস খবরটি পরিবেশন করে। সংবাদ খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। এই পত্রিকায় খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : 'বঙ্গবন্ধুর কাছে ওয়াল্ডহেইমের পত্র প্রেরণ ॥ জাতিসংঘ ২০ লাখ টন খাদ্যশস্য জোগার করে দিতে পারবে : উমব্রাইখট'। এই খবরে বলা হয় :

বাংলাদেশে জাতিসংঘ ত্রাণ কার্যক্রম (আনরড)-এর প্রধান মিঃ ভিক্টর উমব্রাইখট আজ অপরাহ্নে গণভবনে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কাছে জাতিসংঘ সেক্রেটারী জেনারেলের একটি বার্তা হস্তান্তর করেছেন। পরে মিঃ উমব্রাইখট সাংবাদিকদের বলেন যে, বাংলাদেশকে ২০ লাখ টন খাদ্য জোগার করে দেবার অঙ্গীকার জাতিসংঘ পূরণ করতে পারবে।[৭১]

খাদ্য সংকট মোকাবেলায় সরকারী তৎপরতার খবরও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ১৯৭২ সালের ১৭ মে সে সময়ের খাদ্য মন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে জানান : সরকার জরুরী ভিত্তিতে এক লাখ টন চাল আমদানীর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবশিত এই খবর ১৮ মে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'জরুরী ভিত্তিতে ১ লক্ষ টন চাউল আমদানীর সিদ্ধান্ত'। এই খবরে বলা হয় :

মন্ত্রিসভার খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সংক্রান্ত উপ-পরিষদ জরুরী ভিত্তিতে নগদ মূল্যে এক লাখ টন চাল ও ৬টি তেল ট্যাংকারসহ নিত্য প্রয়োজনীয়পণ্য আমদানী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আজ সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের সাথে আলোচনাকালে বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব এম আর সিদ্দিকী বলেছেন, যে উপ-পরিষদ প্রতিদিনই খাদ্য পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য বৈঠক করছে। গত সন্ধ্যায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।[৭২]

এর এগার দিন পর ১৯৭২ সালের ২৬ মে সে সময়ের বাণিজ্যমন্ত্রী বাংলাদেশের খাদ্য সংকট মোকাবেলার জন্য জাতিসংঘের নিকট ১০ লাখ টন খাদ্যশস্য সাহায্যের আবেদন জানায়। পরদিন ২৭ মে এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা এনা এই খবর পরিবেশন করে। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'দশ লাখ টন খাদ্য পাঠাও : জাতিসংঘে জরুরী বার্তা প্রেরণ'। এই খবরে বলা হয় :

বাংলাদেশকে অবিলম্বে দশ লাখ টন খাদ্যশস্য সাহায্যদানের আহ্বান জানিয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব এম আর সিদ্দিকী জাতিসংঘের কাছে এক জরুরী বার্তা পাঠিয়েছে। আনরড প্রধান মিঃ ওয়ালটার উমব্রাইখটের মাধ্যমে বাণিজ্যমন্ত্রী এই জরুরী বার্তা পাঠিয়েছেন।[৭৩]

খাদ্য সংকট মোকাবেলার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় খাদ্য মজুত রাখার প্রকল্প হাতে নেয়। প্রধানমন্ত্রী নিজে সরাসরি এই প্রকল্প পরিচালনার দায়িত্ব নেন। ১৯৭২ সালের ১২ জুন এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা এনা এই খবর পরিবেশন করে। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সারাদেশে প্রয়োজনীয় খাদ্য মওজুদ রাখা হচ্ছে : যে কোন পরিস্থিতি মোকাবলায় প্রস্তুত ॥ বঙ্গবন্ধু স্বয়ং কাজ তদারক করছেন'। এই খবরে বলা হয় :

বাংলাদেশ সরকার খাদ্য সংগ্রহ কর্মসূচী জোরদার করেছে এবং যে কোন পরিস্থিতি মোকাবিলায় সারাদেশে খাদ্য মওজুদ করে রাখা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় এ স্কীম শুরু করা হয়েছে।[৭৪]

খাদ্য মজুতদারী ও কালোবাজারী বন্ধের লক্ষ্যে সরকার ২০ মণের বেশি খাদ্য মজুত করার ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রথা চালু করে। ১৯৭২ সালের ১৩ জুন এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস এই খবর পরিবেশের করে। সংবাদ-এ

Dhaka University Institutional Repository

খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : '২০ মণের বেশী খাদ্য মজুত করতে লাইসেন্স লাগবে ॥ ৭ দিনের বেশি খাদ্য শস্য মজুত রাখা যাবে না'। এই খবরে বলা হয় :

> *২০ মণের বেশী খাদ্যশস্য মজুতদারী ও বন্টনকারী সকল ব্যবসায়ীকে লাইসেন্স রাখতে হবে। ৩০শে জুনের পর এরূপ লাইসেন্স ছাড়া কাউকে ২০ মণের বেশী খাদ্যশস্য মজুত রাখা বা বন্টন করতে দেখা গেলে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে আজ এক সরকারী হ্যান্ড আউটে জানানো হয়েছে।*[৭৫]

১৯৭২ সালের ১ জুলাই সংবাদ-এ প্রকাশিত এক খবরে সে সময়ের খাদ্যমন্ত্রীর বরাত দিয়ে জানানো হয় যে, দেশে ত্রিশ লাখ টন খাদ্য শস্যের ঘাটতি রয়েছে। সংবাদ এর সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে মন্ত্রী এই তথ্য জানান। প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় এই খবর। শিরোনাম ছিল: 'ত্রিশ লাখ টন খাদ্যশস্য ঘাটতি'।[৭৬]

১৯৭২ সালের ১৮ আগস্ট সে সময়ের খাদ্যমন্ত্রী এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। এই সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি খাদ্য পরিস্থিতির উদ্বেগজনক অবস্থার কথা স্বীকার করেন। একই সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকারের দৃঢ় সংকল্পের কথা ব্যক্ত করেন। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবক'টি পত্রিকায় খবরটি ১৯৭২ সালের ১৯ আগস্ট গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। তবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। সবক'টি পত্রিকায় নিজস্ব আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত খবরটির শিরোনাম ছিল : 'চোরাচালানী ও অসাধু ব্যবসায়ীদের দমনে সরকারকে সাহায্য করুন : খাদ্যমন্ত্রী ॥ খাদ্যের এ সংকট সম্পূর্ণ কৃত্রিম'। এতে বলা হয় :

> *খাদ্যমন্ত্রী শ্রী ফণীভূষণ মজুমদার বলেছেন, দেশের বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতি গুরুতর। তবে শংকিত হওয়ার কারণ নেই– সরকারের হাতে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য রয়েছে। সচিবালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্যমন্ত্রী বলেন : যুদ্ধকালীন অবস্থার ভিত্তিতে খাদ্যশস্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হচ্ছে এবং এ ব্যাপারে বন্ধু রাষ্ট্রসমূহের সাড়া অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক।*[৭৭]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : 'Food stock satisfactory : Phani ॥ Steps to avert 'grave situation' under way'.[৭৮] সংবাদ-এ খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : 'সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্যমন্ত্রীর অভয় দান ॥ খাদ্য পরিস্থিতি উদ্বেগজনক : তবে সরকার মোকাবিলা করতে দৃঢ়সংকল্প'।[৭৯] দৈনিক ইত্তেফাক খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'যুদ্ধাবস্থার ন্যায় জরুরী ভিত্তিতে খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টা চালান হইতেছে : খাদ্যমন্ত্রী'।[৮০]

এক বছর পর ১৯৭৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে সে সময়ের খাদ্য মন্ত্রী জানান : দেশে কোনো খাদ্য ঘাটতি নেই। পরদিন ২১ সেপ্টেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। খবরটি পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা বিএসএস, বিপিআই ও এনা। সংবাদ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'দেশে খাদ্য ঘাটতি নেই : ফণিভূষণ'।[৮১]

পরবর্তী বছর ১৯৭৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর সে সময়ের খাদ্যমন্ত্রীর বরাত দিয়ে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয় : চালের দাম কমানোর ব্যাপারে সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছে। বার্তা সংস্থা এনা এই খবর পরিবেশন করে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সব পত্রিকায় খবরটি প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'চালের দর কমানোর যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে : খাদ্যমন্ত্রী'। এই খবরে বলা হয় :

> *চালের দর যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছেন। খাদ্যমন্ত্রী জনাব আবদুল মোমেন একথা বলেন। তিনি বলেন যে সরকার বাজার দর সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ও দর কমানোর জন্য প্রশাসন যন্ত্রকে জোরদার করা হচ্ছে।*[৮২]

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং খাদ্য সংকট মোকাবেলার জন্য ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলার দাবী ওঠে। সরকার এই দাবী পূরণের লক্ষ্যে সারাদেশে ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলে। তবে এই প্রকল্প শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। সংবাদপত্রে এর প্রতিফলন ঘটে।

ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলার পরিকল্পনার আভাস দিয়ে প্রথম খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১২ এপ্রিল। এই খবরে সারা দেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলার পরিকল্পনার তথ্য প্রকাশিত হয়। নির্ভরযোগ্য সূত্রের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা এনা এই খবর পরিবেশন করে। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'দেশে ইউনয়ন পর্যায়ে ন্যায্যমূল্যের দোকান প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ'। এতে বলা হয় :

> *বাংলাদেশের সর্বত্র ইউনিয়ন পর্যায়ে ন্যায্য দরের দোকান স্থাপনের এক সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। সমবায় দফতর এ কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন এবং এখানে বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা বিশদভাবে তৈরী করা হচ্ছে।*[৮৩]

১৯৭২ সালের ২৪ এপ্রিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত আরেক খবরে বলা হয় : ১৯৭২ সালের জুনের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে একশ'টি ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলা হবে। বার্তা সংস্থা এনা এই খবর পরিবেশন করে। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'জুনের মাঝামাঝি নাগাদ একশ' ন্যায্যমূল্যের দোকান'। এতে বলা হয়:

Carter-26

Dhaka University Institutional Repository

দেশব্যাপী ন্যায্যমূল্যের দোকান স্থাপনের জন্য দ্রুততম গতিতে কাজ এগিয়ে চলেছে। আগামী জুনের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে প্রায় একশ'টি ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলা হবে।[৮৪]

এর এক মাস পর ১৯৭২ সালের ১৮ মে সে সময়ের বাণিজ্যমন্ত্রীর বরাত দিয়ে প্রকাশিত এক খবরে জানানো হয়, ১৯৭২ সালের জুন মাসের মধ্যেই চার হাজার ন্যায্য মূল্যের দোকান চালু হবে। বার্তা সংস্থা বিএসএস ও এনা এই খবর পরিবেশন করে। খবরটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সব পত্রিকায় গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় দৈনিক বাংলা। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : '২০ কোটি টাকা প্রাথমিক মূলধন নিয়ে ভোগ্যপণ্য সরবরাহ কর্পোরেশন ব্যবসা শুরু করবে ॥ জুনে ৪ হাজার ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু'। এই খবরে বলা হয় :

সারাদেশে ৪ হাজারেরও বেশী ন্যায্যমূল্যের দোকান খুলে ২০ কোটি টাকা প্রাথমিক মূলধন নিয়ে ভোগ্যপণ্য সরবরাহ কর্পোরেশন আগামী মাস থেকে ব্যবসা শুরু করবে। বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব এম আর সিদ্দিকী গতকাল বুধবার ঢাকায় একথা জানান।[৮৫]

ন্যায্যমূল্যের দোকান চালুর লক্ষ্যকে সামনে রেখে ভোগ্যপণ্য কর্পোরেশন গঠনের খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১ জুন। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'ভোগ্যপণ্য কর্পোরেশন গঠিত: ৪৫৮৮টি ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলা হচ্ছে'। এই খবরে বলা হয় :

সারাদেশে ন্যায্যমূল্যের দোকান প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে ভোগ্যপণ্য সরবরাহ কর্পোরেশন গঠিত হয়েছে। খাদ্য বিভাগের সাবেক সেক্রেটারী আজিজুল হক এই কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন।[৮৬]

১৯৭২ সালের জুন মাস পার হয়ে গেলেও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলা সম্ভব হয়নি। ১৯৭২ সালের ৬ জুলাই এ বিষয়ে এক্সক্লুসিভ আইটেম প্রকাশ করে সংবাদ। এই খবরে উল্লেখ করা হয় যে, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও খামখেয়ালিপনা এবং দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কারণে জনজীবনে ভোগান্তির বিষয়টি আন্তরিকভাবে বিবেচনা না করায় ন্যায্যমূল্যের দোকান চালুর বিষয়টি পিছিয়ে যাচ্ছে। প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলার কি হলো?'[৮৭]

১৯৭২ সালের ১১ জুলাই দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত এক খবরে জানানো হয় : ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বরের আগে ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয় এই খবর। শিরোনাম ছিল : 'সেপ্টেম্বরে ন্যায্য মূল্যের দোকান চালু : ২০ হাজার লোক নিয়োগ'। এই খবরে বলা হয়:

কনজ্যুমার্স সাপ্লাইজ কর্পোরেশন পরিচালনায় ৪৩২০টি ন্যায্যমূল্যের দোকানে পণ্য বিক্রয় সেপ্টেম্বরের আগে শুরু করা সম্ভব হচ্ছে না। বাজারজাতকরণ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাবই এর বিলম্বের কারণ বলে জানা গেছে।[৮৮]

তবে ১৯৭২ সালের ৭ আগস্ট দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত এক খবরে জানানো হয় যে, ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বরেও ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু করা সম্ভব হবে না। প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'সেপ্টেম্বরেও ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু হচ্ছে না'। এই খবরে বলা হয় :

কনজুমার্স সাপ্লাইজ কর্পোরেশনের প্রশাসনিক কাঠামো এখনো পুরোপুরিভাবে গঠন করতে না পারায় আগামী সেপ্টেম্বরেও ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু করা সম্ভব হবে না বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে। এর আগে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু করার জন্য মোটামুটিভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল।[৮৯]

১৯৭২ সালের ১ সেপ্টেম্বর সংবাদ-এ প্রকাশিত এক খবরে জানানো হয় : ১৯৭২ সালের ১ অক্টোবর থেকে ন্যায্য মূল্যের দোকান চালু হবে। দোকানগুলোতে নিত্যব্যবহার্য ১১টি পণ্য থাকবে। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: '১লা অক্টোবর থেকে ন্যায্যমূল্যের দোকান ॥ ১১টি দ্রব্য : রেশন কার্ডের মাধ্যমে বিক্রয়'।[৯০]

এর এক সপ্তাহ পর ১৯৭২ সালের ৮ সেপ্টেম্বর সে সময়ের সমবায় মন্ত্রীর বরাত দিয়ে সংবাদ-এ প্রকাশিত এক খবরে ১৯৭২ সালের ১ অক্টোবর থেকে ন্যায্যমূল্যের দোকান চালুর বিষয়টি পুনরায় নিশ্চিত করা হয়। ঐ খবরে আরো জানানো হয় যে, দেশের সব ইউনিয়নে একটি করে ন্যায্যমূল্যের দোকান থাকবে। প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'পয়লা অক্টোবর থেকে প্রত্যেক ইউনিয়নে ন্যায্যমূল্যের দোকান'। এই খবরে বলা হয় :

আগামী পয়লা অক্টোবর থেকে দেশের প্রত্যেকটি ইউনিয়নে একটি করে ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলা হবে। বাংলাদেশে মোট ৪৬০০টি ইউনিয়ন। সমবায় মন্ত্রী জনাব শামসুল হক গতকাল এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপরোক্ত তথ্য প্রকাশ করেন।[৯১]

অবশেষে ১৯৭২ সালের ১ অক্টোবর চালু হয় ন্যায্যমূল্যের দোকান। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবক'টি পত্রিকায় গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয় এই খবর। তবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে সংবাদ-এ। সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম লীড আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনা, সমন্বয়ের অভাব, বিশেষ দলের রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের হস্তক্ষেপ ও নানা অব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আজ থেকে ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু'। এতে বলা হয় :

আজ পহেলা অক্টোবর থেকে সারাদেশে থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে মোট চার হাজার সাতশ' ত্রিশটি ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু করা হবে। কিন্তু সরকারের ঘোষিত সময়সূচী রক্ষা করতে গিয়ে ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলোর বিষয়ে কনজুমার্স সাপ্লাই কর্পোরেশন শেষ সময় পর্যন্ত অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ও এগুলো তাদের নিযুক্ত কর্মচারীদের জানাতে পারেননি।[৯২]

Dhaka University Institutional Repository
দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল:'৪ হাজার ৭শ' ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু'।[৯৩] দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় শিরোনাম ছিল : '৪ হাজার ৭ শত ন্যায্যমূল্যের দোকান সারাদেশে আজ থেকে চালু হচ্ছে'।[৯৪] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল : 'Fair price shops open today'.[৯৫]

শুরু থেকেই ন্যায্যমূল্যের দোকানে নানা অব্যবস্থার অভিযোগ উঠে। ১৯৭২ সালের ২১ অক্টোবর দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদ-এ এই বিষয়ে দুটি খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত খবরে ন্যায্যমূল্যের দোকানে পণ্যের অভাবের কথা বলা হয়। একই সঙ্গে তথ্য প্রকাশ করা হয় যে, ন্যায্যমূল্যের দোকানের পণ্য খোলা বাজারে চলে যাচ্ছে। প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'ন্যায্যমূল্যের দোকান হইতে খোলা বাজারে?'[৯৬]

অন্যদিকে সংবাদ-এ প্রকাশিত খবরে বলা হয় বিপুল অংকের টাকা বিনিয়োগ করে ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু হলেও সাধারণ মানুষ তা থেকে খুব একটা সুফল লাভ করতে পারছে না বলে তথ্য তুলে ধরা হয়। এই খবরে আরো উল্লেখ করা হয়, অনেক স্থানে দোকান স্থাপিত হলেও চালু হয়নি। আর চালু হলেও পণ্য নেই। প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় খবরটি। শিরোনাম ছিল : 'কাজের কাজ কিছুই হয়নি : ৩ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে ॥ ন্যায্যমূল্যের দোকান নিয়ে দলবাজি, অব্যবস্থা চলছে'।[৯৭]

পরের মাসে অর্থাৎ ১৯৭২ সালের নভেম্বরে দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদ ন্যায্যমূল্যের দোকানের অব্যবস্থা নিয়ে পুনরায় খবর প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলাও এই মাসে এই বিষয়ে খবর প্রকাশ করে। ১৯৭২ সালের ২ নভেম্বর সংবাদ-এ প্রকাশিত খবরে তথ্য প্রকাশিত হয় যে, কাগজে-কলমে সরকার বিপুল সংখ্যক ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু হয়েছে দাবী করলেও বাস্তব চিত্র ভিন্ন। শহর এলাকায় পণ্যহীন ন্যায্যমূল্যের দোকানের কার্যক্রম হাস্যকর বস্তুতে পরিণত হয়েছে। আর গ্রামের মানুষের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো আগ্রহই নেই। প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় এই খবর। শিরোনাম ছিল : 'অথ ঃ ন্যায্যমূল্য দোকান সমাচার'।[৯৮]

দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১৭ নভেম্বর। এই খবরে উল্লেখ করা হয়, বেশির ভাগ ন্যায্যমূল্যের দোকান পণ্যের অভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক দোকানে এখন পর্যন্ত পণ্য সরবরাহই করা হয়নি। অথচ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দাবী করছে ন্যায্যমূল্যের দোকানে পণ্যের অভাব নেই। প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'মালের অভাব নাই', 'সরবরাহ নাই' কোনটি ঠিক?[৯৯]

দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১৯ নভেম্বর। বাইলাইন এই খবরটি লিখেন আহমেদ নূরে আলম। এই খবরে আশংকা প্রকাশ করা হয় যে, অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান কনজুমারস সাপ্লাইজ কর্পোরেশন অচিরেই বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ইতোমধ্যেই এই প্রতিষ্ঠান অনেক লোকসান করেছে। প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'জন্মেই খোঁড়াতে শুরু করেছে কনজুমারস সাপ্লাইজ কর্পোরেশন'।

চার মাস পর ১৯৭৩ সালের ৩ এপ্রিল ন্যায্যমূল্যের দোকানের অব্যবস্থা সম্পর্কে আবার একটি খবর প্রকাশ করে সংবাদ। এই খবরে উল্লেখ করা হয়, ন্যায্যমূল্যের দোকান খাতে সরকার প্রতি মাসে ৪৪ লাখ টাকা লোকসান দিয়েছে। অথচ ছয় মাস এসব দোকানে সরবরাহ করা হয়েছে মাত্র ৩৮ লাখ টাকার পণ্য। প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'গত ৬ মাসে কাজের কাজ কিছুই হয়নি ॥ মাসে ৪৪ লাখ টাকা গচ্চা যাচ্ছে'।[১০১]

এর দুই মাস পর ১৯৭৩ সালের ২৫ মে সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে সে সময়ের বাণিজ্যমন্ত্রী স্বীকার করেন যে, ন্যায্যমূল্যের দোকান কর্মসূচী ব্যর্থ হয়েছে। খবরটি পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা এনা ও বিপিআই। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : 'ভুয়া লাইসেন্স পারমিটধারীদের ফৌজদারী আদালতে সোপর্দ করা হইবে ॥ 'ন্যায্যমূল্যের দোকান কর্মসূচী ব্যর্থ হইয়াছে'।[১০২]

দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির অবনতি ঘটে ১৯৭৪ সালের শেষে। তবে ১৯৭৪ সালের এপ্রিল থেকে খবরের কাগজে অনাহারে মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হতে থাকে। অনাহারে মৃত্যুর প্রথম খবর প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকে। ১৯৭৪ সালের ৪ এপ্রিল প্রকাশিত এই খবরে জানানো হয় : চারদিনে চাঁদপুরের একই ইউনিয়নেই অনাহারে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে এই খবর প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'অনাহারে মৃত্যু?'[১০৩]

Dhaka University Institutional Repository

এর চারদিন পরই ১৯৭৪ সালের ৯ এপ্রিল দৈনিক ইত্তেফাকে অনাহারে মৃত্যুর আরেকটি খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরে রংপুরে ৪ জন, বদরগঞ্জে ৫ জন ও কিশোরগঞ্জে ২ জনের অনাহারে মৃত্যুর তথ্য প্রকাশিত হয়। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আরও কয়েকটি অনাহারে (?) মৃত্যুর খবর'।[১০৪]

১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বর থেকে খবরের কাগজে অনাহার ও অখাদ্য খেয়ে মৃত্যুর খবর প্রকাশ বাড়তে থাকে। ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর এ ধরনের একটি খবর প্রকাশিত হয় দৈনিক বাংলায়। ময়মনসিংহ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতার পাঠানো এই খবরে জানানো হয়, সেখানে গত কয়েক দিনে অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে ময়মনসিংহে ১৩ জনের মৃত্যু'।[১০৫]

১৯৭৪ সালের অক্টোবরে সারাদেশের বিভিন্ন স্থানে অনাহার মৃত্যুর বেশ কিছুসংখ্যক খবর প্রকাশিত হয় খবরের কাগজে। সংবাদ-এ অনাহারে মৃত্যুর খবর সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত হয়। অক্টোবর মাসে সংবাদ-এ অনাহারে মৃত্যুর সাতটি খবর প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে একদিনে একাধিক খবরও প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৭৪ সালের ৩ অক্টোবর সংবাদ-এ দুটি এলাকা থেকে পাঠানো অনাহারে মৃত্যুর দু'টি খবর প্রকাশিত হয়। একটি খবর ছিল সিলেট থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশকের পাঠানো। এই খবরে জানানো হয় : সিলেটের ছাতক থানার একটি ইউনিয়নে অনাহারে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম বক্স আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : ছাতক থানার একটি ইউনিয়নে অনাহারে ৭ জনের মৃত্যু'।[১০৬]

একই দিন অর্থাৎ ১৯৭৪ সালের ৩ অক্টোবর সংবাদ-এ প্রকাশিত অপর অনাহারে মৃত্যুর খবরটি ছিল রংপুর থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক প্রেরিত। এই খবরে জানানো হয় : রংপুর পৌর এলাকায় দুই দিনে ১০ জন অনাহারে মারা গেছে। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয় খবরটি। শিরোনাম ছিল : 'রংপুর পৌরসভায় অনাহারে দশ জনের মৃত্যু'।[১০৭]

এর তিনদিন পর ১৯৭৪ সালের ৬ অক্টোবর সংবাদ-এ প্রকাশিত আরেক খবরে রংপুর শহরে একদিনে অনাহারে ১১ জনের মৃত্যুর তথ্য প্রকাশিত হয়। রংপুর থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশকের পাঠানো এই খবর প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'রংপুর শহরে ১ দিনে না খেয়ে ১১ জনের মৃত্যু'।[১০৮]

এরপর ১৯৭৪ সালের ১২ অক্টোবর, ১৫ অক্টোবরও রংপুরে অনাহারে মৃত্যুর খবর সংবাদ-এ প্রকাশিত হয়। ১২ অক্টোবর সংবাদ-এ প্রকাশিত খবরে জানানো হয় : রংপুর শহরে দুই দিনে ১৬ জনের অনাহারে মৃত্যু হয়েছে। রংপুর থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক প্রেরিত এই খবর প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'রংপুর শহরে অনাহারে আরো ১৬ জনের মৃত্যু'।[১০৯]

১৯৭৪ সালের ১৫ অক্টোবর সংবাদ-এ প্রকাশিত এক খবরে রংপুর জেলায় অনাহারে সর্বমোট মৃতের একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়। এই খবরে বলা হয় : সে সময় পর্যন্ত রংপুরে অনাহারে মৃতের সংখ্যা ৫০ হাজার। প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম লীড আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশিত হয়। ভ্রাম্যমান প্রতিনিধির পাঠানো এই খবরের শিরোনাম ছিল : 'মজুতদার, জোতদার, চোরচালানীদের দাপট সমানেই চলছে ॥ দুর্ভিক্ষ : রংপুর জেলায় কমপক্ষে ৫০ হাজার লোকের মৃত্যু'।[১১০]

সংবাদ-এ ১৯৭৪ সালের ২০ অক্টোবর প্রকাশিত এক খবরে জামালপুরে অনাহার ও অখাদ্য খেয়ে সর্বমোট ৪ হাজার লোকের মৃত্যুর তথ্য জানানো হয়। জামালপুর থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশকের পাঠানা এই খবর প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'দুর্ভিক্ষ : জামালপুর মহকুমায় প্রায় ৪ হাজার লোকের মৃত্যু'।[১১১]

১৯৭৪ সালের ২৬ অক্টোবর সংবাদ-এ প্রকাশিত আরেক খবরে কুমিল্লায় অনাহারে মোট ১৭ হাজার লোকের মৃত্যুর তথ্য জানানো হয়। কুমিল্লা থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশকের পাঠানো এই খবর প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'কুমিল্লায় দুর্ভিক্ষে সতেরো হাজার লোক মারা গেছে'।[১১২]

দৈনিক ইত্তেফাকেও বেশ কয়েকটি অনাহারে মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হয়। ১৯৭৪ সালের ৫ অক্টোবর দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক খবরে উল্লেখ করা হয়, ঢাকায় অনাহারক্লিষ্ট মানুষের মৃত্যুর হার বাড়ছে। তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে এর কোনো পরিসংখ্যান নেই। এই খবরে আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলামের বরাত দিয়ে জানানো হয়, প্রতিদিন গড়ে পাঁচটির বেশি লাশ দাফন করা হচ্ছে। প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'মধ্যবিত্তের সংসারেও অনাহারে মৃত্যুর আতংক'।[১১৩]

এর দুদিন পর ১৯৭৪ সালের ৮ অক্টোবর দৈনিক ইত্তেফাকে অনাহারে মৃত্যু বিষয়ক আরেকটি খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরে দৈনিক ইত্তেফাকের বিভিন্ন স্থান থেকে নিজস্ব সংবাদদাতাদের পাঠানো খবরের ভিত্তিতে ৫৪ জনের অনাহারে মৃত্যুর তথ্য

Dhaka University Institutional Repository
প্রকাশিত হয়। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় খবরটি। শিরোনাম ছিল: 'বিভিন্ন স্থানে অনাহারে মৃত্যুর খবর'।[১১৪]

১৯৭৪ সালের ২৩ অক্টোবর দৈনিক ইত্তেফাকে অনাহারে মৃত্যুর আরেকটি খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয় : রংপুরে প্রতিদিন গড়ে এক হাজার লোক অনাহারে মারা যাচ্ছে। প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'রংপুর জেলায় প্রতিদিন অনাহার ও কলেরায় সহস্রাধিক লোক মরিতেছে'। এতে বলা হয় :

রংপুর জেলায় প্রতিদিন গড়ে এক হাজারেরও বেশী লোক অনাহারে এবং কলেরায় মৃত্যুবরণ করিতেছে। পথে ঘাটে মানুষের মৃতদেহ এক বীভৎস দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছে। অনাহার ও মৃত্যুর এই ভয়াবহ তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন আমাদের বিশেষ রিপোর্টার। তিনি গতকাল (মঙ্গলবার) ঢাকা হইতে রিলিফ সেক্রেটারীর সহিত হেলিকপ্টারযোগে রংপুর গমন করেন।[১১৫]

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে সারাদেশে অনাহার নিয়ে মর্মস্পর্শী বেশকিছু খবর প্রকাশিত হয়। ১৯৭৪ সালের শেষ দিকে বেশি হার প্রকাশিত হয় এই খবরগুলো। দৈনিক বাংলায় এই বিষয়ক একটি খবর প্রকাশিত হতে দেখা যায়, ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর। চট্টগ্রাম থেকে নিজস্ব প্রতিনিধির পাঠানো এই খবরে উল্লেখ করা হয় যে, অনাহারের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে এক পরিবারের সবাই চলন্ত ট্রেনের নিচে আত্মহত্যা করেছে। খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'জঠর জ্বালায়'।[১১৬]

১৯৭৪ সালের ৩০ অক্টোবর দৈনিক বাংলায় এ ধরনের আরেকটি খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরে উল্লেখ করা হয় যে, হবিগঞ্জে ক্ষুধা নিবারণের জন্য ৯ মাসের শিশুকে ১৫ টাকায় বিক্রি করে দিয়েছে তার মা। সিলেট থেকে নিজস্ব প্রতিনিধির পাঠানো এই খবর দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ক্ষুধার জ্বালায়'।[১১৭]

দৈনিক ইত্তেফাকেও অনাহার নিয়ে বেশকিছু সংখ্যক মর্মস্পর্শী খবর ও একটি ছবি প্রকাশিত হয়। ১৯৭৪ সালের ৩১ জুলাই এই বিষয়ে একটি ছবি প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক। আফতাব আহমদ এর তোলা এই ক্যাপশন ছবিতে দেখা যাচ্ছিল দুই কিশোরী ক্ষুধা নিবারণের জন্য কলাগাছের কান্ড কেটে নিচ্ছে। প্রথম পৃষ্ঠার আপার-ফোল্ডে তিন কলাম চার ইঞ্চি আকৃতিতে ছবিটি প্রকাশিত হয়। এই ছবির ক্যাপশনে লেখা হয় :

ঘরে বন্যার পানি, পেটে ক্ষুধার জ্বালা, পরনে বস্ত্র নাই। শরীরে জাল জড়াইয়া কাঁথা মুড়িয়া লজ্জা ঢাকিয়া রাখিয়াছে কোনও মতে। ক্ষুধার আগুন দেহের কমনীয়তা কাড়িয়া লইয়াছে। বাসন্তী তের দিন ভাতের মুখ দেখে নাই। পাঁচদিন আগে দুর্গতি একবার আটার গোলা খাইয়াছিল। কে বিশ্বাস করিবে পেটের জ্বালা নিবারণের জন্য বাসন্তী আর দুর্গতি কলার ভাগর সংগ্রহ করিতেছে?[১১৮]

১৯৭৪ সালের ৫ অক্টোবর দৈনিক ইত্তেফাকে এই বিষয়ক একটি খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরে উল্লেখ করা হয় যে, বৃহত্তর ময়মনসিংহ এলাকায় ক্ষুধার্ত মানুষেরা বিত্তবানদের বাড়িতে দল বেঁধে ঢুকে খাদ্য ছিনিয়ে নিচ্ছে। বস্ত্রহীনরা কাপড়ও কেড়ে নিচ্ছে। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে এই খবর প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'শুধু খাবার চাই'।[১১৯]

১৯৭৪ সালের ২৪ অক্টোবর এ বিষয়ে আরেকটি খবর প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকে। এই খবরে রংপুর জেলায় অনাহারক্লিষ্ট মানুষের অসহায় অবস্থা ও যেখানে সেখানে মানুষের লাশ পড়ে থাকা সহ দুর্ভিক্ষের মর্মান্তিক চিত্র তুলে ধরা হয়। এক্সক্লুসিভ আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশিত হয়। বাইলাইন এই খবরটি লিখেন শফিকুল কবির। রংপুর থেকে পাঠানো এই খবর প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম লীড আইটেম হিসেব প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'সে দৃশ্য বর্ণনাতীত'। এই খবরে বলা হয় :

সমগ্র রংপুর জেলায় ক্ষুধার্ত মানবতার কান্না সভ্যতার দুয়ারে আঘাত হানিতে শুরু করিয়াছে। শহরে-গ্রামে-গঞ্জের পথে-ঘাটে যেন লাশের মিছিল। পরিস্থিতি এমনই ভয়াবহ যে, একমাত্র রংপুর জেলাতেই প্রায় ৫ লক্ষ নারী-পুরুষ ও শিশু মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হইয়াছে।[১২০]

সংবাদ-এও অনাহার নিয়ে মর্মস্পর্শী বেশকিছু খবর প্রকাশিত হয়। ১৯৭৪ সালের ৯ নভেম্বর এ বিষয়ে একটি খবর প্রকাশিত হয় সংবাদ-এ। এই খবরে ঈশ্বরদীতে অনাহার সহ্য করতে না পেরে ভাতের হাড়িতে বিষ মিশিয়ে সেই ভাত খেয়ে এক পরিবারের আটজনের আত্মহত্যার তথ্য তুলে ধরা হয়। ঈশ্বরদী থেকে নিজস্ব সংবাদদাতার পাঠানো এই খবর প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'জঠর জ্বালা মিটাতে'।[১২১]

সংবাদ-এ এই বিষয়ে আরেকটি খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর। এই খবরে উল্লেখ করা হয়, সিলেটে অনাহারক্লিষ্ট এক পিতা-মাতা তাদের ৩ মাসের সন্তানকে বিক্রি করার চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে শিশুটিকে পানিতে ডুবিয়ে মেরে ফেলে। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলামে বক্স আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশিত হয়। সিলেট থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশকের পাঠানো এই খবরের শিরোনাম ছিল : 'অনাহার ক্লিষ্ট পিতামাতা কর্তৃক শিশুকন্যা হত্যা'।[১২২]

১৯৭৪ সালের ২৮ অক্টোবর এ বিষয়ে আরেকটি খবর সংবাদ-এ প্রকাশিত হয়। এই খবরটিতে জানানো হয়, ঝিনাইদহে এক ব্যক্তি ছয়দিন অনাহারে থেকে অবশেষে আত্মহত্যা করেছে। ঝিনাইদহ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতার পাঠানো এই খবর প্রথম পৃষ্ঠায় বক্স আইটেম হিসেবে ছাপা হয়। শিরোনাম ছিল : 'ছ'দিন অনাহারে থেকে ১০৮ বছরের বৃদ্ধের আত্মহত্যা'।[১২৩]

Dhaka University Institutional Repository

দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষ গ্রাম থেকে শহরের দিকে যেতে থাকে খাদ্যের আশায়। ঢাকায়ও আসতে থাকে তারা। ঢাকায় আগত এইসব অনাহার ক্লিষ্ট মানুষদের নিয়ে বেশকিছু খবর প্রকাশিত হয় গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে। এই খবরগুলো মূলত ১৯৭৪ সালের শেষ দিকে প্রকাশিত হয়। ১৯৭৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বর এ ধরনের একটি খবর প্রকাশিত হয় দৈনিক বাংলায়। এই খবরে উল্লেখ করা হয় যে, দুর্ভিক্ষ পীড়িত অগণিত মানুষ প্রতিদিন ঢাকায় আসছে। দেড় মাসে রাজধানীতে কমপক্ষে এ ধরনের এক লাখ লোক এসেছে। প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'প্রতিদিন বহু ছিন্নমূল পরিবার রাজধানীতে আসছে'।[১২৪]

১৯৭৪ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর এই বিষয়ে আরেকটি খবর প্রকাশিত হয় দৈনিক বাংলায়। এই খবরেও প্রতিদিন অনাহারক্লিষ্ট মানুষের ঢাকা আগমনের তথ্য প্রকাশিত হয়। একই সঙ্গে এই মানুষদের শহরের যেখানে সেখানে মরে পড়ে থাকা এবং দীর্ঘ সময় ক্ষুধার্ত থেকে অজ্ঞান হয়ে পড়ার তথ্যও প্রকাশিত হয়। প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'শহরে রুটি রুজির আশায় গাঁয়ে মানুষের ভিড় বাড়ছেই'।[১২৫]

দৈনিক ইত্তেফাকেও এ ধরনের বেশকিছু সংখ্যক খবর প্রকাশিত হয়। ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর এই বিষয়ে প্রকাশিত এক খবরে ঢাকাকে উদ্বাস্তুর মহানগরী হিসেবে বর্ণনা করা হয়। প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে বাইলাইন খবর হিসেবে এটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'ক্ষুধার্ত মানুষের আর্তচীৎকারে ঘুম ভাঙ্গে'। এই খবরে বলা হয় :

> *নিরন্ন, অভুক্ত, অর্ধভুক্ত অর্ধনগ্ন ও কংকালসার অসহায় মানুষের আহাজারি এবং ক্ষুধার্ত শিশুর আর্তচীৎকারে এখন রাজধানীর সমস্যা পীড়িত মানুষের ঘুম ভাঙ্গে। অতি প্রত্যুষ হইতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত দ্বারে দ্বারে করুণ আর্তি : 'আম্মা, একখান রুটি দ্যান'। গৃহিণীরা কখনো বিরক্ত হন, কুপিত হন। আবার আদম সন্তানের এহেন দুঃসহ দুর্দশা দেখিয়া অশ্রুসজল হইয়া ওঠেন। রাজধানী ঢাকাও আজ এক অর্থে উদ্বাস্তু নগরী।*[১২৬]

পরদিনই ১৯৭৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর দৈনিক ইত্তেফাক এ প্রসঙ্গে আরেকটি খবর প্রকাশ করে। এই খবরে উল্লেখ করা হয়, গ্রাম থেকে আসা অনাহারক্লিষ্ট মানুষের সংখ্যা রাজধানীতে প্রতিনিয়ত বাড়ছে। এদের কেউ কেউ পথে-ঘাটে জীব-মৃতের মত পড়ে আছে। প্রতিদিনই এদের কারো না কারো করুণ মৃত্যু ঘটছে। প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় এই খবর। শিরোনাম ছিল : 'রাজধানীর পথে পথে জীবিত কংকাল'।[১২৭]

দুর্ভিক্ষ শুরু হওয়ার পর ঢাকা মহানগরীর অলিতে গলিতে প্রায়ই অনাহারক্লিষ্ট মানুষের বেওয়ারিশ লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায়। আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম এসব লাশ দাফন করে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলামের বরাত দিয়ে বেওয়ারিশ লাশ দাফনের বেশক'টি খবর প্রকাশিত হয়। ১৯৭৪ সালের শেষ দিকে এই বেওয়ারিশ লাশের খবর বেশি প্রকাশিত হতে দেখা যায়। ১৯৭৪ সালের ১২ অক্টোবর দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত বেওয়ারিশ লাশ বিষয়ক এক খবরে উল্লেখ করা হয়, ঢাকা মহানগরীতে ১১ দিনে ১৫৮টি বেওয়ারিশ লাশ দাফন করা হয়েছে। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'এগার দিনে ১৫৮টি বেওয়ারিশ লাশ দাফন'।[১২৮]

পরদিন ১৯৭৪ সালের ১৩ অক্টোবর দৈনিক ইত্তেফাকে বেওয়ারিশ লাশ সম্পর্কে একটি খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয়: রাজধানীতে প্রতিদিন গড়ে ৮৪টি বেওয়ারিশ লাশ দাফন করা হচ্ছে। প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম লীড আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'ঢাকায় প্রতিদিন গড়ে ৮৪টি লাশ দাফন'।[১২৯]

১৯৭৪ সালের ২১ অক্টোবর সংবাদপত্রে বেওয়ারিশ লাশ বিষয়ে আরেকটি খবর প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিপিআই পরিবেশিত এই খবরে আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলামের বরাত দিয়ে জানানো হয় : ৩ মাসে রাজধানীতে ৭৩৮টি বেওয়ারিশ লাশ দাফন করা হয়েছে। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : '৩ মাসে রাজধানীতে ৭৩৮টি বেওয়ারিশ লাশ দাফন'। এই খবরে বলা হয় :

> *আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম জুলাই থেকে ১৯শে অক্টোবর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ঢাকা শহরে ৭শ' ৩৮টি বেওয়ারিশ লাশ দাফন করেছে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ আব্দুল ওয়াহিদ জানান, এ মাসে ১৯ তারিখ পর্যন্ত শহরের রাস্তাঘাট ও হাসপাতাল থেকে পাওয়া ২৬০টি বেওয়ারিশ লাশ দাফন করা হয়েছে। এছাড়া সেপ্টেম্বরে ২১৬টি, আগস্ট মাসে ১৩৭টি ও জুলাইয়ে ১২৫টি লাশ দাফন করা হয়।*[১৩০]

১৯৭৪ সালের ৬ নভেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকে বেওয়ারিশ লাশ সম্পর্কে একটি খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরে উল্লেখ করা হয় যে, রাজধানীতে ৩৪ দিনে কমপক্ষে সাড়ে তিন হাজার লোক মারা গেছে। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় এই খবর। শিরোনাম ছিল : 'শহরে অনাহারে মৃত্যু'।[১৩১]

১৯৭৪ সালের ৯ নভেম্বর সংবাদ-এ প্রসঙ্গে প্রকাশিত এক খবরে জানানো হয় : গত তিন মাসে রাজধানীতে কমপক্ষে ৯৭৩টি বেওয়ারিশ লাশ দাফন করা হয়েছে। প্রতিদিন গড়ে ১১টি করে বেওয়ারিশ লাশ দাফন করা হচ্ছে। প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'এ হিসেব শুধু আঞ্জুমানে মফিদুলের ॥ গত ৩ মাসে ঢাকায় প্রায় এক হাজার বেওয়ারিশ লাশ দাফন'।[১৩২]

Dhaka University Institutional Repository
১৯৭৪ সালের ২১ নভেম্বর দৈনিক বাংলা বেওয়ারিশ লাশ প্রসঙ্গে আবার একটি খবর প্রকাশ করে। এই খবরে জানানো হয়: ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ঐ খবর প্রকাশ পর্যন্ত ঢাকায় মোট ১০৮৬টি লাশ দাফন করা হয়েছে। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'এ পর্যন্ত এক হাজার বেওয়ারিশ লাশ দাফন'।[১৩৩]

বেওয়ারিশ লাশের পরিসংখ্যান নিয়ে সংবাদ-এ এক খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালের ২ ডিসেম্বর। আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলামের বরাত দিয়ে এই খবরে জানানো হয় : ঢাকায় পাঁচ মাসে সর্বমোট ১৫২৪টি বেওয়ারিশ লাশ দাফন করা হয়েছে। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় এই খবর। শিরোনাম ছিল : 'আঞ্জুমান ৫ মাসে দেড় সহস্রাধিক বেওয়ারিশ লাশ দাফন করেছে'।[১৩৪]

একদিনে সর্বোচ্চ বেওয়ারিশ লাশ দাফন নিয়ে একটি খবর প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৭৪ সালের ১১ ডিসেম্বর। এই খবরে জানানো হয়, ১৯৭৪ সালের ১০ ডিসেম্বর সর্বোচ্চ সংখ্যক বেওয়ারিশ লাশ দাফন করা হয়েছে ঢাকায় এবং এই সংখ্যা হচ্ছে ৪৮। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'একদিনে ৪৮টি লাশ দাফন'।[১৩৫]

১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর প্রথম ১৩ দিনে ঢাকায় দাফনকৃত বেওয়ারিশ লাশের পরিসংখ্যান নিয়ে একটি খবর প্রকাশিত হয় দৈনিক বাংলায় ১৯৭৪ সালের ১৪ ডিসেম্বর। দুর্ভিক্ষের সময় বেওয়ারিশ লাশ নিয়ে দৈনিক বাংলায় সেটিই ছিল শেষ খবর। এই খবরে জানানো হয় : ১৯৭৪ সালের প্রথম ১৩ দিনে ঢাকায় ৩৬৪টি বেওয়ারিশ লাশ দাফন করা হয়েছে। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় খবরটি। শিরোনাম ছিল : 'নগরীতে ১৩ দিনে ৩৬৪টি বেওয়ারিশ লাশ দাফন'।[১৩৬]

দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অভিমত ও তাদের দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ তৎপরতার প্রতিফলন ঘটে সংবাদপত্রে। ১৯৭৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-মোজাফফর) দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের মাঝে ত্রাণসমগ্রী বিতরণে ঐক্যবদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। একই সঙ্গে এই বিবৃতিতে মজুতদারদের গুলী করার বিধান কার্যকর করার দাবী জানানো হয়। বিবৃতিভিত্তিক এই খবর সংবাদ এর প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'ন্যাপ সম্পাদকের বিবৃতি ॥ দুর্ভিক্ষ ত্রাণ ও মজুত উদ্ধারে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার আহ্বান'।[১৩৭]

এর আগের দিন ১৯৭৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানায়। বিবৃতিভিত্তিক এই খবর সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসুন'।[১৩৮]

দুর্ভিক্ষ মোকাবেলা সম্পর্কে বিভিন্ন সুপারিশ ও পরামর্শ তুলে ধরে পেশাজীবী ও সামাজিক সংগঠনগুলো। তাদের বক্তব্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ১৯৭৪ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি সম্পর্কে দেশের ৫৩ জন কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীর এক যুক্ত বিবৃতিতে দুর্ভিক্ষাবস্থার ক্রমশ অবনতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। বিবৃতিতে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে সরকারের তৎপরতা যথাযথ হচ্ছে না বলে অভিযোগ করা হয়। দৈনিক বাংলায় বিবৃতিভিত্তিক এই খবর প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'দুর্ভিক্ষাবস্থা'র জন্য শিল্পী সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের উদ্বেগ'।[১৩৯]

১৯৭৪ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৮ জন শিক্ষকের এক যুক্ত বিবৃতিতে দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করা হয়। সংবাদ-এ এই বিবৃতিভিত্তিক খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের আহ্বান ॥ মম্বন্তরের হাত থেকে দেশবাসীকে বাঁচানোর জন্য চাই সর্বদলীয় প্রচেষ্টা'।[১৪০]

১৯৭৪ সালের ৯ অক্টোবর দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের দাবীতে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ মিছিল ও সমাবেশ করে। পরদিন ১০ অক্টোবর সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'মহিলা পরিষদের সমাবেশ-মিছিল'।[১৪১]

১৯৭৪ সালের ২৩ অক্টোবর ঢাকায় বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে এক 'দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ সমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশে সর্বদলীয় রিলিফ কমিটি গঠনের জন্য সরকারের কাছে দাবী জানানো হয়। ২৪ অক্টোবর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ সমাবেশ ॥ ত্রাণকার্য দুর্নীতিমুক্ত করা ও সর্বদলীয় রিলিফ কমিটি গঠনের দাবী'।[১৪২]

দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা তৎপর ছিল। এর প্রতিফলন দেখা যায় সংবাদপত্রে। বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় জরুরীভিত্তিতে খাদ্য ও কৃষি উৎপাদন সামগ্রী পাঠানোর জন্য বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (ফাও)-এর বিশেষ প্রতিনিধি দেশে দেশে তারবার্তা পাঠান। ১৯৭৪ সালের ৯ অক্টোবর এই খবর সংবাদপত্রে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'বুভুক্ষু মানুষকে বাঁচাতে দ্রুত খাদ্য পাঠান ॥ বিভিন্ন দেশের কাছে ফাও প্রতিনিধির জরুরী তারবার্তা'। এই খবরে বলা হয় :

> *জরুরী ভিত্তিতে বাংলাদেশে ৩০ লাখ টন চাল, আড়াই লাখ টন সার ও কৃষি উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রী পাঠাবার জন্য বিশ্ব খাদ্য সংস্থার (ফাও) বিশেষ প্রতিনিধি দেশে দেশে তারবার্তা পাঠিয়েছে। ফাও প্রধানের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে মিঃ রাজা জয়কুমার অটল এসেছিলেন বাংলাদেশের অবস্থা সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করতে।*[১৪৩]

Dhaka University Institutional Repository
দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'ফাও জরুরী ভিত্তিতে খাদ্যশস্য দিবে'।[১৮৪] সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ শিরোনামে ছিল : 'খাদ্য সাহায্যের জন্য দেশে দেশে ফাও-এর জরুরী তারবার্তা'।[১৮৫] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল : 'FAO will give more foodstuff'.[১৮৬]

বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের জন্য বিশ্ব খাদ্য সংস্থার (ফাও) মহাপরিচালক ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ সফরে আসেন। চারদিনে সফর শেষে তিনি ১৯৭৪ সালের ৮ ডিসেম্বর ঢাকা ত্যাগ করেন। ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ফাও-এর মহাপরিচালক দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় ১৮ লাখ টন খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে সার্বিক সহায়তার আশ্বাস দেন। বার্তা সংস্থা বিএসএস ও বিপিআই পরিবেশিত এই খবর সংবাদপত্রে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয় ৯ ডিসেম্বর। দৈনিক বাংলায় খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : '১৮ লাখ টন খাদ্য সংগ্রহে ফাও সাহায্য করবে'।[১৮৭]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'Poor nations only need funds : Boerma ॥ No world food gap in physical teams.'[১৮৮] দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল : 'ফাও খাদ্য সাহায্য দেবে'।[১৮৯] সংবাদ-এ শিরোনাম ছিল : 'সাংবাদিক সম্মেলনে ড. বোয়েরমা ॥ খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে ফাও প্রচেষ্টা জোরদার হবে'।[১৯০]

দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় সরকারের বিভিন্ন তৎপরতার খবর সংবাদপত্রে প্রতিফলিত হয়। ১৯৭৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের জন্য লঙ্গরখানা খোলার নির্দেশ দেন। এই খবর পরদিন ২৪ সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে দৈনিক ইত্তেফাকে। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : '৪ হাজার ৩ শতটি লঙ্গরখানা খোলার জন্য বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ ॥ দেশে দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজমান'। এই খবরে বলা হয়:

> *প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের জন্য অবিলম্বে সারাদেশে ৪ হাজার ৩শ'টি লঙ্গরখানা খোলার জন্য ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছেন। ইউনিয়ন পর্যায়ে এসব লঙ্গরখানা খোলা হইবে।*[১৯১]

সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ শিরোনাম ছিল : 'প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছে : বঙ্গবন্ধু ॥ সারাদেশে ৪ হাজার ৩শ' লঙ্গরখানা খোলা হবে ॥ মজুতদার-মুনাফাখোরদের কঠোর হস্তে দমনের নির্দেশ'।[১৯২] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল : 'Bangobandhu's call to people : Help Govt. mitigate sufferings.[১৯৩]

একই দিন অর্থাৎ ১৯৭৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে সে সময়ের খাদ্য মন্ত্রীর বরাত দিয়ে প্রকাশিত এক খবরে জানানো হয়, দেশের ৪ হাজার ৩শ' ইউনিয়নের মধ্যে ৪১টি ইউনিয়নে ইতোমধ্যে লঙ্গরখানা খোলা হয়েছে এবং বাকী ইউনিয়নগুলোতে চার থেকে পাঁচ দিনের মধ্যেই লঙ্গরখানা খোলা হবে। বার্তা সংস্থা বিএসএস ও এনা এই খবর পরিবেশন করে। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: '৪১টি ইউনিয়নে লঙ্গরখানা চালু'।[১৯৪]

১৯৭৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর সে সময়ের খাদ্য মন্ত্রীর বরাত দিয়ে খবরের কাগজে প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়, আগের দিন পর্যন্ত এক হাজার লঙ্গরখানা খোলা হয়েছে। বগুড়া থেকে বার্তা সংস্থা বিপিআই খবরটি পরিবেশন করে। সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় এই খবর। শিরোনাম ছিল : '১০০০ লঙ্গরখানা খোলা হয়েছে : মোমেন'।[১৯৫]

এর একদিন পর ১৯৭৪ সালের ১ অক্টোবর সংবাদ-এ প্রকাশিত এক খবরে জানানো হয় : সারাদেশে দেড় হাজার লঙ্গরখানা চালু হয়েছে। প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় এই খবর। শিরোনাম ছিল: 'সারাদেশে দেড় হাজার লঙ্গরখানা চালু'।[১৯৬]

এর ছয়দিন পর ১৯৭৪ সালের ৭ অক্টোবর ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে সে সময়ের খাদ্যমন্ত্রী জানান : দেশের বিভিন্ন স্থানে ৩৩০০ লঙ্গরখানা খোলা হয়েছে। এসব লঙ্গরখানায় ২৩ লাখ মানুষকে প্রতিদিন রুটি খাওয়ানো হচ্ছে। খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : '৩৩০০ লঙ্গরখানায় রোজ ২৩ লাখ লোক খাবার পাচ্ছে : খাদ্যমন্ত্রী'।[১৯৭]

এই খবর প্রকাশের পাঁচদিন পর ১৯৭৪ সালের ১৩ অক্টোবর এক সরকারী হ্যান্ড আউটের বরাত দিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয় : 'দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষদের জন্য সারাদেশে সরকার ৪৪১৫টি লঙ্গরখানা খুলেছে। এসব লঙ্গরখানায় ৩০ লাখ মানুষকে খাওয়ানো হচ্ছে। সংবাদ-এ এই খবর প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : '৪৪১৫টি লঙ্গরখানা চালু হয়েছে'।[১৯৮]

Dhaka University Institutional Repository
১৯৭৪ সালের ২৩ অক্টোবর বার্তা সংস্থা বিপিআই পরিবেশিত এক খবরে জানানো হয় : সারাদেশে সরকার ৫২৮৩টি লঙ্গরখানা খুলেছে এবং প্রতিদিন ৩৩ লাখ লোককে খাবার দিচ্ছে। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সরকারী লঙ্গরখানায় রোজ ৩৩ লাখ লোক খাবার পাচ্ছে'।[১৫৯]

লঙ্গরখানা খোলার সর্বশেষ খবরটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালের ২ নভেম্বর। সরকারী হ্যান্ড আউটের বরাত দিয়ে দৈনিক ইত্তেফাকে ঐদিন প্রকাশিত এক খবরে জানানো হয়: সারাদেশে মোট ৫৭৫৭টি লঙ্গরখানা খোলা হয়েছে এবং দৈনিক প্রায় ৪২ লাখ দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষকে খাওয়ানো হচ্ছে। প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় এই খবর। শিরোনাম ছিল: '৫ হাজার ৭শত ৫৭টি লঙ্গরখানায় প্রতিদিন ৪২ লক্ষ লোককে খাওয়ানো হইতেছে'।[১৬০]

পরদিন ১৯৭৪ সালের ৩ নভেম্বর সে সময়ের খাদ্যমন্ত্রীর দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে প্রকাশিত এক খবরে জানানো হয়: ১৯৭৪ সালের নভেম্বর মাঝামাঝি লঙ্গরখানাগুলো বন্ধ করা শুরু হবে। কুড়িগ্রাম থেকে বার্তা সংস্থা বিপিআই খবরটি পরিবেশন করে। দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে খবরটি পরিবেশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'এ মাসের মাঝামাঝি লঙ্গরখানা বন্ধ শুরু হবে : খাদ্যমন্ত্রী'।[১৬১]

১৯৭৪ সালের ১৫ নভেম্বর সংবাদ-এ প্রকাশিত এক খবরে জানানো হয়: ঐদিন থেকেই লঙ্গরখানা বন্ধের কাজ শুরু হবে। ইতোমধ্যে বেশকিছু এলাকায় লঙ্গরখানা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'আজ থেকে লঙ্গরখানা বন্ধ শুরু'।[১৬২]

দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় সরকারের খাদ্য সংগ্রহের তৎপরতাও চলে। ১৯৭৪ সালের ১৬ অক্টোবর সে সময়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে প্রকাশিত এক খবরে জানানো হয় : সরকার অবিলম্বে ৬ লাখ টন খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছে। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবর সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয় দৈনিক বাংলায়। এই পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'অবিলম্বে ৬ লাখ টন খাদ্য আনার চেষ্টা ॥ জাতিসংঘে চীনা নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠক হয়েছে : কামাল'।[১৬৩]

এই দুর্ভিক্ষে সর্বমোট কতজন লোকের মৃত্যু হয় তার সঠিক চিত্র সংবাদপত্র থেকে পাওয়া কঠিন। ১৯৭৪ সালের ৫ নভেম্বর রেডিও বিবিসির বরাত দিয়ে দৈনিক ইত্তেফাকে দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর একটি পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়। এই খবরে উল্লেখ করা হয় : বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষে এক লাখের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'বিবিসির মতে ॥ দুর্ভিক্ষে লক্ষাধিক লোকের মৃত্যু'।[১৬৪]

তবে ১৯৭৪ সালের ২২ নভেম্বর জাতীয় সংসদে দেয়া এক বিবৃতিতে সে সময়ের খাদ্যমন্ত্রী জানান: দুর্ভিক্ষে মোট সাড়ে ২৭ হাজার লোক মারা গেছে। বার্তা সংস্থা বিএসএস ও এনা এই খবর পরিবেশন করে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবকটি পত্রিকা ফলাও করে এই খবর প্রকাশ করে। তবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বুভুক্ষু মানুষকে বাঁচাতে সবকিছু করা হবে ॥ অনাহারে ও ব্যাধিতে সাড়ে ২৭ হাজার লোক মারা গেছে : সংসদে খাদ্যমন্ত্রী'।[১৬৫]

দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল : 'খাদ্যমন্ত্রীর হিসাব মোতাবেক অনাহার ও রোগে সাড়ে ২৭ হাজার লোক মারা গিয়াছে'।[১৬৬] সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ শিরোনাম ছিল : 'প্রয়োজন অনুসারে সাহায্য দেয়া সম্ভব হয়নি ॥ দুর্ভিক্ষে সাড়ে ২৭ হাজার লোক মারা গেছে : খাদ্যমন্ত্রী'।[১৬৭] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল : 'Floods mainly responsible for food gap ॥ Resources mobilised to face challenge'.[১৬৮]

সম্পাদকীয় :

দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপট এবং দুর্ভিক্ষ নিয়ে বেশ কিছু সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে শুরু করে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির উদ্ভব পর্যন্ত সময়ে সবচেয়ে বেশি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রসঙ্গে। ১৯৭২ সালের শুরুতেই ১১ জানুয়ারি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রসঙ্গে প্রথম সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য'। এতে বলা হয় :

> *মাত্র ২৫ দিনের মধ্যে কোন সদ্য স্বাধীন সরকারের পক্ষেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। উহা স্বীকার করিয়া লইয়াই আমরা এই ব্যাপারে তড়িৎ এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।*[১৬৯]

১৯৭২ সালের ২৩ জানুয়ারি দৈনিক বাংলা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এই সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল : 'দ্রব্যমূল্য কমছে না'। সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> *বাজারে দ্রব্যমূল্য বাড়ছে। মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে। তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।*[১৭০]

Dhaka University Institutional Repository
১৯৭২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রসঙ্গে আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ। 'পণ্যমূল্য হ্রাসের জন্য বাস্তব ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য বন্ধ কল-কারখানাগুলোকে চালু করে উৎপাদন বৃদ্ধি ও অবিলম্বে বিদেশ থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আমদানী করে সরবরাহ বৃদ্ধি এবং মজুতবিরোধী অভিযান পরিচালনা করা দরকার। এগুলো হলো আশু সমস্যার সমাধানের জন্য কয়েকটি জরুরী করণীয়।[১১]

১৯৭২ সালের ১০ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। 'দ্রব্যমূল্য কি কমিবে না?' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস সরকার কঠোর মনোভাব লইয়া দ্রব্যমূল্য বাঁধিয়া দিয়া মওজুদদারী ও মুনাফা শিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে শুরু করিলে এবং বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহের জন্য প্রয়োজনবোধে বিদেশ হইতে পণ্য আমদানীর ব্যবস্থা করিলে দ্রব্যমূল্যে স্থিতিশীলতা আসা মোটেই অসম্ভব নয়।[১২]

১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই দৈনিক বাংলা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে একটি উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। 'ভাষ্যকার' ছদ্মনামে এই উপসম্পাদকীয় লেখা হয়। 'দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ কোন পথে' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

পান্তার সঙ্গে নুন যোগাতেই এখন মুশকিল হইয়া উঠেছে। জিনিসপত্রের দাম যদি জনসাধারণের নাগালের বাইরেই থেকে যায় তাহলে ক্ষোভ, অসন্তোষ এবং সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি হতে বাধ্য।[১৩]

১৯৭২ সালের ১২ আগস্ট দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক। 'যে কোন মূল্যে মোকাবেলা প্রয়োজন' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

বিদেশ হইতে জরুরী ভিত্তিতে আমদানী করিয়া হোক, সমাজবিরোধীদের নির্মম দন্ডদান করিয়া হোক, জিনিসপত্রের মূল্য কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়া হোক, আর যেভাবেই হোক, পরিস্থিতি মোকাবিলায় সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। কারণ উহার সহিত শুধু মানুষের জীবনের গ্লানি বৃদ্ধি পাওয়ার প্রশ্ন নয়, দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতির আশংকাও বিদ্যমান।[১৪]

দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার একটি আদেশ জারি করে। ১৯৭২ সালের ৫ নভেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই খবর প্রকাশের পরদিন ৬ নভেম্বর সরকারের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। 'দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

বিলম্বে জারী হলেও জনসাধারণ দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশকে অভিনন্দন জানাবে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের আবেদন যে, এই আদেশ লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে যেন কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হয়।[১৫]

কিন্তু তারপরও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় ১৯৭৩ সালের ২২ মার্চ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (গুদামজাতকরণ, মজুত রাখা ও বিক্রি) আদেশ নামে রাষ্ট্রপতির একটি আদেশ জারি করা হয়। এই আদেশে কি পরিমাণ নিত্যব্যবহার্য পণ্য মজুত, আমদানী ও উৎপাদন করা যাবে সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট নীতিমালা ঘোষণা করা হয় এবং তা অমান্য করলে কি দন্ড দেয়া হবে তাও উল্লেখ করা হয়। এই খবর ১৯৭৩ সালের ২৩ মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। পরদিন ২৪ মার্চ দৈনিক বাংলা রাষ্ট্রপতির এই আদেশ জারিকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। 'অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ও রাষ্ট্রপতির আদেশ' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে উপরোক্ত পদ্ধতির উল্লেখ করে বলা হয় :

আমাদের একান্ত বিশ্বাস, এ পদ্ধতিটি নিলে সংশ্লিষ্ট দফতরের এই নির্দেশ কার্যকরী করা সহজ হবে। নইলে যতই নির্দেশ দেয়া হোক না কেন, বিভিন্ন পণ্যবাহী জাহাজ আসতে দেরী হচ্ছে এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে এক টাকার পণ্য তিন টাকা দাম হয়ে যাবে। আমরা মনে করি এদিকে সংশ্লিষ্ট মহলের দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।[১৬]

১৯৭৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকে মঞ্চে নেপথ্যে শীর্ষক নিয়মিত কলামে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই কলামে বলা হয়:

গ্রামাঞ্চল হইতে নিরন্ন নর-নারীরা হাড়জিরজিরা শিশু এবং ছেলেমেয়েদের সঙ্গে লইয়া ভাতের আশায়, কাজের আশায়, বাঁচার আশায় শহরের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। এ যেন পতঙ্গের আলোর দিকে ছুটিয়া আসা। কিন্তু শহরেই বা কোথায় এদের জন্য রুটির ব্যবস্থা, কোথায় রুজির ব্যবস্থা, কোথায় আশ্রয়ের ব্যবস্থা? আমরা অফিসিয়ালি স্বীকার করি বা না করি এরই নাম কি দুর্ভিক্ষাবস্থা নয়?[১৭]

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে কোথাও কোথাও ক্রেতারা দোকান হামলা চালায়। এ ধরনের একটি খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ৮ এপ্রিল দৈনিক বাংলায়। এই খবর প্রকাশের দুদিন পর ১০ এপ্রিল বিষয়টি নিয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। 'ন্যায্যমূল্যে জিনিসপত্র' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

আমরা মনে করি বর্ণিত ঘটনাগুলোকে গভীর মনোযোগ সহকারে কর্তৃপক্ষের অনুধাবন করা উচিত। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি জনিত লাঞ্ছনা যে এদেশের দুঃস্থ মানুষকে এক চরম অবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে এ ঘটনা তারই প্রমাণ। সাধারণ মানুষ এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্যে যে কোনা ব্যবস্থা অবলম্বনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে।[১৮]

খাদ্যের সংকটজনক পরিস্থিতি নিয়েও বেশকিছু সংখ্যক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। ১৯৭২ সালের ২৮ মার্চ সংবাদ চালের মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। 'চালের দাম' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়কে বলা হয়:

আমরা প্রস্তাব করছি অবিলম্বে চালের দাম নামিয়ে আনার উপায় নির্ধারণের একটা জরুরী কর্মসূচী প্রয়োগের জন্য মন্ত্রী পরিষদের সভা ডাকা হোক। মন্ত্রী পরিষদ কার্যক্রম ঠিক করে নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠনকে ডেকে সরকারের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সহযোগিতা চাইতে পারেন। আমরা প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৃষ্টি এ বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করছি।[১৯]

Dhaka University Institutional Repository

চালের মূল্য বৃদ্ধি প্রসঙ্গে আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ ১৯৭২ সালের ৬ মে। 'চালের দাম' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

> *চালের পাচার বা কালোবাজারীকে রোধ করার জন্য সরকারকে আরও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ধীরে ধীরে দেশের পূর্ণ রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে চালের 'বাফার স্টক' বৃদ্ধির মারফত নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাল সরবরাহ করাও প্রয়োজন। দেশে অভ্যন্তরীণ বাজারে সরকারী নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী করা অত্যাবশ্যক।*[১৮০]

খাদ্যের সংকটজনক পরিস্থিতি নিয়ে আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ ১৯৭২ সালের ২৯ মে। 'খাদ্য সংকট ও প্রশাসন' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

> *খাদ্য সমস্যার সমাধানের জন্য প্রথমে গোটা প্রশাসন যন্ত্রকেই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার আওতায় সমন্বিত করা আজ একান্ত অপরিহার্য অর্থাৎ পররাষ্ট্র বিভাগকে তৎপর হতে হবে অসাধু ব্যবসায়ী, মজুতদার ও চোরাকারবারীদের পাকড়াও করার ব্যাপারে, যোগাযোগ দফতরকে খাদ্য সরবরাহের সুষ্ঠ ব্যবস্থা করতে হবে এবং বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানীর জন্যও সংশ্লিষ্ট খাদ্য বিভাগকে আরও সক্রিয় কর্মসূচী নিতে হবে।*[১৮১]

দৈনিক বাংলা খাদ্যের সংকটজনক পরিস্থিতি নিয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৭২ সালের ২০ আগস্ট। 'খাদ্য পরিস্থিতি' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> *স্বার্থলোভী গণদুশমনদের নির্মূল করতে না পারলে খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। এ বিষয়টি সরকারকে শীর্ষ পর্যায়ে হাতে নিতে হবে এবং এ ব্যাপারে কোনো রকম শিথিলতাকেই প্রশ্রয় দেয়া চলবে না।*[১৮২]

১৯৭২ সালের ১৮ আগস্ট সে সময়ের খাদ্যমন্ত্রী এক সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্য পরিস্থিতির উদ্বেগজনক অবস্থার কথা স্বীকার করেন। একই সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকারের দৃঢ় সংকল্পের কথা ব্যক্ত করেন। ১৯ আগস্ট সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। পরদিন ১৯৭২ সালের ২০ আগস্ট দৈনিক ইত্তেফাক খাদ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। 'খাদ্য পরিস্থিতির মোকাবেলায় অত্যাবশ্যক' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> *জরুরী ভিত্তিতে খাদ্য আমদানী করিতে হইবে, খাদ্যের বিলি-বন্টনেও সেই জরুরী অবস্থা যাহাতে বজায় থাকে সরকারের নিকট উহার নিশ্চয়তাই আমরা দাবী করিতেছি।*[১৮৩]

খাদ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদ-ও একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৭২ সালের ২১ আগস্ট। 'খাদ্যমন্ত্রীর বক্তব্য' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

> *ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা দেশবাসীকে খাদ্যের ব্যাপারে কোন সময়ে একটা সুস্পষ্ট ধারণা দিতে নারাজ। তার ফলে তাদের মুখ থেকে আমরা বহু স্ববিরোধী উক্তি ও ধোয়াটে কথাবার্তা শুনে আসছি। এর পরিণাম ভাল হয়নি। জনসাধারণের আর কারণ-টারণ শোনার ধৈর্য্য নেই তারা এখন ক্ষুধার তাড়নায় ভুখ মিছিলে শামিল হতে শুরু করেছে। সরকারকে এটাই আজ আমরা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।*[১৮৪]

খাদ্যের সংকটজনক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী) প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর এক বিবৃতি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সারের ২৫ মে'র সংবাদপত্রে। এই বিবৃতিতে খাদ্য সংকট মোকাবেলায় সরকার ও সকল রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়। মওলানা ভাসানীর এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালের ২৭ মে সংবাদ একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। 'খাদ্য সমস্যা ও মওলানা ভাসানীর ঐক্য প্রস্তাব' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> *যদি মওলানা সাহেব আমাদের মতামত অন্ততঃ কিছুটা গ্রহণ করে থাকেন এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ও সমস্ত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে খাদ্যের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার অভিপ্রায় প্রকাশ করে থাকেন তাহলে আমাদের মনে হয় সরকার ও অন্যান্য দলের তরফ থেকেও একযোগে কাজ করার সুযোগ দেয়া উচিত। ইতিপূর্বে আমরা সর্বদলীয় খাদ্য কমিটি গঠনের জন্য সরকারের কাছে আহ্বান জানিয়েছি। খাদ্য সমস্যার সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবেও ঐক্যবদ্ধ সংস্থা স্থাপন করতে পারেন সরকার।*[১৮৫]

খাদ্যের সংকটজনক পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটে ১৯৭৪ সালের শেষ পর্যায়ে। এ সময় ১৯৭৪ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর এই বিষয়ে এক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক। 'বাঁচার দাবী' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

> *যাঁহারা দেশ পরিচালনা করেন তাঁহাদের বুঝিতে হইবে যে, দেশ ও নিজেদের বাঁচাইতে হইলে খাদ্য-শস্যের সরবরাহ বাড়াইতে হইবে, বন্টন ব্যবস্থা তরান্বিত করিতে হইবে। খাদ্যের মূল্য ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে নামাইয়া আনিতে হইবে। ইহা ছাড়া গত্যন্তর নাই। ইহাই সব সত্যের শেষ সত্য।*[১৮৬]

মজুতদারী ও কালোবাজারীর বিরুদ্ধে বেশকিছু সম্পাদকীয় প্রকাশিত হতে দেখা যায়। ১৯৭২ সালের ১৮ জানুয়ারি এ প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় সংবাদ-এ। 'দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> *জনগণ ও আইনরক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে এখন হতেই এই মুনাফাখোরী উচ্ছেদের জন্য তৎপর হতে হবে। ইহাদিগকে ধরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে জনগণই সরকারকে সঠিকভাবে সাহায্য করতে পারেন।*[১৮৭]

১৯৭২ সালের ১৭ মে দৈনিক বাংলা এ প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। 'অসাধু ব্যবসার বিরুদ্ধে' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> *মওজুদদার, চোরাকারবারী আর নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিকারী অন্যান্য অশুভ চক্রকে নির্মূল করার সুকঠোর ব্যবস্থা হাতে নেয়া হয়েছে। কেরোসিন তেল, খাদ্য সামগ্রী ও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পরিবহন এবং সরবরাহ যাতে কিছুতেই বিঘ্নিত হতে না পারে, সেদিকেও খেয়াল রাখা হচ্ছে। আমরা সরকারের এই গতিশীল ব্যবস্থাগুলোর সাফল্য কামনা করছি।*[১৮৮]

১৯৭২ সালের ১৮ নভেম্বর কালোবাজারী প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় সংবাদ-এ। 'কালোবাজারের ব্যুহ ভেঙ্গে দাও' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

Dhaka University Institutional Repository

এখন প্রশ্ন এই যে বর্তমান সরকার এই কালোবাজারকে ভেঙ্গে দেয়ার জন্য কোন জরুরী ব্যবস্থা করবেন কিনা? এটা যদি না হয়, তাহলে দ্রব্যমূল্য নামিয়ে আনার জন্য কালোবাজার ভেঙ্গে দেবার উদ্দেশ্যে অদূর ভবিষ্যতে জনসাধারণ নিজেরাই নিজেদের ব্যবস্থা করে নেবেন, এটা সরকারের জেনে রাখা উচিত।[১৮৯]

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ ও খাদ্যের সংকটজনক পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সরকার ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু করে। এই ন্যায্যমূল্যের দোকান প্রসঙ্গে বেশ কিছু সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। ১৯৭২ সালের ১৮ মে সে সময়ের বাণিজ্যমন্ত্রীর বরাত দিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয় : জুন মাসের মধ্যে চার হাজার ন্যায্য মূল্যের দোকান চালু হবে। এই খবর প্রকাশের পরদিন ১৯ মে দৈনিক বাংলায় ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলার এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। সম্পাদকীয়তে ন্যায্যমূল্যের দোকান প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তকে শুভ সম্ভাবনাপূর্ণ বলে মন্তব্য করা হয়। এতে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক কয়েকটি বিষয়ের প্রতি সরকারের দৃষ্টিআকর্ষণ করা হয় এবং সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেয়া হয়। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'ন্যায্যমূল্যের দোকান'।[১৯০]

ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলা সম্পর্কে সে সময়ের বাণিজ্যমন্ত্রীর দেয়া তথ্যকে স্বাগত জানিয়ে দৈনিক ইত্তেফাকও ১৯৭২ সালের ১৯ মে এক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। 'কঞ্জুমার্স কর্পোরেশন' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

গোটা কার্যক্রমটির অব্যাহত সাফল্য নির্ভর করিবে ক্রেতা-সাধারণের মানসিকতার উপরে। তাঁহারা যদি নিয়ম-শৃঙ্খলাবিধি পালন, অনাবশ্যক পণ্যচাহিদা নিয়ন্ত্রণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের সহিত সহযোগিতার মনোভাব বজায় রাখিয়া চলিতে পারেন, তবে ক্রেতা ও কর্তৃপক্ষের মিলিত মনোভাবের নিকট কালোবাজারী, মজুতদারী ও মুনাফাখোরীর সকল চক্রান্ত ব্যর্থ হইতে বাধ্য হইবে।[১৯১]

ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলা সম্পর্কে সে সময়ের বাণিজ্যমন্ত্রীর দেয়া বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদও একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৭২ সালের ২০ মে। সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল: 'ন্যায্যমূল্যের দোকান'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

সরকারী সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে ন্যায্যমূল্যের দোকানের তদারকের ভার থাকবে ইউনিয়ন রিলিফ কমিটির উপর। কিন্তু ইউনিয়ন রিলিফ কমিটির বর্তমানে যা অবস্থা, তাতে রিলিফ কমিটির যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন আছে। সুতরাং ন্যায্যমূল্যের দোকানের তদারকের ভার ইউনিয়ন রিলিফ কমিটির উপর দিলে দরকার হবে কমিটির সম্প্রসারণের। স্থানীয় উৎসাহী গ্রামবাসী এবং মহল্লাবাসীদের নিয়ে সর্বদলীয়ভিত্তিক এই সব কমিটিকে সম্প্রসারিত করার কথাটা সরকার অবশ্যই বিবেচনা করে দেখবেন আশাকরি।[১৯২]

১৯৭২ সালের জুলাই পর্যন্ত ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলার সরকারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদ যথাক্রমে ৮ ও ১০ জুলাই সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল : 'ন্যায্যমূল্যের দোকান'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলা সংক্রান্ত বিঘোষিত সরকারী প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু করিতে বিলম্ব হইতেছে কেন, আমরা তাহা জানি না। তবে বর্তমান অবস্থায় ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলা যে আশু প্রয়োজনীয় বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি। কেননা, পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ন্যায্যমূল্যের জিনিসপত্রের প্রতিযোগিতা ভিন্ন জিনিসপত্রের বাজার দর সহনীয় স্বাভাবিক পর্যায়ে নামাইয়া আনার বিকল্প কোন পথ নাই।[১৯৩]

সংবাদ-এর সম্পাদকীয়টির শিরোনামও ছিল 'ন্যায্যমূল্যের দোকান'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলার আবশ্যকতা উপলব্ধি করেই মন্ত্রিসভা মাসাধিককাল আগে এই সিদ্ধান্ত নেন এবং সেজন্য একটা অর্ডিন্যান্সও জারি করেন। কিন্তু তা কার্যকরী করতে এত বিলম্ব হলে জনসাধারণের দুঃখ-কষ্টতো বাড়েই, উপরন্তু সরকারের উদ্দেশ্যও বানচাল হয়ে যায়। এ ব্যাপারে তাই ঘটছে। এটা শুধু আমলাতন্ত্রের শৈথিল্যের ফল না, এতে ব্যবসায়ী-মুনাফাখোরদের হাত আছে কিনা, তাও ভেবে দেখা দরকার।[১৯৪]

ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু করার ক্ষেত্রে বিলম্ব প্রসঙ্গে ১৯৭২ সালের ৮ আগস্ট দৈনিক বাংলা একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এর শিরোনাম ছিল: 'ন্যায্যমূল্যের দোকান:দীর্ঘসূত্রতার অবসান হোক'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

আমরা বিশ্বাস করি গ্রাম-গ্রামান্তরের মানুষকে সাহায্য করার জন্য ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলার পরিকল্পনা হয়েছিল। আমরা মনে করি এই অবাঞ্ছিত বিলম্ব সে পরিকল্পনার সত্যিকারের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ করে দেবে।[১৯৫]

১৯৭২ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ন্যায্যমূল্যের দোকান চালুতে বিলম্ব প্রসঙ্গে আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক। এর শিরোনাম ছিল : 'অবিলম্বে ন্যায্যমূল্যের দোকান চাই'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

যথাসম্ভব সত্বর ন্যায্যমূল্যের দোকান প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং উহাদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সুনিশ্চিত করিয়াই এতদসংক্রান্ত যাবতীয় জিজ্ঞাসা ও সন্দেহের জওয়াব দিতে হইবে। কোন অজুহাতেই এ ব্যাপারে আর বিলম্ব করা হইবে না, ইহাই আমরা দেখিতে চাই।[১৯৬]

১৯৭২ সালের ১ অক্টোবর ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু হয়। পরদিন ২ অক্টোবর ন্যায্যমূল্যের দোকান প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক। শিরোনাম ছিল : 'সব ভাল যার শেষ ভাল'। এতে বলা হয় :

জাতীয় জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে অসাধুতা, দুর্নীতি ও লালসা এত বেশী মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, শক্ত হাতে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা না হইলে ন্যায্যমূল্যের দোকান প্রকারান্তরে জাতীয় অর্থনীতির উপর অভিশাপ হিসেবেই দেখা দেওয়ার আশংকা থাকিয়া যাইবে। বলাবাহুল্য, সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টির উপরই ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করিতেছে।[১৯৭]

ন্যায্যমূল্যের দোকানের পরিস্থিতি নিয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ ১৯৭২ সালের ১৯ অক্টোবর। সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, ন্যায্যমূল্যের দোকন এখনো ক্রেতাদের উপর বা খোলাবাজারের মূল্যমানের উপর প্রভাব ফেলতে পারেনি। এতে ন্যায্যমূল্যের দোকান নিয়ে ভোগ্যপণ্য কর্পোরেশনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে বক্তব্য প্রকাশের পরামর্শ দেয়া হয়। শিরোনাম ছিল: 'ন্যায্যমূল্যের দোকানের হালচাল'।[১৯৮]

Dhaka University Institutional Repository

ন্যায্যমূল্যের দোকান সম্পর্কে ১৯৭২ সালের ২০ নভেম্বর দৈনিক বাংলা আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'ন্যায্য আশংকা'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

এই বিষয়ে সাফল্যের প্রধান শর্ত হচ্ছে, জনগণের ন্যূনতম চাহিদামাফিক ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা। ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলোকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কনজ্যুমার্স কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন, এটাই সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা।[১৯৯]

১৯৭২ সালের ৩০ নভেম্বর সংবাদও এ প্রসঙ্গে আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'ন্যায্যমূল্যের দোকান কোন পথে?' এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

আমলাতন্ত্র ও সরকারী দলের চাঁইদের কল্যাণে গোটা ব্যাপারটা শুধু যে ব্যর্থতায় যেতে বসেছে তাই নয়, সরকারী অর্থ ভান্ডারের উপরও বিপুল চাপ সৃষ্টি করেছে। এভাবে যে ন্যায্যমূল্যের দোকান চলতে পারে না তা সময় থাকতে কর্তৃপক্ষকে বুঝতে হবে। যদি না তারা এই প্রকল্পটিকে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যর্থ করতে চান।[২০০]

১৯৭৩ সালের ২৫ মে সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে সে সময়ের বাণিজ্যমন্ত্রী স্বীকার করেন যে, ন্যায্যমূল্যের দোকান কর্মসূচী ব্যর্থ হয়েছে। এর তিনদিন পর ২৮ মে এ প্রসঙ্গে এক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক। শিরোনাম ছিল : 'ব্যর্থতার শিক্ষা পাথেয় হউক'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

বস্তুত ন্যায্যমূল্যের দোকান কর্মসূচীর ব্যর্থতা সাধারণ্যে প্রকাশিত হওয়ার পর উহার ভবিষ্যত সম্পর্কে সুষ্ঠু সিদ্ধান্তগ্রহণ অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। সেই সিদ্ধান্ত যাহাতে ব্যর্থতার শিক্ষা প্রসূত ও বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে গৃহীত হয় এবং সে সিদ্ধান্ত গ্রহণে যাহাতে কোনরূপ বিলম্ব না ঘটে, উহাই আমদের কাম্য।[২০১]

দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি নিয়ে বেশক'টি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। উপ-সম্পাদকীয় ও নিয়মিত কলামেও বিষয়টি উঠে আসে। ১৯৭৪ সালের শেষ দিকে এ ধরনের সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও কলামগুলো প্রকাশিত হতে দেখা যায়। ১৯৭৪ সালের ৮ সেপ্টেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকে নিয়মিত কলাম 'ঘরে-বাইরে'তে লেখা হয় :

ফিরে ফিরে তাকিয়েছি ডানে-বাঁয়ে, সামনে-পিছনে। দেখেছি মর্মন্তুদ সব দৃশ্য। পত্র-পত্রিকায় পাঠ করেছি হৃদয় বিদারক সংবাদ। কোথাও সিদ্ধ কচুরীপানা খেয়ে মানুষ প্রাণ ধারণের ব্যর্থচেষ্টা করছে, আবার কোথাওবা মরা মুরগীর বাচ্চা। পরিণামে একদিন মৃত্যু এসে টেনে নেবে জীবনের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। কর্তৃপক্ষীয় ভাষায়। কিংবা চিকিৎসা শাস্ত্র অনুযায়ী নিশ্চয় একে অনাহারজনিত মৃত্যু বলা যাবে না, কিন্তু বিবেকের ভাষায়?[২০২]

১৯৭৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর ঢাকার দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষ কথা উঠে এসেছে দৈনিক বাংলার নিয়মিত কলাম 'নগর দর্পণ'-এ। এই কলামে বলা হয় :

নগরীতে, উপকণ্ঠে, রাস্তার পাশে, ল্যাম্পপোস্টের নীচে, বাজারের মুখে, ঘরের দরজায় সর্বত্র একই ছবি। উলঙ্গ শিশু, পাঁজর বার করা বিশালদেহী কৃষক, আবরুহীন নারী, এ্যালুমিনিয়ামের থালা এবং একটি মাত্র উচ্চারণ– একটু খাওন দিবেন, একটু খয়রাত?[২০৩]

রংপুরে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা ছিল প্রকট। সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়-উপসম্পাদকীয় নিবন্ধেও তার প্রমাণ মিলে। ১৯৭৪ সালের ৩১ জুলাই দৈনিক ইত্তেফাকে দুর্ভিক্ষ উপদ্রুত রংপুরের একটি ছবি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায়। এতে দেখা যাচ্ছিল দুই কিশোরী ক্ষুধা নিবারণের জন্য কলা গাছের কান্ড কেটে নিচ্ছে। কাপড়ের অভাবে তারা পরে আছে মাছ ধরার জাল। পরে এই ছবিটি নিয়ে আলোচনা করা হয় দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৭৪ সালের ৩ আগস্ট প্রকাশিত নিয়মিত কলাম 'মঞ্চে নেপথ্যে'। এতে বলা হয় :

কাঁথা মুড়িয়া, জাল জড়াইয়া লজ্জা নিবারণের ব্যর্থ প্রচেষ্টায় লিপ্ত নিরন্ন বাসন্তী-দুর্গাতিরা তো আজ বিধ্বস্ত বাংলার ঘরে ঘরে। বাসন্তীর শত ছিদ্র জালবস্ত্র তাহার লজ্জা নিবারণে নিদারুণভাবে ব্যর্থ। আমরাই কি আমাদের সমাজ-সভ্যতার এই অপরিসীম লজ্জা নিবারণ করিতে পারিতেছি? সেই শত ছিদ্রযুক্ত জাল আর কাঁথার অঙ্গাবরণ কি আমাদের ঘুনে ধরা ক্ষয়িষ্ণু সমাজ-সভ্যতার দিকেই বিকট বিদ্রূপের মুখ ব্যাদান করিতেছে না?[২০৪]

রংপুরের দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি নিয়ে ১৯৭৪ সালের ২৪ আক্টোবর দৈনিক ইত্তেফাক এক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'রংপুরকে বাঁচাও'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

আমরা জানি গোটা দেশের খাদ্য পরিস্থিতি বা স্বাস্থ্য পরিস্থিতি মোটেও ভাল নয়। কিন্তু রংপুর পরিস্থিতি যেসব পরিস্থিতিকে ছাড়াইয়া গিয়াছে, সঠিক গুরুত্ব সহকারেই আজ তাহা সংশ্লিষ্ট সবাইকে উপলব্ধি করিতে হইবে। যদি সিভিল এডমিনিস্ট্রেশনের দ্বারা পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সম্ভব না হয় তবে সব দ্বিধা, সব সংকোচ ঝাড়িয়া ফেলিয়া উহার জন্য মিলিটারী নিয়োগ করার আবেদন আমরা জানাইতেছি।[২০৫]

রংপুরে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি নিয়ে দৈনিক বাংলায় ১৯৭৪ সালের ২৭ অক্টোবর এক উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। 'অনিকেত' ছদ্মনামে লেখা এই উপ-সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

আমি বিশ্বাস করি, সরকার যদি অবিলম্বে কৃষিঋণ দিতে পারেন, জমি, হালের গরু বিক্রি বন্ধ করতে খয়রাতি সাহায্য দিতে পারেন, টেস্টরিলিফ শুরু করতে পারেন এবং সাথে সাথে লঙ্গরখানাও চালিয়ে যেতে পারেন, তাহলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাঁচাবার একটি পথ হতে পারে। অন্যথায় আজ যে মৃত্যুর মিছিল দেশে শুরু হয়েছে সে মিছিল থামানো যাবে না।[২০৬]

১৯৭৪ সালের শেষ দিকে দুর্ভিক্ষ প্রকট আকার ধারণ করলে সংবাদ ১৯৭৪ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত এক উপ-সম্পাদকীয়তে লঙ্গরখানা খোলার আহ্বান জানায়। 'লঙ্গরখানা খুলুন' শীর্ষক এই উপ-সম্পাদকীয়টি লিখেন সংবাদ এর সে সময়ের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক বজলুর রহমান। এতে বলা হয় :

সরকার স্বীকার করুণ আর না করুন, দেশ আজ দুর্ভিক্ষের দ্বার প্রান্তে। দুর্ভিক্ষের কালো ছায়া গ্রাস করতে চলেছে সারা দেশটাকে। আজকের খাদ্য সংকট এক নিদারুণ বাস্তবতা। এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করে চোখ বুজে থেকে লাভ নেই। তাতে সংকট আরও বাড়বে, কমবে না। অন্ধ হলেও প্রলয় বন্ধ থাকে না। কাজেই কর্তৃপক্ষের উচিত পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে এখনই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নয়া।[২০৭]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের জন্য লঙ্গরখানা খোলার নির্দেশ দেন।[৮] ২৪ সেপ্টেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। পরদিন ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর এ প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশে অবজারভারে। দৈনিক বাংলা 'নিরন্ন মানুষ ও লঙ্গরখানা' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> *নিরন্ন মানুষকে বাঁচাতে হলে চালসহ অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের দাম কমাতে হবে, কমাতে হবে এই মুহূর্তে। খাদ্য সংকট তীব্র হয়ে উঠেছে কিছু সংখ্যক কালোবাজারী ও মজুতদারের কারসাজির জন্যে। এদের শায়েস্তা না করলে খাদ্য সংকট সহজে কাটবে না।*[২০৮]

বাংলাদেশ অবজারভারের সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল : 'Food for the hungry' এই সম্পাকীয়তে বলা হয়:

> *Patriotic citizens who are comparatively better placed have a duty to give their mite to the great undertaking. Even so indirectly one could be right in this national cause only by observing austerity to ease pressure on the food front. The crisis in the concern of all, demanding everybody's participation in one from or another.*[২০৯]

লঙ্গরখানা ও আশ্রয়শিবির প্রসঙ্গে সংবাদ একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৭৪ সালের ১ অক্টোবর। শিরোনাম ছিল : 'লঙ্গরখানা ও আশ্রয় শিবির বিষয়ে'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> *কর্তৃপক্ষীয়দের কাছে আমাদের একটাই তাগিদ, প্রথমত লঙ্গরখানা এবং আশ্রয় শিবিরের ঠিকানা প্রচারের ব্যবস্থা করুন। দ্বিতীয়ত অনাহারক্লিষ্ট মুমূর্ষুদের তুলে নেবার জন্য এম্বুলেন্স ও গাড়ীর ব্যবস্থা করুন। তৃতীয়তঃ একটি তদারকি টিম গঠন করুন যারা সারা নগরীতে অথবা সংশ্লিষ্ট এলাকায় ঘুরে ঘুরে দেখবেন কোন অনাহারক্লিষ্ট মানুষ পড়ে আছে কিনা।*[২১০]

লঙ্গরখানায় খাবার প্রাপ্তদের নিয়ে পরবর্তী পরিকল্পনার ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দিয়ে বেশকিছু সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। ১৯৭৪ সালের ১০ অক্টোবর দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত এমন একটি উপ-সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল:'লঙ্গরখানা ও তারপর'। 'অনিকেত' ছদ্মনামে লেখা এই উপ-সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

> *সরকার কি করবেন আমি জানি না। কিভাবে সমস্যার সমাধান করবেন আমি তাও বুঝি না। তবে গত আড়াই বছরের অভিজ্ঞতায় বুঝি কংকালসার মানুষগুলো একদিনে কংকালসার হয়নি। গ্রামের মানুষগুলো স্বেচ্ছায় লঙ্গরখানায় আসেনি। বড় দুঃখে, বড় কষ্টে ওরা ভিটে ছেড়েছে। ওদের গাঁয়ে ফিরিয়ে নিতে হলে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা লাগবে।*[২১১]

সংবাদ-এ অনুরূপ এক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালের ২৭ অক্টোবর। শিরোনাম ছিল : 'লঙ্গরখানার প্রেক্ষিত'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> *আমরা সরকার এবং জনসাধারণকে বলবো, লঙ্গরখানা ব্যবস্থা যে লাখ লাখ দুঃস্থ ও ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসনের ব্যবস্থার প্রাথমিক ধাপ সেটা ভাল করে বুঝে নিয়েই যেন এই ব্যবস্থাকে পুনর্বাসন কর্মসূচীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়।*[২১২]

সংবাদ এ প্রসঙ্গে আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৭৪ সালের ২ নভেম্বর। শিরোনাম ছিল : 'লঙ্গরখানা, টেস্ট রিলিফ ও কর্মশিবির'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> *লঙ্গরখানা আগামীতে এক সময় তুলে দিলেও এদের একাংশকে অবশ্যই তাই মা ও শিশুদের আশ্রয় শিবিররূপে বহাল রাখতে হবে। রুগ্নদের রাখতে হবে স্বাস্থ্য শিবিরে; এক্ষেত্রেও আশ্রয় শিবিরগুলোকে যদি কর্মশিবিরে পরিণত করার ব্যবস্থা নেয়া হয় তাহলে ছিন্নমূল মায়েরা তাদের শিশুদের নিয়ে আশ্রয় শিবিরের গলগ্রহ হবে না।*[২১৩]

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ অবজারভার ১৯৭৪ সালের ২৪ নভেম্বর এক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'Keep Relief Going.' এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

> *We hope the administration is fully alive to such needs and full arrangements are under way and would be kept up as long as the need for relief and mitigation of sufferings would require them.*[২১৪]

দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় সরকারী কার্যক্রমের সমালোচনা করেও সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এই ধরনের একটি সম্পাদকীয় দেখা যায় দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৭৪ সালের ২৬ অক্টোবর। শিরোনাম ছিল : 'এই নিষ্ক্রিয়তা ভয়াবহ'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> *জরুরী অবস্থায় প্রশাসনকে এবং অন্যান্য দায়িত্বশীল সংস্থাকে কিভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলার প্রয়োজনে সংহত, গতিশীল ও কার্যতৎপর করিয়া তুলিতে হয়, তাহা যেন সরকারী বড় কর্তাদের অজ্ঞাত। দেশের অন্তত সাড়ে পাঁচ কোটি লোক আজ ধ্বংসের মুখে পড়িয়াছে। অথচ আমাদের গোটা প্রশাসন আজও তেমনি নিশ্চল, নিরুদ্বেগ ও নিষ্ক্রিয়।*[২১৫]

১৯৭৪ সালের ৩১ অক্টোবর দৈনিক বাংলায় অনুরূপ এক উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। 'অনিকেত' ছদ্মনামে লেখা এই উপ-সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> *দুবেলা ভাত ছেড়েছে মানুষ বহুদিন আগেই। একবেলা ভাত এক বেলা রুটি তাও কি খেতে পাচ্ছে? কি করে খাবে? কোত্থেকে খাবে? টাকা আসবে কোত্থেকে? সত্যি সত্যি বাঁচা যাচ্ছে না। বাঁচার ভান করা হচ্ছে। আর এই বাঁচার ভান করতে করতে একদিন দেখা যাবে আরো অনেকে বেওয়ারিশ লাশের তালিকায় ভর্তি হয়ে গেছে। এর শেষ কোথায়?*[২১৬]

দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে সকল রাজনৈতিক দলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে সম্পাদকীয়-উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এমনই একটি উপসম্পাদকীয় দেখা যায় সংবাদ-এ ১৯৭৪ সালের ১০ অক্টোবর। শিরোনাম ছিল: 'দেশকে বাঁচাও'। সে সময় সংবাদ-এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক বজলুর রহমানের লেখা এই উপ-সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

> *এই জাতীয় দুর্যোগকে মোকাবিলা করতে হবে জাতীয় ভিত্তিতেই। দলাদলি ভুলে, সংকীর্ণ স্বার্থ ভুলে সবাইকে কাজে নামতে হবে, আর্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, ফাঁকা বুলি দিয়ে কেউ দেশপ্রেমের এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে না। সরকার পার পাবে না চাল বা গম মজুরির হিসেব দিয়ে। বিরোধী দলগুলোও পারপাবে না সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে।*[২১৭]

Dhaka University Institutional Repository
বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় জরুরী ভিত্তিতে খাদ্য ও কৃষি উৎপাদন সামগ্রী পাঠানোর জন্য বিশ্বখাদ্য সংস্থার (ফাও) বিশেষ প্রতিনিধি দেশে দেশে তারবার্তা পাঠান। ১৯৭৪ সালের ৯ অক্টোবর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। পরদিন ১০ অক্টোবর দৈনিক বাংলায় এ প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : ফাও প্রতিনিধির জরুরী আবেদন'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

ফাও, জাতিসংঘ ত্রাণ সংস্থা এবং বিশ্বব্যাংকসহ অন্যান্য এজেন্সী বাংলাদেশের এ সংকটে বাস্তব সাহায্য দিতে এগিয়ে এসেছে। এটা নিঃসন্দেহে আশাপ্রদ।[২১৮]

১৯৭৪ সালের শেষ দিকে ঢাকা মহানগরীর অলিগলিতে প্রায়ই অনাহারে মৃত মানুষের বেওয়ারিশ লাশ পড়ে থাকতো। এই বিষয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের সূত্র ধরে সম্পাদকীয়-উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এমনই একটি সম্পাদকীয় দেখা যায় দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৭৪ সালের ১২ ডিসেম্বর। শিরোনাম ছিল : 'মৃত্যুর এই মিছিল'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

খবরাখবর যত ছোট করিয়া দেওয়া হউক অথবা আদৌ দেওয়া না হউক, মৃত্যুর হিমশীতল হস্ত কি তাহাতে বারণ মানিতেছে? কে বলিবে, বেওয়ারিশ মৃত্যু, অনাহারে মৃত্যু, শীতে মৃত্যু এমনি ধরনের মৃত্যুর এই মিছিল আর কতকাল জাতিকে দেখিয়া যাইতে হইবে? যাঁহারা জানেন, বুঝেন ও অনুভব করেন, তাঁহাদের উপায়হীন ভাবনারইবা পরিসমাপ্তি কোথায়?[২১৯]

এই বিষয় নিয়ে দৈনিক ইত্তেফাকের 'মঞ্চে নেপথ্যে' শীর্ষক নিয়মিত কলামে আলোচনা করা হয় ১৯৭৪ সালের ১৪ ডিসেম্বর। এই কলামে লেখা হয় :

পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য বিদেশ হইতে অবশ্য অনেকেই আগমন করিতেছে। সাহায্যের আশ্বাসও যথেষ্টই দিতেছেন। কিন্তু সেই সাহায্য আসার গতি বড় মন্থর। প্রতিশ্রুত সাহায্য নিশ্চয়ই একদা আসিবে। কিন্তু যাদের জন্য সেই সাহায্য তারা কি ততদিন অপেক্ষা করিতে পারিবে? নাকি তার আগেই এই দুর্ভাগ্য মানব সন্তানেরা বিপুল সংখ্যায় অকাল-মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িবে? বেওয়ারিশ লাশের এই ক্রম-বর্ধমান মিছিল তারই ইঙ্গিত দেয় না কি?[২২০]

১৯৭৪ সালের ২২ নভেম্বর জাতীয় সংসদে এক বিবৃতিতে সে সময়ের খাদ্যমন্ত্রী জানান : দুর্ভিক্ষে মোট সাড়ে ২৭ হাজার লোক মারা গেছে। এই খবর পরদিন ২৩ নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ১৯৭৪ সালের ২৪ নভেম্বর এই প্রসঙ্গে এক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

খাদ্য পরিস্থিতি মোকাবিলার যে চিত্রটি তিনি তুলে ধরেছেন তা অনুজ্জ্বল নয়। এই চিত্র জনসাধারণকে কিছুটা আশ্বস্ত করবে বৈকি। কথায় বলে, তার সব ভালো যার শেষ ভালো। অর্থাৎ কীভাবে শেষ পর্যন্ত খাদ্য পরিস্থিতির মোকাবিলা করা হয় তার উপরই নির্ভর করছে জনসাধারণের স্বস্তি।[২২১]

১৯৭৪ সালের ২৫ নভেম্বর সংবাদও এ প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'যে তথ্য পাওয়া যায়নি, পাওয়া দরকার'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

এ মুহূর্তে সংখ্যা নিয়ে চিন্তাভাবনার চেয়ে যেটা সবচেয়ে বড় প্রয়োজন সেটা হচ্ছে লঙ্গরখানার লাখ লাখ খাদ্যপ্রার্থীর সঙ্গে সঙ্গে অনাহারের প্রত্যন্ত সীমায় উপনীত বহুসংখ্যক নর-নারী শিশুর মধ্যে যারা এবার বেঁচে গিয়েছে এবং দুর্ভিক্ষের লেজের ঝাপটা থেকে এবার যারা বেঁচে যাবে, তাদের খবর নেয়া এবং দেয়া। সঠিক তথ্যের তো কথাই নেই, একটা আন্দাজী হিসেবও এ বিষয়ে আমাদের কারও কাছেই নেই। অথচ দুর্ভিক্ষজনিত মর্মান্তিক ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠবার জন্য কোন বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হলে অন্ততপক্ষে একটা আন্দাজী হিসেব দরকার।[২২২]

চিঠিপত্র :

দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির উদ্ভব বিষয়ে বেশ কয়েকটি চিঠিও প্রকাশিত হয় গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগে। চিঠিগুলোর বেশির ভাগই ছিল নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি সংক্রান্ত। ১৯৭২ সালের ৭ জানুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রসঙ্গে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। লিখেন মুক্তিযোদ্ধাদের ধানমন্ডি গেরিলা ইউনিটের পক্ষে প্রদীপ কুমার ও রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়। চিঠির শিরোনাম ছিল: 'নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য'। এতে বলা হয় :

গত ১৬ ডিসেম্বর ঢাকা শহর হানাদার পাকিস্তানী সৈন্যদের কবল মুক্ত হওয়ার পর হইতে সরকার ও জনসাধারণের সহযোগিতায় আজ পর্যন্ত এই শহরে অনেক কিছুই স্বাভাবিক হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু দ্রব্যমূল্য বিশেষ করিয়া যেগুলি নিত্যপ্রয়োজনীয় তাহার মূল্য কমে নাই। বরং বলিতে গেলে বাড়িয়াই চালিয়াছে। বর্তমানে এই দ্রব্যমূল্যের অবস্থা চরম পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াইয়াছে। অবিলম্বে এর প্রতিকার করা প্রয়োজন।[২২৩]

দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি প্রসঙ্গে একটি চিঠি দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি। ঢাকার গ্রীণরোড থেকে ওবায়দুর রকিব চিঠিটি লিখেন। শিরোনাম ছিল: 'নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ঊর্ধ্বগতি রোধ প্রসঙ্গে'। এই চিঠিতে বলা হয়:

সরকারের প্রতি আমাদের আবেদন, বাজারদর নির্ধারণ কমিটি গঠন করে সব নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপযুক্ত ও ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া হোক। সেই সঙ্গে বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের প্রচুর সরবরাহ যাতে অব্যাহত থাকে সে ব্যবস্থাও নেওয়া হোক।[২২৪]

১৯৭২ সালের ৬ আগস্ট দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রসঙ্গে আরেকটি চিঠি প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকে। চিঠিটি লিখেন ঢাকার ভুতের গলি থেকে মোকাম্মেল হোসেন। চিঠির শিরোনাম ছিল: 'দ্রব্যমূল্য'। এই চিঠিতে বলা হয় :

কেন দেশে জিনিসের অভাব? দ্রব্যমূল্যের কেন এই ঊর্ধ্বগতি? অথচ চড়া মূল্যে সবাই পাওয়া যায়। আমাদের প্রশ্ন সরকারী নির্দেশ অমান্য করিয়া অসৎ ব্যবসায়ীরা উচ্চমূল্যে জিনিস বিক্রয় করিবার সাহস কোথা হইতে পায়।[২২৫]

দৈনিক বাংলায় ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই 'দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ কোন পথে' শীর্ষক একটি উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এই উপ-সম্পাদকীয়ের সূত্র ধরে একটি চিঠি দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ৬ আগস্ট। চিঠিটি লিখেন ঢাকার ১৮৪ সিদ্দিক বাজার থেকে আবদুল মান্নান খান। শিরোনাম ছিল : 'বাস্তবতার আলোকে : দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিরোধ প্রসঙ্গে'। এই চিঠিতে বলা হয় :

Dhaka University Institutional Repository

গত ১০ই শ্রাবণের (২৬/৭/৭২) দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত ভাষ্যকারের 'দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ কোন পথে' নামক প্রবন্ধের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। লেখক কতগুলো বাস্তব সমস্যা উদঘাটন করে এর সমাধানের পথ বের করেছেন। বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হলে সরকারকে পূর্ণাঙ্গ ও সুশৃঙ্খল নীতি অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। আশারাখি সরকার জরুরীভিত্তিতে সামগ্রিক সমস্যা মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে।[২২৬]

খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়েও চিঠি প্রকাশিত হয়। ১৯৭৩ সালের ১৬ অক্টোবর প্রকাশিত এমন এক চিঠি প্রকাশিত হয় সংবাদ-এ। চিঠিটি লিখেন ময়মনসিংহ জেলা ন্যাপ এর সভাপতি আলতাব আলী ও সম্পাদক শাহ খলিলুর রহমান। 'খাদ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চাই' শীর্ষক এই চিঠিতে বলা হয়:

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস খাদ্য পরিস্থিতি মোকাবেলায় খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট আমলা-কর্মচারীরা ক্ষমাহীন ব্যর্থতা ও দায়িত্ব জ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। সবচে' বেশী ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন স্বয়ং খাদ্যমন্ত্রী শ্রী ফণীভূষণ মজুমদার। আমরা সংশ্লিষ্ট আমলা কর্মচারীদের কঠোর শাস্তি এবং খাদ্যমন্ত্রী শ্রী ফণীভূষণ মজুমদারের অবিলম্বে পদত্যাগ দাবী করছি।[২২৭]

বিভিন্ন পণ্য মজুতদারী ও কালোবাজারীর প্রসঙ্গ নিয়েও চিঠি প্রকাশিত হয়। ১৯৭২ সালের ২৪ মে ওষুধ কালোবাজারী প্রসঙ্গে একটি চিঠি প্রকাশিত হয় দৈনিক বাংলায়। লিখেন ঢাকার মিটফোর্ড রোডস্থ ১৪/১ নলগোলা থেকে মোহাম্মদ মেছের আলী। শিরোনাম ছিল : 'ওষুধ কালোবাজারী'। এই চিঠিতে লেখা হয় :

এখন প্রশ্ন বাজারে ওষুধ যদি পাওয়া না যায় তবে টাকা অনেক বেশী দিলেও পাওয়া যাবে না। কিন্তু দাম বেশী দিলে ঐ ওষুধ পাওয়া যায় অথচ ক্যাশমেমো পাওয়া যাবে না। এর কারণ কি? এ ব্যাপারে উপযুক্ত তদন্তের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।[২২৮]

কালোবাজারী ও মজুতদারী প্রসঙ্গে ১৯৭২ সালের ১১ জুন 'ওরা রাতারাতি কোটিপতি হতে চায়' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় দৈনিক বাংলায়। এই সম্পাদকীয়র সূত্র ধরে দৈনিক বাংলায় দু'টি চিঠি প্রকাশিত হয়। একটি চিঠি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১৫ জুন। অপরটি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ২৪ জুন। উভয় চিঠির শিরোনাম ছিল : 'ওরা রাতারাতি কোটিপতি হতে চায়'। প্রথম চিঠিটি লিখেন ঢাকার নওয়াব কাটরা থেকে আবদুল ওয়াছে ও ছানোয়ার হোসেন। এই চিঠিতে বলা হয় :

আমরা 'দৈনিক বাংলা'র ১১-৬-৭২ ইং তারিখের 'ওরা রাতারাতি কোটিপতি হতে চায়' শীর্ষক সম্পাদকীয় জনগণের কাছে প্রশংসনীয় বিবেচিত হবে বলে আশা করি। এসব সমাজবিরোধী ব্যবসায়ীরা দেশের প্রকৃত দরদী নয় এবং তারা কোন অবস্থাতেই ঘৃণ্য রাজাকার বা আলবদর হতে উত্তম নয়। এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ দেশবাসীর কাম্য।[২২৯]

দ্বিতীয় চিঠিটি লিখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগ থেকে মকবুল হোসেন। এই চিঠিতে উল্লিখিত সম্পাদকীয় মন্তব্য ও এ প্রসঙ্গে প্রকাশিত অপর চিঠির বক্তব্যের সঙ্গে একমত পোষণ করা হয়। এতে বলা হয় :

দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত 'ওরা রাতারাতি কোটিপতি হতে চায়' শীর্ষক সম্পাদকীয় ও এই একই শিরোনামে 'জনমত' কলামে প্রকাশিত ১৫-৬-৭২ ইং তারিখের চিঠি আমার দৃষ্টিআকর্ষণ করেছে। সম্পাদকীয় মন্তব্য ও চিঠির বক্তব্য উভয়ই বর্তমান দুর্নীতি ও অশুভ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত সময়োপযোগী পদক্ষেপ হিসেবে পাঠকদের হৃদয়ে স্থান পেয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যদি এসব ব্যবস্থা অবিলম্বে কার্যকর করা যায় তাহলে বর্তমান দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাবে। সাথে সাথে মুনাফাখোর ও কালোবাজারীর পতন হবে।[২৩০]

দুর্ভিক্ষ প্রকট রূপ ধারণ করলে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ, দাবী ও আহ্বান জানিয়ে চিঠি প্রকাশিত হয় খবরের কাগজে। ১৯৭৪ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর এ প্রসঙ্গে একটি চিঠি প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকে। চিঠিটি ছদ্মনামে লেখা। শিরোনাম ছিল : 'সাহায্যের আবেদন'। এই চিঠিতে বলা হয় :

পরিস্থিতি এমন দাঁড়াইয়াছে যে, ধনী-দরিদ্রের অবস্থা সমান হইয়া গিয়াছে। এখন কাহারও কাছে হাত পাতিবারও উপায় নাই। তাই অবিলম্বে এলাকায় ব্যাপকহারে ত্রাণ তৎপরতা শুরু না করা হইলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করিতে বাধ্য।[২৩১]

দুর্ভিক্ষ মোকাবেলার জন্য কয়েকটি প্রস্তাব সংবলিত এক চিঠি প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালের ১৫ অক্টোবর দৈনিক ইত্তেফাকে। কুমিল্লার ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে চিঠিটি লিখেন আবদুস সামাদ এডভোকেট। চিঠির শিরোনাম ছিল : 'কয়েকটি প্রস্তাব'। এই চিঠিতে বলা হয় :

একদিকে দেশে দুর্ভিক্ষাবস্থা, অন্যদিকে দেখা যাইতেছে কালো টাকার পাহাড় গড়ার প্রবণতা আর বিলাসব্যসনের ছড়াছড়ি। দেশ ও জাতির এই দুর্দিনে সবার আগে রাজনৈতিক টাউট, দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ী ও কর্মচারীদের দমন করা প্রয়োজন। রাজনৈতিক দলমত নির্বিশেষে সৎ, ত্যাগী ও দেশপ্রেমিক নাগরিকদের সামনে আসার সুযোগ দান এবং একই সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতি রোধ, দ্রব্যমূল্য হ্রাস, উৎপাদন বৃদ্ধি ইত্যাদি ব্যাপারে জরুরী, বাস্তব ও ফলপ্রসূ পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।[২৩২]

দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় ছাত্রদের কাজে লাগানোর আহ্বান জানিয়ে একটি চিঠি প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালের ৬ নভেম্বর সংবাদ-এ। চিঠিটি লিখেন ফরিদপুরের রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাস থেকে স্বপন দাস, হরিপদ বিশ্বাস, তুষার ঘোষ ও প্রকাশ চক্রবর্তী। শিরেনাম ছিল: 'দেশের সংকট-মুহূর্তে ছাত্র সমাজের দায়িত্ব'। এই চিঠিতে বলা হয় :

সরকারের নিকট আমাদের আবেদন– দুঃস্থ এবং নিরীহ জনসাধারণকে বাঁচানোর জন্য ছাত্র শক্তিকে নিয়োজিত করুন। স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অস্থায়ীভাব বন্ধ রেখে ছাত্রসমাজকে অসহায়দের পাশে দাঁড়াবার ব্যবস্থা করুন এবং সর্বোপরি কৃষকদের সঙ্গে ছাত্রদের কাজ করার জন্য বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা করুন।[২৩৩]

দুর্ভিক্ষ প্রসঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের বিবৃতি প্রদানের বিষয়টির তীব্র সামলোচনা এবং তাদের করণীয় সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেও চিঠি প্রকাশিত হয়। এমন একটি চিঠি দেখা যায় দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৭৪ সালের ৩ নভেম্বর। বগুড়ার মালতীনগর থেকে চিঠিটি লিখেন আসহাব আহমেদ। এই চিঠিতে বলা হয় :

বিবৃতি দেবার সময় চলিয়া গিয়াছে অনেক আগেই। আমরা তখন ঘুমাইয়াছিলাম। পথে ঘাটে, গ্রামে-গঞ্জে যখন আদম সন্তানরা সকলের চোখের সামনে অনাহারে শুকাইয়া মৃত্যুর হীমশীতল কোলে ঢলিয়া পড়িতেছে, তখন ব্যক্তিগতভাবে আমার-আপনার কি কিছুই করণীয় নাই? আমরা কি সপ্তাহে অন্তত তিনদিন একবেলার খাবার একজন নিরন্নের মুখে তুলিয়া দিতে পারি না?[২৩৪]

Dhaka University Institutional Repository

দুর্ভিক্ষ পীড়িত নিম্ন আয়ের মানুষের হাহাকারও ফুটে উঠেছে সংবাদপত্রে প্রকাশিত চিঠিতে। এমন এক চিঠি প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৭৫ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি। চিঠিটি একটি কবিতার আঙ্গিকে লেখা। শিরোনাম ছিল : 'কেরানীর আর্তনাদ'।[২৩৫]

প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ :

উপরের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, দেশে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির সূচনা ঘটে স্বাধীনতার পর পরই। ১৯৭৪ সালের শেষ ভাগে এসে দুর্ভিক্ষ ভয়াবহ রূপ নেয়। ১৯৭২ সালের শুরু থেকে দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, খাদ্যাভাব, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মজুতদারী ও কালোবাজারীসহ প্রাসঙ্গিক অন্যান্য খবর সংবাদপত্রে প্রকাশের মধ্য দিয়ে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি উদ্ভবের আভাস পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে প্রকাশিত সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয়তে নানা মন্তব্য ও সুপারিশ তুলে ধরা হয়। বিভিন্ন সংবাদপত্রের নিয়মিত কলামগুলোতেও দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা ও মতামতের প্রতিফলন ঘটে। সংবাদপত্রের চিঠিপত্র বিভাগে চিঠি লিখেও দুর্ভিক্ষ মোকাবেলার জন্য নানা পরামর্শ প্রদান করা হয়। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয়তে প্রদত্ত সুপারিশ ও মন্তব্যের সঙ্গে ঐক্যমত পোষণ করেও চিঠি প্রকাশিত হতে দেখা যায়।

এ বিষয়ে প্রকাশিত খবরগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মোট ২২ ধরনের খবর প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো হলো:

এক. নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি,

দুই. চালের মূল্য বৃদ্ধি,

তিন. ওষুধের মূল্য বৃদ্ধি,

চার. কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি,

পাঁচ. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে ক্রেতাদের প্রতিরোধ,

ছয়. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা,

সাত. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠনের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা,

আট. দ্রব্যমূল্য প্রতিরোধে সরকারী উদ্যোগ,

নয়. খাদ্য পরিস্থিতির অবনতি,

দশ. খাদ্য সংকট নিয়ে রাজনৈতিক দলসমূহের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা,

এগার. খাদ্য সংকট নিরসনে জাতিসংঘ,

বারো. খাদ্য সংকট মোকাবেলায় সরকারী তৎপরতা,

তের. ন্যায্যমূল্যের দোকান,

চৌদ্দ. অনাহারে মৃত্যু,

পনের. অনাহারে মৃত্যু নিয়ে মর্মস্পর্শী খবর,

ষোল. ঢাকায় আগত অনাহার-ক্লিষ্টদের করুণ চিত্র,

সতের. ঢাকায় বেওয়ারিশ লাশ,

আঠার. দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অভিমত ও দুর্ভিক্ষ-প্রতিরোধ তৎপরতা,

উনিশ. দুর্ভিক্ষ মোকাবেলা সম্পর্কে সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠন,

বিশ. দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে জাতিসংঘ,

একুশ. দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় সরকারের তৎপরতা,

বাইশ. দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর পরিসংখ্যান।

উপরোক্ত ২২ শ্রেণীর খবরই সংবাদপত্রে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। প্রায় সব খবরই প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান পায়। কিছু কিছু খবর প্রথম পৃষ্ঠায় লীড আইটেম হিসেবেও প্রকাশিত হয়েছে।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকেই নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা শুরু হয় এবং ১৯৭৪ সালে এসে তা প্রকট আকার ধারণ করে। ১৯৭২ সালের ১৯ জানুয়ারি দৈনিক বাংলায় দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি প্রসঙ্গে প্রথম খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়। খবরে জানানো হয়: কোনো কোনো জিনিসের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে।

দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৭২ সালের ৯ মার্চ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির এক খবর প্রকাশিত হয় এই খবরে জানানো হয়: আগের বছরের তুলনায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য বেড়েছে শতকরা ২৫ থেকে ১০০ ভারেগও বেশি।

Dhaka University Institutional Repository

এর চার মাস পর ১৯৭২ সালের ৮ জুলাই সংবাদ-এ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বিষয়ে একটি খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরে তথ্য প্রকাশ করা হয় যে, অনেক নিত্য ব্যবহার্য জিনিস বাজারে নেই। কিন্তু টাকা দিলে সব পণ্যই পাওয়া যায়।

সেই মাসেই অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ৩০ জুলাই সংবাদ-এ দ্রব্যমূল্য নিয়ে আরেকটি খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরে ঢাকার বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে বলা হয়: প্রতিদিনই জিনিসের দাম বাড়ছে।

মাস খানেক পর ১৯৭২ সালের ২ আগস্ট দৈনিক ইত্তেফাকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে আরেকটি খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরে সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে হতাশা বিরাজ করছে বলে উল্লেখ করা হয়। এতে বলা হয় : মানুষ অস্বস্তিকর অবস্থার পরিবর্তন প্রত্যাশা করছে।

পরের মাসেই অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ৫ সেপ্টেম্বর সংবাদ-এ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে আরেকটি খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরে বলা হয়: নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যের ঊর্ধ্বগতি অব্যাহত রয়েছে। পরিস্থিতির উন্নতির কোনো লক্ষণ নেই। খবরটি বেশ গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়।

এর মাস দেড়েক পর সংবাদ আরেকটি খবর প্রকাশ করে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে। ১৯৭২ সালের ২৩ অক্টোবর প্রকাশিত এই খবরে বলা হয়: বেশি মুনাফার নেশায় একশ্রেণীর ব্যবসায়ীরা মেতে ওঠার কারণেই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়েই চলেছে।

এর এক সপ্তাহ পরই ১৯৭২ সালের ২৯ অক্টোবর সংবাদ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে আরেকটি খবর প্রকাশ করে। খবরটি খুবই গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত এই খবরে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধে সরকারের ব্যর্থতাকে দায়ী করা হয়।

১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে সংবাদ আরও দুইটি খবর প্রকাশ করে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিষয়ে। প্রথমটি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ৯ ডিসেম্বর। বাণিজ্যমন্ত্রীর দেয়া ডেড-লাইন পার হয়ে গেলেও ঐ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দ্রব্যমূল্য কমতে শুরু না করায় মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিকে 'ধাপ্পাবাজি' হিসেবে অভিহিত করা হয় ঐ খবরে। দ্বিতীয় খবরটি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ২৬ ডিসেম্বর। এই খবরে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি অব্যাহত থাকার জন্য অসাধু ব্যবসায়ীই শুধু না দুর্নীতিবাজ আওয়ামী লীগ নেতাদেরও দায়ী করা হয়।

এর ছয় মাস পর ১৯৭৩ সালের ২৮ জুন সংবাদপত্রে এনা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে একটি খবর পরিবেশিত হয়। পরিকল্পনা কমিশনের বরাত দিয়ে এই খবরে জানায়, দ্রব্যমূল্য এক বছরে ১০০ থেকে ৪০০ ভাগ বেড়েছে।

এর দেড় মাস পর ১৯৭৩ সালের ১৩ আগস্ট সংবাদ-এ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে আরেক খবরেবলা হয়, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি কোনো স্তরে এসেই থামছে না।

১৯৭৪ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে এক খবরে বলা হয় : দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি কোন সীমায় গিয়ে থামবে এই প্রশ্নই কেবল জনমনে ঘুরপাক খাচ্ছে।

চালের ক্রমশ অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে আদালাভাবে বেশ কিছুসংখ্যক খবর প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৭২ সালের প্রথম দিক থেকেই চালের মূল্যবৃদ্ধির খবর প্রকাশিত হতে দেখা যায় এবং ১৯৭৪ সালে দুর্ভিক্ষ চলাকালেও মূল্যবৃদ্ধির খবর প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে।

১৯৭২ সালের ২১ মার্চ চালের মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে বার্তা সংস্থা বিএসএস রাজশাহী থেকে একটি খবর পরিবেশন করে যা ২২ মার্চের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয় যে, রাজশাহীতে চালের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে।

চালের মূল্য বাড়তে থাকায় 'ভুখা মিছিল' বের করার প্রথম খবরটি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১২ আগস্টের সংবাদপত্রে। বার্তাসংস্থা এনা যশোরের শৈলকুপা থেকে খবরটি পরিবেশন করে। চারদিন পর ১৯৭২ সালের ১৬ আগস্ট চালের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধির প্রতিবাদে আরেকটি ভুখা মিছিলের খবর প্রকাশিত হয় সংবাদ-এ।

১৯৭২ সালের ১৯ আগস্ট চালের মূল্যবৃদ্ধির আরেকটি খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস খবরটি পরিবেশন করে। এই খবরে অসৎ ব্যবসায়ী ও কালোবাজারীদের কারসাজিতে বাজারে চালের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়।

১৯৭৩ সালে চালের মূল্য বৃদ্ধির আর কোনো খবর প্রকাশিত হতে দেখা যায়নি। তবে ১৯৭৪ সালের প্রথম দিকেই চালের দাম বাড়ার একটি খবর প্রকাশিত হয়। ১৯৭৪ সালের ২৯ মার্চ সংবাদ-এ প্রকাশিত এই খবরে বলা হয়, মূল্যবৃদ্ধির মত কোনো কারণ না থাকলেও চালের দাম অস্বাভাবিকহারে বেড়ে চলেছে।

১৯৭৪ সালের ২২ সেপ্টেম্বর সংবাদ-এ প্রকাশিত চালের মূল্যবৃদ্ধি বিষয়ক আরেক খবরে উল্লেখ করা হয়, ঢাকার বাজারে চালের আমদানী চরমভাবে কমে গেছে। দামও অস্বাভাবিক বেশি।

এর ছয়দিন পর ১৯৭৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর সংবাদ-এ প্রকাশিত আরেক খবরে দেশের বিভিন্ন স্থানের বাজার থেকে চাল উধাও হওয়ার তথ্য প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository
দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির শুরুতে বাজারে ওষুধের মূল্য বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায়। ১৯৭২ সালের ২৯ জানুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকে এ বিষয়ক একটি খবরে ওষুধের অভাব ও মূল্যবৃদ্ধির কথা বলা হয়। ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি প্রসঙ্গে একটি চিঠিও প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ২৪ মে দৈনিক বাংলায়। ঐ চিঠিতে বলা হয় : বাজারে ওষুধ আছে ঠিকই, কিন্তু তা বেশি মূল্যে কিনতে হচ্ছে।

কাপড়ের মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতাও দেখা যায় ১৯৭২ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে। ১৯৭২ সালের ১২ আগস্ট দৈনিক বাংলায় এ বিষয়ে প্রকাশিত খবরে উল্লেখ করা হয়: স্বাধীনতার পর কাপড়ের মূল্য কমপক্ষে ১৫০ ভাগ বেড়েছে এবং মূল্যবৃদ্ধির গতি অব্যাহত রয়েছে।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির এই প্রবণতায় কোথাও কোথাও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে ক্রেতারা। বেশি মূল্য দাবী করায় ক্রেতারা দোকানে হামলা চালানোর ঘটনা ঘটায়। এ ধরনের একটি খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ৮ এপ্রিল দৈনিক বাংলায়।

১৯৭২ সালের প্রথম দিক থেকেই দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারের কাছে দাবী জানাতে থাকে। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী-ন্যাপ) প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে পাঠানো এক বার্তায় সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষের ব্যাপারে সতর্ক করে দেন এবং তা প্রতিরোধের ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান। মওলানা ভাসানীর বার্তার ভিত্তিতে এই খবর ১৯৭২ সালের ৫ মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিও (ন্যাপ-মোজাফফর) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধের ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে দাবী জানায়। ১৯৭২ সালের ৮ মার্চ এই খবর সংবাদ-এ প্রকাশিত হয়।

দ্রব্যমূল্য কমানোর জন্য বিভিন্ন সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠনও সরকারের কাছে দাবী জানায়। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমানোর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে দাবী জানিয়ে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ দেশব্যাপী দাবী দিবস পালন করে। ১৯৭২ সালের ১৬ মে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে এই খবর প্রকাশিত হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবীতে মহিলা পরিষদ তিন মাস পর আবার দাবী দিবস পালন করে। এই দাবী দিবসে মহিলা পরিষদের সঙ্গে যৌথভাবে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মহিলা শাখা ও বাংলাদেশ মহিলা সমিতি। ১৯৭২ সালের ২৯ আগস্ট এই দাবী দিবস পালনের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

দ্রব্যমূল্য প্রতিরোধে সরকারী উদ্যোগের বিভিন্ন খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি সংবাদপত্রে এ ধরনের একটি খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরে উল্লেখ করা হয় : বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী মনসুর আলী দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক স্তরে নামিয়ে আনার জন্য ব্যবসায়ী ও আমদানীকারকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

দ্রব্যমূল্য হ্রাস নিয়ে সরকারী তৎপরতার আরেকটি খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১৯ মে। এই খবরে উল্লেখ করা হয় যে, মন্ত্রীসভা দ্রব্যমূল্য রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এর চারদিন পর মন্ত্রী সভার উপকমিটির বৈঠকে মূল্য পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়। বৈঠকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিস্থিতির উন্নতি ও মূল্য হ্রাস পেয়েছে বলে উল্লেখ করা হয় এবং সে জন্য সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। ১৯৭২ সালের ২৩ মে এ খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর দফতরে একটি জরুরী কার্য পরিচালনা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এই খবর ১৯৭২ সালের ১ জুন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই খবরে উল্লেখ করা হয় যে, এই কেন্দ্রের দায়িত্ব ছিল সারাদেশের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত রাখা। এই খবরটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সব পত্রিকায় গুরুত্ব পেলেও দৈনিক বাংলায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয়।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে নির্দেশ প্রদান করে। এই খবর ১৯৭২ সালের ২ সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। খবরটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবকটি পত্রিকায় গুরুত্ব পেলেও সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয় বাংলাদেশ অবজারভারে।

এর দুই মাস পর দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার একটি অধ্যাদেশ জারি করে। ১৯৭২ সালের ৫ নভেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

এর তিন মাস পর ১৯৭৩ সালের ২২ মার্চ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (গুদামজাতকরণ, মজুত রাখা ও বিক্রি) আদেশ নামে রাষ্ট্রপতি একটি আদেশ জারি করেন। এই আদেশে কি পরিমাণ নিত্যব্যবহার্য পণ্য মজুত, আমদানী ও উৎপাদন করা যাবে সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট নীতিমালা ঘোষণা করা হয় এবং তা অমান্য করলে কি দন্ড দেয়া হবে তাও উল্লেখ করা হয়। এই খবর ১৯৭৩ সালের ২৩ মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। খবরটি অন্য পত্রিকাগুলোর তুলনায় বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলায়।

Dhaka University Institutional Repository

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সবশেষে ১৯৭৪ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি সরকার বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রয়োগের ঘোষণা দেয়। ২৮ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলা এই খবরটিও সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে।

দেশে খাদ্য পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে থাকে ১৯৭২ সালের মাঝামাঝি সময় থেকেই। ১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি অবনতির মাত্রা বেড়ে যায়। সংবাদপত্রে এর প্রতিফলন ঘটে।

১৯৭২ সালের ১৩ মে সংবাদ-এ খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে প্রকাশিত এক খবরে খাদ্যাভাবের ইংগিত দেয়া হয়।

১৯৭৩ সালে খাদ্য সংকট বেড়ে যায়। ১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসে খাদ্য সংকট নিয়ে দৈনিক ইত্তেফাক পরপর দু'টি খবর প্রকাশ করে। প্রথম খবরটি প্রকাশিত হয় ২২ এপ্রিল। এই খবরে উল্লেখ করা হয় যে, খাদ্যমূল্য বেড়ে যাওয়ায় ঝিনাইদহে বহু লোক অনাহারে রয়েছে। ক্ষুধা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটেছে। এর এক দিন পর ১৯৭৩ সালের ২৪ এপ্রিল খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে অপর খবরটিতে দেশে খাদ্য ঘাটতির পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়। এতে জানানো হয় : দেশে খাদ্য পরিস্থিতির উদ্বেগজনক অবনতি ঘটেছে।

১৯৭৩ সালের মে মাসেও খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে তিনটি খবর প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক। প্রথম খবরটি প্রকাশিত হয় ১ মে তারিখে। এই খবরে শেরপুরঅঞ্চলে খাদ্য পরিস্থিতির অবনতির চিত্র তুলে ধরা হয়। শেরপুর থেকে পাঠানো এই খবরে উল্লেখ করা হয়, শেরপুরে অনেক বাড়ির লোক উপবাস করছে। দ্বিতীয় খবরটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালের ৪ মে। এই খবরে নোয়াখালী, রাজশাহী ও কুমিল্লা– এই তিনটি এলাকায় খাদ্যের অভাবের বিবরণ তুলে ধরা হয়। এতে উল্লেখ করা হয় খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের কোনো পদক্ষেপই কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। তৃতীয় খবরটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালের ১৯ মে। এই খবরে পরিস্থিতি মোকবেলার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর জোর দেয়া হয় এবং অন্যথায় এই সংকট নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে বলে সরকারকে সতর্ক করা হয়।

১৯৭৪ সালেও খাদ্য পরিস্থিতির অবনতি অব্যাহত থাকে। ১৯৭৪ সালের ২৬ মে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক খবরে বরিশালে তীব্র খাদ্য সংকটের তথ্য তুলে ধরা হয়। এই খবরে খাদ্যাভাবে আত্মহত্যা ও মৃত্যুর তথ্যও পরিবেশিত হয়।

এর দুই মাস পর ১৯৭৪ সালের ৩১ জুলাই দৈনিক ইত্তেফাকে খাদ্যাভাবের করুণ পরিস্থিতির বিবরণ তুলে ধরা হয় এক খবরে। এতে বন্যার কারণে খাদ্যাভাব তীব্র আকার ধারণ করেছে বলে উল্লেখ করা হয়।

১৯৭৪ সালের ৪ সেপ্টেম্বর দৈনিক বাংলার এক খবরে রংপুর এলাকায় তীব্র খাদ্য সংকট এবং খাদ্যের অভাবে মৃত্যু ও আত্মহত্যার তথ্য তুলে ধরা হয়।

খাদ্য সংকট নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে উদ্বেগ-উৎকন্ঠার প্রতিফলন ঘটে সংবাদপত্রে। দলগুলো এই সংকট মোকাবেলায় সরকারকে বিভিন্ন পরামর্শ দেয়। খাদ্য সংকট নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর বক্তব্য ও পরামর্শ ভিত্তিক খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

১৯৭২ সালের ৩০ মার্চ দেশের খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) একটি বিবৃতি প্রদান করে। এই বিবৃতির ভিত্তিতে একটি খবর পরদিন ১৯৭২ সালের ৩১ মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই খবরে খাদ্য পরিস্থিতি মোকাবেলায় বেশ কয়েকটি সুপারিশ তুলে ধরে সিপিবি।

সিপিবি এরপর ১৯৭২ সালের ২০ আগস্ট ঢাকায় এক কর্মী সমাবেশে খাদ্য সংকট মোকাবেলায় সকল রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানায়। পরদিন ২১ আগস্ট এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

এর পাঁচদিন পর ১৯৭২ সালের ২৫ আগস্ট ঢাকায় এক গণজমায়েতে সিপিবি খাদ্যসমস্যা সমাধানে দেশের সব দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলের বৈঠক ডাকার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়। খাদ্য সংকট মোকাবেলায় তারা পাঁচ দফা দাবীও জানায় সরকারের কাছে। পরদিন ২৬ আগস্ট এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিও (ন্যাপ-ভাসানী) খাদ্য সংকট মোকাবেলায় নিজস্ব অবস্থান থেকে তৎপর ছিল। ন্যাপ-ভাসানী প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ১৯৭২ সালের ২৫ মে সংবাদপত্র প্রকাশিত এক বিবৃতিতে খাদ্য সংকট মোকাবেলায় সরকার ও সকল রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

এর এক মাস পর ১৯৭২ সালের ২৫ আগস্ট ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে ন্যাপ ভাসানী প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী খাদ্য সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সর্বদলীয় জাতীয় সরকার গঠনের পরামর্শ দেন। ২৬ আগস্ট এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

একদিন পর ১৯৭২ সালের ২৭ আগস্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়, ১৮টি রাজনৈতিক, ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠনের যৌথ বৈঠকে খাদ্য সংকট মোকাবেলার লক্ষ্যে মাওলানা ভাসানীকে সভাপতি করে একটি সর্বদলীয় খাদ্য সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। উল্লেখ্য, এই কমিটিতে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ-মোজাফফর এবং সিপিবি ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-মোজাফফর) খাদ্য সংকট মোকাবেলায় তাদের দলীয় অবস্থান থেকে বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করে। ১৯৭২ সালের ১৯ ও ২০ আগস্ট ন্যাপ-মোজাফফর এর দু'দিনব্যাপী কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। এই কাউন্সিলের শেষ দিন খাদ্যমূল্য কমানো সহ বিভিন্ন দাবী আদায়ের লক্ষ্যে ধারাবাহিক আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২১ আগস্ট এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

জাতীয় কাউন্সিল অধিবেশন শেষ হওয়ার সাতদিন পর ১৯৭২ সালের ২৭ আগস্ট খাদ্য সংকটসহ বিভিন্ন দাবী আদায়ের লক্ষ্যে দাবী দিবস পালন করে ন্যাপ-মোজাফফর। পরদিন ২৮ আগস্ট এই খবর প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে।

ন্যাপ-মোজাফফর খাদ্য সংকট নির্মূলের দাবীতে শুধু ঢাকায় নয়, সারাদেশে আন্দোলন কর্মসূচী পালন করে। এই ধরনের একটি খবর ১৯৭২ সালের ৫ নভেম্বর সংবাদ-এ প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানা যায়, খাদ্যের দাবীতে ন্যাপ-মোজাফফরের নেতৃত্বে রংপুর শহরে ভুখা মিছিলের আয়োজন করা হয়।

খাদ্য সংকট মোকাবেলায় সরকারী তৎপরতার খবরও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ১৯৭২ সালের ১৮ মে সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়: সে সময়ের খাদ্যমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন, সরকার জরুরী ভিত্তিতে এক লাখ টন চাল আমদানীর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এর সপ্তাহ খানেক পর ১৯৭২ সালের ২৭ মে সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়, সে সময়ের বাণিজ্যমন্ত্রী বাংলাদেশের খাদ্য সংকট মোকাবেলার জন্য জাতিসংঘের নিকট ১০ লাখ টন খাদ্যশস্য সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন।

জাতিসংঘ এই আবেদনে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশের খাদ্য সংকট মোকাবেলায় এগিয়ে আসে। ১৯৭২ সালের ১ জুন এক খবরে বলা হয়, জাতিসংঘের মহাসচিব পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাছে বাংলাদেশের খাদ্য ঘাটতি মেটানোর জন্য ১০ লাখ টন খাদ্য সরবরাহের আবেদন জানিয়েছেন।

এই খবর প্রকাশের পরদিন ১৯৭২ সালের ২ জুন এক খবরে বলা হয়: বাংলাদেশে জাতিসংঘ ত্রাণ কার্যক্রমের প্রধান সাংবাদিকদের জানিয়েছেন জাতিসংঘ বাংলাদেশকে ২০ লাখ টন খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে দেবে।

খাদ্য সংকট মোকাবেলার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় খাদ্য মজুত রাখার প্রকল্প হাতে নেয়। প্রধানমন্ত্রী নিজে সরাসরি এই প্রকল্প পরিচালনার দায়িত্ব নেন। এই খবর ১৯৭২ সালের ১২ জুন সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়।

১৯৭২ সালের ১৩ জুন সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয় : খাদ্য মজুতদারী ও কালোবাজারী বন্ধের লক্ষ্যে সরকার ২০ মনের বেশি খাদ্য মজুত করার ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রথা চালু করেছে।

সংবাদ-এর সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে সে সময়ের খাদ্যমন্ত্রী জানান, দেশে ত্রিশ লাখ টন খাদ্যশস্যের ঘাটতি রয়েছে। ১৯৭২ সালের ১ জুলাই সংবাদ-এ এই খবর প্রকাশিত হয়।

১৯৭২ সালের ১৮ আগস্ট সে সময়ের খাদ্যমন্ত্রী এক সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্য পরিস্থিতির উদ্বেগজনক অবস্থার কথা স্বীকার করেন এবং পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকারের দৃঢ় সংকল্পের কথা ব্যক্ত করেন। দৈনিক বাংলা খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে।

এর এক বছর পর ১৯৭৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে সে সময়ের খাদ্যমন্ত্রী জানান : দেশে কোনো খাদ্য ঘাটতি নেই।

কিন্তু খাদ্য পরিস্থিতির ক্রমাবনতির প্রেক্ষাপটে ১৯৭৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর এক খবরে সে সময়ের খাদ্যমন্ত্রী জানান : চালের দাম কমানোর ব্যাপারে সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছে।

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং খাদ্য সংকট মোকাবেলার জন্য ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলার দাবী ওঠে। সরকার এই দাবী পূরণের লক্ষ্যে সারাদেশে ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু করে। তবে এই প্রকল্প শেষ পর্যন্ত নানা অব্যবস্থার কারণে ব্যর্থ হয়। সংবাদপত্রে এর প্রতিফলন ঘটে।

ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলার পরিকল্পনার আভাস দিয়ে প্রথম খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১২এপ্রিল। এই খবরে সারাদেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলার পরিকল্পনার তথ্য পরিবেশন করা হয়।

১৯৭২ সালের ২৪ এপ্রিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত আরেক খবরে বলা হয় : ১৯৭২ সালের জুনের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে একশ'টি ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলা হবে।

এর এক মাস পর ১৯৭২ সালের ১৮ মে সে সময়ের বাণিজ্যমন্ত্রীর বরাত দিয়ে এক খবরে জানানো হয় : ১৯৭২ সালের জুন মাসের মধ্যেই চার হাজার ন্যায্য মূল্যের দোকান চালু হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭২ সালের ১ জুন সংবাদ-এ প্রকাশিত এক খবরে বলা হয় : ন্যায্যমূল্যের দোকান চালুর লক্ষ্যকে সামনে রেখে ভোগ্যপণ্য কর্পোরেশন গঠন করা হয়েছে।

১৯৭২ সালের জুন মাস পার হয়ে গেলেও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু করা সম্ভব হয়নি। ১৯৭২ সালের ৬ জুলাই এ বিষয়ে সংবাদ-এ প্রকাশিত এক খবরে বলা হয় : আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও খামখেয়ালিপনা এবং দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কারণে জনজীবনে ভোগান্তির বিষয়টি আন্তরিকভাবে বিবেচনা না করায় ন্যায্যমূল্যের দোকান চালুর বিষয়টি পিছিয়ে যাচ্ছে।

১৯৭২ সালের ১১ জুলাই দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত এক খবরে জানানো হয় : ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বরের আগে ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু করা সম্ভব হচ্ছে না।

এরপর ১৯৭২ সালের ১ সেপ্টেম্বর সংবাদ-এ প্রকাশিত এক খবরে জানানো হয় : ১৯৭২ সালের ১ অক্টোবর থেকে ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু হবে। দোকানগুলোতে নিত্যব্যবহার্য ১১টি পণ্য থাকবে।

এর এক সপ্তাহ পর ১৯৭২ সালের ৮ সেপ্টেম্বর সে সময়ের সমবায় মন্ত্রীর বরাত দিয়ে সংবাদ-এ প্রকাশিত এক খবরে ১৯৭২ সালের ১ অক্টোবর থেকে ন্যায্যমূল্যের দোকান চালুর বিষয়টি পুনরায় নিশ্চিত করা হয়। এই খবরে জানানো হয় : দেশের সব ইউনিয়নে একটি করে ন্যায্যমূল্যের দোকান থাকবে।

অবশেষে ১৯৭২ সালের ১ অক্টোবর চালু হয় ন্যায্যমূল্যের দোকান। ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু হওয়ার খবর সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ দিয়ে প্রকাশ করে সংবাদ। কিন্তু শুরু থেকেই ন্যায্যমূল্যের দোকানে নানা অব্যবস্থার অভিযোগ উঠে। ১৯৭২ সালের ২১ অক্টোবর দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদ-এ এই বিষয়ে দুটি খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত খবরে ন্যায্যমূল্যের দোকানে পণ্যের অভাবের কথা বলা হয়। একই সঙ্গে তথ্য প্রকাশ করা হয় যে, ন্যায্যমূল্যের দোকানের পণ্য খোলাবাজারে চলে যাচ্ছে। অন্যদিকে সংবাদ-এ প্রকাশিত খবরে বলা হয় : বিপুল অংকের টাকা বিনিয়োগ করে ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু হলেও সাধারণ মানুষ তা থেকে খুব একটা সুফল লাভ করতে পারছে না। অনেক স্থানে দোকান স্থাপিত হলেও চালু হয়নি। আর চালু হলেও পণ্য নেই।

পরের মাসে ১৯৭২ সালের নভেম্বরে দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদ ন্যায্যমূল্যের দোকানের অব্যবস্থা নিয়ে পুনরায় খবর প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলাও এই মাসে এই বিষয়ে খবর প্রকাশ করে। ১৯৭২ সালের ২ নভেম্বর সংবাদ-এ প্রকাশিত খবরে তথ্য প্রকাশিত হয় যে, কাগজে কলমে সরকার বিপুল সংখ্যক ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু হয়েছে দাবী করলেও বাস্তব চিত্র ভিন্ন। শহর এলাকায় পণ্যবাহী ন্যায্যমূল্যের দোকানের কার্যক্রম হাস্যকর বস্তুতে পরিণত হয়েছে। আর গ্রামের মানুষের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো আগ্রহই নেই। দৈনিক ইত্তেফাকের খবরটি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১৭ নভেম্বর। এই খবরে উল্লেখ করা হয় : বেশির ভাগ ন্যায্যমূল্যের দোকান পণ্যের অভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক দোকানে এখন পর্যন্ত পণ্য সরবরাহই করা হয়নি। অথচ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দাবী করছে ন্যায্য মূল্যের দোকানে পণ্যের অভাব নেই। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১৯ নভেম্বর। এই খবরে আশংকা প্রকাশ করা হয় যে, অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান কনজুমারস সাপ্লাইজ কর্পোরেশন অচিরেই বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ইতোমধ্যেই এই প্রতিষ্ঠান অনেক লোকসান করেছে।

চার মাস পর ১৯৭৩ সালের ৩ এপ্রিল ন্যায্যমূল্যের দোকানের অব্যবস্থা সম্পর্কে আবার একটি খবর প্রকাশ করে সংবাদ। এই খবরে উল্লেখ করা হয়, ন্যায্যমূল্যের দোকান খাতে সরকার প্রতি মাসে ৪৪ লাখ টাকা লোকসান দিয়েছে। অথচ ছয় মাসে এসব দোকানে সরবরাহ করা হয়েছে মাত্র ৩৮ লাখ টাকার পণ্য।

এর দুই মাস পর ১৯৭৩ সালের ২৫ মে সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে সে সময়ের বাণিজ্যমন্ত্রী স্বীকার করেন যে, ন্যায্যমূল্যের দোকান কর্মসূচী ব্যর্থ হয়েছে।

দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির অবনতি ঘটে ১৯৭৪ সালের শেষ দিকে। তবে ১৯৭৪ সালের এপ্রিল থেকে খবরের কাগজে অনাহারে মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হতে থাকে। অনাহারে মৃত্যুর প্রথম খবর প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকে। ১৯৭৪ সালের ৪ এপ্রিল প্রকাশিত এই খবরে জানানো হয় : চারদিনে চাঁদপুরের একই ইউনিয়নেই অনাহারে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।

এর চারদিন পরই ১৯৭৪ সালের ৯ এপ্রিল দৈনিক ইত্তেফাকে অনাহারে মৃত্যুর আরেকটি খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরে রংপুরে ৪ জন, বদরগঞ্জে ৫ জন ও কিশোরগঞ্জে ২ জনের অনাহারে মৃত্যুর তথ্য প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository
এর চারদিন পরই ১৯৭৪ সালের ৯ এপ্রিল দৈনিক ইত্তেফাকে অনাহারে মৃত্যুর আরেকটি খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরে রংপুরে ৪ জন, বদরগঞ্জে ৫ জন ও কিশোরগঞ্জে ২ জনের অনাহারে মৃত্যুর তথ্য প্রকাশিত হয়।

১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বর থেকে খবরের কাগজে অনাহার ও অখাদ্য খেয়ে মৃত্যুর খবর প্রকাশ বাড়তে থাকে। ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর এ ধরনের একটি খবর প্রকাশিত হয় দৈনিক বাংলায়। ময়মনসিংহ থেকে পাঠানো এই খবরে জানানো হয় : সেখানে গত কয়েকদিনে অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।

১৯৭৪ সালের অক্টোবরে সারাদেশের বিভিন্ন স্থানে অনাহারে মৃত্যুর বেশকিছু সংখ্যক খবর প্রকাশিত হয় খবরের কাগজে। সংবাদ-এ অনাহারে মৃত্যুর খবর সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত হয়। অক্টোবর মাসে সংবাদ-এ অনাহারে মৃত্যুর সাতটি খবর প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে একদিনে একাধিক খবরও প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৭৪ সালের ৩ অক্টোবর সংবাদ-এ দুটি এলাকা থেকে পাঠানো অনাহারে মৃত্যুর দু'টি খবর প্রকাশিত হয়। একটি খবর ছিল সিলেট থেকে পাঠানো। এতে বলা হয় : সিলেটের ছাতক থানার একটি ইউনিয়নে অনাহারে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। রংপুর থেকে পাঠানো অপর খবরে জানানো হয় : রংপুর পৌর এলাকায় দুই দিনে ১০ জন অনাহারে মারা গেছে। এর তিনদিন পর ১৯৭৪ সালের ৬ অক্টোবর সংবাদ-এ প্রকাশিত আরেক খবরে রংপুর শহরে একদিনে অনাহারে ১১ জনের মৃত্যুর তথ্য প্রকাশিত হয়। ১৯৭৪ সালের ১২ অক্টোবর সংবাদ-এ প্রকাশিত অপর এক খবরে জানানো হয় : রংপুর শহরে দুই দিনে অনাহারে ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর তিনদিন পর ১৫ অক্টোবর সংবাদ-এ প্রকাশিত আরেক খবরে রংপুর জেলায় অনাহারে সর্বমোট মৃত্যুর একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়। এই খবরে বলা হয় : সে সময় পর্যন্ত রংপুরে অনাহারে মৃতের সংখ্যা ৫০ হাজার। সংবাদ-এ ১৯৭৪ সালের ২০ অক্টোবর প্রকাশিত এক খবরে জামালপুরে অনাহার ও অখাদ্য খেয়ে সর্বমোট ৪ হাজার লোকের মৃত্যুর তথ্য জানানো হয়। ১৯৭৪ সালের ২৬ অক্টোবর সংবাদ-এ প্রকাশিত আরেক খবরে কুমিল্লায় অনাহারে মোট ১৭ হাজার লোকের মৃত্যুর তথ্য জানানো হয়।

দৈনিক ইত্তেফাকেও বেশ কয়েকটি অনাহারে মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হয়। ১৯৭৪ সালের ৫ অক্টোবর দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক খবরে উল্লেখ করা হয়, ঢাকায় অনাহারক্লিষ্ট মানুষের মৃত্যুর হার বাড়ছে। তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে এর কোনো পরিসংখ্যান নেই।

এর দুদিন পর ১৯৭৪ সালের ৮ অক্টোবর দৈনিক ইত্তেফাকে অনাহারে মৃত্যু বিষয়ক আরেকটি খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরে দৈনিক ইত্তেফাকের বিভিন্ন স্থান থেকে নিজস্ব সংবাদদাতাদের পাঠানো খবরের ভিত্তিতে ৫৪ জনের অনাহারে মৃত্যুর তথ্য প্রকাশিত হয়।

১৯৭৪ সালের ২৩ অক্টোবর দৈনিক ইত্তেফাকে অনাহারে মৃত্যুর আরেক খবরে জানানো হয়: রংপুরে প্রতিদিন গড়ে এক হাজার লোক অনাহারে মারা যাচ্ছে।

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে সারাদেশে অনাহার নিয়ে মর্মস্পর্শী বেশ কিছু খবর প্রকাশিত হয়। ১৯৭৪ সালের শেষ দিকে বেশি হারে প্রকাশিত হয় এ খবরগুলো। দৈনিক বাংলায় ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম থেকে পাঠানো এক খবরে বলা হয় : অনাহারের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে এক পরিবারের সবাই চলন্ত ট্রেনের নিচে আত্মহত্যা করেছে।

১৯৭৪ সালের ৩ অক্টোবর দৈনিক বাংলায় সিলেট থেকে পাঠানো এ ধরনের আরেক খবরে বলা হয়: হবিগঞ্জে ক্ষুধা নিবারণের জন্য ৯ মাসের শিশুকে ১৫ টাকায় বিক্রি করে দিয়েছে তার মা।

দৈনিক ইত্তেফাকেও অনাহার নিয়ে বেশ কিছু সংখ্যক মর্মস্পর্শী খবর ও ছবি প্রকাশিত হয়। ১৯৭৪ সালের ৩১ জুলাই এই বিষয়ে একটি ছবি প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক। আফতাব আহমদ এর তোলা এই ছবিতে দেখা যাচ্ছিল দুই কিশোরী ক্ষুধা নিবারণের জন্য কলা গাছের কান্ড কেটে নিচ্ছে। এই ছবির সঙ্গে কোনো খবর ছিল না। ক্যাপশন ছবি হিসেবে এটি ছাপা হয়। এই ছবিটি নিয়ে ১৯৭৪ সালের ৩ আগস্ট দৈনিক ইত্তেফাকের নিয়মিত কলাম 'মঞ্চে নেপথ্যে' আলোচনাও করা হয়।

১৯৭৪ সালের ৫ অক্টোবর দৈনিক ইত্তেফাকে এক খবরে উল্লেখ করা হয়, বৃহত্তর ময়মনসিংহ এলাকায় ক্ষুধার্ত মানুষেরা বিত্তবানদের বাড়িতে দল বেঁধে ঢুকে খাদ্য ছিনিয়ে নিচ্ছে। খাদ্য ছাড়া অন্য কিছু স্পর্শ করে না তারা।

১৯৭৪ সালের ২৪ অক্টোবর দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক খবরে রংপুর জেলায় অনাহারক্লিষ্ট মানুষের অসহায় অবস্থা ও যেখানে-সেখানে মানুষের লাশ পড়ে থাকাসহ দুর্ভিক্ষের মর্মান্তিক চিত্র তুলে ধরা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর সংবাদ-এ সিলেট থেকে পাঠানো এক খবরে বলা হয়, অনাহারক্লিষ্ট এক পিতা-মাতা তাদের ৩ মাসের সন্তানকে বিক্রি করার চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে শিশুকে পানিতে ডুবিয়ে মেরে ফেলে।

সংবাদ-এ ১৯৭৪ সালের ২৮ অক্টোবর আরেক খবরে বলা হয়, ঝিনাইদহে এক ব্যক্তি ছয়দিন অনাহারে থেকে অবশেষে আত্মহত্যা করেছে।

দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষ গ্রাম থেকে শহরের দিকে যেতে থাকে খাদ্যের আশায়। ঢাকায়ও আসতে থাকে তারা। ঢাকায় আগত এইসব অনাহারক্লিষ্ট মানুষদের নিয়ে বেশকিছু খবর প্রকাশিত হয়। ১৯৭৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বর দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত এক খবরে বলা হয় : দুর্ভিক্ষ পীড়িত অগণিত মানুষ প্রতিদিন ঢাকায় আসছে। দেড় মাসে রাজধানীতে কমপক্ষে এ ধরনের এক লাখ মানুষ এসেছে।

১৯৭৪ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর দৈনিক বাংলায় এক খবরে, ঢাকায় আগত অনাহারক্লিষ্ট মানুষদের শহরের যেখানে-সেখানে মরে পড়ে থাকা এবং দীর্ঘ সময় ক্ষুধার্ত থেকে অজ্ঞান হয়ে পড়ার তথ্য প্রকাশিত হয়।

দৈনিক ইত্তেফাকেও এ ধরনের বেশ কিছুসংখ্যক খবর প্রকাশিত হয়। ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর এই বিষয়ে প্রকাশিত এক খবরে ঢাকাকে উদ্বাস্তুর মহানগরী হিসেবে বর্ণনা করা হয়।

পরদিনই ১৯৭৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকে এ প্রসঙ্গে আরেক খবরে বলা হয় : গ্রাম থেকে আসা অনাহারক্লিষ্ট মানুষের সংখ্যা রাজধানীতে প্রতিনিয়ত বাড়ছে। এদের কেউ কেউ পথে-ঘাটে জীবন-মৃতের মত পড়ে আছে। প্রতিদিনই এদের কারো না কারো করুণ মৃত্যু ঘটছে।

দুর্ভিক্ষ শুরু হওয়ার পর ঢাকা মহানগরীর অলিতে গলিতে প্রায়ই অনাহারক্লিষ্ট মানুষের বেওয়ারিশ লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায়। আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম এসব লাশ দাফন করে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলামের বরাত দিয়ে বেওয়ারিশ লাশ দাফনের বেশক'টি খবর প্রকাশিত হয়। ১৯৭৪ সালের শেষ দিকে এই বেওয়ারিশ লাশ দাফনের খবর বেশি প্রকাশিত হতে দেখা যায়।

১৯৭৪ সালের ১২ অক্টোবর দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত বেওয়ারিশ লাশ বিষয়ক এক খবরে বলা হয়: ঢাকা মহানগরীতে ১১ দিনে ১৫৮টি বেওয়ারিশ লাশ দাফন করা হয়েছে।

পরদিন ১৯৭৪ সালের ১৩ অক্টোবর দৈনিক ইত্তেফাকে এক খবরে জানানো হয় : রাজধানীতে প্রতিদিন গড়ে ৮৪টি বেওয়ারিশ লাশ দাফন করা হচ্ছে।

১৯৭৪ সালের ২১ অক্টোবর সংবাদপত্রে বেওয়ারিশ লাশ বিষয়ে আরেকটি খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরে আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলামের বরাত দিয়ে বলা হয়: ৩ মাসে রাজধানীতে ৭৩৮টি বেওয়ারিশ লাশ দাফন করা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৭৪ সালের ৬ নভেম্বর বেওয়ারিশ লাশ সম্পর্কে এক খবরে বলা হয় : রাজধানীতে ৩৪ দিনে কমপক্ষে সাড়ে তিন হাজার লোক মারা গেছে।

সংবাদ-এ ১৯৭৪ সালের ৯ নভেম্বর প্রকাশিত এক খবরে জানানো হয় : গত তিন মাসে রাজধানীতে কমপক্ষে ৯৭৩ বেওয়ারিশ লাশ দাফন করা হয়েছে। প্রতিদিন গড়ে ১১টি করে বেওয়ারিশ লাশ দাফন করা হয়েছে।

দৈনিক বাংলায় ১৯৭৪ সালের ২১ নভেম্বর প্রকাশিত এক খবরে জানানো হয় : ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ঐ খবর প্রকাশ পর্যন্ত ঢাকায় মোট ১০৮৬টি লাশ দাফন করা হয়েছে।

আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলামের বরাত দিয়ে ১৯৭৪ সালের ২ ডিসেম্বর সংবাদ-এ প্রকাশিত এক খবরে বলা হয় : ঢাকায় পাঁচ মাসে মোট ১৫২৪টি বেওয়ারিশ লাশ দাফন করা হয়েছে।

একদিন সর্বোচ্চ বেওয়ারিশ লাশ দাফন নিয়ে একটি খবর প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৭৪ সালের ১১ ডিসেম্বর। এই খবরে জানানো হয়, ১৯৭৪ সালের ১০ ডিসেম্বর সর্বোচ্চ সংখ্যক বেওয়ারিশ লাশ দাফন করা হয়েছে ঢাকায় এবং এই সংখ্যা হচ্ছে ৪৮।

দৈনিক বাংলায় ১৯৭৪ সালের ১৪ ডিসেম্বর প্রকাশিত এক খবরে জানানো হয়: ১৯৭৪ সালের প্রথম ১৩ দিনে ঢাকায় ৩৬৪টি বেওয়ারিশ লাশ দাফন করা হয়েছে।

দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অভিমত ও তাদের দুর্ভিক্ষ-প্রতিরোধ তৎপরতার প্রতিফলন ঘটে সংবাদপত্রে। ১৯৭৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-মোজাফফর) দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের মাঝে

Dhaka University Institutional Repository

ত্রাণসামগ্রী বিতরণে ঐক্যবদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। একই সঙ্গে এই বিবৃতিতে মজুতদারদের গুলী করার বিধান কার্যকর করার দাবী জানানো হয়।

এর আগের দিন ১৯৭৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানায়।

দুর্ভিক্ষ মোকাবেলা সম্পর্কে বিভিন্ন সুপারিশ ও পরামর্শ তুলে ধরে পেশাজীবী ও সামাজিক সংগঠনগুলোও। তাদের বক্তব্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ১৯৭৪ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি সম্পর্কে দেশের ৫৩ জন কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীর এক যুক্ত বিবৃতিতে দুর্ভিক্ষাবস্থার ক্রমশ অবনতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। বিবৃতিতে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে সরকারের তৎপরতা যথাযথ হচ্ছে না বলে অভিযোগ করা হয়।

১৯৭৪ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৮ জন শিক্ষকের এক যুক্ত বিবৃতিতে দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করা হয়।

১৯৭৪ সালের ১০ অক্টোবর সংবাদ-এ প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়: আগের দিন ৯ অক্টোবর বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের দাবীতে মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

ঢাকায় বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে এক 'দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ সমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৪ সালের ২৩ অক্টোবর। ২৪ অক্টোবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই সমাবেশ বিষয়ক খবরে বলা হয়: এই সমাবেশে সর্বদলীয় রিলিফ কমিটি গঠনের জন্য সরকারের কাছে দাবী জানানো হয়েছে।

দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা তৎপর ছিল। এর প্রতিফলন ঘটে সংবাদপত্রে। বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করার জন্য বিশ্ব খাদ্য সংস্থার (ফাও) বিশেষ প্রতিনিধি রাজা জয় কুমার অটল বাংলাদেশ সফর করেন। দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা দেখে তা মোকাবেলার জন্য জরুরী ভিত্তিতে খাদ্য ও কৃষি উৎপাদন সামগ্রী পাঠানোর জন্য এই বিশেষ প্রতিনিধি দেশে দেশে তার বার্তা পাঠান। ১৯৭৪ সালের ৯ অক্টোবর সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলায়।

বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের জন্য বিশ্ব খাদ্য সংস্থার (ফাও) মহাপরিচালকও ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ সফরে আসেন। এক খবরে বলা হয়, চারদিনের সফর শেষে ১৯৭৪ সালের ৭ ডিসেম্বর ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ফাও এর মহাপরিচালক দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় ১৮ লাখ টন খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে সার্বিক সহায়তার আশ্বাস দেন। দৈনিক বাংলা খবরটি সবচেয়ে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করে।

দুর্ভিক্ষ মোকবেলায় সরকারের বিভিন্ন তৎপরতার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ১৯৭৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে বলা হয় : প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের জন্য লঙ্গরখানা খোলার নির্দেশ দেন। খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক ইত্তেফাকে। একই দিন ১৯৭৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে সে সময়ের খাদ্যমন্ত্রীর বরাত দিয়ে আরেক খবরে জানানো হয় : দেশের ৪ হাজার ৩শ' ইউনিয়নের মধ্যে ৪১টি ইউনিয়নে ইতোমধ্যে লঙ্গরখানা খোলা হয়েছে এবং বাকী ইউনিয়নগুলোতে চার থেকে পাঁচ দিনের মধ্যেই লঙ্গরখানা খোলা হবে।

সংবাদপত্রে ১৯৭৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর খাদ্যমন্ত্রীর বরাত দিয়ে প্রকাশিত খবরে এক বলা হয়, আগের দিন পর্যন্ত এক হাজার লঙ্গরখানার খোলা হয়েছে। এর এক সপ্তাহ পর ১৯৭৪ সালের ৭ অক্টোবর ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে সে সময়ের খাদ্যমন্ত্রী জানান : দেশের বিভিন্ন স্থানে ৩৩০০ লঙ্গরখানা খোলা হয়েছে। এসব লঙ্গরখানায় ২৩ লাখ মানুষকে প্রতিদিন রুটি খাওয়ানো হচ্ছে। এর এক সপ্তাহ পর ১৯৭৪ সালের ১৩ অক্টোবর এক সরকারী হ্যান্ড আউটের বরাত দিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের জন্য সরকার সারাদেশে ৪৪১৫টি লঙ্গরখানা খুলেছে। এসব লঙ্গরখানায় ৩০ লাখ মানুষকে খাওয়ানো হচ্ছে। ১৯৭৪ সালের ২৩ অক্টোবর এক খবরে জানানো হয়, সারাদেশে সরকার ৫২৮৩টি লঙ্গরখানা খুলেছে এবং প্রতিদিন ৩৩ লাখ লোককে খাওয়ানো হচ্ছে।

লঙ্গরখানা খোলার সর্বশেষ খবরটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালের ২ নভেম্বর। সরকারী হ্যান্ড আউটের বরাত দিয়ে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয় : সারাদেশে মোট ৫৭৫৭টি লঙ্গরখানা খোলা হয়েছে এবং দৈনিক প্রায় ৪২ লাখ দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষকে খাওয়ানো হচ্ছে।

১৯৭৪ সালের ৩ নভেম্বর সে সময়ের খাদ্যমন্ত্রীর বরাত দিয়ে প্রকাশিত খবরে বলা হয় : ১৯৭৪ সালের নভেম্বরের মাঝামাঝি লঙ্গরখানাগুলো বন্ধ করা শুরু হবে।

Dhaka University Institutional Repository
সংবাদ ১৯৭৪ সালের ১৫ নভেম্বর প্রকাশিত এক খবরে জানায় : ঐ দিন থেকেই লঙ্গরখানা বন্ধের কাজ শুরু হবে। ইতোমধ্যে বেশকিছু এলাকায় লঙ্গরখানা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় সরকারের খাদ্য সংগ্রহের তৎপরতাও চলে। ১৯৭৪ সালের ১৬ অক্টোবর সে সময়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে প্রকাশিত খবরে বলা হয় : সরকার অবিলম্বে ৬ লাখ টন খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছে।

এই দুর্ভিক্ষে সর্বমোট কতজন লেকের মৃত্যু হয় তার সঠিক চিত্র সংবাদপত্র থেকে পাওয়া কঠিন। ১৯৭৪ সালের ৫ নভেম্বর রেডিও বিবিসির বরাত দিয়ে দৈনিক ইত্তেফাকে দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর একটি পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়। এই খবরে উল্লেখ করা হয় : বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষে এক লাখের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

পরে আরেক খবরে বলা হয় : ১৯৭৪ সালের ২২ নভেম্বর জাতীয় সংসদে দেয়া এক বিবৃতিতে সে সময়ের খাদ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন : দুর্ভিক্ষে মোট সাড়ে ২৭ হাজার লোক মারা গেছে। দৈনিক বাংলা খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে।

দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি সম্পর্কিত সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও কলামসমূহ বিশ্লেষণ করে মোট ১২ ধরনের বিষয় চিহ্নিত করা যায়। এগুলো হলো :
এক. নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি,
দুই. খাদ্যের সংকটজনক পরিস্থিতি,
তিন. নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও খাদ্যসামগ্রীর মজুতদারী এবং কালোবাজারী,
চার. ন্যায্যমূল্যের দোকান প্রসঙ্গ,
পাঁচ. দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি,
ছয়. রংপুরে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা,
সাত. লঙ্গরখানা প্রসঙ্গ,
আট. দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় সরকারী কার্যক্রমের সমালোচনা,
নয়. রাজনৈতিক দলগুলোকে দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় একযোগে কাজ করার আহ্বান,
দশ. দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় জাতিসংঘের তৎপরতা প্রসঙ্গ,
এগার. ঢাকা মহানগরীতে বেওয়ারিশ লাশ প্রসঙ্গ,
বারো. দুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যা নিয়ে জাতীয় সংসদে খাদ্যমন্ত্রীর বিবৃতি প্রসঙ্গ।

নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রসঙ্গে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। নিয়মিত কলামেও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ব্যাপারটি আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। ১৯৭২ সালের শুরুতেই ১১ জানুয়ারি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রসঙ্গে প্রথম সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ। এই সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে যে, সরকার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধে নিশ্চয়ই উদাসীন নয়। এই সম্পাদকীয়তে সংবাদ দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারকে আহ্বান জানায়।

১৯৭২ সালের ২৩ জানুয়ারি দৈনিক বাংলা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এতে দৈনিক বাংলা দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানায়।

১৯৭২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রসঙ্গে আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ। এই সম্পাদকীয়তে সংবাদ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধের জন্য তিনটি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ তুলে ধরে। এগুলো হচ্ছে :

এক. বন্ধ কলকারখানা চালু করা।

দুই. অবিলম্বে বিদেশ থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস আমদানী করা।

তিন. মজুত-বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা।

১৯৭২ সালের ১১ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এই সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাকও দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল করার জন্য বিদেশ থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানী এবং মজুতদার ও মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করা হয়।

দৈনিক বাংলায় ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে একটি উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এই উপ-সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম ক্রয় ক্ষমতার বাইরে থাকলে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ তৈরি হবে যা সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি করবে।

Dhaka University Institutional Repository
১৯৭২ সালের ১২ আগস্ট এক সম্পাদকীয়তে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি হতে পারে বলে সরকারকে সতর্ক করে দেয় দৈনিক ইত্তেফাক।

দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার একটি আদেশ জারি করে। ১৯৭২ সালের ৫ নভেম্বর এই আদেশ জারি খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই খবর প্রকাশের পরদিন ৬ নভেম্বর সরকারের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। এই সম্পাদকীয়তে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের জন্য জারি করা এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানায় দৈনিক বাংলায়।

কিন্তু তারপরও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় ১৯৭৩ সালের ২২ মার্চ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (গুদামজাতকরণ, মজুত রাখা ও বিক্রি) আদেশ নামে একটি আদেশ জারি করেন রাষ্ট্রপতি। এই আদেশে কি পরিমাণ নিত্যব্যবহার্য পণ্য মজুত, আমদানী ও উৎপাদন করা যাবে সে ব্যাপরে সুস্পষ্ট নীতিমালা ঘোষণা করা হয় এবং তা অমান্য করলে কি দন্ড দেয়া হবে তাও উল্লেখ করা হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবর ২৩ মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। পরদিন ২৪ মার্চ দৈনিক বাংলা রাষ্ট্রপতির এই আদেশ জারিকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এই সম্পাদকীয়তে এই আদেশ যথাযথভাবে কার্যকর করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি গ্রহণের সুপারিশ করে দৈনিক বাংলা। দৈনিক বাংলার সুপারিশকৃত পদ্ধতিটি ছিল :

এক. পণ্য আমদানী প্রয়োজন অনুযায়ী হতে হবে,

দুই. সরবরাহ নিয়মিত হতে হবে,

তিন. অত্যাবশ্যকীয় পণ্য শুধুমাত্র নির্ধারিত দোকানেই বিক্রি করতে হবে,

চার. গ্রাম থেকে গ্রামে দোকান নির্ধারণ ও পণ্য সরবরাহ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৯৭৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকে 'মঞ্চে নেপথ্যে' শীর্ষক নিয়মিত কলামে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রসঙ্গে আলোচনায় মন্তব্য করা হয় যে, অনেক চেষ্টা করেও সরকার দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছে।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে কোথাও কোথাও ক্রেতারা দোকান দোকানে হামলা চালায়। এ ধরনের একটি খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ৮ এপ্রিল দৈনিক বাংলায়। এই খবর প্রকাশের দু'দিন পর ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল। এ প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ক্রেতাদের প্রতিরোধের বিষয়টির প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে যে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রবণতা অব্যাহত থাকলে সাধারণ মানুষ এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য আরো মারমুখো হয়ে উঠার আশংকা রয়েছে।

খাদ্যের সংকটজনক পরিস্থিতি নিয়েও বেশ কয়েকটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। ১৯৭২ সালের ২৮ মার্চ সংবাদ চালের মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এই সম্পাদকীয়তে চালের দাম নামিয়ে আনার পদ্ধতি নিরূপণের জন্য মন্ত্রী পরিষদের জরুরী সভা আহ্বানের প্রস্তাব করে সংবাদ। এ ব্যাপারে সরকারের কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সহায়তা নেয়ার পরামর্শ দেয়া হয় এই সম্পাদকীয়তে।

চালের মূল্য বৃদ্ধি প্রসঙ্গে আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ ১৯৭২ সালের ৬ মে। এই সম্পাদকীয়তে চালের মূল্য স্থিতিশীল করার লক্ষ্যে চাল পাচার ও কালোবাজারী রোধের জন্য সরকারকে আরও কঠোর হওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়। একই সঙ্গে এই সম্পাদকীয়তে চালের দাম কমানোর জন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে সরকারি নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী করারও পরামর্শ দেয়া হয়।

১৯৭২ সালের ২৯ মে এ প্রসঙ্গে আরেক সম্পাদকীয়তে খাদ্য সংকট মোকাবেলার জন্য প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগকে কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বয় করার পরামর্শ দেয় সংবাদ।

দৈনিক বাংলা খাদ্যের সংকটজনক পরিস্থিতি নিয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৭২ সালের ২০ আগস্ট। এই সম্পাদকীয়তে খাদ্য মজুতকারী ও কালোবাজারীদের স্বার্থলোভী ও গণদুশমন হিসেবে অভিহিত করা হয় এবং এদেরকে নির্মূল করতে সরকারকে কঠোর হওয়ার পরামর্শ দেয় দৈনিক বাংলা।

১৯৭২ সালের ১৯ আগস্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়: সে সময়ের খাদ্যমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্য পরিস্থিতির উদ্বেগজনক অবস্থার কথা স্বীকার করেছেন। একই সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকারের দৃঢ় সংকল্পের কথা ব্যক্ত করেছেন। পরদিন ১৯৭২ সালের ২০ আগস্ট দৈনিক ইত্তেফাক খাদ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে যে, সরকার দেরিতে হলেও স্বীকার করেছে যে খাদ্য পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। এই সম্পাদকীয়তে আশা প্রকাশ করা হয়: সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হবে।

Dhaka University Institutional Repository
খাদ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদও একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৭২ সালের ২১ আগস্ট। এই সম্পাদকীয়তে খদ্যের সংকটজনক পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকার চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে বলে অভিযোগ করে সংবাদ। এতে মন্তব্য করা হয় যে, মানুষ এখন আর খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শুনতে চায় না, তারা চায় খাদ্য।

খাদ্যের সংকটজনক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ন্যাপ-ভাসানীর প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর এক বিবৃতি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ২৫ মে'র সংবাদপত্রে। এই বিবৃতিতে খাদ্য সংকট মোকাবেলায় সরকার ও সকল রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়। মওলানা ভাসানীর এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালের ২৭ মে সংবাদ একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এই সম্পাদকীয়তে মওলানা ভাসানীর এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত প্রকাশ করে সংবাদ।

খাদ্যের সংকটজনক পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটে ১৯৭৪ সালের শেষ পর্যায়ে। এ সময় ১৯৭৪ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর এই বিষয়ে এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক অবনতিশীল খাদ্য পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য তিনটি সুপারিশ তুলে ধরে। এগুলো হচ্ছে :

এক. মানুষকে বাঁচাতে খাদ্যশস্যের সরবরাহ বাড়াতে হবে,

দুই. বন্টন দ্রুততর করতে হবে,

তিন. খাদ্যমূল্য ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নামিয়ে আনতে হবে।

মজুতদারী ও কালোবাজারীর বিরুদ্ধেও বেশ কিছু সম্পাদকীয় প্রকাশিত হতে দেখা যায়। ১৯৭২ সালের ১৮ জানুয়ারি এ প্রসঙ্গে এক সম্পাদকীয়তে মজুতদার ও কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং মজুতদার ও কালোবাজারীদের নির্মূলে সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

১৯৭২ সালের ১৭ মে দৈনিক বাংলা এ প্রসঙ্গে এক সম্পাদকীয়তে মজুতদারী ও কালোবাজারীর বিরুদ্ধে সরকারের তৎপরতার সাফল্য কামনা করা হয়। একই সঙ্গে প্রশাসনকে এ ব্যাপারে আরো কঠোর হওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়।

১৯৭২ সালের ১৮ নভেম্বর কালোবাজারী প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় সংবাদ-এ। এই সম্পাদকীয়তে সংবাদ প্রশ্ন তোলে যে, কালোবাজারীদের উৎখাতের ব্যাপারে সরকারের সদিচ্ছা আছে কিনা। একই সঙ্গে এই সম্পাদকীয়তে সরকারকে সতর্ক করে দেয়া হয় যে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে সরকার ব্যর্থ হলে জনসাধারণই এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ ও খাদ্যের সংকটজনক পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সরকার ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু করে। এই ন্যায্যমূল্যের দোকান প্রসঙ্গে বেশক'টি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। ১৯৭২ সালের ১৮ মে সে সময়ের বাণিজ্যমন্ত্রীর বরাত দিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয় : জুন মাসের মধ্যে চার হাজার ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু হবে। এই খবর প্রকাশের পরদিন ১৯ মে দৈনিক বাংলায় ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলার এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এই সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা ন্যায্যমূল্যের দোকান প্রসঙ্গে দুটি সুপারিশ তুলে ধরে। এগুলো হচ্ছে :

এক. সর্বদলীয় ভিত্তিতে আস্থাভাজন, সৎ ব্যক্তিকে ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান।

দুই. ন্যায্যমূল্যের দোকানে পর্যাপ্ত পণ্য সরবরাহ করা এবং ন্যায্যমূল্যের দোকান থেকে কোনো পণ্য যেন খোলাবাজারে না যায় সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলা সম্পর্কে বাণিজ্য মন্ত্রীর দেয়া তথ্যকে স্বাগত জানিয়ে দৈনিক ইত্তেফাক ১৯৭২ সালের ১৯ মে এক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে, ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে জনগণের পূর্ণ চাহিদা আপাতত মেটানো সম্ভব হবে না। তাই খোলাবাজারেও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ বাড়ানোর ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এই সম্পাদকীয়তে।

সংবাদও ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলা সম্পর্কে বাণিজ্যমন্ত্রীর দেয়া বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিত একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৭২ সলের ২০মে। এই সম্পাদকীয়তে ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলার সিদ্ধান্তকে সরকারের একটি বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ বলে মন্তব্য করা হয়। একই সঙ্গে এই সম্পাদকীয়তে ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালনার জন্য যে কমিটি কাজ করবে তাতে সর্বদলীয় প্রতিনিধিত্ব রাখার ব্যবস্থা করার সুপারিশ করা হয়। উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে এই সুপারিশটি ছিল দৈনিক বাংলার সুপরিশের অনুরূপ।

১৯৭২ সালের জুলাই পর্যন্ত ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলার সরকারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদ যথাক্রমে ৮ ও ১০ জুলাই সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে, ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু করতে বিলম্ব হওয়ায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য পরিস্থিতি ক্রমশ অবনতি হচ্ছে। তাই যত দ্রুত সম্ভব ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। সংবাদ-এর সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে,

Dhaka University Institutional Repository
আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আন্তরিকতার অভাবের কারণে ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু করতে বিলম্ব হচ্ছে। একই সঙ্গে এ ব্যাপারে ব্যবসায়ী ও মুনাফাখোরদের হাত থাকতে পারে বলেও আশংকা প্রকাশ করা হয়।

ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু করার ক্ষেত্রে বিলম্ব প্রসঙ্গে ১৯৭২ সালের ৮ আগস্ট দৈনিক বাংলায় এক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, অপ্রত্যাশিত বিলম্বের কারণে ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু করার মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। অবিলম্বে ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু করার জন্য সরকারের কাছে দাবী জানানো হয় এই সম্পাদকীয়তে।

১৯৭২ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ন্যায্যমূল্যের দোকান চালুতে বিলম্ব প্রসঙ্গে আরেক সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে যে, ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু করার ক্ষেত্রে প্রত্যাশিতর চেয়ে অনেক বেশি বিলম্ব হয়েছে। আর কোনো অজুহাতেই বিলম্ব না করে অবিলম্বে এই দোকানগুলো চালু করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানায় দৈনিক ইত্তেফাক।

১৯৭২ সালের ১ অক্টোবর ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু হয়। পরদিন ২ অক্টোবর এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালনায় নানা অব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারকে সতর্ক করে দেয় এবং কঠোরভাবে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করার আহ্বান জানায়। অন্যথায় ন্যায্যমূল্যের দোকান জাতীয় অর্থনীতির উপর অভিশাপ হিসেবে দেখা দেয়ার আশংকা রয়েছে বলে মন্তব্য করে।

ন্যায্যমূল্যের দোকানের পরিস্থিতি নিয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ ১৯৭২ সালের ১৯ অক্টোবর। এই সম্পাদকীয়তে মজুতদারদের ন্যায্যমূল্যের দোকান বিরোধী প্রচারণা সম্পর্কে ক্রেতাদের সতর্ক করে দেয়া হয়। একই সঙ্গে নিত্যপ্রয়োজনীয় সব জিনিস ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলোতে রাখার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অব্যাহতভাবে তাগাদা দেয়ার জন্য ক্রেতাদের আহ্বান জানানো হয়। সম্পাদকীয়তে ন্যায্যমূল্যের দোকান ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে তাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার আহ্বান জানানো হয়।

ন্যায্যমূল্যের দোকান সম্পর্কে ১৯৭২ সালের ২০ নভেম্বর দৈনিক বাংলা আরেক সম্পাদকীয়তে মূল লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলোকে ঢেলে সাজানোর আহ্বান জানানো হয়। জনসাধারণের ন্যূনতম চাহিদা অনুযায়ী নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ করা না হলে ন্যায্যমূল্যের দোকান কার্যক্রমের সাফল্য আসবে না বলে মন্তব্য করে দৈনিক বাংলা।

১৯৭২ সালের ৩০ নভেম্বর সংবাদ-এ এই প্রসঙ্গে আরেক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, আমলাতন্ত্র ও সরকারী দলের অসৎ নেতাদের অপতৎপরতায় ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলো ক্রেতাদের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। একই সঙ্গে সরকারী অর্থেরও বিপুল অপচয় হয়েছে।

অবশেষে ১৯৭৩ সালের ২৫ মে সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে সে সময়ের বাণিজ্য মন্ত্রী স্বীকার করেন যে, ন্যায্যমূল্যের দোকান কর্মসূচী ব্যর্থ হয়েছে। ২৮ মে এই প্রসঙ্গে এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে যে, ন্যায্যমূল্যের দোকান কার্যক্রম ব্যর্থ হওয়ার কথা সরকারের পক্ষ থেকে স্বীকার করার পর এই কার্যক্রমের ভবিষ্যত সম্পর্কে অবিলম্বে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত।

দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির করুণ চিত্র নিয়ে ১৯৭৪ সালের শেষ দিকে বেশ কটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। উপ-সম্পাদকীয় ও নিয়মিত কলামেও তার প্রতিফলন দেখা যায়। ১৯৭৪ সালের ৮ সেপ্টেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকে নিয়মিত কলাম 'ঘরে-বাইরে'তে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের অনাহারে মৃত্যুর কথা সরকারের পক্ষ থেকে অস্বীকার করার প্রবণতার তীব্র সমালোচনা করা হয়।

১৯৭৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর দৈনিক বাংলার নিয়মিত কলাম 'নগর দর্পণ'-এ ঢাকার দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের কথা উঠে এসেছে। এই কলামে ফুটে উঠেছে ঢাকা মহানগরীতে আগত অনাহারক্লিষ্ট মানুষের হাহাকারের চিত্র।

রংপুরে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা ছিল প্রকট। সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়-উপসম্পাদকীয় নিবন্ধেও তার প্রমাণ মিলে। ১৯৭৪ সালের ৩১ জুলাই দৈনিক ইত্তেফাকে দুর্ভিক্ষ উপদ্রুত রংপুরের একটি ছবি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায়। এতে দেখা যাচ্ছিল দুই কিশোরী ক্ষুধা নিবারণের জন্য কলাগাছের কান্ড কেটে নিচ্ছে। কাপড়ের অভাবে তারা পরে আছে মাছ ধরার জাল। পরে এই প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনা করা হয় দৈনিক ইত্তেফাকের নিয়মিত কলাম 'মঞ্চে নেপথ্যে' তে ১৯৭৪ সালে ৩ আগস্ট। প্রকাশিত এই ছবিকে দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় সরকারের ব্যর্থতার প্রতীক বলে মন্তব্য করা হয় এই কলামে।

দৈনিক ইত্তেফাকে রংপুরের দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি নিয়ে ১৯৭৪ সালের ২৪ অক্টোবর একটি সম্পাদকীয়ও প্রকাশিত হয়। এতে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে, দেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় রংপুরের দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি ভয়াবহ। এই এলাকার দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় প্রয়োজনে সামরিক বাহিনী নামানো উচিত।

Dhaka University Institutional Repository
রংপুরের দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি নিয়ে দৈনিক বাংলায় ১৯৭৪ সালের ২৭ অক্টোবর এক উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। 'অনিকেত' ছদ্মনামে লেখা এই উপসম্পাদকীয়তে দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় এই মুহূর্তে লঙ্গরখানা চালানোর পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হিসেবে কৃষিঋণ, খয়রাতি সাহায্য ও টেস্টরিলিফ প্রদানের জন্য সরকারকে পরামর্শ দেয়া হয়।

১৯৭৪ সালের শেষ দিকে দুর্ভিক্ষ প্রকট আকার ধারণ করলে সংবাদ ১৯৭৪ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত এক উপসম্পাদকীয়তে লঙ্গরখানা খোলার আহ্বান জানায়। এর এক সপ্তাহের মধ্যেই সরকার লঙ্গরখানা চালু করে। ১৯৭৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের জন্য লঙ্গরখানা খোলার নির্দেশ দেন। লঙ্গরখানা খোলা প্রসঙ্গে ২৫ সেপ্টেম্বর সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার। দৈনিক বাংলা সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে যে, লঙ্গরখানা অনাহারী মানুষকে সাময়িকভাবে বাঁচাবে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ স্থায়ীভাবে প্রতিরোধের জন্য দরকার খাদ্য কালোবাজারী ও মজুতদারদের কঠোর হাতে দমন করা। অন্যদিকে বাংলাদেশ অবজারভার সম্পাদকীয়তে লঙ্গরখানা খোলার জন্য সরকারকে অভিনন্দন জানায়।

সংবাদও লঙ্গরখানা ও আশ্রয় শিবির প্রসঙ্গে ১৯৭৪ সালের ১ অক্টোবর একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এই সম্পাদকীয়তে সংবাদ প্রতিটি লঙ্গরখানা ও আশ্রয় শিবির পরিচালনা প্রসঙ্গে তিনটি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ তুলে ধরে। এগুলো হচ্ছে :

এক. লঙ্গরখানা ও আশ্রয় শিবিরের ঠিকানা প্রচার করা,

দুই. অনাহারক্লিষ্ট মুমূর্ষুদের তুলে নেবার জন্য অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা,

তিন. একটি তদারকী টিম গঠন করা যারা সংশ্লিষ্ট এলাকায় ঘুরে ঘুরে দেখবেন অনাহারক্লিষ্ট মানুষ কোথাও পড়ে আছে কিনা।

লঙ্গরখানায় খাবার প্রাপ্ত ও আশ্রিতদের নিয়ে পরবর্তী পরিকল্পনার ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দিয়ে বেশকিছু সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। ১৯৭৪ সালের ১০ অক্টোবর দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত এক উপ-সম্পাদকীয়তে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে দীর্ঘ মেয়াদী একটি পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সরকারকে পরামর্শ দেয়া হয়।

সংবাদ-এ ১৯৭৪ সালের ২৭ অক্টোবর প্রকাশিত অনুরূপ এক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয়, লঙ্গরখানার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট মানুষদের বাঁচানোর জন্য সুদূর প্রসারী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

সংবাদ-এ এই প্রসঙ্গে ১৯৭৪ সালের ২ নভেম্বর প্রকাশিত আরেকটি সম্পাদকীয়তে লঙ্গরখানায় আশ্রিতদের পুনর্বাসনের জন্য কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে ছিল :

এক. দুর্ভিক্ষপীড়িতরা নিজের ভিটায় ফিরে যাওয়ার পর টেস্ট রিলিফের ব্যবস্থা করা,

দুই. অসহায় ছিন্নমূল মা ও শিশুদের আশ্রয় শিবিরে থাকার ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা এবং শিবিরের বিভিন্ন কাজে সংশ্লিষ্ট করা।

এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশ অবজারভারে ১৯৭৪ সালের ২৪ নভেম্বর এক সম্পাদকীয়তে আশা প্রকাশ করা হয় যে, লঙ্গরখানা বন্ধ করে দেয়া হলেও দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের জন্য রিলিফের ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় সরকারী কার্যক্রমের সমালোচনা করেও সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। ১৯৭৪ সালের ২৬ অক্টোবর দৈনিক ইত্তেফাকে এ ধরনের এক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় সরকার যথেষ্ট তৎপর নয়। প্রশাসন এখনো নিশ্চল, নিরুদ্বেগ ও নিষ্ক্রিয়।

১৯৭৪ সালের ৩১ অক্টোবর দৈনিক বাংলায় অনুরূপ এক উপসম্পাদকীয়তে দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় সরকারী তৎপরতার অপ্রতুলতার কথা উল্লেখ করা হয় এবং দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় খাদ্যের মূল্য ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে নামিয়ে আনার জন্য একটা কিছু করার অনুরোধ জানানো হয়।

দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে সকল রাজনৈতিক দলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে সম্পাদকীয়-উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। ১৯৭৪ সালের ১০ অক্টোবর সংবাদ-এ এই ধরনের এক উপসম্পাদকীয়তে দুর্ভিক্ষকে জাতীয় দুর্যোগ হিসেবে বিবেচনা করে সরকারী ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে সকল সংকীর্ণতা ভুলে একসঙ্গে কাজ করা আহ্বান জানানো হয়।

১৯৭৪ সালের ৯ অক্টোবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয় : বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা সরেজমিনে দেখার পর বিশ্বখাদ্য সংস্থার (ফাও) বিশেষ প্রতিনিধি দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় বাংলাদেশকে জরুরী ভিত্তিতে খাদ্য ও কৃষি উৎপাদন সামগ্রী পাঠানোর জন্য দেশে দেশে তারবার্তা পাঠিয়েছেন। এই খবর প্রকাশের পরদিন ১০ অক্টোবর দৈনিক বাংলায় এ প্রসঙ্গে প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে আশা প্রকাশ করা হয়, ফাও প্রতিনিধির আহ্বানে সংশ্লিষ্ট দেশগুলো দ্রুত সারা দেবে।

১৯৭৪ সালের শেষ দিকে ঢাকা মহানগরীর অলিগলিতে প্রায়ই অনাহারে মৃত মানুষের বেওয়ারিশ লাশ পড়ে থাকতো। এই বিষয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের সূত্র ধরে সম্পাদকীয়-উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। ১৯৭৪ সালের ১২ ডিসেম্বর এমনই এক সম্পাদকীয়তে প্রশ্ন রাখা হয়, এই নির্মম ও অসহায় মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তি পেতে আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

এই বিষয় নিয়ে দৈনিক ইত্তেফাকের নিয়মিত কলাম 'মঞ্চে-নেপথ্যে'তে আলোচনা করা হয় ১৯৭৪ সালের ১৪ ডিসেম্বর। এতে আশংকা করা হয়, দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা অনুভব করে অনেক বিদেশী সাহায্যের আশ্বাস পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু প্রতিশ্রুত সাহায্য যখন এসে পৌছবে তখন হয়তো অনেকেই অকাল মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে।

১৯৭৪ সালের ২২ নভেম্বর জাতীয় সংসদে এক বিবৃতিতে সে সময়ের খাদ্যমন্ত্রী জানান : দুর্ভিক্ষে মোট সাড়ে ২৭ হাজার লোক মারা গেছে। এই খবর প্রকাশের পর ২৪ নভেম্বর এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে, খাদ্য পরিস্থিতি মোকাবেলায় খাদ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে আশাবাদের প্রতিফলন ঘটেছে ঠিকই, তবে কীভাবে শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি মোকাবেলা করা হয় তার উপরই নির্ভর করবে মানুষের স্বস্তি।

১৯৭৪ সালের ২৫ নভেম্বর সংবাদও এই প্রসঙ্গে প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে যে, মৃতের হিসেবের চেয়ে দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট হয়েও যারা বেঁচে গেছে তাদের একটা হিসেব দরকার। দুর্ভিক্ষজনিত ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা ও ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনার জন্য এই হিসেব এই মুহূর্তেই করা উচিত।

দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি প্রসঙ্গে বেশকিছু চিঠি প্রকাশিত হয় গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোর চিঠিপত্র বিভাগে। চিঠিগুলোকে মোট ৬টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। শ্রেণীগুলো হচ্ছে :

এক. নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি,

দুই. খাদ্যের সংকটজনক পরিস্থিতি,

তিন. মজুতদারী ও কালোবাজারী প্রসঙ্গ,

চার. দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ,

পাঁচ. দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় করণীয়,

ছয়. দুর্ভিক্ষপীড়িত নিম্ন আয়ের মানুষের অসহায়ত্ব।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি প্রসঙ্গে বেশি চিঠি প্রকাশিত হয়। এছাড়া সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়ে প্রকাশিত সম্পাদকীয়র সঙ্গে একমত প্রকাশ করে ও কয়েকটি চিঠি প্রকাশিত হয়।

১৯৭২ সালের ৭ জানুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকে দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রসঙ্গে প্রকাশিত এক চিঠিতে দ্রব্যমূল্য কমানোর ব্যাপারে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

এই প্রসঙ্গে দৈনিক বাংলায় ১৯৭২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত এক চিঠিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য বাজারদর নির্ধারণ কমিটি গঠনের আহ্বান জানানো হয়। একই সঙ্গে বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সরবরাহ বাড়ানোরও অনুরোধ করা হয়।

১৯৭২ সালের ৬ আগস্ট দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রসঙ্গে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত আরেক চিঠিতে প্রশ্ন রাখা হয় যে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে সরকারের পূর্ণ সচেতনতায় ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধে আন্তরিকতা সত্ত্বেও কেন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রবণতা বন্ধ করা যাচ্ছে না এবং ব্যবসায়ীরাই বা কিভাবে সরকারী নির্দেশ অমান্য করে উচ্চমূল্যে জিনিস বিক্রির সাহস পাচ্ছে।

দৈনিক বাংলায় ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই 'দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ কোন পথে' শীর্ষক এক উপ-সম্পাদকীয়র সূত্র ধরে ১৯৭২ সালের ৬ আগস্ট প্রকাশিত এক চিঠিতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ করার জন্য সরকারকে পূর্ণাঙ্গ ও সুশৃঙ্খল নীতি গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়।

খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়েও চিঠি প্রকাশিত হয়। এ প্রসঙ্গে সংবাদ-এ ১৯৭৩ সালের ১৬ অক্টোবর প্রকাশিত এক চিঠিতে খাদ্য পরিস্থিতি মোকাবেলায় ব্যর্থ হওয়ায় খাদ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী করা হয়। একই সঙ্গে এই চিঠিতে খাদ্য পরিস্থিতি মোকাবেলায় ব্যর্থতা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দেয়ায় খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শাস্তি দাবী করা হয়।

বিভিন্ন পণ্য মজুতদারী ও কালোবাজারী প্রসঙ্গ নিয়েও চিঠি প্রকাশিত হয়। ১৯৭২ সালের ২৪ মে ওষুধ কালোবাজারী প্রসঙ্গে দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত এক চিঠিতে বলা হয় : বাজারে ওষুধ আছে ঠিকই, কিন্তু তা বেশি মূল্যে কিনতে হচ্ছে। এ ব্যাপারে তদন্তের আহ্বান জানানো হয় ঐ চিঠিতে।

কালোবাজারী ও মজুতদারী প্রসঙ্গে ১৯৭২ সালের ১১ জুন 'ওরা রাতারাতি কোটিপতি হতে চায়' শিরোনামে দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়র সূত্র ধরে দুটি চিঠি প্রকাশিত হয় দৈনিক বাংলায়। ১৯৭২ সালের ১৫ জুন প্রকাশিত এক চিঠিতে মন্তব্য করা হয় যে, মজুতদার ও কালোবাজারীরা রাজাকার ও আলবদরের মতই ঘৃণ্য অপরাধী। চিঠিতে মজুতদার ও কালোবাজারীদের প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত কিংবা কঠোর শাস্তির দাবী জানানো হয়। ১৯৭২ সালের ২৪ জুন প্রকাশিত অপর চিঠিতে উল্লিখিত সম্পাদকীয় মন্তব্য ও এ প্রসঙ্গে প্রকাশিত অপর চিঠির বক্তব্যের সঙ্গে একমত পোষণ করা হয়।

Copter-26

Dhaka University Institutional Repository
দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণের আহ্বান জানিয়েও চিঠি প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। এ প্রসঙ্গে ১৯৭৪ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত এক চিঠিতে বরিশালের রাজাপুর থানার দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির ভয়াবহতা তুলে ধরা হয় এবং এই এলাকায় ব্যাপক ত্রাণ তৎপরতা চালানোর আহ্বান জানানো হয়।

দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় করণীয় সম্পর্কে বিভিন্ন প্রস্তাব-সুপারিশ সংবলিত চিঠিও প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। ১৯৭৪ সালের ১৫ অক্টোবর দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এই ধরনের এক চিঠিতে দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় যে প্রস্তাবগুলো দেয়া হয় সেগুলো ছিলো :

এক. রাজনৈতিক টাউট, দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ী ও সরকারী কর্মচারীদের দমন,

দুই. রাজনৈতিক দলমত নির্বিশেষে সৎ, ত্যাগী ও দেশপ্রেমিক নাগরিকদের সামনে আসার সুযোগ দান,

তিন. মুদ্রাস্ফীতি রোধ, দ্রব্যমূল্য হ্রাস ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ,

চার. বে-আইনী অস্ত্র উদ্ধার,

পাঁচ. দ্রুন্নত ধনবান হওয়া ব্যক্তিদের সম্পদের উৎস অনুসন্ধানে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন তদন্ত কমিশন গঠন।

১৯৭৪ সালের ৬ নভেম্বর সংবাদ-এ এই প্রসঙ্গে আরেক চিঠিতে দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় দেশের সব স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রেখে ছাত্রদের দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের পাশে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

এ প্রসঙ্গে দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৭৪ সালের ৩ নভেম্বর প্রকাশিত এক চিঠিতে দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রদানকে অর্থহীন বলে মন্তব্য করা হয় এবং বিবৃতি দাতাদের ত্রাণ কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়। এই চিঠিতে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতিতেও যারা প্রতিদিন তিনবেলা খাবার খাচ্ছে তাদের সপ্তাহে অন্তত তিনদিন এক বেলা অভুক্ত থেকে অনাহারী মানুষকে সেই খাবার দিয়ে দেয়ার আহ্বান জানানো হয়।

দুর্ভিক্ষ পীড়িত নিম্নআয়ের মানুষের হাহাকারও ফুটে উঠেছে সংবাদপত্রে প্রকাশিত চিঠিতে। এমন এক চিঠি প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৭৫ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি। চিঠিটি একটি কবিতার আঙ্গিকে লেখা। এই কবিতায় দুর্ভিক্ষের কবলে পড়া একজন স্বল্প আয়ের কর্মচারীর অসহায় অবস্থার করুণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি শীর্ষক এই ইস্যুর তথ্য বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, ১৯৭২ সালের শুরু থেকে ১৯৭৪ সালের শেষ পর্যন্ত এমনকি ১৯৭৫ সালের শুরুতেও দুর্ভিক্ষের বিষয়টি সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে উঠেছিল। ১৯৭২ সাল থেকেই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য, চাল, কাপড় আর ওষুধের মূল্য বাড়তে শুরু করে। এ সময় খাদ্য পরিস্থিতিরও অবনতি ঘটে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে কোথাও কোথাও ক্রেতাদের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠন দ্রব্যমূল্যের ক্রমবর্ধমান পরিস্থিতি ও খাদ্য সংকট নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ ও খাদ্য সংকট মোকাবেলায় সরকারী বিভিন্ন উদ্যোগ ও তৎপরতা চলে। বিভিন্ন তৎপরতার পাশাপাশি সংকট নিরসনে সারাদেশে ন্যায্য মূল্যের দোকানও চালু করে সরকার। খাদ্য সংকট মোকাবেলায় জাতিসংঘও এগিয়ে আসে। তবে দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ও খাদ্য সংকটের প্রেক্ষাপটে ১৯৭৪ সালের শুরুর দিকেই দেশের বিভিন্ন স্থানে অনাহারে মৃত্যু ঘটতে শুরু করে। সারাদেশ থেকে অনাহারক্লিষ্ট মানুষ ঢাকায় আসতে শুরু করে। দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতিতে ঢাকা মহানগরীর অলিগলিতে প্রায়ই অনাহারক্লিষ্ট মানুষের বেওয়ারিশ লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায়। দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় চলতে থাকে সরকারী তৎপরতা। এর অংশ হিসেবে সারাদেশে লঙ্গরখানা খোলা হয়। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থাও তৎপর হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠন দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে তৎপরতা চালায়। কিন্তু তারপরও দুর্ভিক্ষে বিপুলসংখ্যক প্রাণহানী ঘটে। সরকারের পক্ষ থেকেও একথা স্বীকার করা হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য ক্রমশ অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ও খাদ্য সংকট সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির উদ্ভব এবং অনাহারে মৃত্যুর খবর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রে খবরের পাশাপাশি সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও নিয়মিত কলামগুলোতে বহুবার স্থান পেয়েছে দুর্ভিক্ষ ইস্যুটি। পত্রিকাগুলো প্রথম দিকে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি উদ্ভবের আশংকা প্রকাশ করে সরকারকে সতর্ক করে আসছিল। দুর্ভিক্ষ ভয়াবহ রূপ নিলে তা মোকাবেলায় সরকার ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতি তাদের করণীয় সম্পর্কে নানা সুপারিশ ও পরামর্শ তুলে ধরে সবক'টি পত্রিকা। সংবাদপত্রে প্রকাশিত পাঠকদের চিঠিতে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ, খাদ্য সংকট নিরসন ও দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় বিভিন্ন সংবাদপত্রের মতামতকে সমর্থন করা হয়েছে। পাশাপাশি নিজস্ব মতামতও তুলে ধরেছেন পাঠকরা। দুর্ভিক্ষ ইস্যুর ব্যাপারে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোর সম্পাদকীয় নীতির বেশ মিল লক্ষ্য করা যায় এবং এক্ষেত্রে মূল সুরটি ছিল অনেকটা এক সূত্রে গাঁথা।

তথ্য সূত্র :

১. *দৈনিক বাংলা*, ১৯ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ মার্চ ১৯৭২, পৃ. ১
৩. *সংবাদ*, ৮ জুলাই ১৯৭২, পৃ. ১
৪. *সংবাদ*, ৩০ জুলাই ১৯৭২, পৃ. ১
৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২২ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১
৬. *সংবাদ*, ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৭. *সংবাদ*, ২৩ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১

৮. *সংবাদ*, ২৯ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১

৯. *সংবাদ*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১

১০. *সংবাদ*, ২৬ ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১

১১. *সংবাদ*, ২৮ জুন ১৯৭৩, পৃ. ১

১২. *সংবাদ*, ১৩ আগস্ট ১৯৭৩, পৃ. ১

১৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১

১৪. *সংবাদ*, ২২ মার্চ ১৯৭২, পৃ. ১

১৫. *দৈনিক বাংলা*, ১২ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১

১৬. *সংবাদ*, ১৬ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১

১৭. *সংবাদ*, ১৯ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১

১৮. *সংবাদ*, ২৯ মার্চ ১৯৭৪, পৃ. ১

১৯. *সংবাদ*, ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১

২০. *সংবাদ*, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১

২১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১

২২. *দৈনিক বাংলা*, ১২ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১

২৩. *দৈনিক বাংলা*, ৮ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১

২৪. *সংবাদ*, ৫ মার্চ ১৯৭২, পৃ. ১

২৫. *সংবাদ*, ৮ মার্চ ১৯৭২, পৃ. ১

২৬. *সংবাদ*, ১৬ মে ১৯৭২, পৃ. ১

২৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১

২৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ২

২৯. *দৈনিক বাংলা*, ১৯ মে ১৯৭২, পৃ. ১

৩০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ মে ১৯৭২, পৃ. ১

৩১. *সংবাদ*, ১৯ মে ১৯৭২, পৃ. ১

৩২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৯ মে ১৯৭২, পৃ. ১

৩৩. *সংবাদ*, ২৩ মে ১৯৭২, পৃ. ১

৩৪. *দৈনিক বাংলা*, ১ জুন ১৯৭২, পৃ. ১

৩৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১ জুন ১৯৭২, পৃ. ১

৩৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ জুন ১৯৭২, পৃ. ১

৩৭. *সংবাদ*, ১ জুন ১৯৭২, পৃ. ১

৩৮. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১

৩৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১

৪০. *দৈনিক বাংলা*, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১

৪১. *সংবাদ*, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১

৪২. *দৈনিক বাংলা*, ৫ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১

৪৩. *দৈনিক বাংলা*, ২৩ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ১

৪৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ১

৪৫. *সংবাদ*, ২৩ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ১

৪৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৩ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ১

৪৭. *দৈনিক বাংলা*, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১

৪৮. *সংবাদ*, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১

৪৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১

৫০. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১

৫১. *সংবাদ*, ১৩ মে ১৯৭২, পৃ. ১

৫২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২২ এপ্রিল ১৯৭৩, পৃ. ১

৫৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ এপ্রিল ১৯৭৩, পৃ. ১

৫৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ মে ১৯৭৩, পৃ. ১

৫৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ মে ১৯৭৩, পৃ. ১

৫৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ মে ১৯৭৩, পৃ. ১

৫৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৬ মে ১৯৭৪, পৃ. ১

৫৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩১ জুলাই ১৯৭৪, পৃ. ১

৫৯. *দৈনিক বাংলা*, ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১

৬০. *সংবাদ*, ৩১ মার্চ ১৯৭২, পৃ. ১

৬১. *দৈনিক বাংলা*, ২১ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১

৬২. *সংবাদ*, ২৬ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১

৬৩. *সংবাদ*, ২৫ মে ১৯৭২, পৃ. ১

৬৪. *দৈনিক বাংলা*, ২৬ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১

৬৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৭ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১

৬৬. *দৈনিক বাংলা*, ২১ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১

৬৭. *সংবাদ*, ২৮ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১

৬৮. *সংবাদ*, ৫ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১

৬৯. *সংবাদ*, ৮ মে ১৯৭২, পৃ. ১

৭০. *সংবাদ*, ১ জুন ১৯৭২, পৃ. ১

৭১. *সংবাদ*, ৩ জুন ১৯৭২, পৃ. ১

৭২. *সংবাদ*, ১৮ মে ১৯৭২, পৃ. ১

৭৩. *দৈনিক বাংলা*, ২৭ মে ১৯৭২, পৃ. ১

৭৪. *দৈনিক বাংলা*, ১২ জুন ১৯৭২, পৃ. ১

৭৫. *সংবাদ*, ১৩ জুন ১৯৭২, পৃ. ১

৭৬. *সংবাদ*, ১ জুলাই ১৯৭২, পৃ. ১

৭৭. *দৈনিক বাংলা*, ১৯ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১

৭৮. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৯ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১

৭৯. *সংবাদ*, ১৯ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১

৮০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১

৮১. *সংবাদ*, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

৮২. *দৈনিক বাংলা*, ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
৮৩. *সংবাদ*, ১২ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১
৮৪. *দৈনিক বাংলা*, ২৪ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১
৮৫. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ মে ১৯৭২, পৃ. ১
৮৬. *সংবাদ*, ১ জুন ১৯৭২, পৃ. ১
৮৭. *সংবাদ*, ৬ জুলাই ১৯৭২, পৃ. ১
৮৮. *দৈনিক বাংলা*, ১১ জুলাই ১৯৭২, পৃ. ১
৮৯. *দৈনিক বাংলা*, ৭ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১
৯০. *সংবাদ*, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৯১. *সংবাদ*, ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৯২. *সংবাদ*, ১ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৯৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৯৪. *দৈনিক বাংলা*, ১ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৯৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৯৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২১ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৯৭. *সংবাদ*, ২১ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৯৮. *সংবাদ*, ২ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৯৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
১০০. *দৈনিক বাংলা*, ১৯ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
১০১. *সংবাদ*, ৩ এপ্রিল ১৯৭৩, পৃ. ১
১০২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ মে ১৯৭৩, পৃ. ১
১০৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ এপ্রিল ১৯৭৪, পৃ. ১
১০৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ এপ্রিল ১৯৭৪, পৃ. ১
১০৫. *দৈনিক বাংলা*, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
১০৬. *সংবাদ*, ৩ অক্টোবর ১৯৭৪, পৃ. ১
১০৭. প্রাগুক্ত
১০৮. *সংবাদ*, ৬ অক্টোবর ১৯৭৪, পৃ. ১
১০৯. *সংবাদ*, ১২ অক্টোবর ১৯৭৪, পৃ. ১
১১০. *সংবাদ*, ১৫ অক্টোবর ১৯৭৪, পৃ. ১
১১১. *সংবাদ*, ২০ অক্টোবর ১৯৭৪, পৃ. ১
১১২. *সংবাদ*, ২৬ অক্টোবর ১৯৭৪, পৃ. ১
১১৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ অক্টোবর ১৯৭৪, পৃ. ১
১১৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ অক্টোবর ১৯৭৪, পৃ. ১
১১৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ অক্টোবর ১৯৭৪, পৃ. ১
১১৬. *দৈনিক বাংলা*, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
১১৭. *দৈনিক বাংলা*, ৩০ অক্টোবর ১৯৭৪, পৃ. ১
১১৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩ জুলাই ১৯৭৪, পৃ. ১
১১৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ অক্টোবর ১৯৭৪, পৃ. ১
১২০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ অক্টোবর ১৯৭৪, পৃ. ১
১২১. *সংবাদ*, ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
১২২. *সংবাদ*, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
১২৩. *সংবাদ*, ২৮ অক্টোবর ১৯৭৪, পৃ. ১
১২৪. *দৈনিক বাংলা*, ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
১২৫. *দৈনিক বাংলা*, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
১২৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
১২৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
১২৮. *দৈনিক বাংলা*, ১২ অক্টোবর ১৯৭৪, পৃ. ১
১২৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩ অক্টোবর ১৯৭৪, পৃ. ১
১৩০. *দৈনিক বাংলা*, ২১ অক্টোবর ১৯৭৪, পৃ. ১
১৩১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ নভেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
১৩২. *সংবাদ*, ৯ নভেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
১৩৩. *দৈনিক বাংলা*, ২১ নভেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
১৩৪. *সংবাদ*, ২ ডিসেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
১৩৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১ ডিসেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
১৩৬. *দৈনিক বাংলা*, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
১৩৭. *সংবাদ*, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
১৩৮. *সংবাদ*, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
১৩৯. *দৈনিক বাংলা*, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
১৪০. *সংবাদ*, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
১৪১. *সংবাদ*, ৯ অক্টোবর ১৯৭৪, পৃ. ১
১৪২. *সংবাদ*, ২৪ অক্টোবর ১৯৭৪, পৃ. ১
১৪৩. *দৈনিক বাংলা*, ৯ অক্টোবর ১৯৭৪, পৃ. ১
১৪৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ অক্টোবর ১৯৭৪, পৃ. ১
১৪৫. *সংবাদ*, ৯ অক্টোবর ১৯৭৪, পৃ. ১
১৪৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৯ অক্টোবর ১৯৭৪, পৃ. ১
১৪৭. *দৈনিক বাংলা*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
১৪৮. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
১৪৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
১৫০. *সংবাদ*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
১৫১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
১৫২. *সংবাদ*, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
১৫৩. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
১৫৪. *সংবাদ*, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
১৫৫. *সংবাদ*, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১

১৫৬. *সংবাদ*, ১ অক্টোবর ১৯৭৪, পৃ. ১
১৫৭. *দৈনিক বাংলা*, ৭ অক্টোবর ১৯৭৪, পৃ. ১
১৫৮. *সংবাদ*, ১৩ অক্টোবর ১৯৭৪, পৃ. ১
১৫৯. *দৈনিক বাংলা*, ২৩ অক্টোবর ১৯৭৪, পৃ. ১
১৬০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ নভেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
১৬১. *দৈনিক বাংলা*, ৩ নভেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
১৬২. *সংবাদ*, ১৫ নভেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
১৬৩. *দৈনিক বাংলা*, ১৬ অক্টোবর ১৯৭৪, পৃ. ১
১৬৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ নভেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
১৬৫. *দৈনিক বাংলা*, ২৩ নভেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
১৬৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ নভেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
১৬৭. *সংবাদ*, ২৩ নভেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
১৬৮. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৩ নভেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
১৬৯. *সংবাদ*, ১১ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৪
১৭০. *দৈনিক বাংলা*, ২৩ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৫
১৭১. *সংবাদ*, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৪
১৭২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ মার্চ ১৯৭২, পৃ. ২
১৭৩. *দৈনিক বাংলা*, ২৬ জুলাই ১৯৭২, পৃ. ৫
১৭৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১২ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ২
১৭৫. *দৈনিক বাংলা*, ৬ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ৫
১৭৬. *দৈনিক বাংলা*, ২৪ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ৫
১৭৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ২
১৭৮. *দৈনিক বাংলা*, ১০ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ৫
১৭৯. *সংবাদ*, ২৮ মার্চ ১৯৭২, পৃ. ৪
১৮০. *সংবাদ*, ৬ মে ১৯৭২, পৃ. ৪
১৮১. *সংবাদ*, ২৯ মে ১৯৭২, পৃ. ৪
১৮২. *দৈনিক বাংলা*, ২০ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ৫
১৮৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২০ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ২
১৮৪. *সংবাদ*, ২১ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ৪
১৮৫. *সংবাদ*, ২৭ মে ১৯৭২, পৃ. ৪
১৮৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, পৃ. ২
১৮৭. *সংবাদ*, ১৮ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৪
১৮৮. *দৈনিক বাংলা*, ১৭ মে ১৯৭২, পৃ. ৫
১৮৯. *সংবাদ*, ১৮ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ৪
১৯০. *দৈনিক বাংলা*, ১৯ মে ১৯৭২, পৃ. ৫
১৯১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ মে ১৯৭২, পৃ. ২
১৯২. *সংবাদ*, ১৯ মে ১৯৭২, পৃ. ৪
১৯৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ জুলাই ১৯৭২, পৃ. ২
১৯৪. *সংবাদ*, ১০ জুলাই ১৯৭২, পৃ. ৪
১৯৫. *দৈনিক বাংলা*, ৮ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ৫
১৯৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, পৃ. ২
১৯৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ২
১৯৮. *সংবাদ*, ১৯ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ৪
১৯৯. *দৈনিক বাংলা*, ২০ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ৫
২০০. *সংবাদ*, ৩০ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ৪
২০১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৮ মে ১৯৭৩, পৃ. ২
২০২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ২
২০৩. *দৈনিক বাংলা*, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ৫
২০৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ আগস্ট ১৯৭৪, পৃ. ২
২০৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ অক্টোবর ১৯৭৪, পৃ. ২
২০৬. *দৈনিক বাংলা*, ২৭ অক্টোবর ১৯৭৪, পৃ. ২
২০৭. *সংবাদ*, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ৪
২০৮. *দৈনিক বাংলা*, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ৫
২০৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ৪
২১০. *সংবাদ*, ১ অক্টোবর ১৯৭৪, পৃ. ৪
২১১. *দৈনিক বাংলা*, ১০ অক্টোবর ১৯৭৪, পৃ. ৫
২১২. *সংবাদ*, ২৭ অক্টোবর ১৯৭৪, পৃ. ৪
২১৩. *সংবাদ*, ২ নভেম্বর ১৯৭৪,পৃ. ৪
২১৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৪ নভেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ৪
২১৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৬ অক্টোবর ১৯৭৪, পৃ. ২
২১৬. *দৈনিক বাংলা*, ৩১ অক্টোবর ১৯৭৪, পৃ. ৫
২১৭. *সংবাদ*, ১০ অক্টোবর ১৯৭৪, পৃ. ৪
২১৮. *দৈনিক বাংলা*, ১০ অক্টোবর ১৯৭৪, পৃ. ৫
২১৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১২ ডিসেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ২
২২০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ২
২২১. *দৈনিক বাংলা*, ২৪ নভেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ৫
২২২. *সংবাদ*, ২৫ নভেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ৪
২২৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ২
২২৪. *দৈনিক বাংলা*, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৪
২২৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ২
২২৬. *দৈনিক বাংলা*, ৬ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ৫
২২৭. *সংবাদ*, ১৬ অক্টোবর ১৯৭৩, পৃ. ৪
২২৮. *দৈনিক বাংলা*, ২৪ মে ১৯৭২, পৃ. ৫
২২৯. *দৈনিক বাংলা*, ১৫ জুন ১৯৭২, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

২৩০. *দৈনিক বাংলা*, ২৪ জুন ১৯৭২, পৃ. ৫
২৩১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, পৃ. ২
২৩২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৫ অক্টোবর ১৯৭৪, পৃ. ২
২৩৩. *সংবাদ*, ৬ নভেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ৪
২৩৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ নভেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ২
২৩৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫, পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

সাত. আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রে স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকে ১৯৭৫ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির প্রতিফলন কেমন ছিল তা নিয়ে এই পর্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

রিপোর্ট :

স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকে ১৯৭৫ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ব্যাংক লুটের ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল সংবাদপত্রে। ব্যাংক লুটের বহু খবর ঐ সময়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। ব্যাংক লুটের প্রথম খবরটি দেখা যায় ১৯৭২ সালের ৩১ মার্চ সংবাদ-এ। এই খবরে জানানো হয়, ঢাকার মোহাম্মদপুরে সোনালী ব্যাংক থেকে দুস্কৃতকারীরা প্রকাশ্য দিবালোকে ৪০ হাজার টাকা লুট করে নিয়ে গেছে। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'মোহাম্মদপুরে ব্যাংক লুট'।[১]

বার্তা সংস্থা এনা পরিবেশিত ব্যাংক লুট বিষয়ক আরেকটি খবর সংবাদপত্রে প্রকশিত হয় ১৯৭২ সালের ৪ মে। এই লুটের ঘটনাও ঘটে ঢাকায় এবং প্রকাশ্য দিবালোকে। কাওরান বাজারে পূবালী ব্যাংক শাখায় সংঘটিত এই লুটের ঘটনায় প্রায় ৩৫ হাজার টাকা লুট হয়। লুটকারীরা ছিল তরুণ। পাশ্চাত্য স্টাইলের পোশাক সজ্জিত। খবরটি সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'কাওরান বাজারে ব্যাংক ডাকাতি'।[২]

ব্যাংক লুটের আরেকটি ঘটনার খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ২০ জুন। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এই লুটের ঘটনাটিও ঘটে ঢাকায় এবং প্রকাশ্য দিবালোকে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ শাখার জনতা ব্যাংকে সংঘটিত এই লুটের ঘটনায় ৪২ হাজার ৭শ ৫৩ টাকা লুট হয়। আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত লুটেরারা অস্ত্র উচিয়ে টাকা লুটে নেয়। এই খবরের শিরোনাম ছিল : 'শহরে প্রকাশ্য দিবালোকে ব্যাংক ডাকাতি'।[৩]

১৯৭২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় আরেকটি ব্যাংক লুটের খবর প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। এ ঘটনাটি ঘটে বেইলী রোড এলাকায় প্রকাশ্য দিবালোকে। লুটেরারা ১১ হাজার ১৮ টাকা লুট করে নিয়ে যায়। খবরটি সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'আবার ব্যাংক ডাকাতি'।[৪]

ঢাকার বাইরে ব্যাংক লুটের একটি খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ২৯ নভেম্বর। ঘটনাটি ঘটে সাভারের একটি গ্রামের পূবালী ব্যাংকে। প্রকাশ্যে দিবালোকে এই ব্যাংক লুটের ঘটনায় ৭৩ হাজার ৩ শত ৪৭ টাকা ৫৫ পয়সা লুট হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'সাভারে ব্যাংক ডাকাতি'।[৫]

১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে চারটি ব্যাংক লুটের খবর প্রকাশিত হয়। প্রথম ব্যাংক লুটের ঘটনা ঘটে ঢাকার আজিমপুরে উত্তরা ব্যাংকে। এই ঘটনাও ঘটে প্রকাশ্য দিবালোকে। এতে ৮২ হাজার ৫৭ টাকা ৭ পয়সাই শুধু নয়, ১৩ হাজার ৫শ' টাকা মূল্যের প্রাইজবন্ডও লুট হয়। ১৯৭২ সালের ৮ ডিসেম্বর এই খবরটি সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'প্রকাশ্য দিবালোকে আজিমপুরে উত্তরা ব্যাংকে ৮২ হাজার টাকা ছিনতাই'।[৬]

এর চারদিন পর ১৯৭২ সালের ১২ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে বলা হয় : ঢাকার সূত্রাপুর বাজারে পূবালী ব্যাংকে প্রকাশ্য দিবালোকে এক লুটের ঘটনা ঘটেছে। লুটেরারা ৯৭ হাজার ৫শ' টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'এবার ৯৭ হাজার টাকা ॥ শহরে আবার ব্যাংক ডাকাতি'।[৭]

দুদিন পর ১৯৭২ সালের ১৪ ডিসেম্বর ঢাকায় আরেকটি ব্যাংক লুটের খবর প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। এই লুটের ঘটনা ঘটে মতিঝিল এলাকার জনতা ব্যাংকে প্রকাশ্য দিবালোকে। এই ঘটনায় ১৮ হাজার ৩শ' ৭৩ টাকা ৫২ পয়সা লুট হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'শহরে আবার ব্যাংক ডাকাতি'।[৮]

এক সপ্তাহ পর ১৯৭২ সালের ২১ ডিসেম্বর ঢাকায় দুটি ব্যাংক লুটের ঘটনার তথ্য নিয়ে একটি খবর প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয় : সোনালী ব্যাংকের কালিগঞ্জ শাখা থেকে এক লাখ পঁচানব্বই হাজার টাকা এবং জনতা ব্যাংক মহাখালী শাখা থেকে ১২ হাজার টাকা লুট হয়েছে। খবরের শিরোনাম ছিল : '২ লক্ষাধিক টাকা নিয়ে চম্পট ॥ গুলশান ও কালিগঞ্জে ব্যাংক ডাকাতি'।[৯]

Dhaka University Institutional Repository

সিলেটে একটি ব্যাংক লুটের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি। এই ঘটনাটি ঘটে সিলেট শহরের স্টেশন রোডে অগ্রণী ব্যাংকে প্রকাশ্য দিবালোকে। এতে ৫০ হাজার টাকা লুট হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'সিলেটে ব্যাংক ডাকাতি'।[১০]

ঢাকায় দুইটি ব্যাংক লুটের খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালের ১৬ মার্চ। প্রায় একই সময় দুটি স্থানে সংঘটিত দু'টি লুটের ঘটনায় ৮৬ হাজার ৪শ' ৯৬ টাকা ছিনিয়ে নেয়া হয়। খবরটি দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'রাজধানীতে একই সময়ে দুইটি ব্যাংক ডাকাতি'।[১১]

এরপর ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে ঢাকায় আরো দুটি ব্যাংক লুটের ঘটনার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। প্রথম ঘটনাটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালের ১৩ জুলাই। এই লুটের ঘটনা ঘটে ঢাকার চকবাজারে জনতা ব্যাংকে প্রকাশ্যে দিবালোকে। এই ঘটনায় ৩১ হাজার ৪শ' ৮ টাকা। খবরটি সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'ঢাকায় আবার ব্যাংক ডাকাতি'।[১২]

অপর খবরটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালের ২০ জুলাই। ঢাকার ফার্মগেটে উত্তরা ব্যাংকে এই লুটের ঘটনা ঘটে প্রকাশ্য দিবালোকে। এই ঘটনায় ১ লাখ ২৯ হাজার টাকা লুট হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : '১ লাখ ২৯ হাজার টাকা অপহরণ ॥ ফার্মগেটে ব্যাংক ডাকাতি'।[১৩]

১৯৭৩ সালের আগস্ট মাসেও দু'টি ব্যাংক লুটের খবর প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। প্রথম ঘটনাটি প্রকাশিত হয় ১৫ আগস্টের সংবাদপত্রে। এই লুটের ঘটনা ঘটে চট্টগ্রামে চট্টেশ্বরী রোডে পূবালী ব্যাংকে প্রকাশ্য দিবালোকে। এই ঘটনায় ৭৩ হাজার টাকা লুট হয়। সংবাদ-এ খবরটি চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'চট্টগ্রামে বোমাবাজি ও ব্যাংক লুট'।[১৪]

দ্বিতীয় ব্যাংক লুটের খবর প্রকাশিত হয় ২৪ আগস্ট। এই ঘটনাটি ঘটে ঢাকায় সদরঘাটে সোনালী ব্যাংকে। এই ঘটনায় ১ লাখ ৭৫ হাজার টাকা লুট হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'সদরঘাটে ব্যাংক ডাকাতি'।[১৫]

১৯৭৩ সালের ২৪ অক্টোবর সংবাদপত্রে খুলনার দৌলতপুরে একটি ব্যাংক লুটের খবর প্রকাশিত হয়। এই ঘটনাটিও ঘটে প্রকাশ্য দিবালোকে দৌলতপুরে অগ্রণী ব্যাংকে। এতে ১৬ হাজার ৯শ' ২৩ টাকা ৬২ পয়সা লুট হয়। খুলনা থেকে বার্তা সংস্থা এনা পরিবেশিত এই খবর সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'দৌলতপুরে ব্যাংক লুট'।[১৬]

১৯৭৩ সালের ২০ নভেম্বর সংবাদপত্রে আরেকটি ব্যাংক লুটের খবর প্রকাশিত হয়। এই লুটের ঘটনাটি ঘটে চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডু থানা সদরে জনতা ব্যাংকে। এই ঘটনায় ৫০ হাজার টাকা লুট হয়। সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'সীতাকুন্ডে ব্যাংক লুট'।[১৭]

এর চারদিন পর ১৯৭৩ সালের ২৪ নভেম্বর সিলেটের বালাগঞ্জে ডাকঘর ও অগ্রণী ব্যাংকে লুটের ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। খবরটি সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল বালাগঞ্জ থানা ডাকঘর ব্যাংক লুট।[১৮]

১৯৭৪ সালের ১০ মার্চের পত্রিকায় আবার ঢাকায় একটি ব্যাংক লুটের ঘটনা প্রকাশিত হয়। এই লুটের ঘটনা ঘটে মোহাম্মদপুরে জনতা ব্যাংকে প্রকাশ্য দিবালোকে। এই ঘটনায় ৭০ হাজার ৩শ' টাকা লুট হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ব্যাংক ডাকাতি : ৭০ হাজার টাকা লুট'।[১৯]

এর এক সপ্তাহের মধ্যে ১৯৭৪ সালের ১৬ মার্চ আরেকটি ব্যাংক লুটের খবর প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। নারায়ণগঞ্জের টানবাজারে জনতা ব্যাংকে এই লুটের ঘটনায় ৩ লাখ ৩২ হাজার ৫শ' ৫০ টাকা খোয়া যায়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ম্যানেজার সহ ১০জন গ্রেফতার : ৩ লক্ষাধিক টাকা ব্যাংক ডাকাতি'।[২০]

এরপর ১৯৭৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে এক খবরে বরিশালের গৌরনদী থানায় টরকী বন্দরে দু'টি ব্যাংক লুটের তথ্য প্রকাশিত হয়। এই লুটের ঘটনাটি ঘটে টরকী বন্দরে সোনালী ও জনতা ব্যাংকে। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'টরকী বন্দরে দু'টি ব্যাংক লুট'।[২১]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৪ সালের সব শেষ ব্যাংক লুটের খবর প্রকাশিত হয় ৪ ডিসেম্বর। এই লুটের ঘটনাটি ঘটে মানিকগঞ্জের শিবালয় থানার উথলী শাখা সোনালী ব্যাংকে মধ্যরাতে। এই ঘটনায় ৬৫ হাজার টাকা লুট হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'শিবালয়ে ব্যাংক ডাকাতি'।[২২]

ব্যাংক লুটের মত থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি থেকে অস্ত্র লুটের বেশকিছুসংখ্যক খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এমনই একটি খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালের ১৩ জুলাইয়ের সংবাদপত্রে। ভোলা থানার ধুলিয়া পুলিশ ক্যাম্পে এই ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় দুস্কৃতকারীরা ক্যাম্পের সব অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে যায়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : '১ জন পুলিশ নিহত : ৩ জন নিখোঁজ ॥ বাউফলে পুলিশ ক্যাম্পের সব অস্ত্র লুট'।[২৩]

১৯৭৩ সালের আগস্ট মাসেও দু'টি থানায় অস্ত্র লুটের ঘটনার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। প্রথম ঘটনাটির খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালের ৩ আগস্ট। পিরোজপুরের কাঠালিয়া থানার আমুয়া আঞ্চলিক পুলিশ ক্যাম্প থেকে সব অস্ত্র লুট হয়। খবরটি সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'হাডুডু খেলাটি কি কৌশল ছিল? ॥ আমুয়া পুলিশ ক্যাম্পের অস্ত্রশস্ত্র লুট'।[২৪]

অপর ঘটনার খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালের ১২ আগস্ট। ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ থানার উচাখিলা পুলিশ ফাঁড়ি লুটের এই ঘটনায় ১৫টি রাইফেল ও ২টি এসএলআর খোয়া যায়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'ঈশ্বরগঞ্জে পুলিশ ফাঁড়ি লুট'।[২৫]

১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসেও দু'টি থানার অস্ত্র লুটের ঘটনার খবর প্রকাশিত হয়। ৩ সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে ময়মনসিংহের ত্রিশাল থানার ধানীখোলা পুলিশ ফাঁড়ি অস্ত্র লুটের খবর প্রকাশিত হয়। এই লুটের ঘটনায় ফাঁড়ির সব অস্ত্র খোয়া যায়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'ত্রিশালে পুলিশ ফাঁড়ি লুট'।[২৬]

অপর ঘটনাটির খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর। এই ঘটনার প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায়, রাজশাহীর বাঘমারা থানার দোসনাসত পুলিশ ফাঁড়িতে লুটের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় ফাঁড়ির সব অস্ত্র লুট হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'রাজশাহীতে ফাঁড়ি ভস্মীভূত ॥ দুর্বৃত্তের গুলীতে ৭ জন পুলিশসহ অন্যূন ১২ জন নিহত'।[২৭]

১৯৭৩ সালের ১১ অক্টোবর সংবাদপত্রে আরেকটি থানা লুটের ঘটনার খবর প্রকাশিত হয়। ঘটনাটি ঘটে ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু থানায়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু থানা লুট, ভস্মীভূত'।[২৮]

সংবাদপত্রে ১৯৭৩ সালের ৩১ অক্টোবর আরেকটি থানা লুটের খবর প্রকাশিত হয়। ঘটনাটি ঘটে পটুয়াখালীর পাথরঘাটা থানায়। এই ঘটনায় পাথরঘাটা থানার সব অস্ত্র লুট হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'পাথরঘাটা থানা লুট'।[২৯]

১৯৭৩ সালের ১৪ ডিসেম্বর আরেকটি থানার অস্ত্র লুটের খবর প্রকাশিত হয়। এই ঘটনায় পার্তব্য চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনা থানার সব অস্ত্র লুট হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'চন্দ্রঘোনা থানা লুট'।[৩০]

একই এলাকায় একই ঘটনায় এক সঙ্গে ব্যাংক লুট ও থানা থেকে অস্ত্র লুটের বেশকিছু ঘটনার খবরও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এমনই একটি ঘটনার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালের ২৮ জুলাই। ঘটনাটি ঘটে মুন্সীগঞ্জের লৌহজং থানায়। এই ঘটনায় একইদিন লৌহজং থানার অস্ত্র লুট হয় এবং রূপালী ব্যাংক থেকে ২ লাখ ৫৭ হাজার ৬৬৯ টাকা খোয়া যায়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'লৌহজং থানা ও ব্যাংক লুট'।[৩১]

১৯৭৩ সালের ৬ অক্টোবর সংবাদপত্রে আরেকটি খবরে একই সঙ্গে থানা থেকে অস্ত্র লুট ও ব্যাংক লুটের তথ্য প্রকাশিত হয়। এই ঘটনায় মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া থানা থেকে অস্ত্র লুট ও সাটুরিয়া থানা এলাকায় জনতা ব্যাংক লুট হয়। ঘটনাটি ঘটে প্রকাশ্য দিবালোকে। বার্তা সংস্থা বিপিআই পরিবেশিত এই খবর প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে সংবাদ। শিরোনাম ছিল : 'প্রকাশ্য দিবালোকে মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া থানা, ব্যাংক ও খাদ্য গুদাম লুট'।[৩২]

১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত আরেক খবরে একই সঙ্গে ব্যাংক লুট ও থানা থেকে অস্ত্র লুটের তথ্য তুলে ধরা হয়। ঘটনাটি ঘটে কুমিল্লার মতলব থানায়। এই ঘটনায় মতলব থানা থেকে সব অস্ত্র ও গোলাবারুদ এবং একটি ব্যাংক লুট হয়

Dhaka University Institutional Repository

দিনে দুপুরে। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : ১ জন কনস্টেবল ও ১ জন দুর্বৃত্ত নিহত ॥ মতলব থানা ও ব্যাংক লুট'।[৩৩]

ব্যাংক লুট সম্পর্কে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলো বেশকিছু স্পেশাল ও এক্সক্লুসিভ আইটেমও প্রকাশ করে। ১৯৭২ সালের ২১ ডিসেম্বর সংবাদ-এ প্রকাশিত এক খবরে একের পর এক ব্যাংক লুটের ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। এ ব্যাপারে প্রশাসনের ব্যর্থতা এবং এক শ্রেণীর ব্যাংক কর্মচারী জড়িত থাকার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'প্রশাসন ব্যর্থ : কিছু কর্মচারীও নাকি জড়িত ॥ ব্যাংক ডাকাতির রহস্য কোথায়?' এই খবরে বলা হয় :

ঢাকা শহরে ব্যাংক ডাকাতি নৈমিত্তিক ব্যাপারে দাঁড়িয়েছে। পুলিশ, রক্ষীবাহিনী প্রভৃতি এখানে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মোতায়েন রয়েছে। অথচ, একের পর এক ব্যাংক ডাকাতি সংঘটিত হয়েই চলেছে। গোটা ব্যাপারটা সাধারণ মানুষের কাছে রহস্যময় হয়ে উঠেছে এবং এ কারণে স্বাভাবিকভাবেই নানা সংশয় ও জিজ্ঞাসাও দেখা দিয়েছে।[৩৪]

এর পরদিন ১৯৭২ সালের ২২ ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকও একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই খবরেও অবাধ ব্যাংক লুটের ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয়। এই দুঃসাহসিক ব্যাংক লুটের ঘটনাসমূহের পেছনে বিশেষ কোন মহলের সংশ্লিষ্টতার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'অপ্রতিরোধ্য ব্যাংক ডাকাতি ॥ অবাধ রাহাজানি : নির্বিঘ্ন খুন'। এতে বলা হয় :

গত তিন সপ্তাহে রাজধানীতে প্রকাশ্য দিবালোকে ৫টি ব্যাংক ডাকাতি সংঘটিত হইয়াছে। শুধু ব্যাংক ডাকাতিই নয়, তিন সপ্তাহে রাজধানীতে ছিনতাই, ডাকাতি ও নরহত্যার পরিমাণও বেশ বাড়িয়া গিয়াছে। ব্যাংক ডাকাতির রহস্য কি? গণমনে প্রশ্ন দেখা দিয়াছে, এই অবাধ ব্যাংক ডাকাতির পিছনে একশ্রেণীর সংঘবদ্ধ দুর্বৃত্তের দুঃসাহসিক অভিযান ছাড়া কি এমন কোন মহলের যোগসাজশ নাই যাহাদের প্রচেষ্টার ফলে বিনা বাধায় এ ধরনের অপকর্ম সংঘটিত হইতে পারিতেছে?[৩৫]

১৯৭৩ সালের ২২ জুলাই দৈনিক ইত্তেফাকে ব্যাংক লুট সম্পর্কে আরেকটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয় : সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ব্যাংকসমূহ থেকে প্রায় দেড় কোটি টাকা লুট হয়েছে। অভিজ্ঞ মহলকে উদ্ধৃত করে এই খবরে ব্যাংক লুট বন্ধের জন্য প্রত্যেক ব্যাংকে সশস্ত্র পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করার পরামর্শ দেয়া হয়। খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'ব্যাংক হইতে এ পর্যন্ত দেড় কোটি টাকা ছিনতাই ॥ রহস্য কোথায়?' এতে বলা হয় :

স্বাধীনতার পর রাজধানী ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জসহ আরও কতিপয় শহরের বিভিন্ন ব্যাংক হইতে বিভিন্ন সময়ে অদ্যাবধি প্রায় দেড় কোটি টাকা ছিনতাই হইয়াছে। এইসব ব্যাংক লুটের পিছনে কোন কোন মহলের পরোক্ষ 'মদদ' রহিয়াছে বলিয়া পর্যবেক্ষক মহল সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন।[৩৬]

ব্যাংক লুট সম্পর্কে আরেকটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক ১৯৭৩ সালের ১৩ ডিসেম্বর। প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'ব্যাংক লুটের নেপথ্য কাহিনী'। এতে বলা হয় :

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে ব্যাংক লুট একটি নিত্য-নৈমিত্তিক বিষয়ে পরিণত হইলেও এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতার ফলে শুধু আর্থিক ক্ষতিই হইতেছে না বরং ব্যাংক ব্যবস্থার উপর জনসাধারণের আস্থা হারাইবার প্রবণতাও দেখা যাইতেছে।[৩৭]

ব্যাংক লুটের পরিসংখ্যান নিয়ে জাতীয় সংসদে বিবৃতি প্রদান করেন সে সময়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি ভিত্তিক প্রথম খবরটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালের ২০ জুন। এই খবরে বলা হয় : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন ১৪ জুন পর্যন্ত ২০টি ব্যাংক লুট হয়েছে এবং এইসব লুটের ঘটনায় ১৬ লাখ ৪ হাজার ৫শ' ৫৮ টাকা ৩১ পয়সা খোয়া গেছে। এসব ব্যাংক লুটের ঘটায় ৮৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বার্তা সংস্থা এনা এই খবর পরিবেশন করে। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'এ পর্যন্ত ২০টি ব্যাংক ডাকাতি ॥ ১৬ লক্ষাধিক টাকা লুট'। এই খবরে বলা হয় :

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুল মালেক উকিল গতকাল (মঙ্গলবার) জাতীয় সংসদে বলেন যে, স্বাধীনতার পর হইতে চলতি বৎসরের ১৪ই জুন পর্যন্ত ২০টি ব্যাংক ডাকাতির রেকর্ড হইয়াছে। এইসব ডাকাতিতে ১৬ লক্ষ ৪ হাজার ৫ শত ৫৮ টাকা ৩১ পয়সা খোয়া গিয়াছে। স্বতন্ত্র সদস্য জনাব আবদুল্লাহ সরকারের এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে, এই সব ডাকাতির মামলায় ৮৮ জনকে গ্রেফতার করা হইয়াছে।[৩৮]

এর এক বছর পর জাতীয় সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ব্যাংক লুট সম্পর্কে আরেকটি বিবৃতি প্রদান করেন। ১৯৭৪ সালের ৯ জুলাই সংবাদপত্রে খবরটি প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'এ পর্যন্ত ৭৯টি ব্যাংক লুট'। এই খবরে বলা হয় :

স্বাধীনতার পর হইতে এ পর্যন্ত ব্যাংক লুট হইয়াছে ৭৯টি। খোয়া গিয়াছে ৬৬ লক্ষ ৪১ হাজার ২১৭ টাকা ২৪ পয়সা। গতকাল (সোমবার) জাতীয় সংসদে জনাব এ কে এম মোশাররফ হোসেন আকন্দের এক প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একথা জানান।[৩৯]

Dhaka University Institutional Repository

থানা ও ফাঁড়ি থেকে অস্ত্র লুট সম্পর্কেও বেশক'টি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৭৩ সালের ১ নভেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকে থানা থেকে অস্ত্র লুট সম্পর্কে প্রকাশিত এক খবরে ১৯৭৩ সালের অক্টোবর মাসে থানা লুটের খতিয়ান তুলে ধরা হয়। এই খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: '১১টি থানা ও ফাঁড়ি লুট ও আক্রান্ত ॥ পুলিশসহ শতাধিক নিহত : সহস্রাধিক ডাকাতি-অক্টোবরের খতিয়ান'। এই খবরে বলা হয়:

> *দেশের আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতি রোধের কোন প্রচেষ্টাই তেমনটি কার্যকরী হইবার প্রমাণ মিলিতেছে না। শুধু অক্টোবর মাসের হিসাবেই ৭টি থানা ও ফাঁড়ি লুট হইয়াছে, ৪টি থানা ও ফাঁড়ি আক্রান্ত হইয়াছে, প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র বেহাত হইয়া গিয়াছে, পুলিশসহ শতাধিক লোক নিহত হইয়াছে, এক হাজারের বেশী ডাকাতি হইয়াছে। পিটাইয়া হত্যা, দুস্কৃতকারী সন্দেহে গুলী করিয়া হত্যা, সংঘর্ষে নিহত সব মিলাইয়া হিসাব করিলে সম্ভবতঃ এ বছর অক্টোবর মাসকে 'নৈরাজ্যের মাস' হিসেবে উল্লেখ করা চলে।*[৪০]

বার্তা সংস্থা বিপিআই থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি লুটের পরিসংখ্যান সংবলিত একটি খবর পরিবেশন করে। ১৯৭৩ সালের ৩ নভেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। খবরটি সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'এ যাবৎ ২২টি থানা ও ফাঁড়ি লুট'। এতে বলা হয় :

> *স্বাধীনতার পর দেশের বিভিন্ন স্থানে মোট ২২টি থানা ও ফাঁড়ি লুট হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। খবরে প্রকাশ, দুস্কৃতকারীরা দেশের মোট ৪৭টি থানা ও ফাঁড়ি আক্রমণ করে। তন্মধ্যে ২২টি থানা ও ফাঁড়ি লুট করতে সক্ষম হয়েছে এবং ২৫টিতে দুস্কৃতকারীরা ব্যর্থ হয়।*[৪১]

থানা লুট সম্পর্কে জাতীয় সংসদে বিবৃতি প্রদান করেন সে সময়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ১৯৭৩ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতিভিত্তিক খবর প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'সংসদে প্রশ্নোত্তর : ২টি থানা ও ১৭টি ফাঁড়ি লুট বা আক্রান্ত হয়েছে ॥ সশস্ত্র দুস্কৃতকারীদের হাতে ৭৩ জন পুলিশ ও বিডিআর নিহত হয়েছে'। এই খবরে বলা হয় :

> *স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুল মালেক উকিল জানান যে, স্বাধীনতার পর থেকে গত আগস্ট পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে সশস্ত্র দুস্কৃতকারীদের হাতে মোট ৭০ জন পুলিশ, ৩ জন বিডিআর নিহত ও ১৬০ জন পুলিশ ও ১ জন বিডিআর আহত হয়েছেন। এই সময়ের মধ্যে ২টি থানা ও ১৭টি পুলিশ ফাঁড়ি দুস্কৃতকারীদের দ্বারা আক্রান্ত বা লুট হয়েছে।*[৪২]

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির আরেকটি নজীর ছিল বাজার লুটের ঘটনা। ব্যাংক লুট, থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি লুটের মত দেশের বিভিন্ন স্থানে বাজার লুটের ঘটনাও প্রায়ই ঘটতে থাকে। সংবাদপত্রে এর প্রতিফলন দেখা গেছে। ১৯৭২ সালের ৫ মার্চের সংবাদপত্রে প্রথম বাজার লুটের তথ্য প্রকাশিত হয়। খবরটি শিরোনাম ছিল : কুমিল্লার মোহনপুর বাজার লুট ॥ দুস্কৃতকারীদের দৌরাত্ম বেড়েই চলেছে'।[৪৩]

১৯৭৩ সালে সংবাদপত্রে বাজার লুট বিষয়ক কোনো খবর প্রকাশিত না হলেও ১৯৭৪ সালে বাজার লুটের বেশক'টি ঘটনার খবর প্রকাশিত হতে দেখা যায়। ১৯৭৪ সালের ৮ মার্চ সিলেটের শ্রীমঙ্গলে বাজার লুটের একটি ঘটনার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ঘটনাটি ঘটে শ্রীমঙ্গলে নতুন বাজারে। এই ঘটনার শিকার হয় প্রায় একশ' দোকান। ঘটনাটি ঘটে প্রকাশ্য দিবালোকে। সংবাদ-এ খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : 'শ্রীমঙ্গলে বাজার লুট'।[৪৪]

এর তিনদিন পর ১৯৭৪ সালের ১১ মার্চ আরেকটি বাজার লুটের ঘটনার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ঘটনাটি ঘটে নরসিংদীর মনোহরদী থানার চুলার বাজারে। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'মনোহরদীতে বাজার লুট'।[৪৫]

আরেকটি বাজার লুটের খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালের ৩১ মার্চ। এই ঘটনায় ধামরাই থানার কামালপুর বাজার লুট হয়। ঘটনাটি ঘটে প্রকাশ্য দিবালোকে। বার্তা সংস্থা বিপিআই পরিবেশিত এই খবর সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'কালিয়াকৈরে বাজার লুট'।[৪৬]

১৯৭৪ সালের ১৮ এপ্রিল আরেকটি বাজার লুটের খবর প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। এই ঘটনাটি ঘটে যশোরের কেশবপুর থানার চিংড়াবাজারে। এই ঘটনায় ৫০ হাজার টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী ও নগদ অর্থ লুট হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'কেশবপুরে বাজার লুট'।[৪৭]

আরেকটি বাজার লুটের খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালের ১০ নভেম্বর। এই ঘটনাটি ঘটে সাতক্ষীরার তালা থানার পাটকেলঘাটা বাজারে। এই ঘটনায় এক লাখ টাকা মূল্যের মালপত্র লুট হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সাতক্ষীরায় বাজার লুট'।[৪৮]

দুস্কৃতকারীদের ছিনিয়ে নেয়া ও জোর করে জামিন আদায়ের জন্য থানা আক্রমণের ঘটনার খবরও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ১৯৭২ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি থানা আক্রমণের এমন একটি ঘটনার খবর প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। এই ঘটনায় গ্রেফতারকৃত

Dhaka University Institutional Repository

১২ জন কথিত দুস্কৃতকারীকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। চট্টগ্রাম থেকে বার্তা সংস্থা এনা পরিবেশিত এই খবরটি সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'চট্টগ্রামে থানার উপর হামলা'।[৪৯]

১৯৭২ সালের ৮ এপ্রিল এ ধরনের আরেকটি খবর প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। এই খবরে জানানো হয়, একদল সশস্ত্র ব্যক্তি ঢাকার মোহাম্মদপুর থানা ঘেরাও করে এবং একজন খুনের আসামীকে জামিন প্রদানে থানার ওসিকে বাধ্য করে। খবরটি সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'সশস্ত্র ব্যক্তিদের থানা ঘেরাও : খুনের আসামীর জামিন আদায়'।[৫০]

পুলিশের সঙ্গে দুস্কৃতকারীদের সংঘর্ষের খবরও প্রকাশিত হতে দেখা যায় সংবাদপত্রে। ১৯৭২ সালের ১৯ জানুয়ারি সংবাদপত্রে এ ধরনের একটি খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয়, ঢাকার বেইলী রোডে একদল সশস্ত্র ব্যক্তির সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। গুলী বিনিময়ের পর পুলিশ একজন দুস্কৃতকারীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। সরকারী হ্যান্ড আউটের বরাত দিয়ে দৈনিক বাংলা খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'পুলিশের সাথে গুলী বিনিময় : শহরে ১ জন সশস্ত্র দুস্কৃতিকারী গ্রেফতার'।[৫১]

১৯৭২ সালের ১১ জুন এ ধরনের আরেকটি খবর প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবরে জানানো হয়, ঘটনাটি ঘটে খুলনার মোল্লারহাট থানা এলাকায়। এই ঘটনায় দুই ব্যক্তি নিহত ও ছয়জন আহত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'পুলিশ ও লালবাহিনীর সংঘর্ষে ২ জন নিহত'।[৫২]

উল্লিখিত সময়ে বেশকিছু সংখ্যক রাহাজানি, ছিনতাই ও ডাকাতির ঘটনার খবর প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। ১৯৭২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি এ ধরনের একটি খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই খবরে কয়েকদিনে সংঘটিত লুট, হাইজ্যাক ও রাহাজানির বিবরণ দেয়া হয়। এতে আরও জানানো হয়, দুস্কৃতকারীরা মুক্তিবাহিনীর নাম ভাঙ্গিয়ে এইসব অপরাধ করছে। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'মুক্তিবাহিনীর নাম ভাঙ্গিয়ে লুটপাট রাহাজানি চলছে'।[৫৩]

১৯৭২ সালের ২৭ অক্টোবর এ ধরনের আরেকটি খবর প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। এই খবরে ঢাকার লালবাগে মৌলভীবাজার এলাকায় একটি ডাকাতির কথা উল্লেখ করা হয়। এ ঘটনায় লক্ষণীয় বিষয় ছিল : ডাকাতদের পরনে ছিল রক্ষীবাহিনীর পোশাক। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'রক্ষীবাহিনীর পোশাক পরে অস্ত্র নিয়ে ডাকাতি'।[৫৪]

ঢাকায় একটি রাহাজানির খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ২৩ ডিসেম্বরের সংবাদপত্রে। ঢাকা-ডেমরা সড়কে কাজলার পাড়ে এই ঘটনায় ছয় লাখ টাকা রাহাজানি হয়। ঘটনার সময় এক ব্যক্তি নিহত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : '৬ লক্ষ টাকা ছিনতাই : ১ ব্যক্তি নিহত ॥ রাজধানীতে বৃহত্তম রাহাজানি'।[৫৫]

রাহাজানি ছিনতাই ডাকাতি প্রসঙ্গে বেশকটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রগুলো। ১৯৭২ সালের ১৪ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকে এমন একটি খবর প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'চুরি ডাকাতি রাহাজানি'। এতে বলা হয় :

> *বাংলাদেশের সর্বত্র সাম্প্রতিক সময়ে ভয়ানকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত চুরি-ডাকাতি ও রাহাজানির খবর প্রায় প্রতিদিনই পাওয়া যাইতেছে। উল্লেখযোগ্য, কতিপয় ভুয়া মুক্তিবাহিনীর হাতে এখনও অননুমোদিত অস্ত্রশস্ত্র রহিয়াছে, এই অননুমোদিত অস্ত্র দিয়েই ইহাদের নিয়মিত শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে।*[৫৬]

১৯৭২ সালের ২২ সেপ্টেম্বর রাহাজানি ছিনতাই ডাকাতি প্রসঙ্গে একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করে সংবাদ। প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় খবরটি। শিরোনাম ছিল : 'রাহাজানি হাইজ্যাক করছে কারা?' এতে বলা হয় :

> *স্বাধীনতা উত্তরকালে দেশের আইন-শৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতির সুযোগে রাজধানীতে মেতে উঠেছে একশ্রেণীর দুঃসাহসিক হাইজ্যাকিং পার্টি। বিগত মাসগুলোতে যতগুলো ডাকাতি, রাহাজানি ও হাইজ্যাকিং এর ঘটনা ঘটেছে– প্রতিটির সাথে জড়িত রয়েছে এক ধরনের উচ্চশ্রেণীর সুসজ্জিত শিক্ষিত যুবক। কিন্তু ওরা কারা এটাই শহরবাসীর জনমনে প্রশ্ন। ঢাকা শহরে যতগুলো রাহাজানি, হাইজ্যাকিং ঘটেছে প্রতিটি ঘটনার সাথে জড়িত রয়েছে উপর তলার একশ্রেণীর প্রভাবশালী ও গণ্যমান্য লোকজনের সন্তারা। মফস্বলের বিভিন্ন স্থানে ক্ষমতাসীন ব্যক্তির সন্তানরা এসব কাজ করে বেড়াচ্ছে বলে অভিযোগ।*[৫৭]

দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৭২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর আরেকটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এই খবরেও উল্লিখিত অপরাধের সঙ্গে বিভ্রান্ত ও বিপথে পরিচালিত তরুণরা জড়িত বলে জানানো হয়। প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় এই খবর। শিরোনাম ছিল : 'দুস্কৃতকারীরা তৎপর ॥ নাগরিক জীবনে আবার উদ্বেগ ও আতংক'। এই খবরে বলা হয় :

Dhaka University Institutional Repository

গত কয়েকদিনে বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি ছিনতাই, রাহাজানি, টেলিফোনে হুমকি, হাইজ্যাকিং ও ডাকাতির খবর পাওয়া গিয়াছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আগ্নেয়াস্ত্রের অবাধ ব্যবহার চলিয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে বিভ্রান্ত ও বিপথে পরিচালিত তরুণদের একাংশ এই ধরনের ঘটনার সহিত জড়িত। গত তিন দিনে পুলিশ ৭৮ জন দুস্কৃতকারীকে গ্রেফতার করিয়াছে।[৫৮]

১৯৭২ সালের ২৪ অক্টোবর এ বিষয়ে দৈনিক ইত্তেফাকে আরেকটি খবর প্রকাশিত হয়। প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় এই খবর। শিরোনাম ছিল: 'ডাকাতি রাহাজানি ছিনতাই এখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ॥ নাগরিক জীবনে নিরাপত্তার অভাব'। এই খবরে বলা হয়:

ডাকাতি, রাজাজানি, ছিনতাই রাজধানীতে দৈনন্দিনের স্বাভবিক ঘটনায় পরিণত হইয়াছে। খবরের কাগজ খুলিলেই এই জাতীয় লোমহর্ষক ঘটনা পাঠককে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে না, অনায়াসে চোখে পড়িবে। রাতের কথা ছাড়িয়া দিলেও প্রকাশ্য দিবালোকে সকলের চোখের সামনে অবলীলাক্রমে ডাকাতি রাহাজানি চলিতেছে। ফলে নাগরিক জীবনে নিরাপত্তার অভাব প্রকট হইয়া দেখা দিয়াছে।[৫৯]

এই বিষয়ে বার্তা সংস্থা বিপিআই পরিবেশিত একটি খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ৩ ডিসেম্বর। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। শিরোনাম ছিল : 'দশ মাসে সহস্রাধিক ডাকাতি'। এই খবরে বলা হয় :

চলতি বৎসরের প্রথম দশ মাসে (জানুয়ারী-অক্টোবর) দেশে মোট ৪২০০টি ডাকাতি সংঘটিত হইয়াছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়াছে যে, এই সময়ের মধ্যে ঢাকা জেলায় সর্বাধিক ৬৮৬টি এবং নোয়াখালী জেলায় সর্বনিম্ন ৩৬টি ডাকাতি সংঘটিত হইয়াছে। রাজধানী নগরী ঢাকায় গত সেপ্টেম্বর মাসে সর্বাধিক ৪৫টি ও জানুয়ারী মাসে সর্বনিম্ন ২টি ডাকাতির ঘটনা রেকর্ড করা হইয়াছে।[৬০]

দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বেশকিছু স্পেশাল ও এক্সক্লুসিভ আইটেম প্রকাশিত হয় গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে। ১৯৭২ সালের ২৫ অক্টোবর এই ধরনের একটি খবর প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকে। প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে বক্স আইটম হিসেবে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'নিরস্ত্রের মনে শংকা'। এই খবরে বলা হয় :

অন্ধকার গহ্বর হইতে উঠিয়া আসা 'কালো বিড়ালের দল' তাহাদের অশুভ তৎপরতার মাধ্যমে রাজধানীর নাগরিক জীবনে আনিয়াছে সন্ত্রাস, ঢাকা নগরীকে রূপান্তরিত করিতে চলিয়াছে অপরাধ নগরীতে। রাজধানীর প্রায় প্রতিটি রাস্তার গলি, নির্জন রাজপথ আজ 'ক্রাইম পয়েন্টে' পরিণত হইয়াছে। রাত্রির অন্ধকার নামিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে নাগরিক জীবনেও নামিয়া আসে অন্ধকারময় সন্ত্রাস ও আশংকার রাত্রি।[৬১]

১৯৭২ সালের ২৯ অক্টোবর দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক খবরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধির তথ্য তুলে ধরা হয়। প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় এই খবর। শিরোনাম ছিল : 'প্রতি ৪ ঘণ্টায় ৩টি ডাকাতি'। এতে বলা হয় :

শুধু রাজধানী ঢাকা নগরী নয়, দেশের সর্বত্র অপরাধ প্রবণতা আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাজধানীতে প্রতিদিন গড়ে ৩টি করিয়া ডাকাতি হয়। সমগ্র দেশের হিসাব লইয়া দেখা গিয়াছে, চলতি মাসে গড়ে প্রতি ৪ ঘণ্টা অন্তর অন্তর তিনটি করিয়া ডাকাতির ঘটনা ঘটিতেছে।[৬২]

রাজধানী ঢাকার অপরাধ প্রবণতা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে দৈনিক ইত্তেফাক আরেকটি খবর প্রকাশ করে ১৯৭২ সালের ১১ নভেম্বর। এই খবরে জানানো হয় : রাজধানীবাসী দুস্কৃতকারীদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। অনেক ক্ষেত্রে পুলিশও অসহায়। প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'আর কতদিন– ॥ রাজধানীকে অপরাধ নগরীর কণ্টক মুকুট কি ধারণ করিতেই হইবে?' এই খবরে বলা হয় :

প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি দিনে, ঘণ্টায়, মিনিটে অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার অভাব নাগরিকদের জীবকে বিপন্ন করিয়া তুলিতেছে। আর পুলিশ অনেকক্ষেত্রেই অসহায়ভাবে যাবতীয় ঘটনার নীরব দর্শক সাজিতেছে। অভিযোগে প্রকাশ, গ্রেফতারকৃত দুস্কৃতকারীরা প্রভাবশালী মহলের 'কৃপায়' ছাড়া পাইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে অপকর্ম সাধন করিয়া চলিয়াছে।[৬৩]

দৈনিক বাংলায় ১৯৭২ সালের ২৬ নভেম্বর এ প্রসঙ্গে একটি খবর প্রকাশিত হয়। প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশিত হয়। বাইলাইন এই খবরটি লিখেন আহমেদ নূরে আলম। শিরোনাম ছিল : 'শহরে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় অপরাধ ঘটে ৪০টি করে ॥ ধনীর দুলাল তরুণ অপরাধীরা পেশাদার হয়ে উঠছে : পুলিশের সংখ্যা কম'। এতে বলা হয় :

ঢাকা শহরে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় অপরাধ সংঘটিত হয় ৪০টি করে। অপরাধগুলো হচ্ছে– হত্যা, ধর্ষণ, ডাকাতি, অপহরণ, ছিনতাই, চুরি, রাহাজানি, হাঙ্গামা ইত্যাদি। গত ১০ মাসে পুলিশের খাতায় ওই ধরনের অপরাধের সংখ্যা ১২ হাজার।[৬৪]

সংবাদ-এ এই বিষয়ে একটি খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ২৯ নভেম্বর। প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'মানুষের চোখে ঘুম নেই : জনজীবনে নিরাপত্তার অভাব ॥ দুস্কৃতকারীরা গ্রামে-গঞ্জে শহরে রাজত্ব চালাচ্ছে'। এই খবরে বলা হয় :

গত এক মাস যাবৎ দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এমন এক পর্যায়ে উঠেছে যে, গ্রামে-গঞ্জে-শহরে দুস্কৃতকারীরা রাজত্ব চালাচ্ছে। রাজধানীর প্রতিটি দৈনিকের পাতা খুললে প্রতিদিন দেখা যাবে দেশের কোথাও না কোথাও খুন, সশস্ত্র ডাকাতি, চুরি, রাহাজানি, ছিনতাই প্রভৃতি সংঘটিত হয়েছে। দেশের প্রায় প্রতিটি এলাকা থেকে খবর পাওয়া যাচ্ছে যে, জনগণ নিজে প্রাণটার আশার বিনিদ্র রজনী যাপন করছেন।[৬৫]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৩ সালের ৬ জুন দৈনিক ইত্তেফাক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি প্রসঙ্গে আরেকটি খবর প্রকাশ করে। প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'ইহার শেষ কোথায়?' এতে বলা হয় :

একদিকে যেমন রাজনৈতিক হত্যাকান্ড, গুম খুন ও দুস্কৃতিমূলক কার্যকলাপ বাড়িয়া চলিয়াছে। পাশাপাশি বিক্ষুব্ধ জনতাও 'আইন হাতে তুলিয়া লইয়া' দুর্বৃত্ত সন্দেহে মানুষকে পিটাইয়া হত্যা করিতেছে। এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে জনমনে শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাবোধ ক্রমশই লোপ পাইতেছে। কোন কোন ঘটনা এতই লোমহর্ষক যে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় উহার পূর্ণ বিবরণ দেওয়াও সম্ভবপর হইয়া উঠে না।[৬৬]

১৯৭৩ সালের ১১ জুন এ প্রসঙ্গে আরেকটি খবর প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকে। প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় এই খবর। শিরোনাম ছিল : 'মানুষ শান্তি-নিরাপত্তার নিশ্চয়তা চায়'। এতে বলা হয় :

একদিকে অর্থনৈতিক দুরবস্থা, অন্যদিকে প্রতিটি মুহূর্তে জীবনাশঙ্কা গ্রাম বাংলার অসহায় মানুষের বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষাকে তিলে তিলে ক্ষয় করিয়া চলিয়াছে। দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে আমাদের সংবাদদাতাদের প্রেরিত সংবাদে দেশে সার্বিক পরিস্থিতির অবনতির যে চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।[৬৭]

১৯৭৩ সালের ২ জুলাই দৈনিক ইত্তেফাকে এই প্রসঙ্গে প্রকাশিত হয় আরেকটি খবর। প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'শহরে পুলিশ প্রশাসন পুনর্বিন্যাস করা হোক'। এই খবরে বলা হয় :

শহরের ক্রমবর্ধমান পরিসর, পুলিশের স্বল্পতা, অবৈজ্ঞানিকভাবে এলাকা বিন্যাস ও ব্যাপক অপরাধ প্রবণতার ফলে নাগরিক জীবন বিঘ্নিত হইয়া পড়িয়াছে। এক তথ্যানুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, প্রতিদিন গড়ে বিভিন্ন থানায় ১ শত বিশটি বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক ঘটনার এজাহার লিপিবদ্ধ করা হইতেছে।[৬৮]

১৯৭৩ সালের ১০ জুলাই দৈনিক ইত্তেফাকে এ প্রসঙ্গে আরেকটি খবর প্রকাশিত হয়। প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় এই খবর। শিরোনাম ছিল : 'পুলিশের স্বল্পতা ॥ আধুনিক সরঞ্জামের অভাব ॥ ভঙ্গুর যোগাযোগ ব্যবস্থা ॥ স্থানীয় রাজনীতি ও শত্রুতার সুযোগে গ্রাম বাংলায় দুস্কৃতকারীরা তৎপর'। এতে বলা হয় :

প্রতিদিনই সংবাদপত্র অফিসে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির গুরুতর অবনতির খবর আসিয়া পৌঁছিতেছে। কোন কোন হত্যাকান্ড ও লুণ্ঠন এতই লোমহর্ষক যে, মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও ম্লান করিয়া দেয়। দুস্কৃতকারীদের শিকারে পরিণত হইয়া কেবল নিরীহ জনসাধারণই যে নিগৃহীত হইতেছে তাহাই নহে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী থানা পুলিশের উপর হামলা চালাইয়াও অস্ত্রশস্ত্র লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে।[৬৯]

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি সম্পর্কে পুলিশ প্রধানের দু'টি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। প্রথম সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছিল বার্তা সংস্থা এনা। এনা পরিবেশিত সাক্ষাৎকারভিত্তিক এই খবর ১৯৭৩ সালের ১৪ আগস্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'বিশেষ সাক্ষাৎকারে পুলিশ কর্মকর্তা ॥ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির জন্য রাজনৈতিক কারণ দায়ী'। এই খবরে বলা হয় :

দেশের পুলিশ বাহিনী যে কোন মূল্যে দুস্কৃতকারীদের থানা ও ফাঁড়ি আক্রমণ প্রতিরোধ করতে এবং সারাদেশে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। এনার সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ গতকাল (সোমবার) একথা জানিয়েছেন। পুলিশ প্রধান বলেন, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির জন্য রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনেকাংশে দায়ী, তবু এটাকে বরদাস্ত করার মতো ইচ্ছা সরকারের আর নেই।[৭০]

এই সাক্ষাৎকার প্রকাশের দুই মাস পর ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশের আরেকটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকে। ১৯৭৩ সালের ৩ অক্টোবর দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন শফিকুল কবির। প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'বিশেষ সাক্ষাৎকারে পুলিশ প্রধান ॥ পরিস্থিতির মোকাবিলায় পুলিশের শক্তি বৃদ্ধি প্রয়োজন'। এই খবরে বলা হয় :

গতকাল (মঙ্গলবার) বাংলাদেশ পুলিশের আইজি জনাব আবদুর রহিম এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বলেন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য পুলিশের বর্তমান শক্তি যথেষ্ট নয়। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হইলেও সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির আরও কিছুটা অবনতি ঘটিয়াছে। '৭২ সালের তুলনায় চলতি সালে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই, দাঙ্গা-হাঙ্গামার ঘটনা কিছুটা বৃদ্ধি পাইলেও খুনের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে।[৭১]

আইন-শৃঙ্খলার অবনতি রোধে সরকারী তৎপরতার বেশকিছু খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এক্ষেত্রে সরকারী তৎপরতার অন্যতম ছিল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারী নির্দেশ-আদেশ। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা প্রশ্নে সরকারী নির্দেশভিত্তিক একটি খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১৬ জানুয়ারি। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবরটি সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'সরকারী প্রেসনোট : আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব একমাত্র পুলিশের'। এই খবরে বলা হয় :

বাংলাদেশ সরকার আজ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে, সরকার কর্তৃক সুনির্দিষ্টভাবে অনুমোদিত বেসামরিক পুলিশ অথবা বেসামরিক শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ব্যতীত অন্য কেহ কাহাকেও গ্রেফতার বা গৃহ বা যানবাহনসহ কোন সম্পত্তি তল্লাশী বা আটক করিতে পারিবে না।[৭২]

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির জন্য সরকার তফসিলভুক্ত অপরাধ আদেশ সংশোধন করে সাজার মেয়াদ বৃদ্ধি করে। সরকারী এই আদেশের খবর ১৯৭৩ সালের ১২ মার্চ গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয় গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে। বার্তা

Dhaka University Institutional Repository

সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলায়। দৈনিক বাংলা খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'ছিনতাই ডাকাতি ভেজাল কালোবাজারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা : তালিকাভুক্ত অপরাধ আদেশ সংশোধন ॥ সর্বোচ্চ সাজা ১৪ বছর সশ্রম কারাদন্ড'। এই খবরে বলা হয় :

> *দেশের নিরীহ-নিরাপরাধ নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সমাজে আইন ও শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি তফশীল অপরাধ বিশেষ ট্রাইব্যুনাল আদেশের আরও সংশোধন করেছেন। চলতি ১৯৭৩ সালের গত ১০ মার্চ থেকে বলবৎ তালিকাভুক্ত অপরাধ বিশেষ ট্রাইব্যুনাল আদেশের সংশোধনী কার্যকরী হওয়ার পর থেকেই ডাকাতি, দস্যুবৃত্তি, ছিনতাই, ফুসলে নেয়া, বলপূর্বক অপহরণ, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, ওষুধপত্র ও খাদ্যে ভেজালের অপরাধের জন্য এবং কালোবাজারী, চোরাচালানী, মজুদদারী, বেআইনী অস্ত্র ও বিস্ফোরকের সাহায্যে তালিকাভুক্ত অপরাধ চেষ্টার অপরাধে অপরাধীকে জরিমানাসহ সর্বনিম্ন তিন থেকে সর্বোচ্চ চৌদ্দ বছরের সশ্রম কারাদন্ড দেয়া হবে।*[৭৩]

দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল : 'ডাকাতি ছিনতাই কালোবাজারী মজুতদারী দমনে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা।'[৭৪] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল : 'Scheduled Offences Order amended ॥ Summary trial for hijackers, others.[৭৫] সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'তফসিলভুক্ত অপরাধ সালা আদেশের সংশোধনী'।[৭৬]

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিরোধে সরকারী তৎপরতার অংশ হিসেবে চলে দুস্কৃতকারী গ্রেফতার ও অস্ত্র উদ্ধার। এ ধরনের একটি খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি দৈনিক বাংলায়। প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। সরকারী হ্যান্ডআউটের বরাত দিয়ে প্রকাশিত এই খবরে জানানো হয় : ঢাকায় ভুয়া মুক্তিফৌজ শিবিরে এক পুলিশী অভিযানে নয়জন দুস্কৃতকারী গ্রেফতার ও অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। খবরটির শিরোনাম ছিল : 'ঢাকায় নয়জন গ্রেফতার : চোরাই দ্রব্য ও অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার'।[৭৭]

পরদিনই ১৯৭২ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি এ বিষয়ে আরেকটি খবর প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। বার্তা সংস্থা বিএসএস খবরটি পরিবেশন করে। এই খবরে জানানো হয় : ঢাকা মহানগরী ও আশেপাশে ভুয়া মুক্তিবাহিনী শিবিরে অভিযান চালিয়ে দু'জন দুস্কৃতকারী গ্রেফতার এবং অস্ত্র ও গোলা বারুদ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এই খবরটি সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ভুয়া মুক্তিবাহিনী শিবির উৎপাটন অভিযান শুরু'।[৭৮]

১৯৭২ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে জানানো হয় : ঢাকায় কাপড়ের দোকান লুট করার সময় ১৮ জন দুস্কৃতকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবর দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'ঢাকা শহরে ১৮ জন গ্রেফতার : লুট করা কাপড় ও অস্ত্র উদ্ধার'।[৭৯]

১৯৭২ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত আরেক খবরে জানানো হয় : ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পুলিশী অভিযানে অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ ৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবর সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'অস্ত্রশস্ত্র ও চোরাই গাড়ীসহ কতিপয় দুস্কৃতকারী গ্রেফতার'।[৮০]

সংবাদপত্রে ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ প্রকাশিত আরেক খবরে জানানো হয় : ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে এক অভিযান চালিয়ে অস্ত্র ও গোলবারুদসহ ২২ জন দুস্কৃতকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবর সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'আরও অস্ত্র উদ্ধার : ২২ জন গ্রেফতার'।[৮১]

১৯৭২ সালের ২৩ মে সংবাদপত্রে প্রকাশিত আরেক খবরে জানানো হয় : ঢাকায় কয়েক দিনের অভিযানে পুলিশ আগ্নেয়াস্ত্রসহ ৪৩ জন দুস্কৃতকারীকে গ্রেফতার করেছে। সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : '৪৩ জন দুস্কৃতকারী গ্রেফতার'।[৮২]

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির জন্য সরকার পুলিশের শক্তি বৃদ্ধি করে ও পুলিশের নৈতিক মনোবল বাড়ানোর জন্য সাহসিকতা পুরস্কারের প্রচলন করে। এ বিষয়ে বেশকটি খবর প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। ১৯৭২ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে জানানো হয়, ঢাকা শহরের প্রত্যেক থানা ও পুলিশ ফাঁড়িতে পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। আধুনিক অস্ত্রও সরবরাহ করা হয়েছে। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'দুস্কৃতকারী দমনের জন্য পুলিশের শক্তি বৃদ্ধি'।[৮৩]

১৯৭২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে জানানো হয় : পল্লী এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য নতুন নতুন পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধির সরকারী সিদ্ধান্তের কথাও জানানো হয়

Dhaka University Institutional Repository

এই খবরে। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবর দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'পুলিশের শক্তি বৃদ্ধি ও আরও ফাঁড়ি স্থাপনের সিদ্ধান্ত'।[৮৪]

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের উজ্জীবিত করা ও নৈতিক মনোবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজের স্বীকৃতির জন্য সাহসিকতা পুরস্কার ঘোষণা করে সরকার। বার্তা সংস্থা বিএসএস এই খবর পরিবেশন করে। ১৯৭৩ সালের ১৯ আগস্ট দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সাহসিকতা পুরস্কার'। এই খবরে বলা হয় :

> *সম্প্রতি যে সকল পুলিশ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের সময় নিহত বা আহত হইয়াছেন তাহাদের কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহসিকতার পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। দুস্কৃতকারীদের সহিত সংঘর্ষে যে সকল পুলিশ নিহত হইয়াছেন তাহাদের প্রত্যেক দুঃস্থ পরিবারের জন্য বঙ্গবন্ধু ৫ হাজার টাকা করিয়া এবং যাঁহারা আহত হইয়াছেন তাহাদের জন্য দুই হাজার টাকা করিয়া সাহায্য দানের কথা ঘোষণা করেন।*[৮৫]

আইন-শৃঙ্খলা অবনতি রোধের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার 'জাতীয় রক্ষীবাহিনী' গঠন করে। রক্ষীবাহিনী গঠন সংক্রান্ত একটি আদেশ জারি হয় ১৯৭২ সালের ৮ মার্চ। পরদিন ৯ মার্চ সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় এই খবরে জাতীয় রক্ষীবাহিনী আদেশের পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জাতীয় রক্ষীবাহিনী আদেশ জারি'।[৮৬]

রক্ষীবাহিনী গঠন সংক্রান্ত আদেশ জারির তিন মাসের মধ্যে এই বাহিনী গঠন ও প্রশিক্ষণ শুরু হয়। দু'মাস প্রশিক্ষণের পর প্রশিক্ষণ সমাপ্ত না করেই রক্ষীবাহিনীকে অবনতিশীল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নামানো হয়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নামানোর আগে রক্ষীবাহিনীর একটি কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায়। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এই কুচকাওয়াজে অভিবাদন জানানো হয়। ১৯৭২ সালের ২২ জুন এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : 'বঙ্গবন্ধুর অভিবাদন গ্রহণ : রক্ষীবাহিনীর কুচকাওয়াজ'।[৮৭]

আইন-শৃঙ্খলার অবনতি রোধে সরকারী তৎপরতার অংশ হিসেবে দুস্কৃতকারী বিরোধী বিশেষ অভিযান চালানো হয়। ১৯৭২ সালের ৮ জুন এ প্রসঙ্গে এক খবর প্রকাশিত হয়। খবরটি ছিল দুস্কৃতকারী বিরোধী বিশেষ অভিযান শুরুর প্রক্কালে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তব্যভিত্তিক। এই বক্তব্যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বেআইনী কার্যকলাপ থেকে বিরত হওয়ার জন্য দুস্কৃতকারীদের প্রতি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবক'টি পত্রিকায় গুরুত্বের সঙ্গে খবরটি প্রকাশিত হয়। তবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে দৈনিক বাংলায়। দৈনিক বাংলা খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম লাল রঙের শিরোনামে ব্যানার আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'সোহরাওয়ার্দী ময়দানে জনসমুদ্রে মওজুদদার মুনাফাখোর ও বেআইনী দখলদারদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর কঠোর হুঁশিয়ারী : ১৫ দিন সময় ॥ তারপর কার্ফ্যু-গুলি'।[৮৮]

সংবাদ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'অন্যথায় এলাকায় এলাকায় কারফিউ দিয়ে অভিযান চালাবো, প্রয়োজনে আইন করে মজুতদার ও দুস্কৃতকারীদের গুলী করবো ॥ ১৫ দিন সময় দিলাম : বঙ্গবন্ধু'।[৮৯] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবেই ॥ তবে গণতান্ত্রিক উপায়ে দেশের মাটির রসে সিক্ত হইয়া : দুস্কৃতকারীরা সাবধান'।[৯০] বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ৬ কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'Hoarders warned to rectify themselves in 15 days ॥ Increase Production : Bongobandhu.'[৯১]

১৯৭২ সালের ২৩ জুন দুস্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়। পুলিশ ও রক্ষীবাহিনী যৌথভাবে এই অভিযান শুরু করে। এই অভিযান শুরুর দিন নোয়াখালীর মাইজদীকোর্টে এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী দুস্কৃতকারীদের অশুভ তৎপরতা থেকে বিরত থাকার জন্য পুনরায় আহবান জানান এবং অন্যথায় তাদের গুলী করে মারার ঘোষণা দেন। বার্তা সংস্থা বিএসএস এবং এনা পরিবেশিত এই খবর তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'গণদুশমন নির্মূল অভিযান শুরু ॥ প্রয়োজন হলে সমাজ বিরোধীদের গুলী করে মারা হবে'।[৯২]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'Blood-suckers must face the music ॥ No mercy, Mujib firm'.[৯৩] সংবাদ-এ খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় ৬ কলাম লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল: 'মাইজদীর বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা : এবারের সংগ্রাম দুর্নীতির বিরুদ্ধে'।[৯৪] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'দুস্কৃতকারী নির্মূল অভিযান আজ শুরু হবে'।[৯৫]

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে একইদিন ১৯৭২ সালের ২৩ জুন দুস্কৃতকারী নির্মূল অভিযান শুরুর প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বেতার ভাষণ ভিত্তিক খবরটিও সংবাদপত্রে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস ও এনা পরিবেশিত এই খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকে। প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক। শিরোনাম ছিল : 'দেশবাসীর উদ্দেশে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বেতার ভাষণ ॥ দুস্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী অভিযান শুরু : আপনারা সহযোগিতা করুন'। এই খবরে বলা হয় :

বাংলাদেশ সরকার সমাজবিরোধীদের মোকাবিলার জন্য দেশব্যাপী পুলিশ ও জাতীয় রক্ষীবাহিনী নিয়োজিত করিয়াছেন। আজ রাতে জাতির উদ্দেশে এক বেতার ভাষণে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুল মান্নান একথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, সরকার যে কোন মূল্যে সমাজবিরোধীদের দেশ হইতে নির্মূল করিতে বদ্ধপরিকর।[৯৬]

খবরটি সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভারে প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ শিরোনাম ছিল : 'আইন নিজেদের হাতে তুলে নেবেন না : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ॥ পুলিশ ও রক্ষীবাহিনী নিয়োজিত ॥ দুর্নীতি নির্মূল করা হবে'।[৯৭] 'Catch anti-socials : Mannan ॥ Search Ordered'.[৯৮] দৈনিক বাংলায় ডাবল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'দুস্কৃতকারী বিরোধী অভিযান শুরু'।[৯৯]

পরদিন ১৯৭২ সালের ২৪ জুন সংবাদপত্রে পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর তৎপরতার খবর প্রকাশিত হয়। তবে পাশাপাশি দুস্কৃতকারীদের তৎপরতাও অব্যাহত রয়েছে বলে খবরে জানানো হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'শহরে পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর তৎপরতা : জনসাধারণের স্বতস্ফূর্ত সহযোগিতা ॥ বাইরে মাল পাচারের পথ বন্ধ'।[১০০]

পরে কারফিউ দিয়ে পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর অভিযান শুরু হয়। ১৯৭২ সালের ২৬ জুন এই খবর ফলাও করে প্রকাশিত হয়। এই খবর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয় দৈনিক বাংলায়। দৈনিক বাংলায় এই খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে ব্যানার আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : '২৫টি গাড়ী ১০ লাখ সিগারেটসহ প্রচুর মালামাল উদ্ধার : ৪১ জন গ্রেফতার ॥ শহরে কার্ফু দিয়ে তল্লাশী শুরু'। এতে বলা হয় :

সমাজবিরোধী, গণবিরোধী ও দুস্কৃতকারীদের নির্মূল করার জন্যে গতকাল রোববার থেকে ঢাকা শহরে এলাকাভিত্তিক কড়া কার্ফু জারী ও সুসংহত তল্লাশী শুরু হয়েছে।

অভিযান বানচালের অপচেষ্টা: সরকারের নির্মূল অভিযানকে বানচাল করার জন্যে কায়েমী স্বার্থবাদী মহল, সমাজবিরোধী, দুস্কৃতকারী, অসাধু ব্যবসায়ী, কালোবাজারীসহ বিভিন্ন গণদুশমনদের ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া গেছে। এরা ইতিমধ্যে নানা ধরনের গুজব ছড়িয়ে ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য উধাও করে একটি কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত।[১০১]

সংবাদ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় অভিযান : ২৫টি গাড়ী, ৯ লাখ সিগারেট, প্রচুর অস্ত্র ও লুণ্ঠিত দ্রব্য উদ্ধার : কারফিউ ॥ ব্যাপক তল্লাশী'।[১০২] দৈনিক ইত্তেফাক খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'রাজধানীতে এলাকাভিত্তিক কারফিউ দিয়া ঘরে ঘরে ব্যাপক তল্লাশী শুরু ॥ প্রথম দিনে ১৭টি মোটরগাড়ীসহ প্রচুর অস্ত্র ও মালামাল উদ্ধার ॥ ৩৩ জন গ্রেফতার'।[১০৩] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'Curfew in Dhanmondi ॥ Hoarded goods, hijacked cars recovered'.[১০৪]

দুস্কৃতকারী নির্মূল অভিযান শুরুর ১৮ দিন পর ১৯৭২ সালের ১২ জুলাই এই অভিযানে গ্রেফতার ও অস্ত্র উদ্ধারের পরিসংখ্যান নিয়ে একটি খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা এনা খবরটি পরিবেশন করে। সংবাদ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'দেশব্যাপী অভিযানের খতিয়ান : ৪৯০০ ব্যক্তি গ্রেফতার : বিপুল অস্ত্র উদ্ধার'। এতে বলা হয় :

দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ৫ হাজারেরও বেশী অস্ত্র ও ১ লাখ ৮০ হাজার রাউন্ড গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে। গত ২৩শে জুনের পর থেকে এ পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে এ অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর জরুরী কন্ট্রোলরুম ও পুলিশ ডিরেক্টরের দফতর থেকে প্রাপ্ত তথ্যে এটা জানা গেছে।[১০৫]

দুস্কৃতকারী বিরোধী অভিযান শুরুর এক মাস পর বার্তা সংস্থা এনাকে একটি সাক্ষাৎকার দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ১৯৭২ সালের ২১ জুলাই সংবাদ-এ সাক্ষাৎকার ভিত্তিক খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'দুস্কৃতকারী নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত অভিযান চলবে ॥ এ যাবৎ ৩৮ হাজার অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে'। এই খবরে বলা হয় :

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুল মান্নান আজ প্রকাশ করেছেন যে সম্প্রতি দুস্কৃতকারী ও সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী তৎপরতা চালিয়ে বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদসহ ৩৮ হাজার অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এনা প্রতিনিধির সাথে এক সাক্ষাৎকারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান যে, দুস্কৃতকারী ও সমাজবিরোধীদের সম্পূর্ণরূপে নির্মূল না করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে যাওয়া হবে।[১০৬]

Dhaka University Institutional Repository

শুধু শহরাঞ্চলেই নয়, রক্ষীবাহিনী গ্রাম এলাকায়ও দুস্কৃতকারী বিরোধী অভিযান চালায়। ১৯৭২ সালের ১৮ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয় : রক্ষীবাহিনী গ্রামে যাচ্ছে। বার্তা সংস্থা বিএসএস এই খবর পরিবেশন করে। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'গ্রামের পথে রক্ষীবাহিনী'। এই খবরে বলা হয় :

> *প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে দুর্নীতি পরায়ণ ব্যক্তি, ডাকাত ও অন্যান্য সমাজবিরোধী ব্যক্তিদের নির্মূলের জন্য রক্ষীবাহিনী গত শনিবার রাত থেকে দেশের বিভিন্ন পল্লী এলাকায় যেতে শুরু করছে।*[১০৭]

রক্ষীবাহিনীর তৎপরতা জোরদার করার জন্য দেশের ১৫০ থানা সদরে আরও বেশী সংখ্যক রক্ষীবাহিনীর সদস্য প্রেরণের জন্য সরকারী নির্দেশ জারি করা হয়। বার্তা সংস্থা বিপিআই খবরটি পরিবেশন করে। ১৯৭৩ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'দেড়শ' থানায় রক্ষীবাহিনী যাচ্ছে'।[১০৮]

আইন-শৃঙ্খলার অবনতি রোধে রক্ষীবাহিনীকে আরও সক্রিয় করার লক্ষ্যে সরকার নতুন আইন প্রণয়ন করে। নতুন করে এই আইন অনুযায়ী কোনো গ্রেফতারী পরোয়ানা ছাড়াই সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, স্থান, যানবাহন তল্লাশী কিংবা সিজ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয় রক্ষীবাহিনীকে। ১৯৭৪ সালের ২৮ জানুয়ারি এই আইন জাতীয় সংসদে পাশ হয়। পরদিন ২৯ জানুয়ারি সব পত্রিকায় এই খবর প্রকাশিত হয়। খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে সংবাদ-এ। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'রক্ষীবাহিনীকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান ॥ বিশেষ অবস্থায় বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার, তল্লাশি ও সিজ করতে পারবে এবং এসব কার্যক্রমের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা চলবে না'।[১০৯]

দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'রক্ষীবাহিনী (সংশোধনী) বিল পাস ॥ বিরোধী ও স্বতন্ত্র সদস্যদের ওয়াক আউট'।[১১০] দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'তিনটি বিল পাস : দু'বার ওয়াক আউট ॥ বিনা ওয়ারেন্টে রক্ষীবাহিনীর অফিসাররা গ্রেফতার করতে পারবে'।[১১১] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি শেষ পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : '3 Bills Passed'.[১১২]

রক্ষীবাহিনীর অভিযান চলাকালে স্থানীয় জনসাধারণ হয়রানীর শিকার হয়েছেন এমন অভিযোগও খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়। ১৯৭৩ সালের ২৭ জুলাই এ ধরনের একটি খবর প্রকাশ করে সংবাদ। তৃতীয় পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে এই খবর প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'নওগাঁতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে তান্ডব সৃষ্টি ॥ রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে অত্যাচারের গুরুতর অভিযোগ : উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত আবশ্যক'।[১১৩]

আইন-শৃঙ্খলার অবনতি রোধে দুস্কৃতকারী নির্মূল অভিযানের পাশাপাশি অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে বিশেষ অভিযান চালায় সরকার। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের লক্ষ্যকে সামনে রেখে নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়ে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বেআইনী অস্ত্র জমা দেয়ার সুযোগ দেয়া হয়। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযান বিষয়ক এই খবর ১৯৭৩ সালের ১১ মার্চ গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলায়। দৈনিক বাংলা খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম শিরোনাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'শেষ সুযোগ দিয়ে নোটিশ জারির জন্য স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রতি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ ॥ অবিলম্বে বেআইনী অস্ত্র জমা দাও'।[১১৪] দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল : '২০শে মার্চ পর্যন্ত ॥ বেআইনী অস্ত্র সমর্পণের সর্বশেষ সুযোগ'।[১১৫] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল : 'It's the last opportunity : Bangobandhu ॥ Surrender illegal arms by Mar. 20.'[১১৬] অন্যদিকে সংবাদ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরেনামে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'প্রেসনোট ॥ বেআইনী অস্ত্র ২০শে মার্চের মধ্যে জমা দিলে শাস্তি হবে না'।[১১৭]

সরকার ঘোষিত বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার অভিযান শুরুর প্রাক্কালে ১৯৭৩ সালের ২০ মার্চ ছিল বেআইনী অস্ত্র জমা দেয়ার শেষ দিন। এই দিন সব পত্রিকায় এই বিষয়ে খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল : 'এবার চাই কঠোরতম ব্যবস্থা'। এই খবরে বলা হয় :

> *আজ (মঙ্গলবার) শেষ দিন। স্বাধীনতার পর সুদীর্ঘ পনেরটি মাস গোপন অস্ত্রের ঝনাৎকার তুলিয়া যাহারা শান্তিপ্রিয় জনগণের জীবনে ডাকিয়া আনিয়াছে চরম অশান্তি, যাহাদের অত্যাচারে রাজধানী হইতে শুরু করিয়া বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামের পর্ণ কুটিরে বসবাসকারী মানুষ পর্যন্ত আতঙ্কে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে, শান্তিতে ঘুমাইবার আর নিরুপদ্রব বিশ্রামের মুহূর্তগুলিকে যাহারা গোপনে আগ্নেয়াস্ত্রের তপ্ত সীসার আঘাতে হত্যা করিয়া চলিয়াছে, আজ তাহাদের শেষ দিন।*[১১৮]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৩ সালের ২০ মার্চের সংবাদপত্রে স্বাধীনতা পরবর্তী ১৪ মাসে উদ্ধারকৃত অস্ত্রের একটি পরিসংখ্যান ভিত্তিক খবরও প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিপিআই খবরটি পরিবেশন করে। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : '১৪ মাসে ৪০ হাজার অস্ত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে'।[১১৯]

পরদিন ১৯৭৩ সালের ২১ মার্চ সংবাদপত্রে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযান শুরুর খবর প্রকাশিত হয়। এইদিন সংবাদপত্রে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর একটি সাক্ষাৎকারও প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা এনা ও বিপিআই এর সঙ্গে এই সাক্ষাৎকারে জানানো হয় : সরকার দুস্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান শুরু করেছে। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'আজ হইতে গণদুশমনদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযান'।[১২০]

আইন-শৃঙ্খলার অবনতিশীল পরিস্থিতিতে চোরাচালান রোধে বেসামরিক প্রশাসনকে সাহায্যের জন্য সীমান্ত এলাকায় সামরিক বাহিনীও মোতায়েন করা হয়েছিল। সামরিক বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ সম্পর্কিত খবরটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ৬ অক্টোবর। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবর গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। খবরটি তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব লাভ করে দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার পত্রিকায়। উভয় পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় শিরোনাম ছিল : 'কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ : সুষ্ঠু ও সর্বাত্মক পরিকল্পনার তাগিদ ॥ সীমান্তে চোরাচালান রোধে সেনাবাহিনী তলব'। এই খবরে বলা হয় :

> *প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চোরাচালান প্রতিরোধ অভিযানে অসামরিক প্রশাসনকে সাহায্যের জন্যে নৌ ও স্থল বাহিনীকে অবিলম্বে সীমান্ত এলাকাসমূহে পৌঁছানোর নির্দেশ দিয়েছেন। চোরাচালান প্রতিরোধ অভিযানের জন্যে একটি সুষ্ঠু ও কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্দেশ্যে স্থল ও নৌবাহিনী, শুল্ক, পুলিশ ও বাংলাদেশ রাইফেলস প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের অবিলম্বে এক সম্মেলন ডাকার জন্যে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নির্দেশ দিয়েছেন।*[১২১]

বাংলাদেশ অবজারভারে এই খবরের শিরোনাম ছিল : 'Mujib Orders drastic action against smugglers ॥ Army, Navy deployed'.[১২২] সংবাদ-এ খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল : 'চোরাচালান রোধে বেসামরিক প্রশাসনকে সাহায্য করতে সীমান্তে চলে যাও ॥ স্থল ও নৌবাহিনীর প্রতি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ'।[১২৩] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল : 'সীমান্তে অবিলম্বে নৌ ও সেনাবাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ'।[১২৪]

পরদিন ১৯৭২ সালের ৭ অক্টোবর সীমান্তে চোরাচালান রোধে সামরিক বাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণের খবর প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস খবরটি পরিবেশন করে। খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে দৈনিক বাংলায়। দৈনিক বাংলা খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'চোরাচালান রোধকারী সংস্থাসমূহ সেনাবাহিনীর কমান্ডে ন্যস্ত : যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান'। এতে বলা হয় :

> *যে সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা চোরাচালান প্রতিরোধকারী সংস্থা হিসেবে দেশের সীমান্ত এলাকাসমূহে কাজ করছে তাদের সকলকেই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সংযুক্ত কমান্ডের অধীনে আনা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুল মান্নান এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। উচ্চ পর্যায়ের এই বৈঠকে একটি সমন্বয় পরিষদ বা কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিলও গঠন করা হয়। উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর সাম্প্রতিক নির্দেশের আলোকে সীমান্তে চোরাচালান বিরোধী ব্যবস্থাদি গ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।*[১২৫]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'Co-ordination Council for anti-smuggling Operation ॥ All agencies Placed under Army.'[১২৬] সংবাদ-এ খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : 'স্থলবাহিনীর হাতে সর্বময় অধিনায়কত্ব ॥ চোরাচালান দমনে সেনারা যেকোন পন্থা নিতে পারবে'।[১২৭] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'চোরাচালান রোধে সামরিক বাহিনীর সর্বময় ক্ষমতা'।[১২৮]

সীমান্তে সামরিক বাহিনী মোতায়েনের তিন সপ্তাহ পর বার্তা সংস্থা বিপিআই এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দাবী করেন চোরাচালান বিরোধী অভিযান সফল হয়েছে। ১৯৭২ সালের ২৯ অক্টোবর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'সীমান্তে চোরাচালান বিরোধী অভিযান সফল হয়েছে : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ॥ সাড়ে ছয় হাজার চোরাচালানী আটক'।[১২৯]

পরে দুস্কৃতকারী নির্মূল, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারসহ আইন-শৃঙ্খলার অবনতি রোধে সর্বাত্মক অভিযানে বেসামরিক প্রশাসনকে সাহায্য করার জন্য সামরিক বাহিনী নিয়োগ করা হয়। ১৯৭৪ সালের ২৫ এপ্রিল সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস, বিপিআই ও এনা পরিবেশিত এই খবর তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব লাভ করে দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

অবজারভারে। উভয় পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে ব্যানার আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় শিরোনাম ছিল : 'সর্বাত্মক অভিযানে বেসামরিক প্রশাসনকে সাহায্যে সেনাবাহিনী নিয়োগ'। এতে বলা হয় :

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সহায়তার উদ্দেশ্যে দেশের সশস্ত্র বাহিনীকে অনতিবিলম্বে সর্বাত্মক অভিযান শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন। গত রাতে (বুধবার) এক সরকারী ঘোষণায় বলা হয় : চোরাকারবারী, অসাধু ব্যবসায়ী, সমাজবিরোধী ও অন্তর্ঘাতী চক্র এবং অননুমোদিত অস্ত্রের রক্ষকদের বিরুদ্ধে দেশের সর্বত্র সর্বাত্মক অভিযান পরিচালনায় বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে অনতিবিলম্বে অগ্রসর হওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি নির্দেশ জারি করেছেন।[১৩০]

বাংলাদেশ অবজারভারে এই খবরটির শিরোনাম ছিল : 'Operation against smugglers, hoarders, illegal arms possessors ॥ Armed forces to aid civil authorities ॥ Strike, lockout, demonstration, procession suspended.'.[১৩১] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, সমাজবিরোধী দমন, চোরাচালান, মজুতদারী ও কালোবাজারী বন্ধের জন্য বেসামরিক প্রশাসনের সাহায্যার্থে সারাদেশে সশস্ত্র বাহিনী নিয়োগ'।[১৩২] সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'সর্বাত্মক অভিযান : সারাদেশে সশস্ত্র বাহিনী নিয়োগ'।[১৩৩]

দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার লক্ষ্যে 'লালবাহিনী' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গড়ে উঠে। ১৯৭২ সালের ৫ জুন ঢাকায় পল্টন ময়দানে এই বাহিনী কুচকাওয়াজ করে। পরদিন ৬ জুন এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয় : লালবাহিনীর প্রধান আবদুল মান্নান কুচকাওয়াজ শেষে ঘোষণা করেছেন যে লালবাহিনী ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের চার মূলনীতির ভিত্তিতে দেশে শুদ্ধি অভিযান পরিচালনা করবে। ১৯৭২ সালের ৭ জুন সোহরাওয়ার্দী ময়দানে অনুষ্ঠিতব্য জনসভায় তারা এই অভিযান শুরুর ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুমতি প্রত্যাশা করছেন। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'বঙ্গবন্ধুর হুকুম নিয়ে ৭ই জুনের পর লালবাহিনী শুদ্ধি অভিযান চালাবে : মান্নান'।[১৩৪]

কিন্তু ১৯৭২ সালের ৭ জুন ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'লালবাহিনীকে' কোনো ধরনের 'শুদ্ধি অভিযান' চালানোর অনুমতি দেননি। বরং তিনি 'লালবাহিনী'কে আরও বেশি পরিশ্রম করে কলকারখানায় উৎপাদন বাড়িয়ে নজির স্থাপনের নির্দেশ দেন। ৮ জুন সংবাদ-এ খবরটি আলাদা আইটেম হিসেবে শেষ পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে পরিবেশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'লালবাহিনীর প্রতি বঙ্গবন্ধু ॥ ১০ ঘণ্টা খাটুন : উৎপাদন বাড়ান'।[১৩৫]

সম্পাদকীয় :

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এবং অবনতিশীল অবস্থা থেকে উত্তরণে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে বেশকিছু সংখ্যক সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। নিয়মিত কলামেও বিষয়টি স্থান পায়।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে করণীয় সম্পর্কে নানা পরামর্শ দিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় সবচেয়ে বেশি। ১৯৭২ সালের ২ জানুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাক এ ধরনের এক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। 'আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার আহ্বান' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির পূর্ণ স্বাভাবিকীকরণ অনেকাংশেই নির্ভর করে সরকারী কর্তৃত্ব সব পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে জাতীয় দেশ রক্ষাবাহিনী গঠন, শহর ও গ্রামাঞ্চলে গণমুখী পুলিশ বাহিনী নিয়োগ এবং সৎ, কর্মনিষ্ঠ, দেশপ্রেমিক ও যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা আইন, বিচার ও প্রশাসন ব্যবস্থাকে পরিচালনার সঠিক কর্মোদ্যোগ অবশ্যই গ্রহণ করা দরকার।[১৩৬]

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে করণীয় সম্পর্কে ১৯৭২ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক। 'বঙ্গবন্ধুর হুঁশিয়ারী' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

লুটেরা ও গুন্ডা-পান্ডাদের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর হুঁশিয়ারি, দুস্কৃতকারী নির্মূল অভিযান ও পুলিশের সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধির বাস্তবমুখী কার্যক্রম একথাই প্রমাণ করিতেছে যে, বিপ্লবী সরকার সমাজ হইতে দুস্কৃতকারীদের উৎখাত করিতে বদ্ধপরিকর। সঙ্গে সঙ্গে এই সত্যকেও স্বীকার করিতে হইবে যে, স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারকে সহযোগিতা প্রদানের দায়িত্ব জনসাধারণেরও কম নয়।[১৩৭]

দৈনিক ইত্তেফাক ১৯৭২ সালের ২ জানুয়ারি প্রকাশিত 'আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার আহ্বান' শীর্ষক সম্পাদকীয়র ধারাবাহিকতায় ১৯৭২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। 'পুলিশে খবর দিন' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

পুলিশ বিভাগ সম্বন্ধে আমরা আমাদের পূর্বোক্ত অভিমতেরই পুনরুক্তি করিতেছি। বর্তমানে পুলিশ বিভাগে প্রয়োজনানুগ সংখ্যক লোক না থাকিতে পারে, হয়তো বা তাহাদের সাজ-সরঞ্জাম এবং অস্ত্রপাতির অভাব রহিয়াছে– কিন্তু তবু পুলিশ বিভাগের ইতস্তত বোধ করার কিছু নাই এইজন্য যে পুলিশের প্রকৃত শক্তি শুধু অস্ত্র ও সংখ্যার মধ্যে নিহীত নয়। রাষ্ট্রীয় শক্তি এবং জনসাধারণের সমর্থনই পুলিশ বিভাগের প্রকৃত শক্তি।[১৩৮]

Dhaka University Institutional Repository

তবে এক বছর পর ১৯৭৩ সালের ১৪ জানুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাক এক সম্পাদকীয়তে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য পুলিশ বাহিনীকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। 'পুলিশের দায়িত্ব' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

> *পুলিশ বিভাগের দায়িত্বকে বস্তুত খাটো করিয়া দেখার কোন উপায় নাই বলিয়াই দায়িত্ব পালনে পুলিশের কার্যকর ভূমিকার যথার্থতা যাচাই করার প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। পুলিশ বিভাগ দায়িত্বে সর্বাত্মক কুশলতার পরিচয় দিতে আগাইয়া আসুক, ইহাই একান্তভাবে কাম্য।*[১৩৯]

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের কাজের ব্যাপারে পুলিশ বাহিনীকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে তাদের কাজের স্বীকৃতির জন্য সাহসিকতা পুরস্কার ঘোষণা করে সরকার। ১৯৭৩ সালের ১৯ আগস্ট এই পুরস্কার ঘোষণার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সরকারের এই উদ্যোগের প্রশংসা করে ১৯৭৩ সালের ২০ আগস্ট দৈনিক ইত্তেফাক একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। 'পুলিশের ভূমিকা' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> *পার্থিব কোন কিছু দিয়া বস্তুত দেশ প্রেমের বদলা বা পুরস্কার দেয়া যায় না। পুলিশ সাহসিকতার ওই পুরস্কার আসলে জাতির কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধারই প্রতীক মাত্র। দেশের স্বার্থরক্ষার কাজে নিবেদিতপ্রাণ ও কর্তব্যপরায়ণ কর্মীর প্রতি ইহা জাতির স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতির প্রতিফলন। সাহসিকতার এই পুরস্কার ঘোষণার ফলে পুলিশ কর্মীরা স্ব স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে আরো উদ্দীপিত, আরো উজ্জীবিত হইবেন ইহা আশা করা যায়।*[১৪০]

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে করণীয় সম্পর্কে সংবাদ একটি উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৭৩ সালের ২০ আগস্ট। 'দর্শক' ছদ্মনামে লেখা এই উপ-সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল : 'শুধু সৈন্য-পুলিশ দিয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা যাবে কি?' এই উপ-সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> *সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে সৃষ্টি করা যায় রাজনৈতিক প্রতিরোধ। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত সরকারী বাহিনীগুলোর সাথে গড়ে তোলা যায় জনগণের সহযোগিতার সেতু। সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে। এখনো যদি সরকার বা সরকারী দলের নেতৃত্ব এসব কাজের কথা না ভাবেন তাহলে ভাববেন আর কবে?*[১৪১]

আইন-শৃঙ্খলার অবনতি রোধে সরকারের ব্যর্থতার বিষয়েও সম্পাদকীয়-উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হতে দেখা যায়। ১৯৭২ সালের ১ ডিসেম্বর সংবাদ এ প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। 'আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারের ব্যর্থতা' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

> *আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার পুরো দায়িত্ব সরকারের। এ দায়িত্ব পালনে সরকার চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। সরকার যদি অবিলম্বে এই ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠতে না পারেন, তাহলে জনসাধারণ উপায়ান্তর না দেখে আইন-শৃঙ্খলা নিজেদের হাতে তুলে নিতে বাধ্য হবেন।*[১৪২]

এই প্রসঙ্গে দৈনিক বাংলায় ১৯৭২ সালের ২৯ ডিসেম্বর একটি উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। 'অনিকেত' ছদ্মনামে লেখা এই উপ-সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল: 'স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে একটি আবেদন : সাংবাদিক সম্মেলন ডাকুন'। এই উপ-সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> *নির্বাচন আসছে। দেশে গোলযোগ বাড়বে। আজ যারা এই পর্যায়েই শান্তিরক্ষার কোন ব্যবস্থাই করতে পারছে না তাদের কল্যাণে যে আগামী কয়েক মাসে রামের পরিবর্তে রহিমের এবং যদুর পরিবর্তে মধুরা গুলি খাবেন না বা গ্রেফতার হবেন না তার নিশ্চয়তা কোথায়?*[১৪৩]

১৯৭২ সালের ৭ জুন ঢাকায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক জনসভায় ভাষণদানকালে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আইন-শৃঙ্খলার অবনতি রোধে সরকারী তৎপরতার অংশ হিসেবে দুস্কৃতকারী বিরোধী বিশেষ অভিযান চালানোর ঘোষণা দেন। এই ঘোষণায় পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে বেআইনী কার্যকলাপ থেকে বিরত হওয়ার জন্য দুস্কৃতকারীদের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়। পরদিন ১৯৭২ সালের ৮ জুন সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণকে স্বাগত জানিয়ে ৮ জুন দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। 'বঙ্গবন্ধুর ডাক' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> *একদা বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী আহবানে সাড়া দিয়া যাঁহারা এদেশকে শত্রুমুক্ত করিয়াছেন, তাহারা বঙ্গবন্ধুর এই পুনর্গঠন ও দেশোন্নয়নের ডাকেও যথারীতি সাড়া দিবেন এবং বিধ্বস্ত বাংলাকে সোনার বাংলা হিসাবে গড়িয়া তুলিতে আগাইয়া আসিবেন, এই বিশ্বাসই আমরা পোষণ করিতেছি।*[১৪৪]

পরদিন ১৯৭২ সালের ৯ জুন সংবাদও এই বিষয়ে অনুরূপ এক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'বঙ্গবন্ধুর ভাষণ'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

> *যুদ্ধ বিধ্বস্ত অর্থনীতি ও মানুষের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে যারা মজুতদারী মুনাফাখোরীর ন্যায় ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হয়েছে এবং জনজীবনে চরম দুর্দশা, বিশৃঙ্খলা ও হতাশা সৃষ্টি করছে তাদেরকে দেশদ্রোহী হিসাবে গণ্য করা উচিত। তাদেরকে শাস্তি দেয়া হোক এটা দল মত নির্বিশেষে সমগ্র জনগণের দাবী। এ ব্যাপারে দেশবাসী সরকারকে সব রকমের সাহায্য-সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত।*[১৪৫]

ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭২ সালের ২২ জুন দুস্কৃতকারী নির্মূল অভিযান শুরু হয়। দুস্কৃতকারী নির্মূল অভিযান সম্পর্কে দৈনিক বাংলায় একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ২২ জুন। 'সময় ফুরিয়ে গেছে : আজ ২২ শে জুন' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে আরো বলা হয় :

> *আজ ২২ শে জুন। পনের দিনের মেয়াদ কেটে ষোড়শ দিবসের শুরু। মানুষ আশা করে সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে অসাধু ব্যবসায়ী ও চোরাচালানী, মওজুতদার, হাইজ্যাকার তাদের লোভাতুর বাসনাকে কিছুটা হলেও সংযত করবেন। তারা অন্তত ঠেকে হলেও শিখবেন যে কান টানলে মাথা আসবে। কানটিকে বাদ দিয়ে কানকাটা হয়ে থাকার কৌশল আজ আর কাজে আসবে না। আমরা সরকারের কাছে দাবী করবো শুধুমাত্র কান নয়, কানসহ মাথাটির অধিকারীকে চরম শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা করা হোক।*[১৪৬]

Dhaka University Institutional Repository

এই সম্পাদকীয় প্রকাশের দু'দিন পর দৈনিক বাংলা ১৯৭২ সালের ২৪ জুন এই বিষয়ে আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। 'অভিযান শুরু হয়েছে' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

দুদিনের অভিজ্ঞতায় আমরা বুঝতে পেরেছি সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠবে না। আমরা এও জানি যে, সরকার সেজন্য প্রস্তুত। তাই আমাদের দাবী, এই রাঘব-বোয়ালদের পিতা, পিতামহ আর প্রপিতামহদের ঠিকুজি নিয়ে ব্যাপক অভিযান চালানো হোক।[৪৭]

একইদিন ১৯৭২ সালের ২৪ জুন দৈনিক ইত্তেফাকও এই বিষয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এই সম্পাদকীয়তে এই বিষয়ে দৈনিক বাংলার সম্পাদকীয়র প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। 'জনগণের সহযোগিতা' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে আরো বলা হয়:

গত বৃহস্পতিবার বিকাল ৪ ঘটিকার পর রাজধানী ঢাকার অনেক গুরুত্বপূর্ণ বসতি ও বাণিজ্যকেন্দ্রে পুলিশ, রক্ষীবাহিনী, আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবী ও লালবাহিনীসহ নানা স্তরের জনগণকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাজবিরোধীদের উচ্ছেদ করে সক্রিয় তৎপরতায় অংশগ্রহণ করিতে দেখা যায়। আড়তদার, মওজুদদার, অতি মুনাফালোভী ব্যবসায়ী, গাড়ী হাইজ্যাকার, সম্পত্তি ও বাড়ীর অবৈধ দখলদার, চোর, খুনী প্রভৃতি দুর্বৃত্ত ও দুস্কৃতকারীর উচ্ছেদ অভিযানে সমাজের সকল শ্রেণীর জনগণ এইবার যে স্বতঃস্ফূর্ত ও সহযোগিতামূলক মনোভাব লইয়া আগাইয়া আসিয়াছেন তাহা এক কথায় অভূতপূর্ব।[৪৮]

দুস্কৃতকারী নির্মূল অভিযানের অংশ হিসেবে চোরাই পণ্য ও কালোবাজারীর দ্রব্যাদি উদ্ধারের জন্য ১৯৭২ সালের ২৫ জুন থেকে এলাকাভিত্তিক কারফিউ দিয়ে বাড়ি বাড়ি তল্লাশী চালানো হয়। ২৬ জুন এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই তল্লাশী তৎপরতা নিয়েও বেশক'টি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হতে দেখা যায়। ১৯৭২ সালের ২৭ জুন এই বিষয়ে এক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। 'কার্ফ্যু তল্লাশী আর সাধারণ মানুষ' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

আমরা মনে করি এই নির্দেশ ও তল্লাশীর সাথে সাথে যদি পণ্য আমদানী-রফতানী, বিতরণ ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাহলেই শুধু এই কার্ফ্যু বা তল্লাশীর ফল দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। নইলে পুরান ব্যবস্থারই পুনরাবৃত্তি হবে মাত্র। কারণ শুধুমাত্র তল্লাশী বা কার্ফ্যু নয় সাধারণ মানুষ চায় বাজারে পণ্য আসুক, পণ্যমূল্য হ্রাস পাক।[৪৯]

তল্লাশী অভিযান প্রসঙ্গে সংবাদ দু'টি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। প্রথমটি প্রকাশ করে ১৯৭২ সালের ১ জুলাই এবং দ্বিতীয়টি প্রকাশ করে ১৯৭২ সালের ১৪ জুলাই। 'ফলপ্রসূ তল্লাশী অভিযান' শীর্ষক প্রথম সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

দুস্কৃতকারীদের দমনের সাফল্য বহুলাংশে পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে জনসাধারণের এই বাঞ্ছিত সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল এবং এই সম্পর্ক গড়ে উঠলে তল্লাশী অভিযান চলাকালে ও ভবিষ্যতে দেশের আইন ও শৃঙ্খলার ব্যাপারে দেশবাসী ও সরকার নিশ্চিত হতে পারবেন।[৫০]

'তল্লাশী অভিযানের সাফল্যের নিরিখ' শীর্ষক দ্বিতীয় সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

আমরা মনে করি, তল্লাশী অভিযান মোটামুটি সফল হয়েছে। পুলিশ ও রক্ষীবাহিনী এবং জনসাধারণ নীরবে কাজ করে চলেছে। কারফিউ ইত্যাদি প্রয়োগে কাড়াকাড়ির দিকটাকে সমতাভিত্তিক রাখা হয়েছে। সারাদেশে যে বিপন্ন মনোভাব দেখা দিয়েছিল, সেটা খানিকটা কেটেছে।[৫১]

এই অভিযানের সাফল্য সম্পর্কে সংবাদ-এর সম্পাদকীয় মন্তব্যের বিপরীত সুর প্রতিফলিত হয়েছে দৈনিক বাংলায় ১৯৭২ সালের ১৯ জুলাই প্রকাশিত এ সম্পর্কিত দ্বিতীয় সম্পাদকীয়তে। 'গণ-দুশমনদের বিরুদ্ধে অভিযান' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

গণদুশমনদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পর্যায়ে অভিযান পরিচালনা অপরিহার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রথম পর্যায়ের অভিযানে অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকেই এবারের ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করতে হবে। রুই-কাতলার দল যাতে আর জাল ছিড়তে না পারে তা করতে হবে সুনিশ্চিত।[৫২]

চোরাচালান রোধ করার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ৫ অক্টোবর দেশের সীমান্ত এলাকাগুলোতে সেনাবাহিনী নিয়োগ করে সরকার। পরদিন ৬ অক্টোবর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ঐ দিনই অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ৬ অক্টোবর দৈনিক বাংলা এই বিষয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। 'চোরাচালানীদের নির্মূল করার নির্দেশ' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

চোরাচালানীরা জাতির জঘন্যতম শত্রু। এদের জন্য কোনো ক্ষমা নেই। বঙ্গবন্ধু এদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা আশাকরি কর্তব্যরত বাহিনী আড্ডা খুঁজে বের করে দুস্কৃতকারীদের পাকড়াও করবেন। দ্রুত বিচার করে আদর্শ শাস্তি দেয়া হলেই এরা আর মাথা তোলার সাহস পাবে না।[৫৩]

দৈনিক ইত্তেফাকও দেশের সীমান্ত এলাকায় সামরিক বাহিনী নিয়োগ প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৭২ সালের ৭ অক্টোবর। 'সীমান্তে নৌ ও সেনাবাহিনী' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

চোরাচালান যদি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা যায়, তারা হইলে উহার শুভ প্রতিক্রিয়া জীবন ধারনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিসপত্রের ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হইতে বাধ্য। তাই সরকার যে উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন, উহাকে সফল করিয়া তোলার জন্য জনসাধারণেরও আগাইয়া আসা প্রয়োজন।[৫৪]

চোরাচালান রোধে সীমান্তে সামরিক বাহিনী নিয়োগ সম্পর্কে এক মাসের ব্যবধানে দু'টি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ। সম্পাদকীয় দু'টিতে সামরিক বাহিনী নিয়োগ সম্পর্কে কিছুটা বিপরীত মন্তব্য প্রকাশিত হয়। প্রথম সম্পাদকীয়টি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১ নভেম্বর। শিরোনাম ছিল: 'চোরাচালান বন্ধের উপায়'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, শুধু সীমান্ত পাহারা দিয়ে চোরাচালান বন্ধ করা যায় না। সীমান্তে কড়াকড়ি বৃদ্ধি সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে সুফলপ্রদ। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা হলো অর্থনৈতিক ভারসাম্য, স্বাভাবিক বাণিজ্য সম্পর্কের বিকাশ প্রভৃতির মাধ্যমে চাহিদা ও সরবরাহের সামঞ্জস্য বিধান। এছাড়া চোরাচালানের সমস্যার কোন সমাধান নেই।[৫৫]

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে ১৯৭২ সালের ৩০ নভেম্বর 'সীমান্তে সেনাবাহিনী থাকা দরকার' শীর্ষক দ্বিতীয় সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

চোরাচালানকে কেন্দ্র করে দুদেশের জনমনে যেন তিক্ততা সৃষ্টি হতে না পারে এবং চোরাচালান আংশিক হলেও দমনের ফলে দ্রব্যমূল্যে যে কমতি ভাবটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা যেন ব্যর্থ হয়ে না যায় সেজন্যেই অবস্থাটা পুরোপুরি আয়ত্তে আনার তাগিদে সীমান্ত থেকে এই মুহূর্তেই সৈন্যবাহিনী ফিরিয়ে আনা ঠিক হবে না।[৫৬]

আইন-শৃঙ্খলার অবনতি রোধে সরকার 'জাতীয় রক্ষীবাহিনী' গঠন করে। ১৯৭২ সালের ৮ মার্চ রক্ষীবাহিনী গঠন সংক্রান্ত আদেশ জারি হয়। পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে রক্ষীবাহিনী গঠন ও প্রশিক্ষণ শেষে তাদের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নামানো হয়। ১৯৭২ সালের ২৩ জুন থেকে দুস্কৃতকারী নির্মূলে বিশেষ অভিযানে পুলিশ ও রক্ষীবাহিনী যৌথভাবে অংশগ্রহণ করে। ১৯৭২ সালের ১৮ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে জানানো হয়: দুস্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর জন্য রক্ষীবাহিনী গ্রামে যাচ্ছে। এই খবর প্রকাশের পরদিন ১৯ ডিসেম্বর এই প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। 'রক্ষীবাহিনী দায়িত্ব নিয়েছে' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

রক্ষীবাহিনী অসাধারণ নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করবে এ আস্থা আমরা রাখছি। দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের যে পবিত্র দায়িত্ব বঙ্গবন্ধু তাদের দিয়েছেন, আমরা আশা করি অক্ষরে অক্ষরে তাকে কার্যকর করে আপন যোগ্যতার স্বাক্ষর তারা রাখবে।[৫৭]

তবে রক্ষীবাহিনীর অভিযান চলাকালে স্থানীয় জনসাধারণ হয়রানীর শিকার হয়েছেন এমন অভিযোগও খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৭৩ সালের ২৭ জুলাই সংবাদ-এ এই ধরনের একটি খবর প্রকাশের পরদিন ২৮ জুলাই একটি সম্পাদকীয়ও প্রকাশ করে সংবাদ। 'তদন্ত আবশ্যক' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

আমরা মনে করি রক্ষীবাহিনীর সুনাম এবং জনমনে তাদের সম্পর্কে আস্থা বজায় রাখার স্বার্থেই নওগাঁর সমগ্র ঘটনা সম্পর্কে উচ্চ পর্যায়ে তদন্ত হওয়া দরকার এবং রক্ষীবাহিনীর কোন সদস্যের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া দরকার। এর মধ্য দিয়ে সরকারের সদিচ্ছাও প্রমাণিত হবে বা জনমনে আস্থা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে অপরিহার্য।[৫৮]

আইন-শৃঙ্খলার অবনতি রোধে রক্ষীবাহিনীকে আরও সক্রিয় করার লক্ষ্যে সরকার নতুন আইন প্রণয়ন করে রক্ষীবাহিনীর ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ১৯৭৪ সালের ২৮ জানুয়ারি জাতীয় সংসদে পাশ হওয়া এই আইন অনুযায়ী রক্ষীবাহিনীকে কোনো গ্রেফতারী পরোয়ানা ছাড়াই সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, স্থান, যানবাহন তল্লাশী কিংবা সিজ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ১৯৭৪ সালের ২৯ জানুয়ারি সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। ১৯৭৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি এই সম্পর্কে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ। 'রক্ষীবাহিনীকে প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা সম্পর্কে' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

বিশেষ অধিকার দেওয়াতে যে আইন-শৃংখলার সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এটা নিশ্চিত সরকার দাবী করবেন না। তবে এদিক দিয়ে সরকারের নীতি-নির্ধারকদের এবং রক্ষীবাহিনীর স্বয়ং যেমন সতর্ক থাকা বিশেষ দায়িত্ব, তেমনি যাঁরা এর মধ্যে সুফল আশা করছেন না তাদেরও বিষয়টিকে নিয়ে এর পটভূমিতে বিবেচনা করাও বিশেষ দায়িত্ব।[৫৯]

সরকার বেআইনী অস্ত্র উদ্ধারের জন্য একটি বিশেষ অভিযান শুরু করে ১৯৭৩ সালের ২১ মার্চ থেকে। এর আগে এক ঘোষণার মাধ্যমে ১৯৭৩ সালের ২০ মার্চের মধ্যে সকল অবৈধ অস্ত্র জমাদানের সুযোগ দেয়া হয়। তবে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, বেআইনী অস্ত্র উদ্ধারে এই বিশেষ অভিযান পরিচালনার সরকারী সিদ্ধান্তের ১৩ মাস আগেই এক সম্পাদকীয়তে সংবাদ অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের অভিযান চালানোর পরামর্শ দিয়েছিল। ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি সংবাদ এ সম্পর্কিত সম্পাদকীয়টি প্রকাশ করেছিল। শিরোনাম ছিল : 'শান্তি-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে কয়েকটি ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা শিবিরে হানা দিয়ে পুলিশ বহু অস্ত্রশস্ত্র আটক করেছে বলে জানা গেছে। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র সমর্পণ করলেও দুস্কৃতকারীদের হাতে এখনও অস্ত্র রয়ে গেছে। এগুলো উদ্ধারের ব্যবস্থা না করা হলে জনজীবনে শান্তি আসতে পারে না।[৬০]

অস্ত্র উদ্ধারের ব্যাপারে সংবাদ-এর এই পরামর্শ দানের ১৩ মাস পর অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের একটি উদ্যোগ নেয়া হয়। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৭৩ সালের ১১ মার্চ থেকে ১০ দিনের সময় বেঁধে দিয়ে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বে-আইনী অস্ত্র জমা দেয়ার সুযোগ দেয়া হয়। সরকারের এই ঘোষণা ১৯৭৩ সালের ১১ মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। পরদিন ১২ মার্চ দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভার এই বিষয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল: 'বে-আইনী অস্ত্র উদ্ধারের উদ্যোগ'। এতে বলা হয় :

সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন সরকার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন, সমাজ দেহ থেকে অনাচার, দুর্নীতি ও আইন বিরোধী কার্যকলাপের শিকড় উপড়ে ফেলার কর্মপন্থা নেবেন, সাধারণ মানুষ তাই আশা করছেন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে বিপুলসংখ্যক ভোট দিয়ে জনগণ শান্তি ও শৃঙ্খলার পক্ষে তাদের রায় ঘোষণা করেছেন।[৬১]

দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল : 'অবৈধ অস্ত্র সমর্পণ'। সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

বঙ্গবন্ধু অবৈধ অস্ত্র জমা দেওয়ার যে শেষ সুযোগ বর্তমানে অবারিত করিয়াছেন, অবৈধ অস্ত্রধারীদের একটা বড় অংশ সেই সুযোগ গ্রহণ করিবে, ইহা আশা করা একেবারেই ভুল হইবে না। কিন্তু প্রতীয়মান হয়, অবৈধ অস্ত্রধারীদের একটা অংশ 'ধর্মের' কাহিনী শুনিবে না। তেমন আশা করার কোন কারণ নাই। তেমন অবস্থায় সেনাবাহিনী, পুলিশ, রক্ষীবাহিনী এবং অন্যান্য আইনানুগ এজেন্সীকে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে আরও ব্যাপকতর কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।[৬২]

Dhaka University Institutional Repository

অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার বিষয়ে বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল : 'Recovery of Illegal Arms'. এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> *In the context of the situation as it obtains this may be taken as an undeservedly lenient view, for 'another opportunity' is a period of grace to criminals which, we hope, will not amount to jeopardising peace and social security. But this must definitely and literally be the last opportunity after which there must be no mercy for the miscreants who dare not heed the warning.*[১৬৩]

পরদিন ১৯৭৩ সালের ১৩ মার্চ সংবাদও এই প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এর শিরোনাম ছিল : 'অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের সমস্যা'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> *এই নির্দেশ যদি দল মত নির্বিশেষে সকলের ব্যাপারেই সমানভাবে প্রযোজ্য না হয় তাহলে কিছু অস্ত্র হয়ত উদ্ধার করা হবে, থানায় থানায় জমা পড়বে, কিন্তু অস্ত্রের সন্ত্রাস থেকে আমরা কিছুতেই সম্পূর্ণ মুক্ত হব না।*[১৬৪]

দৈনিক ইত্তেফাকও অবৈধ অস্ত্র জমার সুযোগ দেয়ার পর ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযান শুরুর প্রাক্কালে ১৯৭৩ সালের ১৫ মার্চ এ প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। 'বেআইনী অস্ত্রের বিভীষিকা' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে :

> *আমাদের মতে, এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ অভিযানকে সর্বাংশে সফল করিতে হইলে ইহাকে সর্বপ্রকার চাপ, প্রভাব, পক্ষপাতিত্ব ও রাজনৈতিক রঙ লাগার সম্ভাবনা হইতে মুক্ত রাখিতে হবে। 'হাই পাওয়ার্ড বডি'র উপরই ইহার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে অর্পিত হউক। সরকারের কাছে দায়িত্বশীল তো তাঁহারা থাকিবেই।*[১৬৫]

১৯৭৩ সালের ২০ মার্চ বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার অভিযান শুরুর আগের দিন সংবাদ অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার প্রসঙ্গে আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সংবাদ-এর এই সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৭৩ সালের ১৫ মার্চ প্রকাশিত সম্পাদকীয় মন্তব্যের অনুরূপ মন্তব্য প্রতিফলিত হয়। 'অস্ত্র উদ্ধার অভিযানকে সফল করতে হলে' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> *আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি অস্ত্র উদ্ধার অভিযানকে সফল করতে হলে দল মত নির্বিশেষে সকলের প্রতি কঠোর ও অপক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে এবং গোটা ব্যাপারটাকে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবের বাইরে রাখতে হবে। তা না হলে গত বছরের শোচনীয় ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি ঘটবে মাত্র।*[১৬৬]

অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযান শুরুর দিন ১৯৭৩ সালের ২১ মার্চ বাংলাদেশ অবজারভার একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে এই বিষয়ে। 'The Deadline Expires' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> *It must, however, be borne in mind that the success of this campaign depends very largely on the people's co-operation as much as a patient's co-operation is essential to medical treatment for his care.*[১৬৭]

দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও বিশৃঙ্খলা রোধের লক্ষ্যে 'লালবাহিনী' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গড়ে উঠে। এই বাহিনী ১৯৭২ সালের ৫ জুন ঢাকার পল্টন ময়দানে কুচকাওয়াজ করে। এই অনুষ্ঠানে লালবাহিনীর প্রধান ও জাতীয় শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান ঘোষণা করেন লালবাহিনী আওয়ামী লীগ সরকারের চার মূলনীতির ভিত্তিতে দেশে শুদ্ধি অভিযান পরিচালনা করবে। এ ব্যাপারে তারা প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি চাইবেন। পরদিন ৬ জুন এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ঐ দিনই অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ৬ জুন সংবাদ এ বিষয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। 'অপ্রসঙ্গত প্রস্তাব' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> *দেশ ও সমাজ জীবন থেকে দুর্নীতির কলুস কালিমা দূর হোক, বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা দূর হোক– এটা প্রতিটি দেশবাসীর আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা। কালক্ষয় না করে সরকার এ ব্যাপারে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করুন এটাও সমগ্র দেশবাসীর দাবী। কিন্তু এসব বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ বা শাস্তি প্রদানের একচ্ছত্র অধিকার লালবাহিনীর হাতে তুলে দেয়ার দাবীকে কোনক্রমেই সমর্থন করা যায় না।*[১৬৮]

১৯৭২ সালের ৭ জুন ঢাকায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'লালবাহিনী'র এই শুদ্ধি অভিযান চালানোর দাবীকে নাকচ করে দেন। বঙ্গবন্ধু 'লালবাহিনী'কে আরও বেশি পরিশ্রম করে কলকারখানায় উৎপাদন বাড়িয়ে নজীর স্থাপনের নির্দেশ দেন। ৮ জুন সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ ১৯৭২ সালের ৯ জুন। 'বঙ্গবন্ধুর ভাষণ' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> *প্রধানমন্ত্রী লালবাহিনীর সদস্যদের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ আবেদন জানিয়েছেন, তিনি বলেছেন। লালবাহিনীর সদস্যদেরকে অন্য শ্রমিকদের চেয়েও বেশী কাজ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। আমরাও আশা করি লালবাহিনী এর তাৎপর্য উপলব্ধি করে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ করবেন।*[১৬৯]

রাজধানী ঢাকার অপরাধ প্রবণতা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বেশক'টি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে। ১৯৭২ সালের ২২ সেপ্টেম্বর সংবাদ-এ এই বিষয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'নাগরিক জীবনে নিরাপত্তাবোধ ফিরিয়ে আনতে হবে'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> *দুর্বৃত্তদলকে খুঁজে বের করে শাস্তি প্রদানে পুলিশী ব্যর্থতায় জনমনে প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে অনাস্থা এবং সামাজিক নিরাপত্তার অভাববোধ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ দুস্কৃতকারীদের দমনে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটতে বাধ্য।*[১৭০]

১৯৭২ সালের ২৫ অক্টোবর এই বিষয়ে আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ। শিরোনাম ছিল: 'সরকার নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বিগ্ন, নিদ্রামগ্ন'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

Dhaka University Institutional Repository

কর্তব্য বিস্মৃত হলে বা তা পালনে ব্যর্থ হলে কোন সরকারই জনসাধারণের আস্থা ও আনুগত্য দাবী করতে পারেন না। তাছাড়া অরাজকতা এবং ব্যাপক সন্ত্রাস চলতে থাকলে দেশের ভবিষ্যত অন্ধকারাচ্ছন্ন হতে বাধ্য। কাজেই এই অরাজকতা দমনের জন্য সরকারকে ব্যাপকতম এবং কঠোরতম ব্যবস্থা নিতে হবে। কোন অজুহাতেই আর এই ভয়াবহ সমস্যাটিকে এড়ানো চলে না।[৭১]

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় ব্যাংক লুটের ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সংবাদপত্রে প্রায়ই ব্যাংক লুটের ঘটনা প্রকাশিত হতে দেখা যায়। এই বিষয়ে বেশক'টি সম্পাদকীয়ও প্রকাশিত হয়েছে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রগুলোতে। ১৯৭২ সালের ১৫ ডিসেম্বর সংবাদ এই বিষয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'চুরি ডাকাতি খুন-খারাবি চলছে, চলবে?' এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

শহরে যেন ব্যাংক ডাকাতির হিড়িক চলছে। কোন দিন পায়ে হেঁটে, কোনদিন আবার গাড়ী চেপে ডাকাতরা এসে নির্বিবাদে একটির উপর একটি ব্যাংকের টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পাই পয়সাও বাদ পড়ছে না। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দায়ী কর্তৃপক্ষ যেন নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছেন। তাঁরা পিঠে বেঁধেছেন কুলো, কানে দিয়েছেন তুলো।[৭২]

১৯৭৩ সালের ১৬ আগস্ট সংবাদ আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে এই বিষয়ে। শিরোনাম ছিল: 'অবিলম্বে ডাকাতি রোধ করতে হলে'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

সরকারী প্রশাসন যন্ত্র সমস্ত রকম ব্যবস্থাপনা থেকে জনসাধারণকে দূরে রাখার যে ধারা আঁকড়ে রয়েছে তাতে ব্যাংক ডাকাতির মতো দিবালোকে ঘটিত হামলা প্রতিরোধেও জনসাধারণকে সংগঠিতভাবে পাওয়া সম্ভব হয় না। সুতরাং ব্যাংক ডাকাতি রোধের জন্য প্রয়োজনীয় সঠিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে সরকারকে ডাকাতি রোধের সার্বিক গণসহযোগিতা আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণ করতে হবে।[৭৩]

ব্যাংক লুট সম্পর্কে ১৯৭৪ সালের ৮ জুলাই জাতীয় সংসদে একটি বিবৃতি প্রদান করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এই বিবৃতিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান : মোট ৭৯টি ব্যাংক লুট হয়েছে এবং ৬৬ লাখ ৪১ হাজার ২১৭ টাকা ২৪ পয়সা খোয়া গেছে। এই খবর প্রকাশের পর ১৯৭৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর এই বিষয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ। সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল : 'দেশবাসী জানতে চায়'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

ব্যাংক লুট করার দুঃসাহস যাদের তারা সাধারণ পর্যায়ের অপরাধী যে হতে পারে না তা পুলিশ বিভাগের ভাল করেই জানার কথা। এ জন্য যে সুচতুর চক্রান্ত, সুনিপুণ কাজ ও কোমড়ের জোর দরকার তাও সাধারণ চোর-ছ্যাচোড়দের থাকে না। যে আসামী ধরা পড়েছে তাদের পরিচয়ের সূত্র ধরেও কি ব্যাংক লুটে দক্ষতা অর্জনকারীদের নাগাল ধরা সম্ভব হয়নি। আর হয়ে থাকলে ব্যাংক ডাকাতি এখনো হয় কিভাবে?[৭৪]

স্বাধীনতার পর পর ব্যাংক লুটের মত থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি থেকে অস্ত্র লুটের বেশকিছু সংখ্যক ঘটনা ঘটে এবং এইসব খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি লুট সম্পর্কে দৈনিক ইত্তেফাকের নিয়মিত কলাম 'মঞ্চে নেপথ্যে' আলোচনা করা হয় ১৯৭৩ সালের ১৪ আগস্ট। 'স্পষ্টভাষী' ছদ্মনামে লেখা এই কলামে বলা হয়:

এটা অনস্বীকার্য যে, দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতিই ঘটিতেছে। থানা বা পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ একটা যা তা ব্যাপার নয়, অতি সাংঘাতিক ব্যাপার। এরূপ সাংঘাতিক ঘটনা যখন বাড়িয়া চলে তখন উদ্বিগ্ন না হইয়া পারা যায় না।[৭৫]

দুস্কৃতকারী নির্মূল, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারসহ আইন-শৃঙ্খলার অবনতি রোধে সর্বাত্মক অভিযানে বেসামরিক প্রশাসনকে সাহায্য করার জন্য সামরিক বাহিনী নিয়োগ করা হয় ১৯৭৪ সালের ২৪ এপ্রিল। সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয় ২৫ এপ্রিল। পরদিন ১৯৭৪ সালের ২৬ এপ্রিল এই বিষয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভার। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল : 'চাই দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

কোন অবস্থাতেই কোন বিষয়ে যেন কোনরূপ বাড়াবাড়ি না ঘটে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সদাসতর্ক থাকিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশবাসী শান্তিপ্রিয় এবং দুষ্কর্ম বিরোধী। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের যে মহান উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী তলব করা হইয়াছে সে উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণরূপে সফল হইতে দেখিলেই আমরা খুশী হইব।[৭৬]

সেনাবাহিনী নিয়োগ সম্পর্কে বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল : 'Armed Drive'. এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

It is obviously prompted by the realization of the gravity of the situation by the government a situation created by those unscrupulous elements in society whose design is to thrive on the distress of the people. In fact, the latter had been anxiously looking forward to seeing an end to their sufferings through some such drastic measures adopted by the administration as are warranted by the present situation.[৭৭]

চিঠিপত্র :

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি বিষয়ে বেশকিছু চিঠি প্রকাশিত হয় গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রসমূহের চিঠিপত্র বিভাগে। দেশের নাগরিকদের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে একটি চিঠি প্রকাশিত হয় সংবাদ-এ ১৯৭২ সালের ১১ ডিসেম্বর। চিঠিটি লিখেন ঢাকার সূত্রাপুরের ১৫৪/এ রেবতী মোহন দাস রোড থেকে সমর দাস। 'সরকার কি নাগরিকদের নিরাপত্তার চিন্তা করেন না?' শীর্ষক এই চিঠিতে বলা হয় :

যখন জনজীবন এমনি দুর্বিসহ হইয়া উঠিয়াছে, সর্বত্র যখন ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হইয়াছে, শান্তিপ্রিয় জনতা যখন রাত্রি বেলা নিদ্রা যাইতে পারে না, তখন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করিতেছে। আজ তাই গণমনে সন্দেহ দেখা দিয়াছে, তবে কি এই বিশেষ বাহিনী কোনও উপরওয়ালাদের আশীর্বাদপুষ্ট।[৭৮]

Dhaka University Institutional Repository

চোরাচালান রোধ করার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ৫ অক্টোবর দেশের সীমান্ত এলাকায় সশস্ত্র বাহিনী নিয়োগ করে সরকার। সীমান্তে সশস্ত্র বাহিনীর তৎপরতা প্রসঙ্গে ১৯৭২ সালের ৩০ নভেম্বর প্রকাশিত এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে 'সংবাদ' মন্তব্য করে যে, সীমান্তে সামরিক বাহিনী নিয়োগের ফলে চোরাচালান আংশিক দমন হওয়ায় বাজারে দ্রব্যমূল্য কিছুটা কমেছে। দ্রব্যমূল্য পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ না হওয়া পর্যন্ত সীমান্ত থেকে সশস্ত্র বাহিনী প্রত্যাহার করা উচিত হবে না। সংবাদ-এর এই সম্পাদকীয় মন্তব্যের বিরোধিতা করে ১৯৭২ সালের ১৩ ডিসেম্বর একটি চিঠি প্রকাশিত হয় সংবাদ-এ। এর শিরোনাম ছিল: 'সংবাদের একটি সম্পাদকীয় প্রসঙ্গে'। চিঠিটি লিখেন সিলেটের বিয়ানীবাজার থেকে এম এ মজিদ। এই চিঠিতে বলা হয়:

> *আপনাদের পত্রিকার (৩০শে নভেম্বর ১৯৭২) ২য় সম্পাদকীয় প্রবন্ধ 'সীমান্তে সৈন্য বাহিনী থাকা দরকার' পড়লাম। প্রবন্ধের শিরোনাম থেকেই আপনাদের বক্তব্য বোঝা যাচ্ছে। আপনারা লিখেছেন- সীমান্তে সৈন্য নিয়োগে জিনিসপত্র ও ধানচালের দাম কমেছে। আমি সিলেট জেলার সীমান্ত থানা বিয়ানীবাজারে বাস করি। কিন্তু আমরা দেখছি সীমান্তে সৈন্য নিয়োগ করে জিনিসপত্র বা ধান-চালের দাম একটুও কমেনি। এখন আস্যা যাক সৈন্যদের কথায়। সরকার ঠিক করেছেন সীমান্ত থেকে সৈন্য সরিয়ে আরো বেশী করে বাংলাদেশ রাইফেলস ও বেসামরিক বাহিনী নিয়োগ করবেন। আমার মতে সরকারের সিদ্ধান্তটা ঠিকই হয়েছে। সৈন্যরা বেশীদিন জনসাধারণের ভিতর থাকলে সৈন্যদের ভিতরও রাজনৈতিক দলাদলি ঢুকে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সিভিল ওয়ার হয়ে রাষ্ট্র ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়া বিচিত্র নয়।*[৭৯]

দেশ থেকে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৭৩ সালের ১০ মার্চ এক সরকারী ঘোষণায় ১১ মার্চ থেকে ১০ দিনের সময় বেঁধে দিয়ে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বেআইনী অস্ত্র জমা দেয়ার সুযোগ দেয়া হয়। সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭৩ সালের ২০ মার্চ ছিল অবৈধ অস্ত্র জমা দেয়ার শেষ দিন। ২১ মার্চ থেকে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযান চালানোর ঘোষণা দেয়া হয়। সরকারের অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযানকে স্বাগত জানিয়ে ১৯৭৩ সালের ২২ মার্চ একটি চিঠি প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকে। চিঠি লিখেন ঢাকা থেকে 'জনৈক প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধা' ছদ্মনামের একজন। শিরোনাম ছিল : 'বেআইনী অস্ত্র'। এই চিঠিতে বলা হয় :

> *আমরা পূর্বেও দেখিয়াছি শুধু হুঁশিয়ারি দিয়া দুষ্কৃতকারীদের দমন করা যায় না। কারণ 'চোর না শোনে ধর্মের কাহিনী'। এবারও দেখা গিয়াছে যে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক মেয়াদ নির্ধারিত করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও দুষ্কৃতকারীরা সেই সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করে নাই। সুতরাং উহাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।*[৮০]

অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার প্রসঙ্গে ১৯৭৩ সালের ১৪ এপ্রিল সংবাদ-এ একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। চিঠিটি লিখেন সিলেটের হবিগঞ্জ থানার লস্করপুর থেকে আবিদুল হক চৌধুরী। চিঠির শিরোনাম: 'বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার ও প্রাসঙ্গিক প্রশ্নাদি'। এই চিঠিতে বলা হয় :

> *আইনের অনুশাসনের মাধ্যমে যাহাতে একজন দোষীও নিষ্কৃতি না পায় এবং একজন নিরীহ-নিরপরাধ আইন মান্যকারী ব্যক্তিও যাহাতে অত্যাচারিত এবং হয়রানি না হয় এবং প্রকৃতপক্ষে যাহাতে দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন হয় সেই দিকে বিশেষ সুনজর রাখিতে জনগণের সরকারের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিকট বিনীত আরজ রহিল।*[৮১]

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় ক্রমবর্ধমান ব্যাংক লুটের ঘটনায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেন সংবাদপত্র পাঠকরাও। তেমনি এক উদ্বিগ্ন পাঠকের একটি চিঠি প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৭৩ সালের ২১ জানুয়ারি। চিঠিটি লিখেন ঢাকা থেকে 'জনৈক নাগরিক' ছদ্মনামের এক পাঠক। চিঠির শিরোনাম ছিল: 'ব্যাংক ডাকাতি'। এই চিঠিতে বলা হয় :

> *সম্প্রতি যে হারে ব্যাংক ডাকাতি হইতেছে, তাহাতে জনগণ উদ্বিগ্ন বোধ না করিয়া পারিতেছে না। খোদ রাজধানীতে প্রকাশ্য দিবালোকে দুষ্কৃতকারীরা নির্বিবাদে কি করিয়া এক একটি ব্যাংক সাফ করিয়া নিতে পারে, আমাদের মত সাধারণ মানুষের কাছে তাহা দুর্বোধ্য। এতগুলি ডাকাতির পরও কর্তৃপক্ষ ব্যাংকগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বিশেষভাবে ব্যাংকের কর্মচারীদের নিরাপত্তার প্রশ্ন কর্তৃপক্ষের বিবেচনা করা দরকার। সরকার অন্ততপক্ষে রাজধানীর ব্যাংক ডাকাতি বন্ধ করিতেও এ পর্যন্ত সংঘটিত ডাকাতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের গ্রেফতার করিতে যত্নবান হইবেন ইহাই আমাদের কাম্য।*[৮২]

প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ :

উপরের তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, দেশে স্বাধীনতার পর পরই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। ক্রমশ পরিস্থিতি অবনতিশীল হতে থাকে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিশীলতার প্রেক্ষাপটে ১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়।

১৯৭২-১৯৭৪ সময়ে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। এই বিষয়ে প্রকাশিত সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় নিবন্ধে আইন-শৃঙ্খলা প্রসঙ্গে নানা মন্তব্য ও সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে। নিয়মিত কলামগুলোতেও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা ও মতামতের প্রতিফলন ঘটে। চিঠিপত্র লিখেও আইন-শৃঙ্খলা প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে নানা সুপারিশ তুলে ধরেন পাঠকরা। আইন-শৃঙ্খলা প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে নানা সুপারিশ তুলে ধরেন পাঠকরা। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে লেখা সম্পাদকীয় নিবন্ধের মন্তব্য সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করেও চিঠি লিখেন সংবাদপত্র পাঠকরা।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রকাশিত খবরগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রধানত আট ধরনের খবর প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো হলো :

Dhaka University Institutional Repository

এক. ব্যাংক লুট।

দুই. থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি থেকে অস্ত্র লুট।

তিন. বাজার লুট।

চার. থানা ঘেরাও-আক্রমণ ও দুস্কৃতকারী ছিনিয়ে নেয়া।

পাঁচ. পুলিশের সঙ্গে দুস্কৃতকারীদের সংঘর্ষ।

ছয়. ছিনতাই, রাহাজানি, হাইজ্যাক, ডাকাতি।

সাত. আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে স্পেশাল ও এক্সক্লুসিভ আইটেম।

আট. আইন-শৃঙ্খলার অবনতি রোধে সরকারী তৎপরতা।

(ক) আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারী আদেশ-নির্দেশ

(খ) দুস্কৃতকারী গ্রেফতার ও অস্ত্র উদ্ধার কার্যক্রম।

(গ) পুলিশের শক্তি বৃদ্ধি ও সাহসিকতা পুরস্কার।

(ঘ) রক্ষীবাহিনী গঠন।

(ঙ) দুস্কৃতকারী বিরোধী বিশেষ অভিযান।

(চ) অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে বিশেষ অভিযান।

(ছ) সশস্ত্র বাহিনী নিয়োগ।

(জ) লালবাহিনী প্রসঙ্গ।

উপরোক্ত শ্রেণীর সবগুলো খবরই বেশ গুরুত্ব পেয়েছে সংবাদপত্রে। প্রায় সব খবরই প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছে সংবাদপত্রে। কিছু খবর প্রথম পৃষ্ঠায় লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। কোনো কোনো খবর প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে ব্যানার আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির অন্যতম নজীর ছিল ব্যাংক লুট, থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি লুট এবং বাজার লুটের ঘটনা। এই তিনটি বিষয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি খবর প্রকাশিত হতে দেখা গেছে। একই এলাকায় একই ঘটনায় এক সঙ্গে ব্যাংক লুট ও থানা থেকে অস্ত্র লুটের খবরও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

ব্যাংক লুটের ঘটনার খবর বিশ্লেষণে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায় :

এক. বেশির ভাগ ব্যাংক লুটের ঘটনা ঘটেছে ঢাকা মহানগরীতে।

দুই. বেশির ভাগ ঘটনা ঘটেছে প্রকাশ্য দিবালোকে।

তিন. ঘটনার সঙ্গে জড়িতরা বেশির ভাগই বয়সে তরুণ।

চার. ব্যাংক লুটের সময় লুটেরারা বেশির ভাগই থাকতো আধুনিক পোষাক পরিহিত।

পাঁচ. প্রায় প্রতিটি ঘটনায় শুধু টাকা নয়, ভাঙ্গতি পয়সাও লুট হয়েছে।

ব্যাংক লুটের মত থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি থেকে অস্ত্র লুটের বেশকিছু সংখ্যক খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই খবরগুলো বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায় :

এক. থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি থেকে অস্ত্র লুটের বেশির ভাগ ঘটনায় লুটেরাদের বিরুদ্ধে পুলিশ বাহিনীর প্রতিরোধের তথ্য নেই।

দুই. বেশির ভাগ ঘটনায় থানা বা পুলিশ ফাঁড়ি থেকে সব অস্ত্র লুটের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

তিন. থানা বা পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণের সময় লুটেরা দলের লোকসংখ্যা ঘটনা ভেদে ৪০ থেকে ২৫০ জনের কথা বলা হয়েছে।

চার. বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আক্রমণকারীরা স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত ছিল। তারা গ্রেনেডও চার্জ করেছে ঘটনার সময়।

পাঁচ. অনেক লুটের ঘটনায় জড়িতরা কালো পোশাকে সজ্জিত ছিল।

ছয়. প্রায় সব লুটের ঘটনাই রাতে সংঘটিত হয়।

সাত. লুটের পর লুটেরারা অনেক ক্ষেত্রে থানা বা পুলিশ ফাঁড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

আট. অনেক ঘটনায় লুট করার সময় লুটেরারা 'সিরাজ সিকদার জিন্দাবাদ', 'মুসলিম বাংলা মুর্দাবাদ' শ্লোগান দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ব্যাংক লুট, থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি লুটের মত দেশের বিভিন্ন স্থানে বাজার লুটের ঘটনাও প্রায়ই ঘটেছে। সংবাদপত্রে এর প্রতিফলন ঘটে। একই বাজার একাধিকবার লুট হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। বাজার লুটের ঘটনার খবর বিশ্লেষণে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায় :

এক. বেশির ভাগ ঘটনা ঘটে প্রকাশ্য দিবালোকে।

দুই. স্বয়ংক্রিয়অস্ত্র নিয়ে অতর্কিত আক্রমণ।

তিন. সংঘবদ্ধ হয়ে বাজারে প্রবেশ করে এলোপাতাড়ি গুলী ছুঁড়ে ত্রাস সৃষ্টি।

চার. বাজারে উপস্থিত লোকদের প্রহার করা।

পাঁচ. এক সঙ্গে বাজারের অনেকগুলো দোকান লুট করা।

ছয়. নগদ টাকা ও মালপত্রসহ সর্বস্ব লুটে নেয়া।

সাত. কোনো কোনো ঘটনার প্রতিবাদে এলাকাবাসীর সভা অনুষ্ঠান।

ব্যাংক লুট এবং থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি থেকে অস্ত্র লুট সম্পর্কে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে বেশকিছু স্পেশাল ও এক্সক্লুসিভ আইটেমও প্রকাশ করে। ১৯৭২ সালের ২১ ডিসেম্বর সংবাদ-এ প্রকাশিত এক বিশেষ প্রতিবেদনে একের পর এক ব্যাংক লুটের ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করা হয়। এই খবরে জানানো হয় : গোটা ব্যাপারটা সাধারণ মানুষের কাছে রহস্যময় হয়ে উঠেছে এবং এ কারণে স্বাভাবিকভাবেই নানা সংশয় ও জিজ্ঞাসাও দেখা দিয়েছে। ব্যাংক লুটের ব্যাপারে প্রশাসনের ব্যর্থতা এবং একশ্রেণীর ব্যাংক কর্মচারী জড়িত থাকার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়।

দৈনিক ইত্তেফাকও ১৯৭২ সালের ২২ ডিসেম্বর ব্যাংক লুট প্রসঙ্গে একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদনে অবাধ ও দুঃসাহসিক ব্যাংক লুটের ঘটনাসমূহের পেছনে বিশেষ কোনো মহলের সংশ্লিষ্টতার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়।

১৯৭৩ সালের ২২ জুলাই দৈনিক ইত্তেফাকে ব্যাংক লুট সম্পর্কে আরেকটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয়: সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ব্যাংকসমূহ থেকে প্রায় দেড় কোটি টাকা লুট হয়েছে। অভিজ্ঞ মহলকে উদ্ধৃত করে এই খবরে ব্যাংক লুট বন্ধের জন্য প্রত্যেক ব্যাংকে সশস্ত্র পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করার পরামর্শ দেয়া হয়।

ব্যাংক লুট সম্পর্কে আরেকটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক ১৯৭৩ সালের ১৩ ডিসেম্বর। এই খবরে জানানো হয় : ব্যাংকলুটের ফলে শুধু আর্থিক ক্ষতিই হচ্ছে না, একই সঙ্গে জনসাধারণ ব্যাংক ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারাচ্ছে। ব্যাংক লুট সম্পর্কে ব্যাপক তদন্তের মাধ্যমে জনসাধারণের আস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে এই খবরে গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

ব্যাংক লুট সম্পর্কে এক বছরের ব্যবধানে দু'টি বিবৃতি প্রদান করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জাতীয় সংসদে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতিভিত্তিক প্রথম খবরটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালের ২০ জুন। এই খবরে বলা হয় : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছিলেন ১৪ জুন পর্যন্ত ২০টি ব্যাংক লুট হয়েছে এবং এইসব লুটের ঘটনায় ১৬ লাখ ৪ হাজার ৫শ' ৫৮ টাকা ৩১ পয়সা খোয়া গেছে। এসব লুটের ঘটনায় ৮৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এক বছর পর ১৯৭৪ সালের ৯ জুলাই জাতীয় সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ব্যাংক লুট সম্পর্কে আরেকটি বিবৃতি প্রদান করেন। এই খবরে জানানো হয় : তখন পর্যন্ত মোট ৭৯টি ব্যাংক লুট হয়েছে এবং ৬৬ লাখ ৪১ হাজার ২১৭ টাকা ২৪ পয়সা খোয়া গেছে।

থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি থেকে অস্ত্র লুট সম্পর্কেও বেশ ক'টি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৭৩ সালের ১ নভেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকে থানা থেকে অস্ত্র লুট সম্পর্কে প্রকাশিত এক খবরে ১৯৭৩ সালের অক্টোবর মাসে থানা লুটের খতিয়ান তুলে ধরা হয়। এতে জানানো হয় : ১৯৭৩ সালের অক্টোবর মাসে ৭টি থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি লুট হয়েছে, ৪টি থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি আক্রান্ত হয়েছে। প্রচুর অস্ত্র খোয়া গেছে। পুলিশসহ শতাধিক নিহত হয়েছে।

১৯৭৩ সালের ৩ নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি লুটের আরেকটি পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিপিআই পরিবেশিত এই খবরে জানানো হয় : ৪৭টি থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি আক্রান্ত হওয়ার তথ্য জানানো হয় এবং এর মধ্যে ২২টি থানা ও ফাঁড়ি লুটের কথা বলা হয়।

থানা লুট সম্পর্কেও জাতীয় সংসদে বিবৃতি প্রদান করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ১৯৭৩ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতিভিত্তিক খবর প্রকাশিত হয়। এই বিবৃতিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান : স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৭৩ সালের আগস্ট পর্যন্ত ২টি থানা ও ১৭টি পুলিশ ফাঁড়ি দুস্কৃতকারীদের দ্বারা আক্রান্ত বা লুট হয়েছে। দুস্কৃতকারীদের হাতে মোট ৭৩ জন পুলিশ ও বিডিআর নিহত হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

দুস্কৃতকারীদের ছিনিয়ে নেয়া ও জোর করে জামিন আদায়ের জন্য থানা আক্রমণের ঘটনার খবরও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ১৯৭২ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি থানা আক্রমণের একটি ঘটনার খবর প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। এই ঘটনায় গ্রেফতারকৃত ১২ জন কথিত দুষ্কৃতকারীকে ছিনিয়ে নেয়া হয়।

১৯৭২ সালের ৮ এপ্রিল এ ধরনের আরেক খবর প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। এই খবরে বলা হয় একদল সশস্ত্র ব্যক্তি ঢাকার মোহাম্মদপুর থানা ঘেরাও করে এবং একজন খুনের আসামীকে জামিন প্রদানে থানার ওসিকে বাধ্য করে।

পুলিশের সঙ্গে দুস্কৃতকারীদের সংঘর্ষের খবরও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির অন্যতম নজীর বলা যায়। এ ধরনের বেশকিছু সংঘর্ষের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংঘর্ষের সময় গুলী বিনিময়ে হতাহতের ঘটনাও ঘটে। এসব ঘটনায় দুস্কৃতকারীরা গ্রেফতারও হয়।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির আরেক নজীর হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, একের পর এক রাহাজানি, হাইজ্যাক, ছিনতাই ও ডাকাতি। এইসব অপরাধের ঘটনার খবর বিশ্লেষণ করে সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে :

এক. এ ধরনের অপরাধ বেশির ভাগ ঘটেছে রাজধানী ঢাকায়।

দুই. ঘটনাগুলোর বেশির ভাগ ঘটেছে প্রকাশ্য দিবালোকে।

তিন. অপরাধীদের অনেকে মুক্তিবাহিনীর নাম ব্যবহার করেছে।

চার. অনেকে রক্ষীবাহিনীর পোশাক পরে এই ধরনের অপরাধ কর্মকান্ড চালিয়েছে।

পাঁচ. এই ধরনের অপরাধে জড়িতদের অনেকে সমাজের বিশিষ্ট লোকদের বখাটে ছেলে।

ছয়. বিভ্রান্ত ও বিপথে পরিচালিত তরুণরা এই ধরনের অপরাধ কর্মকান্ড ঘটিয়েছে।

রাহাজানি, হাইজ্যাক, ছিনতাই ও ডাকাতির ক্রমবর্ধমান ঘটনা সম্পর্কে বেশকটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রগুলো। ১৯৭২ সালের ১৪ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক খবরে জানানো হয়, কিছু ভুয়া মুক্তিবাহিনীর কাছে থাকা অবৈধ অস্ত্র এইসব অপরাধের মূল শক্তি।

সংবাদ ১৯৭২ সালের ২২ সেপ্টেম্বর এই প্রসঙ্গে এক বিশেষ প্রতিবেদনে জানায়: সাম্প্রতিক রাহাজানি, হাইজ্যাকিং, ডাকাতির ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িতরা সবাই উচ্চবিত্তের প্রভাবশালী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের শিক্ষিত সন্তান।

১৯৭২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এই বিষয়ক এক বিশেষ প্রতিবেদনে উল্লিখিত অপরাধের সঙ্গে বিভ্রান্ত ও বিপথে পরিচালিত তরুণরা জড়িত বলে জানানো হয়।

দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৭২ সালের ২৪ অক্টোবর এই বিষয়ে আরেক বিশেষ প্রতিবেদনে বলে: প্রকাশ্য দিবালোকে অহরহ রাহাজানি, হাইজ্যাকিং ও ডাকাতির ঘটনা ঘটায় নাগরিক জীবনে নিরাপত্তাহীনতা প্রকট হয়ে উঠেছে।

আইন-শৃঙ্খলার অবনতি রোধে সরকারী তৎপরতার বেশকিছু খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এসব তৎপরতার অন্যতম ছিল : আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারী বিভিন্ন আদেশ-নির্দেশ। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্নে সরকারী নির্দেশভিত্তিক একটি খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১৬ জানুয়ারি। এই খবরে জানানো হয় : আইন-শৃঙ্খলা লংঘন বা শান্তি ভঙ্গের ক্ষেত্রে কেবল পুলিশ বা বেসামরিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানকে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে সরকার।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির জন্য সরকার তফসিলভুক্ত অপরাধ আদেশ সংশোধন করে সাজার মেয়াদ বৃদ্ধি করে। সরকারী এই আদেশের খবর ১৯৭৩ সালের ১২ মার্চ গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয় গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবর বেশ গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয় এবং সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলায়।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি রোধে সরকারী তৎপরতার অংশ হিসেবে চলে দুস্কৃতকারী গ্রেফতার ও অস্ত্র উদ্ধার। এই ধরনের খবরের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় :

এক. এই খবরগুলোর বেশির ভাগই ছিল ঢাকা বা ঢাকার উপকণ্ঠ এলাকার।

দুই. যেসব আস্তানা থেকে দুস্কৃতকারীদের গ্রেফতার করা হয় সেগুলো ছিল প্রধানত ভুয়া মুক্তিফৌজ শিবির।

তিন. আস্তানাগুলো থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ ছাড়াও মূল্যবান সামগ্রী ও গাড়ি উদ্ধার করা হয়।

চার. কোনো কোনো ঘটনায় দুস্কৃতকারীরা লুট করার সময় হাতে-নাতে ধরা পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির জন্য সরকার পুলিশের শক্তি বৃদ্ধি করে ও পুলিশের নৈতিক মনোবল বাড়ানোর জন্য সাহসিকতা পুরস্কারের প্রচলন করে। এই বিষয়ে বেশক'টি খবর প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। ১৯৭২ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে জানানো হয়, ঢাকা শহরের প্রত্যেক থানা ও পুলিশ ফাঁড়িতে পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ১৯৭২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত আরেক খবরে জানানো হয়: পল্লী এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য নতুন নতুন পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধির সরকারী সিদ্ধান্তের কথাও জানানো হয় এই খবরে। ১৯৭৩ সালের ১৯ আগস্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে জানানো হয় : আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সাহসিকতার স্বীকৃতি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহসিকতার পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

আইন-শৃঙ্খলার অবনতি রোধের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার 'জাতীয় রক্ষীবাহিনী' গঠন করে। রক্ষীবাহিনী গঠন সংক্রান্ত একটি আদেশ জারি করা হয় ১৯৭২ সালের ৮ মার্চ যা পরদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিকীকরণের জন্য জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠনের পরামর্শ দেয় দৈনিক ইত্তেফাক ১৯৭২ সালের ২ জানুয়ারি প্রকাশিত 'আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার আহ্বান' শীর্ষক এক সম্পাদকীয়তে।

রক্ষীবাহিনী গঠন সংক্রান্ত আদেশ জারির তিন মাসের মধ্যে এই বাহিনী গঠন ও প্রশিক্ষণ শুরু হয়। দু'মাস প্রশিক্ষণের পর প্রশিক্ষণ সমাপ্ত না করেই রক্ষীবাহিনীকে অবনতিশীল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নামানোর আগে রক্ষীবাহিনীর একটি কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায়। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এই কুচকাওয়াজে অভিবাদন জানানো হয়। ১৯৭২ সালের ২২ জুন এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

আইন-শৃঙ্খলার অবনতি রোধে সরকারী তৎপরতার অংশ হিসেবে দুস্কৃতকারী বিরোধী বিশেষ অভিযান চালানো হয়। ১৯৭২ সালের ৭ জুন ঢাকায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক জনসভায় ভাষণদানকালে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আইন-শৃঙ্খলার অবনতি রোধে সরকারী তৎপরতার অংশ হিসেবে দুস্কৃতকারী বিরোধী বিশেষ অভিযান চালানোর ঘোষণা দেন। এই ঘোষণায় পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে বে-আইনী কার্যকলাপ থেকে বিরত হওয়ার জন্য দুস্কৃতকারীদের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়। ১৯৭২ সালের ৮ জুন এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই খবর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সব পত্রিকায় গুরুত্ব পেলেও সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে দৈনিক বাংলায়। ১৯৭২ সালের ২৩ জুন দুস্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়। রক্ষীবাহিনী ও পুলিশ যৌথভাবে এই,অভিযান শুরু করে। এই অভিযান শুরুর দিন নোয়াখালীর মাইজদীকোর্টে এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী দুস্কৃতকারীদের অশুভ তৎপরতা থেকে বিরত থাকার জন্য পুনরায় আহ্বান জানান এবং অনথ্যায় তাদের গুলী করে মারার ঘোষণা দেন। বার্তা সংস্থা বিএসএস এবং এনা পরিবেশিত এই খবর তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে। অন্যদিকে একইদিন ১৯৭২ সালের ২৩ জুন দুস্কৃতকারী নির্মূল অভিযান শুরুর প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বেতার ভাষণভিত্তিক খবরটিও সংবাদপত্রে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস ও এনা পরিবেশিত এই খবর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকে। পরদিন ১৯৭২ সালের ২৪ জুন সংবাদপত্রে রক্ষীবাহিনী ও পুলিশের তৎপরতার খবর প্রকাশিত হয়। তবে পাশাপাশি সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, দুস্কৃতকারীদের তৎপরতাও অব্যাহত রয়েছে। পরে কারফিউ দিয়ে পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর অভিযান শুরু হয়। ১৯৭২ সালের ২৬ জুন এই খবর ফলাও করে প্রকাশিত হয়। খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয় দৈনিক বাংলায়। দুস্কৃতকারী নির্মূল অভিযান শুরুর ১৮ দিন পর ১৯৭২ সালের ১২ জুলাই এই অভিযানে গ্রেফতার ও অস্ত্র উদ্ধারের পরিসংখ্যান নিয়ে একটি খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা এনা পরিবেশিত এই খবরে জানানো হয় : এই অভিযানে ৪৯০০ জন গ্রেফতার, ৫ হাজার অস্ত্র ও ১ লাখ ৮০ হাজার রাউন্ড গুলী উদ্ধার করা হয়েছে। দুস্কৃতকারী বিরোধী অভিযান শুরুর একমাস পর বার্তা সংস্থা এনার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, এক মাসের অভিযানে প্রচুর গোলাবারুদসহ ৩৮ হাজার অস্ত্র উদ্ধার হযেছে। তিনি আরও জানান : দুস্কৃতকারীদের নির্মূল না করা পর্যন্ত অভিযান চলবে। ১৯৭২ সালের ২১ জুলাই খবরটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। শুধু শহরাঞ্চলেই নয়, রক্ষীবাহিনী গ্রাম এলাকায়ও দুস্কৃতকারী বিরোধী অভিযান চালায়। ১৯৭২ সালের ১৮ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয় : রক্ষীবাহিনী গ্রামে যাচ্ছে। রক্ষীবাহিনীর তৎপরতা জোরদার করার জন্য দেশের ১৫০টি থানা সদরে আরও বেশিসংখ্যক রক্ষীবাহিনীর সদস্য প্রেরণের জন্য সরকারী নির্দেশ জারি করা হয়। ১৯৭৩ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় রক্ষীবাহিনীকে আরও সক্রিয় করার লক্ষ্যে সরকার নতুন আইন প্রণয়ন করে। নতুন এই আইন অনুযায়ী কোনো গ্রেফতারী পরোয়ানা ছাড়াই সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, স্থান, যানবাহন তল্লাশী কিংবা সিজ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয় রক্ষীবাহিনীকে। ১৯৭৪ সালের ২৮ জানুয়ারি এই আইন জাতীয় সংসদে পাশ হয়। পরদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই খবর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে সংবাদ-

Dhaka University Institutional Repository

এ। রক্ষীবাহিনীর অভিযান চলাকালে স্থানীয় জনসাধারণ হয়রানির শিকার হয়েছেন- এমন অভিযোগও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ১৯৭৩ সালের ২৭ জুলাই এই ধরনের একটি খবর প্রকাশ করে সংবাদ।

আইন-শৃঙ্খলার অবনতি রোধে দুস্কৃতকারী নির্মূল অভিযানের পাশাপাশি অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের বিশেষ অভিযান চালায় সরকার। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের লক্ষ্য সামনে রেখে নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়ে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বেআইনী অস্ত্র জমা দেয়ার সুযোগ দেয়া হয়। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযান বিষয়ক এই খবর ১৯৭৩ সালের ১১ মার্চ গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে দৈনিক বাংলায়। সরকার ঘোষিত বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার অভিযান শুরুর প্রাক্কালে ১৯৭৩ সালের ২০ মার্চ ছিল বেআইনী অস্ত্র জমা দেয়ার শেষ দিন। এই দিন সব পত্রিকায় এই বিষয়ে খবর প্রকাশিত হয়। এই দিন সংবাদপত্রে স্বাধীনতা পরবর্তী ১৪ মাসে উদ্ধারকৃত অস্ত্রের একটি পরিসংখ্যানভিত্তিক খবরও প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয়: উল্লিখিত ১৪ মাসে ৪০ হাজার অস্ত্র ও ৫০ লাখ রাউন্ড গুলী উদ্ধার করা হয়েছে। পরদিন ১৯৭৩ সালের ২ মার্চ সংবাদপত্রে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযান শুরুর খবর প্রকাশিত হয়। এইদিন সংবাদপত্রে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর একটি সাক্ষাৎকারও প্রকাশিত হয়। সাক্ষাৎকারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান: সরকার দুস্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান শুরু করেছে।

আইন-শৃঙ্খলার অবনতিশীল পরিস্থিতিতে দুইবার দেশে সশস্ত্র বাহিনী নিয়োগ করা হয়। প্রথম পর্যায়ে চোরাচালান রোধে বেসামরিক প্রশাসনকে সাহায্যের জন্য সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল দেশের সীমান্ত এলাকাগুলোতে। সামরিক বাহিনী মোতায়েনের এই নির্দেশ সম্পর্কিত খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ৬ অক্টোবর। খবরটি সব পত্রিকায় গুরুত্ব লাভ করলেও তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে। পরদিন ১৯৭২ সালের ৭ অক্টোবর সীমান্তে চোরাচালান রোধে সামরিক বাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণের খবর প্রকাশিত হয়। খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে দৈনিক বাংলায়। সীমান্ত এলাকায় সামরিক বাহিনী মোতায়েনের তিন সপ্তাহ পর এক সাক্ষাৎকারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দাবী করেন, চোরাচালান বিরোধী অভিযান সফল হয়েছে। ১৯৭২ সালের ২৯ অক্টোবর সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। প্রায় দুই বছর পরে দুস্কৃতকারী নির্মূল, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারসহ আইন-শৃঙ্খলার অবনতি রোধে সর্বাত্মক অভিযানে বেসামরিক প্রশাসনকে সাহায্য করার জন্যও সামরিক বাহিনী নিয়োগ করা হয়। ১৯৭৪ সালের ২৫ এপ্রিল সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। সব পত্রিকায় এই খবর গুরুত্ব লাভ করলেও তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, দুস্কৃতকারীদের প্রতিরোধসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় দেশের অভ্যন্তরে সর্বমুখী অভিমান চালানোর জন্য সেনাবাহিনী নিয়োগের পরামর্শ দিয়েছিল দৈনিক বাংলা ১৯৭২ সালের ৬ অক্টোবর প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে।

দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও বিশৃঙ্খলা রোধের লক্ষ্যে 'লালবাহিনী' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গড়ে উঠে। ১৯৭২ সালের ৫ জুন ঢাকায় পল্টন ময়দানে লালবাহিনী কুচকাওয়াজ করে। এই অনুষ্ঠানে লালবাহিনী প্রধান ও জাতীয় শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল মান্নান ঘোষণা করেন, দুস্কৃতকারী নির্মূলের জন্য লালবাহিনী আওয়ামী লীগ সরকারের চার মূলনীতির ভিত্তিতে দেশে শুদ্ধি অভিযান চালাবে। ১৯৭২ সালের ৭ জুন সোহরাওয়ার্দী ময়াদনে অনুষ্ঠিতব্য জনসভায় তারা এই অভিযান শুরুর ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুমতি প্রত্যাশা করেন। ৬ জুন এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ১৯৭২ সালের ৭ জুন ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'লালবাহিনীকে' কোনো ধরনের শুদ্ধি অভিযান চালানোর অনুমতি দেননি। বরং তিনি লালবাহিনীকে আরও বেশি পরিশ্রম করে কলকারখানায় উৎপাদন বাড়িয়ে নজীর স্থাপনের নির্দেশ দেন। ৮ জুন এই খবর প্রকাশিত হয়।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কিত সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও কলামসমূহ বিশ্লেষণ করে মোট ১১ ধরনের বিষয় চিহ্নিত করা যায়। এগুলো হলো:

এক. আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়নে করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ ও মতামত।

দুই. আইন-শৃঙ্খলার অবনতি রোধে সরকারের ব্যর্থতা সম্পর্কে মন্তব্য।

তিন. দুস্কৃতকারী নির্মূল অভিযান।

চার. চোরাচালান রোধে সীমান্ত এলাকায় সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন।

পাঁচ. রক্ষীবাহিনীর তৎপরতা।

ছয়. বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার অভিযান।

সাত. লালবাহিনী প্রসঙ্গ।

আট. হাইজ্যাক, রাহাজানি, ছিনতাই, ডাকাতি।

Dhaka University Institutional Repository

নয়. ব্যাংক লুট।

দশ. থানা থেকে অস্ত্র লুট।

এগার. বেসামরিক প্রশাসনকে সাহায্যের জন্য সশস্ত্র বাহিনী নিয়োগ।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ ও অভিমত সংবলিত সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় সবচেয়ে বেশি। ১৯৭২ সালের ২ জানুয়ারি এ ধরনের এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে, আইন-শৃঙ্খলা স্বাভাবিকীকরণ অনেকাংশেই নির্ভর করছে সবক্ষেত্রে সরকারের সুষ্ঠু কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উপর। ১৯৭২ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি আরেক সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারকে সহযোগিতা প্রদানে জনসাধারণকে দায়িত্ববান হওয়ার আহ্বান জানায়। দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৭২ সালের ২ জানুয়ারি প্রকাশিত সম্পাদকীয়র ধারাবাহিকতায় ১৯৭২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত আরেক সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হিসেবে পুলিশ বিভাগের শক্তি শুধু অস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জামের উপর নির্ভর করে না, রাষ্ট্রীয় শক্তি ও জনসাধারণের সমর্থনই পুলিশ বিভাগের প্রকৃত শক্তি। তবে এক বছর পর ১৯৭৩ সালের ১৪ জানুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাক এক সম্পাদকীয়তে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য পুলিশ বাহিনীকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। একই সঙ্গে এই সম্পাদকীয়তে পুলিশ বিভাগকে স্বাধীনভাবে কাজ করে তাদের নৈপুণ্য প্রদর্শনের সুযোগ দেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানায় দৈনিক ইত্তেফাক।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের কাজের ব্যাপারে পুলিশ বাহিনীকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে তাদের কাজের স্বীকৃতির জন্য সরকার সাহসিকতা পুরস্কার ঘোষণা করে। ১৯৭৩ সালের ১৯ আগস্ট এই ঘোষণার খবর প্রকাশের পরদিন সরকারের এই উদ্যোগের প্রশংসা করে ১৯৭৩ সালের ২০ আগস্ট দৈনিক ইত্তেফাক একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এতে দৈনিক ইত্তেফাক আশা প্রকাশ করে : এই পুরস্কার ঘোষিত হওয়ায় পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে আরো বেশি মনোযোগী হবেন। একই সঙ্গে এই সম্পাদকীয়তে পুলিশের ওপর বিশেষ কোনো মহল বা ব্যক্তির প্রভাব বিস্তার রোধ ও পুলিশ বাহিনীকে আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে করণীয় সম্পর্কে সংবাদ ১৯৭৩ সালের ২০ আগস্ট এক উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এতে রাজনৈতিক দলগুলোর বৈঠক ডেকে দুস্কৃতকারী ও সন্ত্রাসবাদীদের ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সরকার ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলকে পরামর্শ দেয় সংবাদ।

আইন-শৃঙ্খলার অবনতি রোধে সরকারের ব্যর্থতার বিষয়েও সম্পাদকীয়-উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হতে দেখা যায়। ১৯৭২ সালের ১ ডিসেম্বর এ প্রসঙ্গে এক সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে : সরকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে বলে যে দাবী করছে তা আসলে সত্য নয়। এ ব্যাপারে সরকার পুরোপুরি ব্যর্থ। এই ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠার জন্য সরকারকে পরামর্শ দেয়া হয় ঐ সম্পাদকীয়তে। একই প্রসঙ্গে দৈনিক বাংলা ১৯৭২ সালের ২৯ ডিসেম্বর একটি উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এতে মন্তব্য করা হয় : জীবনের সর্বক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। অপরাধের ঘটনা বেড়েছে। মানুষ এই অবস্থা থেকে মুক্তি চায়। দেশের মানুষকে বিদ্যমান আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দেওয়ার জন্য নিয়মিত সাংবাদিক সম্মেলন করে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতি আহ্বান জানানো হয় ঐ উপ-সম্পাদকীয়তে।

দুস্কৃতকারীদের নির্মূলে সরকার বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। এর আগে ১৯৭২ সালের ৭ জুন ঢাকায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক জনসভায় ভাষণদানকালে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আইন-শৃঙ্খলার অবনতি রোধে সরকারী তৎপরতার অংশ হিসেবে দুস্কৃতকারী বিরোধী বিশেষ অভিযান চালানোর ঘোষণা দেন। এই ঘোষণায় পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে বে-আইনী কার্যকলাপ থেকে বিরত হওয়ার জন্য দুস্কৃতকারীদের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়। বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণকে স্বাগত জানিয়ে ১৯৭২ সালের ৮ জুন প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে : দুস্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে শুধু হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করলেই চলবে না, তাদের যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থাও করতে হবে। পরদিন ১৯৭২ সালের ৯ জুন এই বিষয়ে সংবাদে অনুরূপ এক সম্পাদকীয়তে দুস্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর ঘোষণা দেয়ায় বঙ্গবন্ধুকে অভিনন্দন জানানো হয়। সংবাদ এতে মন্তব্য করে যে, মানুষের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে যারা বিভিন্ন অপতৎপরতায় লিপ্ত তাদের দেশদ্রোহী গণ্য করে চরম শাস্তি বিধান করা উচিত।

ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭২ সালের ২২ জুন দুস্কৃতকারী নির্মূল অভিযান শুরু হয়। এ সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা ১৯৭২ সালের ২২ জুন। এই সম্পাদকীয়তে শুধু প্রত্যক্ষ অপরাধীদেরই নয়, তাদের যারা পরিচালনা করছে পর্দার আড়ালের সেই সব দুস্কৃতকারীদের খুঁজে বের করে শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানায় দৈনিক বাংলা।

Dhaka University Institutional Repository

এই সম্পাদকীয় প্রকাশের দু'দিন পর দৈনিক বাংলা ১৯৭২ সালের ২৪ জুন এই বিষয়ে আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এই সম্পাদকীয়তে দুস্কৃতকারী নির্মূল অভিযান সম্পর্কে কিছুটা হতাশার সুর লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃত দুস্কৃতকারীদের ধরতে সাধারণ মানুষের সহযোগিতা নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানায় দৈনিক বাংলা। একই দিন ১৯৭২ সালের ২৪ জুন দৈনিক ইত্তেফাকও এই বিষয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এই সম্পাদকীয়তে দুস্কৃতকারী নির্মূল প্রসঙ্গে দৈনিক বাংলার ১৯৭২ সালের ২৪ জুনের সম্পাদকীয়র প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। দৈনিক ইত্তেফাকও তার সম্পাদকীয়তে শুধু ছোটখাট দুস্কৃতকারীরা নয়, তাদের পৃষ্ঠপোষকতাকারী বড় দুষ্কৃতকারীদের ধরে শাস্তি বিধানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়। এক্ষেত্রে জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার অভাব হবে না বলেও মন্তব্য করে দৈনিক ইত্তেফাক।

দুস্কৃতকারী নির্মূল অভিযানের অংশ হিসেবে চোরাই পণ্য ও কালোবাজারীর দ্রব্যাদি উদ্ধারের জন্য ১৯৭২ সালের ২৫ জুন থেকে এলাকাভিত্তিক কারফিউ দিয়ে বাড়ীবাড়ী তল্লাশী চালানো শুরু হয়। ১৯৭২ সালের ২৬ জুন এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পরদিন ২৭ জুন এই বিষয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। এই সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে : জনসাধারণ শুধু তল্লাশী অভিযান চায় না, তারা চায় বাজারে পণ্যের সরবরাহ বাড়ুক, জিনিসপত্রের দাম কমুক। তল্লাশী অভিযান প্রসঙ্গে সংবাদও দু'টি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। প্রথমটি প্রকাশ করে ১৯৭২ সালের ১ জুলাই এবং দ্বিতীয়টি প্রকাশ করে ১৯৭২ সালের ১৪ জুলাই। প্রথম সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে যে, দুস্কৃতকারী দমনের সাফল্য নির্ভর করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে জনসাধারণের সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্কের উপর। দুস্কৃতকারী নির্মূল অভিযান এবং চোরাই ও কালোবাজারীর পণ্য উদ্ধার অভিযানে তা প্রমাণিত হয়েছে। দ্বিতীয় সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে যে, তল্লাশী অভিযান মোটামুটি সফল হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিরও কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তবে এই অভিযানের সাফল্য সম্পর্কে সংবাদ এর ১৯৭২ সালের ১৪ জুলাইয়ের সম্পাদকীয় মন্তব্যের বিপরীত সুর প্রতিফলিত হয়েছে ১৯৭২ সালের ১৯ জুলাই প্রকাশিত এই সম্পর্কিত দৈনিক বাংলার দ্বিতীয় সম্পাদকীয়তে। দৈনিক বাংলা উল্লিখিত সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে যে, তল্লাশী অভিযানে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়নি। মজুতদার-কালোবাজারীদের হাত থেকে কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ পণ্য উদ্ধার না হওয়ায় বাজারে জিনিসপত্রের দামও খুব একটা কমেনি। কুখ্যাত কোনো দুস্কৃতকারীও ধরা পড়েনি।

চোরাচালান রোধ করার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ৫ অক্টোবর দেশের সীমান্ত এলাকাগুলোকে সেনাবাহিনী নিয়োগ করে সরকার। পরদিন ৬ এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ঐদিনই এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা আশা প্রকাশ করে যে, সামরিক বাহিনী দুস্কৃতকারীদের খুঁজে বের করতে সক্ষম হবে। কালোবাজারী ও অসাধু ব্যবায়ীরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাবে। সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে, চোরাচালানরোধের জন্য শুধু সীমান্ত এলাকায় নয়, চোরাচালান বিরোধী অভিযানের পাশাপাশি দুস্কৃতকারী প্রতিরোধসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় দেশের ভেতরে একযোগে অভিযান চালানো উচিত। দৈনিক ইত্তেফাকও দেশের সীমান্ত এলাকায় সশস্ত্র বাহিনী নিয়োগ প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৭২ সালের ৭ অক্টোবর। এই সম্পাদকীয়তে সরকারের এই উদ্যোগকে সফল করার জন্য জনসাধারণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানায় দৈনিক ইত্তেফাক। একই সঙ্গে দৈনিক ইত্তেফাক আশা প্রকাশ করে যে, চোরাচালান রোধ হলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমবে।

চোরাচালান রোধে সীমান্তে সামরিক বাহিনী নিয়োগ সম্পর্কে এক মাসের ব্যবধানে দু'টি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ। সম্পাদকীয় দু'টিতে সামরিক বাহিনী নিয়োগ সম্পর্কে কিছুটা বিপরীত মন্তব্য প্রকাশিত হয়। প্রথম সম্পাদকীয়টি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১ নভেম্বর। এতে সংবাদ মন্তব্য করে যে, চোরাচালান রোধে সশস্ত্র বাহিনী প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছে। তবে অনির্দিষ্টকালের জন্য এই কাজে সশস্ত্র বাহিনীকে নিয়োজিত রাখলে তাদের মধ্যে দুর্নীতি প্রবেশ করতে পারে। অন্যদিকে ১৯৭২ সালের ৩০ নভেম্বর দ্বিতীয় সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে যে, সীমান্তে সামরিক বাহিনী নিয়োগের ফলে চোরাচালান আংশিক দমন হওয়ায় বাজারে দ্রব্যমূল্য কিছুটা কমেছে। দ্রব্যমূল্য পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ না হওয়া পর্যন্ত সীমান্ত থেকে সশস্ত্র বাহিনী প্রত্যাহার করা উচিত হবে না। লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, সংবাদ-এর এই সম্পাদকীয় মন্তব্যের বিরোধিতা করে ১৯৭২ সালের ১৩ ডিসেম্বর সংবাদে প্রকাশিত এক চিঠিতে মন্তব্য করা হয় যে, সশস্ত্র বাহিনী নিয়োগ করায় জিনিসপত্রের দাম একটুও কমেনি। চিঠিতে আরও মন্তব্য করা হয় যে, সশস্ত্র বাহিনী বেশিদিন জনসাধারণের মধ্যে থাকলে সৈন্যদের মাঝে রাজনীতি ঢুকে যেতে পারে। তাই সীমান্ত থেকে সেনা প্রত্যাহার করা উচিত।

আইন-শৃঙ্খলার অবনতি রোধে সরকার 'জাতীয় রক্ষীবাহিনী' গঠন করে। ১৯৭২ সালের ৮ মার্চ রক্ষীবাহিনী গঠন সংক্রান্ত আদেশ জারি হয়। ১৯৭২ সালের ২৩ জুন থেকে দুস্কৃতকারী নির্মূলে বিশেষ অভিযানে পুলিশ ও রক্ষীবাহিনী যৌথভাবে অংশগ্রহণ করে। পরে ১৯৭২ সালের ১৮ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে জানানো হয় : দুস্কৃতকারী নির্মূল অভিযানে

Dhaka University Institutional Repository

রক্ষীবাহিনী গ্রামে যাচ্ছে। পরদিন ১৯ ডিসেম্বর এই প্রসঙ্গে এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা আশা প্রকাশ করে : রক্ষীবাহিনী গ্রামে গিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করবে। রক্ষীবাহিনীর উপস্থিতিতে গ্রামবাসীরা শুধু স্বস্তিই বোধ করবেন না, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় তারা রক্ষীবাহিনীকে সহযোগিতাও করবেন। তবে রক্ষীবাহিনীর অভিযান চলাকালে স্থানীয় জনসাধারণ হয়রানীর শিকার হয়েছেন— এমন অভিযোগও খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৭৩ সালের ২৭ জুলাই সংবাদ-এ এই ধরনের একটি খবর প্রকাশের পরদিন ২৮ জুলাই একটি সম্পাদকীয়ও প্রকাশ করে সংবাদ। এই সম্পাদকীয়তে সংবাদ রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে নিরপরাধ মানুষকে নির্যাতনের ঘটনা তদন্ত ও অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের আহ্বান জানায়। সংবাদ এই সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে, রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তদন্তের মধ্য দিয়ে সরকারের সদিচ্ছা প্রমাণিত হবে। সরকারের প্রতি জনমনে আস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য এটা অপরিহার্য। এরপর আইন-শৃঙ্খলার অবনতি রোধে রক্ষীবাহিনীকে আরও সক্রিয় করার লক্ষ্যে সরকার নতুন আইন প্রণয়ন করে রক্ষীবাহিনীর ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ১৯৭৪ সালের ২৮ জানুয়ারি জাতীয় সংসদে পাশ হওয়া এই আইন অনুযায়ী রক্ষীবাহিনীকে কোনো গ্রেফতারী পরোয়ানা ছাড়াই সন্দেহজনক ব্যক্তিকে গ্রেফতার, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, স্থান, যানবাহন তল্লাশী কিংবা সিজ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ১৯৭৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি এই প্রসঙ্গে প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে রক্ষীবাহিনীকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়। এই সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে : রক্ষীবাহিনীকে বিশেষ ক্ষমতা দেয়াতে আইন-শৃঙ্খলার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এমন নিশ্চয়তা দেয়া সরকারের জন্য কঠিন। অন্যদিকে যারা এই বিশেষ ক্ষমতা প্রদানের বিরোধিতা করছেন তাদেরও বিবেচনা করতে হবে কোন পরিস্থিতিতে সরকার এই ধরনের একটি পদক্ষেপ নিয়েছেন। তবে এই ক্ষমতা প্রয়োগে সতর্ক থাকা সবচেয়ে জরুরী।

সরকার বেআইনী অস্ত্র উদ্ধারের জন্য একটি বিশেষ অভিযান শুরু করে ১৯৭৩ সালের ২১ মার্চ থেকে। এর আগে এক ঘোষণার মাধ্যমে ১৯৭৩ সালের ২০ মার্চের মধ্যে সকল অবৈধ অস্ত্র জমাদানের সুযোগ দেয়া হয়। তবে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, বেআইনী অস্ত্র উদ্ধারের এই বিশেষ অভিযান পরিচালনার সরকারী সিদ্ধান্তের ১৩ মাস আগেই ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি এক সম্পাদকীয়তে সংবাদ অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের জন্য বিশেষ অভিযান চালানোর পরামর্শ দিয়েছিল। ঐ সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে, প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র সমর্পণ করলেও দুস্কৃতকারীদের হাতে এখনো অনেক অস্ত্র রয়ে গেছে। এগুলো উদ্ধারের জন্য অবিলম্বে বিশেষ অভিযান চালানোর দরকার। তা না হলে জনজীবনে শান্তি আসবে না।

অস্ত্র উদ্ধারের এ ব্যাপারে সংবাদ-এর এই পরামর্শ দানের ১৩ মাস পর অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে একটি উদ্যোগ নেয়া হয়। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৭৩ সালের ১১ মার্চ থেকে ১০ দিনের সময় বেঁধে দিয়ে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বেআইনী অস্ত্র জমা দেয়ার সুযোগ দেয়া হয়। সরকারের এই ঘোষণা ১৯৭৩ সালের ১১ মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। পরদিন ১২ মার্চ দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভার এই বিষয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে : বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার করা সম্ভব হলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হবে। সমাজে শান্তি ফিরে আসবে। মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে। তাই সাধারণ মানুষ চায় বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার অভিযান সফল হোক। দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে : অবৈধ অস্ত্রধারীদের একটি অংশ অবৈধ অস্ত্র জমাদানের এই সুযোগ যে গ্রহণ করবে না এটা নিশ্চিত। তাই এই কথা মনে রেখে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীকে অস্ত্র উদ্ধার কার্যক্রম চালাতে হবে। দৈনিক ইত্তেফাকের এই মন্তব্যের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায় অবৈধ অস্ত্র জমাদানের ডেডলাইন পার হওয়ার দু'দিন পর ১৯৭৩ সালের ২২ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক চিঠিতে। এই চিঠিতে মন্তব্য করা হয় যে, বেআইনী অস্ত্র জমা দেয়ার নির্ধারিত সময় পার হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও দুস্কৃতকারীরা সেই সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করেনি। তাই এখন অবৈধ অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। অন্যদিকে বাংলাদেশ অবজারভার উল্লিখিত সম্পাদকীয়টিতে মন্তব্য করে যে, অবৈধ অস্ত্রধারীদের অস্ত্র জমা দেয়ার সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সরকারের উচিত অবৈধ অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তা নাহলে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসবে না। জনসাধারণের জান-মালের নিরাপত্তা থাকবে না।

পরদিন ১৯৭৩ সালের ১৩ মার্চ সংবাদও এই প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এই সম্পাদকীয়তে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের ক্ষেত্রে দু'টি সুনির্দিষ্ট সমস্যার উল্লেখ করে তা দূর করার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংবাদ। সমস্যা দুটি হচ্ছে :

এক. যাদের হাতে বেআইনী অস্ত্র আছে তাদের বেশির ভাগই শাসক দল বা সেই দলের কোনো অঙ্গ-সংগঠনের সমর্থক বা আশ্রিত। বেআইনী অস্ত্র উদ্ধারে এই বিষয়টি একটি বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

দুই. বেআইনী অস্ত্র উদ্ধারের সময় রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ অহেতুক হয়রানীর শিকার হতে পারে।

সমস্যা দু'টির কথা উল্লেখ করে সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে দল মত নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রে এক নীতি গ্রহণ করা না হলে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযান সফল হবে না। দেশ অস্ত্রের সন্ত্রাস থেকে মুক্ত হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক ইত্তেফাক অবৈধ অস্ত্র জমার সুযোগ দেয়ার পর ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযান শুরুর প্রাক্কালে ১৯৭৩ সালের ১৫ মার্চ এই প্রসঙ্গে আরও একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এই সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে যে, বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার অভিযান পূর্ণাঙ্গ সফল করার জন্য একে সব ধরনের চাপ, প্রভাব, পক্ষপাতিত্ব ও রাজনৈতিক সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখতে হবে।

১৯৭৩ সালের ২০ মার্চ বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার অভিযান শুরুর আগের দিন সংবাদ অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার প্রসঙ্গে আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সংবাদ-এর এই সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৭৩ সালের ১৫ মার্চ প্রকাশিত সম্পাদকীয় মন্তব্যের অনুরূপ মন্তব্য প্রতিফলিত হয়। এতে সংবাদ মন্তব্য করে যে, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযান পূর্ণাঙ্গ সফল করতে হলে দল মত নির্বিশেষে সকলের প্রতি কঠোর ও অপক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হয়ে এবং পুরো বিষয়টাকে রাজনৈতিক সংস্পর্শের বাইরে রাখতে হবে।

অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযান শুরুর দিন ১৯৭৩ সালের ২১ মার্চ বাংলাদেশ অবজারভার এই বিষয়ে এক সম্পদাকীয়তে মন্তব্য করে : অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযানের সাফল্য নির্ভর করছে এই ব্যাপারে জনসাধারণের সহযোগিতার উপর।

দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও বিশৃঙ্খলা রোধের লক্ষ্যে 'লালবাহিনী' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গড়ে উঠেছিল। ১৯৭২ সালের ৫ জুন লালবাহিনীর পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়, দুস্কৃতকারী নির্মূলে তারা 'শুদ্ধি অভিযান' চালাবে এবং এই অভিযান শুরুর ব্যাপারে ১৯৭২ সালের ৭ জুন ঢাকায় সোহরাওয়ার্দী ময়দানে অনুষ্ঠিতব্য জনসভা থেকে তারা প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুমতি প্রত্যাশা করে। পরদিন ৬ জুন এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় এবং ঐ দিনই সংবাদ এই প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এই সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে যে, লালবাহিনীর 'শুদ্ধি অভিযান' চালানোর পরিকল্পনা অযৌক্তিক। সংবাদ আরও মন্তব্য করে যে, দেশ ও সমাজ জীবন থেকে দুর্নীতি দূর হোক, বিশৃঙ্খলা অরাজকতা দূর হোক, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হোক এটা সবাই চায়। কিন্তু এসব বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ ও শাস্তি প্রদানের অধিকার লালবাহিনীর হাতে তুলে দেয়ার দাবী সমর্থনযোগ্য নয়। এই সম্পাদকীয় মন্তব্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় পরদিন ১৯৭২ সালের ৭ জুন ঢাকায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'লালবাহিনী'র এই শুদ্ধি অভিযান চালানোর দাবীকে নাকচ করে দেয়ার মধ্য দিয়ে। বঙ্গবন্ধু 'লালবাহিনী'কে কোনো রকম শুদ্ধি অভিযানের অনুমতি না দিয়ে বরং আরও বেশি পরিশ্রম করে কলকারখানায় উৎপাদন বাড়িয়ে নজীর স্থাপনের নির্দেশ দেন। ১৯৭২ সালের ৮ জুন এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশের পরদিন ৯ জুন বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ। এই সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে : শুদ্ধি অভিযান না, বরং লালবাহিনীর উচিত বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুযায়ী কল-কারখানায় উৎপাদন বাড়ানোর কাজে আত্মনিয়োগ করা।

রাজধানী ঢাকার অপরাধ প্রবণতা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বেশক'টি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে। ১৯৭২ সালের ২২ সেপ্টেম্বর সংবাদ-এ এই বিষয়ে প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে প্রশ্ন রাখা হয় : রাজধানীতে প্রকাশ্য দিবালোকে সংঘটিত অপরাধ রোধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তৎপর হচ্ছে না কেন এবং গ্রেফতারকৃত দুস্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে কেন শাস্তি প্রদান করা হচ্ছে না। এই সম্পাদকীয়তে সংবাদ সতর্ক করে দেয় যে, দুস্কৃতকারী দমনে এখনই পদক্ষেপ না নিলে পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নেবে। এরপর রাজধানীর অপরাধ প্রবণতা নিয়ে ১৯৭২ সালের ২৫ অক্টোবর সংবাদ আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এই সম্পাদকীয়তে ঢাকা মহানগরীতে প্রকাশ্য দিবালোকে ঘটমান বিভিন্ন অপরাধের নমুনা তুলে ধরে অবিলম্বে এই অরাজকতা দমনের জন্য সরকারকে ব্যাপক ও কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়। সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে : কোনো অজুহাত দিয়েই সরকার আর এই ভয়াবহ সমস্যা এড়াতে পারবে না।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় ব্যাংক লুটের ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সংবাদপত্রে প্রায়ই ব্যাংক লুটের ঘটনা প্রকাশিত হতে দেখা যায়। এই বিষয়েও সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রগুলোতে। ১৯৭২ সালের ১৫ ডিসেম্বর এই বিষয়ে এক সম্পাদকীয়তে সংবাদ বিস্ময় প্রকাশ করে যে, একের পর এক ব্যাংক ডাকাতি ঘটলেও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। ১৯৭৩ সালের ১৬ আগস্ট এই প্রসঙ্গে আরেক সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে : ব্যাংক লুট প্রতিরোধ করতে হলে অবশ্যই জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে মাঠে নামতে হবে। গণবিচ্ছিন্ন হয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ব্যাংক লুট প্রতিরোধে সফল হবে না।

ব্যাংক লুটের ঘটনা সম্পর্কে ১৯৭৪ সালের ৮ জুলাই জাতীয় সংসদে একটি বিবৃতি প্রদান করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এই বিবৃতিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান : মোট ৭৯টি ব্যাংক লুট হয়েছে এবং ৬৬ লাখ ৪১ হাজার ২১৭ টাকা ২৪ পয়সা খোয়া গেছে। পরে ১৯৭৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর এই বিষয়ে এক সম্পাদকীয়তে ব্যাংক লুটের সঙ্গে জড়িতদের বিষয়ে সংবাদ সরকারের কাছে সুনির্দিষ্ট কিছু প্রশ্ন তুলে ধরে :

এক. ব্যাংক লুটের অভিযোগে যাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে তারা এখন কে কোথায় রয়েছে।

দুই. ব্যাংক লুটের অভিযোগে ধৃতদের কাছ থেকে কোনো সূত্র পেয়ে ব্যাংক ডাকাতদের নির্মূলে ব্যবস্থা নেয়া যায়নি কেন।

তিন. ব্যাংক লুটের অভিযোগে ধৃতদের পরিচয়ের সূত্র ধরে ব্যাংক লুটের মত মারাত্মক অপরাধে জড়িতদের নেটওয়ার্ক সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্ভব হয়নি কেন।

Dhaka University Institutional Repository

চার. ব্যাংক লুটেরাদের নেটওয়ার্ক সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্ভব হলে এখনো ব্যাংক লুটের ঘটনা ঘটছে কিভাবে ।

স্বাধীনতার পর পর ব্যাংক লুটের মত থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি থেকে অস্ত্র লুটের বেশকিছু সংখ্যক ঘটনা ঘটে এবং এইসব খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় । থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি লুট সম্পর্কে দৈনিক ইত্তেফাকের নিয়মিত কলাম 'মঞ্চে নেপথ্যে' আলোচনা করা হয় ১৯৭৩ সালের ১৪ আগস্ট । এই কলামে মন্তব্য করা হয় যে : থানা বা পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ একটি সাধারণ অপরাধ নয়, এটা অতি সাংঘাতিক ব্যাপার । এ ধরনের সাংঘাতিক ঘটনা যখন বেড়ে যায় তখন উদ্বিগ্ন না হয়ে পারা যায় না । এই কলামে সুপারিশ করা হয় : এই ধরনের ঘটনা প্রতিরোধ করার জন্য জেলা ও মহকুমা প্রশাসকদের প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে বেশি মনোযোগী হওয়ার সুযোগ দেয়া উচিত ।

দুস্কৃতকারী নির্মূল, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারসহ আইন-শৃঙ্খলার অবনতি রোধে সর্বাত্মক অভিযানে বেসামরিক প্রশাসনকে সাহায্য করার জন্য সামরিক বাহিনী নিয়োগ করা হয় ১৯৭৪ সালের ২৪ এপ্রিল । সংবাদপত্রে এই খবর ১৯৭৪ সালের ২৫ এপ্রিল প্রকাশের পরদিন ২৬ এপ্রিল এই বিষয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভার । দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদকীয়তে সশস্ত্র বাহিনী নিয়োগের সরকারী সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানায় । সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে : সশস্ত্র বাহিনীর কাজ করার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের সুপারিশ, হস্তক্ষেপ ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা না হলে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলাসহ সামগ্রিক পরিস্থিতির উন্নতি সুনিশ্চিত । সম্পাদকীয়তে সব ধরনের রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে গভীর দেশপ্রেম, মানবতাবোধ, নিষ্ঠা ও সুবিচারের ভিত্তিতে দায়িত্ব পালন করার জন্য সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানায় দৈনিক ইত্তেফাক । বাংলাদেশ অবজারভার তার সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে: সশস্ত্র বাহিনী নিয়োগের সিদ্ধান্ত হঠাৎ করে নিতে হয়নি । দেশের মানুষের নিরাপত্তা ও দুর্ভোগ লাঘবে সরকার বাধ্য হয়ে সশস্ত্র বাহিনী নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি বিষয়ে বেশকিছু চিঠি প্রকাশিত হয় গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রসমূহে । দেখা গেছে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকাশিত সম্পাদকীয় মন্তব্যের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে চিঠি লিখেন কেউ কেউ । কোনো কোনো চিঠিতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে সরকারী তৎপরতার প্রশংসা করা হয় । আবার কোনো ক্ষেত্রে সরকারের উদাসীনতার সমালোচনা করা হয় ।

এইসব চিঠি বিশ্লেষণ করে মোট চার ধনের বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায় । এগুলো হচ্ছে :

এক. দেশের নাগরিকদের নিরাপত্তার বিষয়ে অভিমত ।

দুই. দেশের সীমান্ত এলাকায় সশস্ত্র বাহিনী নিয়োগ প্রসঙ্গ ।

তিন. বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার অভিযান ।

চার. ব্যাংক লুট ।

দেশের নাগরিকদের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে একটি চিঠি প্রকাশিত হয় সংবাদ-এ ১৯৭২ সালের ১১ ডিসেম্বর । এই চিঠিতে মন্তব্য করা হয় যে, সরকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে ।

চোরাচালান রোধ করার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ৫ অক্টোবর দেশের সীমান্ত এলাকায় সশস্ত্র বাহিনী নিয়োগ করে সরকার । সীমান্তে সশস্ত্র বাহিনীর তৎপরতা প্রসঙ্গে ১৯৭২ সালের ৩ নভেম্বর প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে যে, সীমান্তে সামরিক বাহিনী নিয়োগের ফলে চোরাচালান আংশিক দমন হওয়ায় বাজারে দ্রব্যমূল্য কিছুটা কমেছে । দ্রব্যমূল্য পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ না হওয়া পর্যন্ত সীমান্ত থেকে সশস্ত্র বাহিনী প্রত্যাহার করা উচিত হবে

না । সংবাদ-এর এই সম্পাদকীয় মন্তব্যের বিরোধিতা করে ১৯৭২ সালের ১৩ ডিসেম্বর একটি চিঠি প্রকাশিত হয় সংবাদ-এ । এই চিঠিতে মন্তব্য করা হয় যে, সশস্ত্র বাহিনী নিয়োগ করায় জিনিসপত্র বা ধান-চালের দাম একটুও কমেনি । চিঠিতে আরও মন্তব্য করা হয় যে, সশস্ত্র বাহিনী বেশিদিন জনসাধারণের মধ্যে থাকলে সৈন্যদের ভিতর রাজনৈতিক দলাদলি ঢুকে যেতে পারে । তাই সীমান্ত থেকে সেনা প্রত্যাহার করে আরো বেশি বিডিআর ও বেসামরিক বাহিনী নিয়োগ করা উচিত ।

দেশ থেকে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৭৩ সালের ১০ মার্চ এক সরকারী ঘোষণায় ১১ মার্চ থেকে ১০ দিনের সময় বেঁধে দিয়ে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বেআইনী অস্ত্র জমা দেয়ার সুযোগ দেয়া হয় । সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭৩ সালের ২০ মার্চ ছিল অবৈধ অস্ত্র জমা দেয়ার শেষ দিন । ২১ মার্চ থেকে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযান চালানোর ঘোষণা দেয়া হয় । সরকারের অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযানকে স্বাগত জানিয়ে ১৯৭৩ সালের ২২ মার্চ একটি চিঠি প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকে । এই চিঠিতে মন্তব্য করা হয় যে, বেআইনী অস্ত্র জমা দেয়ার নির্ধারিত সময় পার হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও দুস্কৃতকারীরা সেই সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করেনি । তাই এখন অবৈধ অস্ত্রধারী দুস্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।

অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার প্রসঙ্গে সংবাদেও একটি চিঠি প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালের ১৪ এপ্রিল । এই চিঠিতে আশংকা প্রকাশ করা হয় যে, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযান চলাকালে আইন-প্রয়োগকারী সংস্থাকে বিভ্রান্ত করে শত্রুতা বশে নিরপরাধ ব্যক্তির বাড়িতে অস্ত্র রেখে তাকে নাজেহাল করা হতে পারে । চিঠিতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে পরামর্শ দেয়া হয় যে, গোপন সূত্রে খবর পেলেও

Dhaka University Institutional Repository

অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রকৃত দোষী কি না তা নিশ্চিত হয়ে অভিযান চালাতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে নিরপরাধ ব্যক্তি যেন হয়রানির শিকার না হয়, আবার প্রকৃত অপরাধী যেন ধরা পড়ে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় ক্রমবর্ধমান ব্যাংক লুটের ঘটনায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেন সংবাদপত্র পাঠকরাও। তেমনি এক উদ্বিগ্ন পাঠকের একটি চিঠি প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৭৩ সালের ২১ জানুয়ারি। এই চিঠিতে মন্তব্য করা হয় যে, একের পর এক ব্যাংক লুটের ঘটনা ঘটার পরও কর্তৃপক্ষ ব্যাংকের নিরাপত্তার ব্যাপারে এখনো উদাসীন। চিঠিতে সরকারকে পরামর্শ দেয়া হয় যে, ব্যাংক লুট বন্ধ করতে হলে সব ব্যাংক লুটের ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতারের ব্যাপারে আরও যত্নবান হতে হবে।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি শীর্ষক এই ইস্যুর তথ্য বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, ১৯৭২ সালের শুরু থেকে ১৯৭৪ সালের শেষ সময় পর্যন্তও দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির বিষয়টি সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে উঠেছিল। উল্লিখিত সময় ব্যাংক লুট, থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি লুট, বাজার লুট, থানা ঘেরাও করে দুস্কৃতকারী ছিনিয়ে নেয়া, পুলিশের সঙ্গে দুস্কৃতকারীদের সংঘর্ষ, প্রকাশ্য দিবালোকে হাইজ্যাক, রাহাজানি, ছিনতাই, ডাকাতির মত অপরাধের ঘটনা অহরহই ঘটেছে। এইসব ঘটনার বিবরণ সংবাদপত্রে প্রতিফলিত হয়। উল্লিখিত সময়ের সংবাদপত্রে খবরের পাশাপাশি সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয়, এমনকি নিয়মিত কলামগুলোতেও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির ইস্যুটি অনেকবার স্থান পেয়েছে। এই ইস্যু নিয়ে প্রকাশিত চিঠিতেও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা সুপারিশ, মন্তব্য, সরকারী নীতির সমালোচনা লক্ষ্য করা গেছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ইস্যুটির ব্যাপারে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রসমূহের দৃষ্টিভঙ্গী সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সংবাদপত্রগুলো দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে ছিল উদ্বিগ্ন। সেই জন্যই আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়নে করণীয় সম্পর্কে একের পর এক সুপারিশ ও মতামত তুলে ধরেছে। আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে। অন্যদিকে, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি রোধে সরকারের ব্যর্থতা সম্পর্কেও মন্তব্য প্রকাশ করে সরকারকে দিক-নির্দেশনা দেয়ার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। সার্বিকভাবে এক্ষেত্রে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোর পরস্পরের মধ্যে সম্পাদকীয় নীতির তেমন কোনো অমিল নেই। তবে একটি বিষয়ে একই পত্রিকায় সময়ের ব্যবধানে সম্পাদকীয় নীতির কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। পত্রিকাটি হচ্ছে: সংবাদ। চোরাচালান রোধে সীমান্তে সামরিক বাহিনী নিয়োগ সম্পর্কে এক মাসের ব্যবধানে দু'টি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ। সম্পাদকীয় দু'টিতে সামরিক বাহিনী নিয়োগ সম্পর্কে বিপরীত মন্তব্য প্রকাশিত হয়। ১৯৭২ সালের ১ নভেম্বর প্রকাশিত প্রথম সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে: চোরাচালান রোধে সশস্ত্র বাহিনী প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছে। তবে অনির্দিষ্টকালের জন্য এই কাজে সশস্ত্র বাহিনীকে নিয়োজিত রাখলে তাদের মধ্যে দুর্নীতি প্রবেশ করতে পারে। অন্যদিকে ১৯৭২ সালের ৩০ নভেম্বর এ সম্পর্কে আরেক সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে: সীমান্তে সামরিক বাহিনী নিয়োগের ফলে চোরাচালান আংশিক দমন হওয়ায় বাজারে দ্রব্যমূল্য কিছুটা কমেছে। দ্রব্যমূল্য পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ না হওয়া পর্যন্ত সীমান্ত থেকে সশস্ত্র বাহিনী প্রত্যাহার করা উচিত হবে না।

তথ্য সূত্র :

১. *সংবাদ*, ৩১ মার্চ ১৯৭২, পৃ. ১
২. *সংবাদ*, ৪ মে ১৯৭২, পৃ. ১
৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২০ জুন ১৯৭২, পৃ. ১
৪. *সংবাদ*, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৬. *সংবাদ*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৭. *সংবাদ*, ১২ ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৮. *সংবাদ*, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৯. *সংবাদ*, ২১ ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
১০. *সংবাদ*, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
১১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ১
১২. *সংবাদ*, ১৩ জুলাই ১৯৭৩, পৃ. ১
১৩. *সংবাদ*, ২০ জুলাই ১৯৭৩, পৃ. ১
১৪. *সংবাদ*, ১৫ আগস্ট ১৯৭৩, পৃ. ১
১৫. *সংবাদ*, ২৪ আগস্ট ১৯৭৩, পৃ. ১
১৬. *সংবাদ*, ২৪ অক্টোবর ১৯৭৩, পৃ. ১
১৭. *সংবাদ*, ২০ নভেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ১
১৮. *সংবাদ*, ২৪ নভেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ১
১৯. *সংবাদ*, ১০ মার্চ ১৯৭৪, পৃ. ১
২০. *সংবাদ*, ১৬ মার্চ ১৯৭৪, পৃ. ১
২১. *সংবাদ*, ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
২২. *সংবাদ*, ৪ ডিসেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
২৩. *সংবাদ*, ১৩ জুলাই ১৯৭৩, পৃ. ১
২৪. *সংবাদ*, ৩ আগস্ট ১৯৭৩, পৃ. ১
২৫. *সংবাদ*, ১২ আগস্ট ১৯৭৩, পৃ. ১
২৬. *সংবাদ*, ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ১
২৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ১
২৮. *সংবাদ*, ১১ অক্টোবর ১৯৭৩, পৃ. ১
২৯. *সংবাদ*, ৩১ অক্টোবর ১৯৭৩, পৃ. ১
৩০. *সংবাদ*, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ১
৩১. *সংবাদ*, ২৮ জুলাই ১৯৭৩, পৃ. ১
৩২. *সংবাদ*, ৬ অক্টোবর ১৯৭৩, পৃ. ১
৩৩. *সংবাদ*, ৩০ নভেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ১

৩৪. *সংবাদ*, ২১ ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৩৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২২ ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৩৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২২ জুলাই ১৯৭৩, পৃ. ১
৩৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ১
৩৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২০ জুন ১৯৭৩, পৃ. ১
৩৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ জুলাই ১৯৭৪, পৃ. ১
৪০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ নভেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ১
৪১. *সংবাদ*, ৩ নভেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ১
৪২. *সংবাদ*, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ১
৪৩. *সংবাদ*, ৫ মার্চ ১৯৭২, পৃ. ১
৪৪. *সংবাদ*, ৮ মার্চ ১৯৭২, পৃ. ১
৪৫. *সংবাদ*, ১১ মার্চ ১৯৭৪, পৃ. ১
৪৬. *সংবাদ*, ৩১ মার্চ ১৯৭৪, পৃ. ১
৪৭. *সংবাদ*, ২৮ এপ্রিল ১৯৭৪, পৃ. ১
৪৮. *সংবাদ*, ১০ নভেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
৪৯. *সংবাদ*, ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২,পৃ. ১
৫০. *সংবাদ*, ৮ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১
৫১. *দৈনিক বাংলা*, ১৯ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৫২. *সংবাদ*, ১১ জুন ১৯৭২, পৃ. ১
৫৩. *সংবাদ*, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৫৪. *সংবাদ*, ২৭ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৫৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৫৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৪ মার্চ ১৯৭২,পৃ. ১
৫৭. *সংবাদ*, ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৫৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭২,পৃ. ১
৫৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৬০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৬১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৬২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
৬৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৬৪. *দৈনিক বাংলা*, ২৬ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৬৫. *সংবাদ*, ২৯ নভেম্বর ১৯৭২,পৃ. ১
৬৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ জুন ১৯৭৩, পৃ. ১
৬৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১ জুন ১৯৭৩, পৃ. ১
৬৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ জুলাই ১৯৭৩, পৃ. ১
৬৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ জুলাই ১৯৭৩, পৃ. ১
৭০. *সংবাদ*, ১৪ আগস্ট ১৯৭৩, পৃ. ১
৭১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ অক্টোবর ১৯৭৩, পৃ. ১
৭২. *সংবাদ*, ১৬ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৭৩. *দৈনিক বাংলা*, ১২ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ১
৭৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১২ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ১
৭৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১২ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ১
৭৬. *সংবাদ*, ১২ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ১
৭৭. *দৈনিক বাংলা*, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৭৮. *সংবাদ*, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৭৯. *দৈনিক বাংলা*, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৮০. *সংবাদ*, ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৮১. *সংবাদ*, ১২ মার্চ ১৯৭২,পৃ. ১
৮২. *সংবাদ*, ২৩ মে ১৯৭২, পৃ. ১
৮৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৮৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৮৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ আগস্ট ১৯৭৩, পৃ. ১
৮৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ মার্চ ১৯৭২, পৃ. ১
৮৭. *সংবাদ*, ২২ জুন ১৯৭২, পৃ. ১
৮৮. *দৈনিক বাংলা*, ৮ জুন ১৯৭২, পৃ. ১
৮৯. *সংবাদ*, ৮ জুন ১৯৭২, পৃ. ১
৯০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ জুন ১৯৭২, পৃ. ১
৯১. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৮ জুন ১৯৭২, পৃ. ১
৯২. *দৈনিক বাংলা*, ২৩ জুন ১৯৭২, পৃ. ১
৯৩. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৩ জুন ১৯৭২, পৃ. ১
৯৪. *সংবাদ*, ২৩ জুন ১৯৭২, পৃ. ১
৯৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ জুন ১৯৭২, পৃ. ১
৯৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ জুন ১৯৭২, পৃ. ১
৯৭. *সংবাদ*, ২৩ জুন ১৯৭২, পৃ. ১
৯৮. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৩ জুন ১৯৭২, পৃ. ১
৯৯. *দৈনিক বাংলা*, ২৩ জুন ১৯৭২, পৃ. ১
১০০. *দৈনিক বাংলা*, ২৪ জুন ১৯৭২, পৃ. ১
১০১. *দৈনিক বাংলা*, ২৬ জুন ১৯৭২, পৃ. ১
১০২. *সংবাদ*, ২৬ জুন ১৯৭২, পৃ. ১
১০৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৬ জুন ১৯৭২, পৃ. ১
১০৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৬ জুন ১৯৭২, পৃ. ১
১০৫. *সংবাদ*, ১২ জুলাই ১৯৭২, পৃ. ১
১০৬. *সংবাদ*, ২১ জুলাই ১৯৭২, পৃ. ১
১০৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ জুলাই ১৯৭২, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

১০৮. *দৈনিক বাংলা*, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ১
১০৯. *সংবাদ*, ২৯ জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১
১১০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১
১১১. *দৈনিক বাংলা*, ২৯ জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১
১১২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৯ জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১
১১৩. *সংবাদ*, ২৭ জুলাই ১৯৭৩, পৃ. ৩
১১৪. *দৈনিক বাংলা*, ১১ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ১
১১৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ১
১১৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১১ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ১
১১৭. *সংবাদ*, ১১ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ১
১১৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২০ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ১
১১৯. *সংবাদ*, ২০ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ১
১২০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২১ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ১
১২১. *দৈনিক বাংলা*, ৬ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
১২২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৬ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
১২৩. *সংবাদ*, ৬ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
১২৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
১২৫. *দৈনিক বাংলা*, ৭ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
১২৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৭ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
১২৭. *সংবাদ*, ৭ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
১২৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
১২৯. *দৈনিক বাংলা*, ২৯ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১
১৩০. *দৈনিক বাংলা*, ২৫ এপ্রিল ১৯৭৪, পৃ. ১
১৩১. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৫ এপ্রিল ১৯৭৪, পৃ. ১
১৩২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ এপ্রিল ১৯৭৪, পৃ. ১
১৩৩. *সংবাদ*, ২৫ এপ্রিল ১৯৭৪, পৃ. ১
১৩৪. *সংবাদ*, ৬ জুন ১৯৭২, পৃ. ১
১৩৫. *সংবাদ*, ৮ জুন ১৯৭২, পৃ. ৮
১৩৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ২
১৩৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ২
১৩৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ২
১৩৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৪ জানুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ২
১৪০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২০ আগস্ট ১৯৭৩, পৃ. ১
১৪১. *সংবাদ*, ২০ আগস্ট ১৯৭৩, পৃ. ৪
১৪২. *সংবাদ*, ১ ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ৪
১৪৩. *দৈনিক বাংলা*, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ৫
১৪৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ জুন ১৯৭২, পৃ. ২
১৪৫. *সংবাদ*, ৯ জুন ১৯৭২, পৃ. ৪
১৪৬. *দৈনিক বাংলা*, ২২ জুন ১৯৭২, পৃ. ৫
১৪৭. *দৈনিক বাংলা*, ২৪ জুন ১৯৭২, পৃ. ৫
১৪৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ জুন ১৯৭২, পৃ. ২
১৪৯. *দৈনিক বাংলা*, ২৭ জুন ১৯৭২, পৃ. ৫
১৫০. *সংবাদ*, ১ জুলাই ১৯৭২, পৃ. ৪
১৫১. *সংবাদ*, ১৪ জুলাই ১৯৭২, পৃ. ৪
১৫২. *দৈনিক বাংলা*, ১৯ জুলাই ১৯৭২, পৃ. ৫
১৫৩. *দৈনিক বাংলা*, ৬ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ৫
১৫৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ২
১৫৫. *সংবাদ*, ১ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ৪
১৫৬. *সংবাদ*, ৩০ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ৪
১৫৭. *দৈনিক বাংলা*, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ৫
১৫৮. *সংবাদ*, ২৮ জুলাই ১৯৭৩, পৃ. ৪
১৫৯. *সংবাদ*, ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪,পৃ. ৪
১৬০. *সংবাদ*, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৪
১৬১. *দৈনিক বাংলা*, ১২ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ৫
১৬২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১২ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ২
১৬৩. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১২ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ৫
১৬৪. *সংবাদ*, ১৩ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ৪
১৬৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৫ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ২
১৬৬. *সংবাদ*, ২০ মার্চ ১৯৭৩,পৃ. ৪
১৬৭. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২১ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ৫
১৬৮. *সংবাদ*, ৬ জুন ১৯৭২, পৃ. ৪
১৬৯. *সংবাদ*, ৯ জুন ১৯৭২, পৃ. ৪
১৭০. *সংবাদ*, ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, পৃ. ৪
১৭১. *সংবাদ*, ২৫ অক্টোবর ১৯৭২,পৃ. ৪
১৭২. *সংবাদ*, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ৪
১৭৩. *সংবাদ*, ১৬ আগস্ট ১৯৭৩, পৃ. ৪
১৭৪. *সংবাদ*, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ৪
১৭৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৪ আগস্ট ১৯৭৩,পৃ. ২
১৭৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৬ এপ্রিল ১৯৭৪,পৃ. ২
১৭৭. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৬ এপ্রিল ১৯৭৪, পৃ. ৫
১৭৮. *সংবাদ*, ১১ ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ৪
১৭৯. *সংবাদ*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ৪
১৮০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২২ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ২
১৮১. *সংবাদ*, ১৪ এপ্রিল ১৯৭৩, পৃ. ৪
১৮২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২১ জানুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

আট. জরুরী অবস্থা ঘোষণা, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন ও বাকশাল গঠন

আইন-শৃঙ্খলাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অরাজগতা ও বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে ১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়। জরুরী অবস্থা ঘোষণার এক মাসের মধ্যে রাষ্ট্রপরিচালনা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা হয়। সংবিধান সংশোধনের মধ্য দিয়ে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তন করে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। এই সংশোধনীর মধ্য দিয়ে দেশে একক জাতীয় দল গঠনের বিধান করা হয়। একক জাতীয় দল গঠনের বিধানের ধারাবাহিকতায় প্রেসিডেন্টের এক আদেশ অনুযায়ী বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ বা বাকশাল গঠিত হয়।

রিপোর্ট :

১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর দেশে জরুরী অবস্থা জারি করা হয়। তবে এর এক বছরের বেশি আগে রাষ্ট্রপতিকে জরুরী অবস্থা জারি করার ক্ষমতা দেয়ার জন্য জাতীয় সংসদে আইন পাশ করা হয়। ১৯৭৩ সালের ২১ সেপ্টেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবক'টি পত্রিকায় খবরটি গুরুত্ব লাভ করে। তবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে দৈনিক বাংলায়। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'একটি শূন্যতা পূরণ করা হয়েছে মাত্র : আইনমন্ত্রী ॥ বিরোধী সদস্যদের ওয়াক আউট : জরুরী অবস্থা বিল পাশ'। এই খবরে বলা হয় :

> *জাতীয় সংসদে গতকাল বৃহস্পতিবার ২৬৭-০ ভোটে বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী বিলটি গৃহীত হয়েছে। গৃহীত সংশোধনীতে যুদ্ধ, বহিরাক্রমণ বা আভ্যন্তরীণ গোলযোগের কারণে সমগ্র বাংলাদেশ বা তার যে কোন অংশে নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা দেখা দিলে সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে জরুরী অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।*[১]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'Emergency Bill Passed.'[২] দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকের শিরোনাম ছিল : '২৬৭-০ ভোটে সংবিধান (দ্বিতীয় সংশোধনী) বিল গৃহীত : রাষ্ট্রপতিকে দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা প্রদান'।[৩] সংবাদ-এ শিরোনাম ছিল : 'জরুরী অবস্থা ঘোষণার বিধান সব গণতান্ত্রিক সংবিধানেরই রয়েছে : আইনমন্ত্রী ॥ ইমার্জেন্সী বিল পাশ'।[৪]

এরপর ১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়। পরদিন ২৯ ডিসেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবরে জানানো হয় যে, অভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে দেশের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা হুমকির সম্মুখীন হয়েছে প্রতীয়মান হওয়ায় রাষ্ট্রপতি দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন। খবরটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবক'টি পত্রিকায় খুবই গুরুত্ব লাভ করে এবং সবক'টি পত্রিকায় খবরটিকে একই সমান ট্রিটমেন্ট দেয়া হয়। চারটি পত্রিকাই খবরটিকে প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা : সংবিধানের কতিপয় ধারার প্রয়োগ স্থগিত'। এই খবরে বলা হয় :

> *গতকাল শনিবার সমগ্র বাংলাদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। জরুরী অবস্থা ঘোষণায় বলা হয় : রাষ্ট্রপতি মনে করেন দেশে এমন এক গুরুতর জরুরী অবস্থা বিরাজ করছে যাতে অভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। অতএব গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪১-ক ধারার ১ নম্বর অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতানুযায়ী রাষ্ট্রপতি এই জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন।*[৫]

দৈনিক ইত্তেফাকের শিরোনাম ছিল : 'জরুরী অবস্থা ঘোষণা'।[৬] সংবাদ-এর শিরোনাম ছিল : 'সারাদেশে জরুরী অবস্থা ঘাষণা'।[৭] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল : 'Right to move courts suspended ॥ Emergency Proclaimed'.[৮]

জরুরী অবস্থা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্ট জরুরী ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স নামে একটি অর্ডিন্যান্স জারি করেন ১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর। পরদিন ২৯ ডিসেম্বর জরুরী অবস্থা ঘোষণার খবরের পাশাপাশি জরুরী ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স জারির খবরটিও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয় : জনস্বার্থ ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা, জনশৃঙ্খলা রক্ষা, অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা রক্ষা, অত্যাবশ্যকীয় সরবরাহ ও সার্ভিস অব্যাহত রাখায় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেসিডেন্ট জরুরী ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স জারি করেছেন। এই অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী সরকারকে প্রয়োজনে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যে কোনো বিধি তৈরির ক্ষমতা দেয়া হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত জরুরী ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স জারি বিষয়ক খবরটি দৈনিক বাংলা, সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাকে আলাদা আইটম হিসেবে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি জরুরী অবস্থা ঘোষণা বিষয়ক মূল খবরের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলা ও সংবাদ-এ খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে। দৈনিক বাংলার শিরোনাম ছিল : 'জরুরী ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স জারি : জনস্বার্থ ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা রক্ষা, অত্যাবশ্যকীয় সরবরাহ ও সার্ভিস অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা'।[৯]

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদ-এ খবরটির শিরোনাম ছিল : 'জরুরী ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স ১৯৭৪ জারী' ।[১০] দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলামে প্রকাশিত খবরটির শিরোনাম ছিল : 'জরুরী ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স' ।[১১]

জরুরী অবস্থা ঘোষণা সংশ্লিষ্ট আরো দু'টি খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালের ২৯ ডিসেম্বর। এর একটি খবরে সংবিধানের যে ধারা বলে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয় তার বিবরণ উপস্থাপিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম ছিল : 'সংবিধানের যে ধারা বলে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইল' ।[১২]

অপর খবরটি ছিল জরুরী অবস্থা ঘোষণার যৌক্তিকতা সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যাখ্যা। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভাষ্য' ।[১৩]

জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর এক মাসের মধ্যে রাষ্ট্র পরিচালনা পদ্ধতিতেও পরিবর্তন আনা হয়। সংবিধান সংশোধনের মধ্য দিয়ে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তন করে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। জাতীয় সংসদে এই বিষয়ক আইন প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। এই সংবিধান সংশোধনের আওতায় একই সঙ্গে দেশে একটি মাত্র জাতীয় রাজনৈতিক দল রাখার বিধান করা হয়। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি জাতীয় সংসদে এই আইন পাশ হয়। পরদিন ২৬ জানুয়ারি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সব পত্রিকায় ফলাও করে প্রকাশিত হয় এই খবর। সবকটি পত্রিকা খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী বিল পাস ॥ রাষ্ট্রপতি পদে বঙ্গবন্ধু : প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার'। এতে বলা হয় :

> *জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন। সংসদ ভবনের বারান্দায় বেলা ১-১৫ মিনিটে এক সংক্ষিপ্ত ও অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শপথ গ্রহণ পর্ব শেষ হয়। রাষ্ট্রপতির শপথ বাক্য পাঠ করান সংসদের স্পীকার জনাব আবদুল মালেক উকিল। এর আগে সংসদে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী বিল পাসের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতি হন। উক্ত বিল পাসের ফলে বাংলাদেশে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠা হলো।*[১৪]

দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'রাষ্ট্রপতি হিসেবে বঙ্গবন্ধুর শপথ গ্রহণ ॥ প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার কায়েম' ।[১৫] সংবাদ-এ খবরটির শিরোনাম ছিল: সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী ॥ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার' ।[১৬] বাংলাদেশ অবজারভারের শিরোনাম ছিল: 'Fourth amendment to constitution : Presidential form of Govt.'[১৭]

সরকার ব্যবস্থা পরিবর্তনের মূল খবরের পাশাপাশি এই বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য ভিত্তিক একটি খবরও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালের ২৬ জানুয়ারি। এই খবরে জানানো হয়, সংবিধান সংশোধন করে সরকার ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনাকে নিজের দ্বিতীয় বিপ্লব হিসেবে অভিহিত করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'এটা আমার দ্বিতীয় বিপ্লব ॥ দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই লক্ষ্য'। এতে বলা হয় :

> *সংবিধান পরিবর্তন প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেছেন, এটা আমার দ্বিতীয় বিপ্লব। এর লক্ষ্য দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা। জাতীয় সংসদে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী বিল পাস হবার পর প্রদত্ত নীতি নির্ধারণী ভাষণে দেশের বর্তমান অবস্থাকে সংকটজনক অভিহিত করে আশু কর্মসূচী হিসেবে তিনি চারটি কর্মসূচীর কথা ঘোষণা করেন।*[১৮]

সরকার ব্যবস্থা পরিবর্তনের পার্শ্ব খবর হিসেবে দেশে একক জাতীয় রাজনৈতিক দল গঠনের বিধানের বিষয়ে একটি আলাদা আইটেম প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালের ২৬ জানুয়ারির পত্রিকায়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'দেশে একক জাতীয় দল গঠনের বিধান'। এই খবরে বলা হয় :

> *জাতীয় সংসদে গৃহীত সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে দেশে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল রাখার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত বিল অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত মূলনীতি সমূহের অর্থাৎ গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার কোন একটি পরিপূর্ণভাবে কার্যকর করার প্রয়োজন মনে করলে তিনি দেশে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকবে বলে আদেশ দিতে পারবেন। এ ধরনের কোন আদেশ প্রণীত হলে রাষ্ট্রের সকল রাজনৈতিক দল বাতিল হয়ে যাবে এবং রাষ্ট্রপতি জাতীয় দল গঠন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।*[১৯]

প্রেসিডেন্টকে একক জাতীয় রাজনৈতিক দল গঠনের ক্ষমতা প্রদান করে আইন জারীর এক মাসের মধ্যে প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক আদেশে দেশে একটি মাত্র জাতীয় রাজনৈতিক দল গঠনের ঘোষণা দেন। ১৯৭৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি এই ঘোষণায় দলের নাম রাখা হয় 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' সংক্ষেপে 'বাকশাল'। পরদিন ২৫ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয় : এই জাতীয় রাজনৈতিক দল গঠনের সঙ্গে সঙ্গে আইন অনুযায়ী দেশের সকল রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এই খবরটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকায় গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে ব্যানার আইটেম হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে সংবাদ-এ খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেব। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ : রাষ্ট্রপতি চেয়ারম্যান ॥ একক জাতীয় রাজনৈতিক দল গঠিত'। এতে বলা হয় :

রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোমবার এক আদেশে দেশে একটি মাত্র জাতীয় রাজনৈতিক দল গঠনের কথা ঘোষণা করেছেন। এই দলের নামকরণ করা হয়েছে 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ'। রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দলের চেয়ারম্যান। একটি মাত্র জাতীয় রাজনৈতিক দল গঠিত হবার সাথে সাথে সংবিধানের বিধান অনুযায়ী দেশের অন্য সব রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত হয়ে গেল।[২০]

দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'একটি মাত্র জাতীয় দল ॥ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ : পার্টির চেয়ারম্যান পদে বঙ্গবন্ধু'।[২১] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Bangobandhu leads national party : All parties stand dissolved ॥ Krishak Sramik Awami League launched'.[২২] সংবাদ-এ শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ ॥ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন জাতীয় রাজনৈতিক দলের নাম ঘোষণা'।[২৩]

প্রেসিডেন্টের আদেশ অনুযায়ী দেশে একক জাতীয় দল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অন্য সকল রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার খবরটি সংবাদপত্রে আলাদা আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। ১৯৭৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'অন্যান্য দলের অবলুপ্তি'। এই খবরে বলা হয় :

গতকাল (সোমবার) প্রেসিডেন্টের আদেশ অনুযায়ী বাংলাদেশ 'কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' নামে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে দেশে একদলীয় রাজনীতি প্রবর্তিত হইল এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের বিলুপ্তি ঘটিল।[২৪]

একক জাতীয় রাজনৈতিক দল বাকশাল গঠনের প্রায় সাড়ে তিন মাস পর এই দলের সাংগঠনিক কাঠামো ও গঠনতন্ত্র ঘোষণা করা হয়। ১৯৭৫ সালের ৭ জুন সব পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'সেক্রেটারী জেনারেল মনসুর আলী : সেক্রেটারী জিল্লুর রহমান, শেখ মনি, রাজ্জাক ॥ জাতীয় দলের সাংগঠনিক কাঠামো ও গঠনতন্ত্র ঘোষণা'। এই খবরে বলা হয় :

রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় দল বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের একটি কার্যনির্বাহী কমিটি ও একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন এবং সদস্যদের নাম ঘোষণা করেছেন। সেই সাথে দলের গঠনতন্ত্র ও পাঁচটি অঙ্গ সংগঠনের সদস্যদের নামও ঘোষণা করেছেন। আমাদের সংগ্রাম ও প্রত্যয়ের স্মারক মহান ৭ই জুনের ঐতিহাসিক দিনে বঙ্গবন্ধু এই ঘোষণা করেন। আজ শনিবার বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় এই ঘোষণা প্রকাশিত হয়।[২৫]

দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'বাকশালের সাংগঠনিক কাঠামো ও গঠনতন্ত্র ঘোষণা'।[২৬] সংবাদ-এর শিরোনাম ছিল : জাতীয় দলের গঠনতন্ত্র, কার্যনির্বাহী কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটি ও ফ্রন্ট কমিটিসমূহ ঘোষণা ॥ নতুন যাত্রা শুরু'।[২৭] বাংলাদেশ অবজারভারের শিরোনাম ছিল : 'BAKSAL constitution based on 4 state Principles'.[২৮]

পরিবর্তিত সরকার ব্যবস্থায় সংবাদপত্র প্রকাশনার ক্ষেত্রে নতুন নীতি গ্রহণ করা হয়। এই নীতি অনুযায়ী সরকার ১৯৭৫ সালের ১৬ জুন সংবাদপত্র ডিক্লারেশন বাতিল অর্ডিন্যান্স ১৯৭৫ জারি করে। এই অধ্যাদেশ বলে দেশে শুধুমাত্র চারটি দৈনিক পত্রিকা ছাড়া বাকি সব দৈনিক পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল করা হয়। প্রকাশনা বহাল থাকা দৈনিক চারটি হলো : দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক, বাংলাদেশে অবজারভার ও বাংলাদেশ টাইমস। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকার মধ্যে 'সংবাদ' ডিক্লারেশন বাতিলকৃত পত্রিকার মধ্যে পড়ে। ডিক্লারেশন বহাল থাকা চারটি দৈনিকের মালিকানাও সরকার নিয়ে নেয়। সরকারী মালিকানাধীন সংবাদপত্রসমূহ পরিচালনার জন্য একই দিন অর্থাৎ ১৯৭৫ সালের ১৬ জুন আরও একটি অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়। এই অর্ডিন্যান্সের শিরোনাম ছিল : সরকার মালিকানাধীন সংবাদপত্র (ব্যবস্থাপনা) অর্ডিন্যান্স ১৯৭৫। বার্তা সংস্থা বিএসএস ও এনা পরিবেশিত এই সংক্রান্ত খবর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত ডিক্লারেশন বহাল থাকা তিনটি পত্রিকাতেই গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালের ১৭ জুন। তবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে দৈনিক ইত্তেফাকে। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'বাংলাদেশে চারটি দৈনিক : ইত্তেফাক, দৈনিক বাংলা, অবজারভার, টাইমস ॥ দ্বিতীয় বিপ্লবের আলোকে সংবাদপত্র সম্পর্কে নূতন নীতি ঘোষণা'।[২৯]

দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'ঢাকা থেকে ৪টি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হবে : অদূর ভবিষ্যতে তিনটি শহর থেকে আরও ৩টি দৈনিক বেরুবে ॥ সংবাদপত্র ডিক্লারেশন বাতিল অধ্যাদেশ জারি'।[৩০] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Newspapers (Annulment of Declaration) Ordinance Promulgated ॥ Four dailies,122 Periodicals will Continue Publication.'[৩১]

Dhaka University Institutional Repository

সরকারী মালিকানাধীন সংবাদপত্র (ব্যবস্থাপনা) অর্ডিন্যান্স জারি সংক্রান্ত খবরটি আলাদা আইটেম হিসেবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ১৯৭৫ সালের ১৭ জুন এই খবরে সরকারী মালিকানাধীন সংবাদপত্রসমূহ পরিচালনা, উন্নয়ন, মুদ্রণ ও ব্যবসা পরিচালনার কাঠামো তুলে ধরে অধ্যাদেশটির পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করা হয়। এই খবরটি দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'সরকারী মালিকানাধীন সংবাদপত্র (ব্যবস্থাপনা) অর্ডিন্যান্সের পূর্ণ বিবরণ'।[৩২]

সংবাদপত্রের ডিক্লারেশন বাতিল সংশ্লিষ্ট আরও কয়েকটি খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালের ১৭ জুন। এর একটি ছিল ডিক্লারেশন বাতিল থেকে অব্যাহতি প্রাপ্ত পত্রিকাসমূহের পরিসংখ্যান। বার্তা সংস্থা বিএসএস ও এনা পরিবেশিত এই খবরে জানানো হয় : সংবাদপত্র ডিক্লারেশন বাতিল অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী ১২৪টি পত্রিকাকে ডিক্লারেশন বাতিলের আওতা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'যেসব পত্রিকা থাকছে'।[৩৩]

সংবাদপত্র ডিক্লারেশন বাতিল অধ্যাদেশ সংশ্লিষ্ট আরেকটি খবর ছিল নতুন সম্পাদক নিয়োগ সংক্রান্ত। বার্তা সংস্থা এনা পরিবেশিত এই খবরে জানানো হয় : অধ্যাদেশ জারির অব্যবহিত আগে কর্মরত বাংলাদেশ অবজারভার ও বাংলাদেশ টাইমস এর সম্পাদক যথাক্রমে ওবায়েদ উল হক ও শেখ ফজলুল হক মনি নিজ নিজ পদে বহাল রয়েছেন। বিলুপ্ত পত্রিকা দৈনিক পূর্বদেশ এর সম্পাদক এহতেশাম হায়দার চৌধুরীকে দৈনিক বাংলার এবং দৈনিক বাংলার সম্পাদক নূরুল ইসলাম পাটোয়ারীকে দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়েছে। ১৯৭৫ সালের ১৭ জুন দৈনিক বাংলা খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশে করে। শিরোনাম ছিল : 'যারা সম্পাদক হলেন'।[৩৪]

সংবাদপত্র ডিক্লারেশন বাতিল অধ্যাদেশ সংশ্লিষ্ট আরেকটি খবর ছিল ডিক্লরেশন বাতিলকৃত সকল পত্রিকার কর্মচারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কমিটি গঠন সংক্রান্ত। বার্তা সংস্থা বিএসএস ও এনা পরিবেশিত এই খবরে জানানো হয়: ডিক্লারেশন বাতিলকৃত সকল পত্রিকার প্রেস শ্রমিক ছাড়া সব কর্মচারীদের স্বার্থ ও ভবিষ্যত তত্ত্বাবধানের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট পত্রিকার কর্মচারীদের ১৯৭৫ সালের ৩০ জুনের মধ্যে কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়। ১৯৭৫ সালের ১৭ জুন দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'কর্মচারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কমিটি গঠন'।[৩৫]

বাকশাল গঠনের ধারাবাহিকতায় নতুন সরকার ব্যবস্থায় প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তনের ঘোষণা দেয়া হয়। প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত এই নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় দেশের ৬০টি জেলার প্রতিটিতে একজন করে জেলা গবর্ণর নিয়োগের বিধান রাখা হয়। এই খবর ১৯৭৫ সালের ২০জুন গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। খবরটি সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'প্রতি জেলায় প্রশাসনিক পরিষদ : ১লা সেপ্টেম্বর থেকে ৬০ জন জেলা গবর্ণর দায়িত্ব নেবেন ॥ নয়া বৈপ্লবিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা ঘোষণা'।[৩৬]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'Governors to head new administrative councils ॥ Functioning of 60 Dists. from Sept.'[৩৭] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : '১লা সেপ্টেম্বর হইতে মহকুমাগুলি জেলা হইবে : ৬০ জন জেলা গবর্ণর ॥ প্রশাসনিক কাউন্সিল'।[৩৮]

বাকশাল গঠন করায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ক্ষমতাসীন সরকারকে অভিনন্দন জানায়। ১৯৭৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে জানানো হয় 'বিলুপ্ত' বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-মোজাফফর) এর সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে একক জাতীয় দল গঠিত হওয়াকে শুভ পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করেছেন। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'এটি একটি শুভ পদক্ষেপ : মোজাফফর'। এতে বলা হয় :

> *'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে একটি জাতীয় দলের নাম ঘোষণাকে অধুনালুপ্ত বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ একটি শুভ পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করেন। গতকাল সোমবার জাতীয় দলের নাম ঘোষণার পর তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে অধ্যাপক সাহেব বলেন : শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির পর একক পার্টির ঘোষণা আর একটি শুভ পদক্ষেপ।*[৩৯]

প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন ও একক জাতীয় দল গঠনের বিষয়ে 'বিলুপ্ত' রাজনৈতিক দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী) প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীও সমর্থন জানান। ১৯৭৫ সালের ৯ মার্চ এ সংক্রান্ত একটি

Dhaka University Institutional Repository

খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত এই খবরটির শিরোনাম ছিল : 'দ্বিতীয় বিপ্লবের প্রতি ভাসানীর সমর্থন'।[৪০]

শুধু সমর্থনই নয়, কিছু কিছু বিলুপ্ত রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের বাকশালে যোগদানের খবরও প্রকাশিত হতে দেখা যায় সংবাদপত্রের। ১৯৭৫ সালের ২ আগস্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে জানানো হয়, 'বিলুপ্ত' রাজনৈতিক দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ-ভাসানী) সাড়ে চারশ' কর্মী বাকশালের সদস্য হওয়ার জন্য আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'অধুনালুপ্ত ভাসানী ন্যাপের সাড়ে ৪শ' কর্মীর বাকশালে যোগদানের আবেদন'।[৪১]

এর দশদিন পর সংবাদপত্রে প্রকাশিত আরেক খবরে জানানো হয়, বিলুপ্ত রাজনৈতিক দল ইউপিপির একদল নেতা-কর্মী বাকশালে যোগদানের জন্য আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন। ১৯৭৫ সালের ১৩ আগস্ট এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : 'অধুনালুপ্ত ইউপিপির পনের জনের বাকশালে যোগদানের আবেদন'।[৪২]

দেশে জরুরী অবস্থা জারী ও সরকার ব্যবস্থা পরিবর্তনের পাশাপাশি সরকার আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়ন, দুস্কৃতকারীদের প্রতিরোধ ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে অরাজগতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করার লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়। এইসব পদক্ষেপের অংশ হিসেবে বেআইনীভাবে দখল জায়গা ছেড়ে দেয়ার জন্য একটি নির্দেশ জারি করে। ১৯৭৫ সালের ১ জানুয়ারি সরকারী হ্যান্ড আউটের বরাত দিয়ে সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : '৩ দিনের মধ্যে বেআইনী দখল ছাড়তে হবে'।[৪৩]

পরদিন ১৯৭৫ সালের ২ জানুয়ারি এ ধরনের আরেকটি খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই খবরে ভুয়া রেশনকার্ড জমা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। সরকারী হ্যান্ড আউটের বরাত দিয়ে খবরটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'সব ভুয়া রেশন কার্ড জমা দেয়ার নির্দেশ ॥ শেষ দিন ১০ই জানুয়ারী : অন্যথায় গুরুতর শাস্তি'।[৪৪]

শুধু ভুয়া রেশন কার্ড উদ্ধারের উদ্যোগই নয়, রেশন দ্রব্য নিয়ে অবৈধ কারবারের সঙ্গে জড়িতদের নির্মূল ও অপরাধীদের কঠোর শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৭৫ সালের জরুরী ক্ষমতা বিধির আওতায় জরুরী (রেশন দ্রব্য ও ধান-চালের অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ) আদেশ জারি করে সরকার। ১৯৭৫ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে খবরটি প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'রেশন দ্রব্য নিয়ে অবৈধ কারবারে কঠোর সাজা ॥ জরুরী (রেশন দ্রব্য ও ধান-চালের অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ) আদেশ জারী'।[৪৫]

আইন-শৃঙ্খলা ও অর্থনীতি রক্ষার জন্য দুস্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে জরুরী ক্ষমতা বিধি জারি করে সরকার। বার্তা সংস্থা বিএসএস ও এনা পরিবেশিত এই খবরে জানানো হয় : এই বিধিতে অন্তর্ঘাতি তৎপরতা, চোরাচালান, মজুতদারী, কালোবাজারীসহ জনস্বার্থবিরোধী কাজের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদন্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ড অথবা ১৪ বছরের সশ্রম কারাদন্ডের বিধান রাখা হয়েছে। ১৯৭৫ সালের ৪ জানুয়ারি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবকটি পত্রিকায় এই খবর গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। তবে তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে। উভয় পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় শিরোনাম ছিল : 'নাশকতা চোরাচালান কালোবাজারীর জন্য মৃত্যুদন্ড ॥ জরুরী ক্ষমতা বিধি জারি : আইন-শৃঙ্খলা ও অর্থনীতি রক্ষার ব্যবস্থা'।[৪৬]

অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও সশস্ত্র দুস্কৃতকারীদের দমনের উদ্যোগও গ্রহণ করে সরকার। পনের দিনের সময় বেঁধে দিয়ে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে সশস্ত্র দুস্কৃতকারীদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ জারী করে সরকার। প্রেসনোটের বরাত দিয়ে বিএসএস পরিবেশিত এই খবরে জানানো হয় : নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বেআইনী অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণকারীর বিরুদ্ধে কোনো আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে না। তবে নির্দেশ অমান্যকারীদের খুঁজে বের করে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে। ১৯৭৫ সালের ৪ এপ্রিল এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সব পত্রিকায় খবরটি গুরুত্ব পায়। সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলায়। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : সশস্ত্র সমাজবিরোধীদের প্রতি আত্মসমর্পণের নির্দেশ'।[৪৭] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'পক্ষকালের মধ্যে সমাজবিরোধীদের অবৈধ অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণের নির্দেশ'।[৪৮] সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'অননুমোদিত অস্ত্রধারীদের প্রতি নির্দেশ ॥ ১৫ দিনের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

আত্মসমর্পণ কর'।[৪৯] বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে সেকেন্ড লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল : 'Defaulters will be severely dealt wilh ॥ Surrender unauthorised arms within 15 days'.[৫০]

অবৈধ অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণের এই নির্দেশ জারির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মাত্র একটি এলাকায় তিন ব্যক্তির অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। খবরটি ১৯৭৫ সালের ১৫ এপ্রিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে এই খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'সিঙ্গাইরে অস্ত্র সমর্পণ'। এতে বলা হয় :

> *অস্ত্র জমা দেওয়ার সরকারী নির্দেশে সাড়া দিয়া গতকাল (সোমবার) ঢাকা জেলার সিঙ্গাইর থানার দাসেরহাটি গ্রামের এনামুল কবির ও মোয়াজ্জেম হোসেন এবং চারিগ্রামের নূর মোহাম্মদ টিটু ১টি স্টেনগান, ২টি স্টেনগানের ম্যাগজিন, ১টি রাইফেল, ১টি বেয়নেট, ১টি এসএলআরের ম্যাগজিন ও ৫৩ রাউন্ড গুলী জমা দিয়াছে।*[৫১]

আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়ন ও দুস্কৃতকারী প্রতিরোধের লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া সত্ত্বেও আইন-শৃঙ্খলার অবনতি অব্যাহত থাকে। প্রকাশ্য দিবালোকে ছিনতাই, পুলিশের সঙ্গে দুস্কৃতকারীদের সংঘর্ষ, বাজার লুট ও পুলিশ ফাঁড়ি লুটের খবর প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। ১৯৭৫ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি বড় ধরনের একটি ছিনতাইয়ের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয় : রাজধানীর মতিঝিলের রাজপথে প্রকাশ্য দিবালোকে এক দুঃসাহসিক ছিনতাই সংঘটিত হয়। দুর্বৃত্তরা দু'জনকে হত্যা করে তাদের কাছ থেকে প্রায় দেড় লাখ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে সংবাদ। সংবাদ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় দুঃসাহসিক ছিনতাই ॥ প্রায় দেড় লাখ টাকা লুট ঃ দুর্বৃত্তের গুলীতে ২ জন নিহত'।[৫২] দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় শিরোনাম ছিল : 'মতিঝিলে প্রায় দেড় লাখ টাকা ছিনতাই ঃ দুজন নিহত'।[৫৩] দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল : 'রাজধানীতে প্রকাশ্য দিবালোকে দুর্বৃত্তের গুলীতে ২ জন খুন ॥ দেড় লাখ টাকা ছিনতাই'।[৫৪] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল : 'Tk. 1.39 lakh snatched away ॥ 2 shot dead in city'.[৫৫]

দুস্কৃতকারীদের সঙ্গে পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের এক সংঘর্ষের খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি। এই খবরে জানানো হয় : কুষ্টিয়ার মিরপুর থানার কাটিলাদহ গ্রামে পুলিশ ও সশস্ত্র ব্যক্তিদের মধ্যে গুলী বিনিময়কালে দু'জন পুলিশ ও দু'জন সশস্ত্র ব্যক্তি নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটে। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'কুষ্টিয়ার গ্রামে পুলিশ-দুস্কৃতকারী সংঘর্ষ ॥ উভয়পক্ষে ৪ জন নিহত'।[৫৬]

১৯৭৫ সালের ১৬ এপ্রিল একটি বাজার লুটের খবর প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। এই খবর জানানো হয়, কুমিল্লার পাদুয়ার বাজারে একদল সশস্ত্র দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে নগদ অর্থ ও মালামাল লুটে নেয়। দুর্বৃত্তরা জীপে চড়ে এসে এই লুটের ঘটনা ঘটিয়ে নির্বিঘ্নে চলে যায়। সংবাদ-এ খবরটি শেষ পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'কুমিল্লায় বাজার লুট'।[৫৭]

১৯৭৫ সালের ১৯ এপ্রিল সংবাদপত্রে একটি পুলিশ ফাঁড়ি লুটের খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয় : মাগুরার শ্রীপুর থানার লাঙ্গলবন্দ পুলিশ ফাঁড়িতে প্রকাশ্য দিবালোকে লুট হয়েছে। লুটের ঘটনার সময় সশস্ত্র লুটেরাদের গুলীতে ফাঁড়িতে কর্তব্যরত দু'জন পুলিশ নিহত, একজন আহত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'ফাঁড়ি লুট : ২ জন পুলিশ নিহত'।[৫৮]

সম্পাদকীয় :

দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমঅবনতির প্রেক্ষাপটে প্রেসিডেন্টকে জরুরী অবস্থা জারির ক্ষমতা প্রদান করে আইন প্রণয়ন, জরুরী অবস্থা জারি, প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকার প্রবর্তন ও বাকশাল গঠন, আইন-শৃঙ্খলা উন্নয়ন ও দুস্কৃতকারী প্রতিরোধে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অব্যাহত অবনতি প্রসঙ্গে বেশকিছু সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রসমূহে। নিয়মিত কলামগুলোতেও স্থান পায় এসব বিষয়।

১৯৭৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদে এই মর্মে একটি আইন পাশ হয় যে, প্রেসিডেন্ট প্রয়োজন হলে দেশে জরুরী অবস্থা জারি করতে পারবেন। ২১ সেপ্টেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। পরদিন ১৯৭৩ সালের ২২ সেপ্টেম্বর এই প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে বাংলাদেশ অবজারভার। শিরোনাম ছিল : 'Against odds'. এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

Dhaka University Institutional Repository

Obviously, the Bill incorporates certain power, as it is legitimately meant to do so to counter application of force or foul acts against the interest and existence of the State. Power might carry an apprehension in the abstract but only in its abuse.[৫৯]

সংবাদ জরুরী অবস্থা জারির বিধান সংবলিত আইন পাশ সম্পর্কে একটি উপসম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করে ১৯৭৩ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর। 'দর্শক' ছদ্মনামে লেখা এই উপসম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল : 'হালচাল ॥ জরুরী অবস্থা আসছে?" এই উপ-সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

সরকার ভাবছেন, জরুরী অবস্থা ও নিবর্তনমূলক আটক আইনের ব্যবস্থা হওয়ায় তাদের শক্তি বাড়লো, কিন্তু এটা বুঝালেন না যে বাস্তবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা সম্পর্কে জনগণের আস্থা ক্ষুণ্ন করে তাঁরা নিজেদের ক্ষমতার ভিত্তিকেই দুর্বল করেছে ফেলেছেন।[৬০]

এই প্রসঙ্গে দৈনিক ইত্তেফাকও একটি উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৭৩ সালের ৫ অক্টোবর। এটি লিখেছিলেন আবুল মনসুর আহমদ। শিরোনাম ছিল : ইমার্জেন্সি বিধান ইমার্জেন্সি আনে'। এই উপ-সম্পাদকীয়তে অনেকটা সংবাদ-এর অনুরূপ মন্তব্যই করা হয়। দৈনিক ইত্তেফাকের এই উপ-সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

নিরাপত্তা আইনের বলে আর যারাই দেশ শাসন করুক, আওয়ামী লীগ পারে না। পারে না এইজন্য যে, নিরাপত্তা আইনই পরিণামে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিপন্ন করে। ইমার্জেন্সি ক্ষমতাই দেশে ইমার্জেন্সির জন্ম দেয়। খোদা আওয়ামী লীগকে এই বদনামের হাত হইতে রক্ষা করুন। আমিন।[৬১]

১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়। পরদিন ২৯ ডিসেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ঐ দিনই অর্থাৎ ১৯৭৪ সালের ২৯ ডিসেম্বর এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা, সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভার। দৈনিক বাংলা সম্পাদকীয়টি প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায় যা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে এবং একই সঙ্গে একটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা। দৈনিক বাংলার এই সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল : 'সময়োচিত পদক্ষেপ : এটা অপরিহার্য ছিল'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থেই শেষ পর্যন্ত সরকার বাধ্য হয়েছেন সারাদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে। আমাদের স্থির বিশ্বাস এই ব্যবস্থা সৎ এবং আইন অনুগত নাগরিকদের জীবনে ফিরিয়ে আনবে আকাংখিত স্বস্তি। আর দমন করবে সব অশুভ চক্রকে।[৬২]

সংবাদ-এর সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল : 'অশুভ শক্তির মোকাবেলায় জরুরী অবস্থা'। এই সম্পাদকীয়তে অনেকটা দৈনিক বাংলার অভিমতের প্রতিধ্বনি ঘটেছে। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

বাধ্য হয়েই সরকারকে এবার প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলায় চরম অস্ত্র হাতে নিতে হয়েছে। এই অস্ত্রের প্রয়োগ সরকারকে এমনভাবে করতে হবে যাতে প্রতিক্রিয়াশীল ও জাতীয় স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের চিরবিলোপ সম্ভবপর হয় এবং প্রগতিশীল শক্তিসমূহের উন্মেষের সকল পথ অবারিত হয়ে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন নিকটতর হয়।[৬৩]

বাংলাদেশ অবজারভারের সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল : 'Timely Action', এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

There is a simister method in their acts of violence, murder, sabotage, and destruction, which not only add to the sufferings of the people but are calculated to undermine the confidence of the people in the Government. The Government had to act. The proclamation of Emergency, which is designed to arrest the situation and improve it, should have a salutary effect.[৬৪]

পরদিন অর্থাৎ ১৯৭৪ সালের ৩০ ডিসেম্বর বাংলাদেশ অবজারভার এই প্রসঙ্গে আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায় যা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এই সম্পাদকীয়-মন্তব্যে আগের দিনের (২৯ ডিসেম্বর ১৯৭৪) সম্পাদকীয়-মন্তব্যের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

Considering the situation prevailing in the country for a pretty long time, it was, we may repeat, rather long in coming. The general feelling is that it came as a deferred fulfilment of hope, as a belated answer to the earnest prayer of the much harassed people for early remedy. Naturally, they welcome it for the sence of relief that it has generated.[৬৫]

জরুরী অবস্থা ঘোষণা সম্পর্কে দৈনিক ইত্তেফাক একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৭৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

সরকার সমগ্র দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিয়াছেন। অতঃপর সাময়িকভাবে শাসনতন্ত্রে জনগণের মৌলিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা রক্ষার যে নিশ্চয়তা ছিল, তাহা স্থগিত থাকিবে। এই অবস্থায় দেশের স্বার্থে সরকারকে অত্যন্ত সতর্কভাবে, ও স্বার্থতার ঊর্ধ্বে থাকিয়া সকল ক্ষেত্রে জরুরী আইন প্রয়োগের যথার্থতা বিধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই প্রত্যাশার বিষয়।[৬৬]

জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর এক মাসের মধ্যে রাষ্ট্র পরিচালনা পদ্ধতিতেও পরিবর্তন আনা হয়। সংবিধান সংশোধনের মধ্য দিয়ে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তন করে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি জাতীয় সংসদে এই আইন পাশ হয়। পরদিন ২৬ জানুয়ারি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সব পত্রিকায় এই খবর প্রকাশিত হয়। এই দিনই অর্থাৎ ১৯৭৫ সালের ২৬ জানুয়ারি দৈনিক বাংলা ও দৈনিক ইত্তেফাকে এ সম্পর্কে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলা সম্পাদকীয়টি প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায়। শিরোনাম ছিল : 'দ্বিতীয় বিপ্লব'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

Dhaka University Institutional Repository

দেশের রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধু প্রত্যাশিত পরিবর্তন সাধন করেছেন, রাষ্ট্রের কর্ণধাররূপে স্বয়ং দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, দলমত, জাতিধর্ম, নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের প্রতি দিয়েছেন দেশ গঠনের ডাক। তার এই বৈপ্লবিক পদক্ষেপ জনগণ কর্তৃক অভিনন্দিত হয়েছে, জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে। বাংলাদেশের প্রতিটি গৃহ থেকে তার এই আহ্বানে সাড়া ধ্বনিত হবে এই দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের।[৬৭]

দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার'। এতে বলা হয়:

এই অবস্থায় এই পরিবর্তন দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক হউক, এতদ্বারা দেশবাসীর আশা-আকাঙ্খা পূরণের কাজ সফল ও ত্বরান্বিত হউক এবং সুখী সমৃদ্ধ ও মুক্ত বাংলাদেশ জগৎসভায় আপন মর্যাদায় আসন লাভ করুক, ইহাই আমাদের এই মুহূর্তের শুভ কামনা।[৬৮]

এই বিষয়ে দৈনিক বাংলায় একটি উপ-সম্পাদকীয়ও প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালের ২৭ জানুয়ারি। 'সমীক্ষক' ছদ্মনামে লেখা এই উপ-সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল: 'গণতন্ত্রের নতুন যুগ এবং শোষণ মুক্ত সমাজ'। এই উপ-সম্পাকীয়তে বলা হয়:

আমরা বিশ্বাস করি বর্তমান গতিশীল ব্যবস্থার সঠিক এবং সুদৃঢ় নেতৃত্ব দিয়ে একমাত্র বঙ্গবন্ধুই পারবেন এই বৈপ্লবিক কর্মসূচীকে সীমিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়িত করতে। পারবেন তাঁর জাতিকে আকাঙ্ক্ষিত শান্তি, সমৃদ্ধি এবং শোষণহীন সমজের লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে। গভীর এই আস্থা এবং প্রত্যাশা নিয়েই জাতি তাকিয়ে আছে তাঁর মুখের পানে।[৬৯]

বাংলাদেশ অবজারভারও ১৯৭৫ সালের ৩০ জানুয়ারি এ বিষয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'Uphold Revolution'. এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

Co-aperation of the people, particularly of the educated and intelligent section, in such a great national task along can accelerate the pace of the revolutionary change and lead the nation to the muchwished for fruition of its cherished hopes and ideals. The role of the information and public media is certainly most vital and indispensable in this respect.[৭০]

সরকার ব্যবস্থা পরিবর্তনের আইন পাশ করার সময় প্রেসিডেন্টকে একক জাতীয় রাজনৈতিক দল গঠনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ঐ ক্ষমতা বলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি একটি মাত্র রাজনৈতিক দল গঠনের ঘোষণা দেন। দলের নাম রাখা হয় 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' (বাকশাল)। পরদিন ২৫ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ঐদিনই অর্থাৎ ১৯৭৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি এ বিষয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা, সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভার। দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার সংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলার সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'নবযাত্রা, নতুন পদক্ষেপ'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে নবযাত্রার উদ্বোধন করেছেন বঙ্গবন্ধু। সূচনা করেছেন নতুন প্রভাতের। তাঁর সঙ্গে আছে সারা দেশ, সমগ্র জাতি। আমরা বিশ্বাস রাখি, এ অভিযাত্রা জাতিকে উত্তীর্ণ করবে অভীষ্ঠ প্রত্যাশার চূড়ান্ত লক্ষ্যে।[৭১]

সংবাদ-এ প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তির ঐক্যের প্রতীক'। এতে বলা হয়:

একক জাতীয় দল বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ গঠন একটি সামান্য বা সাধারণ ঘটনা নয়, জাতীয় রাজনৈতিক জীবনে এর তাৎপর্য বিরাট ও সুদূরপ্রসারী। বলা যায়, এর মধ্য দিয়ে একটি নতুন যুগের সূচনা হলো। আমরা আশা করি জাতীয় জীবনে যে বন্ধ্যাত্ব ও প্রায় অচলাবস্থা দেখা দিয়েছিল, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে নয়া জাতীয় দল তা থেকে মুক্তির পথ দেখাবে।[৭২]

বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'A Revolutionary Milestone.' এতে বলা হয়:

We are confident that under his inspiring leadership we shall successfully complete the Second Revolution too. We have crossed another milestone.[৭৩]

দৈনিক ইত্তেফাকেও ১৯৭৫ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি এই প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ'। এতে বলা হয়:

দেশের বর্তমান সার্বিক অবস্থা এমন এক পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, এই অবস্থার উন্নতিকল্পে অথবা উহা হইতে পরিত্রাণ লাভের লক্ষ্যে গৃহীত যে কোন পদক্ষেপকেই অস্বাভাবিক বলিয়া গণ্য করা যাইবে না।[৭৪]

বাকশাল গঠনের সাড়ে তিন মাস পর দলের সাংগঠনিক কাঠামো ও গঠনতন্ত্র ঘোষণা করা হয়। ১৯৭৫ সালের ৭ জুন সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, ঐ দিন বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় এ সংক্রান্ত ঘোষণা প্রকাশিত হয়েছে। পরদিন ৮ জুন দৈনিক বাংলা এ প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'জাতীয় দল এবং ঐক্যবদ্ধ জাতি'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

আমাদের সুগভীর বিশ্বাস বঙ্গবন্ধুর নির্ভুল নেতৃত্ব সারা জাতিকে উত্তীর্ণ করে দেবে প্রত্যাশিত সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে। আমরা যাত্রা করবো সমৃদ্ধি এবং প্রগতির এক ক্রান্তি থেকে আরেক ক্রান্তিতে। বিশ্বসভায় অভিষিক্ত হবে একটি আত্মপ্রতিষ্ঠ মর্যাদাবান জাতির গৌরবের আসনে।[৭৫]

পরিবর্তিত ব্যবস্থায় সরকার সংবাদপত্র প্রকাশনায় নতুন নীতিগ্রহণ করে। এই নীতি অনুযায়ী সরকার ১৯৭৫ সালের ১৬ জুন সংবাদপত্র ডিক্লারেশন বাতিল অর্ডিন্যান্স ১৯৭৫ জারি করে। এই অধ্যাদেশ বলে দেশে শুধুমাত্র চারটি দৈনিক পত্রিকা ছাড়া বাকি সব দৈনিক পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল করা হয়। একই দিন ১৯৭৫ সালের ১৬ জুন সরকার মালিকানাধীন সংবাদপত্র (ব্যবস্থাপনা) অর্ডিন্যান্স ১৯৭৫ জারি করে সরকার প্রকাশনা বহাল থাকা চারটি দৈনিক পত্রিকার মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ১৯৭৫ সালের ১৭ জুন এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। একই দিন এ প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক বাংলা ও দৈনিক ইত্তেফাক। দৈনিক বাংলার সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল : 'সংবাদপত্রের দায়িত্ব ও ভূমিকা'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

সংবাদপত্র জগতে নতুন বিন্যাসের ফলে দেশ গঠনে ও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনে সংবাদপত্র আরও কার্যকরভাবে তার ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে, এই আশা ও বিশ্বাসে আমরা বলীয়ান। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দ্বিতীয় বিপ্লবকে সফল করে তোলার মধ্যেই আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তির গ্যারান্টি। দেশ ও জনগণের প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে আমরা সচেতন। বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত আদর্শ সামনে রেখে এই দায়িত্ব পালনে আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করব সংবাদপত্র হিসাবে এই আমাদের অঙ্গীকার।[৭৬]

দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল : 'নবযাত্রা'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

রাষ্ট্রীয় জীবন ধারা এবং উহার অগ্রযাত্রার সঙ্গে জনগণকে এভাবে একাত্ম করিয়া প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠারই স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মরহুম তফাজ্জল হোসেন। আজ জনগণের সেই আকাঙ্ক্ষিত প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথেই নবযাত্রা শুরু হইল ইত্তেফাকের। বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত আদর্শ এবং মরহুম তফাজ্জল হোসেনের অবদানকে সঙ্গী করিয়া পরম বিশ্বস্ততার সঙ্গে ইত্তেফাক পালন করিবে তাহার উপর অর্পিত এই পবিত্র দায়িত্ব।[৭৭]

পরদিন ১৯৭৫ সালের ১৮ জুন আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক। শিরোনাম ছিল : 'সুচিন্তিত পদক্ষেপ'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে যেখানে সংখ্যাতীত পত্রিকার শিল্প প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া উঠার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত, আমরা মনে করি, সেখানে এই নতুন ব্যবস্থা পত্র-পত্রিকাগুলির আকৃতি-প্রকৃতি ও মনোন্নয়নে যথেষ্ট সহায়ক হইবে। তাই সরকারের এই সুচিন্তিত পদক্ষেপকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি। আমরা আশা করি, এর ফলে গোটা জাতিকে একতাবদ্ধ ও এক লক্ষ্যপথের পথিক করিয়া তুলিয়া অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন সহজ ও দ্রুততর হইবে।[৭৮]

১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর দেশে জরুরী অবস্থা জারীর পরপরই সরকার আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়ন, দুস্কৃতকারীদের প্রতিরোধ ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে অরাজকতা দূর করার লক্ষ্যে কয়েকটি পদক্ষেপ নেয়। এইসব পদক্ষেপের অংশ হিসেবে বেআইনীভাবে দখল করে রাখা বাড়ীঘর, দোকান, খালি জায়গা ছেড়ে দেয়ার জন্য একটি নির্দেশ জারি করে সরকার। ১৯৭৫ সালের ১ জানুয়ারি এই নির্দেশ জারির খবর সংবাদপত্রে প্রকাশের পরদিন ২ জানুয়ারি এ বিষয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। শিরোনাম ছিল : 'বেআইনী দখল উচ্ছেদ'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

এর আগে যারা সরকারী নির্দেশে কান দেয়নি আমরা আশা করবো এবার তাদের বোধোদয় ঘটবে। কিন্তু এরপরও যারা বেআইনী দখল ছাড়তে ইতস্তত করবে, আইনের কঠোর দন্ড যেন তারা কিছুতেই এড়াতে না পারে। আমাদের বিশ্বাস, এ যাত্রা উদ্ধত এই জবর দখলকারীদের শায়েস্তা করতে সামান্যতম দ্বিধা করবেন না সরকার।[৭৯]

আইন-শৃঙ্খলা ও অর্থনীতি রক্ষার জন্য দুস্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে সরকার জরুরী ক্ষমতা বিধি জারি করে। ১৯৭৫ সালের ৪ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয় : এই বিধিতে অন্তর্ঘাতি তৎপরতা, চোরাচালান, মজুতদারী, কালোবাজারীসহ জনস্বার্থ বিরোধী কাজের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদন্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ড অথবা ১৪ বছরের সশ্রম কারাদন্ডের বিধান রাখা হয়েছে। পরদিন ১৯৭৫ সালের ৫ জানুয়ারি এ প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। শিরোনাম ছিল : 'জরুরী বিধি এবং অর্পিত দায়িত্ব'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

সুস্থ এবং নিরাপদ অবস্থা দেশের প্রতিটি নিরীহ শান্তিপ্রিয় মানুষের কাম্য। আমরা আশা করবো, দেশ ও জনগণের বৃহত্তর কল্যাণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সুগভীর নিষ্ঠার সঙ্গে ন্যস্ত কর্তব্য পালন করবেন দায়িত্বশীল সকলে। তাদের মনে রাখতে হবে এ কর্তব্য শুধু কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টির কর্তব্য নয়। গোটা জাতি ও জনগণের সামগ্রিক হিত সাধনের কর্তব্য।[৮০]

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের লক্ষ্যে পনের দিনের সময় বেধে দিয়ে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে সশস্ত্র দুস্কৃতকারীদের আত্মসমর্পণের জন্য ১৯৭৫ সালের ৩ এপ্রিল এক নির্দেশ জারি করে সরকার। পরদিন ৪ এপ্রিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয় : নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বেআইনী অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণকারীদের বিরুদ্ধে কোনো আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে না। তবে নির্দেশ অমান্যকারীদের খুঁজে বের করে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে। ১৯৭৫ সালের ৫ এপ্রিল এ প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল : 'আত্মসমর্পণের নির্দেশ'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

এই ঘোষণা থেকেই একথা স্পষ্ট যে ঔদার্যে ও সহানুভূতিতে উদ্বুদ্ধ হয়েই সরকার এই নির্দেশ জারি করেছেন। বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট ব্যক্তিদের সামনে এই শেষ সুযোগ উন্মোচিত করেছেন। জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত না হলে জনগণের সার্বিক কল্যাণ কামনায় উদ্বুদ্ধ না হলে সরকার এই সুযোগ দিতেন না। বিভ্রান্ত ও বিপথগামী ব্যক্তিরা সরকারের এই নির্দেশের সুযোগ গ্রহণ করবে, এটাই প্রত্যাশিত।[৮১]

বাংলাদেশ অবজারভারের সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল : 'Gesture of Mercy'. সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলার অনুরূপ অভিমত প্রকাশ ও মন্তব্য করা হয়। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

There is a limit even to love. Surely, the defaulters would be traced out and dealt with severely should they choose in their blind arrogance to spurn the great gesture of mercy.[৮২]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৫ সালের ১৮ এপ্রিল অবৈধ অস্ত্রধারীদের আত্মসমর্পণের জন্য ঘোষিত সময়সীমার শেষ দিন এ প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ। শিরোনাম ছিল : 'এরপর উদারতা অর্থহীন'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

সরকারী নির্দেশ মাফিক অবৈধ অস্ত্র সমর্পণের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে। সরকারের এই উদারতার সুযোগ নিয়ে আত্মসংশোধনের সুযোগ যারা নেয়নি তারা সংশোধনের অতীত। আর উদারতা তাদের জন্য নয়। নির্দেশনামার কথা অনুযায়ী সরকার এবার তাদের প্রতি নির্মম হবে– এটাই সকলে আশা করে।[৩]

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ও দুস্কৃতকারীদের প্রতিহত করার লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া সত্ত্বেও আইন-শৃঙ্খলার অবনতি অব্যাহত থাকে। সংবাদপত্রগুলো এই প্রসঙ্গে তাদের অভিমত ও মন্তব্য তুলে ধরে সম্পাদকীয়তে। ১৯৭৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি এই প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ। শিরোনাম ছিল : 'দুস্কৃতকারীরা এখনও বেপরোয়া!' এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

প্রশাসনের অন্যতম হাতিয়ার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর হামলা সরকারের কর্তৃত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জেরই সামিল। তেমনি আবার জরুরী অবস্থা বলবৎ থাকার মধ্যে দেশের প্রশাসন কেন্দ্রের জনাকীর্ণ অঞ্চলে আগ্নেয়াস্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহারও জনগণের নিরাপত্তা বোধকে ক্ষুণ্ন না করে পারে না।[২]

আইন-শৃঙ্খলার অবনতি সম্পর্কে দৈনিক ইত্তেফাকও একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৭৫ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি। শিরোনাম ছিল: 'মানুষ শান্তিতে ঘুমাইতে চায়'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

যে কোন মূল্যে সশস্ত্র দুর্বৃত্তদের এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করিতে হইবে। কর্তৃপক্ষ কিভাবে তাহা করিবেন, তাহা একান্তভাবেই তাঁহাদের নিজস্ব ব্যাপার। উপস্থিত ক্ষেত্রে আমরা শুধু সবিনয়ে গোটা পরিস্থিতিটাই সংশ্লিষ্ট মহলের গোচরে আনার প্রয়াস পাইয়াছি। আর অন্য কিছু নয়।[৩]

প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ :

উপরের তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, ১৯৭৩ সালের শেষ সময় থেকে শুরু করে ১৯৭৫ সালের আগস্টে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে বেশকিছু রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল : জরুরী অবস্থা ঘোষণা সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন, জরুরী অবস্থা ঘোষণা, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন ও বাকশাল গঠন। এই সময় আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়ন ও দুস্কৃতকারী প্রতিরোধে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করলেও আইন-শৃঙ্খলার অবনতি অব্যাহত থাকে। এইসব বিষয় সংবাদপত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। উল্লিখিত বিষয়সমূহ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের রিপোর্ট প্রকাশের পাশাপাশি সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয়ও প্রকাশিত হতে দেখা যায়। স্বাভাবিক নিয়মে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় নির্ধারিত পৃষ্ঠায়। কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে উপরোক্ত বিষয়ে বেশকিছু সম্পাদকীয় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। নিয়মিত কলামগুলোতেও স্থান পায় এসব বিষয়।

উপরোক্ত রাজনৈতিক ঘটনাসহ সংশ্লিষ্ট ঘটনাসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় : সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রধানত ৪ ধরনের খবর প্রকাশিত হয়েছে। আবার উল্লিখিত ৪ ধরনের খবরের প্রত্যেকটির একাধিক ইস্যু নিয়েও খবর প্রকাশিত হতে দেখা যায়। এগুলো হলো :

এক. জরুরী অবস্থা।
- ক) জরুরী অবস্থা ঘোষণা সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন;
- খ) জরুরী অবস্থা ঘোষণা।

দুই. প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকার প্রবর্তন ও বাকশাল গঠন।
- ক) প্রেসিডেন্ট পদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান;
- খ) একক জাতীয় রাজনৈতিক দল 'বাকশাল' গঠন;
- গ) জাতীয় রাজনৈতিক দলের সাংগঠনিক কাঠামো;
- ঘ) নয়া বৈপ্লবিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা;
- ঙ) চারটি ছাড়া সব দৈনিক সংবাদপত্রের ডিক্লারেশন বাতিল;
- চ) জাতীয় দল বাকশালের প্রতি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থন;
- ছ) বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের বাকশালে যোগদান।

তিন. আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়ন ও দুস্কৃতকারী প্রতিরোধে সরকারী উদ্যোগ।
- ক) বেআইনী দখল উচ্ছেদ;
- খ) ভুয়া রেশন কার্ড জমা নেয়া ও রেশন দ্রব্যের অবৈধ কারবারে কঠোর সাজার বিধান;
- গ) দুস্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে কঠোর বিধান চালু;
- ঘ) বিপথগামীদের অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণের সুযোগ দান।

Dhaka University Institutional Repository

চার. আইন-শৃঙ্খলার অবনতি অব্যাহত।

ক) প্রকাশ্য দিবালোকে ছিনতাই;

খ) পুলিশের সঙ্গে দুস্কৃতকারীদের সংঘর্ষ;

গ) বাজার লুট;

ঘ) পুলিশ ফাঁড়ি লুট

উপরোক্ত বিষয়সমূহের খবরগুলো বেশ গুরুত্ব লাভ করেছে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায়। প্রায় সব খবরই প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছে। প্রথম পৃষ্ঠায় লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে কিছু খবর। কোনো কোনো খবর প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামেও প্রকাশিত হয়েছে।

বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়। তবে এর এক বছরের বেশি আগে প্রেসিডেন্টকে জরুরি অবস্থা জারি করার ক্ষমতা দিয়ে জাতীয় সংসদে আইন পাস করা হয়। ১৯৭৩ সালের ২১ সেপ্টেম্বর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবক'টি পত্রিকা এই আইন পাসের খবর প্রকাশ করে। তবে খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে দৈনিক বাংলায়। এই পত্রিকায় খবরটি আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণার পরদিন ২৯ ডিসেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয়, অভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে দেশের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা হুমকির সম্মুখীন হয়েছে প্রতীয়মান হওয়ায় প্রেসিডেন্ট দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন। খবরটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবক'টি পত্রিকায় খুবই গুরুত্ব লাভ করে এবং সবক'টি পত্রিকায় একই সমান ট্রিটমেন্ট পায়। চারটি পত্রিকাই খবরটিকে প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশ করে।

জরুরী অবস্থা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্ট জরুরী ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স নামে একটি অর্ডিন্যান্সও জারি করেন ১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর। পরদিন ২৯ ডিসেম্বর জরুরী অবস্থা ঘোষণার খবরের পাশাপাশি জরুরী ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স জারির খবরটিও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয় : জনস্বার্থ ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা, জনশৃঙ্খলা রক্ষা, অর্থনৈতিক জীবন যাত্রা রক্ষা, অত্যাবশ্যকীয় সরবরাহ ও সার্ভিস অব্যাহত রাখার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেসিডেন্ট জরুরী ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স জারি করেছেন। এই অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী সরকারকে প্রয়োজনে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যে কোনো বিধি তৈরির ক্ষমতা দেয়া হয়। জরুরী ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স জারি বিষয়ক খবরটি দৈনিক বাংলা, সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাকে আলাদা আইটেম হিসেবে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি জরুরী অবস্থা ঘোষণা বিষয়ক মূল খবরের সঙ্গে প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলা ও সংবাদ-এ খবরটি তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব লাভ করে।

জরুরী অবস্থা ঘোষণা সংশ্লিষ্ট আরো দুটি খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালের ২৯ ডিসেম্বর। এর একটি খবরে সংবিধানের যে ধারা বলে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয় তার বিবরণ উপস্থাপিত হয়। অপর খবরটি ছিল জরুরী অবস্থা ঘোষণার যৌক্তিকতা সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যাখ্যা।

জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর এক মাসের মধ্যে রাষ্ট্র পরিচালনা পদ্ধতিতেও পরিবর্তন আনা হয়। সংবিধান সংশোধন করে সংসদীয় পদ্ধতির পরিবর্তে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। জাতীয় সংসদে এই সংক্রান্ত আইন প্রবর্তনের মধ্যদিয়ে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। এর আওতায় একই সঙ্গে দেশে একটি মাত্র জাতীয় রাজনৈতিক দল রাখার বিধান করা হয়। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি জাতীয় সংসদে এই আইন পাসের পরদিন ২৬ জানুয়ারি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সব পত্রিকায় ফলাও করে প্রকাশিত হয় এই খবর। সবক'টি পত্রিকা খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশ করে।

সরকার ব্যবস্থা পরিবর্তনের মূল খবরের পাশাপাশি এই বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যভিত্তিক একটি খবরও সংবাপত্রে প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালের ২৬ জানুয়ারি। এই খবরে জানানো হয় : সংবিধান সংশোধন করে সরকার ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনাকে নিজের দ্বিতীয় বিপ্লব হিসেবে অভিহিত করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৭৫ সালের ২৬ জানুয়ারি সরকার ব্যবস্থা পরিবর্তনের পার্শ্ব খবর হিসেবে দেশে একক জাতীয় রাজনৈতিক দল গঠনের বিধানের বিষয়েও একটি আলাদা আইটেম প্রকাশিত হয় পত্রিকায়। এই খবরে জানানো হয়, জাতীয় সংসদে গৃহীত সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী অনুযায়ী প্রেসিডেন্টকে দেশে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল রাখার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট একক জাতীয় রাজনৈতিক দল গঠনের আদেশ জারি করলে দেশের অন্য সকল রাজনৈতিক দল বিলুপ্তির বিধান করা হয়েছে ঐ আইনে।

Dhaka University Institutional Repository

সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী অনুযায়ী প্রাপ্ত ক্ষমতা বলে প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি এক আদেশে দেশে একটি মাত্র জাতীয় রাজনৈতিক দল গঠনের ঘোষণা দেন। এই ঘোষণায় দলের নাম রাখা হয় 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' যা সংক্ষেপে 'বাকশাল' হিসেবে বর্ণনা করা হয়। পরদিন ২৫ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই খবরে জানানো হয় : এই জাতীয় রাজনৈতিক দল গঠনের সঙ্গে সঙ্গে আইন অনুযায়ী দেশের সকল রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এই খবরটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকায় গুরুত্বের সঙ্গে প্রকশিত হয়। তবে তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারে।

একক জাতীয় রাজনৈতিক দল বাকশাল গঠনের প্রায় সাড়ে তিন মাস পর ১৯৭৫ সালের ৬ জুন এই দলের সাংগঠনিক কাঠামো ও গঠনতন্ত্র ঘোষণা করা হয়। পরদিন ৭ জুন সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, ঐদিন (৭ জুন) বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় এই সংক্রান্ত ঘোষণা প্রকাশিত হয়েছে। এই গেজেটে বাকশালের নির্বাহী কমিটি ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের নাম, পাঁচটি অঙ্গ সংগঠনের সদস্যদের নাম ও দলের গঠনতন্ত্র প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবক'টি পত্রিকায় ফলাও করে প্রকাশিত হয় এই খবর। সব পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

পরিবর্তিত সরকার ব্যবস্থায় সংবাদপত্র প্রকাশনার ক্ষেত্রে নতুন নীতি অনুযায়ী সরকার ১৯৭৫ সালের ১৬ জুন সংবাদপত্র ডিক্লারেশন বাতিল অর্ডিন্যান্স ১৯৭৫ জারি করে। এই অধ্যাদেশ বলে দেশে এই শুধু চারটি দৈনিক পত্রিকা ছাড়া বাকি সব দৈনিক পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল করা হয়। প্রকাশনা বহাল থাকা দৈনিক চারটি হলো : দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক, বাংলাদেশ অবজারভার ও বাংলাদেশ টাইমস। ডিক্লারেশন বহাল থাকা চারটি দৈনিকের মালিকানাও সরকার নিয়ে নেয়। সরকারী মালিকানাধীন সংবাদপত্রসমূহ পরিচালনার জন্য একই দিন অর্থাৎ ১৯৭৫ সালের ১৬ জুন 'সরকার মালিকানাধীন সংবাদপত্র (ব্যবস্থাপনা) অর্ডিন্যান্স ১৯৭৫' নামে আরও একটি অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়। ১৭ জুন এই সংক্রান্ত মূল খবরটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত ডিক্লারেশন বহাল থাকা তিনটি পত্রিকাতেই গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। তবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে দৈনিক ইত্তেফাকে। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

সরকারী মালিকানাধীন সংবাদপত্র (ব্যবস্থাপনা) অর্ডিন্যান্স জারি সংক্রান্ত খবরটি আলাদা আইটেম হিসেবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ১৯৭৫ সালের ১৭ জুন প্রকাশিত এই খবরে সরকারী মালিকানাধীন সংবাদপত্রসমূহ পরিচালনা, উন্নয়ন, মুদ্রণ ও ব্যবসা পরিচালনার কাঠামো তুলে ধরে অধ্যাদেশটির পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করা হয়।

সংবাদপত্রের ডিক্লারেশন বাতিল সংশ্লিষ্ট আরও কয়েকটি খবর ১৯৭৫ সালের ১৭ জুন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এর একটি ছিল ডিক্লারেশন বাতিল থেকে অব্যাহতি প্রাপ্ত পত্রিকাসমূহের পরিসংখ্যান। এই খবরে জানানো হয় : সংবাদপত্র ডিক্লারেশন বাতিল অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী চারটি দৈনিকসহ ১২৪টি পত্রিকাকে ডিক্লারেশন বাতিলের আওতা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

আরেকটি খবর ছিল ডিক্লারেশন বহাল ঢাকা দৈনিকগুলোর নতুন সম্পাদক নিয়োগ সংক্রান্ত। এই খবরে জানানো হয় : অধ্যাদেশ জারির অব্যবহিত আগে কর্মরত বাংলাদেশ অবজারভার ও বাংলাদেশ টাইমস এর সম্পাদক যথাক্রমে ওবায়েদ উল হক ও শেখ ফজলুল হক মনি নিজ নিজ পদে বহাল রয়েছেন। বিলুপ্ত পত্রিকা দৈনিক পূর্বদেশ এর সম্পাদক এহতেশাম হায়দার চৌধুরীকে দৈনিক বাংলার এবং দৈনিক বাংলার সম্পাদক নূরুল ইসলাম পাটোয়ারীকে দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়েছে।

অপর একটি খবর ছিল ডিক্লারেশন বাতিলকৃত সকল পত্রিকার কর্মচারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কমিটি গঠন সংক্রান্ত। এই খবরে জানানো হয় : ডিক্লারেশন বাতিলকৃত সকল পত্রিকার প্রেস শ্রমিক ছাড়া সব কর্মচারীদের স্বার্থ ও ভবিষ্যত তত্ত্বাবধানের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট পত্রিকার কর্মচারীদের ১৯৭৫ সালের ৩০ জুনের মধ্যে কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়।

বাকশাল গঠনের ধারাবাহিকতায় নতুন সরকার ব্যবস্থায় প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তনের ঘোষণা দেয়া হয়। প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত এই নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় দেশের ৬০টি জেলার প্রতিটিতে একজন করে জেলা গবর্ণর নিয়োগের বিধান রাখা হয়। এই খবর ১৯৭৫ সালের ২০ জুন গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলায়। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

বাকশাল গঠন করায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ক্ষমতাসীন সরকারকে অভিনন্দন জানায়। ১৯৭৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে জানানো হয় : 'বিলুপ্ত' বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-মোজাফফর) এর সভাপতি

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে একক জাতীয় দল গঠিত হওয়াকে শুভ পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করেছেন।

প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন ও একক জাতীয় দল গঠনের প্রতি সমর্থন জানান 'বিলুপ্ত' রাজনৈতিক দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী) প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। ১৯৭৫ সালের ৯ মার্চ এই সংক্রান্ত খবরটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

শুধু সমর্থনই নয়, কিছু কিছু বিলুপ্ত রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের বাকশালে যোগদানের খবরও প্রকাশিত হতে দেখা যায় সংবাদপত্রে। ১৯৭৫ সালের ২ আগস্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে জানানো হয়, 'বিলুপ্ত' রাজনৈতিক দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ-ভাসানী) সাড়ে চারশ' কর্মী বাকশালের সদস্য হওয়ার জন্য আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন।

এর দশ দিন পর ১৯৭৫ সালের ১৩ আগস্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত আরেক খবরে জানানো হয়: 'বিলুপ্ত' রাজনৈতিক দল ইউপিপির একদল নেতা-কর্মী বাকশালে যোগদানের জন্য আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন।

দেশে জরুরী অবস্থা জারী ও সরকার ব্যবস্থা পরিবর্তনের পাশাপাশি সরকার আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়ন, দুস্কৃতকারীদের প্রতিরোধ ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করার লক্ষ্যে দেশকিছু পদক্ষেপ নেয়। এই সব পদক্ষেপের অংশ হিসেবে বেআইনীভাবে দখল করে রাখা বাড়িঘর, দোকান, খালি জায়গা ছেড়ে দেয়ার জন্য একটি নির্দেশ জারি করে। ১৯৭৫ সালের ১ জানুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। খবরটি দৈনিক বাংলায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়।

পরদিন ১৯৭৫ সালের ২ জানুয়ারি এই ধরনের আরেকটি খবরে সব ভুয়া রেশন কার্ড জমা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। এই খবরটিও দৈনিক বাংলায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়। প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা।

শুধু ভুয়া রেশন কার্ড উদ্ধারের উদ্যোগই নয়, রেশন দ্রব্য নিয়ে অবৈধ কারবারের সঙ্গে জড়িতদের নির্মূল ও অপরাধীদের কঠোর শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৭৫ সালের জরুরী ক্ষমতা বিধির আওতায় সরকার জরুরী (রেশন দ্রব্য ও ধান চালের অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ) আদেশ জারি করে। ১৯৭৫ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি এই সংক্রান্ত খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত। দৈনিক বাংলায় খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে। প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা।

আইন-শৃঙ্খলা ও অর্থনীতি রক্ষার জন্য দুস্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে জরুরী ক্ষমতা বিধি জারি করে সরকার। এই খবরে জানানো হয় : এই বিধিতে অন্তর্ঘাতি তৎপরতা, চোরাচালান, মজুতদারী কালোবাজারীসহ জনস্বার্থ বিরোধী কাজের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদন্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ড অথবা ১৪ বছরের সশ্রম কারাদন্ডের বিধান রাখা হয়েছে। ১৯৭৫ সালের ৪ জানুয়ারি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবকটি পত্রিকায় গুরুত্বের সঙ্গে খবরটি প্রকাশিত হয়। তবে তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের লক্ষ্যে পনের দিনের সময় বেঁধে দিয়ে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে সশস্ত্র দুস্কৃতকারীদের আত্মসমর্পণের জন্য সরকার ১৯৭৫ সালের ৩ এপ্রিল এক নির্দেশ জারি করে। পরদিন ৪ এপ্রিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয় : নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বেআইনী অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণকারীদের বিরুদ্ধে কোনো আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে না। তবে নির্দেশ অমান্যকারীদের খুঁজে বের করে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সব পত্রিকায় খবরটি গুরুত্ব লাভ করে। তবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলায়।

অবৈধ অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণের এই নির্দেশ জারির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মাত্র একটি এলাকায় তিন ব্যক্তির অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ এপ্রিল এই খবরটি প্রকাশিত হয়।

আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়ন ও দুস্কৃতকারী প্রতিরোধের লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া সত্ত্বেও আইন-শৃঙ্খলার অবনতি অব্যাহত থাকে। ১৯৭৫ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি বড় ধরনের একটি ছিনতাইয়ের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয় : রাজধানীর মতিঝিলের রাজপথে প্রকাশ্য দিবালোকে এক দুঃসাহসিক ছিনতাই সংঘটিত হয়। দুর্বৃত্তরা দু'জনকে হত্যা করে তাদের কাছ থেকে প্রায় দেড় লাখ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। খবরটি সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে সংবাদ।

দুস্কৃতকারীদের সঙ্গে পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের এক সংঘর্ষের খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি এই খবরে জানানো হয়: কুষ্টিয়ার মিরপুর থানার কাকলিদাহ গ্রামে পুলিশ ও সশস্ত্র ব্যক্তিদের মধ্যে গুলী বিনিময়কালে দু'জন পুলিশ ও দু'জন সশস্ত্র ব্যক্তি নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটে।

১৯৭৫ সালের ১৬ এপ্রিল একটি বাজার লুটের খবর প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। এই খবরে জানানো হয় : কুমিল্লার পাদুয়ার বাজারে একদল সশস্ত্র দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে নগদ অর্থ ও মালামাল লুটে নেয়। দুর্বৃত্তরা জীপে চড়ে এসে এ লুটের ঘটনা ঘটিয়ে নির্বিঘ্নে চলে যায়।

Dhaka University Institutional Repository
পুলিশ ফাঁড়ি লুটের একটি খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালের ১৯ এপ্রিল। এই খবরে জানানো হয় : মাগুরার শ্রীপুর থানার লাঙ্গলবন্দ পুলিশ ফাঁড়ি প্রকাশ্য দিবালোকে লুট হয়েছে। লুটের ঘটনার সময় সশস্ত্র লুটেরাদের গুলীতে ফাঁড়িতে কর্তব্যরত দু'জন পুলিশ নিহত ও একজন আহত হয়।

১৯৭৩ সালের শেষ সময় থেকে শুরু করে ১৯৭৫ সালের আগস্টে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে রাজনৈতিক ঘটনাসহ সংশ্লিষ্ট ঘটনাসমূহ সম্পর্কিত সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও কলামসমূহ বিশ্লেষণ করে মোট চার ধরনের বিষয় চিহ্নিত করা যায়। এগুলো হলো :

এক. জরুরী অবস্থা ঘোষণা সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ও জরুরী অবস্থা ঘোষণা।

দুই. প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন ও বাকশাল গঠন।

তিন. আইন-শৃঙ্খলা উন্নয়ন ও দুস্কৃতকারী প্রতিরোধে সরকারী উদ্যোগ।

চার. আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অব্যাহত অবনতি।

১৯৭৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদ এই মর্মে একটি আইন পাস করে যে, প্রেসিডেন্ট প্রয়োজন হলে দেশে জরুরী অবস্থা জারি করতে পারবেন। ২১ সেপ্টেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকশিত হয়। পরদিন ১৯৭৩ সালের ২২ সেপ্টেম্বর এই প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে বাংলাদেশ অবজারভার। এই সম্পাকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, বেশির ভাগ গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধানেই জরুরী অবস্থা জারির মত বিধান রয়েছে। একই সঙ্গে এতে মন্তব্য করা হয় যে, আওয়ামী লীগ জন্মের পর থেকেই স্বৈরাচারী সরকারের নিপীড়নের শিকার হয়েছে। তাই অঙ্গীকার অনুযায়ী এই আইন প্রয়োগে তারা সাবধানী হবে।

সংবাদ ১৯৭৩ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর জরুরী অবস্থা জারির বিধান সংবলিত আইন পাস সম্পর্কে একটি উপসম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এই উপসম্পাদকীয়তে এই আইন পাস করায় সরকারের তীব্র সমালোচনা করা হয়। এতে মন্তব্য করা হয় : জরুরী অবস্থা বিল পাসের মধ্য দিয়ে সাধারণভাবে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, নিয়মতান্ত্রিক সরকার বোধ হয় অচল হয়ে পড়েছে বা পড়বার পথে। আজ যখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন দেশবাসীর মনে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা সম্পর্কে দৃঢ় আস্থা গড়ে তোলা, সে সময় এ ধরনের কাজ শুধু ক্ষতিকরই নয়, মূল উদ্দেশ্যেরই পরিপন্থী।

এই প্রসঙ্গে দৈনিক ইত্তেফাকও একটি উপসম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৭৩ সালের ৫ অক্টোবর। এই উপসম্পাদকীয়তে অনেকটা সংবাদ-এর অনুরূপ মন্তব্যই করা হয়। এই উপসম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে যে, অনেক পার্লামেন্টারি গণতান্ত্রিক দেশেই জরুরী অবস্থা ঘোষণার ও নিবর্তনমূলক আটক করার অধিকার সরকারের আছে। এতে আরো মন্তব্য করা হয় যে, বাংলাদেশের সংবিধানে নিরাপত্তা আইন নামে কোনো আইন না থাকলেও তার চেয়েও অনেক কঠিন বিধান সংবিধানে রয়েছে। উপসম্পাদকীয়টিতে আওয়ামী লীগকে একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল হিসেবে অভিহিত করে আরো মন্তব্য করা হয় যে, নিরাপত্তা আইনের বলে আর যারাই দেশ শাসন করুক আওয়ামী লীগ পারে না। পারে না এই জন্য যে, নিরাপত্তা আইনই পরিণামে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিপন্ন করে। জরুরী অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতাই দেশে জরুরী অবস্থার জন্ম দেয়। আমরা লক্ষ্য করি, দৈনিক ইত্তেফাকের উপরোক্ত মন্তব্যের শেষ অংশটি পুরোপুরিই সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। কারণ জরুরী অবস্থা ঘোষণা সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের পর মাত্র ১৫ মাসের মধ্যেই আওয়ামী লীগ সরকার দেশে জরুরী অবস্থা জারি করে।

১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণার পরদিন ২৯ ডিসেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে। প্রকাশিত হয়। ঐ দিনই অর্থাৎ ২৯ ডিসেম্বরেই এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা, সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভার। দৈনিক বাংলা সম্পাদকীয়টি প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায়। এই সম্পাদকীয়তে দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করায় সরকারকে অভিনন্দন জানানো হয়। এতে মন্তব্য করা হয় যে, সমাজবিরোধী শক্তিগুলোর অব্যাহত উপদ্রব, বেপরোয়া দুর্নীতি এবং সামাজিক শান্তি শৃঙ্খলা বিরোধী কার্যকলাপ রোধ করার বৃহত্তর স্বার্থে সরকার বাধ্য হয়েছেন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে। সম্পাদকীয়টিতে আশা প্রকাশ করা হয় এর ফলে নাগরিক জীবনে স্বস্তি ফিরে আসবে। দুস্কৃতকারীদের প্রতিরোধ সম্ভব হবে।

সংবাদ-এর সম্পাদকীয়তে অনেকটা দৈনিক বাংলার অভিমতের প্রতিধ্বনি ঘটেছে। সম্পাদকীয়টিতে সংবাদ মন্তব্য করে, সরকারকে বাধ্য হয়েই প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলায় চরম অস্ত্র হিসেবে জরুরী অবস্থা জারি করতে হয়েছে। এই অস্ত্রের প্রয়োগ সরকারকে এমনভাবে করতে হবে যাতে প্রতিক্রিয়াশীল ও স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের চিরবিলোপ সম্ভবপর হয় এবং প্রগতিশীল শক্তিসমূহের উন্মেষের পথ খুলে যায়।

বাংলাদেশ অবজারভার তার সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে যে, জরুরী অবস্থা ঘোষণার মত পরিস্থিতি একদিনে তৈরি হয়নি। অশুভ গণবিরোধী শক্তির বল্গাহীন তৎপরতা প্রতিরোধ ও সাধারণ মানুষকে চরম দুর্ভোগ থেকে রক্ষা করার জন্য জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে সরকার বাধ্য হয়েছে। সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ অবজারভার আশা প্রকাশ করে যে, এর ফলে পরিস্থিতির উন্নতি হবে।

এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশ অবজারভার আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে পরদিনই অর্থাৎ ১৯৭৪ সালের ৩০ ডিসেম্বর। সম্পাদকীয়টি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায়। এই সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ অবজারভারের আগের দিনের সম্পাদকীয় মন্তব্যের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। এতে মন্তব্য করা হয় যে, জরুরী অবস্থা ঘোষণা অপ্রত্যাশিত ছিল না। বরং দেশের অবনতিশীল

Dhaka University Institutional Repository
পরিস্থিতি ও চরম দুর্ভোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সাধারণ মানুষ তা প্রত্যাশাই করেছিল। তাই জরুরী অবস্থা ঘোষণাকে সাধারণ মানুষ স্বাগত জানিয়েছে।

জরুরী অবস্থা ঘোষণা সম্পর্কে দৈনিক ইত্তেফাক একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৭৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর। এই সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে যে, দেশের ভাল-মন্দের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব মূলত সরকারের এবং সরকার দেশের বর্তমান পরিস্থিতি মোকবেলার প্রয়োজনে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছে। এতে প্রত্যাশা করা হয় যে, দেশের স্বার্থে সরকার অত্যন্ত সতর্কভাবে সকল ক্ষেত্রে জরুরী আইন প্রয়োগের যথাযর্থতা বিধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

জরুরী অবস্থা ঘোষণার এক মাসের মধ্যে রাষ্ট্র পরিচালনা পদ্ধতিতেও পরিবর্তন আনা হয়। সংসদীয় পদ্ধতির পরিবর্তে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি এই সংক্রান্ত আইন পাশের পরদিন ২৬ জানুয়ারি সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। এই দিনই অর্থাৎ ২৬ জানুয়ারি দৈনিক বাংলা ও দৈনিক ইত্তেফাক এই সম্পর্কে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলা সম্পাদকীয়টি প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায়। এই সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে, দেশের রাজনীতিতে প্রত্যাশিত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। প্রেসিডেন্ট হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দায়িত্ব গ্রহণ করায় জনসাধারণ যেমন আশ্বস্ত হয়েছে, তেমনি তা জনগণের আস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এতে বঙ্গবন্ধুর 'দ্বিতীয় বিপ্লবের' সাফল্য কামনা করা হয়।

দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টিতে আশা প্রকাশ করা হয় যে, এই পরিবর্তন দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক হবে। এর মাধ্যমে দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের কাজ সফল ও ত্বরান্বিত হবে। এই সঙ্গে সারা বিশ্বে বাংলাদেশ সুখী, সমৃদ্ধ ও মুক্ত দেশ হিসেবে মর্যাদা লাভ করবে।

এই বিষয়ে দৈনিক বাংলায় একটি উপসম্পাদকীয়ও প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালের ২৭ জানুয়ারি। এই উপসম্পাদকীয়তে আশা প্রকাশ করা হয় যে, দেশে বিরজামান বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে পরিবর্তিত সরকার ব্যবস্থায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিকে আকাঙ্ক্ষিত শান্তি, সমৃদ্ধি ও শোষণহীন সমাজের লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারবেন।

বাংলাদেশ অবজারভারও ১৯৭৫ সালের ৩০ জানুয়ারি এই বিষয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এতে বাংলাদেশ অবজারভার মন্তব্য করে যে, সরকার ব্যবস্থা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে দ্বিতীয় বিপ্লব শুরু করেছেন তা কার্যকরী করার জন্য জনসাধারণের বিশেষ করে শিক্ষিত ও জ্ঞানী লোকদের সহযোগিতা অপরিহার্য। গণমাধ্যমেরও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য রয়েছে।

পরিবর্তিত সরকার ব্যবস্থায় প্রেসিডেন্টকে একক জাতীয় রাজনৈতিক দল গঠনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ঐ ক্ষমতা বলে প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি একক রাজনৈতিক দল গঠন করেন। পরদিন ২৫ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় এবং ঐদিনই এই বিষয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা, সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভার। দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার সংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একক জাতীয় দল গঠনে মধ্য দিয়ে যে নবযাত্রা শুরু করেছেন তার প্রতি সমর্থন রয়েছে দেশ ও জাতির। সকল দেশপ্রেমিকের উচিত বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে নতুন সমাজ গঠনের কাজে শরিক হওয়া। এতে আশা প্রকাশ করা হয়, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অভীষ্ট প্রত্যাশার চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে জাতি উত্তীর্ণ হবে।

সংবাদ-এ প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, দেশের বর্তমান সংকটজনক অবস্থা থেকে উত্তরণ ও সমাজতন্ত্রের পথে অভিযাত্রাকে সফল করতে হলে নতুন একক জাতীয় রাজনৈতিক দলকে হতে হবে গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তির ঐক্যের প্রতীক। এই ঐক্য যত কার্যকর ও জোরদার হবে দেশ গঠনের কাজও ততই সহজ হবে। এতে আশা প্রকাশ করা হয়, দেশের সব গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও দেশপ্রেমিক শক্তি নতুন রাজনৈতিক দলে যোগদান করবে এবং দেশের সমৃদ্ধি অর্জনে একযোগে কাজ করবে।

বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাকশালের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করায় এটা নিশ্চিত হয়েছে যে জাতীয় স্বার্থ সর্বক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশের সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিল। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে তাঁর ঘোষিত 'দ্বিতীয় বিপ্লব'ও সফলভাবে সম্পন্ন হবে। এর মাধ্যমে বাঙ্গালী জাতি নতুন আরেকটি মাইলফলক অতিক্রম করবে।

দৈনিক ইত্তেফাকেও ১৯৭৫ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি এই প্রসঙ্গে প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন এবং এরই ধারাবাহিকতায় দেশে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল গঠনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়। এতে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে, দেশের বর্তমান সার্বিক অবস্থা এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, এই অবস্থার উন্নতির জন্য গৃহীত যে কোনো পদক্ষেপই স্বাভাবিক বলে গণ্য করা যায়।

বাকশাল গঠনের সাড়ে তিন মাস পর ১৯৭৫ সালের ৬ জুন দলের সাংগঠনিক কাঠামো ও গঠনতন্ত্র ঘোষণা করা হয়। ১৯৭৫ সালের ৭ জুন এই সংক্রান্ত খবর প্রকাশের পরদিন ৮ জুন এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। এতে দৈনিক

Dhaka University Institutional Repository
বাংলা মন্তব্য করে যে, জাতীয় দল গঠিত হওয়ায় জাতির আকাঙ্ক্ষিত সংহতির ও অর্থনৈতিক আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত হয়েছে। দেশের মানুষ এখন একটি জাতীয় সত্তা এবং একটি সার্বিক জাতীয় দলের অন্তর্গত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই জাতীয় দলের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেয়ায় সবার মধ্যে এই বিশ্বাস স্থাপিত হয়েছে যে, তাঁর নেতৃত্ব জাতিকে উত্তীর্ণ করে দেবে প্রত্যাশিত সাফল্যের শিখরে।

পরিবর্তিত ব্যবস্থায় সরকার সংবাদপত্র প্রকাশনায় নতুন নীতি গ্রহণ করে। এই নীতি অনুযায়ী সরকার ১৯৭৫ সালের ১৬ জুন 'সংবাদপত্র ডিক্লারেশন বাতিল অর্ডিন্যান্স ১৯৭৫' জারির মাধ্যমে দেশে শুধুমাত্র চারটি ছাড়া বাকি সব দৈনিক পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল করে। একই দিন 'সরকার মালিকানাধীন সংবাদপত্র (ব্যবস্থাপনা) অর্ডিন্যান্স ১৯৭৫' জারির মাধ্যমে সরকার প্রকাশনা বহাল থাকা চারটি দৈনিকের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ১৯৭৫ সালের ১৭ জুন এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় এবং ঐদিনই এ প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা ও দৈনিক ইত্তেফাক। সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা আশা প্রকাশ করে, সংবাদপত্র জগতে নতুন বিন্যাসের ফলে দেশ গঠনে ও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনে সংবাদপত্র আরও কার্যকরভাবে ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে। সম্পাদকীয় দৈনিক বাংলা অঙ্গীকার করে যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত 'দ্বিতীয় বিপ্লব' কর্মসূচির আদর্শকে সামনে রেখে দেশ ও জনগণের প্রতি দায়িত্ব পালনে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা ডিক্লারেশন বাতিল হয়ে যাওয়া সংবাদপত্রগুলোর কর্মচারীদের জীবিকা ও ভবিষ্যত সম্পর্কে আশু কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়ার জন্যও সুপারিশ করে।

দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে যে, শোষণহীন সুখীসমৃদ্ধ গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কর্ম প্রয়াসের সঙ্গে দৈনিক ইত্তেফাকের সাংবাদিকতা একই সূত্রে গাঁথা। কারণ দৈনিক ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতা সাংবাদিক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া বাঙ্গালী জাতির সংগ্রামী ইতিহাসেরই অন্যতম পথিকৃৎ। তিনি দৈনিক ইত্তেফাকের মাধ্যমে জাতির মুক্তির চেতনাকে উদ্দীপ্ত করেছেন আজীবন। এই সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক সংবাদপত্র প্রকাশনার নতুন প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু ঘোষিত আদর্শ এবং তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার অবদানকে সঙ্গী করে বিশ্বস্ততার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার করে।

পরদিন ১৯৭৫ সালের ১৮ জুন এ প্রসঙ্গে আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক এবং সংবাদপত্র প্রকাশনার ক্ষেত্রে নতুন নীতি গ্রহণের জন্য সরকারকে অভিনন্দন জানায়। এই সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক আশা প্রকাশ করে, এই নতুন নীতির ফলে জাতিকে একতাবদ্ধ করে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন সহজ ও দ্রুততর হবে। সম্পাদকীয়তে আরও কয়েকটি সুনির্দিষ্ট মন্তব্য করা হয়। এগুলো হচ্ছে :

এক. জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তি দ্রুততর করার স্বার্থে দেশে একটি মাত্র জাতীয় দল গঠিত হয়েছে। জাতি এখন এক নেতার নেতৃত্বে দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। তাই এখন বিপুলসংখ্যক পত্রিকার প্রয়োজন নেই।

দুই. স্বাধীনতা-উত্তরকালে সৎ সাংবাদিকতার পরিবর্তে ভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনে পত্র-পত্রিকা প্রকাশনা শুরু হয়েছিল। কোনো কোনো পত্রিকার দায়িত্বহীন ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী মন্তব্য-উক্তি জাতির পক্ষে মঙ্গলজনক ছিল না। সংবাদপত্র প্রকাশনায় নতুন ব্যবস্থা এই প্রবণতা রোধ করবে।

তিন. নতুন ব্যবস্থা সংবাদপত্রকে শিল্প হিসেবে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে এবং পত্র-পত্রিকার মানোন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর দেশে জরুরী অবস্থা জারি পরপরই সরকার আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়ন, দুস্কৃতকারীদের প্রতিরোধ ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে অরাজকতা দূর করার লক্ষ্যে কয়েকটি পদক্ষেপ নেয়। এর অংশ হিসেবে বেআইনীভাবে দখল করে রাখা বাড়ীঘর, দোকান, খালি জায়গা ছেড়ে দেয়ার জন্য একটি নির্দেশ জারি করে সরকার। ১৯৭৫ সালের ১ জানুয়ারি এ নির্দেশ জারির খবর প্রকাশের পরদিন ২ জানুয়ারি এই বিষয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। এই সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা আশা প্রকাশ করে, সরকারী এই নির্দেশ জারির পর অবৈধ দখলদাররা তাদের দখল করে রাখা বাড়িঘর, দোকানপাট ও অন্যান্য জায়গা ছেড়ে দেবে। এর অন্যথায় নির্দেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

আইন-শৃঙ্খলা ও অর্থনীতি রক্ষার জন্য দুস্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে সরকার জরুরী ক্ষমতা বিধি জারি করে। ১৯৭৫ সালের ৪ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয় : এই বিধিতে অন্তর্ঘাতি তৎপরতা, চোরাচালান, মজুতদারী, কালোবাজারীসহ জনস্বার্থ বিরোধী কাজের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদন্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ড অথবা ১৪ বছরের সশ্রম কারাদন্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

পরদিন ৫ জানুয়ারি এ প্রসঙ্গে প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা দেশ ও জনসাধারণের বৃহত্তর স্বার্থে এই বিধি বাস্তবায়নে নিষ্টার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানায়।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের লক্ষ্যে পনের দিনের সময় বেধে দিয়ে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে সশস্ত্র দুস্কৃতকারীদের আত্মসমর্পণের জন্য ১৯৭৫ সালের ৩ এপ্রিল এক নির্দেশ জারি করে সরকার। ১৯৭৫ সালের ৪ এপ্রিল সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশের পরদিন ৫ এপ্রিল এ প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার। দৈনিক বাংলার এই সম্পাদকীয়তে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বেআইনী অস্ত্রধারী আত্মসমর্পণকারীদের বিরুদ্ধে কোনো আইনগত ব্যবস্থা না নেয়ার ঘোষণাকে

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের মহানুভবতা হিসেবে মন্তব্য করা হয়। এতে দৈনিক বাংলা আশা প্রকাশ করে, বিভ্রান্ত ও বিপথগামী ব্যক্তিরা সরকারের এই ঘোষণার সুযোগ গ্রহণ করবে।

বাংলাদেশ অবজারভারের সম্পাদকীয়টিতে দৈনিক বাংলার অনুরূপ অভিমত প্রকাশ ও মন্তব্য করা হয়। এতে বাংলাদেশ অবজারভার আশা প্রকাশ করে যে, বিপথগামী অবৈধ অস্ত্রধারীরা সরকারের এই ক্ষমার সুযোগ গ্রহণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে।

১৯৭৫ সালের ১৮ এপ্রিল অবৈধ অস্ত্রধারীদের আত্মসমর্পণের জন্য ঘোষিত সময়সীমার শেষ দিন এ প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ। এই সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে, অবৈধ অস্ত্রধারীদের প্রতি সরকারের উদারতার সুযোগ যারা গ্রহণ করেনি তারা আর সংশোধন হয়ে সুপথে ফিরবে না। তাই এবার অবৈধ অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ও দুস্কৃতকারীদের প্রতিহত করার লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া সত্ত্বেও আইন-শৃঙ্খলার অবনতি অব্যাহত থাকে। সংবাদপত্রগুলো এই প্রসঙ্গে তাদের অভিমত ও মন্তব্য তুলে ধরে সম্পাদকীয়তে। ১৯৭৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি এই প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে যে, জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর বেআইনী অস্ত্রধারীদের তৎপরতা কমেছে ঠিকই, তবে বিক্ষিপ্তভাবে এখনো যে সব অঘটনের খবর পাওয়া যাচ্ছে তা যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ। সে সময়ের দুটি বড় সন্ত্রাসী ঘটনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, প্রশাসনের অন্যতম হাতিয়ার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর হামলা সরকারের কর্তৃত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জের সামিল। অন্যদিকে, জরুরী অবস্থা বলবৎ থাকার মধ্যেও দেশের প্রশাসন কেন্দ্রের জনাকীর্ণ এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহারও জনগণের নিরাপত্তাবোধকে ক্ষুণ্ন করেছে।

১৯৭৫ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি আইন-শৃঙ্খলার অবনতি সম্পর্কে দৈনিক ইত্তেফাক এক সম্পদাকীয়তে মন্তব্য করে, সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা জনগণের শান্তি ও স্বস্তি বিঘ্নিত করার অপচেষ্টায় মেতে রয়েছে। সরকারকে যে কোনো মূল্যে এদের প্রতিহত করতে হবে। সাধারণ মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

জরুরী অবস্থা ঘোষণা, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন ও বাকশাল গঠন শীর্ষক এই ইস্যুর তথ্য বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, দেশে আইন-শৃঙ্খলাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে ১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়। জরুরী অবস্থা ঘোষণার এক মাসের মধ্যে রাষ্ট্র পরিচালনা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা হয়। সংবিধান সংশোধনের মধ্য দিয়ে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তন করে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। সরকার ব্যবস্থা পরিবর্তনের পরে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রেসিডেন্ট করা হয়। সংবিধানের উল্লিখিত সংশোধনীর মধ্য দিয়ে দেশে একক জাতীয় দল গঠনের বিধান করা হয়। একক দল গঠনের বিধানের ধারাবাহিকতায় প্রেসিডেন্টের আদেশ অনুযায়ী বাংলদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ বা বাকশাল গঠিত হয়। জাতীয় দল বাকশালের প্রতি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সমর্থন জানায় এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা বাকশালে যোগদানও করে। পরিবর্তিত সরকার ব্যবস্থায় সংবাদপত্র প্রকাশনার ক্ষেত্রে নতুন নীতি গ্রহণ করা হয়। এই নীতি অনুযায়ী সরকার ১৯৭৫ সালের ১৬ জুন সংবাদপত্র ডিক্লারেশন বাতিল অধ্যাদেশ জারি করে। এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী দেশে শুধু চারটি দৈনিক এবং ১২২টি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা ছাড়া সকল পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল করা হয়। অন্যদিকে সরকার আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়ন ও দুস্কৃতকারী প্রতিরোধে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর মধ্যে দুস্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে কঠোর বিধান চালু এবং বিপথগামীদের অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণের সুযোগ দান ছিল অন্যতম। তবে সবকিছুর পরও পুলিশের সঙ্গে দুস্কৃতকারীদের সংঘর্ষ, বাজার লুট ও পুলিশ ফাঁড়ি থেকে অস্ত্র লুটের মত ঘটনা ঘটার নজীর দেখা যায়। ১৯৭৪ সালের শেষ সময় থেকে শুরু করে ১৯৭৫ সালের আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের আগ পর্যন্ত উপরোক্ত ঘটনার খবর সংবাদপত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। উল্লিখিত সময়ে উপরোক্ত বিষয়ে খবর প্রকাশ ছাড়াও গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায় সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও নিয়মিত কলামে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো প্রাধান্য পায়। সংবাদপত্রগুলো জরুরী অবস্থা ঘোষণা, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন ও বাকশাল গঠন, সংবাদপত্রের ডিক্লারেশন বাতিল অধ্যাদেশ জারি সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারী নীতির কোনো সমালোচনা করেনি, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অভিনন্দন জানিয়েছে। অন্যদিকে আইন-শৃঙ্খলা উন্নয়ন ও দুস্কৃতকারী প্রতিরোধে সরকারী উদ্যোগের প্রশংসা করে। তবে জরুরী অবস্থা বলবৎ থাকার মধ্যেও দেশের প্রশাসন কেন্দ্রের জনাকীর্ণ এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং প্রশাসনের অন্যতম হাতিয়ার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর হামলা সরকারের কর্তৃত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জের সামিল বলে অভিহিত করে। একই সঙ্গে জনগণের শান্তি ও স্বস্তি বিঘ্নিত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত সশস্ত্র দুর্বৃত্তদের যে কোনো মূল্যে প্রতিহত করার জন্য সরকারকে পরামর্শ দেয়।

এই ইস্যুতে আলোচিত রাজনৈতিক প্রসঙ্গ সমূহের ব্যাপারে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোর সম্পাদকীয় নীতির তেমন কোনো অমিল নেই। তবে একটি বিষয়ে একটি পত্রিকায় সময়ের ব্যবধানে সম্পাদকীয় নীতির কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পত্রিকাটি হচ্ছে: সংবাদ। এই পত্রিকা ১৯৭৩ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর জরুরী অবস্থা জারির বিধান সংবলিত আইন পাশ করায় সরকারের তীব্র সমালোচনা করে। তবে ১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর দেশে জরুরী অবস্থা জারির পর ২৯ ডিসেম্বর প্রকাশিত

সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে, সরকারকে বাধ্য হয়েই প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলায় চরম অস্ত্র হিসেবে জরুরী অবস্থা জারি করতে হয়েছে ।

তথ্য সূত্র:

১. *দৈনিক বাংলা*, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ১
২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ১
৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ১
৪. *সংবাদ*, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ১
৫. *দৈনিক বাংলা*, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
৭. *সংবাদ*, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
৮. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
৯. *দৈনিক বাংলা*, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
১০. *সংবাদ*, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
১১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
১২. প্রাগুক্ত
১৩. প্রাগুক্ত
১৪. *দৈনিক বাংলা*, ২৬ জানুয়ারি ১৯৭৫, পৃ. ১
১৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৬ জানুয়ারি ১৯৭৫,পৃ. ১
১৬. *সংবাদ*, ২৬ জানুয়ারি ১৯৭৫, পৃ. ১
১৭. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৬ জানুয়ারি ১৯৭৫, পৃ. ১
১৮. *দৈনিক বাংলা*, ২৬ জানুয়ারি ১৯৭৫, পৃ. ১
১৯. প্রাগুক্ত
২০. *দৈনিক বাংলা*, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫, পৃ. ১
২১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫, পৃ. ১
২২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫, পৃ. ১
২৩. *সংবাদ*, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫, পৃ. ১
২৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫, পৃ. ১
২৫. *দৈনিক বাংলা*, ৭ জুন ১৯৭৫, পৃ. ১
২৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ জুন ১৯৭৫, পৃ. ১
২৭. সংবাদ, ৭ জুন ১৯৭৫, পৃ. ১
২৮. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৭ জুন ১৯৭৫, পৃ. ১
২৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ জুন ১৯৭৫, পৃ. ১
৩০. *দৈনিক বাংলা*, ১৭ জুন ১৯৭৫, পৃ. ১
৩১. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৭ জুন ১৯৭৫, পৃ. ১
৩২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ জুন ১৯৭৫, পৃ. ১
৩৩. *দৈনিক বাংলা*, ১৭ জুন ১৯৭৫, পৃ. ১
৩৪. প্রাগুক্ত
৩৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ জুন ১৯৭৫, পৃ. ১
৩৬. *দৈনিক বাংলা*, ২০ জুন ১৯৭৫, পৃ. ১
৩৭. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২০ জুন ১৯৭৫,পৃ. ১
৩৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২০ জুন ১৯৭৫, পৃ. ১
৩৯. *সংবাদ*, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫, পৃ. ১
৪০. *দৈনিক বাংলা*, ৯ মার্চ ১৯৭৫, পৃ. ১
৪১. *দৈনিক বাংলা*, ২ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৪২. *দৈনিক বাংলা*, ১৩ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৪৩. *দৈনিক বাংলা*, ১ জানুয়ারি ১৯৭৫, পৃ. ১
৪৪. *দৈনিক বাংলা*, ২ জানুয়ারি ১৯৭৫, পৃ. ১
৪৫. *দৈনিক বাংলা*, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫, পৃ. ১
৪৬. *দৈনিক বাংলা*, ৪ জানুয়ারি ১৯৭৫, পৃ. ১
৪৭. *দৈনিক বাংলা*, ৪ এপ্রিল ১৯৭৫, পৃ. ১
৪৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ এপ্রিল ১৯৭৫, পৃ. ১
৪৯. *সংবাদ*, ৪ এপ্রিল ১৯৭৫, পৃ. ১
৫০. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৪ এপ্রিল ১৯৭৫, পৃ. ১
৫১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৫ এপ্রিল ১৯৭৫, পৃ. ১
৫২. *সংবাদ*, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫, পৃ. ১
৫৩. *দৈনিক বাংলা*, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫, পৃ. ১
৫৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫, পৃ. ১
৫৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫, পৃ. ১
৫৬. *সংবাদ*, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫. পৃ. ১
৫৭. *সংবাদ*, ১৬ এপ্রিল ১৯৭৫, পৃ. ৮
৫৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ এপ্রিল ১৯৭৫, পৃ. ১
৫৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ৫
৬০. *সংবাদ*, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ৪
৬১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ অক্টোবর ১৯৭৩, পৃ. ২
৬২. *দৈনিক বাংলা*, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
৬৩. *সংবাদ*, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ৪
৬৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ৫
৬৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৩০ ডিসেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
৬৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ২
৬৭. *দৈনিক বাংলা*, ২৬ জানুয়ারি ১৯৭৫, পৃ. ১
৬৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৬ জানুয়ারি ১৯৭৫, পৃ. ২
৬৯. *দৈনিক বাংলা*, ২৭ জানুয়ারি ১৯৭৫, পৃ. ৫
৭০. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৩০ জানুয়ারি ১৯৭৫, পৃ. ৫
৭১. *দৈনিক বাংলা*, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫, পৃ. ১
৭২. সংবাদ, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫, পৃ. ৪
৭৩. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫, পৃ. ১
৭৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭, পৃ. ২
৭৫. *দৈনিক বাংলা*, ৮ জুন ১৯৭৫, পৃ. ৫
৭৬. *দৈনিক বাংলা*, ১৭ জুন ১৯৭৫, পৃ. ৫
৭৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ জুন ১৯৭৫, পৃ. ২
৭৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ জুন ১৯৭৫, পৃ. ২
৭৯. *দৈনিক বাংলা*, ২ জানুয়ারি ১৯৭৫, পৃ. ৫
৮০. *দৈনিক বাংলা*, ৫ জানুয়ারি ১৯৭৫, পৃ. ৫
৮১. *দৈনিক বাংলা*, ৫ এপ্রিল ১৯৭৫, পৃ. ৫
৮২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৫ এপ্রিল ১৯৭৫, পৃ. ৫
৮৩. *সংবাদ*, ১৮ এপ্রিল ১৯৭৫, পৃ. ৪
৮৪. *সংবাদ*, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫, পৃ. ৪
৮৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫, পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

নয়. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকান্ড ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। '১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সেনাবাহিনীর একদল ক্ষমতালিপ্সু অফিসারের হাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হন। কর্নেল ফারুক, কর্নেল রশীদ, মেজর ডালিমসহ ট্যাঙ্ক ডিভিশনের বেশ কয়েকজন সামরিক অফিসার মহড়ার কথা বলে গভীর রাতে শেখ মুজিবের বত্রিশ নম্বরের নিজস্ব বাসভবন আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করে। আওয়ামী লীগ নেতা খন্দকার মোশতাক আহমদ নতুন প্রেসিডেন্ট এবং মুহম্মদ উল্লাহ ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। প্রথমে ১০ জন মন্ত্রীসহ ৬ জন প্রতিমন্ত্রী, পরে আরো ৫ জন প্রতিমন্ত্রী বলতে গেলে নিহত শেখ মুজিবের লাশ মাড়িয়ে গিয়েই শপথ গ্রহণ করেন। দেশবাসী বিস্মিত হয়ে দেখেন, এরা সবাই আওয়ামী লীগের দলীয় নেতা ও সদস্যই।'[১]

রিপোর্ট :

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রে ১৫ আগস্টের ঘটনা ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রতিফলন যাচাই করার জন্য ঘটনা-পরবর্তী তিনদিন অর্থাৎ ১৯৭৫ সালের ১৬, ১৭ এবং ১৮ আগস্টের পত্রিকার আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়। প্রথম দিন অর্থাৎ ১৬ আগস্টে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত তিনটি পত্রিকাতেই উল্লিখিত ঘটনার খবর প্রাধান্য প্রায়। দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মোট ১২টি খবরের সবক'টিই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উল্লিখিত ঘটনা সংশ্লিষ্ট খবর ছিল। বাংলাদেশ অবজারভার ১৬ আগস্ট প্রথম পৃষ্ঠায় মোট ১৩টি খবর প্রকাশ করে। এর মধ্যে ১২টিই ছিল উল্লিখিত ঘটনা সংশ্লিষ্ট খবর। আর দৈনিক ইত্তেফাক ১৬ আগস্ট প্রথম পৃষ্ঠায় মোট ১৫টি খবর প্রকাশ করে। এর মধ্যে ১৩টিই ছিল উল্লিখিত ঘটনা সংশ্লিষ্ট খবর।

১৯৭৫ সালের ১৬ আগস্ট গবেষণার অন্তর্ভুক্ত তিনটি পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় ১৫ আগস্টের ঘটনা সংশ্লিষ্ট বেশ কয়েকটি অভিন্ন বিষয়ের খবর প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ১৫ আগস্টের মূল খবরটি সব পত্রিকায় ফলাও করে প্রকাশিত হয়। তবে তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে। উভয় পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা দু'টিতে বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত খবর প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে দৈনিক ইত্তেফাক খবরটি নিজস্ব আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে এবং প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে উপস্থাপন করে। এই খবরে জানানো হয়: ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরে ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় তাঁর নিজ বাসভবনে নিহত হয়েছেন। খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন, খন্দকার মোশতাক আহমদ প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং দেশে সামরিক শাসন জারি করা হয়েছে। এই খবরে সশস্ত্র বাহিনীর ক্ষমতা গ্রহণের সময় শেখ মুজিব নিহত হওয়ার কথা বলা হলেও তিনি কাদের হাতে নিহত হন তা সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত এই খবরের শিরোনাম ছিল : 'শেখ মুজিব নিহত : সামরিক আইন ও সান্ধ্য আইন জারি : সশস্ত্র বাহিনীসমূহের আনুগত্য প্রকাশ ॥ খন্দকার মুশতাক নয়া রাষ্ট্রপতি'। এই খবরে লেখা হয়:

> *শুক্রবার সকালে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের পতন ঘটিয়ে প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহামাদের নেতৃত্বে ক্ষমতা গ্রহণ করে। সশস্ত্র বাহিনীর এই ক্ষমতা গ্রহণের সময় সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বাসভবনে নিহত হন বলে ঘোষণা করা হয়। বাসস পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়, সারাদেশে অনির্দিষ্টকালের জন্য সামরিক আইন ঘোষণা ও সান্ধ্য আইন জারি করা হয়।*[২]

বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত এই খবরের শিরোনাম ছিল : 'Armed Forces takeover : Martial Law Proclaimed : Curfew imposed ॥ Mushtaque becomes President : Mujib Killed : Situation Remains calm.'[৩] দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এই খবরের শিরোনাম ছিল : 'দুর্নীতি স্বজনপ্রীতি উচ্ছেদ ॥ সুবিচার ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ঘোষণা : খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে সশস্ত্র বাহিনীর শাসন ক্ষমতা গ্রহণ'।[৪]

ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ বিষয়ক খবরটি পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা বিএসএস। এই খবরে নয়া প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদ কর্তৃক নিয়োগকৃত ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও নতুন মন্ত্রীসভার সদস্যদের নাম ও সংখ্যা জানানো হয়। খবরটি তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলায়। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনাম ছিল : 'মুহম্মদুল্লাহ উপরাষ্ট্রপতি : দশজন মন্ত্রী ও ছয়জন প্রতিমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ'। এই খবরে বলা হয় :

> *রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমাদ গতকাল উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে মুহম্মদুল্লাহ, মন্ত্রীপরিষদের ১০ জন সদস্য ও ৬ জন প্রতিমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করিয়াছেন। বাসস-এর খবরে বলা হয়, রাষ্ট্রপতি গতকাল বিকালে বঙ্গভবনে এক অনুষ্ঠানে নয়া উপরাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের শপথ করান।*[৫]

Dhaka University Institutional Repository
দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল : উপরাষ্ট্রপতি, ১০ জন মন্ত্রী ও ৬ জন প্রতিমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ' ।[৬] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'Mohammadullah Vice-President ॥ 10 member council of Ministers sworn in'.[৭]

বাংলাদেশে বিদেশী দূতাবাসসমূহের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা সংক্রান্ত খবরটি পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা বিএসএস। এই খবরে বাংলাদেশে বিদেশী দূতাবাস সমূহের প্রাঙ্গনের অতিরাষ্ট্রিক প্রকৃতি ও অলংঘনীয়তা মর্যাদার সঙ্গে রক্ষা এবং দূতাবাসে কর্মরতদের কল্যাণ ও নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে সরকারী সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। তিনটি পত্রিকায়ই প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় শিরোনাম ছিল : 'বিদেশী মিশনের অলংঘনীয়তা রক্ষার পূর্ণ নিশ্চয়তা' ।[৮] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'বিদেশী দূতাবাসের মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকিবে' ।[৯] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'Inviolability of foreign missions assured'.[১০]

নয়া সরকারের সঙ্গে আমেরিকার কূটনৈতিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার ঘোষণা বিষয়ক খবরটি আমেরিকার ওয়াশিংটন থেকে বার্তা সংস্থা রয়টার পরিবেশন করে। খবরটি তিনটি পত্রিকাতেই প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এই খবরে বাংলাদেশের নয়া সরকারের সঙ্গে স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে আমেরিকান সরকারের সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'নয়া সরকারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র কূটনৈতিক কার্যক্রম চালিয়ে যাবে' ।[১১] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'যুক্তরাষ্ট্র স্বাভাবিক কূটনৈতিক কাজকর্ম চালাইয়া যাইবে' ।[১২] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল : US ready to conduct normal diplomatic business.'[১৩]

নয়া সরকারের প্রতি পাকিস্তানের স্বীকৃতি বিষয়ক খবরটি পরিবেশন করে পাকিস্তানের ইসলামাাদ থেকে বার্তা সংস্থা রয়টার। এই খবরে জানানো হয়, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো শুধু নিজেই বাংলাদেশের নয়া সরকারকে স্বীকৃতি দেননি, একই সঙ্গে তিনি ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্য ও তৃতীয় বিশ্বের ৪০টি দেশের প্রতিও বাংলাদেশের নয়া সরকারকে স্বীকৃতিদানের আবেদন জানিয়েছেন। খবরটি তিনটি পত্রিকায়ই প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। তবে বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'পাকিস্তানের স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত' ।[১৪] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'নয়া সরকারের প্রতি পাকিস্তানের স্বীকৃতি' ।[১৫] বাংলাদেশ অবজারভারের শিরোনাম ছিল : Pakistan accords recognition'.[১৬]

নয়া সরকারের জন্য বিশেষ মুনাজাত বিষয়ক খবরটি পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা বিএসএস। এই খবরটিও তিনটি পত্রিকাতেই প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয়, খন্দকার মোশতাক আহমাদের নেতৃত্বে গঠিত নয়া সরকারের জন্য ১৫ আগস্ট সারাদেশে জুমার নামাজের পর বিশেষ মোনাজাত করা হয়। খবরে আরো জানানো হয় : ঐদিন ঢাকা মহানগরীর মসজিদগুলোতে অন্য জুমার নামাজের দিনের তুলনায় বেশি মুসুল্লী উপস্থিত ছিলেন এবং এই সংখ্যা নজীরবিহীন। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'নয়া সরকারের জন্য বিশেষ মোনাজাত' ।[১৭] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'নয়া সরকারের জন্য বিশেষ মোনাজাত' ।[১৮] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল : 'Special Prayers'.[১৯]

অত্যাবশ্যকীয় সার্ভিস ২৪ ঘন্টা খোলা রাখার ব্যাপারে সরকারী নির্দেশ সংক্রান্ত খবরটিও বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশন করে। এই খবরে জানানো হয় : হাসপাতাল, পানি সরবরাহ, সরকারী যানবাহন পুল, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ, ফায়ার সার্ভিস এবং পৌরসভার ঝাড়ু ও ময়লা পরিষ্কারের মত সার্ভিস সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখার জন্য নয়া সরকার সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রধানদের নির্দেশ দিয়েছেন। এই খবরটিও তিনটি পত্রিকাতে প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : '২৪ ঘন্টা যে যে সংস্থা খোলা থাকবে' ।[২০] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'নির্দেশাবলী' ।[২১] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'Services to remain open 24 hours'.[২২]

১৯৭৫ সালের ১৬ আগস্ট দৈনিক ইত্তেফাকে ১৫ আগস্ট সংশ্লিষ্ট এমন চারটি খবর প্রকাশিত হয় যা অন্য দু'টি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। দৈনিক ইত্তেফাকের এই খবরগুলোর বিষয়বস্তু ছিল : এক. নয়া সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করায় বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া, দুই. নয়া সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করায় লন্ডনে প্রতিক্রিয়া, তিন. ডেপুটি কমিশনার ও পুলিশ সুপারদের প্রতি নয়া সরকারের নির্দেশনা, চার. কারফিউ পাশ সংক্রান্ত।

নয়া সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করায় বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া নিয়ে দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে। এই খবরে মূলত ১৫ আগস্টের ঘটনার প্রেক্ষাপটে ঢাকা মহানগরীর রাজপথে সাধারণ মানুষ ও

Dhaka University Institutional Repository

টহলরত সেনা সদস্যদের আচরণের কিছু চিত্র তুলে ধরা হয়। এই খবরের শিরোনাম ছিল: 'জনসাধারণের স্বস্তির নিঃশ্বাস'। এই খবরে লেখা হয় :

> *গতকাল ছিল গতানুগতিক জীবনধারার একটি ব্যতিক্রমী চলার পথে শক্তি সঞ্চয়ের দিন। তাই আমাদের জাতীয় জীবনে একটি ঐতিহাসিক দিন। দেশের প্রবীণতম নেতা খন্দকার মোশতাক আহমাদের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন প্রত্যুষে বেতারে এই খবর প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে জনসাধারণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেরিয়া একটি আকাঙ্ক্ষিত সূর্য রাঙ্গা প্রভাত দেখিতে পায়।*[২৩]

নয়া সরকারের দায়িত্ব গ্রহণে লন্ডনে প্রতিক্রিয়া বিষয়ক খবরটি পরিবেশন করে লন্ডন থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি। এই খবরে লন্ডনে বাংলাদেশ দূতাবাসের অভ্যন্তরে একদল বহিরাগতর বিক্ষোভ, দেয়াল থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি নামিয়ে ছিঁড়ে ফেলা এবং হাইকমিশনের একজন কর্মচারীকে কমিশন ভবন থেকে বের করে দেয়ার তথ্য তুলে ধরা হয়। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'লন্ডনস্থ হাইকমিশন ভবনে বিক্ষোভ'।[২৪]

ডেপুটি কমিশনার ও পুলিশ সুপারদের প্রতি নয়া সরকারের নির্দেশনা বিষয়ক খবরটি প্রকাশিত হয় রেডিও বাংলাদেশের বরাত দিয়ে। এই খবরে ঢাকায় অবস্থানরত ডেপুটি কমিশনার ও পুলিশ সুপারদের নিজ নিজ জেলায় গিয়ে দায়িত্ব গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় খবরটি। শিরোনাম ছিল : 'ডেপুটি কমিশনার ও পুলিশ সুপারদের প্রতি নির্দেশ'।[২৫]

কারফিউ পাশ সংগ্রহ সংক্রান্ত খবরটির কোনো সূত্র প্রকাশিত হয়নি। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় খবরটি। এই খবরে কারফিউ পাশ সংগ্রহে সংশ্লিষ্টদের যোগাযোগের জন্য একটি টেলিফোন নম্বর প্রকাশ করা হয়। খবরটির শিরোনাম ছিল : '৩১১৬৮৬ নম্বর ফোনে যোগাযোগ করুন'।[২৬]

নয়া সরকারের ক্ষমতা গ্রহণ সংশ্লিষ্ট চার ধরনের পাঁচটি খবর শুধু দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত হয়। খবর চারটি বিষয়গুলো হচ্ছে : এক. নয়া প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদের বক্তব্য, দুই. সান্ধ্য আইন শিথিল করা সংক্রান্ত, তিন. মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকে অচল টাকার মূল্য ফেরতের সিদ্ধান্ত, চার. নয়া প্রেসিডেন্ট কর্তৃক রেডক্রসের চেয়ারম্যান পদে রদবদল।

নয়া প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদের বক্তব্যভিত্তিক দুটি করে খবর দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত খবর দু'টির একটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল: 'দুর্নীতির সঙ্গে আপোস নেই'।[২৭] অপরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল: 'জোট নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করা হবে : রাষ্ট্রপতি'।[২৮] বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত খবর ও দু'টির একটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল: 'Justice must be established : President ॥ Work hard to improve condition quickly'.[২৯] অপরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল: 'Mushtaque calls for cooperation.[৩০]

সান্ধ্য আইন শিথিল করা সংক্রান্ত খবরটি পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা বিএসএস। এই খবরে ১৫ আগস্ট ভোর বেলা থেকে সারাদেশে জারি করা অনির্দিষ্টকালের সান্ধ্য আইন জুমার নামাজ আদায়ের সুবিধার্থে দুপুর সাড়ে বারোটা থেকে দুইটা পর্যন্ত শিথিল করার তথ্য পরিবেশন করা হয়। এই খবরটি দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার উভয় পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় শিরোনাম ছিল : 'সান্ধ্য আইন দেড় ঘণ্টার জন্য শিথিল ছিল'।[৩১] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি শিরোনাম ছিল: 'Curfew relaxed for Juma Prayer'.[৩২]

নয়া সরকারের মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকে অচল টাকার মূল্য ফেরতের সিদ্ধান্ত বিষয়ক খবরটি পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা বিএসএস। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। আর বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে। এই খবরে জানানো হয়, যারা অচল ঘোষিত ১০০ টাকার নোট জমা দিয়েছেন তাদের সর্বোচ্চ আট হাজার টাকা পর্যন্ত ফেরত দেয়ার ব্যাপারে নয়া সরকারের মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকের সিদ্ধান্ত : অচল শতকী নোটের ৮ হাজার টাকা পর্যন্ত মূল্য ফেরত দেয়া হবে'।[৩৩] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'Demonetised note : Maximum of Tk. 8000 will be refunded.'.[৩৪]

নয়া প্রেসিডেন্ট কর্তৃক রেডক্রসের চেয়ারম্যান পদে রদবদল সংক্রান্ত খবরটিও পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা বিএসএস। উভয় পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয় : নয়া প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদ বাংলাদেশ রেডক্রসের চেয়ারম্যানকে অপসারণ করে নতুন একজন চেয়ারম্যান নিয়োগ করেছেন। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'গাজী গোলাম মোস্তফা অপসারিত ॥ এ বি সিদ্দিকী রেডক্রসের নয়া চেয়ারম্যান'। এই খবরে

Dhaka University Institutional Repository

লেখা হয় : নয়া প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদ বাংলাদেশ রেডক্রসের চেয়ারম্যানকে অপসারণ করে নতুন একজন চেয়ারম্যান নিয়োগ করেছেন। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'গাজী গোলাম মোস্তফা অপসারিত ॥ এ বি সিদ্দিকী রেডক্রসের নয়া চেয়ারম্যান'।[৩৫] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'Justice Siddiky made Red Cross Chairman'.[৩৬]

নয়া সরকারকে অভিনন্দন জানানো বিষয়ক একটি খবর শুধু দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত হয়। এই খবরে দেশের শাসনভার গ্রহণ করায় বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে খন্দকার মোশতাক আহমদ ও সশস্ত্র বাহিনীকে অভিনন্দন জানানোর তথ্য পরিবেশিত হয়। এইসব অভিনন্দন বার্তায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সরকারের কর্মকান্ডের তীব্র সমালোচনা করা হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবর বাংলাদেশ অবজারভারে প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'People hail take-over'.[৩৭] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'বিভিন্ন মহলের অভিনন্দন'।[৩৮]

১৯৭৫ সালের ১৭ আগস্টেও গবেষণার অন্তর্ভুক্ত তিনটি পত্রিকায় ১৫ আগস্টের ঘটনা ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন সংশ্লিষ্ট খবর প্রাধান্য পায়। ঐদিন দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় খবর প্রকাশিত হয় ২২টি। এর মধ্যে ১৪টি ছিল ১৫ আগস্টের ঘটনা-সংশ্লিষ্ট। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় খবর প্রকাশিত হয় ১৮টি। এর মধ্যে ১৩টি ছিল ১৫ আগস্টের ঘটনা-সংশ্লিষ্ট। বাংলাদেশ অবজারভারে প্রথম পৃষ্ঠায় খবর প্রকাশিত হয় ২৫টি। এর মধ্যে ১৫টি ছিল ১৫ আগস্টের ঘটনা-সংশ্লিষ্ট।

১৯৭৫ সালের ১৭ আগস্ট গবেষণার অন্তর্ভুক্ত তিনটি পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় ১৫ আগস্টের ঘটনা ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন সংশ্লিষ্ট বেশ কয়েকটি অভিন্ন বিষয়ের খবর প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে নয়া সরকারের প্রতি সৌদী আরব ও সুদানের স্বীকৃতির খবরটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে প্রাধান্য লাভ করে। এই খবরে জানানো হয় : সৌদী আরবের বাদশাহ খালেদ ও সুদানের প্রেসিডেন্ট জাফর নিমেরী বাংলাদেশের নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং নয়া প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমাদকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলায়। সৌদী আরবের রিয়াদ থেকে বার্তা সংস্থা রয়টার পরিবেশিত এই খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'নয়া সরকারের সাথে বাদশাহ খালেদের ইসলামী সংহতি প্রকাশ : সৌদী আরব ও সুদানের স্বীকৃতি'।[৩৯] বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল : 'Saudi Arabia, Sudan recognise Bangladesh.'[৪০] দৈনিক ইত্তেফাক খবরটি প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল : 'রাষ্ট্রপতি মোশতাকের প্রতি বাদশাহ খালেদ ও প্রেসিডেন্ট নিমেরীর অভিনন্দন : সৌদী আরব ও সুদানের স্বীকৃতি'।[৪১]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লাশ দাফন বিষয়ক খবরটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবক'টি পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত এই খবরে জানানো হয় : নিহত প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লাশ ফরিদপুরের টুঙ্গীপাড়ায় তার গ্রামের বাড়ীতে পারিবারিক কবরস্থানে পূর্ণ মর্যাদায় দাফন করা হয়েছে। দৈনিক বাংলা ও দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এই সংক্রান্ত খবরটি ছিল বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত। অন্যদিকে বাংলাদেশ অবজারভার নিজস্ব আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'পূর্ণ মর্যাদায় সাবেক রাষ্ট্রপতির লাশ দাফন'।[৪২] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'পূর্ণ মর্যাদায় স্বগ্রামে পরলোকগত রাষ্ট্রপতির দাফন সম্পন্ন'।[৪৩] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'Mujib buried at Tungipara'.[৪৪]

বাংলাদেশের সঙ্গে নিউজিল্যান্ডের সুসম্পর্ক বজায় রাখার ঘোষণা বিষয়ক খবরটি পরিবেশন করে ওয়েলিংটন থেকে বার্তা সংস্থা রয়টার। এই খবরটিও গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবক'টি পত্রিকায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয় : নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী বি রাউলিং এক বিবৃতিতে বলেছেন বাংলাদেশের সঙ্গে নিউজিল্যান্ডের যে সুসম্পর্ক রয়েছে নয়া সরকারের সঙ্গেও সেই সুসম্পর্ক অব্যাহত থাকবে। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'সুসম্পর্ক অব্যাহত থাকবে : রাউলিং'।[৪৫] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'নিউজিল্যান্ড সুসম্পর্ক অব্যাহত রাখিবে'।[৪৬] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'Newzealand will continue good relations with new Govt.'[৪৭]

নয়া সরকার সম্পর্কে ভারত সরকারের প্রতিক্রিয়া বিষয়ক খবরটি অল ইন্ডিয়া রেডিও'র বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশন করে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবক'টি পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত এই খবরে জানানো হয় : ভারত সরকার বাংলাদেশে রাজনৈতিক ঘটনাবলীতে বিচলিত হলেও এইসব ঘটনাবলী বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার মনে করে। এতে আরো জানানো হয় : ভারত সরকার সতর্কতার সঙ্গে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী পর্যালোচনা করে দেখছে এবং পরিস্থিতি পর্যাবেক্ষণ করছে। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'ভারতীয় মুখপাত্র বলেন : বাংলাদশের

Dhaka University Institutional Repository
অভ্যন্তরীণ ব্যাপার'।[৪৮] দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'বাংলাদেশের ঘটনা অভ্যন্তরীণ ব্যাপার : ভারতীয় মুখপাত্র'।[৪৯] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'Indian Reaction : These are internal matters of Banngladesh'[৫০]

সান্ধ্য আইন প্রত্যাহার বিষয়ক খবরটি পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা বিএসএস। এই খবরে জানানো হয় : ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা মহানগর ও এর উপকণ্ঠ এলাকা ছাড়া সারা দেশ থেকে কারফিউ প্রত্যাহার করা হয়েছে। উল্লিখিত তিনটি মহানগরীতেও সারাদিন অর্থাৎ ভোর ছয়টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত কারফিউ থাকবে না। খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলায়। দৈনিক বাংলা খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'কয়েকটি স্থান বাদে সারাদেশে আজ কার্ফু নেই : ট্রেন বাস বিমান চলবে'।[৫১] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'কারফিউ প্রত্যাহার'।[৫২] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : Curfew lifted except in 3 cities'.[৫৩]

কারফিউ পাস দেয়ার ব্যবস্থা বিষয়ক খবরটিও বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশন করে। এই খবরে জানানো হয় : অত্যাবশ্যক সার্ভিস ও প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরতদের অব্যাহতভাবে কাজ-কর্ম চালানোর স্বার্থে সরকার কারফিউ পাস প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। এই খবরটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবক'টি পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'কারফিউ পাস প্রদানের ব্যবস্থা'।[৫৪] দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'কার্ফু পাস দেয়ার ব্যবস্থা'।[৫৫] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল : 'Collect curfew passes'.[৫৬]

নয়া প্রেসিডেন্টের জীবন-বৃত্তান্ত বিষয়ক খবরটি পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা বিএসএস। এই খবরটি দৈনিক বাংলায় বেশি গুরুত্ব পায়। এই পত্রিকা খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'রাষ্ট্রপতির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি'।[৫৭] দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল : 'খন্দকার মোশতাকের জীবনালেখ্য'।[৫৮] বাংলাদেশ অবজারভারের শিরোনাম ছিল : 'Life sketch of President'.[৫৯]

নয়া সরকারের প্রতি লন্ডন প্রবাসীদের সমর্থন বিষয়ক এই খবরটি পরিবেশন করে লন্ডন থেকে বার্তা সংস্থা রয়টার। এই খবরে বলা হয় : লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনে লন্ডন প্রবাসী বাঙ্গালীরা প্রয়াত প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ও তাঁর ছবি ছিঁড়ে ফেলে এবং নতুন সরকারের প্রতি সমর্থন জানায়। বিক্ষোভে হাইকমিশনে কর্মরতদের অনেকে যোগ দেন। তিনটি পত্রিকায়ই খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনাম প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল : 'নতুন সরকারের সমর্থনে লন্ডনে শ্লোগান'।[৬০] দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'নয়া সরকারের প্রতি লন্ডন প্রবাসী বাঙালীদের সমর্থন'।[৬১] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল : 'Bangalis smash Mujibs Pictures in Lindon'.[৬২]

নয়া সরকারের প্রতি মওলানা ভাসানীর সমর্থন বিষয়ক খবরটি পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা বিএসএস। এই খবরে জানানো হয় : খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বাধীন নতুন সরকারের প্রতি অভিনন্দন ও পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করেছেন ভাসানী। এই খবরে আরও জানানো হয় : মওলানা ভাসানী দেশ থেকে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অবিচার দূর করার জন্য নয়া সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। গবেষণার অন্তর্ভুত তিনটি পত্রিকাতেই খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করা হয়েছে। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'মওলানা ভাসানীর সমর্থন'।[৬৩] দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'নয়া সরকারের প্রতি মওলানা ভাসানীর পূর্ণ সমর্থন'।[৬৪] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল : 'Bhashani extends full support'.[৬৫]

মন্ত্রিসভার বৈঠকে পরিস্থিতি পর্যালোচনা বিষয়ক খবরটি পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা বিএসএস। এই খবরে জানানো হয়: দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য মন্ত্রি পরিষদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং বৈঠকে পরিস্থিতিকে সন্তোষজনক বলে বর্ণনা করা হয়। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত তিনটি পত্রিকায়ই খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক ॥ পরিস্থিতি সন্তোষজনক'।[৬৬] দৈনিক বাংলায় শিরোনাম ছিল: 'দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি সন্তোষজনক : মন্ত্রিসভার বৈঠকে অবস্থার মূল্যায়ন'।[৬৭] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Cabinet reviews situation'.[৬৮]

সরকারী সংবাদচিত্র প্রত্যাহার বিষয়ক খবরটি পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা বিএসএস ও এনা। এই খবরে জানানো হয়: ১৯৭৫ সালের ১৪ আগস্ট ও এর আগে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত সরকারী প্রামাণ্যচিত্র ও সংবাদচিত্র অবিলম্বে মন্ত্রণালয়ে

Dhaka University Institutional Repository

জমা দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। খবরটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত তিনটি পত্রিকাতেই প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'প্রামাণ্য ছবি ও সংবাদচিত্র প্রত্যাহার'।[৬৯] দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত খবরটির শিরোনাম ছিল: '১৪ আগস্ট মুক্তিপ্রাপ্ত সংবাদচিত্র প্রত্যাহার'।[৭০] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Documentary films withdrawn'.[৭১]

১৯৭৫ সালের ১৭ আগস্ট দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারের ১৫ আগস্ট সংশ্লিষ্ট এমন তিনটি খবর প্রকাশিত হয় যা দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয়নি। এই খবরগুলোর বিষয়বস্তু ছিল : এক. মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীরা আগের দফতরে বহাল থাকবেন, দুই. বিআইডব্লিউটিসি কর্মচারীদের প্রতি নয়া সরকারের নির্দেশ, তিন. নয়া সরকারের প্রতি অভিনন্দন।'

মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীরা আগের দফতরে বহাল থাকবেন বিষয়ক এই খবরে কোনো সূত্রের উল্লেখ নেই। এই খবরে জানানো হয় : নয়া সরকারের মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীরা ১৯৭৫ সালের ১৪ আগস্ট পর্যন্ত যে দফতরে নিযুক্ত ছিলেন সেই দফতরেই বহাল থাকবেন বলে এক সরকারী আদেশ জারি করা হয়েছে। উভয় পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হলেও দৈনিক বাংলা খবরটিকে বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের আগের দফতরই বহাল থাকবে'।[৭২] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল : 'Ministers hold old portfolios'.[৭৩]

বিআইডব্লিউটিসি কর্মচারীদের প্রতি নয়া সরকারের নির্দেশ বিষয়ক খবরটি পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা বিএসএস। এই খবরে জানানো হয় : অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের সরবরাহ সুষ্ঠু ও সচল রাখার জন্য বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন সংস্থা (বিআইডব্লিউটিসি)-এর সকল অফিসার ও কর্মচারীদের অবিলম্বে কাজে যোগদানের নির্দেশ দিয়েছেন নয়া সরকার। এই খবরটি উভয় পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় শিরোনাম ছিল : 'বিআইডব্লিউটিসি কর্মচারীদের প্রতি নির্দেশ'।[৭৪] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'IWTC employees asked to report'.[৭৫]

নয়া সরকারের প্রতি অভিনন্দন বিষয়ক খবরে জানানো হয় : দেশের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ নতুন সরকারের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও আনুগত্য প্রকাশ করা অব্যাহত রেখেছে। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন'।[৭৬] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'People hail Govt.'[৭৭]

১৯৭৫ সালের ১৭ আগস্ট দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারে ১৫ আগস্টের ঘটনা-সংশ্লিষ্ট এমন একটি খবর প্রকাশিত হয় যা দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত হয়নি। এই খবরে জানানো হয় : নয়া সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন শুরু করেছে। উভয় পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রকাশিত হয় বার্তা সংস্থা বিএসএস এর বরাত দিয়ে। শিরোনাম ছিল: 'দূতাবাসগুলির সহিত যোগাযোগ'।[৭৮] বাংলাদেশ অবজারভারে নিজস্ব আইটেম হিসেবে প্রকাশিত এই খবরের শিরোনাম ছিল: 'Contact with missions abroad starts'.[৭৯]

অন্যদিকে দৈনিক ইত্তেফাকে সান্ধ্য আইন শিথিল করায় জনজীবনে প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে একটি খবর প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে কোনো খবর দৈনিক বাংলা বা বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত হয়নি। দৈনিক ইত্তেফাকের নিজস্ব আইটেম হিসেবে প্রকাশিত এই খবরে জানানো হয় : ১৯৭৫ সালের ১৬ আগস্ট সকাল সাড়ে নয়টা থেকে দুপুর সাড়ে বারোটা পর্যন্ত সান্ধ্য আইন শিথিল করায় ঢাকা মহানগরী কর্মচঞ্চল হয়ে উঠে। বিভিন্ন এলাকার রেশন দোকান, কাঁচাবাজার ও রাজপথে জনসাধারণের ভিড় দেখা যায়। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'সান্ধ্য আইন শিথিলকালে কর্মচাঞ্চল্য'।[৮০]

১৯৭৫ সালের ১৮ আগস্টেও গবেষণার অন্তর্ভুক্ত তিনটি পত্রিকায় ১৫ আগস্টের ঘটনা ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন সংশ্লিষ্ট খবর প্রাধান্য লাভ করে। ঐদিন দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় মোট ১৮টি খবর প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ১২টি ছিল ১৫ আগস্টের ঘটনা ও রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠার মোট ১৭টি খবরের মধ্যে ১০টি ছিল ১৫ আগস্টের ঘটনা ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন সংশ্লিষ্ট। বাংলাদেশ অবজারভারে প্রথম পৃষ্ঠায় মোট ২৭টি খবরের মধ্যে ১৪টি ছিল ১৫ আগস্টের ঘটনা ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন সংশ্লিষ্ট।

১৯৭৫ সালের ১৮ আগস্ট গবেষণার অন্তর্ভুক্ত তিনটি পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় ১৫ আগস্টের ঘটনা ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন সংশ্লিষ্ট বেশ কয়েকটি অভিন্ন বিষয়ের খবর প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে সরকারী কর্মচারীদের নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার জন্য প্রেসিডেন্টের নির্দেশ বিষয়ক খবরটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে প্রাধান্য লাভ করে। খবরটি পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা বিএসএস। এই খবরে জানানো হয় : নয়া প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদ কর্তৃক জারিকৃত এক আদেশে সকল সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে নিয়মিত কাজে যোগদান এবং সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই আদেশে

Dhaka University Institutional Repository

আরও বলা হয়, অফিসের কাজে কোনো অনিয়ম অথবা অবহেলা সহ্য করা হবে না। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল :'সততা ও নিষ্ঠার সহিত কাজ করুন : রাষ্ট্রপতি'।[৮১] দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'অফিসের কাজে অনিয়ম-অবহেলা বরদাস্ত করা হবে না: রাষ্ট্রপতির আদেশ ॥ নিষ্ঠার সাথে প্রত্যেককে দায়িত্ব পালন করতে হবে ॥ কলকারখানায় পূর্ণ পর্যায়ে উৎপাদন নিশ্চিত করতে হবে'।[৮২] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রকশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : 'President's directive to employees : Attend office punctually, work with honesty'.[৮৩]

জীবনযাত্রা স্বাভাবিক বিষয়ক বেশ কয়েকটি খবর প্রকাশিত হয়। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত এই খবরগুলোর মাধ্যমে ১৫ আগস্টের ঘটনা ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন এবং কারফিউ প্রত্যাহারের পর জীবনযাত্রা যথারীতি চলছে, কোথাও কোনো ছন্দ পতন নেই তা প্রমাণ করার একটি প্রবণতা দেখা যায়। জীবনযাত্রা স্বাভাবিক বিষয়ক মূল খবরে সারাদেশে জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে কর্মতৎপরতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির তথ্য তুলে ধরা হয়। রাজধানীর নাগরিক জীবনের স্বাভাবিকতার কথাও উঠে আসে এই খবরে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত তিনটি পত্রিকায় একই ধরনের তথ্য প্রতিলিত হয়। বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়। এই খবরটি বাংলাদেশ অবজারভারে প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'Industrial Activities Encouraging : Situation Normal.'[৮৪] দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : 'যোগাযোগ ও পরিবহন স্বাভাবিক : কর্মচঞ্চল জীবনযাত্রা'।[৮৫] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : 'সর্বত্র উৎসাহব্যঞ্জক কর্মতৎপরতা'।[৮৬]

জীবন যাত্রা স্বাভাবিক বিষয়ক উপরোক্ত খবরটি ছাড়াও আরো যে সব বিষয়ে খবর প্রকাশিত হয় সেগুলো ছিল : এক. খাদ্যবাহী জাহাজের স্বাভাবিক চলাচল, দুই. বিদেশের সঙ্গে টেলিযোগাযোগ চালু, তিন. স্থল, জল ও আকাশপথে যানবাহন যোগাযোগ চালু, চার. অফিস-আদালতে কাজ শুরু।

খাদ্যবাহী জাহাজের স্বাভাবিক চলাচল বিষয়ক খবরটি সবক'টি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবরে জানানো হয়: খাদ্যশস্য পরিবহনে নিয়োজিত জাহাজগুলো দেশের বিভিন্ন লক্ষ্যস্থলে নিয়মিত চলাচল করছে। এই খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে এবং দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারে প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় শিরোনাম ছিল: 'খাদ্য ও তেলবাহী জাহাজ নিয়মিত চলছে'।[৮৭] দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত খবরের শিরোনাম ছিল: 'খাদ্যবাহী জাহাজের নিয়মিত চলচল'।[৮৮] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরের শিরোনাম ছিল: 'Ships carrying grains playing regularly'.[৮৯]

বিদেশের সঙ্গে টেলিযোগাযোগ চালু বিষয়ক খবর দৈনিক বাংলা ও দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয় এবং তা নিজস্ব আইটেম হিসেবে। এই খবরে জানানো হয় : ১৯৭৫ সালের ১৭ আগস্ট থেকে পুনরায় বিদেশের সাথে টেলিযোগাযোগ চালু হয়েছে। এই খবরটি উভয় পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'বিদেশের সাথে টেলিযোগাযোগ চালু'।[৯০] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'বৈদেশিক তার যোগাযোগ শুরু'।[৯১]

স্থল, জল ও আকাশপথে যানবাহন যোগাযোগ চালু বিষয়ক খবর দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় এই সংক্রান্ত একটি খবর প্রকাশিত হয় এবং তা ছিল স্থল ও জল পথে যানবাহন যোগাযোগ চালু বিষয়ক। এই খবরে জানানো হয়: কারফিউ তুলে নেয়ার পর নির্ধারিত সময়ে যাত্রীবাহী ট্রেন গন্তব্যের উদ্দেশে যাত্রা করেছে। যাত্রীবাহী বাসও চলেছে যথারীতি। লঞ্চগুলোও নির্ধারিত সময় অনুযায়ী চলাচল করেছে। এই খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। শিরোনাম ছিল : 'বিভিন্ন স্থানে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা'।[৯২]

অন্যদিকে বাংলাদেশ অবজারভারে এই সংক্রান্ত দু'টি খবর প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবর দুটিতে জানানো হয় : দেশের অভ্যন্তরীণ বিমান চলাচল ও লঞ্চ সার্ভিস ১৯৭৫ সালের ১৭ আগস্ট থেকে আবার শুরু হয়েছে। উভয় খবরই প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। বিমান চলাচল বিষয়ক খবরের শিরোনাম ছিল : 'BB domestic flights resume'.[৯৩] লঞ্চ চলাচল বিষয়ক খবরের শিরোনাম ছিল : 'Launch services resume'.[৯৪]

অফিস-আদালতে কাজ শুরু বিষয়ক খবরটি শুধু দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এবং তা নিজস্ব আইটম হিসেবে। এই খবরে জানানো হয় : সরকারী-বেসরকারী অফিস ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১৯৭৫ সালের ১৮ আগস্ট পুনরায় কাজ শুরু হচ্ছে। এই খবরটি

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'আজ হইতে অফিস-আদালত ও কলকারখানায় কাজ শুরু'।[৯৫]

নয়া সরকারের প্রতি ইয়েমেনের স্বীকৃতি বিষয়ক খবরটি বিবিসির বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশন করে। এই খবরে জানানো হয় : ইয়েমেন আরব সাধারণতন্ত্র বাংলাদেশের নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই খবরে আরও জানানো হয় : ইয়েমেন কমান্ড কাউন্সিলের চেয়ারম্যান কর্নেল ইব্রাহীম মোহাম্মদ আলী হামদী এক বার্তায় বাংলাদেশের নয়া প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এই খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'ইয়েমেনের স্বীকৃতি : সাম্প্রতিক পরিবর্তন বিদেশে অভিনন্দিত'।[৯৬] দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল : 'বাংলাদেশের সহিত উঃ ইয়ামেনের সংহতি ঘোষণা'।[৯৭] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল : 'North yemen's solidarity with new Govt. expressed'.[৯৮]

নয়া প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদের সঙ্গে সাবেক প্রধানমন্ত্রী মনসুর আলীর সাক্ষাত বিষয়ক খবরটি পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা বিএসএস। এই খবরে জানানো হয় : সাবেক প্রধানমন্ত্রী এম মনসুর আলী নয়া প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদের সঙ্গে দেখা করেছেন। তবে এই খবরে তাদের মধ্যে কী বিষয়ে কথা হয়েছে তা জানানো হয়নি। খবরটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত তিনটি পত্রিকাতেই প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'রাষ্ট্রপতি সকাশে সাবেক প্রধানমন্ত্রী'।[৯৯] দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল : 'রাষ্ট্রপতি সকাশে মনসুর আলী'।[১০০] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল : 'Monsoor calls on president'.[১০১]

বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের কূটনৈতিক যোগাযোগ বিষয়ক খবরটি পরিবেশন করে ইসলামাবাদ থেকে বার্তা সংস্থা রয়টার। এই খবরে জানানো হয় : পাকিস্তান বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বাংলাদেশের নয়া সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। খবরটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত তিনটি পত্রিকাতেই প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ঢাকা-ইসলামাবাদ যোগাযোগ হবে'।[১০২] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'শীঘ্রই পাকিস্তান যোগাযোগ করিবে'।[১০৩] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল : 'Normalising ties : Islamabad may contact Dacca within few weeks'.[১০৪]

ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা দিবসে নয়া প্রেসিডেন্টের বাণী বিষয়ক খবরটি পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা বিএসএস। এই খবরে জানানো হয় : ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে নয়া প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদ ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জেনারেল সুহার্তোকে পাঠানো এক বাণীতে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান এবং দু'দেশের মধ্যকার বর্তমান বন্ধুত্বপূর্ণ সুসম্পর্ক অব্যাহত থাকবে বলে আশা প্রকাশ করেন। খবরটি বাংলাদেশ অবজারভারে প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে এবং দৈনিক বাংলা ও দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত খবরটির শিরোনাম ছিল : 'ঢাকা-জাকার্তা বিশ্বশান্তির জন্য একযোগে কাজ করবে : মোশতাক'।[১০৫] দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল : 'সুহার্তোর প্রতি রাষ্ট্রপতির অভিনন্দন'।[১০৬] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল : 'Moshtaque greets Suharto : Relations with Indonesia will continue to grow.'[১০৭]

নয়া সরকারের প্রতি অভিনন্দন জানানো বিষয়ক খবর ১৮ আগস্টের পত্রিকাতেও ছিল। এই খবরেও জানানো হয়: দেশের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের নতুন সরকারের প্রতি সমর্থন ও অভিনন্দন জানানো অব্যাহত রয়েছে। খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। শিরোনাম ছিল : 'নয়া সরকারের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন অব্যাহত'।[১০৮] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : 'নয়া সরকারের প্রতি সকল মহলের সমর্থন'।[১০৯] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : 'More people hail new Govt'.[১১০]

১৯৭৫ সালের ১৮ আগস্ট দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজাভারের প্রথম পৃষ্ঠায় ১৫ আগস্টের ঘটনা ও পট পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট এমন দু'টি খবর প্রকাশিত হয় যা দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয়নি।

প্রাক্তন সৈনিকদের প্রতি নয়া সরকারের নির্দেশ বিষয়ক খবরটি পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা বিএসএস। এই খবরে জানানো হয় : নয়া সরকার দেশের সকল প্রাক্তন সৈনিকদের তাদের নিকটবর্তী ইউনিটকে নিজ নিজ বাড়ির ঠিকানা জানানোর নির্দেশ দিয়েছে এবং পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে বলেছে। এই খবরটি উভয় পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় শিরোনাম ছিল: 'প্রাক্তন সৈনিকদের জ্ঞাতব্য'।[১১১] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল : Ex-servicemen asked to send home addresses'.[১১২]

নয়া সরকারের প্রতি তর্কবাগীশের অভিনন্দন বিষয়ক খবরটিও পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা বিএসএস। এই খবরে জানানো হয়: প্রবীণ রাজনীতিবিদ মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বাধীন নয়া সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এই খবরটিও উভয় পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় শিরোনাম ছিল: 'তর্কবাগীশের অভিনন্দন'।[১১৩] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল : 'Tarkabagish hails Govt.'.[১১৪]

সম্পাদকীয়

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকা তিনটিতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের ঘটনা ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্পাদকীয়ও প্রকাশিত হয়। ঘটনার পরদিন অর্থাৎ ১৯৭৫ সালের ১৬ আগস্ট তিনটি পত্রিকাতেই একটি করে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'ঐতিহাসিক পদক্ষেপ'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> *খন্দকার মোশতাক একজন প্রাজ্ঞ এবং দূরদর্শী রাজনীতিক। আজীবন তিনি সংগ্রাম করেছেন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্যে। তাঁর বলিষ্ঠ এবং বিচক্ষণ নেতৃত্বে জাতি সমৃদ্ধির পথে দ্রুত এগিয়ে যাবে– এ আস্থা আমরা রাখি। নয়া রাষ্ট্রপতি আন্তর্জাতিক মৈত্রী এবং সকল দেশের প্রতি সহযোগিতাভিত্তিক পররাষ্ট্রনীতি ঘোষণা করেছেন। জাতিসংঘ সনদ, ইসলামী সম্মেলন, জোটনিরপেক্ষতা এবং বাংলাদেশের সকল আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির প্রতি তিনি ব্যক্ত করেছেন আমাদের আনুগত্য। আমরা বিশ্বাস রাখি, দুনিয়ার প্রতিটি রাষ্ট্রদূত এগিয়ে আসবে আমাদের সমর্থনে। নয়া সরকারের কর্মসূচীর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি আমরা।*[১১৫]

দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'ঐতিহাসিক নবযাত্রা'। এতে লেখা হয়:

> *নবগঠিত সরকার শুধু দেশের অভ্যন্তরেই এক কলুষমুক্ত নয়া সমাজ গড়িতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নয়। বিশ্বশান্তি নির্মাণেও তাহার ঐতিহাসিক অবদান রাখিতে প্রয়াসী। বলা বাহুল্য, সাড়ে সাত কোটি মানুষের অনাবিল আশা-আকাঙ্ক্ষাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে নয়া সরকারের ঘোষিত নীতির মধ্যে। এ পবিত্র সংকল্প জয়যুক্ত হোক, ইহাই এ মুহূর্তে আমাদের সকলের কামনা।*[১১৬]

বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'Historical Necessity'. এতে লেখা হয় :

> *From all accounts the people are convinced of the Governments crusading determination to obliterate the last traces of corruption, nepotism and all other social vices and therefore they are ready to cooperate with the Government in facing the great challenge thrown by history. With the infinite mercy of Allah the Government and the nation will overcome all obstacles and resolutery march towards the cherished goal.*[১১৭]

১৯৭৫ সালের ১৭ আগস্ট নয়া সরকারের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক। শিরোনাম ছিল: 'সবার প্রতি বন্ধুত্ব'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

> *নয়া রাষ্ট্রপ্রধানের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত বক্তব্যে ইহাই প্রতীয়মান হইয়াছে যে, শান্তি যেমন আমাদের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য তেমনি বিশ্বের যেখানে অন্যায়-অবিচার সেখানেই তার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদও হইবে উচ্চকণ্ঠ। বাংলাদেশ শান্তি ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে এক নয়া বিশ্ববিধান দেখিতে চায়। তাই শুধু দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নয়; বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সে এক মহান নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করিতে দৃঢ়সংকল্প।*[১১৮]

১৯৭৫ সালের ১৮ আগস্ট দৈনিক ইত্তেফাকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দু'টি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এর একটির বিষয় ছিল: নয়া সরকারের প্রতি জনসাধারণের আচরণ। এই সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'স্বত:স্ফূর্ত সহযোগিতা'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

> *ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন তাহার গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজ জীবনের সর্বপর্যায়ে শান্তি ও স্বাভাবিকতা বজায় রাখিয়া জনসাধারণ ঐতিহাসিক দায়িত্বের প্রতি তাঁহাদের পরম সচেতনতারই প্রমাণ দিয়েছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ভবিষ্যতেও অবিচল নিষ্ঠার সহিত এই পবিত্র দায়িত্ব পালনে তাঁহারা সজাগ ও সচেতন থাকিবেন।*[১১৯]

অপরটির বিষয় ছিল: নয়া সরকারকে সৌদী আরবের স্বীকৃতি। শিরোনাম ছিল: 'সৌদী আরবের স্বীকৃতি'। এতে লেখা হয়:

> *আজ দীর্ঘ সাড়ে তিন বৎসর পর খন্দকার মোশতাক আহমাদের নেতৃত্বে বাংলাদেশে নয়া সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়াছে, ইহা আমাদের জন্য এক গভীর আনন্দের বিষয়। সৌদি আরব কর্তৃক বাংলাদেশের স্বীকৃতির মাধ্যমে বাংলা-আরব সমঝোতা ও শুভেচ্ছারই পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি ও প্রতিফলন ঘটিল।*[১২০]

প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ :

উপরের তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকান্ড ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ঘটনা ১৫ আগস্টের অব্যবহিত পরে সংবাদপত্রে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। ঘটনার পরবর্তী তিনদিনের খবরের কাগজ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, উল্লিখিত ঘটনা-সংশ্লিষ্ট খবর সংখ্যা ও ট্রিটমেন্ট উভয় দিক থেকেই প্রাধান্য বিস্তার করে। সংখ্যাগত দিক থেকে উল্লিখিত ঘটনার গুরুত্ব প্রাপ্তির বিষয়টি নিচের টেবিল থেকে অনুমান করা যায়। এই টেবিলে ১৯৭৫ সালের ১৬, ১৭ ও ১৮ আগস্ট দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মোট খবরের সংখ্যা ও ১৫ আগস্টের ঘটনা সংশ্লিষ্ট খবরের সংখ্যা বিষয়ক তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে :

তারিখ	দৈনিক বাংলা		দৈনিক ইত্তেফাক		বাংলাদেশ অবজারভার	
	মোট খবরের সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট খবরের সংখ্যা	মোট খবরের সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট খবরের সংখ্যা	মোট খবরের সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট খবরের সংখ্যা
১৬ আগস্ট ১৯৭৫	১২	১২	১৩	১২	১৫	১৩
১৭ আগস্ট ১৯৭৫	২২	১৪	১৮	১৩	২৫	১৫
১৮ আগস্ট ১৯৭৫	১৮	১২	১৭	১০	২৭	১৪

ট্রিটমেন্টের দিক থেকে উল্লিখিত ঘটনার গুরুত্ব প্রাপ্তির বিষয়টি নিচের টেবিল থেকে অনুমান করা যায়। এই টেবিরে ১৯৭৫ সালের ১৬, ১৭ ও ১৮ আগস্ট দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারের প্রথম পৃষ্ঠায় ১৫ আগস্টের ঘটনা সংশ্লিষ্ট খবরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাওয়া খবরটির ট্রিটমেন্ট উপস্থাপন করা হয়েছে :

তারিখ	দৈনিক বাংলা	দৈনিক ইত্তেফাক	বাংলাদেশ অবজারভার
১৬ আগস্ট ১৯৭৫	৮ কলাম ব্যানার	৬ কলাম লীড	৮ কলাম ব্যানার
১৭ আগস্ট ১৯৭৫	৭ কলাম লীড	৪ কলাম লীড	৫ কলাম লীড
১৮ আগস্ট ১৯৭৫	৬ কলাম লীড	৮ কলাম ব্যানার	৫ কলাম লীড

১৯৭৫ সালের ১৬ আগস্ট গবেষণার অন্তর্ভুক্ত তিনটি পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৫ আগস্টের ঘটনা ও পটপরিবর্তন সংশ্লিষ্ট খবর সমূহের মধ্যে ৭টির বিষয় ছিল অভিন্ন। এই বিষয়গুলো ছিল :

এক. ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের ঘটনা ও পটপরিবর্তন সংশ্লিষ্ট মূল খবর।
দুই. ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ।
তিন. বাংলাদেশে বিদেশী দূতাবাসসমূহের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা।
চার. নয়া সরকারের সঙ্গে আমেরিকার কূটনৈতিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার ঘোষণা।
পাঁচ. নয়া সরকারের প্রতি পাকিস্তানের স্বীকৃতি।
ছয়. নয়া সরকারের জন্য বিশেষ মোনাজাত।
সাত. অত্যাবশ্যকীয় সার্ভিস ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখার ব্যাপারে সরকারী নির্দেশ।

সাতটির মধ্যে মূল খবরটি সব পত্রিকায় ফলাও করে প্রকাশিত হয়। তবে তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলায়। এই খবরে জানানো হয় : ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরে ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় তাঁর নিজ বাসায় নিহত হয়েছেন। খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে সশস্ত্র বাহিনী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করেছে। খন্দকার মোশতাক আহমদ প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং দেশে সামরিক শাসন জারি করেছেন। এই খবরে সশস্ত্র বাহিনীর ক্ষমতা গ্রহণের সময় শেখ মুজিব নিহত হওয়ার কথা বলা হলেও তিনি কার বা কাদের হাতে নিহত হয়েছেন তা সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়নি।

ভাইস প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ বিষয়ক খবরে নয়া প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিয়োগকৃত ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও নতুন মন্ত্রীসভার সদস্যদের নাম ও সংখ্যা জানানো হয়। খবরটি দৈনিক বাংলায় বেশি গুরুত্ব পায়।

বাংলাদেশে বিদেশী দূতাবাসসমূহের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা সংক্রান্ত খবরে বাংলাদেশ বিদেশী দূতাবাসসমূহের প্রাঙ্গনের অতিরাষ্ট্রিক প্রকৃতি ও অলংঘনীয়তা মর্যাদার সঙ্গে রক্ষা এবং দূতাবাসে কর্মরতদের কল্যাণ ও নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে সরকারী সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়।

নয়া সরকারের সঙ্গে আমেরিকার কূটনৈতিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখা বিষয়ক খবরে বাংলাদেশের নয়া সরকারের সঙ্গে স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে আমেরিকান সরকারের সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়।

নয়া সরকারের প্রতি পাকিস্তানের স্বীকৃতি বিষয়ক খবরে জানানো হয়, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শুধু নিজেই নয়, একই সঙ্গে তিনি ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্য ও তৃতীয় বিশ্বের ৪০টি দেশের প্রতিও বাংলাদেশের নয়া সরকারকে স্বীকৃতিদানের আবেদন জানিয়েছেন।

নয়া সরকারের জন্য বিশেষ মুনাজাত বিষয়ক খবরে জানানো হয়, খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে গঠিত নয়া সরকারের জন্য ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সারা দেশে জুমার নামাজের পর বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এই খবরে আরো জানানো হয় :

Dhaka University Institutional Repository
ঐদিন ঢাকা মহানগরীর মসজিদগুলোতে অন্য জুমার নামাজের দিনের তুলনায় বেশি মুসুল্লী উপিস্থিত ছিলেন এবং এই সংখ্যা ছিল নজীরবিহীন।

অত্যাবশ্যকীয় সার্ভিস ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখার ব্যাপারে সরকারী নির্দেশ সংক্রান্ত খবরে জানানো হয়: হাসপাতাল, পানি সরবরাহ, সরকারী যানবাহন পুল, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ, ফায়ার সার্ভিস এবং পৌরসভার ঝাড়ু ও ময়লা পরিষ্কারের মত সার্ভিস সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখার জন্য নয়া সরকার সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রধানদের নির্দেশ দিয়েছেন।

১৯৭৫ সালের ১৬ আগস্ট দৈনিক ইত্তেফাকে ১৫ আগস্টের ঘটনা সংশ্লিষ্ট এমন চারটি খবর প্রকাশিত হয় যা অন্য দু'টি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। খবরগুলোর বিষয় ছিল:

এক. নয়া সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করায় সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া।
দুই. নয়া সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করায় লন্ডনে প্রতিক্রিয়া।
তিন. ডেপুটি কমিশনার ও পুলিশ সুপারদের প্রতি নয়া সরকারের নির্দেশনা।
চার. কারফিউ পাশ সংক্রান্ত।

নয়া সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করায় বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া নিয়ে প্রকাশিত খবরে মূলত ১৫ আগস্টের ঘটনার প্রেক্ষাপটে ঢাকা মহানগরীর রাজপথে সাধারণ মানুষ ও টহলরত সেনা সদস্যদের আচরণের কিছু তথ্য তুলে ধরা হয়।

নয়া সরকারের দায়িত্ব গ্রহণে লন্ডনে প্রতিক্রিয়া বিষয়ক খবরে লন্ডনে বাংলাদেশ দূতাবাসের অভ্যন্তরে একদল বহিরাগতর বিক্ষোভ, দেয়াল থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি নামিয়ে ছিঁড়ে ফেলা এবং হাই কমিশনের একজন কর্মচারীকে কমিশন ভবন থেকে বের করে দেয়ার তথ্য তুলে ধরা হয়।

ডেপুটি কমিশনার ও পুলিশ সুপারদের প্রতি নয়া সরকারের নির্দেশনা বিষয়ক খবরে ঢাকায় অবস্থানরত ডেপুটি কমিশনার ও পুলিশ সুপারদের নিজ নিজ জেলায় গিয়ে দায়িত্ব গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়।

কারফিউ পাশ সংগ্রহ সংক্রান্ত খবরে কারফিউ পাশ সংগ্রহে সংশ্লিষ্টদের যোগাযোগের জন্য একটি টেলিফোন নম্বর প্রকাশ করা হয়।

নয়া সরকারের ক্ষমতা গ্রহণ সংশ্লিষ্ট চার ধরনের পাঁচটি খবর শুধু দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত হয়। বিষয়গুলো হচ্ছে:

এক. নয়া প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদের বক্তব্য,
দুই. সান্ধ্য আইন শিথিল করা সংক্রান্ত,
তিন. মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে অচল টাকার মূল্য ফেরতের সিদ্ধান্ত,
চার. নয়া প্রেসিডেন্ট কর্তৃক রেডক্রসের চেয়ারম্যান পদে রদবদল।

নয়া প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদের বক্তব্যভিত্তিক দু'টি করে খবর দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত হয়। এই খবরগুলো ছিল মূলত ১৫ আগস্ট জাতির উদ্দেশে দেয়া নয়া প্রেসিডেন্টের বক্তৃতার বিষয়ভিত্তিক তথ্য।

সান্ধ্য আইন শিথিল করা সংক্রান্ত খবরে জানানো হয়: ১৫ আগস্ট ভোর বেলা থেকে সারা দেশে জারি করা অনির্দিষ্টকালের সান্ধ্য আইন জুমার নামাজ উপলক্ষে দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত শিথিল করা হয়েছিল।

নয়া সরকারের মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে অচল টাকার মূল্য ফেরতের সিদ্ধান্ত বিষয়ক খবরে জানানো হয়, যারা অচল ঘোষিত ১০০ টাকার নোট জমা দিয়েছেন তাদের সর্বোচ্চ আট হাজার টাকা পর্যন্ত ফেরত দেয়ার ব্যাপারে নয়া সরকারের মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

নয়া প্রেসিডেন্ট কর্তৃক রেডক্রসের চেয়ারম্যান পদে রদবদল সংক্রান্ত খবরে জানানো হয়: নয়া প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদ বাংলাদেশ রেডক্রসের চেয়ারম্যানের অপসারণ করে নতুন একজন চেয়ারম্যান নিয়োগ করেছেন।

নয়া সরকারকে অভিনন্দন জানানো বিষয়ক একটি খবর শুধু দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত হয়। এই খবরে দেশের শাসনভার গ্রহণ করায় বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে খন্দকার মোশতাক আহমাদ ও সশস্ত্র বাহিনীকে অভিনন্দন জানানোর তথ্য পরিবেশিত হয়। এইসব অভিনন্দন বার্তায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সরকারের কর্মকান্ডের তীব্র সমালোচনা করা হয়।

১৯৭৫ সালের ১৭ আগস্ট গবেষণার অন্তর্ভুক্ত তিনটি পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৫ আগস্টের ঘটনা ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট খবর সমূহের মধ্যে ১১টির বিষয় ছিল অভিন্ন। বিষয়গুলো ছিল:

এক. নয়া সরকারের প্রতি সৌদী আরব ও সুদানের স্বীকৃতি,
দুই. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লাশ দাফন,
তিন. বাংলাদেশের সঙ্গে নিউজিল্যান্ডের সুসম্পর্ক বজায় রাখার ঘোষণা,

Dhaka University Institutional Repository

চার. নয়া সরকার সম্পর্কে ভারত সরকারের প্রতিক্রিয়া,
পাঁচ. সান্ধ্য আইন প্রত্যাহার,
ছয়. কারফিউ পাস দেয়ার ব্যবস্থা,
সাত. নয়া প্রেসিডেন্টের জীবন-বৃত্তান্ত,
আট. নয়া সরকারের প্রতি লন্ডন প্রবাসীদের সমর্থন,
নয়. নয়া সরকারের প্রতি মওলনা ভাসানীর সমর্থন,
দশ. মন্ত্রিসভার বৈঠকে পরিস্থিতি পর্যালোচনা,
এগার. সরকারী সংবাদচিত্র প্রত্যাহর।

উল্লিখিত ১১টি খবরের মধ্যে নয়া সরকারের প্রতি সৌদী আরব ও সুদানের স্বীকৃতির খবরটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত তিনটি পত্রিকাতেই প্রাধান্য লাভ করে। সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলায়। এই খবরে জানানো হয়, সৌদী আরবের বাদশাহ খালেদ ও সুদানের প্রেসিডেন্ট জাফর নিমেরী বাংলাদেশের নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং নয়া প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লাশ দাফন বিষয়ক খবরে জানানো হয়: নিহত প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লাশ ফরিদপুরের টুঙ্গীপাড়ায় তাঁর গ্রামের বাড়িতে পারিবারিক কবরস্থানে পূর্ণ মর্যাদায় দাফন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সঙ্গে নিউজিল্যান্ডের সুসম্পর্ক বজায় রাখার ঘোষণা বিষয়ক খবরে জানানো হয় : নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী বি. রাউলিং এক বিবৃতিতে বলেছেন বাংলাদেশের সঙ্গে নিউজিল্যান্ডের যে সুসম্পর্ক রয়েছে নয়া সরকারের সঙ্গেও সেই সুসম্পর্ক অব্যাহত থাকবে।

নয়া সরকার সম্পর্কে ভারত সরকারের প্রতিক্রিয়া বিষয়ক খবরে জানানো হয় : বাংলাদেশে রাজনৈতিক ঘটনাবলীতে বিচলিত হলেও এইসব ঘটনাবলী বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার মনে করে ভারত সরকার। এতে আরও জানানো হয় : ভারত সরকার সতর্কতার সঙ্গে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী পর্যালোচনা করে দেখছে এবং পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে।

সান্ধ্য আইন প্রত্যাহার বিষয়ক খবরে জানানো হয়, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা মহানগর ও এর উপকণ্ঠ এলাকা ছাড়া সারা দেশ থেকে কারফিউ প্রত্যাহার করা হয়েছে। উল্লিখিত তিনটি মহানগরীতেও সারাদিন অর্থাৎ ভোর ছয়টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত কারফিউ থাকবে না।

কারফিউ প্রত্যাহারের পাশাপাশি কারফিউ পাস দেয়ার ব্যবস্থা বিষয়ক খবরটিতে জানানো হয়, অত্যাবশ্যক সার্ভিস ও প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরতদের অব্যাহতভাবে কাজ-কর্ম চালানোর স্বার্থে সরকার কারফিউ পাস প্রদানের ব্যবস্থা করেছে।

নয়া প্রেসিডেন্টের জীবন-বৃত্তান্ত বিষয়ক খবরে খন্দকার মোশতাক আহমদের জীবন-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয় সব পত্রিকায়।

নয়া সরকারের প্রতি লন্ডন প্রবাসীদের সমর্থন বিষয়ক খবরে বলা হয় : লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনে লন্ডনপ্রবাসী বাঙ্গালীরা প্রায়ত প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ও তাঁর ছবি ছিঁড়ে ফেলে এবং নতুন সরকারের প্রতি সমর্থন জানায়। বিক্ষোভে হাইকমিশনের কর্মরতদের অনেকে যোগ দেন।

নয়া সরকারের প্রতি মওলানা ভাসানীর সমর্থন বিষয়ক খবরে জানানো হয়: খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বাধীন নতুন সরকরের প্রতি অভিনন্দন ও পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করেছেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। তিনি দেশ থেকে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অবিচার দূর করার জন্য নয়া সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে পরিস্থিতি পর্যালোচনা বিষয়ক খবরে জানানো হয় : দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য মন্ত্রিপরিষদের এর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং বৈঠকে পরিস্থিতিকে সন্তোষজনক বলে বর্ণনা করা হয়।

সরকারী সংবাদচিত্র প্রত্যাহার বিষয়ক খবরে জানানো হয় : ১৯৭৫ সালের ১৪ আগস্ট ও এর আগে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত সরকারী প্রামাণ্যচিত্র ও সংবাদচিত্র অবিলম্বে মন্ত্রণালয়ের জমা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে নয়া সরকার।

১৯৭৫ সালের ১৭ আগস্ট দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে ১৫ আগস্টের ঘটনা-সংশ্লিষ্ট এমন তিনটি খবর প্রকাশিত হয় যা দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয়নি। খবরগুলোর বিষয় ছিল :

এক. মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীরা আগের দফতরে বহাল থাকবেন।
দুই. বিআইডব্লিউটিসি কর্মচারীদের প্রতি নয়া সরকারের নির্দেশ।
তিন. নয়া সরকারের প্রতি অভিনন্দন।

মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীরা আগের দফতরে বহাল থাকবেন বিষয়ক খবরে জানানো হয় : নয়া সরকারের মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীরা ১৯৭৫ সালের ১৪ আগস্ট পর্যন্ত যে দফতরে নিযুক্ত ছিলেন সেই দফতরেই বহাল থাকবেন বলে এক সরকারী আদেশ জারি করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বিআইডব্লিউটিসি কর্মচারীদের প্রতি নয়া সরকারের নির্দেশ বিষয়ক খবরে জানানো হয় : অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের সরবরাহ সুষ্ঠু ও সচল রাখার জন্য বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন সংস্থা (বিআইডব্লিউটিসি) এর সকল কর্মীকে অবিলম্বে কাজে যোগদানের নির্দেশ দিয়েছে নয়া সরকার।

নয়া সরকারের প্রতি অভিনন্দন বিষয়ক খবরে জানানো হয় : দেশের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ নতুন সরকারের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও আনুগত্য প্রকাশ অব্যাহত রেখেছে।

১৯৭৫ সালের ১৭ আগস্ট দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারে ১৫ আগস্টের ঘটনা-সংশ্লিষ্ট এমন একটি খবর প্রকাশিত হয় যা দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত হয়নি। এই খবরে জানানো হয় : নয়া সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন শুরু করেছে।

অন্যদিকে, সান্ধ্য আইন শিথিল করায় জনজীবনে প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে একটি খবর দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হলেও তা দৈনিক বাংলা বা বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত হয়নি। এই খবরে জানানো হয় : ১৯৭৫ সালের ১৬ আগস্ট সকাল সাড়ে নয়টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত সান্ধ্যআইন শিথিল করায় ঢাকা মহানগরী কর্মচঞ্চল হয়ে উঠে। বিভিন্ন এলাকার রেশন দোকান, কাঁচাবাজার ও রাজপথে জনসাধারণের ভিড় দেখা যায়।

১৯৭৫ সালের ১৮ আগস্ট গবেষণার অন্তর্ভুক্ত তিনটি পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৫ আগস্টের ঘটনা ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন সংশ্লিষ্ট খবর সমূহের মধ্যে ৭টি বিষয় ছিল অভিন্ন। তবে উল্লিখিত সাতটির মধ্যে একটি বিষয়ে তিনটি পত্রিকাতেই একাধিক খবর প্রকাশিত হয়। সাতটি বিষয় ছাড়াও দুটি বিষয়ে শুধু দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবর প্রকাশিত হয়েছে। অভিন্ন বিষয়গুলো হচ্ছে :

এক. সরকারী কর্মচারীদের নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে নয়া প্রেসিডেন্টের নির্দেশ।
দুই. জীবনযাত্রা স্বাভাবিক।
তিন. নয়া সরকারের প্রতি ইয়েমেনের স্বীকৃতি।
চার. নয়া প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাবেক প্রধানমন্ত্রী এম মনসুর আলীর সাক্ষাত।
পাঁচ. বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের কূটনৈতিক যোগাযোগ।
ছয়. ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা দিবসে নয়া প্রেসিডেন্টের বাণী।
সাত. নয়া সরকারের প্রতি অভিনন্দন।

উল্লিখিত সাতটি বিষয়ের মধ্যে সরকারী কর্মচারীদের নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে নয়া প্রেসিডেন্টের নির্দেশ বিষয়ক খবরটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত তিনটি পত্রিকাতেই প্রাধান্য লাভ করে। এই খবরে জানানো হয় : নয়া প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদের জারি করা এক আদেশে সকল সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে নিয়মিত কাজে যোগদান এবং সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অফিসের কাজে কোনো অনিয়ম অথবা অবহেলা সহ্য করা হবে না বলেও ঐ নির্দেশে উল্লেখ করা হয়েছে।

জীবনযাত্রা স্বাভাবিক বিষয়ক বেশ কয়েকটি খবর প্রকাশিত হয়। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত এই খবরগুলোর মাধ্যমে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের ঘটনা ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন এবং কারফিউ প্রত্যাহারের পর জীবনযাত্রা স্বাভাবিকভাবে যথারীতি চলছে, কোথাও কোনো ছন্দপতন নেই- এমন একটি অবস্থা তুলে ধরার প্রবনতা দেখা গেছে। আর এটাও বোঝা যায় যে, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে পরবর্তী তিনদিন সারাদেশে জীবনযাত্রা কিছুটা স্থবির হয়ে পড়েছিল।

জীবনযাত্রা স্বাভাবিক বিষয়ক মূল খবরে সারাদেশে জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে কর্মতৎপরতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির তীব্র প্রকাশ করা হয়। রাজধানীর নাগরিক জীবনে স্বাভাবিকতার কথাও উঠে আসে এই খবরে। বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়।

জীবনযাত্রা স্বাভাবিক বিষয়ক উপরোক্ত খবরটি ছাড়াও আরো যে সব বিষয়ে খবর প্রকাশিত হয় সেগুলো ছিল :

এক. খাদ্যবাহী জাহাজের স্বাভাবিক চলাচল।
দুই. বিদেশের সঙ্গে টেলিযোগাযোগ চালু।
তিন. স্থল, জল ও আকাশ পথে যানবাহন যোগাযোগ চালু।
চার. অফিস-আদালতে কাজ শুরু।

খাদ্যবাহী জাহাজের স্বাভবিক চলাচল বিষয়ক খবরে জানানো হয় : খাদ্যশস্য পরিবহনে নিয়োজিত জাহাজগুলো দেশের বিভিন্ন লক্ষ্যস্থলে নিয়মিত চলাচল করছে।

বিদেশের সঙ্গে টেলিযোগাযোগ চালু বিষয়ক খবরে জানানো হয়: ১৯৭৫ সালের ১৭ আগস্ট থেকে পুনরায় বিদেশের সঙ্গে টেলিযোগাযোগ চালু হয়েছে। খবরটি শুধু দৈনিক বাংলা ও দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

স্থল, জল ও আকাশ পথে যানবাহন যোগাযোগ চালু বিষয়ক খবর দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটিতে জানানো হয়: কারফিউ তুলে নেয়ার পর নির্ধারিত সময়ে যাত্রীবাহী ট্রেন গন্তব্যের উদ্দেশে যাত্রা করেছে। যাত্রীবাহী বাসও যথারীতি চলছে। লঞ্চগুলোও নির্ধারিত সময় অনুযায়ী চলাচল করছে।

অন্যদিকে বাংলাদেশ অবজারভারে এ সংক্রান্ত দুটি খবর প্রকাশিত হয়। এই খবর দু'টিতে জানানো হয় : দেশের অভ্যন্তরীণ বিমান চলাচল ও লঞ্চ সার্ভিস ১৯৭৫ সালের ১৭ আগস্ট থেকে আবার শুরু হয়েছে।

অফিস-আদালতে কাজ শুরু বিষয় খবরটি শুধু দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয়। এতে জানানো হয়: সরকারী-বেসরকারী অফিস ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১৯৭৫ সালের ১৮ আগস্ট পুনরায় কাজ-কর্ম শুরু হচ্ছে।

নয়া সরকারের প্রতি ইয়েমেনের স্বীকৃতি বিষয়ক খবরে জানানো হয় : ইয়েমেন কমান্ড কাউন্সিলের চেয়ারম্যান কর্নেল ইব্রাহীম মোহাম্মদ আলী হামদী এক বার্তায় বাংলাদেশের নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং খন্দকার মোশতাক আহমাদকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

নয়া প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাবেক প্রধানমন্ত্রী মনসুর আলীর সাক্ষাত বিষয়ক খবরে জানানো হয় : সাবেক প্রধানমন্ত্রী এম মনসুর আলী নয়া প্রেসিডন্ট খন্দকার মোশতাক আহমাদের সঙ্গে দেখা করেছেন। তবে এই খবরে তাদের মধ্যে কী বিষয় কথা হয়েছে তা জানানো হয়নি।

বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের কূটনৈতিক যোগাযোগ বিষয়ক খবরে জানানো হয় : পাকিস্তান বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বাংলাদেশের নয়া সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা দিবসে নয়া প্রেসিডেন্টের বাণী বিষয়ক খবরে জানানো হয় : ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে নয়া প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদ ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জেনারেল সুহার্তোকে পাঠানো এক বাণীতে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান এবং দু'দেশের মধ্যকার বর্তমান বন্ধুত্বপূর্ণ সুসম্পর্ক অব্যাহত থাকবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

নয়া সরকারের প্রতি অভিনন্দন জানানো বিষয়ক খবরে বলা হয় : দেশের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের নতুন সরকারের প্রতি সমর্থন ও অভিনন্দন জানানো অব্যাহত রয়েছে।

১৯৭৫ সালের ১৮ আগস্ট দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে ১৫ আগস্টের ঘটনা ও পটপরিবর্তন সংশ্লিষ্ট এমন দু'টি খবর প্রকাশিত হয় যা দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয়নি। খবর দু'টির বিষয় ছিল :

এক. প্রাক্তন দৈনিকদের প্রতি নয়া সরকারের নির্দেশ।

দুই. নয়া সরকারের প্রতি মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশের অভিনন্দন।

প্রাক্তন সৈনিকদের প্রতি নয়া সরকারের নির্দেশ বিষয়ক খবরে জানানো হয় : নয়া সরকার দেশের সকল প্রাক্তন সৈনিকদের নিকটবর্তী ইউনিটকে নিজ নিজ বাড়ির ঠিকানা জানানোর নির্দেশ দিয়েছে এবং পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে বলেছে।

নয়া সরকরের প্রতি তর্কবাগীশের অভিনন্দন বিষয়ক খবরে জানানো হয় : প্রবীণ রাজনীতিবিদ মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বাধীন নয়া সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের ঘটনা ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর পরবর্তী তিনদিনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দৈনিক ইত্তেফাকে চারটি এবং দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে একটি করে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। সম্পাদকীয়গুলোর বিষয় ছিল :

এক. ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের ঘটনা ও পটপরিবর্তন সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ও অভিমত।

দুই. নয়া সরকারের পররাষ্ট্রনীতি।

তিন. নয়া সরকারের প্রতি জনসাধারণের আচরণ।

চার. নয়া সরকারকে সৌদী আরবের স্বীকৃতি।

ঘটনার পরদিনই ১৯৭৫ সালের ৬ আগস্ট তিনটি পত্রিকাতেই একটি করে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। তিনটি পত্রিকার সম্পাদকীয়র বিষয়বস্তু মূলত একই এবং তা হচ্ছে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের ঘটনা ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন সম্পর্কে পত্রিকাগুলোর অভিমত ও প্রতিক্রিয়া। তিনটি পত্রিকাতেই এই সম্পাদকীয় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় প্রকাশ স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম যা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

এই সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে, সর্বশ্রেণীর মানুষ প্রশাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন দাবী করছিল। কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মে এটা ছিল অসম্ভব। এর প্রেক্ষিতেই সশস্ত্র বাহিনী এগিয়ে এসেছে সাহসিকতার সঙ্গে পবিত্র দায়িত্ব পালনে জাতির সামনে তারা সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে, সমৃদ্ধির নবদিগন্ত উন্মোচন করেছে। নয়া রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমাদকে প্রাজ্ঞ ও দূরদর্শী রাজনীতিবিদ অভিহিত করে এই সম্পাদকীয়তে আশা প্রকাশ করা হয়। তার নেতৃত্বে জাতি সমৃদ্ধির পথে দ্রুত এগিয়ে যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক ইত্তেফাক তার এই সম্পাদকীয়তে খন্দকার মোশতাক আহমাদের নেতৃত্বে সশস্ত্র বাহিনীর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অংশগ্রহণকে বাংলাদেশের মহাক্রান্তিলগ্নে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলে মন্তব্য করে। এতে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে যে, সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন শাখা একযোগে দেশ গড়ার জন্য নতুন যে দায়িত্বে আত্মনিয়োগ করেছে, দেশের জনগণকেও একতাবদ্ধ হয়ে অনুরূপভাবে দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে। নয়া সরকরের ঘোষিত নীতির সাফল্য কামনা করে সম্পাদকীয়তে আশা প্রকাশ করা হয় যে, বিশ্বের শান্তি ও কল্যাণকামী দেশসমূহ নয়া সরকারকে সমর্থন করবে।

সম্পাদকীয়টিতে বাংলাদেশ অবজারভার মন্তব্য করে : দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এবং দেশ ও জাতির ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই খন্দকার মোশতাক আহমাদের নেতৃত্বে সশস্ত্র বাহিনী সরকরের ক্ষমতা গ্রহণে বাধ্য হয়েছে। ঐতিহাসিক কারণে প্রাপ্ত জাতির বৃহত্তর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এই সরকারকে সহযোগিতা করতে দেশের জনসাধারণ প্রস্তুত রয়েছে।

১৯৭৫ সালের ১৭ আগস্ট নয়া সরকারের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক। এই সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে, নয়া প্রেসিডেন্টের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত বক্তব্যে প্রতীয়মান হয়েছে যে, শান্তি যেমন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য, তেমনই বিশ্বের সর্বত্র অন্যায়ের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সোচ্চার থাকবে। নতুন সরকার শান্তি ও ন্যায়বিচারভিত্তিক বিশ্ববিধানে বিশ্বাসী।

১৯৭৫ সাল ১৮ আগস্ট সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দুটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক। নয়া সরকারের প্রতি জনসাধারণের আচরণ বিষয়ক সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে : ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে দেশের মানুষ যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে তার গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে শান্তি ও স্বাভাবিকতা বজায় রেখে জনসাধারণ ঐতিহাসিক দায়িত্বের প্রতি তাদের পরম সচেতনতারই প্রমাণ দিয়েছে। সম্পাদকীয়তে আশা প্রকাশ করা হয়, ভবিষ্যতেও অবিচল নিষ্ঠার সঙ্গে এই পবিত্র দায়িত্ব পালনে তারা সজাগ ও সচেতন থাকবে।

নয়া সরকারকে সৌদী আরবের স্বীকৃতি বিষয়ক অপর সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে : সৌদী আরব কর্তৃক বাংলাদেশের নয়া সরকারের এই স্বীকৃতি খুবই উৎসাহব্যঞ্জক ও তাৎপর্যপূর্ণ। রাষ্ট্র হিসেবে সৌদী আরব ইসলাম এবং মুসলিম সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পীঠস্থান। ইসলামী সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতীক। ইতোমধ্যে মিশর, সুদান, ইয়েমেন, ইরাক, জর্দান, কুয়েত, লিবিয়াসহ অন্য সমস্ত আরব রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। সৌদী আরবের স্বীকৃতির মাধ্যমে বাংলাদেশ-আরব সমঝোতা ও শুভেচ্ছারই পরিপূর্ণতা ঘটলো।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকা- ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন শীর্ষক এই ইস্যুর তথ্য বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের অব্যবহিত পরে ১৫ আগস্টের ঘটনা ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন সংবাদপত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে উঠেছিল। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাসমূহে খবরের সংখ্যা ও ট্রিটমেন্ট উভয় দিক থেকেই উল্লিখিত ঘটনা প্রাধান্য বিস্তার করেছিল।

বিশ্লেষণে দেখা গেছে, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরবর্তী দিনের খবরের কাগজে প্রাধান্য পায় পটপরিবর্তনের মূল খবরটি। ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণের খবরটিও গুরুত্বলাভ করে। এছাড়া নয়া সরকারের সঙ্গে আমেরিকার কূটনৈতিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার ঘোষণা, নয়া সরকারের প্রতি পাকিস্তানের স্বীকৃতি, বাংলাদেশে বিদেশী দূতাবাসসমূহের প্রাঙ্গণের অতিরাষ্ট্রিক প্রকৃতি ও অলংঘনীয়তা মর্যাদার সঙ্গে রক্ষা এবং নয়া সরকারের জন্য বিশেষ মোনাজাতের খবরও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হয় নয়া সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করায় সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া। পটপরিবর্তন পরবর্তী দ্বিতীয় দিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লাশ দাফনের খবর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হলেও খুব কম গুরুত্ব দিয়ে খবরটি প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় দিন সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাওয়া খবরটি ছিল সৌদী আরব ও সুদানের পক্ষ থেকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান এবং একই সঙ্গে নতুন সরকারকে স্বীকৃতি প্রদানের খবর। এছাড়া এই দিন প্রকাশিত অন্যান্য খবরগুলোর অন্যতম ছিল: মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন পরবর্তী পরিস্থিতি পর্যালোচনা, নয়া সরকার সম্পর্কে ভারতের প্রতিক্রিয়া, বাংলাদেশের সঙ্গে নিউজিল্যান্ডের সুসম্পর্ক বজায় রাখার ঘোষণা, নয়া সরকারের প্রতি মওলানা ভাসানীর সমর্থন। নয়া সরকারের প্রতি বিভিন্ন সংগঠনের অভিনন্দন জানানোর খবরও প্রকাশিত হয় এই দিন। পটপরিবর্তন পরবর্তী তৃতীয় দিনের সংবাদপত্রে পটপরিবর্তনের কারণে জীবনযাত্রায় অস্বাভাবিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসা এবং সর্বক্ষেত্রে কর্মতৎপরতা শুরুর খবর গুরুত্ব পায়। একই সঙ্গে গুরুত্ব দেয়া হয় নয়া প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদ কর্তৃক জারিকৃত এক আদেশের খবর, যাতে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়মিত কাজে যোগদান ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেয়া হয়। এছাড়া নয়া প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী মনসুর আলীর সাক্ষাৎ, নয়া সরকার প্রতি ইয়েমেনের স্বীকৃতি এবং বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের কূটনৈতিক যোগাযোগ স্থাপনের খবরও প্রকাশিত হয়। নয়া সরকারের প্রতি বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সমর্থন ও অভিনন্দন জানানো অব্যাহত থাকার খবরও প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রগুলোতে।

খবরের পাশাপাশি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়তেও ইস্যুটি গুরুত্বলাভ করে। ইস্যুটি এতোটাই গুরুত্ব লাভ করে যে, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবক'টি পত্রিকা পটপরিবর্তন সম্পর্কে তাদের প্রতিক্রিয়া ও অভিমত তুলে ধরার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

পটপরিবর্তনের পরদিন প্রথম পৃষ্ঠায় বিশেষ সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়গুলোতে একথাই প্রতিফলিত হয়েছে যে, দেশ ও জাতির ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে সশস্ত্র বাহিনী সরকারের ক্ষমতা গ্রহণে বাধ্য হয়েছে। সংবাদপত্রসমূহে রাজনৈতিক নেতা হিসেবে খন্দকার মোশতাক আহমদ সম্পর্কে প্রশংসাসূচক মন্তব্য করা হয়। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করা সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেনি সংবাদপত্রগুলো।

পাশাপাশি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্র মন্তব্য করে যে, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সময় দেশের মানুষ শান্তি ও স্বাভাবিকতা বজায় রেখে ঐতিহাসিক দায়িত্বের প্রতি তাদের পরম সচেতনতার পরিচয় দিয়েছে। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের অব্যবহিত পরে জাতির উদ্দেশে নয়া প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদের বক্তৃতায় নয়া সরকারের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণার প্রশংসা করা হয়। আর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে ও নয়া সরকারকে সৌদী আরবের স্বীকৃতিকে খুবই উৎসাহব্যঞ্জক ও তাৎপর্যপূর্ণ বলে অভিহিত করা হয়। সার্বিকভাবে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোর পরস্পরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্পাদকীয় নীতির কোনো অমিল লক্ষ্য করা যায়নি।

তথ্য সূত্র :

১. ড. মোহাম্মদ হাননান, *হাজার বছরের বাংলাদেশ : ইতিহাসের অ্যালবাম*, ঢাকা : সহিত্য প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫, পৃ. ১৪৯।
২. *দৈনিক বাংলা*, ১৬ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৩. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৬ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৫. *দৈনিক বাংলা*, ১৬ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৭. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৬ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৮. *দৈনিক বাংলা*, ১৬ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
১০. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৬ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
১১. *দৈনিক বাংলা*, ১৬ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
১২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
১৩. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৬ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
১৪. *দৈনিক বাংলা*, ১৬ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
১৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
১৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৬ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
১৭. *দৈনিক বাংলা*, ১৬ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
১৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
১৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৬ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
২০. *দৈনিক বাংলা*, ১৬ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
২১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
২২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৬ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
২৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
২৪. প্রাগুক্ত
২৫. প্রাগুক্ত
২৬. প্রাগুক্ত
২৭. *দৈনিক বাংলা*, ১৬ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
২৮. প্রাগুক্ত
২৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৬ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৩০. প্রাগুক্ত
৩১. *দৈনিক বাংলা*, ১৬ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৩২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৬ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৩৩. *দৈনিক বাংলা*, ১৬ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৩৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৬ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৩৫. *দৈনিক বাংলা*, ১৬ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৩৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৬ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৩৭. প্রাগুক্ত
৩৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৩৯. *দৈনিক বাংলা*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৪০. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৪১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৪২. *দৈনিক বাংলা*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৪৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৪৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৪৫. *দৈনিক বাংলা*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৪৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৪৭. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৪৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৪৯. *দৈনিক বাংলা*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৫০. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৫১. *দৈনিক বাংলা*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৫২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫,পৃ. ১
৫৩. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৫৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৫৫. *দৈনিক বাংলা*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৫৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫,পৃ. ১
৫৭. *দৈনিক বাংলা*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৫৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৫৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫,পৃ. ১
৬০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৬১. *দৈনিক বাংলা*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫,পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

৬২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৬৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৬৪. *দৈনিক বাংলা*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৬৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৬৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৬৭. *দৈনিক বাংলা*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৬৮. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৬৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৭০. *দৈনিক বাংলা*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৭১. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৭২. *দৈনিক বাংলা*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৭৩. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৭৪. *দৈনিক বাংলা*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৭৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৭৬. *দৈনিক বাংলা*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৭৭. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৭৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৭৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৮০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৮১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৮২. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৮৩. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৮ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৮৪. প্রাগুক্ত
৮৫. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৮৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৮৭. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৮৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৮৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৮ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৯০. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৯১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৯২. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৯৩. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৮ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৯৪. প্রাগুক্ত
৯৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৯৬. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৯৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৯৮. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৮ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
৯৯. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
১০০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
১০১. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৮ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
১০২. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
১০৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
১০৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৮ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
১০৫. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
১০৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
১০৭. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৮ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
১০৮. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
১০৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
১১০. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৮ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
১১১. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
১১২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৮ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
১১৩. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
১১৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৮ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
১১৫. *দৈনিক বাংলা*, ১৬ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ.১
১১৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
১১৭. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৬ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
১১৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ আগস্ট, ১৯৭৫, পৃ. ২
১১৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ২
১২০. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

সংবাদপত্রে জিয়াউর রহমানের শাসন আমলে (১৯৭৫-৮১) প্রকাশিত বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুর উপস্থাপন সম্পর্কে বিশ্লেষণ

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়ে একটি রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটে। উল্লিখিত পটপরিবর্তনের পর ক্ষমতাসীন হন খন্দকার মোশতাক আহমদ। পটপরিবর্তনের অব্যবহিত পরে জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হন। ১৯৭৫ সালের নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আবার ক্ষমতার পালাবদল ঘটে। ক্ষমতার এই পালাবদলের সময় ৩ নভেম্বর গভীর রাতে জাতীয় চার নেতাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে সেলের ভেতরে গুলী করে হত্যার ঘটনা ঘটে। পালাবদলের ধারাবাহিকতায় প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব লাভ করেন বিচারপতি এ এফ এম সায়েম। এই সময় সেনা প্রধানের পদ থেকে অব্যাহতি ও পুনর্বহালের পর থেকে জিয়াউর রহমান রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করতে শুরু করেন এবং পর্যায়ক্রমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তিনি পর্যায়ক্রমে উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন। পরবর্তীতে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্বের পাশাপাশি দেশের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বও গ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করে যাওয়ার ব্যাপারে জিয়াউর রহমান গণভোটের আয়োজন করেন এবং ভোটারদের আস্থা অর্জন করেন। এভাবেই জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামারিক শাসন প্রক্রিয়ার প্রথম পর্যায় শেষ হয়। পরবর্তীতে জিয়াউর রহমান দলীয় রাজনীতি শুরু করেন। প্রথমে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগ দল) গঠিত হয়। পরে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট গঠন করে এর প্রার্থী হিসেবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন তিনি। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) গঠন করেন। ১৯৭৯ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পরে জিয়াউর রহমান সামরিক শাসন প্রত্যাহার করে নেন। ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে সেনাবাহিনীর একদল বিদ্রোহী সৈনিকের হাতে তিনি নিহত হন। জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব লাভ করেন সে সময়ের ভাইস-প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার। পরে বিচারপতি আবদুস সাত্তার প্রেসিডেন্ট নিবার্চিত হন। জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে (বিএনপি) নানা ধরনের বিভেদ দেখা দেয়। নেতৃত্ব নিয়েও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এই প্রেক্ষাপটে জিয়াউর রহমানের স্ত্রী খালেদা জিয়ার রাজনীতিতে আগমন ঘটে। তিনি ধীরে ধীরে বিএনপির মূল নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। অন্যদিকে জিয়াউর রহমানের শাসনামলেই আওয়ামী লীগ নতুনভাবে সংগঠিত হয় এবং এই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন শেখ হাসিনা।

এই অধ্যায়ে উপরোক্ত সময়সীমার অর্থাৎ ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত সময়ের সংবাদপত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উপরোক্ত সময়ের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনার মধ্য থেকে বহুল আলোচিত সাতটি ইস্যু এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইস্যুগুলো হচ্ছে:

এক. জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া।

দুই. জিয়াউর রহমানে দলীয় রাজনীতি।

তিন. জিয়াউর রহমানের দু'টি আলোচিত কর্মসূচী : খাল খনন ও গ্রাম সরকার।

চার. জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড।

পাঁচ. জেল হত্যাকাণ্ড।

ছয়. ১৯৭৫ সাল-পরবর্তী আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার নেতৃত্ব গ্রহণ।

সাত. জিয়াউর রহমানের মৃত্যু-পরবর্তী বিএনপি ও খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ।

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উল্লিখিত ইস্যুগুলো নিচে ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এক. জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর জিয়াউর রহমান ক্রমশ বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নেন। সংবাদপত্রে এর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

রিপোর্ট :

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর জিয়াউর রহমানকে নিয়ে সংবাদপত্রে প্রথম রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালের ২৫ আগস্ট। খবরটি পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা বিএসএস। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয় : কে এম শফিউল্লাহকে সেনাবাহিনীর প্রধানের পদ থেকে সরিয়ে জিয়াউর রহমানকে সেনাবাহিনীর প্রধান করা হয়েছে। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'জেনারেল জিয়াউর রহমান চীফ অব আর্মী স্টাফ'। এই খবরে লেখা হয় :

গতরাত্রে সরকারীভাবে নিবর্ণিত বদলী-নিয়োগ ও পদোন্নতি ঘোষণা করা হইয়াছে। অবিলম্বে এইগুলি কার্যকরী হইবে। মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বীরউত্তম, পিএসসিকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চীফ অফ আর্মী স্টাফ পদে নিয়োগ করা হইয়াছে। তিনি মেজর জেনারেল কে এম শফিউল্লাহ বীরউত্তম, পিএসসির স্থলাভিষিক্ত হইবেন। মেজর জেনারেল কে এম শফিউল্লাহর চাকরী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারে ন্যস্ত করা হইয়াছে।[১]

এরপর জিয়াউর রহমান আবার সংবাদপত্রের খবর হন ১৯৭৫ সালের নভেম্বরে। '১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর সামরিক বাহিনীতে একটি পাল্টা অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এই অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেন এবং সেনাবাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে তিনি বন্দী করেন। খালেদ মোশাররফ মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হন।[২]

১৯৭৫ সালের ৫ নভেম্বর বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও সংবাদ-এ খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে। সংবাদ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। এই খবরে জানানো হয়, সেনাবাহিনীর প্রধানের পদ থেকে জিয়াউর রহমান পদত্যাগ করেছেন এবং ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি দিয়ে তাকে সেনাবাহিনীর প্রধান করা হয়েছে। সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'মে. জে. খালেদ মোশাররফ চীফ অব স্টাফ নিযুক্ত ॥ মে. জে. জিয়াউর রহমানের পদত্যাগ'। এই খবরে জানানো হয় :

গতকাল মঙ্গলবার প্রেসিডেন্টের এক বিশেষ ঘোষণায় বলা হয়, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ বীরউত্তম পিএসসিকে ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর পূর্বাহ্ন হইতে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত করিয়া চীফ অব আর্মি স্টাফ নিয়োগ করা হয়েছে। একই দিনে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বীরউত্তম পিএসসি পদত্যাগ করায় তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।[৩]

বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'Khaled Musharraf made Army Chief.[৪] দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলামে শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'সেনাবাহিনীর চীফ অফ স্টাফ পদে মে. জে. খালেদ মোশাররফ ॥ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের পদত্যাগ'।[৫] দৈনিক বাংলায় শিরোনাম ছিল: 'খালেদ মোশাররফ সেনাবাহিনী প্রধান ॥ জিয়ার পদত্যাগ'।[৬]

এই সামরিক অভ্যুত্থানের ঘটনার ধারাবাহিকতায় প্রেসিডেন্ট পদ থেকে বিদায় নিতে হয় খন্দকার মোশতাক আহমদকে। নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেন সে সময়ে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম। প্রেসিডেন্ট পদে আগমন-প্রস্থানের এই খবর ১৯৭৫ সালের ৬ নভেম্বর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবরে জানানো হয়, খন্দকার মোশতাক আহমদ প্রেসিডেন্টের পদ থেকে সড়ে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেবেন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম। চারটি পত্রিকাতেই গুরুত্ব লাভ করলেও খবরটি তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব লাভ করে দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে। এই দু'টি পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'প্রেসিডেন্ট হিসেবে আজ বিচারপতি সায়েমের শপথ গ্রহণ ॥ মোশতাকের পদত্যাগ'।[৭] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Justice Sayem replaces Moshtaque'.[৮] দৈনিক বাংলার এই খবরে বলা হয় :

খন্দকার মোশতাক আহমদ সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি বিচারপতি জনাব এ এস এম সায়েমের নিকট প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব অর্পণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। নূতন প্রেসিডেন্ট আজ (বৃহস্পতিবার) সকালে শপথ গ্রহণ করবেন।[৯]

দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'বিচারপতি সায়েম নয়া প্রেসিডেন্ট'।[১০] সংবাদে খবরটি চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'বিচারপতি সায়েমের কাছে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা হস্তান্তর ॥ আজ শপথ গ্রহণ'।[১১]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর সংঘটিত খালেদ মোশাররফের সামরিক অভ্যুত্থান ৭ নভেম্বরে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। '৭ নভেম্বর জাসদ নেতা কর্নেল তাহের সেনানিবাসে এই মর্মে প্রচার কাজে লিপ্ত হন যে, খালেদ মোশাররফ ভারতের দালাল। তাহের সাধারণ সৈনিকদের তাদের অফিসারদের বিরুদ্ধেও নানা রকম উস্কানি প্রদান করেন। ফলে সাধারণ সৈনিক ও অফিসারদের মধ্যে বিরূপতার সৃষ্টি হয় এবং সাধারণ সৈনিকরা বিদ্রোহ করে বসে। সৈন্যরা নির্বিচারে অফিসারদের হত্যা করতে থাকে এবং সামরিক যান ইত্যাদিসহ শহরে বেরিয়ে পড়ে। খালেদ মোশাররফের প্রতিপক্ষ হিসেবে সৈন্যরা জেনারেল জিয়াকে বন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত করে এবং পরে খালেদ মোশাররফকে তারা হত্যা করে। মুক্ত হয়েই জেনারেল জিয়া জাতির উদ্দেশে প্রথমে ভাষণ দেন এবং সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে পুনরায় বহাল হন। অরাজক পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনতে তিনি সক্ষম হন।'[১২]

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সকালে দৈনিক বাংলা ও দৈনিক ইত্তেফাক এক পৃষ্ঠার টেলিগ্রাম সংস্করণ বের করে এবং বাংলাদেশ অবজারভার তার মূল সংস্করণে উপরোক্ত ঘটনার বেশকিছু বিবরণ প্রকাশ করে। কিন্তু ৭ নভেম্বর সংবাদ এ সংক্রান্ত কোনো খবর প্রকাশ করেনি। দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারের মূল খবরটি ছিল জিয়াউর রহমানের মুক্তি এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও সেনাবাহিনীর প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ সংক্রান্ত। তিনটি পত্রিকাতেই খবরটি আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরেনাম ছিল: 'আমাদের স্বাধীনতা রাখবোই রাখবো ॥ জিয়ার নেতৃত্বে সিপাহী জনতার বিপ্লব'। এই খবরে লেখা হয়:

> *সিপাহী ও জনতার মিলিত বিপ্লবে চার দিনের দুঃস্বপ্নের প্রহর শেষ হয়েছে। মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সাময়িকভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধান সামরিক প্রশাসক ও সেনাবাহিনীর প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত প্রায় একটায় সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীর সিপাই-জোয়ানরা বিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটায়।*[১৩]

দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'চীফ মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর ও সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের দায়িত্ব গ্রহণ'। এই খবরে লেখা হয় :

> *মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান চীফ মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর ও সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন। আজ শুক্রবার ভোরে রেডিও বাংলাদেশে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত এক ভাষণে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বলেন : বর্তমান পরিস্থিতিতে তাহাকে বাংলাদেশের জনগণ, সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, আনসার ও অন্যান্যদের অনুরোধে চীফ মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর ও সেনাবাহিনীর প্রধান হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে।*[১৪]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'Call to perform normal functions : Maj.-Gen. Zia takes over as Chief ML Administrator'.[১৫]

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর উল্লিখিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার রাজপথে সেনাবাহিনীর সদস্য ও সাধারণ মানুষের সম্মিলিত আনন্দ-উচ্ছ্বাস বিষয়ক একটি খবর তিনটি পত্রিকাতেই স্থান পায়। এই খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে দৈনিক ইত্তেফাকে। এই পত্রিকা খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'প্রাণ বন্যায় উচ্ছল নগরী'। এতে লেখা হয়:

> *পথে পথে আজ জনতার কলরোল, পথে পথে আজ বিজয়ের আনন্দ। তমসাচ্ছন্ন রাত্রির ঘনঘোর অমানিশার অবসান ঘোষণা করিয়া হেমন্তের প্রভাত সূর্যের আগমনের সাথে সাথে পথে পথে নামিয়াছে আনন্দোচ্ছল অজস্র প্রাণের ঢল। মানুষের নিকট স্বাধীনতা আর সার্বভৌমত্ব কতখানি প্রিয়তম সম্পদ উহার প্রমাণ মিলিয়াছে আজ। ঢাকার রাজপথে সেনাবাহিনীর সাঁজোয়া গাড়ির শব্দ আর জয়ধ্বনি জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাস ধ্বনির সহিত একত্রিত হইয়াছে।*[১৬]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Jubilation in city'. এই খবরে লেখা হয়:

> *People welcomed the heroic comeback of Major General Ziaur Rahman. The jubilant city people came out on the streets early in the morning to welcome the slogan-chanting Jawans of the Bangladesh Army, Navy, Air Force, BDR and Police. Members of the Armed Forces and the jubilant people paraded the city street with protrait Khandakar Moshtaque Ahmed.*[১৭]

দৈনিক বাংলায় খবরটি সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'উল্লাসে উদ্বেল ঢাকা'। এতে লেখা হয়:

> *পথে পথে সে এক অভাবিত দৃশ্য। গাড়িতে গাড়িতে বিপ্লবী সিপাহী জনতার এক দুর্জয় উল্লাস। এদিকে ওদিকে চারদিকে ছোটাছুটি করছে সামরিক বাহিনীর খোলা গাড়ি, ট্রাক, জীপ। ছুটে চলেছে ট্যাংক। সশস্ত্র বিপ্লবী সিপাহীদের সাথে এসব গাড়িতে স্থান নিয়েছে বিপ্লবীজনতা। কণ্ঠে সবার শ্লোগান বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, সিপাহী জনতা ভাই ভাই, জেনারেল জিয়া জিন্দাবাদ।*[১৮]

রেডিও বাংলাদেশ থেকে প্রচারিত জিয়াউর রহমানের ভাষণটি নিয়ে আলাদা একটি আইটেম প্রকাশ করে শুধু দৈনিক বাংলা। এই খবরে জিয়াউর রহমানকে উদ্ধৃত করে লেখা হয়, পরিস্থিতিগত কারণে তাকে সাময়িকভাবে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়েছে। ডাবল কলাম শিরেনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আমি জিয়া বলছি'।[১৯]

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে খন্দকার মোশতাক আহমদ নিরাপদে আছেন এই বিষয়ে আলাদা আইটেম দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এ সংক্রান্ত খবরে জানানো হয়, খন্দকার মোশতাক আহমদ ঢাকাতেই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন এবং তিনি ঐদিনই অর্থাৎ ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন। দৈনিক ইত্তেফাক খবরটি সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'খন্দকার মোশতাক নিরাপদ'।[২০] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Moshtaque Safe'.[২১]

১৯৭৫ সালের ৮ নভেম্বরও গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে ৭ নভেম্বরের ঘটনা প্রাধান্য বিস্তার করে। ঐদিন চারটি পত্রিকায়ই প্রধান খবরটি ছিল আগের দিন ৭ নভেম্বর জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমের ভাষণভিত্তিক। এই খবরে জানানো হয়: প্রেসিডেন্ট সায়েম প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করবেন। নৌ ও বিমানবাহিনীর প্রধানগণও উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করবেন। একই সঙ্গে এই খবরে ৭ নবেম্বর ভোরে 'সিপাহী জনতার অভ্যুত্থান' এবং তাৎক্ষণিকভাবে জিয়াউর রহমান কর্তৃক সাময়িকভাবে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণের তথ্যও পরিবেশিত হয়। খবরটি দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব পায়। এই দু'টি পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'আমাদের স্বাধীনতা রাখবোই রাখবো ॥ জিয়ার নেতৃত্বে সিপাহী জনতার বিপ্লব'। এই খবরে লেখা হয়:

> *মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে সিপাহী ও জনতার ঐক্যবদ্ধ বিপ্লব সফল হয়েছে। সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার– চারদিনের দুঃস্বপ্নের প্রহরের অবসান হয়েছে। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতের এই বিপ্লবী অভ্যুত্থান এনেছে শুক্রবারের সকালে বিজয়ের সূর্য।[২২]*

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'Three services chiefs appointed deputy CMLA's: President Sayem becomes CMLA ॥ advisory council soon.[২৩]

অন্যদিকে দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'প্রেসিডেন্ট সায়েম প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও মেজর জেনারেল জিয়া সেনাবাহিনী প্রধান'।[২৪] আর সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'রাষ্ট্রপতি প্রধান সামরিক প্রশাসক ॥ ৩ বাহিনী প্রধান উপ-প্রশাসক ॥ ৪ জন আঞ্চলিক প্রশাসক ॥ সামরিক আইন প্রশাসন কাঠামো গঠিত'।[২৫]

দৈনিক ইত্তেফাক ১৯৭৫ সালের ৮ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট সায়েমের বক্তব্যভিত্তিক আলাদা একটি আইটেমও প্রকাশ করে। এই খবরে জানানো হয়, প্রেসিডেন্ট তার বক্তৃতায় জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রী পরিষদ বাতিল এবং ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছেন। খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'জাতীয় সংসদ বাতিল ॥ '৭৭ সনের ফেব্রুয়ারি অথবা তৎপূর্বে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি'। এতে বলা হয়:

> *প্রেসিডেন্ট বিচারপতি জনাব আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম গত বৃহস্পতিবার রাত্রে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে জাতীয় সংসদ বাতিল ঘোষণা করিয়াছেন এবং ন্যূনতম সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারীর মাসের অথবা তৎপূর্বে অবাধ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন। প্রেসিডেন্টের জাতীয় সংসদ বাতিল ঘোষণার সাথে সাথে স্বাভাবিকভাবেই মন্ত্রী পরিষদও বাতিল হইয়া গিয়াছে।[২৬]*

১৯৭৫ সালের ৮ নভেম্বরের পত্রিকাতেও ৭ নভেম্বরে 'সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থানের ঘটনার' পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার রাজপথে সেনাবাহিনীর সদস্য ও সাধারণ মানুষের সম্মিলিত আনন্দ-উচ্ছ্বাস বিষয়ক খবর প্রকাশিত হয়। তবে এই খবর শুধু দৈনিক বাংলা ও সংবাদে প্রকাশিত হয়। উভয় পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'আনন্দ উদ্বেল মানুষের ঢল নেমেছিল'। এই খবরে লেখা হয়:

> *আনন্দ উদ্বেল মানুষের এক অভূতপূর্ব জোয়ার নেমেছিল গতকালের ঢাকায়। মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে সিপাহী জনতার সফল বিপ্লবে এবং বেতারে জিয়ার কণ্ঠস্বর শুনে হাজার হাজার মানুষ নেমে এসেছিল পথে।[২৭]*

সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'রাজধানীর পথে পথে লাখো জনতার আনন্দ মিছিল'। এই খবরে লেখা হয়:

> *রাজধানী ঢাকা গতকাল শুক্রবার ছিল বিজয় উল্লাসের আনন্দে উদ্বেল এক উৎসবমুখর নগরী। বৃহস্পতিবার রাত প্রায় দুটোয় রেডিও বাংলাদেশ থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রনায়ক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান কর্তৃক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ-এর দায়িত্বভার গ্রহণের সংবাদ ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথে বাঁধভাঙ্গা বন্যার স্রোতের মতো রাজপথে নেবে আসে করতালি আর শ্লোগানে মুখর স্বতঃস্ফূর্ত লাখো জনতার ঢল আর আনন্দ মিছিল।[২৮]*

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সকালে রেডিও বাংলাদেশ থেকে প্রচারিত জিয়াউর রহমানের ভাষণ সম্পর্কে আলাদা আইটেম প্রকাশ করে দু'টি পত্রিকা-দৈনিক বাংলা ও সংবাদ। উভয় পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'আমি জিয়া বলছি'।[২৯] আর সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'দেশপ্রেমিক জনগণের প্রতি জিয়ার অভিনন্দন'।[৩০]

সেনাবাহিনীর প্রধানের পদ থেকে জিয়াউর রহমানের পদত্যাগ এবং খালেদ মোশাররফকে সেনাবাহিনীর প্রধান পদে পদোন্নতি বিষয়ে ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর জারিকৃত সরকারী আদেশটি বাতিল করা সংক্রান্ত একটি খবরও ১৯৭৫ সালের ৮ নভেম্বর খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়। খবরটি পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা বিএসএস। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'জেনারেল জিয়ার পদত্যাগের নির্দেশ বাতিল'।[৩১]

প্রেসিডেন্ট সায়েমের ক্ষমতা গ্রহণের অব্যবহিত আগে ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদ ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর জাতির উদ্দেশে এক বেতার ভাষণ প্রদান করেন। এই ভাষণের বক্তব্য ভিত্তিক একটি খবর ৮ নভেম্বর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়। সবক'টি পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয়, খন্দকার মোশতাক আহমদ তার ভাষণে উল্লেখ করেছেন যে, ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করা তার উচিত হবে না মনে করে তিনি পদত্যাগ করেছেন। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'হায়েনার আক্রমণ হইতে প্রতি ইঞ্চি ভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইবে : খন্দকার মোশতাক'। এতে বলা হয় :

> *শুক্রবারের বিপ্লবের মাধ্যমে জাতীয় সত্তার নবঅর্জিত মহিমা সমুন্নত রাখিবার উদ্দেশে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত দাবী সত্ত্বেও প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ না করিয়া নির্দলীয় অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালনকেই শোভন বলিয়া ঘোষণা করেন।*[৩২]

দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'এক্ষণে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্দলীয় ব্যক্তির প্রয়োজন : মোশতাক'।[৩৩] সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'জাতির প্রতি খন্দকার মোশতাক ॥ দেশের প্রতি ইঞ্চি ভূমিকে হায়েনার আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হবে'।[৩৪] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'Mushtaque wants people's role.[৩৫]

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত বেতার ভাষণে প্রেসিডেন্ট সায়েম যে সব ঘোষণা প্রদান করেন ৮ নভেম্বর সেগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে জারি করা হয়। এ সংক্রান্ত খবরটি ৯ নভেম্বরের পত্রিকায় গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবরে জানানো হয়, প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বিচারপতি সায়েম কর্তৃক জারিকৃত এক ঘোষণায় তিনি নিজে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন এবং ৩ জন উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করেছেন, সংসদ ও মন্ত্রী পরিষদ বাতিল করেছেন। একই সঙ্গে এই ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলায়। প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম লীড আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। শিরোনাম ছিল : 'উপরাষ্ট্রপতি স্পীকার মন্ত্রী হুইপ স্বপদে থাকছেন না ॥ তিনজন উপসামরিক শাসনকর্তা নিয়োগ ॥ প্রধান সামরিক শাসনকর্তা হিসেবে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ'। এতে লেখা হয় :

> *প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বিচারপতি জনাব এ এস এম সায়েম প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের ক্ষমতা গ্রহণ এবং ৩ জন উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করে গতকাল (শনিবার) এক ঘোষণা জারি করেন। ৩ জন উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হচ্ছেন সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, নৌবাহিনীর চীফ অব স্টাফ কমোডোর মোশাররফ হোসেন খান এবং বিমানবাহিনীর চীফ অব স্টাফ এয়ার ভাইস মার্শাল এম জি তোয়াব।*[৩৬]

সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'রাষ্ট্রপতির ঘোষণা জারি ॥ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের ক্ষমতা গ্রহণ ॥ উপ-প্রধানদের নিযুক্তি ॥ পার্লামেন্ট বাতিল'।[৩৭] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'Presidential Proclamation issued : Parliament dissolved from November 6.'[৩৮] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের ঘোষণা'।[৩৯]

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের পর থেকে সরকারের নীতিনির্ধারণমূলক কার্যক্রমে জিয়াউর রহমানের অংশগ্রহণ ক্রমশ বাড়তে থাকে। ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে ১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসেই তিনি দু'বার টেলিভিশন ও বেতারের মাধ্যমে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। এর মধ্যে প্রথম ভাষণটি প্রদান করেন ১৯৭৫ সালের ১১ নভেম্বর। পরদিন ১২ নভেম্বর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত খবরের কাগজগুলোতে খবরটি গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত। এই খবরে জানানো হয়, জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রবিরোধী যেকোনো চক্রান্ত সম্পর্কে সজাগ থেকে জাতীয় ঐক্য বজায় রাখার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'দেশবাসীর উদ্দেশে জেনারেল জিয়া : ষড়যন্ত্রকারীদের উপর দৃষ্টি রাখুন ॥ রাষ্ট্রবিরোধীদের চক্রান্ত নস্যাৎ করিয়া দিন ॥ স্বার্থান্বেষী মহলের প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হইবেন না'। এই খবরে লেখা হয়:

> *সর্বস্তরের জনগণ এবং সশস্ত্র বাহিনীর বীর সেনানীদেরকে কোন স্বার্থান্বেষী মহলের প্ররোচনায় বিভ্রান্ত না হইবার উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছে জেনারেল জিয়াউর রহমান। গতকাল মঙ্গলবার রাত্রে দেশবাসীর উদ্দেশে টেলিভিশন ও বেতার হইতে প্রদত্ত এক ভাষণে তিনি বলিয়াছেন, তিনি*

Dhaka University Institutional Repository

একজন সৈনিক এবং রাজনীতির সঙ্গে তাহার আদৌ কোনো সম্পর্ক নাই। সৈনিক হিসেবে রাজনীতির সঙ্গে তাহার কোন রকম সংশ্রব থাকিতে পারে না। বর্তমান সরকারও সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক এবং নির্দলীয়।[৪০]

দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'রাষ্ট্র বিরোধীদের ষড়যন্ত্র নস্যাতে জাতীয় ঐক্যের আহ্বান : জাতির উদ্দেশে জিয়ার ভাষণ'।[৪১] সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'দেশবাসীর প্রতি মেজর জেনারেল জিয়ার আহ্বান ॥ স্বার্থান্বেষী মহলের চক্রান্তের বিরুদ্ধে সজাগ থাকুন'।[৪২] অন্যদিকে বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'Martial Law won't outlive its utility ॥ Be vigilant against Self-seekers : Zia'.[৪৩]

দ্বিতীয় ভাষণটি প্রদান করেন ১৯৭৫ সালের ২৩ নভেম্বর। ২৪ নভেম্বর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবক'টি পত্রিকায় গুরুত্বের সঙ্গে এই ভাষণের খবর প্রকাশিত হয়। খবরটিতে জানানো হয়, জিয়াউর রহমান তাঁর ভাষণে রাষ্ট্র বিরোধী যে কোন চক্রান্ত সম্পর্কে সজাগ থেকে জাতীয় ঐক্য বজায় রাখার জন্য পুনরায় আহ্বান জানিয়েছেন। খবরটি তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব লাভ করে সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভারে। এই দুটি পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'সেনাবাহিনী বিডিআর পুলিশ আনসার মুক্তিযোদ্ধা ও জনগণকে ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য মে. জে. জিয়ার আহ্বান ॥ বিদেশী চক্রান্ত নস্যাৎ করুন ॥ বাংলর মাটিতে মীর জাফরদের স্থান নেই'।[৪৪] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'No place for Mirzafars on our soil : Zia ॥ Govt. firm to restore democracy'.[৪৫] দৈনিক বাংলা খবরটি প্রকাশ করে সাত কলাম লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল : 'সামরিক বাহিনী জনগণ ও প্রশাসন সম্পূর্ণ একাত্ম : জাতির উদ্দেশে জেনারেল জিয়ার ভাষণ ॥ স্বাধীনতা বিরোধী ষড়যন্ত্র বরদাস্ত করা হবে না'।[৪৬] দৈনিক ইত্তেফাক খবরটি প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল : 'জাতির উদ্দেশে মে. জে. জিয়াউর রহমানের ভাষণ ॥ জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও রাষ্ট্রবিরোধী কাজে লিপ্ত দেশী-বিদেশী চক্রের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখুন'।[৪৭]

১৯৭৬ সালের প্রথম দিকেই সামরিক সরকারের সঙ্গে রাজনীতিবিদদের বৈঠক ও আলোচনা শুরু হয়। এসব বৈঠকে সরকারের পক্ষ থেকে জিয়াউর রহমানও উপস্থিত থাকতেন। ১৯৭৬ সালের ২২ জানুয়ারি দেশের রাজনীতিবিদদের সঙ্গে প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারী বিচারপতি আবদুস সাত্তারের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই সংক্রান্ত খবর পরদিন ২৩ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবরে জানানো হয়, এই বৈঠকে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুসংহত করার ব্যাপারে সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়। খবরটিতে জানানো হয়, উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে জিয়াউর রহমানও ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল :'সাত্তারের সাথে নেতৃবৃন্দের বৈঠক'। এই খবরে লেখা হয় :

দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারী বিচারপতি জনাব এ সাত্তারের সাথে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে এক বৈঠকে মিলিত হন। উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসকদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুসংহত করার জন্য নয়া ব্যবস্থাবলী পর্যালোচনা করা হয়। বৈঠকে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কেও ফলপ্রসূ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।[৪৮]

এর ছয় মাস পর ১৯৭৬ সালের ২৭ জুলাই প্রেসিডেন্ট সায়েমের সঙ্গে রাজনীতিবিদদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকেও জিয়াউর রহমান উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। পরদিন ২৮ জুলাই এই বৈঠকের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবরে জানানো হয়, এই বৈঠকে রাজনৈতিক কর্মকান্ড শুরুর বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'প্রেসিডেন্টের সঙ্গে নেতৃবৃন্দের বৈঠক ॥ রাজনৈতিক কর্মকান্ড শুরুর প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা'। এই খবরে লেখা হয়:

প্রেসিডেন্ট বিচারপতি জনাব এ এস এম সায়েম মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। ৩৮ জন নেতা এই বৈঠকে যোগদান করেন এবং বৈঠকটি পাঁচ ঘন্টা স্থায়ী হয়। তিনি উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, রিয়ার এডমিরাল এম এইচ খান, এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে বাশার, প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারী বিচারপতি এ সাত্তার এবং প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা পরিষদের সদসবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।[৪৯]

১৯৭৬ সালের ২৭ জুলাই জিয়াউর রহমানসহ অন্যান্য উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকদের উপস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সঙ্গে রাজনীতিবিদদের আলোচনার সূত্র ধরে সরকার ২৮ জুলাই 'রাজনৈতিক দল বিধি' নামে একটি অর্ডিন্যান্স জারি করে। ২৯ জুলাই সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবরে জানানো হয়, জারিকৃত রাজনৈতিক দল বিধি অনুযায়ী প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে কাজ শুরু করার আগে দলের গঠনতন্ত্র, ম্যানিফেস্টো ও কর্মসূচী সরকারের কাছে পেশ করতে হবে। সবকিছু মূল্যায়ন করে সরকার অনুমতি দিলেই কেবল কোন রাজনৈতিক দল তৎপরতা শুরু করতে পারবে। খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : '২২ নম্বর সামরিক আইনবিধি : রাজনৈতিক দল (নিষিদ্ধকরণ) অর্ডিন্যান্স বাতিল ॥ কাল থেকে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু'। এই খবরে লেখা হয় :

সরকার বুধবার রাজনৈতিক দল বিধি জারি করেন। এই বিধি দ্বারা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে রাজনৈতিক তৎপরতা আরম্ভ, দলের কাজ পরিচালনা এবং সংসদ নির্বাচনসহ অন্যান্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার শর্তাদি নিয়ন্ত্রিত হবে। এই রাজনৈতিক দল বিধি তথা ১৯৭৬ সালের ২২ নভেম্বর সামরিক আইন বিধি দ্বারা ১৯৬২ সালের রাজনৈতিক দল আইন ও ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক দল (নিষিদ্ধকরণ) অর্ডিন্যান্সও বাতিল করা হয়েছে।[৫০]

রাজনৈতিক দল বিধি জারির পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে অভ্যন্তরীণ তৎপরতা শুরুর একটি খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ সালের ৩০ জুলাই দৈনিক বাংলায়। প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম লীড আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'রাজনৈতিক মহলে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়ে গেছে'। এতে বলা হয়:

আজ শুক্রবার থেকে দেশে ঘরোয়া রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হচ্ছে। বুধবার প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক কর্তৃক ১৯৬২ সালের রাজনৈতিক দল আইন এবং ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক দল অর্ডিন্যান্স বাতিল করে ১৯৭৬ সালের রাজনৈতিক দল বিধি জারি করার পর এখানকার রাজনৈতিক মহলে কিছুটা তৎপরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে।[৫১]

১৯৭৬ সালের ৫ আগস্ট সরকারের জারিকৃত রাজনৈতিক দল বিধির কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যা দিয়ে একটি খবর প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। প্রেসনোটের বরাত দিয়ে প্রকাশিত এই খবরে জানানো হয়, সরকারের কাছ থেকে রাজনৈতিক দলের অনুমোদন লাভের জন্য পেশকৃত বিভিন্ন রাজনৈতিক ইশতেহার ও কর্মসূচীতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হতে হবে। রাজনৈতিক দল গড়তে আগ্রহীদের রাজনৈতিক তৎপরতা ১৯৭৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঘরোয়া পর্যায়ে সীমিত রাখার কথা প্রেসনোটে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে বলে ঐ খবরে জানানো হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'রাজনৈতিক তৎপরতা শুরুর আগে করণীয় নিয়মাবলী ॥ ম্যানিফেস্টোতে উন্নয়নের সুস্পষ্ট পরিকল্পনা থাকা বাঞ্ছনীয়'। এই খবরে লেখা হয়:

সরকার আশা করেন যে দলের ইশতেহার ও কর্মসূচীতে জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে পরিকল্পনা থাকবে তা অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট হবে না। আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে গতকাল প্রকাশিত এক প্রেসনোটে আশা করা হয়েছে যে দলের প্রস্তাবিত আইনগত, শাসনগত ও প্রশাসনগত ব্যবস্থা হবে সুনির্দিষ্ট যাতে সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ স্পষ্টভবে বুঝতে পারে দল কি চায়। দলের কর্মসূচীর সম্ভাব্যতাও অস্পষ্ট ও অবান্তর হবে না।[৫২]

রাজনৈতিক দল বিধির আওতায় ১৯৭৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সরকার রাজনৈতিক দলের অনুমোদন দেয়া শুরু করে। ১৯৭৬ সালের ২১ সেপ্টেম্বর এ বিষয়ে একটি খবর প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। এই খবরে জানানো হয়, ঐ রিপোর্ট প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত ১৯৭৬ সালের রাজনৈতিক দল বিধি অনুযায়ী চারটি রাজনৈতিক দলকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। মোট ৪৫টি রাজনৈতিক দল সরকারী অনুমোদন লাভের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পেশ করেছে। এর মধ্যে ২১টি রাজনৈতিক দলকে সরকার জবাব দিয়েছে। উল্লিখিত ২১টির মধ্যে ১৭টি দল শর্তাদি পূরণ করতে পারেনি বলে সরকার জানিয়ে দিয়েছে। খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরের শিরোনাম ছিল: 'এ পর্যন্ত চারটি রাজনৈতিক দলের অনুমোদন লাভ'।[৫৩]

১৯৭৬ সালের ২৪ অক্টোবর পূর্ববর্তী রাজনৈতিক দল বিধি অর্ডিন্যান্স সংশোধন করে সরকার আরো একটি অর্ডিন্যান্স জারি করে। এই অর্ডিন্যান্স জারির খবর ১৯৭৬ সালের ২৫ অক্টোবর প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয়, সংশোধিত রাজনৈতিক দল বিধি অনুযায়ী রাজনৈতিক দলের শর্ত পূরণের ব্যাপারে সরকারী সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হবে। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'রাজনৈতিক দলের শর্ত পূরণ প্রশ্নে সরকারী সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত'।[৫৪]

১৯৭৬ সালের সেপ্টেম্বরে রাজনৈতিক দল বিধির আওতায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে রাজনৈতিক তৎপরতা চালানোর ব্যাপারে সরকার অনুমতি দিলেও ১৯৭৬ সালের নভেম্বরে পূর্ব-প্রতিশ্রুত জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়। ১৯৭৬ সালের ২১ নভেম্বর জাতির উদ্দেশে দেয়া বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বিচারপতি সায়েম নির্বাচন স্থগিতের এই ঘোষণা দেন। পরদিন ২২ নভেম্বর সংবাদপত্রে গুরুত্বের সঙ্গে এই খবর প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস-এর বরাত দিয়ে পরিবেশিত এই খবরে জানানো হয়, বিচারপতি সায়েম তাঁর ভাষণে জানিয়েছেন যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন পূর্ব ঘোষিত সময়ে অনুষ্ঠান করা যাচ্ছে না। খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে দৈনিক বাংলায়। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'জাতীয় ঐক্য-সংহতি ও দেশ গঠনে পূর্ণ উদ্যমে কাজের আহ্বান: প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণ ॥ জনমতের প্রেক্ষিতে দেশের সার্বিক স্বার্থে নির্বাচন স্থগিত'। এই খবরে লেখা হয়:

প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম রোববার রাতে ঘোষণা করেন যে পূর্বঘোষিত সময়ে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হচ্ছে না। রেডিও ও টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে প্রেসিডেন্ট বলেন, নির্বাচন প্রশ্নে উত্থাপিত বিতর্ক এবং নির্বাচন স্থগিত রাখার পক্ষে জনমতের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।[৫৫]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'Election postponed'.[৫৬] দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে অনৈক্য : সীমান্তে হামলা জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রতি গুরুত্ব হুমকি স্বরূপ : অর্থনীতিতে ফারাক্কার প্রতিক্রিয়া ভয়াবহ ॥ জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা'।[৫৭] সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'জাতীয় উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমের ভাষণ ॥ নির্ধারিত সময়ে সাধারণ নির্বাচন হবে না'।[৫৮]

প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বিচারপতি সায়েম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণার এক সপ্তাহ পর প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক পদে অধিষ্ঠিত হন জিয়াউর রহমান। এর মধ্যে দিয়ে জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আরো বেশি অংশীদারিত্ব লাভ করেন। ১৯৭৬ সালের ৩০ নভেম্বর জিয়াউর রহমানের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হওয়ার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবরে জানানো হয়, প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বিচারপতি সায়েম জাতীয় স্বার্থে এক ঘোষণা জারি করে জিয়াউর রহমানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'Zia made CMLA'. এতে বলা হয় :

> *The president and Chief Martial Law Administrator Mr. Justice Abu Sadat Mohammad Sayem has issued proclamation, transferring in the national interest, the office of the CMLA to Major General Ziaur Rahman BU, PSC, Chief of the Army Staff.*[৫৯]

এরপর পাঁচ মাসেরও কম সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতা পুরোপুরি জিয়াউর রহমানের হাতে চলে আসে। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পাশাপাশি ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরদিন ২২ এপ্রিল গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সব পত্রিকায় গুরুত্বের সঙ্গে এই খবর প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবরে জানানো হয়, ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে বিচারপতি সায়েম প্রসিডেন্টের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন এবং জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। খবরটি তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব লাভ করে দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে। এই দু'টি পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য বিচারপতি সায়েমের দায়িত্বভার ত্যাগ ॥ জেনারেল জিয়া নয়া প্রেসিডেন্ট'। এতে লেখা হয় :

> *সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধান ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বৃহস্পতিবার বিচারপতি এ এস সায়েমের উত্তরাধিকারী হয়ে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হিসেব শপথ গ্রহণ করেন। তার আগে জনাব সায়েম এদিন ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে দায়িত্বভার ত্যাগ করেন।*[৬০]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'Gen. Zia becomes President'.[৬১] অন্যদিকে সংবাদ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'রাষ্ট্রপতি পদে জেনারেল জিয়া'।[৬২] আর দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'প্রেসিডেন্ট পদে জেনারেল জিয়া'।[৬৩]

জিয়াউর রহমানকে নতুন প্রেসিডেন্ট মনোনীত করে প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম প্রদত্ত আদেশের পূর্ণ বিবরণ[৬৪] সংবাদে ১৯৭৭ সালের ২২ এপ্রিল প্রকাশিত হয়।

প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণের পরদিন ১৯৭৭ সালের ২২ এপ্রিল জাতির উদ্দেশে বেতার ও টেলিভিশন ভাষণ প্রদান করেন জিয়াউর রহমান। ১৯৭৭ সালের ২৩ এপ্রিল গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবক'টি পত্রিকায় ফলাও করে এই খবর প্রকাশিত হয়। সবক'টি পত্রিকায় এই খবর প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয়, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তাঁর বক্তৃতায় প্রেসিডন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে তাঁর প্রতি জনসাধারণের আস্থা আছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য ১৯৭৭ সালের ৩০ মে গণভোট অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'গণভোট ৩০ মে ঃ নির্বাচন ডিসেম্বর ৭৮'। এই খবরে লেখা হয় :

> *প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান জনসাধারণের আস্থা যাচাইয়ের জন্যে ৩০শে মে দেশব্যাপী গণভোট অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, এ গণভোট হবে প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট হিসেবে জাতির উদ্দেশে দেয়া তাঁর প্রথম বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান এ বছরের আগস্ট মাসে পৌরসভাসমূহের, ডিসেম্বরে জেলা পরিষদসমূহের এবং ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথাও ঘোষণা করেন।*[৬৫]

দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'জনগণের আস্থা যাচাইয়ের জন্য প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ৩০শে মে দেশব্যাপী রেফারেন্ডাম ॥ আগস্টে পৌরসভা ও ডিসেম্বরে জেলা পরিষদের নির্বাচন : '৭৮ ডিসেম্বরে সাধারণ নির্বাচনের

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থা'।[৬৬] সংসদে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'জাতির উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের বেতার ও টেলিভিশন ভাষণ : '৭৮-এর ডিসেম্বরে সাধারণ নির্বাচন ॥ রাষ্ট্রপতির প্রতি আস্থা যাচাইয়ের জন্য ৩০শে মে দেশব্যাপী গণভোট'[৬৭] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'Zia seeks people's confidence vote May 30 ॥ General election in Dec. '78.[৬৮]

এক সপ্তাহের মধ্যে জিয়াউর রহমান আবার জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। ১৯৭৭ সালের ৩০ এপ্রিল দেয়া এই ভাষণের খবর পরদিন ১ মে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয়, জিয়াউর রহমান তাঁর ভাষণে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য ১৯ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন। খবরটি তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে। উভয় পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'জাতির উদ্দেশে প্রেসিডেন্ট জিয়ার ভাষণ'। এতে লেখা হয় :

প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান দেশের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্যে রাষ্ট্র পরিচালনার ১৯ দফা নীতি ও কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন। এই নীতি ও কর্মপন্থা এবং তার নিজের উপর আস্থা যাচাই-এর জন্যে আগামী ৩০শে মে যে গণভোট অনুষ্ঠিত হবে তাতে ভোটাধিকারের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে আস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট রায় দেয়ার জন্যে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।[৬৯]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'People's Participation at all levels of national development ensured : President ॥ Govt. firm to build happy Society'.[৭০] অন্যদিকে সংবাদে খবরটি প্রকাশিত হয় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল : 'জাতির উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি জিয়ার ভাষণ ॥ দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯ দফা কর্মসূচী ঘোষণা'।[৭১] আর দৈনিক ইত্তেফাক খবরটি প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল : '৩০ শে মে'র রেফারেন্ডামে সরকারী নীতি কর্মপন্থা ও আমার উপর আস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট রায় দিন– প্রেসিডেন্ট জিয়া'।[৭২]

১৯৭৭ সালের ১ মের সংবাদপত্রে জিয়াউর রহমানের ঘোষিত ১৯ দফা কর্মসূচীর বিবরণও প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত এ সংক্রান্ত রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: সমৃদ্ধির ১৯ দফা নীতি ও কর্মসূচী'।[৭৩]

১৯৭৭ সালের ২ মে গণভোট অনুষ্ঠানের ব্যাপারে একটি আদেশ জারি করা হয়। পরদিন ৩ মে এই আদেশ জারির খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবরে জানানো হয়, ১৯৭৭ সালের ৩০ মে গণভোট অনুষ্ঠানের ব্যাপারে একটি সামরিক আইন আদেশ জারি করা হয়েছে। এতে আরো জানানো হয়, এ আদেশে প্রেসিডেন্ট হিসেবে জিয়াউর রহমান এবং তাঁর নীতি ও কর্মসূচীর প্রতি ভোটারদের আস্থা আছে কিনা তা যাচাই করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে গণভোট অনুষ্ঠানের ব্যাপারে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'গণভোট আদেশ জারি'। এতে লেখা হয় :

প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান আগামী ৩০শে মে গণভোট অনুষ্ঠানের জন্যে একটি সামরিক আইন আদেশ জারি করেছেন। তাঁর ওপর এবং তাঁর নীতি ও কর্মসূচীর প্রতি ভোটারদের আস্থা আছে কিনা সে প্রশ্নে নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে এই গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। গণভোট আদেশ ১৯৭৭ নামে অভিহিত এই সামরিক আইন আদেশে নির্বাচন কমিশনকে গণভোট অনুষ্ঠান, তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।[৭৪]

১৯৭৭ সালের ২৭ মে গণভোট অনুষ্ঠানের তিনদিন আগে জিয়াউর রহমান পুনরায় বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। এই খবর ২৮ মে সংবাদপত্রে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয়, জিয়াউর রহমান তাঁর ভাষণে অনুষ্ঠিতব্য গণভোটে পূর্ব ঘোষিত ১৯ দফা কর্মসূচীর প্রতি সমর্থন প্রত্যাশা করেছেন। খবরটি তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব লাভ করে দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে। উভয় পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'দেশ গড়ার ১৯ দফায় জনগণের আস্থা কামনা'। এই খবরে লেখা হয়:

প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান জনগণের সমর্থন নিয়ে, জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে সবার আশা-আকাংখার বাস্তব রূপ দিয়ে দেশকে গড়ে তোলার সংকল্প ঘোষণা করেছেন। গতরাতে বেতার ও টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে জেনারেল জিয়া এ সংকল্প বাস্তবায়নের জন্য গণভোটে তাঁর ১৯ দফা কর্মসূচীর প্রতি সমর্থন চেয়েছেন।[৭৫]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'Considered verdict in referendum will lead country to progress'.[৭৬] অন্যদিকে দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেব প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'জাতির উদ্দেশে প্রেসিডেন্ট জিয়ার ভাষণ : গণভোটের মাধ্যমে ১৯ দফা কর্মসূচীর প্রতি আপনাদের আস্থা চাই'।[৭৭] আর সংবাদে

Dhaka University Institutional Repository

খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড ও বক্স আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল : 'জাতির উদ্দেশে বেতার ও টেলিভিশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ॥ জনগণের ইচ্ছানুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালিত হবে'।[৭৮]

১৯৭৭ সালের ৩০ মে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিতব্য এই গণভোটের খবর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবক'টি পত্রিকায় গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হলেও দৈনিক বাংলায় খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বলাভ করে। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'আজ সারাদেশে গণভোট'। এই খবরে জানানো হয়, প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে দেশের মানুষের আস্থা আছে কিনা এবং একই সঙ্গে তার অনুসৃত নীতি ও কর্মসূচীর প্রতি জনসমর্থন আছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য এই গণভোট অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এতে লেখা হয় :

> *আজ তিরিশে মে- গণভোটের দিন। রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং তার অনুসৃত নীতি ও কর্মসূচীর প্রতি জনগণের আস্থা যাচাইয়ের জন্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই গণভোট। গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাররা তাদের রায় দেবেন 'হ্যাঁ' অথবা 'না'।*[৭৯]

সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়ার ১৯ দফা কর্মসূচীর উপর জনমত যাচাই ॥ আজ সারাদেশে গণভোট'।[৮০] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'Referendum today'.[৮১] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রকাশিত হয় পাঁচ কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল: 'আজ গণভোট'।[৮২]

১৯৭৭ সালের ৩০ মে দৈনিক বাংলা ছাড়া গবেষণার অন্তর্ভুক্ত বাকি তিনটি পত্রিকা ১৯ দফা কর্মসূচীর পূর্ণ বিবরণ দিয়ে আলাদা আইটেম প্রকাশ করে। তিনটি পত্রিকাতেই এই আইটেম প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, দৈনিক বাংলা প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯ দফা কর্মসূচী ঘোষণার পরদিন ১৯৭৭ সালের ১ মে ১৯ দফা কর্মসূচীর পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করে।

১৯৭৭ সালের ৩১ মের সংবাদপত্রে গণভোট সম্পর্কে প্রাপ্ত সর্বশেষ খবরের ভিত্তিতে জানানো হয়, প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে জিয়াউর রহমানের প্রতি এবং তাঁর ১৯ দফা কর্মসূচীর ব্যাপারে ভোটাররা সমর্থন জানিয়েছেন। খবরটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকাতেই ফলাও করে প্রকাশিত হয়। সবক'টি পত্রিকা খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'জিয়ার প্রতি জাতির আস্থা জ্ঞাপন : ১২ হাজার কেন্দ্রে ৯৯ ভাগ ভোট লাভ'। এই খবরে লেখা হয় :

> *গণভোটে দেশবাসী রায় দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং তাঁর ১৯ দফা কর্মসূচী ও নীতির প্রতি দেশবাসী জ্ঞাপন করেছেন বিপুল আস্থা।*[৮৩]

দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'শান্তিপূর্ণভাবে গণভোট সম্পন্ন ॥ জেনারেল জিয়াউর রহমানের অনুসৃত নীতি ও কর্মসূচী সমর্থিত'।[৮৪] সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল : ১৯ দফার প্রতি সমগ্র জাতির অকুণ্ঠ রায় প্রদান ॥ গণভোট রাষ্ট্রপতি জিয়ার ঐতিহাসিক বিজয়'।[৮৫] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'Massive 'Yes' for zia'.[৮৬]

পরদিন ১৯৭৭ সালের ১ জুন সংবাদপত্রে গণভোটের পূর্ণাঙ্গ ফলের ভিত্তিতে খবর প্রকাশ করা হয়। এই খবরে জানানো হয়, জিয়াউর রহমান ও তাঁর অনুসৃত নীতির প্রতি ৯৯ শতাংশ ভোটার আস্থা প্রদান করেছেন। এই খবরটি ১৯৭৭ সালের ৩১ মের মত ফলাও করে প্রকাশ করেনি খবরের কাগজগুলো। তবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : '৯৯ ভাগ আস্থা ভোট'। এই খবরে লেখা হয় :

> *গণভোটের সর্বশেষ খবর: রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং তাঁর নীতি ও কর্মসূচীর প্রতি আস্থা জানিয়ে মোট ৩ কোটি ৩০ লাখ ২১ হাজার ৬শত ৮৪টি হ্যাঁ ভোট পড়েছে। আস্থাসূচক ভোটের শতকরা হার ৯৮ দশমিক ৮৮ ভাগ। না সূচক ভোটের সংখ্যা ৩ লাখ ৭২ হাজার ৬শত ৩৩টি। শতকরা হার ১ দশমিক ১২।*[৮৭]

সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'ভোট গণনা প্রায় শেষ ॥ জিয়ার বিপুল আস্থা ভোট লাভ'।[৮৮] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'Total confidence in President'.[৮৯] দৈনিক ইত্তেফাক খবরটি সবচেয়ে কম গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। এই পত্রিকায় খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : 'গণভোটের চূড়ান্ত ফলাফল'।[৯০]

গণভোটে আস্থা অর্জনের পরপরই জিয়াউর রহমান বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে ভাইস-প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব দেন। খবরটি ১৯৭৭ সালের ৪ জুন খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবরে জানানো হয়, বিচারপতি আবদুস সাত্তার দেশের ভাইস প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বিচারপতি সাত্তার উপরাষ্ট্রপতি'। এতে বলা হয় :

Dhaka University Institutional Repository

বিচারপতি জনাব আবদুস সাত্তার শুক্রবার বিকেল ৫-৪০ মিনিটে উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বঙ্গভবনে এ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।[১]

সম্পাদকীয় :

জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে বেশকিছু সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর এক সামরিক অভ্যুত্থানে সেনাবাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান পদচ্যুত এবং বন্দী হন। তিনদিন পর ৭ নভেম্বর পাল্টা অভ্যুত্থানে জিয়াউর রহমান মুক্ত হয়ে সেনাবাহিনীর প্রধান পদে ফিরে আসেন এবং একই সঙ্গে সাময়িকভাবে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জিয়াউর রহমানের এই পুনরুত্থান সম্পর্কে প্রথম সম্পাদকীয় প্রকাশ করে বাংলাদেশ অবজারভার। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর প্রকাশিত এই সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল: 'A New chapter', এতে লেখা হয়:

We fervently hope that the young Republic, born in the pain of seventyfive million Bangalees, will now be enabled to resume its interrupted march towards the goal of political stability economic emancipation, peace and happiness. And with him we conclude praying- 'May Allah help us all.'[২]

পরদিন ১৯৭৫ সালের ৮ নভেম্বর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকাই ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থান সম্পর্কে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ'। এতে লেখা হয়:

সিপাহী-জনতার ঐতিহাসিক বিপ্লব, তাদের মিলিত কণ্ঠের 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ ধ্বনি' এই বিশ্বাসকেই আজ সবকিছুর ওপর বড় করে তুলে ধরেছে। এ বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষাই আমাদের সকলের দেশপ্রেমিক সশস্ত্রবাহিনী এবং জনগণের সুমহান দায়িত্ব।[৩]

১৯৭৫ সালের ৮ নভেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকে ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থান সম্পর্কে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'নব উত্থান'। সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

গতকল্যকার উত্থানের মাধ্যমে দেশপ্রেমিক সৈনিক জনতা জনাব মোশতাক আহমদ ও মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের প্রতি যে প্রত্যাশা, আস্থা ও সমর্থন প্রকাশ করিয়াছেন উহা ইতিহাসের এক নজিরবিহীন অধ্যায়। দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণে সৈনিক জনতার এই রায় সুদূরপ্রসারী প্রভাব রাখিবে– ইহাই আমাদের বিশ্বাস।[৪]

১৯৭৫ সালের ৮ নভেম্বর সংবাদে ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থান সম্পর্কে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'মুক্তি সংগ্রামের অগ্রনায়কের অগ্রণী ভূমিকা'। সম্পাদকীয়টিতে লেখা হয়:

বাংলাদেশের অশান্তিক্লিষ্ট মানুষের কাছে শান্তিই আজ সবচয়ে বেশী কাম্য। এই আকাঙ্ক্ষিত শান্তির জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন দেশের শ্রমিক ও কৃষকসহ সকল মেহনতি মানুষ, বুদ্ধিজীবী, সশস্ত্র বাহিনী এবং অন্যান্য সমস্ত পর্যায়ের মানুষের মধ্যে গভীর ঐক্যবোধ প্রতিষ্ঠার।[৫]

বাংলাদেশ অবজারভারে ১৯৭৫ সালের ৮ নভেম্বর প্রকাশিত ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থান সম্পর্কিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'Stimulus To Progress', এতে লেখা হয়:

Having suffered many a jolt over the past years, we are now placed in a situation that demands the optimum activisation of the national energy and human resources. Even where the Martial Law itself has been through vicissitudes, the expected psychological and practical attitude to national affairs in one of excelling performance in every field. To achieve this all concerned are expected to enthusiastically respond to the needed directives from the earnest leadership provided by Major General Ziaur Rahman, who was later made by President justice A. S. M. Sayem as one of the three Deputy Chief Martial Law Administrators.[৬]

পরে ১৯৭৫ সালের ৯ নভেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকও একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এই সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'নবযাত্রা শুরু'। এতে লেখা হয়:

বস্তুত সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়া দেশবাসীর স্বাধীনতাপ্রিয়তা, আদর্শিক নিষ্ঠা ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটিয়াছে। আরেকবার প্রমাণিত হইয়াছে যে, এডভাঞ্চারিজমের হঠকারিতা নয়, বরং গণতান্ত্রিক পন্থায় দেশবাসী দেশ শাসনের অধিকার চায়। তাহারা চায়, কাহারও লেজুড়বৃত্তি না করিয়া স্বকীয় আদর্শের উজ্জ্বল আলোকে জগৎসভায় নিজস্ব ভূমিকা পালন করিতে।[৭]

১৯৭৫ সালের ১১ নভেম্বর উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে জাতির উদ্দেশে রেডিও-টেলিভিশনের মাধ্যমে ভাষণ দেন জিয়াউর রহমান। ১২ নভেম্বরে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত খবরের কাগজে এই খবর প্রকাশিত হয়। পরদিন ১৯৭৫ সালের ১৩ নভেম্বর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবক'টি পত্রিকা এই ভাষণ সম্পর্কে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'সর্বস্তরে ঐক্যের আহ্বান'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

সামরিক আইনের প্রতি অনুগত এবং মর্যাদাশীল থাকার দায়িত্বের কথা সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন জেনারেল জিয়া। সামরিক আইন প্রকৃত অর্থেই সামরিক আইন, আমরাও এ কথাটি সবাইকে মনে রাখতে বলি। এবং আশা করি, এই সন্ধিক্ষণে আগুন নিয়ে কেউ খেলা করবার সাহস দেখাবে না।[৮]

১৯৭৫ সালের ১৩ নভেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকে জিয়াউর রহমানের ভাষণ সম্পর্কে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'স্বাধীনতার মূল্য– সচেতনতা'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ঐক্যের শক্তিতে বলীয়ান এই জাতির ঈমান এবং সংহতির বুনিয়াদ পোক্ত। প্রতিরক্ষা বাহিনীর অটুট মনোবল-সকল রকম ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের বেড়াজাল ছিন্ন করিয়া সম্মুখ যাত্রায় আগাইয়া চলিবেই। জাতির আজিকার সঙ্কট মুহূর্ত একটি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। আমাদের টিকিয়া থাকা নির্ভর করিতেছে এই চ্যালেঞ্জের সার্থক মোকাবিলার উপর।'[৯]

জিয়াউর রহমানের ভাষণ সম্পর্কে ১৯৭৫ সালের ১৩ নভেম্বর সংবাদে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'সর্বস্তরে জাতীয় ঐক্যের জন্য মেজর জেনারেল জিয়ার আহ্বান'। সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

জাতিকে বর্তমান সংকটের আবর্ত হতে উদ্ধারের জন্য চাই এক সংহত দেশপ্রেমিক সুশৃংখল সেনাবাহিনী। দক্ষ সৈনিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলেই সেনাবাহিনীর সদস্যগণ দেশের নিরাপত্তা ও জাতীয় স্বার্থ সর্বোত্তম উপায়ে রক্ষা করতে পারেন। সেনাবাহিনীর সদস্যদের রাজনীতি হতে দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়, মেজর জেনারেল জিয়ার এ বক্তব্য একান্ত সময়োচিত হয়েছে এবং সেনাবাহিনীকে কেন্দ্র করে যে অপভাষণ ষড়যন্ত্রকারিগণ ছড়িয়ে আসছে, তার মূলে কুঠারাঘাত হানা হয়েছে।'[১০০]

বাংলাদেশ অবজারভারে জিয়াউর রহমানের ভাষণ সম্পর্কে ১৯৭৫ সালের ১৩ নভেম্বর প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'Need of the Hour'. এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

The Deputy Chief Martial Law Administrator was emphatic in declaring that the country was under Martial Law and the government so established and constituted is above party and politics. Their chief task is to steer the nation to increased stability and progress until the time when conditions would be created favourable for the swing-back to civil administration. General Ziaur Rahman said emphatically that the present government was committed not to continue with the Martial Law beyond the time needed.'[১০১]

জিয়াউর রহমান ১৯৭৫ সালের ২৩ নভেম্বর রেডিও-টিভির মাধ্যমে আবার জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। ১৯৭৫ সালের ২৪ নভেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। পরদিন ২৫ নভেম্বর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবক'টি পত্রিকায় এই ভাষণ সম্পর্কে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের স্বার্থে'। দৈনিক বাংলার এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে আমাদের সামনে। আমাদের সর্বক্ষণ মনে রাখা দরকার, জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার গুরু দায়িত্ব শুধু সামরিক বাহিনীর ওপর অর্পিত নয়। প্রকৃতপক্ষে এই দায়িত্ব প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিকেরই।'[১০২]

জিয়াউর রহমানের ভাষণ সম্পর্কে দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৭৫ সালের ২৫ নভেম্বর প্রকাশিত সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল: 'জাতীয় সার্বভৌমত্ব'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

সেনাবাহিনী প্রধান ও উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের ভাষণটি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ। ইহাতে কোন দ্ব্যর্থতা বা অস্পষ্টতা নাই, জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার প্রশ্ন সবচাইতে বড়। জাতির জীবনে এর চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর কিছু হইতে পারে না। সার্বভৌমত্ব বিরোধী চক্রের সঙ্গে হাত মিলানোর প্রচেষ্টা দ্বারা যাহারা স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের পক্ষে ক্ষতিকর কর্মতৎপরতায় লিপ্ত, অন্তত জাতি তাহাদের ব্যাপারে উদাসীন বা নমনীয় হইতে পারে না। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা দ্বারা অবশ্যই ইহা প্রতিরোধ করা পবিত্র দায়িত্ব।'[১০৩]

সংবাদে জিয়াউর রহমানের ভাষণ সম্পর্কে ১৯৭৩ সালের ২৫ নভেম্বর প্রকাশিত সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল: 'দেশের মাটিতে মীর জাফরদের স্থান নেই : আর রক্তপাত সহ্য করবো না'। সম্পাদকীয়টিতে বলা হয়:

আমরা জানি জেনারেল জিয়া ও তাঁর সহকর্মীরা কি কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন। দেশবাসীর অকৃত্রিম শুভেচ্ছা তাঁদের পশ্চাতে নিঃসন্দেহে রয়েছে। তাঁরা দেশকে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও সুস্থ রাজনৈতিক জীবনে নিয়ে যেতে পারবেন, এ ভরসা আমরা রাখি।'[১০৪]

জিয়াউর রহমানের ভাষণ সম্পর্কে বাংলাদেশ অবজারভারে ১৯৭৫ সালের ২৫ নভেম্বর প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'Be ware of Dark Forces'. সম্পাদকীয়টিতে বলা হয়:

This is where everybody's duty in his respective station in national life remains clearly defined. There need not lurk in any quarter any misconception what soever. Ill-motivated rumours or malicious propaganda from any quarters against the interest of the nation must not only be treated with the contempt they deserve but also be nipped in the bud. Besides, with the people-seven and a half crores-solidly behind the Administration and the Armed Forces the nation can confidently look upon itself as sufficiently strong to combat and destroy any designs or moves from any quarters, internal or external.'[১০৪]

১৯৭৬ সালের ২৭ জুলাই জিয়াউর রহমানের উপস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সঙ্গে রাজনীতিবিদদের আলোচনার সূত্র ধরে সরকার ২৮ জুলাই 'রাজনৈতিক দল বিধি' নামে একটি অর্ডিন্যান্স জারি করে। পরদিন ১৯৭৬ সালের ২৯ জুলাই থেকেই রাজনৈতিক দল বিধি জারির পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। ১৯৭৬ সালের ৩০ জুলাই এ প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। এতে লেখা হয় :

আজ ঘরোয়া তৎপরতার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক রাজনীতির যে অধ্যায় আমাদের দেশে শুরু হল দেশের বৃহত্তর অঙ্গনে তা বাঞ্ছিতরূপে বিকশিত ও ফলবান হয়ে উঠুক, এই আমাদের কাম্য। দেশে সুস্থ রাজনৈতিক তৎপরতা এবং সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে প্রতিটি নাগরিক এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। দেশ ও জনগণের স্বার্থকে সকল কিছুর উর্ধ্বে রেখে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমাদের খুঁজে নিতে হবে জাতীয় সাফল্য ও সার্থকতার পথ।'[১০৫]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৬ সালের সেপ্টেম্বরে রাজনৈতিক দল বিধির আওতায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে রাজনৈতিক তৎপরতা চালানোর ব্যাপারে সরকার অনুমতি দিলেও ১৯৭৬ সালের নভেম্বরে পূর্ব-প্রতিশ্রুত সাধারণ নির্বাচন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়। ১৯৭৬ সালের ২১ নভেম্বর এই স্থগিতাদেশ ঘোষণার খবর ২২ নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ১৯৭৬ সালের ২৩ নভেম্বর এ বিষয়ে এক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। শিরোনাম ছিল: 'নির্বাচন স্থগিত– বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

> *সাধারণ নির্বাচন স্থগিত রাখার ঘোষণা সরকারের একটি বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপরূপেই অভিনন্দিত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। দেশবাসীর বিবেচনায় আমাদের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন। দেশে সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়ে উঠলেই কেবল সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে– তার আগে নয়।*[১০৭]

১৯৭৬ সালের ২১ নভেম্বর সাধারণ নির্বাচন স্থগিত ঘোষণার এক সপ্তাহ পর প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বিচারপতি সায়েম জিয়াউর রহমানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব দিয়ে দেন। ১৯৭৬ সালের ২৯ নভেম্বর এই দায়িত্ব হস্তান্তরের খবর পরদিন ৩০ নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এর পাঁচ মাস পর জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্ট দায়িত্বও লাভ করেন। ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল জিয়াউর রহমানের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণের পরদিন এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। জিয়াউর রহমানের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ প্রসঙ্গে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলো সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। ১৯৭৭ সালের ২২ এপ্রিল দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'দেশবাসীর অভিনন্দন'। এতে লেখা হয়:

> *প্রেসিডেন্ট জিয়া দেশকে বৃহত্তর সাফল্য ও সার্থকতার পথে পরিচালিত করবেন এই দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস দেশবাসীর আছে। তার বিচক্ষণ নেতৃত্বে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ ও দারিদ্র মুক্তির সার্বিক সংগ্রামে আমরা সফলকাম হবো, এ ব্যাপারে আমরা স্থির নিশ্চিত। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট রূপ তার দায়িত্বভার গ্রহণের খবর দেশের মানুষকে নতুনভাবে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত করে তুলবে।*[১০৮]

একই দিন অর্থাৎ ১৯৭৭ সালের ২২ এপ্রিল বাংলাদেশ অবজারভারও জিয়াউর রহমানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'The New President'. এতে লেখা হয়:

> *It is natural and reasonable to hope that the nation, united as usual under the dynamic leadership of the new President, will continue to march ahead towards its cherished goal of progress and prosperity with renewed conviction and confidence in its destiny.*[১০৯]

পরদিন ১৯৭৭ সালের ২৩ এপ্রিল দৈনিক ইত্তেফাকও এ প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'প্রেসিডেন্ট জিয়ার সাফল্য কামনা করি'। এতে লেখা হয়:

> *জেনারেল জিয়া বাংলাদেশের ৭ম ও সর্বকনিষ্ঠ প্রেসিডেন্ট। প্রেসিডেন্ট পদে তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণের আগে বিচারপতি সায়েম এই গুরুত্বপূর্ণ ও দুরূহ দায়িত্বপূর্ণ পদে ন্যস্ত ছিলেন। বিচারপতি সায়েমের দেশসেবার দৃষ্টান্তটিও রেকর্ডের অঙ্গীভূত হইয়া থাকিল। আমরা প্রেসিডেন্ট পদের দায়িত্ব পালনে জেনারেল জিয়ার সফলতা কামনা করিতেছি।*[১১০]

প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণের পরদিন ১৯৭৭ সালের ২২ এপ্রিল জাতির উদ্দেশে বেতার ও টেলিভিশন ভাষণ প্রদান করেন জিয়াউর রহমান। ১৯৭৭ সালের ২৩ এপ্রিল গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবক'টি পত্রিকায় এই খবর প্রকাশিত হয়। পরদিন ১৯৭৭ সালের ২৩ এপ্রিল দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার জিয়াউর রহমানের এই ভাষণ সম্পর্কে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলায় প্রকশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'রাষ্ট্রপতির আহ্বান'। সম্পাদকীয়টিতে লেখা হয়:

> *প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়া জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎসরূপে অভিহিত করে তাদের সাথে একাত্ম হয়ে তার ও তার সরকারের কাজ করে যাওয়ার দৃঢ়সংকল্প ঘোষণা করেছেন। প্রেসিডেন্টের এই ঘোষণায় দেশবাসীর প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা এবং একাত্ম অনুভূতিই অভিব্যক্তি পেয়েছে।*[১১১]

অন্যদিকে বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'President's Adress To Nation.' সম্পাদকীয়টিতে লেখা হয়:

> *A nationwide referendum is also to be held on May 30 to express a vote of confidence in the President. The decision on the part of the President to go to the people for a vote of confidence is obviously urged by the democratic principle of assessing the people's views on measures taken at the Presidential and government level.*[১১২]

১৯৭৭ সালের ৩০ এপ্রিল জিয়াউর রহমান আবার জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। পরদিন ১ মে এই ভাষণের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই ভাষণে জিয়াউর রহমান রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য ১৯ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন। এই ভাষণ সম্পর্কে সংবাদ সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৭৭ সালের ২ মে। শিরোনাম ছিল : 'জেনারেল জিয়ার ১৯ দফা কর্মসূচী'। এতে লেখা হয় :

> *জেনারেল জিয়ার ১৯ দফা কর্মসূচী প্রশংসনীয়। কিন্তু মনে রাখা দরকার, কর্মসূচী ঘোষণা চেয়ে বড় কাজ সে কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করা। এখানেই সরকারের বড় পরীক্ষা। এর উপরই নির্ভর করে সরকারের সাফল্য বা ব্যর্থতা। সরকার এই পরীক্ষায় সফল হোন, এটাই আমাদের কামনা।*[১১৩]

পরদিন ১৯৭৭ সালের ৩ মে জিয়াউর রহমানের ঘোষিত ১৯ দফা সম্পর্কে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। শিরোনাম ছিল: 'সমৃদ্ধির কর্মসূচী : প্রেসিডেন্ট জিয়ার ঘোষণা'। এতে লেখা হয়:

Dhaka University Institutional Repository

> *প্রেসিডেন্ট জিয়ার ঘোষিত ১৯ দফা নীতি ও কর্মসূচী আমাদের সমাজের সবকটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকেই স্পর্শ করেছে এবং সমস্যাগুলি সুরাহার নীতিও তিনি ঘোষণা করছেন জনগণের শুভবুদ্ধি আর গণতান্ত্রিক চেতনার ওপর পরিপূর্ণ আস্থা রেখে। আমাদের বিশ্বাস, দেশবাসী জাতীয় জীবনে প্রেসিডেন্ট জিয়ার এই পদক্ষেপগুলির সুদূরপ্রসারী সুফল সম্পর্কে ইতিমধ্যেই গভীরভাবে আস্থাশীল হয়ে উঠেছেন। সুতরাং তাঁরা যে এ প্রশ্নে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।*[১১৪]

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং তাঁর নীতি ও কর্মসূচীর প্রতি আস্থার প্রশ্নে ১৯৭৭ সালের ৩০ মে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। গণভোট অনুষ্ঠানের চারদিন আগে ২৬ মে গণভোটের তাৎপর্য সম্পর্কে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। শিরোনাম ছিল: 'গণভোটের তাৎপর্য'। এতে লেখা হয়:

> *এই গণভোটের তাৎপর্য সম্পর্কে ইতিমধ্যে দেশের সর্বপ্রান্তের গ্রামাঞ্চলের প্রতিনিধি, স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, সমাজের অন্যান্য অংশের প্রতিনিধিগণ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী এবং আইনজীবীদের অভিমত জানা গেছে। সবাই তারা জনগণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় গণভোটকে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলে চিহ্নিত করেছেন। আমাদের বিশ্বাস, প্রাপ্ত বয়স্ক প্রতিটি নাগরিক গণভোটে অংশ নিয়ে এ অধিকারকে নিশ্চিত করার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনায় ক্ষেত্রে তাদের অংশীদারিত্বের অপরিহার্যতা প্রমাণ করবেন।*[১১৫]

গণভোট অনুষ্ঠানের তিনদিন আগে ১৯৭৭ সালের ২৭ মে জিয়াউর রহমান বেতার ও টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে এক ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠিতব্য গণভোটে তাঁর পূর্বঘোষিত ১৯ দফা কর্মসূচীর প্রতি জনগণের সমর্থন প্রত্যাশা করেন। এই খবর ২৮ মে খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়। পরদিন ১৯৭৭ সালের ২৯ মে দৈনিক বাংলা এই প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'উনিশ দফা কর্মসূচীর প্রতি আস্থা'। এতে লেখা হয়:

> *প্রেসিডেন্ট জিয়ার এই নীতি এবং দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিটি দেশাত্মবোধসম্পন্ন মানুষের অন্তর স্পর্শ করেছে। এ কারণেই তার বিচক্ষণ ও গতিশীল নেতৃত্বের প্রতি সবারই অগাধ আস্থা। তিনি জাতির সিদ্ধান্ত ও মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আমরা বিশ্বাসী, ৩০শে মের গণভোটে ব্যালটের মাধ্যমে সর্বসম্মত রায় ঘোষণা করে জাতিও একইভাবে তার নেতৃত্ব ও নীতির প্রতি প্রদর্শন করবে অবিচল শ্রদ্ধা।*[১১৬]

গণভোট অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৭ সালের ৩০ মে। গণভোট অনুষ্ঠানের দিন দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভার এ প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'আজ ঐতিহাসিক গণভোট'। এতে লেখা হয়:

> *গণভোটের মাধ্যমে উনিশ দফা নীতি ও কর্মসূচীর প্রতি জনগণের আস্থা ও সমর্থন রাষ্ট্রপতি জিয়ার নেতৃত্বে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপায়ন সুনিশ্চিত করে তুলবে। আজ ঐতিহাসিক গণভোটে অংশ নিয়ে নাগরিকের মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করে এই নির্ভুল রায় প্রদানের মাধ্যমে সমৃদ্ধির পথে আমাদের অভিযাত্রা সফল করে তোলার জন্য দেশবাসীর প্রতি আমরা আহ্বান জানাই।*[১১৭]

দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'আজ গণভোট'। এতে লেখা হয়:

> *প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নিজেদের রায় ঘোষণার এই যে সুযোগ, এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া জনগণ গণভোটে অংশগ্রহণ করিবেন, এই আশা সকল মহলের মত আমরাও করিতেছি। এই সুযোগের যথাযথ প্রয়োগ ও সদ্ব্যবহার নাগরিক দায়িত্বের প্রশ্নেই অবশ্য কাম্য।*[১১৮]

বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'Referendum Today'. এতে লেখা হয়:

> *This makes it obligatory on the part of the people to exercise their fundamental right of participation in the running of the national affairs and discharging the responsibilities connected with it. Today's referendum offers them a unique opportunity to exercise this inalienable right and to convincingly demonstrate that they are not prepared to surrender it by not participating in the referendum.*[১১৯]

১৯৭৭ সালের ৩০ মে অনুষ্ঠিত গণভোটে জিয়াউর রহমান এবং তাঁর নীতি ও কর্মসূচীর প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটার সমর্থন জ্ঞাপন করেন। এই খবর ৩১ মে ও ১ জুন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। গণভোটে সমর্থন লাভের পর জিয়াউর রহমানকে অভিনন্দন জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা, সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভার। ১৯৭৭ সালের ১ জুন এই সম্পাদকীয়গুলো প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলার শিরোনাম ছিল: 'জিয়ার প্রতি সমগ্র জাতির আস্থা'। এতে লেখা হয়:

> *আমরা বিশ্বাস রাখি, সমগ্র জাতির শরিকানা নিয়ে তিনি এখন অবিচল পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে পারবেন দেশকে সমৃদ্ধির অভিষ্ট লক্ষ্যে উত্তীর্ণ করে দেয়ার মহৎ ব্রত সাধনায়। এই নবযাত্রায় আমরা কামনা করি তার সর্বাঙ্গীন সাফল্য। তার প্রতি আমাদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন।*[১২০]

সংবাদ-এর সম্পাদকীয়টির শিরোনাম **ছিল:** 'রাষ্ট্রপতি জিয়াকে অভিনন্দন'। এতে লেখা হয়:

> *আইনগত দিক দিয়ে কোন রকম প্রয়োজনীয়তা বা বাধ্যবাধকতা না থাকলেও রাষ্ট্রপতি জনগণকেই সকল ক্ষমতার উৎস বলে ঘোষণা করে তাদের আস্থা ও সমর্থন যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে গণভোটের আয়োজন করেছিলেন। গণভোটের ফল থেকে সংশয়াতীতরূপে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর প্রতি ও তাঁর নীতি ও কর্মসূচীর প্রতি জনগণের প্রগাঢ় আস্থা ও সমর্থন রয়েছে। এই ঐতিহাসিক গণভোটে বিপুল বিজয় উপলক্ষে আমরা রাষ্ট্রপতি জিয়াকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।*[১২১]

বাংলাদেশ অবজারভারের সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'People's Mandate'. এতে লেখা হয়:

> *This has been made possible by the earnest effort and sagacious leadership of Major-General Ziaur Rahman, now emerging as the strongest man of Bangladesh and its most loved and trusted leader. The mandate given by the people through the referendum to the President lends him this stature.*[১২২]

প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ:

Dhaka University Institutional Repository

উপরের তথ্য বিশ্লেষণ থেকে বলা যায়, জিয়াউর রহমান ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকে ক্রমশ বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নেন। তিনি পর্যায়ক্রমে সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন ক্ষমতার অধিকারী হন। ১৯৭৭ সালের ৩০ মে অনুষ্ঠিত গণভোটে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেশ পরিচালনা ও তাঁর উনিশ দফা কর্মসূচীর প্রতি আস্থা অর্জনের মধ্য দিয়ে জিয়াউর রহমানের বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়ায় উত্তরণ ঘটে। উল্লিখিত সময়ে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত খবরের কাগজ বিশ্লেষণ করলে এ প্রসঙ্গে প্রকাশিত নানা ধরনের খবর ও সম্পাদকীয়র মাধ্যমে জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়ার একটি চিত্র পাওয়া যায়।

জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়ার খবরগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রধানত আটটি বিষয়ের খবর প্রকাশিত হতে দেখা যায়। এগুলো হচ্ছে:

এক. কে এম শফিউল্লাহকে সেনাবাহিনীর প্রধানের পদ থেকে সরিয়ে জিয়াউর রহমানকে সেনাবাহিনীর প্রধান করা।

দুই. সেনাবাহিনীর প্রধানের পদ থেকে জিয়াউর রহমানের পদচ্যুতি।

তিন. সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সেনাবাহিনীর প্রধান পদে পুনর্বহাল হওয়া।

চার. প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে সাময়িক দায়িত্ব গ্রহণ ও পরে উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হওয়া।

পাঁচ. উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে সরকারের নীতি-নির্ধারণমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ।

ছয়. প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ।

সাত. প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পাশাপাশি প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ।

আট. গণভোটের মাধ্যমে প্রেসিডন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন ও তার ঘোষিত ১৯ দফা কর্মসূচীর প্রতি আস্থা অর্জন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকে ১৯৭৭ সালের ৩০ মে গণভোট অনুষ্ঠান পর্যন্ত জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়ায় উত্তরণ সম্পর্কে উপরোক্ত বিষয়ে প্রকাশিত খবরগুলো সংবাদপত্রে বেশ গুরুত্ব লাভ করে। উল্লিখিত প্রায় সব খবরই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। ভাল ট্রিটমেন্ট দেয়া হয়েছে খবরগুলোকে। বেশকিছু খবর প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে উপস্থাপিত হয়েছে।

এ বিষয়ে প্রথম খবর ছিল : জিয়াউর রহমানের সেনাবাহিনীর প্রধান হওয়া বিষয়ক। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর জিয়াউর রহমানকে সেনাবাহিনীর প্রধান করা হয়। ১৯৭৫ সালের ২৫ আগস্ট বার্তা সংস্থা বিএসএস-এর বরাত দিয়ে খবরটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয়, কে এম শফিউল্লাহকে সেনাবাহিনীর প্রধানের পদ থেকে সরিয়ে জিয়াউর রহমানকে সেনাবাহিনীর প্রধান করা হয়েছে।

এরপর জিয়াউর রহমান আবার সংবাদপত্রের খবর হন ১৯৭৫ সালের নভেম্বরে। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর সামরিক বাহিনীতে একটি অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে সংঘটিত এই সামরিক অভ্যুত্থানে জিয়াউর রহমান বন্দী হন। ১৯৭৫ সালের ৫ নভেম্বর বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এক খবরে জানানো হয়, সেনাবাহিনীর প্রধানের পদ থেকে জিয়াউর রহমান পদত্যাগ করেছেন এবং ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি দিয়ে তাকে সেনাবাহিনীর প্রধান করা হয়েছে।

এই সামরিক অভ্যুত্থানের ঘটনার ধারাবাহিকতায় প্রেসিডেন্টের পদ থেকে বিদায় নিতে হয় খন্দকার মোশতাক আহমদকে। নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেন সে সময়ে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম। প্রেসিডেন্ট পদে আগমন-প্রস্তানের এই খবর বার্তা সংস্থা বিএসএস-এর বরাত দিয়ে খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয়, খন্দকার মোশতাক আহমদ প্রেসিডেন্টের পদ থেকে সড়ে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেবেন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম। খবরটি তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলা এবং বাংলাদেশ অবজারভারে।

১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর সংঘটিত খালেদ মোশাররফের সামরিক অভ্যুত্থান ৭ নভেম্বরে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। খালেদ মোশাররফের প্রতিপক্ষ সৈন্যরা জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করে এবং খালেদ মোশাররফকে হত্যা করে,। জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর প্রধান পদে পুনর্বহাল হন এবং সাময়িকভাবে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জিয়াউর রহমান বন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত হয়েই বেতারের মাধ্যমে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর দৈনিক বাংলা ও দৈনিক ইত্তেফাক এক পৃষ্ঠার টেলিগ্রাম সংস্কারণ বের করে এবং বাংলাদেশ অবজারভার তার মূল সংস্করণে উপরাক্ত ঘটনার বেশকিছু বিবরণ প্রকাশ করে। কিন্তু ৭ নভেম্বর সংবাদ এ সংক্রান্ত কোনো খবর প্রকাশ করেনি। দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক

Nari-I

Dhaka University Institutional Repository

ও বাংলাদেশ অবজারভারের মূল খবরটি ছিল জিয়াউর রহমানের মুক্তি এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও সেনাবাহিনীর প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ সংক্রান্ত। তিনটি পত্রিকাতেই খবরটি ফলাও করে প্রকাশ করা হয়।

তিনটি পত্রিকাতেই উল্লিখিত অভ্যুত্থানের পর ঢাকার রাজপথে সেনাবাহিনীর সদস্য ও সাধারণ মানুষের সম্মিলিত আনন্দ উচ্ছ্বাস বিষয়ক একটি খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে দৈনিক ইত্তেফাকে।

রেডিও বাংলাদেশ থেকে প্রচারিত জিয়াউর রহমানের ভাষণটি নিয়ে আলাদা একটি আইটেম প্রকাশ করে শুধু দৈনিক বাংলা। এই খবরে জিয়াউর রহমানকে উদ্ধৃত করে লেখা হয়, পরিস্থিতিগত কারণে তাকে সাময়িকভাবে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়েছে।

১৯৭৫ সালের ৮ নভেম্বরও গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে ৭ নভেম্বরের ঘটনা প্রাধান্য বিস্তার করে। ঐদিন গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকাতেই প্রধান খবরটি ছিল আগের দিন ৭ নভেম্বর জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত প্রেসিডেন্ট সায়েমের ভাষণভিত্তিক। এই খবরে জানানো হয় : প্রেসিডেন্ট সায়েম প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং জিয়াউর রহমান উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করবেন। একই সঙ্গে এই খবরে ৭ নভেম্বর তাৎক্ষণিকভাবে জিয়াউর রহমান যে সাময়িকভাবে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন সে তথ্যও প্রকাশিত হয়। খবরটি তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে।

১৯৭৫ সালের ৮ নভেম্বরের দৈনিক বাংলা ও সংবাদে ৭ নভেম্বর সকালে রেডিও বাংলাদেশ থেকে প্রচারিত জিয়াউর রহমানের ভাষণ সম্পর্কে আলাদা আইটেম প্রকাশিত হয়। সেনাবাহিনীর প্রধানের পদ থেকে জিয়াউর রহমানের পদত্যাগ এবং খালেদ মোশাররফকে সেনাবাহিনীর প্রধান পদে পদোন্নতি বিষয়ে ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বরে জারিকৃত সরকারী আদেশটি বাতিল করা সংক্রান্ত একটি খবরও ১৯৭৫ সালের ৮ নভেম্বর খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়।

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত বেতারে ভাষণে প্রেসিডেন্ট সায়েম যেসব ঘোষণা প্রদান করেন ৮ নভেম্বর সেগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে জারি করা হয়। এ সংক্রান্ত খবরটি ৯ নভেম্বরের পত্রিকায় গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয়, প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বিচারপতি সায়েম কর্তৃক জারিকৃত এক ঘোষণায় তিনি নিজে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন এবং সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে জিয়াউর রহমানসহ বিমান ও নৌবাহিনীর প্রধানদ্বয়কে উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করেছেন। খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলায়।

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর অভ্যুত্থানের পর থেকে সরকারের নীতিনির্ধারণমূলক কার্যক্রমে জিয়াউর রহমানের অংশগ্রহণ ক্রমশ বাড়তে থাকে। ১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসেই তিনি দুবার টেলিভিশন ও বেতারের মাধ্যমে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। এর মধ্যে প্রথম ভাষণটি প্রদান করেন ১৯৭৫ সালের ১১ নভেম্বর। পরদিন ১২ নভেম্বর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত খবরের কাগজগুলোতে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত এই খবরে জানানো হয়, জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রবিরোধী যে কোনো চক্রান্ত সম্পর্কে সজাগ থেকে জাতীয় ঐক্য বজায় রাখার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। দ্বিতীয় ভাষণটি প্রদান করেন ১৯৭৫ সালের ২৩ নভেম্বর। ২৪ নভেম্বর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সব পত্রিকায় আগের খবরের তুলনায় আরও বেশি গুরুত্ব দিয়ে ভাষণের খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয়, জিয়াউর রহমান তাঁর ভাষণে রাষ্ট্রবিরোধী যে কোনো চক্রান্ত সম্পর্কে সজাগ থেকে জাতীয় ঐক্য বজায় রাখার জন্য পুনরায় আহ্বান জানিয়েছেন।

১৯৭৬ সালের প্রথম দিকেই সামরিক সরকারের সঙ্গে রাজনীতিবিদদের বৈঠক ও আলোচনা শুরু হয়। এসব বৈঠকে সরকারের পক্ষ থেকে জিয়াউর রহমান উপস্থিত থাকতেন। ১৯৭৬ সালের ২২ জানুয়ারি দেশের রাজনীতিবিদদের সঙ্গে প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারী বিচারপতি আবদুস সাত্তারের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই সংক্রান্ত খবর পরদিন ২৩ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবরে জানানো হয়, এই বৈঠকে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুসংহত করার ব্যাপারে সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়। খবরে জানানো হয়, উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে জিয়াউর রহমানও ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এর ছয় মাস পর ১৯৭৬ সালের ২৭ জুলাই প্রেসিডেন্ট সায়েমের সঙ্গে রাজনীতিবিদদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকেও জিয়াউর রহমান উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ২৮ জুলাই এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবরে জানানো হয়, এই বৈঠকে রাজনৈতিক কর্মকান্ড শুরুর বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। ঐ বৈঠকের সূত্র ধরেই ১৯৭৬ সালের ২৮ জুলাই সরকার 'রাজনৈতিক দলবিধি' নামে একটি অর্ডিন্যান্স জারি করে। ২৯ জুলাই সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবরে জানানো হয়, জারিকৃত রাজনৈতিক দলবিধি অনুযায়ী প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে কাজ শুরু

Dhaka University Institutional Repository

করার আগে দলের গঠনতন্ত্র, ম্যানিফেস্টো ও কর্মসূচী সরকারের কাছে পেশ করতে হবে। সবকিছু মূল্যায়ন করে সরকার অনুমতি দিলেই কেবল কোন রাজনৈতিক দল তৎপরতা শুরু করতে পারবে। রাজনৈতিক দলবিধির আওতায় ১৯৭৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সরকার রাজনৈতিক দলের অনুমোদন দেয়া শুরু করে। ১৯৭৬ সালের ২১ সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে জানানো হয়: ঐ রিপোর্ট প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত চারটি রাজনৈতিক দলকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। মোট ৪৫টি রাজনৈতিক দল অনুমোদন লাভের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পেশ করেছে।

১৯৭৬ সালের সেপ্টেম্বরে 'রাজনৈতিক দলবিধি'র আওতায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে রাজনৈতিক তৎপরতা চালানোর অনুমতি দিলেও পূর্ব-প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১৯৭৬ সালের নভেম্বরে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়। ১৯৭৬ সালের ২১ নভেম্বর বেতার-টিভির মাধ্যমে জাতির উদ্দেশে দেয়া এক ভাষণে প্রেসিডেন্ট সায়েম নির্বাচন স্থগিতের ঘোষণা দেন। পরদিন ২২ নভেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস এর বরাত দিয়ে প্রকাশিত এই খবরে জানানো হয়, প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সায়েম তাঁর ভাষণে জানিয়েছেন যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন পূর্ব ঘোষিত সময়ে অনুষ্ঠান করা যাচ্ছে না। খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা।

প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বিচারপতি সায়েম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণার এক সপ্তাহ পর প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক পদে অধিষ্ঠিত হন জিয়াউর রহমান। এর মধ্য দিয়ে জিয়াউর রহমান সরকারী ক্ষমতায় আরো বেশি অংশীদারিত্ব লাভ করেন। ১৯৭৬ সালের ৩০ নভেম্বর সংবাদপত্রে জিয়াউর রহমানের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হওয়ার খবর প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবরে জানানো হয়, প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বিচারপতি সায়েম জাতীয় স্বার্থে এক ঘোষণা জারি করে জিয়াউর রহমানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

এরপর পাঁচ মাসেরও কম সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতা পুরোপুরি জিয়াউর রহমানের হাতে চলে আসে। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পাশাপাশি ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল জিয়াউর রহমান দেশের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরদিন সংবাদপত্রে বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবরে জানানো হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে বিচারপতি সায়েম প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন এবং জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। খবরটি তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার।

প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণের পরদিন ১৯৭৭ সালের ২২ এপ্রিল জাতির উদ্দেশে বেতার ও টেলিভিশন ভাষণ দেন জিয়াউর রহমান। এই ভাষণের খবরে জানানো হয়, জিয়াউর রহমান তাঁর ভাষণে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে তার প্রতি জনসাধারণের আস্থা আছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য ১৯৭৭ সালের ৩০ মে গণভোট অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানেরও ঘোষণা দিয়েছেন। খবরটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবকটি পত্রিকায় ফলাও করে প্রকাশ করা হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান আবার জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। ১৯৭৭ সালের ৩০ এপ্রিল দেয়া এই ভাষণের খবর পরদিন ১ মে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয়, জিয়াউর রহমান তাঁর ভাষণে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য ১৯ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন। খবরটি তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে। ঐদিনই দৈনিক বাংলা আলাদা আইটেম হিসেবে ১৯ দফা কর্মসূচীর বিবরণ প্রকাশ করে।

১৯৭৭ সালের ২৭ মে গণভোট অনুষ্ঠানের তিনদিন আগে জিয়াউর রহমান পুনরায় জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। এই খবর ২৮ মে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এতে জানানো হয়, জিয়াউর রহমান তাঁর ভাষণে অনুষ্ঠিতব্য গণভোটে পূর্ব ঘোষিত ১৯ দফা কর্মসূচীর প্রতি জনসমর্থন প্রত্যাশা করেছেন। খবরটি তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব লাভ করে দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে।

১৯৭৭ সালের ৩০ মে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় এবং গণভোট অনুষ্ঠানের খবর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সব পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৭৭ সালের ৩১মে সংবাদপত্রে গণভোট সম্পর্কে প্রাপ্ত সর্বশেষ খবরের ভিত্তিতে জানানো হয়, প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে জিয়াউর রহমানের প্রতি এবং তাঁর ১৯ দফা কর্মসূচীর ব্যাপারে ভোটারা সমর্থন জানিয়েছেন। খবরটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকাতেই ফলাও করে প্রকাশিত হয়। পরদিন ১৯৭৭ সালের ১ জুন সংবাদপত্রে গণভোটের পূর্ণাঙ্গ ফলের ভিত্তিতে খবর প্রকাশ করা হয়। এই খবরে জানানো হয়, জিয়াউর রহমান ও তার অনুসৃত নীতির প্রতি ৯৯ শতাংশ ভোটার আস্থা জ্ঞাপন করেছেন। তবে এই খবরটি আগের দিন অর্থাৎ ৩১ মের মত ফলাও করে প্রকাশ করেনি পত্রিকাগুলো।

Dhaka University Institutional Repository

জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকাশিত খবরের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বেশকিছু সম্পাদকীয়ও প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে কিছু সম্পাদকীয় প্রথম পৃষ্ঠায়ও প্রকাশিত হয়েছে যা ব্যতিক্রমী ঘটনা। সাধারণভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকাশিত কোনো সম্পাদকীয় নিবন্ধে জিয়াউর রহমানের কর্মতৎপরতার সমালোচনা করা হয়নি। বরং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জিয়াউর রহমানের কাজকে সমর্থন ও অভিনন্দন জানানো হয়েছে। সম্পাদকীয়গুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রধানত নয়টি বিষয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো হচ্ছে :

এক. সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে সেনাবাহিনীর প্রধান পদে জিয়াউর রহমানের প্রত্যাবর্তন।

দুই. উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে সরকারী নীতি নির্ধারণমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ।

তিন. প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করা।

চার. গণভোটের ঘোষণা।

পাঁচ. ১৯ দফা কর্মসূচী ঘোষণা।

ছয়. গণভোটের তৎপর্য।

সাত. ১৯ দফা কর্মসূচীর ব্যাপারে জিয়াউর রহমানের জনসমর্থন প্রত্যাশা।

আট. গণভোট অনুষ্ঠান।

নয়. গণভোটের ফল।

১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর এক সামরিক অভ্যুত্থানে সেনাবাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান পদচ্যুত এবং বন্দী হন। তিনদিন পর ৭ নভেম্বর পাল্টা অভ্যুত্থানে জিয়াউর রহমান মুক্ত হয়ে সেনাবাহিনীর প্রধান পদে ফিরে আসেন এবং একই সঙ্গে সাময়িকভাবে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জিয়াউর রহমানের এই পুনরুত্থান সম্পর্কে প্রথম সম্পাদকীয় প্রকাশ করে বাংলাদেশ অবজারভার। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ অবজারভার জিয়াউর রহমানের সেনাবাহিনী প্রধান পদে ফিরে আসা এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণের ঘটনাকে বীরোচিত প্রত্যাবর্তন হিসেবে অভিহিত করে। সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ অবজারভার আশা প্রকাশ করে যে, ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে এবং অর্থনীতি শৃঙ্খলমুক্ত হবে। শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

পরদিন ১৯৭৫ সালের ৮ নভেম্বর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত বাকী তিনটি পত্রিকা ৭ নভেম্বরের 'সিপাহী জনতার অভ্যুত্থান' সম্পর্কে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। বাংলাদেশ অবজারভারও এদিনও এ প্রসঙ্গে আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলা সম্পাদকীয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার জন্য স্বাভাবিক নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে সম্পাদকীয়টি সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় প্রকাশ না করে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করে। এই সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে:

এক. ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সংঘটিত অভ্যুত্থান জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে সিপাহী জনতার এক সফল বিপ্লব।

দুই. অতীতের ভ্রান্তির সর্বনাশা পরিণাম থেকে নতুন করে শিক্ষা নিতে হবে। নতুন শপথ নিতে হবে ঐক্যের। সতর্ক থাকতে হবে যেন বিভেদের শক্তির আর উত্থান না ঘটে।

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থান সম্পর্কে ৮ নভেম্বর প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে:

এক. ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দেশপ্রেমিক সৈন্য ও জনসাধারণ জিয়াউর রহমান এবং একই সঙ্গে খন্দকার মোশতাক আহমদের প্রতি আস্থা ও সমর্থন প্রকাশ করেছে। এই ঘটনা ইতিহাসে শুধু নজীরবিহীনই নয়, এর প্রভাবও সুদূরপ্রসারী হবে।

দুই. এই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের পতন ঘটে জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সার্বভৌমত্বকে যথাযথ ব্যবস্থা ও কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে বাস্তবায়ন করতে হবে।

অভ্যুত্থান প্রসঙ্গে ১৯৭৫ সালের ৮ নভেম্বর এক সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে:

এক. অনিশ্চয়তা ও দিশেহারা জাতির জীবনে সঠিক পথ নির্দেশের সুস্থ ও সুস্পষ্ট কর্মভিত্তি রচনার সুকঠিন ও মহান দায়িত্ব পালনে জিয়াউর রহমানের সময়োচিত প্রজ্ঞা ও দৃঢ়তা জাতিকে সংকট উত্তরণের পথনির্দেশ দিয়েছে।

দুই. সময়ের প্রয়োজনে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করলেও সংকট মোচনের স্বার্থে ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে না রাখা জিয়াউর রহমানের মহানুভবতার পরিচায়ক।

তিন. উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পুনরায় প্রেসিডেন্ট হিসেবে খন্দকার মোশতাক আহমদের দায়িত্ব গ্রহণের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট পদে তার আর ফিরে না আসার সিদ্ধান্তটি একটি মহৎ দৃষ্টান্ত।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থান সম্পর্কে ৮ নভেম্বর প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ অবজারভার মন্তব্য করে যে, জাতির শক্তি ও মানব সম্পদকে কাজে লাগানোর জন্য অনুকূল সময় এসেছে। জিয়াউর রহমানের নেতৃত্ব এক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। ১৯৭৫ সালের ৯ নভেম্বরও দৈনিক ইত্তেফাক অভ্যুত্থান সম্পর্কে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এতে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে যে, ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সংঘটিত অভ্যুত্থানের পর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করার সুযোগ থাকলেও জিয়াউর রহমান সে সুযোগ গ্রহণ করেননি। অন্যদিকে খন্দকার মোশতাক আহমাদও প্রেসিডেন্ট পদে বহাল থাকার জন্য লালায়িত হননি। উল্লেখ্য, ১৯৭৫ সালের ৮ নভেম্বর প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে সংবাদ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত না করায় জিয়াউর রহমানের প্রশংসা করে।

জিয়াউর রহমানের উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে বেশ কয়েকটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় গবেষণার অন্তর্ভুক্ত খবরের কাগজগুলোতে। এসব সম্পাদকীয়তে জিয়াউর রহমানের কর্মকান্ডের সমর্থন জানায় পত্রিকাগুলো। ১৯৭৫ সালের ১১ নভেম্বর উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে জাতির উদ্দেশে রেডিও-টেলিভিশনের মাধ্যমে ভাষণ দেন জিয়াউর রহমান। এই ভাষণে জিয়াউর রহমান মূলত রাষ্ট্রবিরোধী যে কোনো চক্রান্ত সম্পর্কে সজাগ থেকে জাতীয় ঐক্য বজায় রাখার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। ১৯৭৫ সালের ১২ নভেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশের পরদিন ১৩ নভেম্বর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবক'টি পত্রিকা এই ভাষণ সম্পর্কে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে:

এক. দেশপ্রেমিক জনসাধারণ ও প্রতিরক্ষা বাহিনী নিশ্চয়ই জিয়াউর রহমানের আহ্বানে সাড়া দেবে। সবার স্বার্থেই অনুকরণীয় ঐক্য গড়ে উঠবে।

দুই. রাজনীতির সঙ্গে নিজের কোন সম্পর্ক নেই এবং ক্ষমতাসীন সরকার অরাজনৈতিক ও নির্দলীয় বলে জিয়াউর রহমানের ঘোষণা অকপট ও সুস্পষ্ট।

১৯৭৫ সালের ১২ নভেম্বরে জিয়াউর রহমানের ভাষণ সম্পর্কে ১৩ নভেম্বর প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক জিয়াউর রহমানের ঐক্যের আহ্বানের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে। ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকে জাতির জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে অভিহিত করে সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে যে, জাতি হিসেবে টিকে থাকা নির্ভর করছে এই চ্যালেঞ্জের সার্থক মোকাবেলার উপর।

জিয়াউর রহমানের ভাষণ সম্পর্কে ১৯৭৫ সালের ১৩ নভেম্বর প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে সংবাদও সর্বস্তরে জাতীয় ঐক্যের জন্য জিয়াউর রহমানের আহ্বানের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে যে, সেনাবাহিনী সদস্যদের রাজনীতি থেকে দূরে থাকা উচিত বলে জিয়াউর রহমান যে বক্তব্য দিয়েছেন তা সময়োচিত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে ষড়যন্ত্রকারীদের অপতৎপরতায় আঘাত হানা সম্ভব হয়েছে।

জিয়াউর রহমানের ভাষণ সম্পর্কে ১৯৭৫ সালের ১৩ নভেম্বর প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ অবজারভার জাতীয় ঐক্যের আহ্বানের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে।

জিয়াউর রহমান ১৯৭৫ সালের ২৩ নভেম্বর জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণেও রাষ্ট্রবিরোধী যে কোনো চক্রান্ত সম্পর্কে সজাগ থেকে জাতীয় ঐক্য বজায় রাখার জন্য পুনরায় আহ্বান জানান। ১৯৭৫ সালের ২৪ নবেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশের পরদিন ২৫ নভেম্বর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবক'টি পত্রিকায় এই ভাষণ সম্পর্কে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এ সম্পর্কে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা আশা প্রকাশ করে, জিয়াউর রহমানের আহ্বানে দেশপ্রেমিক নাগরিকরা সাড়া দেবেন। সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে, ষড়যন্ত্রকারীরা বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত, জনসাধারণের মধ্যে তারা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে– এটা সত্য। তবে তাদের অপচেষ্টা বিফল হতে বাধ্য। কারণ তাদের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে জনসাধারণ সতর্ক রয়েছে। সামরিক বাহিনী, প্রশাসন ও জনগণের মধ্যে যে ঐক্য রয়েছে তাকে আরো বেশি সংহত করার আহ্বান জানায় দৈনিক বাংলা।

জিয়াউর রহমানের এই ভাষণ সম্পর্কে ১৯৭৫ সালের ২৫ নভেম্বর প্রকাশিত সম্পাদাকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে:

এক. জিয়াউর রহমানের ভাষণ অত্যন্ত স্পষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ এবং তাতে কোনো দ্ব্যর্থতা বা অস্পষ্টতা নেই।

দুই. জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা জাতির জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে ১৯৭৫ সালের ২৫ নভেম্বর প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে জিয়াউর রহমানের বক্তব্য ও ব্যক্তিত্বের প্রশংসা করে সংবাদ মন্তব্য করে যে, বক্তৃতা দেয়া জিয়াউর রহমানের পেশা নয়। তিনি একজন পরীক্ষিত দেশপ্রেমিক, বীর সৈনিক। স্বল্প কথার ও দৃঢ় চরিত্রের লোক। তিনি যখন পক্ষকালের মধ্যে দু'বার দেশের সার্বভৌমত্বের বিপদ সম্বন্ধে হুঁশিয়ার করে দেন, তখন তাঁর কথাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব না দিলে ফলাফল চরম অশুভ হতে পারে। সম্পাদকীয়তে সংবাদ আশা প্রকাশ করে যে, জিয়াউর রহমান ও তাঁর সহকর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টা দেশকে স্বাভাবিক ও সুস্থ রাজনৈতিক জীবনে নিয়ে যেতে পারবে। একই সঙ্গে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানায় সংবাদ।

জিয়াউর রহমানের ভাষণ সম্পর্কে ১৯৭৫ সালের ২৫ নভেম্বর প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ অবজারভার মন্তব্য করে যে, জাতীয় স্বার্থ বিরোধী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনসমর্থন রয়েছে। যে কোনো মূল্যে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে।

দেশে রাজনৈতিক কর্মকান্ড শুরুর ব্যাপারে আলোচনার জন্য ১৯৭৬ সালের ২৭ জুলাই জিয়াউর রহমানের উপস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বিচারপতি সায়েমের সঙ্গে রাজনীতিবিদদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকের সূত্র ধরে সরকার ২৮ জুলাই 'রাজনৈতিক দলবিধি' নামে একটি অর্ডিন্যান্স জারি করে। পরদিন থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। ১৯৭৬ সালের ৩০ জুলাই এ প্রসঙ্গে এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে:

এক. রাজনৈতিক দল বিধি জারির প্রেক্ষাপটে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে আবার কর্মচাঞ্চল্য দেখা দিচ্ছে। দেশে গণতান্ত্রিক রাজনীতির জন্য এটা শুভ সূচনা ঘটিয়েছে।

দুই. ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে সরকার যে সাধারণ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ঘরোয়া পর্যায়ে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরুর মধ্য দিয়ে সেই প্রতিশ্রুতির একটি অংশ পূরণ হচ্ছে।

১৯৭৬ সালের সেপ্টেম্বরে রাজনৈতিক দলবিধির আওতায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে রাজনৈতিক তৎপরতা চালানোর ব্যাপারে সরকার অনুমতি দিলেও ১৯৭৬ সালের নভেম্বরে পূর্ব-প্রতিশ্রুত সাধারণ নির্বাচন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়। ১৯৭৬ সালের ২১ নভেম্বর এই স্থগিতাদেশ ঘোষণার খবর পরদিন ২২ নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। পরদিন ২৩ নভেম্বর এ বিষয়ে সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে:

এক. নির্বাচন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত বিচক্ষণতার পরিচায়ক।

দুই. গত এক বছরে জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য নির্বাচনী ডামাডোলের মধ্যে নষ্ট হয়ে যাক, এটা জনসাধারণের কাছে কাম্য ছিল না। তাই নির্বাচন স্থগিতের সিদ্ধান্ত জনগণের ইচ্ছারই প্রতিফলন ঘটিয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য, দৈনিক বাংলা ১৯৭৬ সালের ৩০ জুলাই প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে ঘরোয়া রাজনীতি শুরুর মধ্য দিয়ে পূর্ব-প্রতিশ্রুত নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় সরকারের প্রশংসা করা হয়েছিল।

১৯৭৬ সালের ২১ নভেম্বর সাধারণ নির্বাচন স্থগিত ঘোষণার এক সপ্তাহ পর প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বিচারপতি সায়েম জিয়াউর রহমানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব দিয়ে দেন। ১৯৭৬ সালের ২৯ নভেম্বর এই দায়িত্ব হস্তান্তরের পরদিন ৩০ নভেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এর পাঁচ মাস পর ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্টের দায়িত্বও গ্রহণ করেন এবং ২২ এপ্রিল এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করায় তাকে অভিনন্দন জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলো। ১৯৭৭ সালের ২২ এপ্রিল প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সম্পাদাকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে:

এক. জিয়াউর রহমানের দক্ষ নেতৃত্বে ইতোমধ্যে দেশে ব্যাপক কর্মোদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে এবং সুদূরপ্রসারী সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সূচনা ঘটেছে।

দুই. বাংলাদেশ গত দেড় বছরে জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে উঠে দাঁড়িয়েছে এবং এই স্বল্প সময়ের মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করেছে বিশ্ববাসীর অকুণ্ঠ প্রশংসা।

তিন. প্রেসিডেন্ট হিসেবে জিয়াউর রহমান দেশকে বৃহত্তর সাফল্য ও সার্থকরতার পথে পরিচালিত করবেন এই দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস দেশবাসীর আছে।

চার. জিয়াউর রহমানের তাঁর নেতৃত্বে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ ও দারিদ্র-মুক্তির সার্বিক সংগ্রামে সফলতা আসবে।

একই দিন ১৯৭৭ সালের ২২ এপ্রিল বাংলাদেশ অবজারভারও এ প্রসঙ্গে প্রথম পৃষ্ঠায় একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে জিয়াউর রহমানকে অভিনন্দন জানায়। পরদিন ১৯৭৭ সালের ২৩ এপ্রিল এ প্রসঙ্গে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে: বাংলাদেশ দরিদ্র ও অনুন্নত একটি দেশ। নানা পরিস্থিতি ও দৈবদুর্বিপাকে বারবার এই দেশকে শূন্য থেকেই যাত্রা শুরু করতে হয়। যুগে যুগে নানা সমস্যার স্তুপ জমা হয়েছে এই দেশে। তাছাড়া দেশে সুষ্ঠু রাজনৈতিক কর্মকাঠামোর শূন্যতাও

Dhaka University Institutional Repository

বিরাজমান। এই অবস্থার মধ্যে জিয়াউর রহমানকে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছে। সম্পাদকীয়তে সবকিছুর সুরাহা ও সমাধানের জন্য জিয়াউর রহমানকে সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত এবং বাস্তব কর্মসূচী ও পদেক্ষপ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়।

প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণের পরদিন ১৯৭৭ সালের ২২ এপ্রিল জাতির উদ্দেশে বেতার ও টেলিভিশন ভাষণ প্রদান করেন জিয়াউর রহমান। পরদিন গবেষণার অন্তর্ভূক্ত সবকটি পত্রিকায় এই খবর প্রকাশিত হয়। ১৯৭৭ সালের ২৪ এপ্রিল দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার জিয়াউর রহমানের ভাষণ সম্পর্কে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। জিয়াউর রহমান তাঁর ভাষণে প্রেসিডেন্ট পদে দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে জনসাধারণের আস্থা আছে কিনা তা যাচাই করার জন্য ১৯৭৭ সালের ৩০মে গণভোট অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়ায় দৈনিক বাংলা সম্পাদকীয়তে জিয়াউর রহমানের প্রশংসা করে। দৈনিক বাংলা মন্তব্য করেঃ এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি জিয়াউর রহমানের আস্থার প্রকাশ ঘটেছে। জিয়াউর রহমানের ভাষণে নির্বাচিত সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঘোষিত কর্মসূচী জনসমর্থন লাভ করবে বলে সম্পাদকীয়তে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশ অবজারভার সম্পাদকীয়তে জিয়াউর রহমানের বক্তৃতায় ঘোষিত কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর এবং তাঁর সরকারের আস্থা ও নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠায় জিয়াউর রহমানের দৃঢ়তার প্রশংসা করে।

১৯৭৭ সালের ৩০ এপ্রিল জিয়াউর রহমান আবার জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। এই ভাষণে জিয়াউর রহমান রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য ১৯ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন। ১ মে এই ভাষণের খবর প্রকাশের পরদিন ২ মে এ সম্পর্কে সম্পাদাকীয় প্রকাশ করে সংবাদ। এই সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে যে, জিয়াউর রহমানের ১৯ দফা কর্মসূচী প্রশংসনীয়। কিন্তু মনে রাখা দরকার কর্মসূচী ঘোষণার চেয়ে বড় কাজ সে কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করা। এটাই সরকারের বড় পরীক্ষা। এই পরীক্ষার উপরই নির্ভর করবে সরকারের সাফল্য বা ব্যর্থতা। এই পরীক্ষায় সরকারের সাফল্য কামনা করে সংবাদ। পরদিন ১৯৭৭ সালের ৩ মে জিয়াউর রহমানের ঘোষিত ১৯ দফা কর্মসূচী সম্পর্কে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। এই সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে যে, জিয়াউর রহমানের ঘোষিত ১৯ দফা কর্মসূচী সমাজের সব মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে স্পর্শ করেছে এবং কর্মসূচীতে সমস্যাগুলোর সমাধানের নীতিও ঘোষণা করা হয়েছে। এই কর্মসূচী ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে দৈনিক বাংলা।

গণভোট অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৭ সালের ৩০ মে। গণভোট অনুষ্ঠানের চারদিন আগে ২৬ মে গণভোটের তাৎপর্য সম্পর্কে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। এই সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে যে, ১৯৭৭ সালের ৩০ মে অনুষ্ঠিতব্য গণভোট অনুষ্ঠানের আয়োজনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিষয় থেকে শুরু করে সকল বিষয়ে জনগণের সিদ্ধান্তই যে চূড়ান্ত, এই মৌলিক গণঅধিকারটিকে জাতীয় পর্যায়ে প্রথম প্রতিষ্ঠিত করলেন জিয়াউর রহমান। সম্পাদকীয়তে আশা প্রকাশ করা হয়, প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকরা গণভোটে অংশ নেবেন এবং এর মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনায় তাদের অংশীদারিত্বের অপরিহার্যতা প্রমাণ করবেন।

গণভোট অনুষ্ঠানের তিনদিন আগে ১৯৭৭ স্যালের ২৭ মে জিয়াউর রহমান জাতির উদ্দেশে এক ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠিতব্য গণভোটে তাঁর পূর্ব ঘোষিত ১৯ দফা কর্মসূচীর প্রতি জনগণের সমর্থন প্রত্যাশা করেন। ২৮ মে এই প্রসঙ্গে প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা আশা প্রকাশ করে যে, গণভোটের মাধ্যমে সর্বসম্মত রায় ঘোষণা করে জাতি জিয়াউর রহমানের নেতৃত্ব ও নীতির প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে।

১৯৭৭ সালের ৩০ মে গণভোট অনুষ্ঠানের দিন গণভোট সম্পর্কে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভার। এই সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা গণভোটে জিয়াউর রহমান ও তাঁর অনুসৃত নীতি সমর্থন করার জন্য ভোটারদের প্রতি সরাসরি আহ্বান জানায়। অন্যদিকে দৈনিক ইত্তেফাক প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে দেশের প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকদের গণভোটে অংশগ্রহণ করে নাগরিক দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানায়। আর বাংলাদেশ অবজারভার তার সম্পাদকীয়তে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে এই গণভোটে অংশ নিয়ে মতামত প্রকাশের সুযোগ গ্রহণের জন্য দেশের নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানায়। সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ অবজারভার মন্তব্য করে যে, জিয়াউর রহমান ঘোষিত কর্মসূচী সম্পর্কে মূল্যায়নের জন্য এক মাস সময় পাওয়া গিয়েছিল এবং এখন এ সম্পর্কে গণভোটে সিদ্ধান্ত দেয়ার পালা।

১৯৭৭ সালের ৩০ মে অনুষ্ঠিত গণভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটার জিয়াউর রহমান এবং তাঁর নীতি ও কর্মসূচীর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। এই খবর ৩১ মে এবং ১ জুন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। গণভোটে সমর্থন লাভের পর জিয়াউর রহমানকে অভিনন্দন জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা, সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভার। ১৯৭৭ সালের ১ জুন এই সম্পদাকীয়গুলো প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার সম্পাদকীয় প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায়। সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে যে, গণভোটে ব্যাপক জনসমর্থন লাভের মাধ্যমে জিয়াউর রহমান জাতির আস্থার সুবিপুল শক্তিতে শক্তিমান হয়েছেন। সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা আশা প্রকাশ করে যে, সমগ্র জাতির শরিকানা নিয়ে তিনি এখন দেশকে সমৃদ্ধির অভীষ্ট লক্ষ্যে উত্তীর্ণ করে দেয়ার মহৎ ব্রত সাধনায় অবিচল পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে পারবেন। অন্যদিকে সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে যে, গণভোটের ফল থেকে সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে জিয়াউর রহমানের প্রতি এবং তাঁর নীতি ও কর্মসূচীর প্রতি জনগণের পূর্ণ আস্থা ও সমর্থন রয়েছে। সম্পাদকীয়তে সংবাদ আশা প্রকাশ করে যে, জিয়াউর রহমান ও তাঁর সরকার এখন ১৯ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নে ব্রতী হবেন। এই কর্মসূচী বাস্তবায়নে সাফল্য কামনা করে সংবাদ। অপরদিকে বাংলাদেশ অবজারভার

Dhaka University Institutional Repository

তার সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে যে, গণভোটে এই সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে জিয়াউর রহমানের আন্তরিক উদ্যোগ ও বিচক্ষণ নেতৃত্বের কারণে। এই গণভোট জাতির আত্মবিশ্বাসের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। জাতি হিসেবে বাংলাদেশকে আরও শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ করেছে।

জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া শীর্ষক এই ইস্যুর তথ্য বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের পর জিয়াউর রহমান পর্যায়ক্রমে সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন ক্ষমতার অধিকারী হন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। পরে ১৯৭৫ সালের নভেম্বরে অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পর তিনি উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন। এরপর পর্যায়ক্রমে তিনি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও প্রেসিডেন্ট হন। প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর গণভোটের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট পদে দায়িত্ব পালন করে যাওয়ার ব্যাপারে আস্থা অর্জন করেন। জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়ার ইস্যুটি সংবাদপত্রে গুরুত্বলাভ করে। দীর্ঘদিন ধরে এই খবরের ধারাবাহিকতা সংবাদপত্রে লক্ষ্য করা যায়। ট্রিটমেন্টের দিক থেকেও এই খবর প্রাধান্য বিস্তার করে। জিয়াউর রহমানের শাসন প্রক্রিয়ায় তাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ের খবরগুলো সংবাদপত্রে ফলাও করে প্রকাশ করা হয়। অনেক খবর প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামেও প্রকাশিত হয়।

শুধু খবরের ক্ষেত্রেই নয়, খবরের পাশাপাশি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোর সম্পাদকীয়তেও ইস্যুটি গুরুত্ব লাভ করে। জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে বেশকিছুসংখ্যক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত খবরের কাগজগুলোতে। বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার জন্য কিছু সম্পাদকীয় স্বাভাবিক নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা হয়েছে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত কোনো পত্রিকার সম্পাদকীয়তেই জিয়াউর রহমানের কর্মতৎপরতার সমালোচনা বা বিরোধিতা করা হয়নি। বরং সমর্থন ও অভিনন্দন জানানো হয়েছে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোর পরস্পরের মধ্যে শুধু এই ইস্যুতে একটি বিষয়ে সম্পাদকীয় নীতির অমিল দেখা যায়। বিষয়টি হচ্ছে গণভোট। দৈনিক বাংলা গণভোটে জিয়াউর রহমানকে সমর্থন জানানোর জন্য ভোটারদের প্রতি সরাসরি আহ্বান জানায়। অন্য তিনটি পত্রিকা দৈনিক বাংলার এই নীতির অনুসারী হয়নি।

তথ্যসূত্র :

১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১
২. *ড. মোহাম্মদ হাননান*, হাজার বছরের বাংলাদেশ : ইতিহাসের অ্যালবাম, সাহিত্য প্রকাশ, *ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫, পৃ. ১৫৪*
৩. *সংবাদ*, ৫ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৫ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
৬. *দৈনিক বাংলা*, ৫ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
৭. *দৈনিক বাংলা*, ৬ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
৮. বাংলাদেশ অবজারভার, ৬ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
৯. *দৈনিক বাংলা*, ৬ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
১০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
১১. *সংবাদ*, ৬ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
১২. *ড. মোহাম্মদ হাননান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬
১৩. *দৈনিক বাংলা*, ৭ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
১৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
১৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৭ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
১৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
১৭. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৭ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
১৮. *দৈনিক বাংলা*, ৭ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
১৯. প্রাগুক্ত
২০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
২১. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৭ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
২২. *দৈনিক বাংলা*, ৮ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
২৩. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৮ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
২৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
২৫. *সংবাদ*, ৮ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
২৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
২৭. *দৈনিক বাংলা*, ৮ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
২৮. *সংবাদ*, ৮ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
২৯. *দৈনিক বাংলা*, ৮ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
৩০. *সংবাদ*, ৮ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
৩১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
৩২. প্রাগুক্ত
৩৩. *দৈনিক বাংলা*, ৮ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
৩৪. *সংবাদ*, ৮ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
৩৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৮ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
৩৬. *দৈনিক বাংলা*, ৯ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
৩৭. *সংবাদ*, ৯ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
৩৮. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৯ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
৩৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
৪০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১২ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

৪১. *দৈনিক বাংলা*, ১২ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
৪২. *সংবাদ*, ১২ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
৪৩. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১২ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
৪৪. *সংবাদ*, ২৪ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
৪৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৪ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
৪৬. *দৈনিক বাংলা*, ২৪ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
৪৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
৪৮. *দৈনিক বাংলা*, ২৩ জানুয়ারি ১৯৭৬, পৃ. ১
৪৯. *দৈনিক বাংলা*, ২৮ জুলাই ১৯৭৬, পৃ. ১
৫০. *দৈনিক বাংলা*, ২৯ জুলাই ১৯৭৬, পৃ. ১
৫১. *দৈনিক বাংলা*, ৩০ জুলাই ১৯৭৬, পৃ. ১
৫২. *দৈনিক বাংলা*, ৬ আগস্ট ১৯৭৬, পৃ. ১
৫৩. *দৈনিক বাংলা*, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃ. ১
৫৪. *দৈনিক বাংলা*, ২৫ অক্টোবর ১৯৭৬, পৃ. ১
৫৫. *দৈনিক বাংলা*, ২২ নভেম্বর ১৯৭৬, পৃ. ১
৫৬. *বাংলাদশে অবজারভার*, ২২ নভেম্বর ১৯৭৬, পৃ. ১
৫৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২২ নভেম্বর ১৯৭৬, পৃ. ১
৫৮. *সংবাদ*, ২২ নভেম্বর ১৯৭৬, পৃ. ১
৫৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৩০ নভেম্বর ১৯৭৬, পৃ. ১
৬০. *দৈনিক বাংলা*, ২২ এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ১
৬১. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২২ এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ১
৬২. *সংবাদ*, ২২ এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ১
৬৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২২ এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ১
৬৪. *সংবাদ*, ২২ এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ১
৬৫. *দৈনিক বাংলা*, ২৩ এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ১
৬৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ১
৬৭. *সংবাদ*, ২৩ এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ১
৬৮. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৩ এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ১
৬৯. *দৈনিক বাংলা*, ১ মে ১৯৭৭,পৃ. ১
৭০. *বাংলাদেশে অবজারভার*, ১ মে ১৯৭৭, পৃ. ১
৭১. *সংবাদ*, ১ মে ১৯৭৭, পৃ. ১
৭২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ মে ১৯৭৭, পৃ. ১
৭৩. *দৈনিক বাংলা*, ১ মে ১৯৭৭, পৃ. ১
৭৪. *দৈনিক বাংলা*, ৩ মে ১৯৭৭, পৃ. ১
৭৫. *দৈনিক বাংলা*, ২৮ মে ১৯৭৭,পৃ. ১
৭৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৮ মে ১৯৭৭, পৃ. ১
৭৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৮ মে ১৯৭৭, পৃ. ১
৭৮. *সংবাদ*, ২৮ মে ১৯৭৭,পৃ. ১
৭৯. *দৈনিক বাংলা*, ৩০ মে ১৯৭৭, পৃ. ১
৮০. *সংবাদ*, ৩০ মে ১৯৭৭,পৃ. ১
৮১. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৩০ মে ১৯৭৭, পৃ. ১
৮২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩০ মে ১৯৭৭, পৃ. ১
৮৩. *দৈনিক বাংলা*, ৩১মে ১৯৭৭, পৃ. ১
৮৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩১ মে ১৯৭৭, পৃ. ১
৮৫. *সংবাদ*, ৩১ মে ১৯৭৭, পৃ. ১
৮৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৩১ মে ১৯৭৭, পৃ. ১
৮৭. *দৈনিক বাংলা*, ১ জুন ১৯৭৭, পৃ. ১
৮৮. *সংবাদ*, ১ জুন ১৯৭৭, পৃ. ১
৮৯. *বাংলাদেশে অবজারভার*, ১ জুন ১৯৭৭, পৃ. ১
৯০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ জুন ১৯৭৭, পৃ. ১
৯১. *দৈনিক বাংলা*, ৪ জুন ১৯৭৭, পৃ. ১
৯২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৭ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ৫
৯৩. *দৈনিক বাংলা*, ৮ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
৯৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ নভেম্বর ১৯৭৫,পৃ. ২
৯৫. *সংবাদ*, ৮ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ৪
৯৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৮ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ৫
৯৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ২
৯৮. *দৈনিক বাংলা*, ১৩ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ৫
৯৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ২
১০০. *সংবাদ*, ১৩ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ৪
১০১. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৩ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ৫
১০২. *দৈনিক বাংলা*, ২৫ নভেম্বর ১৯৭৫. পৃ. ৫
১০৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ নভেম্বর ১৯৭৫. পৃ. ২
১০৪. *সংবাদ*, ২৫ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ৪
১০৫. *বাংলাদশে অবজারভার*, ২৫ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ৫
১০৬. *দৈনিক বাংলা*, ৩০ জুলাই ১৯৭৬, পৃ. ৫
১০৭. *দৈনিক বাংলা*, ২৩ নভেম্বর ১৯৭৬, পৃ. ৫
১০৮. *দৈনিক বাংলা*, ২২ এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ৫
১০৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২২ এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ৫
১১০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ২
১১১. *দৈনিক বাংলা*, ২৪ এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ৫
১১২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৪ এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ৫
১১৩. *সংবাদ*, ২ মে ১৯৭৭, পৃ. ৪
১১৪. *দৈনিক বাংলা*, ৩ মে ১৯৭৭, পৃ. ৫
১১৫. *দৈনিক বাংলা*, ২৬ মে ১৯৭৭, পৃ. ৫
১১৬. *দৈনিক বাংলা*, ২৯ মে ১৯৭৭, পৃ. ৫
১১৭. *দৈনিক বাংলা*, ৩০ মে ১৯৭৭,পৃ. ৫
১১৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩০ মে ১৯৭৭, পৃ. ২
১১৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৩০ মে ১৯৭৭, পৃ. ৫
১২০. *দৈনিক বাংলা*, ১ জুন ১৯৭৭, পৃ. ১
১২১. *সংবাদ*, ১ জুন ১৯৭৭, পৃ. ৪
১২২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১ জুন ১৯৭৭, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

দুই. জিয়াউর রহমানের দলীয় রাজনীতি

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকে ১৯৭৭ সালের ৩০ মে গণভোট অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়ার একটি পর্যায় সমাপ্ত হয়। গণভোটের মাধ্যমে জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য তাঁর ঘোষিত ১৯ দফা কর্মসূচীর প্রতি জনগণের আস্থা অর্জন করেন। পরবর্তী পর্যায়ে জিয়াউর রহমান দলীয় রাজনীতির মাধ্যমে দেশ পরিচালনা করেন। দলীয় রাজনীতির ভিত্তিতে তিনি নির্বাচিত সরকার গঠন করেন। নির্বাচিত সরকার গঠনের পর সামরিক শাসন প্রত্যাহারের মধ্য দিয়ে জিয়াউর রহমানের বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া পরিপূর্ণভাবে শুরু হয়। জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক দলীয় কর্মকা- শুরু এবং এর মাধ্যমে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়ায় পুরোপুরি উত্তরণের বিষয়টি সংবাদপত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

রিপোর্ট :

জিয়াউর রহমানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন ও তাঁর ১৯ দফা কর্মসূচীর প্রতি ১৯৭৭ সালের ৩০ মে অনুষ্ঠিত গণভোটের মাধ্যমে আস্থা অর্জনে পর থেকে দেশে প্রকাশ্য রাজনীতি শুরু ও সাধারণ নির্বাচনের দাবী উঠতে থাকে। এই পর্যায়ে আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয় লীগ দেশের সকল জাতীয়তাবাদী শক্তিকে একটি ব্যাপক দলে এক প্ল্যাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানায়। ১৯৭৭ সালের ১ আগস্ট এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'নির্বাচনের তারিখ দিন : আতাউর রহমান খান ॥ জাতীয়তাবাদী একটি দলে ঐক্যবদ্ধ হোন'। এতে লেখা হয় :

> *বাংলাদেশ জাতীয় লীগের আহ্বায়ক জনাব আতাউর রহমান খান দেশের সকল জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক ব্যক্তিকে একটি ব্যাপক দলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে তিনি দেশের বৃহত্তর স্বার্থে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের সুষ্ঠু মতবাদ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে নির্বাচন- অনুষ্ঠানের একটি সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা ও প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার দাবী জানিয়েছেন।*[১]

আতাউর রহমান খানের এই আহ্বানকে সমর্থন করে বিবৃতি প্রদান করে ঢাকা বারের ৬৭ জন আইনজীবী। বিবৃতিতে দেশে একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক দল গঠনের প্রচেষ্টা সফল করার জন্য আইনজীবীগণ সকল গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী দলগুলোকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান। ১৯৭৭ সালের ৬ আগস্ট এই বিবৃতিভিত্তিক খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত খবরটির শিরোনাম ছিল : 'আতাউর রহমান খানের বিবৃতির প্রতি আইনজীবীদের সমর্থন'। এতে লেখা হয় :

> *ঢাকা বারের ৬৭ জন আইনজীবী বিশিষ্ট রাজনীতিক জনাব আতাউর রহমান খানের সাম্প্রতিক বিবৃতির প্রতি পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করেছেন। গতকাল আইনজীবীগণ এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, জনাব আতাউর রহমান খানের আহ্বানকে শুধু গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনাই নয়- গণতন্ত্র বাঁচিয়ে রাখার একটা পথ বলেও তাঁরা মনে করেন।*[২]

আতাউর রহমান খানের আহ্বানকে সমর্থন করে বিবৃতি প্রদান করে 'খোদায়ী খিদমতগার'। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বিবৃতিতে আতাউর রহমান খানের ডাকে সাড়া দিয়ে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সুনিশ্চিত করার জন্য জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দল, গোষ্ঠী ও ব্যক্তির প্রতি আহ্বান জানায়। ১৯৭৭ সালের ৮ আগস্ট এই বিবৃতিভিত্তিক খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত খবরটির শিরোনাম ছিল : 'আতাউর রহমানের বিবৃতির প্রতি খোদায়ী খিদমতগারের সমর্থন'। এতে লেখা হয় :

> *মওলানা ভাসানীর আজন্ম সহচর খোদায়ী খিদমতগারের সহ-সভাপতি জনাব তোরাফ আলী ফকির, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাসুদ খান ও ঢাকা শহর কমিটির সংগঠক মওলানা আবুল খায়ের এক যুক্ত বিবৃতিতে সম্প্রতি প্রদত্ত জনাব আতাউর রহমান খানের বিবৃতির প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। তাঁরা জনাব আতাউর রহমান খানের ডাকে সাড়া দিয়ে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সুনিশ্চিত করার জন্যে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দল, গোষ্ঠী ও ব্যক্তির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।*[৩]

দুই মাস পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ৬০ জন নেতার সঙ্গে এক বৈঠকে জিয়াউর রহমানও 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' ভিত্তিক রাজনীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই বৈঠকের খবরে জানানো হয়, জিয়াউর রহমান বলেছেন যে, ভবিষ্যতে দেশের সব রাজনীতির ভিত্তি হবে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবর ১৯৭৭ সালের ১২ অক্টোবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে ব্যানার আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'রাজনীতির ভিত্তি হতে হবে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ॥ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে প্রেসিডেন্টের বৈঠক'। এতে লেখা হয় :

> *বঙ্গভবনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রায় ৬০ জন নেতার সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বলেন, "ভবিষ্যতে দেশের সব রাজনীতির ভিত্তি হতে হবে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এবং কোন গোপন রাজনীতি থাকতে পারবে না। যারা অন্যদেশের হুকুমে চলে তাদের এদেশ ছাড়তে হবে।"*[৪]

Nari-2 (Pull)

Dhaka University Institutional Repository

জিয়াউর রহমানের উপরোক্ত বক্তব্যের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায় ১৯৭৭ সালের ১৫ ডিসেম্বর রাতে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত তাঁর ভাষণে। বেতার ও টিভির মাধ্যমে দেয়া এই ভাষণে জিয়াউর রহমান বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী রাজনীতিবিদদের ঐক্যবদ্ধ করে একটি রাজনৈতিক ফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এর মাধ্যমেই জিয়াউর রহমানের দলীয় রাজনীতিতে প্রবেশের প্রক্রিয়া শুরু হয়। জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক ফ্রন্ট গঠনের ঘোষণার এই খবর ১৯৭৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবক'টি পত্রিকায় গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস ও এনা পরিবেশিত এই খবর তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে। পত্রিকা দু'টিতে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরেনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদই ভিত্তি ॥ দুর্নীতিপরায়ণদের জায়গা নেই ॥ আধিপত্যবাদকে রুখতে হবে ॥ লক্ষ্য অর্থনৈতিক মুক্তি : নয়া রাজনৈতিক ফ্রন্ট'। এতে লেখা হয় :

> *বৃহস্পতিবার রাতে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান একটি রাজনৈতিক ফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ফ্রন্টের মূল কথা বা শ্লোগান হবে "জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস।" বিজয় দিবসে জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রেসিডেন্ট এই ঘোষণা দেন।*[৫]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিলঃ 'Zia to form Political front'.[৬] অন্যদিকে সংবাদ খবরটি প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল : 'সকল ক্ষেত্রে দেশকে স্বনির্ভর করার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা : রাষ্ট্রপতির বেতার ভাষণ ॥ রাজনৈতিক ফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত'।[৭] আর দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'জাতীয় সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির জন্য কঠোর শ্রম ও সুসংহত ঐক্য চাই ॥ একটি রাজনৈতিক ফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত লইয়াছি ॥ কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হইলে যোগ্যতর ব্যক্তিদের কাছে দেশ গড়ার দায়িত্ব ছাড়িয়া দিব– প্রেসিডেন্ট জিয়া'।[৮]

রাজনৈতিক ফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণার মধ্য দিয়ে জিয়াউর রহমান রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়া শুরু করেন। তবে রাজনৈতিক ফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেও এই ঘোষণার দুই মাস পর ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাঁর পরোক্ষ তত্ত্বাবধানে একটি রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে। দলটির নাম রাখা হয় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী গণতন্ত্রী দল (জাগদল)। ১৯৭৬ সালের দল বিধি অনুযায়ী এই রাজনৈতিক দল অনুমোদন লাভ করে। ১৯৭৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি এই রাজনৈতিক দলের সরকারী অনুমোদন লাভের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবর দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'জাগদলের সরকারী অনুমোদন লাভ'। এতে লেখা হয় :

> *বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী গণতন্ত্রী দল বুধবার সরকারী অনুমোদন পেয়েছে। এখন থেকে এটি একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে কাজ করতে পারবে। আইন ও সংসদীয় বিষয়ক দফতর রাজনৈতিক দলবিধি (পিপিআর) ১৯৭৬ মোতাবেক এ নয়া দল অনুমোদনের কথা ঢাকা পৌরসভার চেয়ারম্যান আবুল হাসনাতকে জানিয়ে দিয়েছে।*[৯]

জাগদলের নেতৃত্ব দেয়া হয় জিয়াউর রহমানের নিয়োগকৃত ভাইস-প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে। ১৯৭৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তাঁকে আহ্বায়ক করে ১৬ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবর পরদিন ২৪ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'জাগদলের আহ্বায়ক কমিটি'। এতে লেখা হয়:

> *বিচারপতি জনাব আব্দুস সাত্তারকে আহ্বায়ক করে বৃহস্পতিবার জাতীয়তাবাদী গণতন্ত্রী দলের (জাগদল) ষোল সদস্যের একটি আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। আহ্বায়ক কমিটির সদস্যরা হচ্ছেন : প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান, সর্বজনাব আবদুল মোমেন খান, শামসুল হুদা চৌধুরী, ক্যাপ্টেন (অবসরপ্রাপ্ত) নূরুল হক, এনায়েতউল্লাহ খান, মওদুদ আহমদ, জাকারিয়া চৌধুরী, ড. এম আর খান, ছয়ফুর রহমান, জামালউদ্দীন আহমদ, আবুল হাসনাত, এম এ হক, ক্যাপ্টেন (অবসরপ্রাপ্ত) সুজাত আলী, আলহাজ এম এ সরকার ও আবুল কাশেম।*[১০]

জাগদলের পক্ষ থেকে ১৯৭৮ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সাংবাদিক সম্মেলনে দলের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী ঘোষণা করেন দেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও দলের আহ্বায়ক বিচারপতি আব্দুস সাত্তার। বিচারপতি আবদুস সাত্তার জানান : জাগদলের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় ঐক্য সুসংহত করা, মানবিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ সুনিশ্চিত করা এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করা। ১৯৭৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'জাগদলের লক্ষ্য : নতুন ধারার রাজনীতি'। এতে লেখা হয় :

> *নবগঠিত জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে নতুন ধারা প্রবাহিত করার লক্ষ্যে তাদের কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। দলের আহ্বায়ক বিচারপতি জনাব আবদুস সাত্তার গতকাল সোমবার এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে দলের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী ঘোষণাকালে বলেন, আমাদের রাজনীতি এক নতুন ধারায় প্রবাহিত হতে চলেছে। এ রাজনীতি হবে গঠনমূলক রাজনীতি।*[১১]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৮ সালের এপ্রিলে জিয়াউর রহমান সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে খুব শিগগিরই দেশে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হওয়ার আভাস দেন। একই সঙ্গে তিনি জানান, তিনি রাজনীতিতে যোগ দেবেন এবং আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হবেন। ১৯৭৮ সালের ১০ তারিখ বার্তা সংস্থা বিএসএস এর বরাত দিয়ে সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে এই খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'রাজনৈতিক দলে যোগদান করিব ॥ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হইব– জিয়া'। এতে লেখা হয় :

প্রেসিডেন্ট জিয়া জাপানে রাষ্ট্রীয় সফর শেষে টোকিও হইতে গতরাতে ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন। দেশে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সম্ভাবনা আছে কিনা এই প্রশ্নের তিনি হাঁ সূচক জবাব দেন। পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি প্রার্থী হইবেন কিনা এই প্রশ্নেরও তিনি হাঁ সূচক জবাব দেন। রাজনীতিতে তাঁহার আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদানের সম্ভাবনা রহিয়াছে কিনা প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই'। জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দলে তাহার যোগদানের সম্ভাবনা সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সম্ভাবনা আছে।[১২]

জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আভাস দেয়ার পর দুই সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়। এই অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে দেশে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। ১৯৭৮ সালের ১৯ এপ্রিল বার্তা সংস্থা বিএসএস এর বরাত দিয়ে এই অর্ডিন্যান্স জারির খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অর্ডিন্যান্স জারি'। এতে লেখা হয় :

সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য গতকাল একটি অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়। প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অর্ডিন্যান্স ১৯৭৮ নামে অভিহিত এ অর্ডিন্যান্সটি প্রেসিডেন্ট ১৯৭৫ সালের ২০ শে আগস্ট ও ১৯৭৫ সালের ৮ই নভেম্বরের ঘোষণা অনুযায়ী জারি করেন। অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন একজন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য সরকারী গেজেটে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি মারফত ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানাবেন।[১৩]

পরদিন ১৯৭৮ সালের ২০ এপ্রিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে জানানো হয়, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দফতর থেকে বলা হয়েছে যে, ১৯৭৮ সালের ১৫ জুনের মধ্যে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবর দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : '১৫ই জুনের মধ্যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন'।[১৪]

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণার পর ১৯৭৮ সালের ২১ এপ্রিল জিয়াউর রহমান বেতার-টিভির মাধ্যমে জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে রাজনৈতিক তৎপরতার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন এবং তা ২৪ এপ্রিল থেকে কার্যকর হবে বলে জানান। ১৯৭৮ সালের ২২ এপ্রিল এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। শিরোনাম ছিল: 'সার্বভৌম পার্লামেন্ট : স্বাধীন বিচার বিভাগ ॥ ৩রা জুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন : ২৪শে এপ্রিল থেকে খোলা রাজনীতি'। এতে লেখা হয়:

আগামী ৩রা জুন প্রাপ্ত বয়স্কদের সরাসরি ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ২৪ শে এপ্রিল হতে রাজনৈতিক তৎপরতার উপর থেকে পর্যায়ক্রমে বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করা হবে। জাতির উদ্দেশে শুক্রবার রাতে বেতার ও টেলিভিশনে দেয়া এক ভাষণে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এই ঘোষণা করেছেন।[১৫]

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার শেষ দিন ১৯৭৮ সালের ২ মে দেশে দু'টি রাজনৈতিক জোট গঠিত হয়। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জোটগতভাবে একজন করে প্রার্থী মনোনয়ন দেয়ার জন্য একাধিক রাজনৈতিক দল সংঘবদ্ধ হয়ে জোট গঠন করে। এই জোট দু'টির একটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন জিয়াউর রহমান এবং তাকে জোটের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী করা হয়। অপর জোট থেকে প্রার্থী করা হয় মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল (অব:) মুহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানীকে। পরদিন ১৯৭৮ সালের ৩ মে সংবাদপত্রে এই দু'টি জোট গঠনের খবর দু'টি আলাদা আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক জোটের নাম ছিল জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট। এই ফ্রন্ট গঠন সংক্রান্ত খবরে জানানো হয়: ছয়টি রাজনৈতিক দল নিয়ে গঠিত জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন জিয়াউর রহমান। জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের প্রথম বৈঠকে জিয়াউর রহমানকে আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মনোনয়ন দান করা হয়। দৈনিক বাংলায় এই ফ্রন্ট গঠনের খবর প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : '৬টি দলের সমন্বয়ে জিয়ার নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট'। এতে লেখা হয় :

জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল), বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী), ইউনাইটেড পিপলস পার্টি (ইউপিপি), বাংলাদেশ মুসলিম লীগ, বাংলাদেশ লেবার পার্টি ও বাংলাদেশ তফসিলী জাতি ফেডারেশনকে নিয়ে গত সোমবার জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট নামে এই রাজনৈতিক ফ্রন্ট গঠিত হয়। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এই ফ্রন্টের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট গত সোমবার তাদের প্রথম বৈঠকে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যে মনোনয়ন দান করে।[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষণীয় যে, জিয়াউর রহমান ১৯৭৭ সালের ১৫ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে একটি রাজনৈতিক ফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্তের ঘোষণা দিয়েছিলেন। ১৯৭৮ সালের ২ মে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট গঠনের মধ্য দিয়ে সেই ঘোষণা বাস্তবায়িত হয়।

১৯৭৮ সালের ২ মে গঠিত অপর রাজনৈতিক জোটের নাম ছিল: 'গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট'। এই ফ্রন্ট গঠন সংক্রান্ত খবরে জানানো হয়, পাঁচটি রাজনৈতিক দল নিয়ে গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট গঠিত হয়েছে। ১৯৭৮ সালের ২ মে অনুষ্ঠিত গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটের এক বৈঠকে জেনারেল (অব:) এম এ জি ওসমানীকে আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জোটের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মনোনয়ন দেয়া হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট'। এতে লেখা হয়:

> *গতকাল (মঙ্গলবার) পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার সমর্থনকারী ৫টি রাজনৈতিক দল ও কতিপয় রাজনৈতিক ব্যক্তির সমম্বয়ে 'গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট' গঠন করা হয়। ঐক্যজোটে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলি হইতেছে: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, জাতীয় জনতা পার্টি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর), বাংলাদেশ পিপলস লীগ ও গণআজাদী লীগ। ইহা ছাড়া নিষিদ্ধ ঘোষিত বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি এবং ন্যাপের (মো) দলত্যাগী নেতৃবৃন্দ সৈয়দ আলতাফ হোসেন, মিঃ সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত প্রমুখ এই ঐক্যজোটের প্রতি সমর্থন জানান। গতকাল সকালে গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটের এক বৈঠকে আসন্ন নির্বাচনে কতিপয় শর্তসাপেক্ষে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে জাতীয় জনতা পার্টির প্রধান জেনারেল (অবঃ) মুহম্মদ আতাউল গনি ওসমানীকে সর্বসম্মতিক্রমে মনোনয়ন দান করা হয়।*[১৭]

১৯৭৮ সালের ২ মে ছিল প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার শেষ দিন। প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য জিয়াউর রহমান ও মোহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানীসহ ১১ জন প্রার্থীর পক্ষে মনোনয়নপত্র জমা দেয়া হয়। পরদিন ৩ মে এই খবর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকায়ই গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। তবে তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে। এই দু'টি পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ১১ জন প্রার্থীর পক্ষে ২৯টি মনোনয়নপত্র পেশ ॥ জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের প্রার্থী প্রেসিডেন্ট জিয়া'। এতে লেখা হয়:

> *প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে দেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানসহ মোট এগার জন প্রার্থী মঙ্গলবার মনোনয়নপত্র পেশ করেছেন। আজ বুধবার মনোনয়নপত্র বাছাই করা হবে। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৩রা জুন।*[১৮]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল: '11 file nominaiton papers for presidential election : Zia, Osmani main contestants.'[১৯]

অপরদিকে দৈনিক ইত্তেফাক খবরটি প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল: 'প্রেসিডেন্ট পদে জিয়াসহ ১১ জনের মনোনয়নপত্র পেশ'।[২০] আর সংবাদ খবরটি প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল: 'জাতীয়বাদী ফ্রন্টের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়া নির্বাচন প্রার্থী'।[২১]

১৯৭৮ সালের ৩ জুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এদিন গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সব পত্রিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের খবর প্রকাশিত হয়। এ খবরে জানানো হয়, বাংলাদেশের জনগণ এই নির্বাচনে প্রথমবারের মত তাদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করবেন। খবরটি গুরুত্বের সঙ্গে সব পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব পায় সংবাদ ও দৈনিক বাংলায়। এই দু'টি পত্রিকার খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'আজ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন'। এতে লেখা হয়:

> *আজ ৩রা জুন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। জনগণ তাদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করবেন। সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত একটানা ভোট গ্রহণ করা হবে।*[২২]

দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'প্রত্যক্ষ ভোটে আজ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন'।[২৩] অন্যদিকে বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি ছয় কলাম শিরোনামে প্রথম পৃষ্ঠায় লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'First direct Presidential election today : Nation goes to pools'.[২৪] আর দৈনিক ইত্তেফাক খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'আজ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন'।[২৫]

১৯৭৮ সালের ৪ এবং ৫ জুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। প্রথম দিন ৪ জুন আংশিক এবং ৫ জুন পুরো ফল প্রকাশ করে সংবাদপত্রগুলো। ৪ জুন প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, সারাদেশে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে এবং জাতীয়বাদী ফ্রন্ট প্রার্থী জিয়াউর রহমান তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট প্রার্থী এম এ জি ওসমানী অপেক্ষা বিপুল ভোটে এগিয়ে রয়েছেন। খবরটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকাতেই ফলাও করে প্রকাশ করা হয়। প্রতিটি পত্রিকাই খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'জিয়ার পক্ষে জাতির রায়'। এতে লেখা হয়:

Nan-2 (Pull)

Dhaka University Institutional Repository

গতকাল শনিবার সারাদেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সকল কেন্দ্রে একটানা ভোট গ্রহণ করা হয়। রাত একটা পর্যন্ত পাওয়া সর্বশেষ বেসরকারী ফলাফলে জানা গেছে যে, জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট প্রার্থী জেনারেল (অব:) এম এ জি ওসমানী অপেক্ষা বিপুল ভোটে এগিয়ে আছেন।[২৬]

দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'জিয়া বিপুল ভোটে এগিয়ে'।[২৭] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'শান্তিপূর্ণভাবে দেশে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সম্পন্ন : বিপুল ভোটের ব্যবধানে জিয়া অগ্রগামী'।[২৮] অন্যদিকে বাংলাদেশ অবজারভারের শিরোনাম ছিল : 'Election held peacefully allover : Heavy turnout of voters : Massive lead for Zia'.[২৯]

১৯৭৮ সালের ৫ জুন সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল সংক্রান্ত খবরে জানানো হয় : জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট মনোনীত প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী জিয়াউর রহমান এক কোটিরও বেশি ভোটের ব্যবধানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। খবরটি সংবাদ ছাড়া বাকী তিনটি পত্রিকা ফলাও করে প্রকাশ করে এবং এই তিনটি পত্রিকা খবরটি প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'জাতির রায়ে জিয়া বিজয়ী'। এতে লেখা হয় :

জিয়া বিজয়ী। নির্বাচনে জিয়ার জয় হয়েছে। সরাসরি ভোটে জেনারেল জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। ৩রা জুনের এই ঐতিহাসিক নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিরংকুশ ভোটে জয়লাভ করেছেন।[৩০]

দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'এক কোটিরও অধিক ভোটের ব্যবধানে জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত'।[৩১] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'President Polls 77 p.c. : Osmani 22 p.c. Votes cast ‖ Great Victory for Zia'.[৩২] অন্যদিকে সংবাদ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'এক কোটিরও বেশী ভোটে জিয়া বিজয়ী'।[৩৩]

নির্বাচনে বিজয়ের পর ১৯৭৮ সালের ৫ জুন জিয়াউর রহমান এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান : জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর দেশ থেকে সামরিক আইন তুলে নেয়া হবে। তবে ঠিক কবে সামরিক আইন পুরোপুরি উঠে যাবে সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনো তারিখ প্রকাশ থেকে তিনি বিরত থাকেন। পরদিন ৬ জুন এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ খবরটি প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায় ৩ কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : 'সংসদ নির্বাচনের পর মার্শাল ল' প্রত্যাহার'। এতে লেখা হয় :

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বলেছেন যে, ক্রমান্বয়ে দেশ থেকে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হবে। গতকাল সোমবার বঙ্গভবনে আয়োজিত এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, সামরিক আইন একটি সাময়িক ব্যবস্থা, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে গণতন্ত্র।[৩৪]

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়লাভের পর জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টভুক্ত দলগুলোকে নিয়ে একটি দল গঠনের চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন জিয়াউর রহমান। এই বিষয়ে সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হতে দেখা যায়। ১৯৭৮ সালের ৪ জুলাই সংবাদ জিয়াউর রহমানের উদ্যোগে নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের একটি খবর প্রকাশ করে। এই খবরে জানানো হয় : প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাক্কালে বিভিন্নমুখী ছয়টি রাজনৈতিক দল নিয়ে গঠিত জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টে বিরাজমান টানাপোড়েনের অবসান এবং সুসংগঠিতভাবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন করার লক্ষ্যে জিয়াউর রহমান জাতীয়তাবাদী দল গঠনের উদ্যোগ নিয়েছেন। এই দল গঠনের ক্ষেত্রে অগ্রগতির উপরই আগামী সংসদ নির্বাচনের তারিখ নির্ভর করছে। খবরটি সংবাদ প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : 'জাতীয়তাবাদী দল গঠিত হচ্ছে'। এতে লেখা হয় :

জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের অঙ্গ দলগুলোর সমন্বয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ দল গঠনের প্রশ্নে সংশ্লিষ্ট দলগুলোর নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলছে। নির্ভরযোগ্য সূত্র জানা যায়, আলাপ-আলোচনায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। নয়া দলের নাম হবে "জাতীয়তাবাদী দল"।[৩৫]

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, জিয়াউর রহমানের অনুপ্রেরণায় জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল) গঠিত হলেও জিয়াউর রহমান শেষ পর্যন্ত ঐ দলে যোগদান করেননি। তবে জাগদল সহ ছয়টি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট গঠিত হলে জিয়াউর রহমান ঐ ফ্রন্টের চেয়ারম্যান হন। জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবেই নির্বাচন করে তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

নতুন রাজনৈতিক দল গঠন সংক্রান্ত এই খবর সংবাদে প্রকাশের দুই মাসের মধ্যেই জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) গঠিত হয়। ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর দল গঠনের পরদিন ২ সেপ্টেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয়, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে নতুন রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) আত্মপ্রকাশ করেছে। জিয়াউর রহমান এই দলের আহ্বায়ক কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকাতেই গুরুত্বের সঙ্গে খবরটি প্রকাশিত হয়। তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব লাভ করে দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে। এই দুটি পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক

Nun-2 (Pull)

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'অর্থনৈতিক মুক্তি জনগণভিত্তিক গণতন্ত্র ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ব্যাপক ঐক্যই লক্ষ্য ॥ জিয়ার নেতৃত্বে নয়া রাজনৈতিক দল'। এতে লেখা হয় :

মহান জাতীয় ঐক্যের তাগিদে প্রেসিডেন্ট জিয়া তার নেতৃত্বে একটি ব্যাপকভিত্তিক নতুন জাতীয় দল গঠন করেছেন। এই নতুন রাজনৈতিক দলের নাম 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল'। জিয়া এই দলের আহ্বায়ক কমিটির চেয়ারম্যান। নতুন এই দলে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টভুক্ত রাজনৈতিক দলগোষ্ঠী রয়েছে।[৩৬]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'Consolidation of nation Unity aim of new Party : Zia ॥ BJD formation announced'.[৩৭] অন্যদিকে দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'প্রেসিডেন্ট জিয়ার নেতৃত্বে নয়া রাজনৈতিক দল'।[৩৮] সংবাদে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : 'নতুন রাজনৈতিক দল : জিয়া চেয়ারম্যান'।[৩৯]

নতুন রাজনৈতিক দল বিএনপি গঠনের পর জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট বিলুপ্ত ঘোষণা করেন জিয়াউর রহমান। ১৯৭৮ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট বিলুপ্তির ব্যাপারে জিয়াউর রহমানের ঘোষণার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবর দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট বিলুপ্ত ঘোষণা'। এতে লেখা হয় :

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান আজ জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট বিলুপ্ত করার কথা ঘোষণা করেন। প্রেসিডেন্ট জিয়া জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের চেয়ারম্যান ছিলেন। ৩রা জুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে ৬টি রাজনৈতিক দল নিয়ে এই ফ্রন্ট গঠন করা হয়েছিল।[৪০]

১৯৭৮ সালের ১৭ নভেম্বর এক সামরিক আইন বিধি জারি করে জিয়াউর রহমান ১৯৭৬ সালে জারি করা রাজনৈতিক দল বিধি বাতিল ঘোষণা করেন। তবে কেন এই বিধি বাতিল করা হয় সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা ঐ ঘোষণায় দেয়া হয়নি। খবরটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয় ১৮ নভেম্বর। তবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলায়। বার্তা সংস্থা বিএসএস ও এনা পরিবেশিত এই খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'রাজনৈতিক দল বিধি (পিপিআর) বাতিল'। এতে লেখা হয় :

রাজনৈতিক দলবিধি (পিপিআর) বাতিল করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক শুক্রবার এক সামরিক আইন বিধি জারী করে 'রাজনৈতিক দল বিধি ১৯৭৬' বাতিল করেন। ঢাকায় এক ঘোষণার উদ্ধৃতি দিয়ে এনা ও বাসসর খবরে একথা বলা হয়।[৪১]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল 'PPR repealed'।[৪২] অন্যদিকে দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'রাজনৈতিক দলবিধি বাতিল'।[৪৩] সংবাদে শিরোনাম ছিল : 'রাজনৈতিক দলবিধি প্রত্যাহার'।[৪৪]

লক্ষণীয় যে, রাজনৈতিক দলবিধি বাতিলের মধ্য দিয়ে দেশে আবার অবাধে রাজনৈতিক দল গঠন ও রাজনৈতিক তৎপরতা চালানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়।

রাজনৈতিক দল বিধি বাতিলের দুই সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে জিয়াউর রহমান জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। ১৯৭৮ সালের ৩০ নভেম্বর বেতার-টিভির মাধ্যমে জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে তিনি এই ঘোষণা দেন। এই খবর পরদিন ১ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবরে জানানো হয়, জিয়াউর রহমান জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে ১৯৭৯ সালের ২৭ জানুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়েছেন। এই ভাষণে তিনি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর সামরিক আইন প্রত্যাহারের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। এই খবরটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে। এই দুটি পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় এর শিরোনাম ছিল : 'নির্বাচনের পরেই সামরিক আইন প্রত্যাহার : সার্বভৌম পার্লামেন্ট : প্রেসিডেন্ট জিয়ার ঘোষণা ॥ ২৭শে জানুয়ারী সংসদ নির্বাচন'। এতে লেখা হয়:

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান আগামী ২৭শে জানুয়ারী শনিবার জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে এক বেতার-টেলিভিশন ভাষণে এই তারিখ ঘোষণা করে প্রেসিডেন্ট জিয়া বলেন, জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরপরই সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হবে।[৪৫]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল: Parliament to be sovereign : Provision for impeachmed of President : Election on Jan. 27 ॥ Martial Law goes after polls'.[৪৬] অন্যদিকে দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'নির্বাচনের পর সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হইবে ॥ ২৭শে জানুয়ারী সংসদীয় নির্বাচন : সংবিধান সংশোধন ও প্রেসিডেন্টকে অপসারণের ক্ষমতাসহ সার্বভৌম সংসদ'।[৪৭] সংবাদে খবরটি

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: '২৭শে জানুয়ারী সংসদ নির্বাচন : নির্বাচনের পর সামরিক আইন প্রত্যাহার'।[৪৮]

এখানে লক্ষণীয় যে, ১৯৭৮ সালের ৫ জুন জিয়াউর রহমান এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর দেশ থেকে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হবে। ১৯৭৮ সালের ৩০ নভেম্বর জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পাশাপাশি ঐ নির্বাচনের পর সামরিক আইন তুলে নেয়ার ঘোষণা পুনর্ব্যক্ত করেন।

কিন্তু দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের পূর্বশর্ত হিসেবে নির্বাচনের আগেই সামরিক আইন প্রত্যাহারসহ পাঁচ দফা দাবী সরকারের কাছে তুলে ধরে। এই দাবীসমূহ ছিল :

১. *সামরিক আইন প্রত্যাহার, সকল দমনমূলক আইন যথা বিশেষ ক্ষমতা আইন, জরুরী অবস্থা আইন ও সামরিক আইন বাতিল করে জনগণের মৌলিক অধিকার পুনপ্রতিষ্ঠা*

২. *সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনী বাতিল করে ১৯৭২ সালের সংবিধান বর্ণিত সংসদীয় গণতন্ত্র পুনপ্রতিষ্ঠা,*

৩. *সাজাপ্রাপ্ত ও আটক সকল রাজনৈতিক বন্দী ও মুক্তিযোদ্ধাকে মুক্তি দান এবং সামরিক আইনে সাজা প্রদানের বিরুদ্ধে উর্ধ্বতন আদালতে আপীলের অধিকার প্রদান,*

৪. *মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান যদি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে চান তাহলে সামরিক বাহিনী হতে তার পদত্যাগ.*

৫. *সংবাদপত্র ও প্রকাশনা আইনসহ সকল কালাকানুন বাতিল করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কায়েম।*

উপরোক্ত দাবীসমূহ মেনে না নেয়া হলে দেশের প্রধান প্রধান ১২টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ না নেয়ার ঘোষণা দেয়। ১৯৭৮ সালের ৮ ডিসেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'বারোটি দলের নির্বাচনে অংশ না নেয়ার সিদ্ধান্ত'। এতে লেখা হয় :

১২টি রাজনৈতিক দল আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী ২৭শে জানুয়ারী এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। গত কয়েকদিন ধরে জনাব আতাউর রহমান খানের বাসভবনে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির ব্যাপক আলাপ-আলোচনার পর গতকাল বৃহস্পতিবার রাত প্রায় বারোটায় এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হয়। নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত জানিয়ে নয়টি রাজনৈতিক দল একটি যুক্ত বিবৃতি দিয়েছেন। আওয়ামী লীগ (মালেক), আওয়ামী লীগ (মিজান) এবং ইউনাইটেড পিপলস পার্টি পৃথক পৃথক বিবৃতিতে নির্বাচনে অংশ না নেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে।[৪৯]

বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ উপরোক্ত পাঁচ দফা দাবী পেশ করার এক সপ্তাহ পর ১৯৭৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে জিয়াউর রহমান এক ঘোষণায় সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীভুক্ত সংবিধানের কিছু বিধান বাতিল করেন। এর মধ্য দিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের একটি দাবীর আংশিক পূরণ করা হয়। ১৯৭৮ সালের ১৬ ডিসেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: '৪র্থ সংশোধনীর অগণতান্ত্রিক ধারা বাতিল'।[৫০]

উপরোক্ত ঘোষণা প্রদানের দুই সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে আরেক ঘোষণায় সরকার বিরোধী দলসমূহকে নির্বাচনমুখী করার জন্য বিরোধী দলসমূহের ঘোষিত দাবীগুলোর কতিপয় অংশ মেনে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৭৮ সালের ২৪ ডিসেম্বর সরকারের এই ঘোষণায় যে সব দাবী মেনে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় সেগুলোর মধ্যে ছিল :

এক. যে সব রাজবন্দীদের বিরুদ্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নেই তাদের শীঘ্রই মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত,

দুই. প্রেস এন্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহারের ব্যবস্থা।

তিন. রাজনৈতিক তৎপরতা সংক্রান্ত সামরিক আইন বিধি প্রয়োগ স্থগিত থাকবে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর জনসভা করার জন্য কোনো অনুমতি নিতে হবে না।

১৯৭৮ সালের ২৫ ডিসেম্বরের সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'যেসব রাজবন্দীর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নেই তাদের শীঘ্রই মুক্তি দেয়া হবে : প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহারের ব্যবস্থা : জনসভার অনুমতি লাগবে না ॥ রাজনৈতিক কর্মকান্ডে মার্শাল ল' প্রয়োগ স্থগিত'।[৫১]

বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের পূর্বশর্তসমূহ নিয়ে আলোচনার জন্য ১৯৭৮ সালের ২৫ ডিসেম্বর ১০টি রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে জিয়াউর রহমানের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে নির্বাচনের আগে সামরিক শাসন প্রত্যাহারসহ বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের পাঁচ দফা সম্পর্কে সরকারের সঙ্গে কোনো ঐক্যমতে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। পরদিন এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে

Nun 2 (Full)

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'দশ দলীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি প্রেসিডেন্টের আশ্বাস : নির্বাচন হবে অবাধ ও নিরপেক্ষ'। এতে লেখা হয় :

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান দশ দলীয় জোটের নেতৃবৃন্দকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, আসন্ন সংসদ নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে। নেতৃবৃন্দ সোমবার বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আতাউর রহমান খানের বিবৃতি: প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সঙ্গে বঙ্গভবনে দীর্ঘ প্রায় আট ঘন্টা বৈঠকের পর সোমবার রাতে দশ দলের পক্ষে আতাউর রহমান খান এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানান, নির্বাচনে অংশগ্রহণের পূর্বশর্ত তাঁদের পাঁচ দফা দাবী সম্পর্কে সরকারের সঙ্গে কোন ঐক্যমতে পৌছানো সম্ভব হয়নি।[৫২]

বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের সঙ্গে বৈঠকের পরদিন ১৯৭৮ সালের ২৬ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশে দেয়া এক ভাষণে বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের পাঁচ দফা দাবীর আরও একটি অংশ মেনে নেয়ার ঘোষণা দেন জিয়াউর রহমান এবং তা ছিল ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে জরুরী আইনের অধীনে যেসব মৌলিক অধিকার রহিত করা হয়েছিল তা পুনর্বহাল করা। তবে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে সামরিক আইন প্রত্যাহার না করার সিদ্ধান্তে তিনি অটল থাকেন। এই ভাষণে তিনি সংসদ নির্বাচন ১৫ দিন পিছিয়ে দেয়ার ঘোষণা দেন এবং ১২ ফেব্রুয়ারিকে পুনর্নির্ধারিত তারিখ হিসেবে ঘোষণা দেন। খবরটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হয় এবং এ বিষয়ে একাধিক রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। মূল খবরটি তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব দেয় দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার। উভয় পত্রিকা খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'মৌলিক অধিকারগুলো পুনর্বহালের নির্দেশ : নির্বাচন হবে অবাধ ও নিরপেক্ষ ॥ সংসদের প্রথম অধিবেশনকালে মার্শাল ল' প্রত্যাহার'। এতে লেখা হয় :

প্রেসিডেন্ট জিয়া ঘোষণা করেছেন, নির্বাচিত জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সময়ই দেশ থেকে সামরিক আইন তুলে নেয়া হবে। ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে জরুরী আইনের অধীনের যেসব মৌলিক অধিকার রহিত করা হয়েছিল সেসব মৌলিক অধিকার পুনর্বহাল করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। জিয়া ঘোষণা করেছেন, জাতীয় সংসদের নির্বাচনের তারিখ ১৫ দিন পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ১২ই ফেব্রুয়ারী।[৫৩]

বাংলাদেশ অবজারভারে মূল খবরটির শিরোনাম ছিল : 'Restoration of fundamental rights ordered : ML goes during 1st NA session ॥ All detenus to be freed in possible cases : Zia'.[৫৪]

দৈনিক বাংলায় জিয়াউর রহমানের ভাষণ সংক্রান্ত অপর খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় চার কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : 'সকল দল ও নেতৃবৃন্দের অনুরোধে তারিখ পিছিয়ে দেয়া হয়েছে : ১২ই ফেব্রুয়ারি সংসদ নির্বাচন'।[৫৫] দৈনিক ইত্তেফাকে জিয়াউর রহমানের ভাষণ সংক্রান্ত দু'টি খবর প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায়। এর একটি খবর প্রকাশিত হয় তিন কলাম লীড শিরোনামে। শিরোনাম ছিল: 'জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে প্রেসিডেন্ট জিয়া বলেন : পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশনেই সামরিক আইন প্রত্যাহার হইবে ॥ ৩রা জুনের নির্বাচনে জনগণ প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির পক্ষে রায় দিয়েছেন ॥ যেকোন অশুভ চক্রান্ত বানচাল করিয়া দিতে সরকার বদ্ধপরিকর'।[৫৬] দৈনিক ইত্তেফাকের অপর খবরটি ডাবল কলাম শিরোনামে বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'পূর্ব নির্ধারিত ২৭শে জানুয়ারীর পরিবর্তে ১২ই ফেব্রুয়ারী নির্বাচন'।[৫৭]

জিয়াউর রহমানের ২৬ ডিসেম্বরের (১৯৭৮) ঐ ভাষণের পরও বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ তাদের পাঁচ দফা দাবী পুরোপুরি আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত রাখে। এই লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ (মালেক) ১৯৭৯ সালের ৪ জানুয়ারি গণজমায়েত ও মিছিলের আয়োজন করে। এই গণজমায়েতে ঘোষণা করা হয় যে, দাবী না মানলে আওয়ামী লীগ (মালেক) নির্বাচন শুধু বর্জনই নয়– তা আদায়ের জন্যে আন্দোলনও শুরু করবে। পরদিন ১৯৭৯ সালের ৫ জানুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'আওয়ামী লীগ (মালেক) : পাঁচ দফার সমর্থনে মিছিল'। এতে লেখা হয় :

পাঁচ দফা দাবীর সমর্থনে আওয়ামী লীগ (মালেক) গতকাল ঢাকায় এক দীর্ঘ মিছিল বের করে। এ দাবী না মানলে নির্বাচন শুধু বর্জনই নয়– তা আদায়ের জন্যে আন্দোলন শুরু করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়। মিছিল বের করার আগে বায়তুল মোকাররমে দলের সভাপতি জনাব আবদুল মালেক উকিল এক গণজমায়েতে ঘোষণা করেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হতে পারে না।[৫৮]

একই দিন অর্থাৎ ১৯৭৯ সালের ৪ জানুয়ারি এক সাংবাদিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগ (মিজান) এর পক্ষ থেকে পাঁচ দফা দাবী আদায় না হওয়ায় নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্তে অটল থাকার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয় এবং ৬ জানুয়ারি থেকে দাবী আদায়ের জন্য নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ঘোষণা দেয়া হয়। পরদিন ৫ জানুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'আওয়ামী লীগ (মিজান) : নির্বাচন বর্জনে অটল থাকার সিদ্ধান্ত'। এতে লেখা হয় :

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের (মিজান) সভাপতি জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী পার্লামেন্ট নির্বাচনে অংশ নেয়ার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কোন গ্রহণযোগ্য ফর্মূলা প্রণীত না হওয়ায় তাঁর দলের নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্তে অটল থাকার কথা পুনরায় ঘোষণা করেন। তিনি দলের

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনে অংশগ্রহণের পূর্বশর্ত হিসেবে জোর দিয়ে অনতিবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার ও সামরিক বাহিনী থেকে প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ দাবী করেন।[৫৯]

নির্বাচনে অংশগ্রহণের পূর্বশর্ত মেনে নেয়ার দাবীতে ১৯৭৯ সালের ৬ জানুয়ারি থেকে আন্দোলন শুরুর ঘোষণা দিলেও আগের দিন ৫ জানুয়ারি হঠাৎ করে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় আওয়ামী লীগ (মিজান)। একই সঙ্গে দাবী পেশকারী আরও ছ'টি রাজনৈতিক দলও নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। সরকারের সঙ্গে ১৯৭৯ সালের ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত এক বৈঠকের পর আওয়ামী লীগ (মিজান) সহ ৭টি সংগঠন এই সিদ্ধান্ত নেয়। আওয়ামী লীগ (মালেক) নেতৃবৃন্দ এই বৈঠকে যোগদান করলেও নির্বাচন বর্জনে সিদ্ধান্তে তারা অটল থাকেন। এই আলোচনার প্রেক্ষিতেই জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখও ছয় দিন পিছিয়ে ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি নির্ধারণ করা হয়। ১৯৭৯ সালের ৬ জানুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলা খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'জাসদ, আওয়ামী লীগ (মিজান), জাতীয় লীগ ও ইউপিপিসহ সাতটি দল নির্বাচনে অংশ নেবে ॥ নির্বাচনের নয়া তারিখ ১৮ই ফেব্রুয়ারি : মন্ত্রিপরিষদ সংসদের কাছে জবাবদিহি করবে : রাজবন্দীদের আশু মুক্তির ব্যবস্থা'। এতে লেখা হয় :

৭টি বিরোধী রাজনৈতিক দল আসন্ন সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে। শুক্রবার রাতে সরকারের সাথে তারা এ ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছেছেন। সাতটি দলের অংশগ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন শুক্রবার রাতে ঘোষণা করেছেন, সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ১৮ই ফেব্রুয়ারী। মনোনয়নপত্র দাখিলের নয়া তারিখ হলো ১৬ই জানুয়ারী। নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দের শুনানীর তারিখ ধার্য হয়েছে ১৫ই জানুয়ারী। যে ৭টি দল নির্বাচনে অংশগ্রহণে রাজী হয়েছে তারা হলো : জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (মিজান), ইউনাইটেড পিপলস পার্টি, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ, শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল, জাতীয় একতা পার্টি ও বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক আন্দোলন।[৬০]

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়ার পর এ ব্যাপারে একটি ব্যাখ্যা দিয়ে ১৯৭৯ সালের ৮ জানুয়ারি বিবৃতি প্রদান করে আওয়ামী লীগ (মিজান)। পরদিন ৯ জানুয়ারি সংবাদপত্রে এই বিবৃতিভিত্তিক খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয়, বর্তমান সামরিক সরকারকে শান্তিপূর্ণ পন্থায় জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য করার জন্য আন্দোলন করে আসছে আওয়ামী লীগ (মিজান)। বর্তমান পর্যায়ে আওয়ামী লীগ (মিজান) অধিকার আদায়ের জন্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের একটি কার্যকর পন্থা হিসেবে গ্রহণ করেছে। খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'আওয়ামী লীগের (মিজান) নির্বাচনে অংশ নেয়ার কারণ ব্যাখ্যা'। এতে লেখা হয় :

আওয়ামী লীগ (মিজান) সভাপতি জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী গতকাল জানান, তারা অধিকার আদায়ের জন্য নির্বাচনকে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের একটি কার্যকর পন্থা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আওয়ামী লীগের নির্বাচনে অংশগ্রহণের পটভূমি ব্যাখ্যা করে গতকাল এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ নেতা বলেন, বর্তমান সামরিক সরকারকে শান্তিপূর্ণ পন্থায় জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য করার জন্য গোড়া থেকেই তারা সংগ্রাম করে আসছে।[৬১]

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রশ্নে আওয়ামী লীগ (মালেক) নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ১৯৭৯ সালের ৮ জানুয়ারি পুনরায় বৈঠক হয় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের। পরদিন ১৯৭৯ সালের ৯ জানুয়ারি আওয়ামী লীগও (মালেক) জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে এক সাংবাদিক সম্মেলনে। এই সাংবাদিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগ (মালেক)-এর নির্বাচনে অংশগ্রহণের কারণও ব্যাখ্যা করা হয়। পরদিন ১৯৭৯ সালের ১০ জানুয়ারি সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয়, আওয়ামী লীগ (মালেক) জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছে যে, আওয়ামী লীগকে নির্বাচন বিরোধী, শান্তি বিনষ্টকারী ও ধ্বংসাত্মক অশুভ শক্তি হিসেবে চিত্রিত করে নিত্যনতুন বিভ্রান্তির মাধ্যমে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্ত মোকাবেলা এবং সকল ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করে জাতীয় সংসদের ভিতরে ও বাইরে সংগ্রামের মাধ্যমে সকল গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে আনার বৃহত্তর আন্দোলনের পদক্ষেপ হিসেবেই তারা নির্বাচনে যাচ্ছেন। খবরটি দৈনিক বাংলার প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'আওয়ামী লীগ (মালেক) নির্বাচনে অংশ নেবে'। এতে লেখা হয় :

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (মালেক) আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দলীয় প্রধান জনাব আবদুল মালেক উকিল গতকাল মঙ্গলবার রাতে তাড়াহুড়া করে আহুত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন।[৬২]

১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সব ক'টি পত্রিকায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'আজ ভোট : জনগণের রায়ের দিন'। এতে লেখা হয় :

আজ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। প্রতীক্ষার প্রহর গোণা একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দিন। বাংলাদেশের জনগণ সুখ চায়, শান্তি চায়। চায় অক্ষুণ্ন অমলিন স্বাধীনতা ও জাতীয় সার্বভৌমত্ব। জনগণের এই প্রত্যয় ও প্রার্থিত ইচ্ছার পটভূমিতে গণতন্ত্রের মহান লক্ষ্যে পৌঁছানোর একটি পদক্ষেপ হিসেবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে আজকের নির্বাচন।[৬৩]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Transition to democracy begins ॥ Polls today'.[৬৪] সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আজ জাতীয় সংসদ নির্বাচন'।[৬৫] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আজ সংসদ নির্বাচন'।[৬৬]

১৯৭৯ সালের ১৯ এবং ২০ ফেব্রুয়ারির সংবাদপত্রে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হয়। নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিএনপি প্রার্থীরা বিজয়ী হন। প্রথম দিন আংশিক এবং দ্বিতীয় দিন প্রায় পুরো আসনসমূহের ফল প্রকাশ করা হয়। প্রথম দিন ১৯৭৯ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের ফল সংক্রান্ত খবর তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার। উভয় পত্রিকা খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'মন্ত্রী মাজেদুল হক মওদুদ হাবিবুল্লাহ খান আলীম নূরুল হক মোমেন খান শামসুল হুদা চৌধুরী ও মেয়র হাসনাত বিজয়ী : মালেক উকিল ফরহাদ ইউসুফ আলী পরাজিত : খান সবুর জিতেছেন ॥ বিএনপির বিপুল বিজয়'। এই খবরে লেখা হয় :

> *দেশের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ের সফল সমাপ্তি হয়েছে। দেশবাসী গতকাল জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে। রাত চারটার খবর : বিএনপি ৫২টি, আওয়ামী লীগ (মালেক) ৯টি, মুসলিম লীগ-আইডিএল ৩টি, জাসদ ২টি, স্বতন্ত্র ৪টি ও গণফ্রন্ট ১টি আসন পেয়েছে।[৬৭]*

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'BNP sweeps Polls'.[৬৮] অন্যদিকে সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'জাতীয় সংসদে ৩শ' আসনে নির্বাচন সম্পন্ন : অধিকাংশ আসনে বিএনপি এগিয়ে আছে'।[৬৯] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন : অধিকাংশ আসনে বিএনপি প্রার্থীরা অগ্রগামী'।[৭০]

১৯৭৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারির সংবাদপত্রে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রায় সব আসনের ফল প্রকাশিত হয়। এদিনও গবেষণার অন্তর্ভুক্ত খবরের কাগজগুলো গুরুত্বের সঙ্গে এই খবর প্রকাশ করে। এদিনও তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব দিয়ে নির্বাচনের খবর প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার। উভয় পত্রিকা খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'বিএনপির পক্ষে জনগণের রায়'। এতে লেখা হয় :

> *জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশবাসী বিএনপি'র পক্ষে দ্ব্যর্থহীন রায় দিয়েছেন। সংসদের ৩শ' আসনের মধ্যে বিএনপি জয়লাভ করেছে দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশী আসনে। রাত সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ঘোষিত ২৯৬টি আসনের মধ্যে বিএনপি পেয়েছে ২০০টি আসন।[৭১]*

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরানাম ছিল : 'AL (Malek) 40 : ML-IDL 19 : JSD 9 : Independent 17 : BNP bags 203 Seat's.[৭২] অন্যদিকে সংবাদে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল : '২৯৬টি আসনের ফল ঘোষণা ॥ আওয়ামী লীগ ৪০ : মুসলিম লীগ-আইডিএল ১৯ : জাসদ ৯ : স্বতন্ত্র ও অন্যান্য ২৫ ॥ বিএনপির দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন'।[৭৩] আর দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল : ২৯৬টি আসনের ফল ঘোষণা : জাতীয়তাবাদী দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা'।[৭৪]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দেড় মাস পর ১৯৭৯ সালের ২ এপ্রিল সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। এই দিন এই বিষয়ে খবর প্রকাশ করে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রগুলো। দৈনিক বাংলা খবরটি প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল : 'আজ সংসদ অধিবেশন শুরু : গণতন্ত্রে উত্তরণের প্রতিশ্রুতি পূরণ'। এতে লেখা হয় :

> *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের দ্বিতীয় জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন আজ সোমবার সকাল ১০টায় তেজগাঁওস্থ সংসদ ভবনে শুরু হবে। এর আগে সকাল সাড়ে ৮টায় সংসদ ভবনের এক নম্বর কমিটি রুমে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যারা শপথ নেবেন। সংবিধানের সংশোধিত বিধান অনুযায়ী ভাইস-প্রেসিডেন্ট বিচারপতি জনাব আবদুস সাত্তার সদস্যগণকে শপথ বাক্য পাঠ করাবেন।[৭৫]*

১৯৭৯ সালের ২ এপ্রিল জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে ভাষণ দেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। এই ভাষণে জিয়াউর রহমান দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের লক্ষ্য অর্জনের জন্য জাতীয় সংসদের দলমত নির্বিশেষে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। সুষ্ঠু সংসদীয় কর্মপদ্ধতি ও ঐতিহ্য গড়ে তোলার জন্যও তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। ১৯৭৯ সালের ৩ এপ্রিল গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলা খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বিকাশে দলমত নির্বিশেষে সবার সক্রিয় সহযোগিতা কামনা : সুষ্ঠ সংসদীয় ঐতিহ্য গড়ে তুলুন : জিয়া'। এতে লেখা হয় :

Dhaka University Institutional Repository

দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের লক্ষ্য অর্জনের জন্যে প্রেসিডেন্ট জিয়া জাতীয় সংসদের দলমত নির্বিশেষে সকলের সক্রিয় সহযোগিতা চেয়েছেন। গণতন্ত্রকে সুসংহত হওয়ার সুযোগ দেয়ার জন্যে সংসদ সদস্য-সদস্যাদের প্রতি জিয়া আবেদন জানিয়েছেন। সুষ্ঠু সংসদীয় কর্মপদ্ধতি ও ঐতিহ্য গড়ে তোলার জন্যে তিনি সকলের প্রতি জানিয়েছেন উদাত্ত আহ্বান। দেশের দ্বিতীয় জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিনে সংসদে প্রদত্ত ভাষণে প্রেসিডেন্ট জিয়া এই আহবান জানান ও বক্তব্য রাখেন।[৭৬]

জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে ১৯৭৯ সালের ৫ এপ্রিল তুমুল বিতর্ক, সুদীর্ঘ আলোচনা-সমালোচনা এবং বিরোধী দলের একাংশের ওয়াক-আউটের মধ্য দিয়ে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী বিল পাশ হয়। এই বিল পাশের মধ্য দিয়ে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে শুরু করে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখের মধ্যে প্রণীত সকল ফরমান, সামরিক আইন প্রবিধান ও আদেশ, অন্যান্য আইন প্রভৃতি এবং এই সময়ের সরকারের সকল কাজ-কর্ম ও গৃহীত ব্যবস্থাকে বৈধভাবে গ্রহণ করা হয়। এই বিল অনুমোদনের ফলে এ সম্পর্কে কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো কারণেই কোনো প্রশ্ন উথাপন করা যাবে না। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে এই বিল পাশের খবর ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলা ও সংবাদ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত খবরটির শিরোনাম ছিল : '৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে গৃহীত কার্যক্রম অনুমোদন ॥ সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী বিল পাশ : আওয়ামী লীগ ও অন্যান্যদের ওয়াক আউট'। এতে লেখা হয় :

দেশে সামরিক আইন বলবৎ থাকাকালে প্রণীত সকল ফরমান, সামরিক আইন প্রবিধান ও আদেশ, অন্যান্য আইন প্রভৃতি এবং এই সময়কালের সকল কাজকর্ম ও গৃহীত ব্যবস্থাকে অনুমোদন ও সমর্থন করে আনীত সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) বিল, ১৯৭৯ গতকাল তুমুল বিতর্কের পর সংসদে পাস হয়েছে। তৃতীয় পাঠ শেষে বিলটি ভোটে দেয়ার আগে প্রতিবাদ জানিয়ে আওয়ামী লীগ ও জাসদের সদস্যরা এবং জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, শ্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ও জনাব রাশেদ খান মেনন ওয়াক আউট করে। ডিভিসনে বিলটির পক্ষে ২৪১ ভোট পড়ে। বিরুদ্ধে কেউ ভোট দেননি।[৭৭]

সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'বিরোধী দলের প্রতিবাদ ও ওয়াক আউটের মুখে– সংবিধান সংশোধনী বিল গৃহীত'।[৭৮] অন্যদিকে দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরেনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'বিরোধী দলীয় সদস্যদের ওয়াক আউট ॥ জাতীয় সংসদে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী বিল গৃহীত'।[৭৯] আর বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল : 'First Act of 2nd Jatiyo Sangsad : 5th Amendment Bill Passed'.[৮০]

জাতীয় সংসদে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী বিল পাশ হওয়ার পরদিনই ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল জিয়াউর রহমান দেশ থেকে সামরিক আইন তুলে নেন। ৬ এপ্রিল বেতার ও টিভির মাধ্যমে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত এক ভাষণে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সামরিক আইন প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন। পরদিন ১৯৭৯ সালের ৭ এপ্রিল গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবক'টি পত্রিকায় ফলাও করে এই খবর প্রকাশিত হয়। সবক'টি পত্রিকা খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'জাতির প্রতি জিয়ার ওয়াদা পূরণ : শান্তি ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার আহ্বান : মার্শাল ল প্রত্যাহার'। এই রিপোর্টটিতে লেখা হয়:

শুক্রবার রাত আটটায় দেশ থেকে মার্শাল ল তুলে নেয়া হয়েছে। কাল রাত আটটায় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বেতার ও টেলিভিশনযোগে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে মার্শাল ল প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করেন। দেশবাসীর কাছে তিনি যে ওয়াদা করেছিলেন এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে তা পূরণ হলো।[৮১]

দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'সামরিক আইন প্রত্যাহার'।[৮২] সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'সামরিক আইন প্রত্যাহার : জাতির উদ্দেশে রাষ্ট্রপতির ভাষণ'।[৮৩] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'Zia calls for complete peace to establish healthy democratic order : Martial Law goes'.[৮৪]

সামরিক শাসন প্রত্যাহারের পর জিয়াউর রহমান দেশের বেসামরিক প্রেসিডেন্টে পরিণত হন। বেসামারিক প্রেসিডেন্ট হওয়ার মধ্য দিয়ে জিয়াউর রহমানের দলীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পথ পুরোপুরি উন্মুক্ত হয়। জিয়াউর রহমানের বেসামরিক প্রেসিডেন্ট হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরে একটি খবর প্রকাশ করে সংবাদ। ১৯৭৯ সালের ৮ এপ্রিল সংবাদের প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'জিয়া এখন বেসামরিক রাষ্ট্রপতি'। এতে লেখা হয় :

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এখন আর সামরিক বাহিনীতে নেই, তিনি এখন পুরোপুরি একজন বেসামরিক রাষ্ট্রপতি। তিনি ১৯৭৮ সালের ২৯শে এপ্রিল সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফের পদ থেকে অবসর নিয়েছেন। সামরিক আইন প্রত্যাহারের পরে তিনি আর সম্মিলিত বাহিনীর কমান্ডার ইন-চীফ পদেও নেই। তিনি এখন পদাধিকার বলে সংবিধানের ৬১ ধারা মোতাবেক বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের সর্বাধিনায়ক। গতকাল শনিবার জাতীয় সংসদের বৈকালিক অধিবেশনে সংসদ নেতা ও মনোনীত প্রধানমন্ত্রী জনাব শাহ আজিজ একথা ঘোষণা করেন।[৮৫]

সম্পাদকীয় :

Dhaka University Institutional Repository

জিয়াউর রহমানের দলীয় রাজনীতি শুরু এবং এর মাধ্যমে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়ায় পুরোপুরি উত্তরণের বিভিন্ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে বেশকিছু সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়।

দেশের রাজনীতি নিয়ে আলোচনার জন্য জিয়াউর রহমান ১৯৭৭ সালের ১১ অক্টোবর দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক বৈঠক করেন। ১৯৭৭ সালের ১২ অক্টোবর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। পরদিন ১৩ অক্টোবর এ বিষয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল : 'ভবিষ্যতে রাজনীতির ভিত্তি'। এতে লেখা হয় :

> *আমরা আশা করতে চাই, আমাদের রাজনীতিকগণ এই সন্ধিক্ষণে সমস্ত সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে অভিন্ন জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে এবং বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যের ডাকে সাড়া দিতে ব্যর্থ হবেন না। সবারই মনে রাখা দরকার ঐক্যবদ্ধভাবে ষড়যন্ত্রকারী এবং দেশদ্রোহীদের নির্মূল করতে না পারলে গণতন্ত্রে উত্তরণের পথ সমস্যা সংকুল হয়ে দাঁড়াবে। আর রাজনীতিও স্বচ্ছন্দ খাতে প্রবাহিত হতে পারবে না।*[৬]

জিয়াউর রহমান দলীয় রাজনীতি শুরু করার আগে একটি রাজনৈতিক ফ্রন্ট গঠনের চিন্তা করেন। এই জন্যই তিনি ১৯৭৭ সালের ১৫ ডিসেম্বর রাতে জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী রাজনীতিবিদদের ঐক্যবদ্ধ করে একটি রাজনৈতিক ফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ১৯৭৭ সালের ১৬ ডিসেম্বরের সংবাদপত্রে জিয়াউর রহমানের এই ফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্তের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ১৯৭৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল: 'সর্বাত্মক জাতীয় উন্নয়নই হবে লক্ষ্য'। সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> *প্রেসিডেন্টের ঘোষিত সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক ফ্রন্টের মূল কথা হলো : 'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস'। জনগণের হাতে ক্ষমতা প্রত্যার্পণের উদ্দেশ্যেই গঠন করা হচ্ছে এই ব্যাপকভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠন। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী এবং জাতির ভাগ্যোন্নয়ন প্রচেষ্টায় নিবেদিত সকল দেশপ্রেমিককে এ সংগঠনে যোগদানের আহ্বান জানানো হয়েছে।*[৭]

বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল : 'President's V. Day Address- A Historical Performance'. এতে লেখা হয়:

> *Thus revival of the political process in the country has been conceived and is being enforced in a spirit that sets the highest value on patriotism, dedication, and the love and service of the people. At this juncture in its career these are among the nation's crucial needs. The nation hopes to see these qualities return to its politics in a sure and assured way.*[৮]

১৯৭৮ সালের ৯ এপ্রিল সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে জিয়াউর রহমান খুব শিগগিরই দেশে প্রেসিডন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের আভাস দেন। ১৯৭৮ সালের ১৮ এপ্রিল এক অর্ডিন্যান্স জারি করে নির্বাচন কমিশনকে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করার আহ্বান জানানো হয়। পরদিন ১৯ এপ্রিল এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ১৯৭৮ সালের ২০ এপ্রিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত আরেক খবরে জানানো হয়, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দফতর থেকে বলা হয়েছে যে, ১৯৭৮ সালের ১৫ জুনের মধ্যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এরপর দিন ১৯৭৮ সালের ২১ এপ্রিল প্রেসিডেন্ট নির্বাচন প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ দৈনিক বাংলা। শিরোনাম ছিল : 'প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পদক্ষেপ'। এতে লেখা হয় :

> *প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের বলিষ্ঠ ভূমিকা এবং নীতি নিষ্ঠার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। তিনি জাতিকে পর্যায়ক্রমে গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট তার কথায় এবং কাজে কতখানি নিষ্ঠাবান, এ পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে তার সংশয়হীন প্রমাণ পাওয়া গেছে। এখন তিনি চূড়ান্ত রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পথে পা বাড়িয়ে পরিচয় দিলেন তার রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞা এবং কর্তব্যবোধের। জাতীয় রাজনীতিতে এই বিরাট অবদান রাখার জন্য নিঃসন্দেহে তিনি সমগ্র জাতির অকুণ্ঠ শ্রদ্ধালাভ করবেন।*[৯]

১৯৭৮ সালের ২১ এপ্রিল জিয়াউর রহমান জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে রাজনৈতিক তৎপরতার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেন। ২২ এপ্রিল জিয়াউর রহমানের এই ঘোষণার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ১৯৭৮ সালের ২৩ এপ্রিল এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। শিরোনাম ছিল: 'রাজনীতির নয়া অধ্যায়'। এতে লেখা হয়:

> *একটি ঐতিহাসিক মোড় পরিবর্তনকারী অধ্যায়ের সূচনা হল জাতির জীবনে। গণতন্ত্রে উত্তরণের যে আকাঙ্ক্ষা জনগণ এতদিন পোষণ করে আসছিলেন, তার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হতে যাচ্ছে আগামীকাল থেকে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সঠিক সময়েই জনগণের গণতান্ত্রিক প্রত্যাশা পূরণ এবং দেশ থেকে রাজনৈতিক শূন্যতার অবসান ঘটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।*[১০]

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মনোনয়ন দানকে সামনে রেখে মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার শেষ দিন ১৯৭৮ সালের ২ মে দেশে দু'টি রাজনৈতিক জোট গঠিত হয়। এই জোট দু'টি গঠনের খবর ১৯৭৮ সালের ৩ মে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। 'জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট' নামের একটি ফ্রন্ট গঠন প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার। দৈনিক বাংলার সম্পাদকীয়টি প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ সালের ৩ মে। শিরোনাম ছিল: 'ঐক্যের রাজনীতি'। এতে লেখা হয় :

Nan 3 (Full)

বাংলাদেশের নিজস্ব জাতীয়তাবাদ হচ্ছে নবগঠিত ফ্রন্টের আদর্শ। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণই ফ্রন্টের লক্ষ্য। ব্যাপক ঐক্যই এর অভীষ্ট। প্রেসিডেন্ট জিয়া তার ২১শে এপ্রিলের ভাষণে কথাগুলি স্পষ্ট করে তুলেছেন। বাংলাদেশের জনগণ চায় স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের পতাকা সমুন্নত রেখে দেশের সমৃদ্ধি সাধন করতে। জনগণ চায় স্থিতিশীলতা, শান্তি, শৃংখলা, উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক সমাজ। নতুন রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে, তাই আমরা আশা করি।[১]

১৯৭৮ সালের ৪ মে বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'New Dimensions in Politics'. এতে লেখা হয়:

Politics would lose much of its meaning and relevance in any developing country unless it is able to provide a dynamic force to the basic process of development so that such a process can be continuously and smoothly taken forward from strength to strength. The formation of the Jatiyatabadi Fornt is intended to lend that dynamism to the political and developmental process.[২]

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মনোনয়নপত্র পেশের পর এই নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকারের নীতি এবং নির্বাচনে জিয়াউর রহমানের অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে একটি উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক। উপ-সম্পাদকীয়টি লিখেন দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি মইনুল হোসেন। ১৯৭৮ সালের ৬ মে প্রকাশিত এই উপ-সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল : 'নির্বাচনী জটিলতা'। উপ-সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

অনেক আশা-নিরাশার অবসান ঘটিয়ে দেশে প্রকাশ্য রাজনীতি শুরু হয়েছে। প্রকাশ্য রাজনীতি শুরু হতে না হতেই ঘোষণা করা হয়েছে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তারিখ। মাত্র ৩০/৪০ দিন সময়ের ব্যবধানে এই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করায় রাজনৈতিক মহল থেকে বিস্ময়, সন্দেহ এবং সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে। দেশের জনগণ নির্বাচন দাবী করেছিল শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাজনৈতিক সংকট নিরসনের স্বার্থে, দ্বন্দ্ব সংঘাতপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজনে নয়। কিন্তু যে পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তাতে রাজনৈতিক সংকট আরো ঘনীভূত হবার সম্ভাবনাই আমি প্রত্যক্ষ করছি।-- নির্বাচনের ব্যাপারে অন্য সুযোগ-সুবিধার কথা বাদ দিলেও কোন অবস্থায় সামরিক বাহিনী প্রধানের সাথে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রশ্নই উঠতে পারে না– এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আর এই বিশ্বাস নিয়েই আমি সকলের শুভ বুদ্ধির নিকট আবেদন করি জাতির সামনে এ ধরনের দৃষ্টান্ত স্থাপন না করার জন্য।[৩]

১৯৭৮ সালের ৩ জুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনের দিন গবেষণার অন্তর্ভুক্ত তিনটি পত্রিকা এ প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল: 'প্রেসিডেন্ট নির্বাচন'। সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

বহুদলীয় রাজনীতির ভিত্তিতেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে আজকের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। গণতন্ত্রের পথে এই নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বাংলাদেশের জনগণ বরাবর চেয়েছে অবাধ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যাতে জনগণের অধিকার সংরক্ষিত। চেয়েছে এমন রাজনীতি যা তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের সহায়ক। ভোটারদের স্বাধীন, স্বতঃস্ফূর্ত ও সচেতন শরিকানায় আজকের নির্বাচন সার্থক হয়ে উঠুক, গণতন্ত্রের উত্তরণের প্রক্রিয়া সফল হোক, তাই আমরা কামনা করি।[৪]

দৈনিক ইত্তেফাকে সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'আজ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন'। সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

আমরা আশা করি, নির্বাচন সুষ্ঠু-সর্বাঙ্গ সুন্দর হইবে এবং কোন রকম অপ্রীতিকর ঘটনার দ্বারা জাতিকে লজ্জিত ও কলঙ্কিত করা হইবে না। সেই সঙ্গে আমরা ইহাও আশা করি যে, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মৌসুম হওয়া সত্ত্বেও ভোটারগণ প্রাপ্ত অধিকার নিজ নিজ বিবেক-বুদ্ধিমত প্রয়োগ করিতে দ্বিধা করিবেন না।[৫]

বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'Nation Goes To Polls.' এতে লেখা হয়:

It is both a personal and national responsibility from which no citizen of a free country should ever budge. They will, we hope, do so despite possible hardships due to the inclemency of the monsoonic weather. Let us hope it will be a bright and fair day in favour of a free and fair election.[৬]

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবক'টি পত্রিকা নির্বাচনের ফল প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। নির্বাচন অনুষ্ঠানের একদিন পর অর্থাৎ ১৯৭৮ সালের ৫ জুন সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা, সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভার। অন্যদিকে ৬ জুন সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক। দৈনিক বাংলার সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল : 'জিয়ার জয় জনগণের জয়'। সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

তেসরা জুনের প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচন আমাদের রাজনীতির ইতিহাসে একটি অপরিসীম তাৎপর্যমন্ডিত ঘটনা। এই ভোটের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণ তাদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, শৃঙ্খলাবোধ ও গণতান্ত্রিক চেতনার যে পরিচয় তুলে ধরেছেন তা এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। জনগণ তাদের পরীক্ষিত নেতার হাতেই নতুন করে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।[৭]

বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল : 'People's Mandate.' এতে লেখা হয় :

People's verdict given in the elections is a fresh earnest of the people's increased co-operation with President Ziaur Rahman and his government in pushing ahead and implementing development Elections in the democratic process are an excitement of a single day for the contesting persons and parties. That is what has been seen to be the conduct of the great democracies now functioning in the world. The elections over, we expect the nation's cause would be supreme to the loser as much as it is to the winner.[৮]

সংবাদের সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'জিয়ার বিজয় : শৃঙ্খলিত গণতন্ত্রকে মুক্ত করুন'। এতে লেখা হয় :

Dhaka University Institutional Repository

জনগণের এ রায় যেমন অনিবার্যভাবে গণতন্ত্রের সপক্ষে, তেমনি তা সন্দেহাতীতভাবে সামরিক শাসন চালু রাখার বিরুদ্ধে উচ্চারিত। জনসাধারণের সংগঠিত চেতনার যে ধারাকে রাষ্ট্রপতি জিয়া তাঁর আড়াই বছরের শাসনামলে লালন ও পরিপুষ্ট করেছেন তা-ই পরিণত রূপ ধরে জিয়াউর রহমানকে অভূতপূর্ব বিজয়ের মাল্যে ভূষিত করেছে। গণতন্ত্রের পথে যাত্রার এই সূচনাকে আমরা অভিনন্দিত করি।[৯৯]

দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিলঃ 'প্রেসিডেন্ট নির্বাচন'। এতে লেখা হয় :

আমরা আশা করিব, বর্তমান এবং ভবিষ্যতেও সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়, এমন কোন কাজ কোন মহল হইতে করা হইবে না এবং প্রেসিডেন্টের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক গণতন্ত্রে উত্তরণের স্বাভাবিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সামরিক আইন যথাশীঘ্র প্রত্যাহার করা হইবে। ব্যাপক কর্মযজ্ঞের ভিতর দিয়া জাতীয় অর্থনীতি উন্নততর করিয়া তোলার জন্য নিয়োগ করা হইবে সর্বমহলের সর্বশক্তি। সকলকেই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, নির্বাচনে জয়-পরাজয়ই সব কিছু নয়– দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাদির সমাধানে সাফল্য লাভ করাটাই বড় কথা।[১০০]

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়লাভের পর জিয়াউর রহমান জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টভুক্ত দলগুলোকে নিয়ে একটি দল গঠনের চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। এই সময় দল গঠন সম্পর্কে সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হয়। ১৯৭৮ সালের ৪ জুলাই এ প্রসঙ্গে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে সংবাদ। পরে ১৯৭৮ সালের ১২ জুলাই সংবাদে এই দল গঠন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে একটি উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। 'চারণ' ছদ্মনামে লেখা এই উপ-সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিলঃ 'একদল বনাম জাগদল'। এতে লেখা হয়:

রাষ্ট্রপতি জিয়া ঐক্যের ডাক দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, দেশ গঠনে, জাতি গঠনে, দেশের সার্বিক উন্নয়নে সবাইকে মিলে কাজ করতে হবে। রাষ্ট্রপতির ঐক্যের আহবান আজকের নতুন আহ্বান নয়। তিনি আগেও একথা বলেছেন, এখনও বলছেন। মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ এবং জাগদল ও জাতীয় ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দও একই কথা বলছেন। সবাই যখন অন্ততঃ ঐক্যের প্রশ্নে একমত, তবে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় অনৈক্য কেন? একসাথে বসে কাজ করতে পারলে, সরকার চালাতে পারলে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় বা একদল গঠনে বাধাই বা কোথায়?[১০১]

এই উপসম্পাদকীয় প্রকাশের ১০ দিন পর ১৯৭৮ সালের ১৩ জুলাই রাজনৈতিক দল গঠন প্রশ্নে আরেকটি উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ। এটিও 'চারণ' ছদ্মনামে লেখা। শিরোনাম ছিলঃ 'জাগদলের ভবিষ্যত কি?' এতে লেখা হয় :

জাগদল নেতৃবৃন্দ কর্মীদের রাষ্ট্রপতির নির্দেশের প্রতীক্ষা করার জন্যে যে উপদেশ দিয়েছেন, তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই উপদেশ থেকে অনুমান করা চলে যে, রাষ্ট্রপতি জিয়া সম্ভবত খুব শিগগিরই এ ব্যাপারে পরিষ্কার একটা কিছু বলবেন। সম্ভবত এ কারণেই জাগদলের বিবাদমান গ্রুপ দু'টি সংযম রক্ষা করে চলেছে। রাষ্ট্রপতি এ ব্যাপারে কি নির্দেশ দেন, তার উপরই নির্ভর করছে একদল বা জাগদলের ভবিষ্যৎ। ব্যক্তিবিশেষের বা গোষ্ঠীবিশেষের বাসনা বা উচ্চাভিলাস এক্ষেত্রে একটি নগণ্য ভূমিকা ছাড়া আর কিছুই নয়।[১০২]

১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর নতুন দল গঠন করেন জিয়াউর রহমান। দলের নাম রাখা হয় : বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। পরদিন ২ সেপ্টেম্বর এই সংক্রান্ত খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ১৯৭৮ সালের ৩ সেপ্টেম্বর এ বিষয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল : 'জাতীয়তাবাদী দল'। এতে লেখা হয় :

নতুন রাজনৈতিক দলের ঘোষণাপত্রে বর্ণিত এই নীতিমালা এবং কার্যক্রম থেকেই অনুধাবন করা যায়, এই দল জাতীয় জীবনের প্রতিটি সমস্যাকে স্পর্শ করে জনগণের সর্বস্তরের প্রতিনিধিত্বশীল একটি প্রকৃত জাতীয়তাবাদী দলের স্বরূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে আমাদের রাজনীতিতে। জাতীয় ঐক্যের প্রকৃত দিশারীর ভূমিকা পালন করবে এই দল, এই প্রত্যাশাই আমরা রাখতে চাই।[১০৩]

বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিলঃ 'Accelerating Political Process'. এতে লেখা হয়:

The launching of a new political party by President Ziaur Rahman as its chairman had long been in the air and has therefore caused no surprise. But the fact that is important for the nation and its future is that such a party has come into being as a factor of acceleration of the democratic process initiated with the Presidential elections of June 3. The significance of this party, formed in response to "a historical national necessity". also lies in the widely shared belief that the nation should have its political style and philosophy crystallized to enable it to move ahead to the fulfilment of its political destiny with little or no ambiguity or uncertainty at any point.[১০৪]

১৯৭৮ সালের ১৭ নভেম্বর এক সামরিক আইনবিধি জারি করে জিয়াউর রহমান ১৯৭৬ সালে জারি করা 'রাজনৈতিক দল বিধি' বাতিল ঘোষণা করেন। পরদিন ১৮ নভেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে ১৯৭৮ সালের ১৯ নভেম্বর সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল : 'একটি সঠিক পদক্ষেপ'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

রাজনৈতিক দলবিধি বাতিল হওয়ার ফলে পার্লামেন্ট নির্বাচনের পরিবেশ উন্মুক্ত হল। কিন্তু একই সঙ্গে এর ফলে রাজনৈতিক দলসমূহের ওপর বর্তাল অপরিসীম দায়িত্ব। দেশে যাতে কোন রকম বিশৃংখলা, বিভেদ, গণতন্ত্রের পরিপন্থী অসহিষ্ণুতামূলক কিংবা উস্কানিমূলক কার্যকলাপ প্রশ্রয় লাভ করতে না পারে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলের সম্পূর্ণ সতর্ক থাকতে হবে। এবং উচ্চ রাজনৈতিক কর্তব্যবোধ ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। অধিকারের সঙ্গে দায়িত্বযুক্ত এ সত্যটি সবারই মনে রাখা দরকার। আমাদের সামনে রয়েছে এক সম্ভাবনাময় গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ এ কথা যেন আমরা ভুলে না যাই। গণতন্ত্র এবং জাতির বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থেই আজ প্রতিটি ব্যক্তি ও রাজনৈতিক দলকে সর্বোচ্চ দায়িত্ববোধের পরিচয় দিতে হবে।[১০৫]

বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিলঃ 'A welcome Step Forword'. এতে লেখা হয়:

Dhaka University Institutional Repository

Under the Martial Law Regulation No. 111 of 1978 the Political Parties Regulation (PPR) 1976 was repealed on Friday by President and Chief Martial Law Administrator Major-General Ziaur Rahman. It is yet another step forward toward democracy for the establishment of which the government has already provided necessary facilities, including opening up of political activity in the country. With the election to be held on schedule (as announced by the President in his public addresses) and the people and existing political parties steadily preparing themselves for it, the democratic process launched in right earnest over the past months receives a fresh fillip from the repeal of the political Parties Regulations of 1976. This, needless to say, is a major contribution to the dynamising of the political process in the country and provides a welcome opportunity to the people to participate, with no inhibition, in it.[১০৬]

১৯৭৮ সালের ৩০ নভেম্বর জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে জিয়াউর রহমান ১৯৭৯ সালের ২৭ জানুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। পরদিন ১ ডিসেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে ১৯৭৮ সালের ২ ডিসেম্বর সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার। দৈনিক বাংলা সম্পাদকীয়টি প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায়। শিরোনাম ছিল : 'ঐতিহাসিক পদক্ষেপ'। এতে লেখা হয় :

নির্বাচনের চূড়ান্ত তারিখ ঘোষিত হওয়ার পর এখন জাতি এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণের দিকে পা বাড়াল। আমাদের যাত্রা গণতন্ত্রে উত্তরণের পথে। সুতরাং, এই মুহূর্তে জাতির প্রতিটি ব্যক্তি বিশেষভাবে রাজনৈতিক দলসমূহকে অপরিসীম দায়িত্ববোধের পরিচয় দিতে হবে। নির্বাচন যাতে সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তার জন্য সবারই ঐকান্তিক সহযোগিতা প্রয়োজন। মনে রাখা দরকার, নির্বাধ এবং সুশৃংখল নির্বাচনের ওপরই নির্ভর করছে আমাদের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ আর জাতীয় সমৃদ্ধি। গণতন্ত্রে জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস– এই সত্যটির প্রতি আমাদের সকলকে অবিচল আনুগত্য এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে। গণতন্ত্রের পথে আমাদের এই ঐতিহাসিক যাত্রা সফল এবং শুভকর হোক।[১০৭]

অন্যদিকে বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'A Historic Announcement'. এতে লেখা হয়:

Thursday evening address was a historic proclamation for Bangladesh. All doubts and fears have been laid to rest by the emphatic and unambiguous statement on the most-discussed points concerning the coming elections. We have seen, over the past weeks and months, such doubts and fears aired in different political quarters and people's lobbies.[১০৮]

দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো ঘোষিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের পূর্বশর্ত হিসেবে নির্বাচনের আগেই সামরিক আইন প্রত্যাহারসহ পাঁচ দফা দাবী জানায় সরকারের কাছে। সরকার বিরোধী দলসমূহের অনেক দাবী মেনে নিলেও নির্বাচনের আগে সামরিক আইন প্রত্যাহার না করার সিদ্ধান্তে অটল থাকে। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৭৮ সালের ২৬ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশে দেয়া এক ভাষণে জিয়াউর রহমান নির্বাচনের পর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে সামরিক আইন প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন। ২৭ ডিসেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। পরদিন ১৯৭৮ সালের ২৮ ডিসেম্বর এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'গণতন্ত্রের পথে দৃঢ় পদক্ষেপ'। এতে লেখা হয়:

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনকালেই সামরিক আইন তুলে নেয়া হবে। তার এই ঘোষণা সামরিক আইনের মেয়াদ সম্পর্কে সংশয়ের অবসান ঘটাতে বাধ্য।[১০৯]

বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল : 'Presidents Address To The Nation. এতে লেখা হয়:

President Ziaur Rahman addressed the nation on Tuesday for the second time in less than a month the earlier address being delivered on November 30. The Tuesday evening address related to questions of immediate interest to the people and the government. The most noteworthy announcement made in the course of the address is the revision of the earlier schedule of the election to the National Parliament and the announcement of a new date, namely, February 12. This is a time-extension of a fortnight made, as declared by the President, in compliance with the wishes of some political leaders and parties who considered the time made available for preparations for the election inadequate. The other purposes, as also stated by the President, is to facilitate participation in the election by all irrespective of party affiliation or opinion.[১১০]

১৯৭৮ সারের ২৬ ডিসেম্বর জিয়াউর রহমানের ভাষণের পরও বিরোধী দলগুলো নির্বাচনের আগে সামরিক আইন প্রত্যাহারসহ অন্যান্য দাবী আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত রাখে। তবে জিয়াউর রহমান নির্বাচনের আগে সামরিক আইন প্রত্যাহার না করার ব্যাপারে সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। শেষ পর্যন্ত সামরিক শাসন বহাল রেখেই নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় বিরোধী দলগুলো। আওয়ামী লীগ (মিজান)সহ সাতটি রাজনৈতিক দল ১৯৭৯ সালের ৫ জানুয়ারি নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। পরদিন ৬ জানুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ১৯৭৯ সালের ৭ জানুয়ারি এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। শিরোনাম ছিল : 'গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্যে'। এতে লেখা হয় :

গণতন্ত্রে উত্তরণ ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বশর্ত সংসদ নির্বাচন। সংসদের আসন্ন নির্বাচনে সর্বাত্মক অংশগ্রহণ এবং এই নির্বাচনকে সফল করে তোলার মাধ্যমেই সম্ভব জাতীয় সংসদের অধিবেশন অনুষ্ঠান ও গণতন্ত্রে উত্তরণ এবং গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর প্রশস্ত

Dhaka University Institutional Repository

করা। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন, গণতন্ত্রে উত্তরণ এবং দেশের বৃহত্তর স্বার্থেই দলমত নির্বিশেষে সবাই আসন্ন সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তা সর্বতোভাবে সফল করে তুলবেন, এটাই প্রত্যাশিত।[১১১]

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে নির্বাচন সম্পর্কে আগাম মূল্যায়ন করে একটি উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। শিরোনাম: 'সাধারণ নির্বাচন'। 'অনিকেত' ছদ্মনামে লেখা এই উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ সালের ২৭ জানুয়ারি। এই উপ-সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

এবারের নির্বাচনে আর একটি ক্ষেত্রে পিছু হটতে হটতে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। সে পিছু হটা হচ্ছে ঐক্যজোট গঠন নিয়ে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও দুটি ফ্রন্ট ছিল। এবারও ২/৩টি ফ্রন্ট হয়েছে। কিন্তু সে ফ্রন্টের অস্তিত্ব কাগজেই। মুখ্যত সে ফ্রন্ট কর্মসূচী নিয়ে নয়, সে ফ্রন্ট আসন বন্টন নিয়ে। নির্বাচনে জিতব এটা হচ্ছে ফ্রন্টগুলির ঐকমতের ভিত্তি। কোন কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রশ্ন এখন কেন যেন আর নেই। মুখ্য প্রশ্ন হচ্ছে আমরা ক্ষমতায় যাব। কেন যাব সে প্রশ্ন উহ্য থাকছে অনাদিকালের জন্য।[১১২]

১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের দিন গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকাই নির্বাচন সম্পর্কে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'আজ ভোটাররা রায় দিচ্ছেন'। এতে লেখা হয় :

আমরা আস্থা রাখতে চাই, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলসমূহ, সকল প্রার্থী, তাঁদের সমর্থক এবং নির্বাচকমন্ডলী নিজেদের স্বার্থেই ভোটকেন্দ্রের এলাকাসহ সর্বত্র শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার ব্যাপারে উচ্চ গণতান্ত্রিক দায়িত্ববোধের পরিচয় দেবেন। গণতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী সবাই জানেন, নির্বাচনে জনগণের রায়ের ওপর কারও কিছু বলবার থাকে না। সুতরাং জাতীয় পার্লামেন্টের এই নির্বাচনে আমাদের জনগণ যে রায়ই প্রদান করেন না কেন সংশ্লিষ্ট সকল প্রার্থী এবং দলকে তা সহিষ্ণুতার সঙ্গে মেনে নিতে হবে।[১১৩]

দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'আজ জাতীয় পরিষদ নির্বাচন'। এতে লেখা হয়:

একথা আমরা সকলকে স্মরণ রাখিতে বলিব যে, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপূরক একটি ন্যায়ভিত্তিক, কল্যাণ অভিসারী ও শান্তিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা নির্মাণ করিতে হইলে জাতিকে অবশ্যই গণতান্ত্রিক রীতি পদ্ধতি ও গণতান্ত্রিক ইনস্টিটিউশনসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধের মানসিকতা অর্জন করিতে হইবে। গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্য নির্বাচনই শেষ কথা নয়, দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ও রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণকে অবশ্যই উৎসাহিত করিতে হইবে।[১১৪]

সংবাদে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল : 'গণতন্ত্রের স্বপ্ন সফর হোক'। সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

আমাদের আন্তরিক কামনা, নির্বাচন যাতে প্রকৃতপক্ষেই অবাধ ও নিরপেক্ষ হতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় সব রকমের ব্যবস্থা নেয়া হোক। কারচুপির আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হোক।[১১৫]

বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'Polls Today'. এতে লেখা হয়:

Factors insuring free and fair election relate to the conscientious discharge of duties by those detailed to supervise the conduct of the elections as much as by discipline, peace and tolerance on the part of contesting parties and individuals as well as their respective workers and supporters. It is expected therefore that, as has been always in the past, the people's active and enthusiastic cooperation with the government agencies will be sustainedly available for the accomplishment of this great national task.[১১৬]

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরদিন নির্বাচনের ফল প্রকাশের প্রাক্কালে ১৯৭৯ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার এ প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'নির্বাচন সমাপ্ত'। সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

আমরা আশা করব, নির্বাচনী প্রচারণার সময় মতবিরোধ আর যত তিক্ততাই সৃষ্টি হোক না কেন, নির্বাচনের পর সব তিক্ততার অবসান ঘটবে এবং সবাই গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গণতন্ত্রকে সফল করে তুলতে এগিয়ে আসবেন। যারা জিতবেন এবং যারা হারবেন, তাদের সবার কাছেই আমাদের আবেদন থাকবে, ফলাফল নির্বিশেষে তারা সবাই যেন জনগণের কল্যাণ সাধনে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করেন। আমাদের দেশের জনসাধারণ দীর্ঘকাল ধরে বঞ্চিত, উপেক্ষিত– বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণ। সব দল যদি তাদের নির্বাচনকালীন ওয়াদা পূরণে যথাসাধ্য ভূমিকা পালন করেন তাহলে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের সংগ্রামে সাফল্য অর্জন সহজতর হবে। এই নির্বাচনের পর আমাদের সবার সামনে দায়িত্ব হবে– দেশ গঠনের কাজ।[১১৭]

বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত সম্পাদকীটির শিরোনাম ছিল : 'Election 1979'. সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

The results of this important general election will be announced by the Election Commission, in due course. Evidently, the tasks before the forthcoming Parliament will be many. We are confident that the collective wisdom of the electorate will usher in a new era of progress and prosperity for the country.[১১৮]

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর এ সম্পর্কে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলো। দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার এ বিষয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৭৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল : 'জনগণের রায়'। এতে লেখা হয় :

নির্বাচনের সময় যে সহিষ্ণুতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি যে আস্থার প্রকাশ আমরা দেখেছি তার ভিত্তিতেই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে আমাদের প্রতিষ্ঠিত করতে হবে দৃঢ়তর ভিত্তির উপর। সকলকে কাজ করে যেতে হবে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের উপর জনগণ বিরাট দায়িত্ব অর্পণ করেছেন সন্দেহ নেই কিন্তু বিরোধী দলসমূহের দায়িত্বকেও কোন মতেই ছোট করে দেখা

Nan-2 (Full)

Dhaka University Institutional Repository

চলে না। গঠনমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার ভিত্তিতে সবাই দেশকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে ব্রতী হবেন, এই আশাই প্রকাশ করছি আমরা।[১১৯]

বাংলাদেশ অবজারভারের সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল : 'People Mandate'. সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

We cannot close our editorial without a special vote of thanks to President Ziaur Rahman whose earnest and untiring efforts have succeeded not only in putting the country on the road to democracy but has helped it reach its destined goal. The promise made by him to give the nation a democratic form of government based on the people's franchise has been fulfilled. Let us hope with a national parliament setting about the onward task of taking the country ahead to its socio-economic goals, the 19 point programme of national development already launched by President Ziaur Rahman will now be more effectively and speedily worked out with the cooperation of the Parliament under the massive mandate just received from the people at the national polls.[১২০]

দৈনিক ইত্তেফাক ১৯৭৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি এ প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'নির্বাচন এবং ফলাফল'। এতে লেখা হয়:

আমরা আগেও বলিয়াছি, আবারও বলিতেছি, শুধু নির্বাচন কিংবা শুধু পার্লামেন্ট গঠনটাই গণতন্ত্র নয়। এগুলি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বটে। মূল লক্ষ্য যে, গণতন্ত্র উহা একটা পদ্ধতি, একটা ইনস্টিটিউশন। বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, আইনের শাসন, নাগরিক অধিকার প্রভৃতি মৌল উপাদানের সমাহার হইল গণতন্ত্র। জাতিকে, সমাজকে ধাপে ধাপে কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে সেই উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে আগাইয়া যাইতে হইবে। দেখা যাইতেছে, জনগণ সাধারণভাবে এসব ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট জিয়ার উপরেই তাঁহাদের আস্থা ন্যস্ত করিয়াছেন। সুতরাং দেশের বুকে সর্বস্তরে গণতন্ত্রের উপরোক্ত উপাদানসমূহের বাস্তবায়নের ব্যাপারে যে পদ্ধতিতে প্রেসিডেন্ট অগ্রসর হইতেছেন, সেই পদ্ধতির পূর্ণ সাফল্য অর্জনের ব্যাপারেও তিনি সর্বক্ষণ সচেষ্ট থাকিবেন, ইহাই কাম্য।[১২১]

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রায় দেড় মাস পর ১৯৭৯ সালের ২ এপ্রিল জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে। অধিবেশন শুরুর দিন দৈনিক বাংলা এই প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'ঐতিহাসিক উত্তরণ'। সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন গোটা জাতির জন্যে আনন্দদায়ক ঘটনা। আমরা আশা করছি গণতন্ত্রে আমাদের এই সফল উত্তরণ দেশকে নিয়ে যাবে সমৃদ্ধির পথে, অগ্রগতির পথে। এদেশের মানুষ আশা নিয়ে তাকিয়ে আছে জাতীয় সংসদের দিকে। তাদের আশা এই সংসদ গণতান্ত্রিক শাসনের ভিত্তি মজবুত করবে। জনগণের সমস্যাবলীর সমাধান করবে, জনগণের সমস্যাবলীর সমাধান করবে, তাদের জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি আনার পথ সুগম করবে। দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা দৃঢ়মূল করায় ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায়, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সুসংহত করায় ও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে জাতীয় সংসদ সফল হোক, আমরা এই কামনা করি।[১২২]

জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে ১৯৭৯ সালের ৫ এপ্রিল সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী বিল পাশ হয়। এই বিল পাশের মধ্য দিয়ে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে শুরু করে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখের মধ্যে প্রণীত সকল ফরমান, সামরিক আইন, প্রবিধান ও আদেশ, অন্যান্য আইনসহ এই সময়ে সরকারের সব কাজ কর্ম ও গৃহীত ব্যবস্থাকে বৈধভাবে গ্রহণ করা হয়। জাতীয় সংসদে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী বিল পাশ হওয়ার পরদিনই ১৯৬৯ সালের ৬ এপ্রিল জিয়াউর রহমান দেশ থেকে সামরিক শাসন তুলে নেন। এই খবর ১৯৭৯ সালের ৭ এপ্রিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। পরে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলো সামরিক শাসন প্রত্যাহার সম্পর্কে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভার সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ৯ এপ্রিল। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'গণতন্ত্রের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা'। সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

সামরিক শাসন উঠে যাওয়ার ফলে জাতীয় সংসদ এখন একটি নিরঙ্কুশ সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় সংস্থায় পরিণত হল। স্বাভাবিকভাবেই সংসদকে এরপর থেকে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিপলনের উপযোগী আইন প্রণয়ন, রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ, জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ এবং সর্বোপরি রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সুদৃঢ় ও সঠিক নেতৃত্ব দিতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারী এবং বিরোধী দল উভয়ের ওপরই বর্তিয়েছে অপরিসীম দায়িত্ব। সর্বস্তরে জাতীয় ঐক্যেরও প্রয়োজন এখন সব থেকে বেশি। আমরা গণতন্ত্রের জন্যে কতটা নিবেদিত, আজ প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে এবং জাতির প্রতিটি ব্যক্তিকে সেই নিষ্ঠার আর যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে।[১২৩]

দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'সামরিক আইন প্রত্যাহার'। এতে লেখা হয়:

সামরিক আইন হইতে বেসামরিক শাসন ব্যবস্থায় উত্তরণের এই পদক্ষেপটি অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। তবে এই সঙ্গে একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, কেবল পদক্ষেপই যথেষ্ট নহে, তাহাকে অর্থপূর্ণ ও তাৎপর্যমন্ডিত করিয়া তুলিতে হইলে আমাদের লক্ষ্য যে গণতন্ত্র সেই আদর্শ, মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার প্রমাণ রাখিতে পারিলেই এদেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ তৈরী হইবে বলিয়া মনে করি।[১২৪]

বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'Martial Law Goes'. সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

Having established this as a major political fact in Bangladesh, President Ziaur Rahman not only deserves a vote of thanks from the people. He may also be said to have broken new ground in a direction that is kept usually blocked by barriers and inhibitions. The people and political parties whose wish and demand has been withdrawal of Martial Law would thus have reason to be satisfied.[১২৫]

সংবাদে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'সামরিক শাসন থেকে গণতন্ত্রের পথে'। এতে লেখা হয় :

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রপতি যথার্থই বলেছেন, সামরিক শাসন কখনও স্থায়ী ব্যবস্থা হতে পারে না। তেমনি একথাও স্বীকার না করে উপায় নেই যে, জরুরী আইন ও স্বাভাবিক পরিস্থিতি কখনও পাশাপাশি চলতে পারে না। গণতন্ত্র ও আইনের শাসনই যদি আমাদের লক্ষ্য হয় তাহলে আর এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে জরুরী ক্ষমতা ও বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ সকল কালাকানুন বাতিল এবং সামরিক আইনে দন্ডিত ব্যক্তিদের মুক্তি অথবা উচ্চতর আদালতে আপীলের সুযোগ দান করা একান্ত অপরিহার্য।[১২৬]

চিঠিপত্র:

জিয়াউর রহমানের দলীয় রাজনীতি শুরু এবং এর মাধ্যমে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়ায় উত্তরণের বিভিন্ন পর্যায়ে এ বিষয়ে সংবাদপত্র পাঠকরা চিঠি লিখে তাদের প্রতিক্রিয়া ও অভিমত ব্যক্ত করেন। এমন একটি নজীর দেখা যায়, ১৯৭৮ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাক্কালে এই নির্বাচন সম্পর্কে প্রকাশিত এক চিঠিতে। ১৯৭৮ সালের ৫ মে চিঠিটি দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'প্রেসিডেন্ট নির্বাচন প্রসঙ্গে'। চিঠিটি লিখেন ঢাকা থেকে ডা: কে বি এম আবু হেনা। এই চিঠিতে স্বল্প সময়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করায় সরকারের সমালোচনা করা হয়। এতে মন্তব্য করা হয় যে, সময়ের স্বল্পতার কারণে যথাযথ নির্বাচনী প্রচারণা চালানো সম্ভব হবে না। একই সঙ্গে মন্তব্য করা হয় যে, নির্বাচনের সময়টি আবহাওয়াগত দিক দিয়েও প্রতিকূল। চিঠিতে লেখা হয়:

এদেশের প্রচার মাধ্যম হইতেছে সরাসরি যোগাযোগ। আর এই যোগাযোগ করিতে হইলে সভা, শোভাযাত্রা, প্রচারপত্র, পোস্টার, ব্যানার ইত্যাদিই একমাত্র অবলম্বন। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ,হাতে তথা জনগণের হাতে প্রশাসন তথা উন্নয়নের চাবিকাঠি ধাপে ধাপে ফিরাইয়া দেওয়ার পর্যায়ক্রমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইতেছে। এর পরেই তাড়াহুড়া করিয়া প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতিতে দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন প্রেসিডেন্টের নির্বাচন সরাসরি ভোটের মাধ্যমে ঘোষণা এবং প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং প্রায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন দেশে মাত্র একমাস সময় দিয়া এত বড় একটা নির্বাচন কেমন করিয়া সম্পন্ন হইতে পারে।[১২৭]

প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ:

উপরের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জিয়াউর রহমনের রাজনৈতিক দলীয় কর্মকান্ড শুরুর মাধ্যমে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়ায় পুরোপুরি উত্তরণ ঘটে। ১৯৭৭ সালের ৩০ মে গণভোটে প্রেসিডেন্ট হিসেবে আস্থা অর্জনের পর থেকে জিয়াউর রহমানের দলীয় রাজনীতি শুরুর প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল সামরিক শাসন প্রত্যাহারের মধ্য দিয়ে জিয়াউর রহমানের বেসামরিক শাসন পুরোপুরি শুরু হয় এবং এর মধ্য দিয়ে তাঁর দলীয় রাজনীতির মূল পর্যায়ও শুরু হয়। উল্লিখিত সময়ে জিয়াউর রহমানের দলীয় রাজনীতি শুরুর পর্যায়ক্রমিক চিত্র সংবাদপত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় এবং পাঠকের চিঠিতে বিষয়টি উঠে এসেছে। দলীয় রাজনীতিতে জিয়াউর রহমানের অংশগ্রহণ বিষয়ক খবরগুলো পর্যায়ক্রমিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলো এ বিষয়ে প্রধানত দশ ধরনের খবর প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো হচ্ছে :

এক. জাতীয়তাবাদী প্ল্যাটফর্ম গঠনের আহ্বান।

দুই. বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক ফ্রন্ট গঠনের ব্যাপারে জিয়াউর রহমানের ঘোষণা।

তিন. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী গণতন্ত্রী দল (জাগদল) গঠন।

চার. প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং প্রেসিডেন্ট পদে জিয়াউর রহমানের বিজয়।

পাঁচ. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) গঠন।

ছয়. জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের বিলুপ্তি।

সাত. রাজনৈতিক দল বিধি বাতিল।

আট. জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং নির্বাচনে বিএনপির সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ।

নয়. জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন এবং সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী।

দশ. সামরিক শাসন প্রত্যাহার।

উপরোক্ত বিষয়ে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত খবরের কাগজে প্রকাশিত রিপোর্টগুলো বেশ গুরুত্ব লাভ করে। উল্লিখিত সব খবরই প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে এবং খবরগুলোকে ভাল ট্রিটমেন্ট দেয়া হয়েছে। বেশকিছু সংখ্যক রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামেও উপস্থাপিত হয়েছে।

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে জাতির উদ্দেশে দেয়া এক ভাষণে জিয়াউর রহমান দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন, তিনি একজন সৈনিক এবং রাজনীতির সঙ্গে তাঁর আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই। সৈনিক হিসেবে রাজনীতির সঙ্গে তার কোনো সংশ্রব থাকতে পারে না। কিন্তু ১৯৭৭ সালের ৩০ মে গণভোটের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট হিসেবে আস্থা অর্জনের পর জিয়াউর রহমান তাঁর উপরোক্ত ঘোষণা থেকে ধীরে ধীরে সড়ে আসেন। তিনি দলীয় রাজনীতির প্রতি আগ্রহী হতে থাকেন এবং 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' ভিত্তিক রাজনীতি চালু করায় উদ্যোগী হন।

১৯৭৭ সালের ৩০ মে গণভোট অনুষ্ঠানের পর দেশে প্রকাশ্য রাজনীতি চালু ও সাধারণ নির্বাচনের দাবী উঠে। এই পর্যায়ে আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয় লীগ দেশের সকল জাতীয়তাবাদী শক্তিকে একটি ব্যাপক দলে এক

Dhaka University Institutional Repository

প্ল্যাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানায়। ১৯৭৭ সালের ১ আগস্ট এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। আতাউর রহমান খানের এই আহ্বানকে সমর্থন করে বিভিন্ন সংগঠন বিবৃতি প্রদান করে যা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

এই সময়ই জিয়াউর রহমানও দলীয় রাজনীতির প্রতি আগ্রহী হতে শুরু করেন। আতাউর রহমান খানের ঐ আহ্বানের দুই মাস পর জিয়াউর রহমান বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ৬০ জন নেতার সঙ্গে এক বৈঠকে বলেন, ভবিষ্যতে দেশের সব রাজনীতির ভিত্তি হবে 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ'। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবর ১৯৭৭ সালের ২২ অক্টোবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। জিয়াউর রহমানের উপরোক্ত বক্তব্যের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায় ১৯৭৭ সালের ১৫ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশে তাঁর ভাষণে। এই ভাষণে জিয়াউর রহমান 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে' বিশ্বাসী রাজনীতিবিদদের ঐক্যবদ্ধ করে একটি ফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। বার্তা সংস্থা বিএসএস ও এনা পরিবেশিত এই খবর ১৯৭৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

জাগদল গঠনের দুই মাসের মধ্যেই জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন এবং নিজে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন করার সিদ্ধান্তের কথা জানান। ১৯৭৮ সালের ৩ জুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার প্রাক্কালে ১৯৭৮ সালের ২ মে জিয়াউর রহমান তাঁর পূর্ব ঘোষিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট গঠন করেন। ছয়টি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত এই ফ্রন্টের চেয়ারম্যান হন জিয়াউর রহমান এবং এই ফন্টের পক্ষ থেকেই জিয়াউর রহমানকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হয়। ১৯৭৮ সালের ৩ মে এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এখানে লক্ষণীয় যে, জিয়াউর রহমান ১৯৭৭ সালের ১৫ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে একটি রাজনৈতিক ফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন। ১৯৭৮ সালের ২ মে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট গঠনের মধ্য দিয়ে সেই ঘোষণা বাস্তবায়িত হয়।

একই দিন অর্থাৎ ১৯৭৮ সালের ২ মে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নকে সামনে রেখে আরও একটি রাজনৈতিক ফ্রন্ট গঠিত হয়। পাঁচটি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত এই ফ্রন্টের নাম ছিল: 'গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট'। এই ফ্রন্ট থেকে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল (অব:) এম এ জি ওসমানীকে প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হয়। ১৯৭৮ সালের ৩ মে গণতান্ত্রিক ঐক্যফ্রন্ট গঠন ও জেনারেল (অব:) ওসমানীকে মনোনয়ন দেয়ার খবর প্রকাশিত হয়।

১৯৭৮ সালের ৩ জুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, বাংলাদেশের জনগণ এই নির্বাচনে প্রথমবারের মত তাদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করবেন। ১৯৭৮ সালের ৪ এবং ৫ জুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। প্রথম দিন ৪ জুন আংশিক এবং ৫ জুন পুরো ফল প্রকাশ করে সংবাদপত্রগুলো। ৪ জুন প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, সারাদেশে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে এবং জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট প্রার্থী জিয়াউর রহমান তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট প্রার্থী জেনারেল (অব:) এম এ জি ওসমানী অপেক্ষা বিপুল ভোটে এগিয়ে রয়েছেন। ১৯৭৮ সালের ৫ জুন সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল সংক্রান্ত খবরে জানানো হয়: জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট মনোনীত প্রেসিডেন্ট পদ প্রার্থী জিয়াউর রহমান এক কোটিরও বেশি ভোটের ব্যবধানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়লাভের পর জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টভুক্ত দলগুলোকে নিয়ে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন জিয়াউর রহমান। এই বিষয়ে সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হতে দেখা যায়। ১৯৭৮ সালের ৪ জুলাই সংবাদ জিয়াউর রহমানের উদ্যোগে নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের একটি খবর প্রকাশ করে। এই খবরে জানানো হয় : প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাক্কালে বিভিন্নমুখী ছয়টি রাজনৈতিক দল নিয়ে গঠিত জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টে বিরাজমান টানাপোড়েনের অবসান এবং সুসংগঠিতভাবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন করার লক্ষ্যে জিয়াউর রহমান 'জাতীয়তাবাদী দল' গঠনের উদ্যোগ নিয়েছেন।

এখানে উল্লেখ্য, জিয়াউর রহমানের অনুপ্রেরণায় 'জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল' (জাগদল) গঠিত হলেও জিয়াউর রহমান শেষ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে ঐ দলে যোগদান করেননি। তবে জাগদলসহ ছয়টি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট গঠিত হলে জিয়াউর রহমান ঐ ফ্রন্টের চেয়ারম্যান হন। জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবেই নির্বাচনে অংশ নিয়ে তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

নতুন রাজনৈতিক দল গঠন সংক্রান্ত উপরোক্ত খবর প্রকাশের দুই মাসের মধ্যেই জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) গঠিত হয়। ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর দল গঠনের পরদিন ২ সেপ্টেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয়, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে নতুন রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) আত্মপ্রকাশ করেছে। জিয়াউর রহমান এই দলের আহ্বায়ক কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

বিএনপি গঠনের পর জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট বিলুপ্ত ঘোষণা করেন জিয়াউর রহমান। ১৯৭৮ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট বিলুপ্তির ব্যাপারে জিয়াউর রহমানের ঘোষণা সংক্রান্ত খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

এরপর ১৯৭৮ সালের ১৭ নভেম্বর এক সামরিক আইন বিধি জারি করে জিয়াউর রহমান ১৯৭৬ সালে জারি করা 'রাজনৈতিক দল বিধি' বাতিল ঘোষণা করেন। তবে কেন এই বিধি বাতিল করা হয় সে সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা ঐ ঘোষণায় দেয়া হয়নি। খবরটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ সালের ১৮ নবেম্বর। এখানে লক্ষণীয় যে, রাজনৈতিক দলবিধি বাতিলের মধ্য দিয়ে দেশে আবার অবাধে রাজনৈতিক দল গঠন ও রাজনৈতিক তৎপরতা চালানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়।

রাজনৈতিক দল বিধি বাতিলের দুই সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে জিয়াউর রহমান জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। ১৯৭৮ সালের ৩০ নভেম্বর জাতির উদ্দেশে দেয়া এক ভাষণে তিনি এই ঘোষণা দেন যা পরদিন ১ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবরে জানানো হয়, জিয়াউর রহমান জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে ১৯৭৯ সালের ২৭ জানুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়েছেন। এই ভাষণে তিনি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর দেশ থেকে সামরিক শাসন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য, ১৯৭৮ সালের ৫ জুন জিয়াউর রহমান এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর সামরিক শাসন প্রত্যাহার করা হবে। এই খবর পরদিন ৬ জুন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

কিন্তু দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের পূর্বশর্ত হিসাবে নির্বাচনের আগেই সামরিক শাসন প্রত্যাহারসহ পাঁচ দফা দাবী সরকারের কাছে তুলে ধরে। এই দাবীসমূহ ছিল :

এক. সামরিক আইন প্রত্যাহার, বিশেষ ক্ষমতা আইন জরুরী ক্ষমতা আইন, সামরিক আইন নির্দেশসমূহ প্রভৃতি দমনমূলক আইনগুলি বাতিল করে জনগণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা।

দুই. চতুর্থ সংশোধনী রদ করে ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুযায়ী সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

তিন. সাজাপ্রাপ্ত, আটক অথবা বিচারাধীন সকল মুক্তিযোদ্ধা এবং রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তি।

চার. জিয়াউর রহমান যদি রাজনীতিতে অংশ নিতে চান তবে সেনাবাহিনী থেকে তার অবসর গ্রহণ।

পাঁচ. সংবাদপত্র ও প্রকাশনা অর্ডিন্যান্সসহ সকল কালাকানুন বাতিল করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

উপরোক্ত দাবীসমূহ মেনে না নেয়া হলে দেশের প্রধান প্রধান ১২টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ না নেয়ার ঘোষণা দেয়। ১৯৭৮ সালের ৮ ডিসেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

উপরোক্ত পাঁচ দফা দাবীর ব্যাপারে বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের সঙ্গে জিয়াউর রহমানের একাধিক বৈঠক হয়। বৈঠকের আগে ও পরে জিয়াউর রহমান কিছু কিছু দাবী মেনেও নেন। তবে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে সামরিক আইন প্রত্যাহারের দাবী তিনি মেনে নেননি। এ সংক্রান্ত খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

অবশেষে সামরিক আইনের অধীনেই নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেয় প্রধান বিরোধী দলসমূহ। জিয়াউর রহমানের সঙ্গে ১৯৭৯ সালের ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত এক বৈঠকের পর প্রথমে আওয়ামী লীগ (মিজান)সহ ৭টি সংগঠন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। আওয়ামী লীগ (মালেক) নেতৃবৃন্দ এই বৈঠকে যোগদান করলেও ঐদিন পর্যন্ত তারা নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। এই আলোচনার প্রেক্ষিতেই জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ছয় দিন পিছিয়ে ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি নির্ধারণ করা হয়। ১৯৭৯ সালের ৬ জানুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রশ্নে আওয়ামী লীগ (মালেক) নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ১৯৭৯ সালের ৮ জানুয়ারি পুনরায় বৈঠক হয় জিয়াউর রহমানের। পরদিন ১৯৭৯ সালের ৯ জানুয়ারি আওয়ামী লীগও (মালেক) জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ১৯৭৯ সালের ১০ জানুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারির সংবাদপত্রে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হয়। প্রথম দিন আংশিক এবং দ্বিতীয় দিন প্রায় পুরো আসনসমূহের ফল প্রকাশ করা হয়। এই নির্বাচনে জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক দল বিএনপির প্রার্থীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয় লাভ করে।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দেড় মাস পর ১৯৭৯ সালের ২ এপ্রিল সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে ৫ এপ্রিল তুমুল বিতর্ক, সুদীর্ঘ আলোচনা-সমালোচনা এবং বিরোধী দলের একাংশের ওয়াক আউটের মধ্যদিয়ে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী বিল পাশ হয়। এই বিল পাশের মধ্য দিয়ে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে শুরু করে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিলের মধ্যে প্রণীত সকল ফরমান, সামরিক আইন প্রবিধান ও আদেশসহ অন্যান্য আইন এবং এই সময়ে সরকারের সকল কাজ-কর্ম ও গৃহীত ব্যবস্থাকে বৈধভাবে গ্রহণ করা হয়। এই বিল অনুমোদনের মাধ্যমে এ সম্পর্কে কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো কারণেই কোনো প্রশ্ন করার অধিকার রহিত করা হয়। খবরটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সব পত্রিকায় গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয় ৬ এপ্রিল।

জাতীয় সংসদে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী বিল পাশ হওয়ার পরদিনই ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল জিয়াউর রহমান দেশ থেকে সামরিক আইন প্রত্যাহার করে নেন। পরদিন ১৯৭৯ সালের ৭ এপ্রিলের সংবাদপত্রে খবরটি ফলাও করে প্রকাশিত হয়।

জিয়াউর রহমানের দলীয় রাজনীতি শুরু এবং এর মাধ্যমে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়ায় পুরোপুরি উত্তরণের বিভিন্ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে বেশকিছু সংখ্যক সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। সম্পাদকীয় প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে প্রাসঙ্গিক কিছু সম্পাদকীয় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশের নজীরও রয়েছে। সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয়গুলোকে শ্রেণী বিন্যাস করলে মোট বিষয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় আঠার। বিষয়গুলো হচ্ছে :

এক. বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গ।
দুই. জিয়াউর রহমানের জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট গঠনের ঘোষণা।
তিন. প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পদক্ষেপ।
চার. রাজনৈতিক তৎপরতার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার।
পাঁচ. প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে জিয়াউর রহমানের জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট গঠন।
ছয়. প্রেসিডেন্ট নির্বাচন প্রশ্নে সরকারী নীতির সমালোচনা।
সাত. প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠান।
আট. প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল।
নয়. জাগদলের বিলুপ্তি ও বিএনপি গঠন।
দশ. রাজনৈতিক দলবিধি বাতিল।
এগার. জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা।
বার. বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত।
তের. জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের শর্তে বিরোধী দলসমূহের দাবী মানা।
চৌদ্দ. বিরোধী দলসমূহের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত।
পনের. জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান।
ষোল. জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফল।
সতের. জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন।
আঠার. সামরিক আইন প্রত্যাহার।

১৯৭৭ সালের ৩০ মে গণভোটের পর জিয়াউর রহমান দলীয় রাজনীতির মাধ্যমে তাঁর কর্মসূচী এগিয়ে নেয়ার চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। এরই অংশ হিসেবে দেশের রাজনীতি নিয়ে আলোচনার জন্য ১৯৭৭ সালের ১১ অক্টোবর দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের নেতাদের সঙ্গে এক বৈঠক করেন তিনি। এই বৈঠকে জিয়াউর রহমান 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' ভিত্তিক রাজনীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৯৭৭ সালের ১২ অক্টোবর এই খবর প্রকাশের পরদিন ১৩ অক্টোবর এ প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। এই সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা জিয়াউর কর্তৃক উল্লিখিত 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' ভিত্তিক রাজনীতিকে যৌক্তিক বলে মন্তব্য করে। সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা আরও মন্তব্য করে, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ আমাদের দেশপ্রেম, আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের আত্মমর্যাদাবোধ এবং দেশের আলো-বাতাস আর ইতিহাস-ঐতিহ্যের মর্মমূল থেকে উদ্গত। বাংলাদেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অনুভূতি এবং তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্য এই স্বকীয়তাবোধকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। সুতরাং এদেশের রাজনীতিকেও স্বাভাবিক নিয়মেই এই জাতীয় স্বতন্ত্র্য দৃষ্টিভঙ্গী এবং চেতনাকে মূল অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করে সামনে এগুতে হবে।

জিয়াউর রহমান দলীয় রাজনীতি শুরুর আগে একটি রাজনৈতিক ফ্রন্ট বা জোট গঠনের চিন্তা করেন। এজন্যই তিনি ১৯৭৭ সালের ১৫ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী রাজনীতিবিদদের ঐক্যবদ্ধ করে একটি

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক ফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। পরদিন ১৬ ডিসেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ১৯৭৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার। সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে যে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু করার মাধ্যমেই কেবল সম্ভব দেশে বিরাজিত বর্তমান রাজনৈতিক শূন্যতার অবসান ঘটানো। জনগণ যাতে সরাসরি রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশ নিতে পারে এবং সর্বাত্মক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় শরিক হতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই এই সমন্বিত ফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ অবজারভার তার সম্পাদকীয়তে জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক ফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্তকে সময়োচিত বলে মন্তব্য করে।

১৯৭৮ সালের ৯ এপ্রিল সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে জিয়াউর রহমান খুব শিগগিরই দেশে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের আভাস দেন। ১৯৭৮ সালের ১৮ এপ্রিল এক অর্ডিন্যান্স জারি করে নির্বাচন কমিশনকে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করার আহ্বান জানানো হয়। অন্যদিকে ২০ এপ্রিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত আরেক খবরে জানানো হয়, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দফতর থেকে বলা হয়েছে যে, ১৯৭৮ সালের ১৫ জুনের মধ্যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৭৮ সালের ২১ এপ্রিল প্রেসিডেন্ট নির্বাচন প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। এই সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে যে, সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গণতন্ত্রে উত্তরণের পথে একটি মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। এর মাধ্যমে দেশে প্রকাশ্য রাজনৈতিক তৎপরতা এবং পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সূচনা হবে। জাতিকে গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে জিয়াউর রহমানের ভূমিকা ও নীতির প্রশংসা করা হয় এই সম্পাদকীয়তে।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে জিয়াউর রহমান রাজনৈতিক তৎপরতার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন। ১৯৭৮ সালের ২১ এপ্রিল জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়া হয়। পরদিন ২২ এপ্রিল এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ১৯৭৮ সালের ২৩ এপ্রিল এই প্রসঙ্গে প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে যে, রাজনৈতিক তৎপরতা উন্মুক্ত হওয়ার মধ্যদিয়ে জাতির জীবনে একটি ঐতিহাসিক মোড় পরিবর্তনকারী অধ্যায়ের সূচনা হলো। এর মাধ্যমে গণতন্ত্রে উত্তরণে আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হতে যাচ্ছে। জিয়াউর রহমান সঠিক সময়েই জনগণের গণতান্ত্রিক প্রত্যাশা পূরণ এবং দেশ থেকে রাজনৈতিক শূন্যতার অবসান ঘটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সম্পাদকীয়তে আশা প্রকাশ করা হয় যে, রাজনৈতিক দলগুলো জাতীয় জীবনে সূচিত এই ঐতিহাসিক অধ্যায়কে সঠিকভবে কাজে লাগাবেন।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৯৭৮ সালের ২ মে দেশে দু'টি রাজনৈতিক জোট গঠিত হয়। জোট দু'টির একটির নাম : জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট। এই জোটের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন জিয়াউর রহমান এবং তাকে জোটের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী করা হয়। অপর জোটের নাম: গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট। এই জোটের পক্ষ থেকে জেনারেল (অব:) এম এ জি ওসমানীকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী করা হয়। এই জোট দু'টি গঠনের খবর ১৯৭৮ সালের ৩ মে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। উল্লিখিত জোট দু'টির মধ্যে শুধুমাত্র 'জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট' গঠন প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার। ১৯৭৮ সালের ৩ মে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে যে, এই ফ্রন্ট গঠনের মধ্যদিয়ে জিয়াউর রহমানের ১৯৭৭ সালের ১৬ ডিসেম্বরে রাজনৈতিক ফ্রন্ট গঠন সংক্রান্ত ঘোষণার বাস্তবায়ন ঘটেছে। সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা আশা প্রকাশ করে যে, জাতীয়তাবাদী গঠনের মধ্য দিয়ে নতুন যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু হলো তা জনগণের কাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, শান্তি-শৃঙ্খলা, উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে। অন্যদিকে ১৯৭৮ সালের ৪ মে এ প্রসঙ্গে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ অবজারভার মন্তব্য করে যে, এই জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট গঠনের মধ্য দিয়ে জিয়াউর রহমানের ১৯৭৭ সালের ১৬ ডিসেম্বরে এই সংক্রান্ত ঘোষণার বাস্তবায়ন ঘটেছে। এই সম্পাদকীয়তে আরও মন্তব্য করা হয় যে, গতিশীল নেতৃত্বের অভাবে উন্নয়নশীল দেশে রাজনৈতিক কর্মকান্ড অর্থহীন হয়ে পড়ে। জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট গঠনের মধ্য দিয়ে রাজনীতি ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় গতিশীলতা আসার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। এখানে লক্ষণীয় যে, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী দেয়ার জন্য একই দিন দু'টি রাজনৈতিক জোট গঠিত হলেও উপরোক্ত দু'টি পত্রিকার দুই সম্পাদকীয়তেই শুধু একটি রাজনৈতিক জোট প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয় এবং যেজোট সম্পর্কে মন্তব্য করা হয় তার নেতৃত্বে ছিলেন জিয়াউর রহমান। সম্পাদকীয় দু'টিতে অপর জোট সম্পর্কে একটি কথাও বলা হয়নি।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাক্কালে এই নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকারের নীতি ও নির্বাচনে জিয়াউর রহমানের অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে দৈনিক ইত্তেফাক। ১৯৭৮ সালের ৬ মে প্রকাশিত এক উপ-সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাকের মন্তব্যসমূহ ছিল:

এক. স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা উচিত হবে না।

Nan 21(Full)

Dhaka University Institutional Repository

দুই. সরকারী খরচে ও সুযোগ-সুবিধা নিয়ে জিয়াউর রহমান ও তাঁর উপদেষ্টাগণ গণসংযোগ করছেন যা যুক্তিসঙ্গত নয়।

তিন. প্রতিকূল আবহাওয়াজনিত কারণে ঘোষিত সময়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠান সমীচীন হবে না।

চার. জিয়াউর রহমান নিজেই বলেছিলেন সামরিক বাহিনীর রাজনীতির সঙ্গে জড়ানো উচিত নয়। অথচ তিনি সামরিক বাহিনীতে কর্মরত অবস্থায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এটা যৌক্তিক নয়।

পাঁচ. প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ব্যাপারে শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নের সমাধান না করে অর্থাৎ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী বহাল রেখে এই প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠান উচিত হবে না।

ছয়. শাসনতান্ত্রিক সমস্যার গণতান্ত্রিক সমাধানের জন্য আগে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানই যুক্তিযুক্ত।

সাত. জাতীয় সংসদে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ব্যাপারে শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধানের পর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠান করা উচিত।

১৯৭৮ সালের ৩ জুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনের দিন গবেষণার অন্তর্ভুক্ত তিনটি পত্রিকা এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে যে, গণতন্ত্রের পথে এই নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। গণতন্ত্রে উত্তরণের প্রচেষ্টায় এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসে সংযোজিত হতে যাচ্ছে একটি তৎপর্যময় অধ্যায়। সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা আশা প্রকাশ করে যে, ভোটারদের স্বাধীন, স্বতঃস্ফূর্ত ও সচেতন শরিকানায় এই নির্বাচন স্বার্থক হয়ে উঠবে। গণতন্ত্রে উত্তরণের প্রক্রিয়া সফল হবে। অন্যদিকে দৈনিক ইত্তেফাক তার প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে আশা প্রকাশ করে যে, প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সুষ্ঠু ও সর্বাঙ্গ সুন্দর হবে। কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবে না। এই সম্পাদকীয়তে নির্বাচন প্রসঙ্গে ১৯৭৮ সালের ৬ মে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত উপ-সম্পাদকীয়তে নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকারের নীতি এবং জিয়াউর রহমানের নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রশ্নে যে সমালোচনা করা হয়েছিল সে প্রসঙ্গে কোনো রেশ টানা হয়নি। তবে ঐ উপ-সম্পাদকীয়তে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়টিকে বিরূপ আবহাওয়ার সময় হিসেবে যে মন্তব্য করা হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে এই সম্পাদকীয়তে আশা প্রকাশ করা হয়, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মৌসুম হওয়া সত্ত্বেও ভোটারগণ ভোটাধিকার প্রয়োগে দ্বিধা করবেন না। অপরদিকে বাংলাদেশ অবজারভার তার সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে যে, এই নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে একটি সরকারের সূচনা হবে। নির্বাচন প্রসঙ্গে দৈনিক ইত্তেফাকের মন্তব্যের সঙ্গে একমত প্রকাশ করে বাংলাদেশ অবজারভার আরও মন্তব্য করে যে, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়াকে উপেক্ষা করে জনগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে। বাংলাদেশ অবজারভার সম্পাদকীয়তে আশা প্রকাশ করে যে, সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশে উজ্জ্বল ও সুন্দর দিন ফিরে আসবে।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবক'টি পত্রিকা নির্বাচনের ফল প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। নির্বাচন অনুষ্ঠানের একদিন পর ১৯৭৮ সালের ৫ জুন সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা, সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভার। দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার সম্পাদকীয় প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায়। দৈনিক বাংলা তার সম্পাদকীয়তে জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় তাকে অভিনন্দন জানায় এবং মন্তব্য করে:

এক. এই নির্বাচনের মাধ্যমে গোটা জাতি দ্ব্যর্থহীনভাবে জিয়াউর রহমান এবং তাঁর রাজনীতি ও কর্মসূচীকে সমর্থন জানিয়েছে।

দুই. জনগণ তাদের পরীক্ষিত নেতা জিয়াউর রহমানের হাতেই নতুন করে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেছে।

তিন. এই নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণ তাদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, শৃঙ্খলাবোধ ও গণতান্ত্রিক চেতনার যে পরিচয় তুলে ধরেছেন তা এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

বাংলাদেশ অবজারভার তার সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে যে, এই নির্বাচনের মাধ্যমে জিয়াউর রহমান ও তাঁর কর্মসূচীর প্রতি ব্যাপক জনসমর্থন প্রতিফলিত হয়েছে।

অন্যদিকে সংবাদ সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে:

এক. এই নির্বাচনের মাধ্যমে জিয়াউর রহমানের প্রতি দেশবাসীর পূর্ণ আস্থার প্রকাশ ঘটেছে।

দুই. এই নির্বাচনের মাধ্যমে গত আড়াই বছরে জিয়াউর রহমানের কার্যধারার প্রতিও আর একবার সমর্থন জানিয়েছে দেশবাসী।

তিন. নির্বাচনের প্রচারাকালে হুমকি ও প্ররোচনার মুখে শান্তি বজায় রেখে দেশবাসী তাদের দায়িত্বশীল আচরণ দিয়ে সামরিক শাসনের অপ্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

চার. জনগণ এখন আশা করছে যে, গণতন্ত্রে উত্তরণের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সামরিক আইন অবিলম্বে তুলে নেয়া হবে।

অপরদিকে ১৯৭৮ সালের ৬ জুন প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক যেসব মন্তব্য করে তার মধ্যে ছিল:

এক. প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জিয়াউর রহমানের জয়লাভ দেশে অতীতের 'একনায়কত্বের' মূলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, জনজীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান এবং তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি নিশ্চিত করার ব্যাপারে জিয়াউর রহমান প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির প্রতি জনগণের আস্থা জ্ঞাপনের পরিচায়ক।

দুই. গণতন্ত্রে উত্তরণের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সামরিক আইন অবিলম্বে প্রত্যাহার করা উচিত।

লক্ষণীয় যে, সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাক সামরিক আইন প্রত্যাহার প্রসঙ্গে একই ধরনের মন্তব্য করেছে।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়লাভের পর জিয়াউর রহমান জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টভুক্ত দলগুলোকে নিয়ে একটি দল গঠনের চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। দল গঠন সম্পর্কে সংবাদ ১৯৭৮ সালের ৪ জুলাই একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। পরে এই দল গঠন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে দু'টি উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ। এর একটি উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ সালের ১২ জুলাই এবং অপরটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ সালের ২৩ জুলাই। প্রথম উপ-সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে যে, জাতীয় গণতান্ত্রিক দল বা জাগদলের অভ্যন্তরে এবং জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের অভ্যন্তরে ডানপন্থী ও বামপন্থী দ্বন্দ্ব চলছে নীরবে। বামপন্থীরা আশংকা করছেন সব দল মিলে একদল করে যদি জাগদলের অস্তিত্ব বিলোপ করা না হয়, তবে ডানপন্থীরা তা দখল করে নেবে। আর অন্যপক্ষ ভাবছেন সব দল মিলে একটি দল গঠিত হলে যেসব বামপন্থী দল ফ্রন্টে আছে তারা এক দলে ঢুকে দলটাকে নিজেদের হাতে নিয়ে নেবে। এই নীতি বা আদর্শ, ডান বা বামের লড়াই বর্তমান মতভেদের কারণ। ডানপন্থীদের প্রাধান্যই হোক আর বামপন্থীদের প্রাধান্যই হোক, ঐক্য প্রতিষ্ঠার বা একদল গঠনের প্রচেষ্টা চলতেই থাকবে এবং এক সময় একদল গঠিতও হবে। অপর উপ-সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে যে, জাগদলের বিলুপ্তি বা নতুন দল গঠন প্রশ্নে যত জল্পনা-কল্পনাই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হোক না কেন, কিংবা ব্যক্তি বা গোষ্ঠী পক্ষ থেকে যে ভূমিকাই নেয়া হোক না কেন– এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবেন জিয়াউর রহমান। তাঁর সিদ্ধান্তের উপরই নির্ভর করছে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন হবে না জাগদল বহাল থাকবে।

১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর নতুন দল গঠন করেন জিয়াউর রহমান। দলের নাম রাখা হয় : বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। ২ সেপ্টেম্বর এ সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে এবং এর পরদিন ১৯৭৮ সালের ৩ সেপ্টেম্বর এ বিষয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার। সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে :

এক. নবগঠিত বিএনপির ঘোষণাপত্রে বর্ণিত নীতিমালা এবং কার্যক্রম থেকে অনুধাবন করা যায়, এই দল জাতীয় জীবনের প্রতিটি সমস্যাকে স্পর্শ করে জনগণের সর্বস্তরের প্রতিনিধিত্বশীল একটি প্রকৃত জাতীয়তাবাদী দলের স্বরূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে।

দুই. বিএনপির উচিত জাতীয় ঐক্যের প্রকৃত দিশারীর ভূমিকা পালন করা।

অন্যদিকে বাংলাদেশ অবজারভার তাঁর সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে যে, নতুন রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপির আবির্ভাব ঘটেছে। যদিও এর জন্ম অপ্রত্যাশিত নয়। প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে গতিশীল করার লক্ষ্যে জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য এই দলের জন্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

১৯৭৮ সালের ১৭ নভেম্বর এক সামরিক আইন বিধি জারি করে জিয়াউর রহমান ১৯৭৬ সালে জারি করা 'রাজনৈতিক দলবিধি' বাতিল ঘোষণা করেন। ১৮ নভেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। জিয়াউর রহমানের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে ১৯ নভেম্বর সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার। সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে :

এক. গণতন্ত্রে উত্তরণের দৃষ্টিকোণ থেকে এই ঘোষণা সময়োচিত ও সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ।

দুই. এই ঘোষণার ফলে রাজনৈতিক দলসমূহের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা দূর হলো।

তিন. এই ঘোষণার ফলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরিবেশ উন্মুক্ত হলো।

চার. এই ঘোষণার ফলে রাজনৈতিক দলসমূহ নির্বাচনে অংশগ্রহণের এবং নিজেদের বক্তব্য ও কর্মসূচী অবাধে জনগণের কাছে হাজির করার সুযোগ লাভ করবে।

পাঁচ. এই ঘোষণার ফলে দেশের রাজনৈতিক দল সমূহের ওপর উচ্চ রাজনৈতিক কর্তব্য ও দায়িত্ব অর্পিত হলো।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে বাংলাদেশ অবজারভার তার সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে যে, রাজনৈতিক কর্মকান্ডের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ায় দেশে অবাধ রাজনৈতিক তৎপরতা চালানোর সুযোগ ইতোমধ্যে তৈরি হয়েছে। তার উপর জিয়াউর রহমান রাজনৈতিক দল বিধি বাতিল ঘোষণা করায় দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অভিযাত্রা আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল।

১৯৭৮ সালের ৩০ নভেম্বর জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে জিয়াউর রহমান ১৯৭৯ সালের ২৭ জানুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। ১ ডিসেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। জিয়াউর রহমানের এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে ১৯৭৮ সালের ২ ডিসেম্বর সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার। দৈনিক বাংলা সম্পাদকীয়টি প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায়। সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে :

এক. জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনে গণতন্ত্রে উত্তরণের চূড়ান্ত অধ্যায় সূচিত হয়েছে।

দুই. দেশের আট কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা এবং মূল্যবোধের প্রতি জিয়াউর রহমান কতটা শ্রদ্ধাশীল, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যাপারে তার সময়োচিত ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের মধ্যদিয়ে এটা সংশয়হীনভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

তিন. নির্বাচন যাতে সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয় সেজন্য সবাইকে সহযোগিতা করতে হবে।

অন্যদিকে বাংলাদেশ অবজারভার তার সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে:

এক. জিয়াউর রহমান কর্তৃক জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার মধ্য দিয়ে দেশের চলমান রাজনৈতিক বিবর্তন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।

দুই. জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার মধ্য দিয়ে বহুল আলোচিত এই নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সকল সন্দেহের অবসান ঘটেছে।

দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো ঘোষিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের পূর্বশর্ত হিসেব নির্বাচনের আগেই সামরিক আইন প্রত্যাহারসহ পাঁচ দফা দাবী জানায় জিয়াউর রহমানের কাছে। জিয়াউর রহমান বিরোধী দলসমূহের বেশকিছু দাবী মেনে নিলেও নির্বাচনের আগে সামরিক আইন প্রত্যাহার না করার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৭৮ সালের ২৬ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া এক ভাষণে জিয়াউর রহমান নির্বাচনের পর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে সামরিক আইন প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন। ২৭ ডিসেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ১৯৭৮ সালের ২৮ ডিসেম্বর জিয়াউর রহমানের এই ভাষণের প্রশংসা করে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার। সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে :

এক. জিয়াউর রহমানের ঘোষণার মাধ্যমে সামরিক আইনের মেয়াদ সম্পর্কে সংশয়ের অবসান ঘটবে।

দুই. সরকার ইতোমধ্যে রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা সংক্রান্ত সামরিক আইনের ধারাগুলোর প্রয়োগ স্থগিত করেছেন। এর ফলে সকল রাজনৈতিক দলের অবাধে নির্বাচনী তৎপরতা চালাতে কোনো বাধা নেই।

তিন. নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে দেয়া সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপ।

চার. জিয়াউর রহমান তার ভাষণে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে আহ্বান জানিয়েছেন তাতে সবারই সাড়া দেয়া উচিত।

অন্যদিকে বাংলাদেশ অবজারভার তার সম্পাদকীয়তে এ প্রসঙ্গে দৈনিক বাংলার অনুরূপ মন্তব্য করে। এখানে লক্ষণীয় যে, বিরোধী দলসমূহের নির্বাচনের অংশগ্রহণের পূর্বশর্ত হিসেবে নির্বাচনের আগে সামরিক শাসন প্রত্যাহারের দাবী যে জিয়াউর রহমান মেনে নেননি সে সম্পর্কে এই সম্পাদকীয় দু'টিতে সুস্পষ্ট কোনো মন্তব্য করা হয়নি।

১৯৭৮ সালের ২৬ ডিসেম্বর জিয়াউর রহমানের ভাষণের পরও বিরোধী দলগুলো নির্বাচনের আগে সামরিক আইন প্রত্যাহারসহ অন্যান্য দাবী আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত রাখে। তবে জিয়াউর রহমান নির্বাচনের আগে সামরিক আইন প্রত্যাহার না করার ব্যাপারে সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। শেষ পর্যন্ত সামরিক শাসন বহাল রেখেই নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় বিরোধী দলগুলো। আওয়ামী লীগ (মিজান)সহ সাতটি রাজনৈতিক দল ১৯৭৯ সালের ৫ জানুয়ারি নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ৬ জানুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। পরদিন ৭ জানুয়ারি এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা আশা প্রকাশ করে যে, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন, গণতন্ত্রে উত্তরণ এবং দেশের বৃহত্তর স্বার্থেই দলমত নির্বিশেষে সবাই আসন্ন সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তা সর্বতোভাবে সফল করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে নির্বাচন সম্পর্কে আগাম মূল্যায়ন করে একটি উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। ১৯৭৯ সালের ২৭ জানুয়ারি প্রকাশিত এই উপ-সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে:

এক. এই নির্বাচনে রাজনৈতিক দল বা আদর্শের চেয়ে ব্যক্তিকে বড় করে দেখা হচ্ছে।

দুই. যেকোনো মূল্যে নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

তিন. সার্বিকভাবে এই নির্বাচনের মাধ্যমে জাতি আবার পিছনের দিকে যাচ্ছে।

১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের দিন গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকাই নির্বাচন সম্পর্কে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে :

এক. সুস্থ রাজনীতি চর্চা এবং দেশ ও জনগণের স্বার্থে জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সফল করার কোনো বিকল্প নেই। আর নির্বাধ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশই নির্বাচনের এই সাফল্য এনে দিতে পারে।

দুই. নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল, প্রার্থী ও তাদের সমর্থক এবং নির্বাচকমন্ডলীর নিজেদের স্বার্থেই নির্বাচনে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা উচিত।

তিন. নির্বাচনে জনমতের যে প্রতিফলন ঘটবে তা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের।

সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে :

এক. জাতীয় সমৃদ্ধি এবং কলুষতা, পঙ্কিলতা ও আবিলতামুক্ত সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে ভোটারদের ভোটদানের ক্ষেত্রে বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দেয়া উচিত।

দুই. গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্য নির্বাচনই শেষ কথা নয়। নির্বাচনকে ফলপ্রসূ করতে হলে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ও রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণকে অবশ্যই উৎসাহিত করতে হবে।

সংবাদ তার সম্পাদকীয়কে মন্তব্য করে :

এক. দেশবাসী আশা করছেন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর পরই সামরিক শাসন তুলে নেয়া হবে। দেশে গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। রাষ্ট্র পচািলনায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে।

দুই. জাতীয় সংসদ নির্বাচন যাতে প্রকৃত অর্থেই অবাধ ও নিরপেক্ষ হয় সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ অবজারভার মন্তব্য করে যে, জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ হওয়া জরুরী। এজন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীদের সহনশীল হতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারকে জনগণের সহযোগিতা করতে হবে।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরদিন নির্বাচনের ফল প্রকাশের প্রাক্কালে ১৯৭৯ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে :

এক. নির্বাচনে যারা জিতবেন এবং যারা হারবেন তাদের সবাইকে নির্বাচনের ফল মেনে নিয়ে জনকল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত করতে হবে।

দুই. নির্বাচনের পর সবার দায়িত্ব হবে দেশগঠনের জন্য কাজ করা।

অন্যদিকে সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ অবজারভারের মন্তব্যগুলোর মধ্যে ছিল:

এক. নির্বাচনের মাধ্যমে যে জাতীয় সংসদ গঠিত হতে যাচ্ছে তার দায়িত্ব অনেক।

দুই. নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের সম্মিলিত প্রয়াস দেশের জন্য প্রগতি ও সমৃদ্ধির নতুন যুগের সূচনা করবে।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর এ সম্পর্কে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলো। ১৯৭৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি এ প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার। বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার জন্য বাংলাদেশ অবজারভার তার সম্পাদকীয়টি প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলা তার সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে :

এক. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিপুল ভোটাধিক্যে দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসনে বিজয়ী হয়েছে। বিএনপির অনুকূলে জনগণের এই দ্ব্যর্থহীন রায় একদিকে জিয়াউর রহমানের রাজনীতিকে স্বার্থকতা দিয়েছে, অন্যদিকে এই রায়ের মাধ্যমে জিয়াউর রহমানের কাছে জনগণ তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরেছে।

Dhaka University Institutional Repository

দুই. এই নির্বাচনী রায় বাংলাদেশের জনগণের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সচেতনতা ও দেশ গঠনে দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় বহন করে।

তিন. বিএনপির উপর জনগণ বিরাট দায়িত্ব অর্পণ করেছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু বিরোধী দল সমূহের দায়িত্বকেও কোনো মতেই ছোট করে দেখা চলে না। বিরোধী দলের গঠনমূলক সমালোচনার ভিত্তিতেই দেশকে সামনে এগিয়ে নিতে হবে।

অন্যদিকে বাংলাদেশ অবজারভার তার সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে :

এক. জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি স্থিতিশীল রাজনৈতিক ভিত্তির উপর এসে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতি তৈরির পেছনে জিয়াউর রহমানের অবদান যথেষ্ট।

দুই. নবগঠিত জাতীয় সংসদের মাধ্যমে ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন শুরু হওয়া জিয়াউর রহমানের ১৯ দফা কর্মসূচী আরও গতিশীল ও কার্যকর হবে।

১৯৭৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে :

এক. আর মাত্র মাসখানেকের মধ্যেই জাতীয় সংসদ গঠিত হবে। তবে শুধু নির্বাচন বা সংসদ গঠন গণতন্ত্র নয়। সার্বভৌম সংসদ গঠনের পাশাপাশি বাকস্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, আইনের শাসন, নাগরিক অধিকার প্রভৃতি মৌলিক উপাদানের সমাহার হচ্ছে গণতন্ত্র।

দুই. জিয়াউর রহমান ও তাঁর রাজনৈতিক দলের উপর জনগণ যেহেতু আস্থা স্থাপন করেছে, সেহেতু এখন জিয়াউর রহমানের উচিত হবে গণতন্ত্রের সকল উপাদান বাস্তবায়নে সচেষ্ট হওয়া।

তিন. জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামরিক আইনের আওতায় অনুষ্ঠিত হওয়ায় এর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে কোনো কোনো মহলে। তবে গণতান্ত্রিক ধারা-প্রক্রিয়ায় এই নির্বাচন জাতিকে তার বর্তমান অবস্থান থেকে উত্তরণের পথ প্রদর্শন করেছে।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রায় দেড় মাস পর ১৯৭৯ সালের ২ এপ্রিল জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে। অধিবেশন শুরুর দিন দৈনিক বাংলা এই প্রসেঙ্গ একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে:

এক. জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন গণতন্ত্রের পথে ঐতিহাসিক উত্তরণ। এই উত্তরণ দেশকে সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাবে।

দুই. দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা দৃঢ়মূল করা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সুসংহত করা ও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে জাতীয় সংসদ সফল হবে।

জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে ১৯৭৯ সালের ৫ এপ্রিল তুমুল বিতর্ক, সুদীর্ঘ আলোচনা-সমালোচনা এবং বিরোধী দলের একাংশের ওয়াক-আউটের মধ্য দিয়ে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী বিল পাশ হয়। এই বিল পাশের মধ্য দিয়ে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে শুরু করে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখের মধ্যে প্রণীত সকল ফরমান, সামরিক আইন প্রবিধান ও আদেশ, অন্যান্য আইনসহ এই সময়ে সরকারের সব কাজ-কর্ম ও গৃহীত ব্যবস্থাকে বৈধভাবে গ্রহণ করা হয়। জাতীয় সংসদে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী বিল পাশ হওয়ার পরদিনই ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল জিয়াউর রহমান দেশ থেকে সামরিক আইন তুলে নেন। এই খবর ৭ এপ্রিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। পরে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলো সামরিক শাসন প্রত্যাহার সম্পর্কে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভার সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ৮ এপ্রিল এবং সংবাদ প্রকাশ করে ৯ এপ্রিল। বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার জন্য বাংলাদেশ অবজারভার তার সম্পাদকীয়টি প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলা তার সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে :

এক. সামরিক শাসন প্রত্যাহারের দিনটি বাংলাদেশের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

দুই. সামরিক শাসন থেকে শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বেসামরিক শাসনে প্রত্যাবর্তনের ঘটনা রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি অসাধারণ ঘটনা।

তিন. সামরিক শাসন উঠে যাওয়ায় জাতীয় সংসদ এখন একটি নিরঙ্কুশ সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় সংস্থায় পরিণত হয়েছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই সংসদকে এখন জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলনের উপযোগী আইন প্রণয়ন, রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারণ, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় সুদৃঢ় ও সঠিক নেতৃত্ব দিতে হবে।

সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে :

Dhaka University Institutional Repository

এক. জাতীয় সংসদে পঞ্চম সংশোধনী বিল পাস হওয়ার পর সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হয়েছে। কিন্তু তা সংসদীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আরও সুষ্ঠুভাবে করা যেতো।

দুই. সামরিক আইন থেকে বেসামরিক শাসন ব্যবস্থায় উত্তরণের পদক্ষেপ অভিনন্দনযোগ্য। তবে সামরিক আইন প্রত্যাহার অর্থই গণতন্ত্র পূর্ণ প্রতিষ্ঠা নয়। গণতন্ত্রকে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে মৌলিক অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা, আইনের শাসনসহ গণতন্ত্রের মৌলিক নীতিমালা প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

তিন. জিয়াউর রহমান সামরিক আইন প্রত্যাহার করে তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন। তবে গণতন্ত্র তাৎপূর্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে তাকে মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার বাধা অচিরেই দূর করবে হবে।

সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ অবজারভার সামরিক আইন প্রত্যাহার করায় জিয়াউর রহমানকে অভিনন্দিত করে। বাংলাদেশ অবজারভার সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে যে, সামরিক শাসন প্রত্যাহারের মধ্য দিয়ে দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরুর সন্ধিক্ষণের সমাপ্তি ঘটলো এবং গণতন্ত্র একটি ভিত্তি পেল।

সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে:

এক. জিয়াউর রহমান সামরিক শাসন তুলে নিয়ে তাঁর একটি প্রতিশ্রুতি রাখলেন। এজন্যে তিনি নিশ্চয়ই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা দাবী করতে পারেন।

দুই. সামরিক শাসন প্রত্যাহার মানেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা নয়। ১৯৬২ সালে জেনারেল আইয়ূব খানও সামরিক আইন তুলে নিয়ে বেসামরিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু তাতে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। জিয়াউর রহমানের সামরিক আইন প্রত্যাহারও যেন সে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না ঘটায়।

তিন. সামরিক আইনের অবসান ঘটলেও দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এখনো বড় বাধা হচ্ছে অগণতান্ত্রিক জরুরী ক্ষমতা, বিশেষ ক্ষমতা আইন, সংবাদপত্র ও প্রকাশনা আইনের মত অনেক কালাকানুন। গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই কালাকানুনগুলো অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে।

জিয়াউর রহমানের দলীয় রাজনীতি শুরু এবং এর মাধ্যমে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়ায় উত্তরণের এক পর্যায়ে ১৯৭৮ সালের ৩ জুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনের প্রাক্কালে এই নির্বাচন সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ও অভিমত প্রতিফলিত হয় এক সংবাদপত্রে– পাঠকের চিঠিতে। ১৯৭৮ সালের ৫ মে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এই চিঠিতে মন্তব্য করা হয় :

এক. স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা সরকারের উচিত হয়নি।

দুই. সময়ের স্বল্পতার কারণে প্রার্থীরা যথাযথ নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে পারবেন না।

তিন. নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত সময়টি আবহাওয়াগত দিক দিয়ে প্রতিকূল।

জিয়াউর রহমানের দলীয় রাজনীতি শীর্ষক এই ইস্যুর তথ্য বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক দলীয় কর্মকা- শুরুর মাধ্যমে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়ায় পুরোপুরি উত্তরণের বিষয়টি সংবাদপত্রে বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করে। ১৯৭৭ সালের ৩০ মে গণভোটে প্রেসিডেন্ট হিসেবে আস্থা অর্জনের পর থেকে জিয়াউর রহমানের দলীয় রাজনীতির প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে প্রথমে তিনি জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল) গঠন করেন। পরে জাগদলসহ ছ'টি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট গঠিত হয়। এই জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের তিনি চেয়ারম্যান হন এবং এই ফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন জিয়াউর রহমান। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর নতুন রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) গঠন করে জিয়াউর রহমান এই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এরপর তিনি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করেন এবং এই নির্বাচনে বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করেন সরকার গঠন করে। এভাবেই জিয়াউর রহমান দলীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল সামরিক আইন প্রত্যাহারের মধ্য দিয়ে জিয়াউর রহমানের বেসামরিক শাসন পূর্ণাঙ্গরূপে শুরু হয়। একই সঙ্গে তাঁর দলীয় রাজনৈতিক তৎপরতাও চলতে থাকে। উপরোক্ত সময়ের খবরের কাগজে প্রকাশিত রিপোর্টে জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক দলীয় কর্মকা- অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক তৎপরতার পর্যায়ক্রমিক চিত্র সংবাদপত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাপত্রগুলোর রিপোর্টেই শুধু নয়, সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পদাকীয়তে জিয়াউর রহমানের দলীয় রাজনৈতিক তৎপরতার ইস্যুটি বার বার স্থান পায়। শ্রেণী বিন্যাস করে দেখা গেছে, জিয়াউর রহমানের দলীয় রাজনৈতিক তৎপরতার বিষয়ে প্রধানত ১৮ ধরনের সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। জিয়াউর রহমান ১৯৭৫ সালের নভেম্বর নিজেই বলেছিলেন সামরিক বাহিনীর রাজনীতির সঙ্গে জড়ানো উচিত নয়। অথচ ১৯৭৭ সালের মে মাসে গণভোটের পর থেকে তিনি ধীরে ধীরে দলীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। দলীয় প্রার্থী হিসেবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করেন। এই নির্বাচনে অংশগ্রহণের এখতিয়ার জিয়াউর রহমানের আছে কিনা তা নিয়ে শুধু দৈনিক ইত্তেফাকই প্রশ্ন তুলে। জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক তৎপরতা নিয়ে আর কোনো পত্রিকাই কঠোর সমালোচনা করেনি। অন্যদিকে জাতীয় সংসদে

Nam-1 (Full)

Dhaka University Institutional Repository

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ব্যাপারে শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধানের পর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠান করা উচিত বলে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করলেও দৈনিক বাংলা সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গণতন্ত্রে উত্তরণের পথে মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা বলে মন্তব্য করে। সার্বিকভাবে এই ইস্যুটির ব্যাপারে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোর পরস্পরের সম্পাদকীয় নীতির অমিলের চেয়ে মিলই ছিল বেশি।

তথ্যসূত্র :

১. *দৈনিক বাংলা*, ১ আগস্ট ১৯৭৭, পৃ. ১
২. *দৈনিক বাংলা*, ৬ আগস্ট ১৯৭৭, পৃ. ১
৩. *দৈনিক বাংলা*, ৮ আগস্ট ১৯৭৭, পৃ. ১
৪. *দৈনিক বাংলা*, ১২ অক্টোবর ১৯৭৭, পৃ. ১
৫. *দৈনিক বাংলা*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৭, পৃ. ১
৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৭, পৃ. ১
৭. *সংবাদ*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৭, পৃ. ১
৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৭, পৃ. ১
৯. *দৈনিক বাংলা*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮, পৃ. ১
১০. *দৈনিক বাংলা*, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৮, পৃ. ১
১১. *দৈনিক বাংলা*, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮, পৃ. ১
১২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ এপ্রিল ১৯৭৮, পৃ. ১
১৩. *দৈনিক বাংলা*, ১৯ এপ্রিল ১৯৭৮, পৃ. ১
১৪. *দৈনিক বাংলা*, ২০ এপ্রিল ১৯৭৮, পৃ. ১
১৫. *দৈনিক বাংলা*, ২২ এপ্রিল ১৯৭৮, পৃ. ১
১৬. *দৈনিক বাংলা*, ৩ মে ১৯৭৮, পৃ. ১
১৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ মে ১৯৭৮, পৃ. ১
১৮. *দৈনিক বাংলা*, ৩ মে ১৯৭৮, পৃ. ১
১৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৩ মে ১৯৭৮, পৃ. ১
২০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ মে ১৯৭৮, পৃ. ১
২১. *সংবাদ*, ৩ মে ১৯৭৮, পৃ. ১
২২. *সংবাদ*, ৩ জুন ১৯৭৮, পৃ. ১
২৩. *দৈনিক বাংলা*, ৩ জুন ১৯৭৮, পৃ. ১
২৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৩ জুন ১৯৭৮, পৃ. ১
২৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ জুন ১৯৭৮, পৃ. ১
২৬. *সংবাদ*, ৪ জুন ১৯৭৮, পৃ. ১
২৭. *দৈনিক বাংলা*, ৪ জুন ১৯৭৮,পৃ. ১
২৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ জুন ১৯৭৮, পৃ. ১
২৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৪ জুন ১৯৭৮, পৃ. ১
৩০. *দৈনিক বাংলা*, ৫ জুন ১৯৭৮, পৃ. ১
৩১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ জুন, ১৯৭৮, পৃ. ১
৩২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৫ জুন ১৯৭৮, পৃ. ১
৩৩. *সংবাদ*, ৫ জুন ১৯৭৮, পৃ. ১
৩৪. *সংবাদ*, ৬ জুন ১৯৭৮, পৃ. ১
৩৫. *সংবাদ*, ৪ জুলাই ১৯৭৮, পৃ. ১
৩৬. *দৈনিক বাংলা*, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ১
৩৭. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ১
৩৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ১
৩৯. *সংবাদ*, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ১
৪০. *দৈনিক বাংলা*, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ১
৪১. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ নভেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ১
৪২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৮ নভেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ১
৪৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ নভেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ১
৪৪. *সংবাদ*, ১৮ নভেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ১
৪৫. *দৈনিক বাংলা*, ১ ডিসেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ১
৪৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১ ডিসেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ১
৪৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ ডিসেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ১
৪৮. *সংবাদ*, ১ ডিসেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ১
৪৯. *দৈনিক বাংলা*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ১
৫০. *দৈনিক বাংলা*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ১
৫১. *দৈনিক বাংলা*, ২৫ ডিসেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ১
৫২. *দৈনিক বাংলা*, ২৬ ডিসেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ১
৫৩. *দৈনিক বাংলা*, ২৭ ডিসেম্বর ১৯৭৮, পৃ, ১
৫৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৭ ডিসেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ১
৫৫. *দৈনিক বাংলা*, ২৭ ডিসেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ১
৫৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৭ ডিসেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ১
৫৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৭ ডিসেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ১
৫৮. *দৈনিক বাংলা*, ৫ জানুয়ারি ১৯৭৯, পৃ. ১
৫৯. প্রাগুক্ত
৬০. *দৈনিক বাংলা*, ৬ জানুয়ারি ১৯৭৯, পৃ. ১
৬১. *দৈনিক বাংলা*, ৯ জানুয়ারি ১৯৭৯, পৃ. ১
৬২. *দৈনিক বাংলা*, ১০ জানুয়ারি ১৯৭৯, পৃ. ১

৬৩. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯, পৃ. ১
৬৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯, পৃ. ১
৬৫. *সংবাদ*, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯, পৃ. ১
৬৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯, পৃ. ১
৬৭. *দৈনিক বাংলা*, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯, পৃ. ১
৬৮. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯, পৃ. ১
৬৯. *সংবাদ*, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯, পৃ. ১
৭০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯, পৃ. ১
৭১. *দৈনিক বাংলা*, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯, পৃ. ১
৭২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯, পৃ. ১
৭৩. *সংবাদ*, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯, পৃ. ১
৭৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯,পৃ. ১
৭৫. *দৈনিক বাংলা*, ২ এপ্রিল ১৯৭৯, পৃ. ১
৭৬. *দৈনিক বাংলা*, ৩ এপ্রিল ১৯৭৯, পৃ. ১
৭৭. *দৈনিক বাংলা*, ৬ এপ্রিল ১৯৭৯, পৃ. ১
৭৮. *সংবাদ*, ৬ এপ্রিল ১৯৭৯, পৃ. ১
৭৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ এপ্রিল ১৯৭৯, পৃ. ১
৮০. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৬ এপ্রিল ১৯৭৯, পৃ. ১
৮১. *দৈনিক বাংলা*, ৭ এপ্রিল ১৯৭৯, পৃ. ১
৮২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ এপ্রিল ১৯৭৯, পৃ. ১
৮৩. *সংবাদ*, ৭ এপ্রিল ১৯৭৯, পৃ. ১
৮৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৭ এপ্রিল ১৯৭৯, পৃ. ১
৮৫. *সংবাদ*, ৮ এপ্রিল ১৯৭৯, পৃ. ১
৮৬. *দৈনিক বাংলা*, ১৩ অক্টোবর ১৯৭৭, পৃ. ৫
৮৭. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭৭, পৃ. ৫
৮৮. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭৭, পৃ. ৫
৮৯. *দৈনিক বাংলা*, ২১ এপ্রিল ১৯৭৮, পৃ. ৫
৯০. *দৈনিক বাংলা*, ২৩ এপ্রিল ১৯৭৮, পৃ. ৫
৯১. *দৈনিক বাংলা*, ৩ মে ১৯৭৮, পৃ. ৫
৯২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৪ মে ১৯৭৮, পৃ. ৫
৯৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ মে ১৯৭৮, পৃ. ২
৯৪. *দৈনিক বাংলা*, ৩ জুন ১৯৭৮, পৃ. ৫
৯৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ জুন ১৯৭৮, পৃ. ২
৯৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৩ জুন ১৯৭৮, পৃ. ৫
৯৭. *দৈনিক বাংলা*, ৫ জুন ১৯৭৮, পৃ. ১
৯৮. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৫ জুন ১৯৭৮, পৃ. ১
৯৯. *সংবাদ*, ৫ জুন ১৯৭৮, পৃ. ৪
১০০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ জুন ১৯৭৮, পৃ. ২
১০১. *সংবাদ*, ১২ জুলাই ১৯৭৮, পৃ. ৪
১০২. *সংবাদ*, ২৩ জুলাই ১৯৭৮,পৃ. ৪
১০৩. *দৈনিক বাংলা*, ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ৫
১০৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ৫
১০৫. *দৈনিক বাংলা*, ১৯ নভেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ৫
১০৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৯ নভেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ৫
১০৭. *দৈনিক বাংলা*, ২ ডিসেম্বর ১৯৭৮,পৃ. ১
১০৮. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২ ডিসেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ৫
১০৯. *দৈনিক বাংলা*, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ৫
১১০. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ৫
১১১. *দৈনিক বাংলা*, ৭ জানুয়ারি ১৯৭৯, পৃ. ৫
১১২. *দৈনিক বাংলা*, ২৭ জানুয়ারি ১৯৭৯, পৃ. ৫
১১৩. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯, পৃ. ৫
১১৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯, পৃ. ২
১১৫. *সংবাদ*, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯, পৃ. ৪
১১৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯, পৃ. ৫
১১৭. *দৈনিক বাংলা*, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯,পৃ. ৫
১১৮. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯, পৃ. ৫
১১৯. *দৈনিক বাংলা*, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯, পৃ. ৫
১২০. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯, পৃ. ১
১২১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯, পৃ. ২
১২২. *দৈনিক বাংলা*, ২ এপ্রিল ১৯৭৯, পৃ. ৫
১২৩. *দৈনিক বাংলা*, ৮ এপ্রিল ১৯৭৯, পৃ. ৫
১২৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ এপ্রিল ১৯৭৯, পৃ. ২
১২৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৮ এপ্রিল ১৯৭৯, পৃ. ৫
১২৬. *সংবাদ*, ৯ এপ্রিল ১৯৭৯, পৃ. ৪
১২৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ মে ১৯৭৯, পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

তিন. জিয়াউর রহমানের দুটি আলোচিত কর্মসূচী : খাল খনন ও গ্রাম সরকার

জিয়াউর রহমান পাঁচ বছরের কিছু বেশি সময় ধরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। উল্লিখিত সময়ে তাঁর সবচেয়ে বেশি আলোচিত কর্মসূচী ছিল খাল খনন ও গ্রাম সরকার গঠন। এই অধ্যায়ে উল্লিখিত কর্মসূচী দু'টি সংবাদপত্রে কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

খাল খনন :

জিয়াউর রহমান খাল খননকে তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ কমসূচী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট প্রকাশিত 'প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের উন্নয়ন উদ্যোগ : সংবাদপত্রে প্রতিফলন' শীর্ষক এক সংকলন গ্রন্থে বিষয়টি উঠে এসেছে। এই গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে:

> *জিয়াউর রহমানের উন্নয়ন দিক নির্দেশনার অন্যতম প্রধান ছিল খাল খনন কর্মসূচী। তিনি খাল খননের মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে চাষাবাদের জন্য পানি সংরক্ষণ প্রচেষ্টার পাশাপাশি দেশে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদেশি প্রযুক্তিসহ দেশে ইরি চাষ প্রবর্তন করেন। তিনি তাঁর দলের কর্মীদের প্রতি স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে প্রত্যেক মহকুমায় অন্তত একটি খাল পুনঃখননের আহ্বান জানান। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন এসব খাল শুষ্ক মৌসুমে সেচের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে অধিক মৎস্য চাষে সুযোগ করে দেবে এবং অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন সুনিশ্চিত করবে। সমবায়ের ভিত্তিতে খাল খননের কাজে তিনি সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। খাল খননের কাজে যারা আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করবেন তাঁদেরকে তিনি যথাযথভাবে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করার কথাও ঘোষণা করেন। প্রেসিডেন্ট জিয়া খাল খনন সংক্রান্ত এ বিরাট প্রকল্পের কাজে অংশগ্রহণকারী দরিদ্র জনসাধারণকে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর অধীনে গম ও অর্থ সাহায্য প্রদান করার কথা ঘোষণা করেন। দেশব্যাপী খাল কাটার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রেসিডেন্ট (জিয়াউর রহমান) নিজ হাতে গ্রহণ করেছিলেন এবং প্রেসিডেন্টের অফিসে কেবিনেট সেক্রেটারিকে চিফ কো-অর্ডিনেটর করে একটি কন্ট্রোল সেল খুলেছিলেন।*[১]

নিচে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে সংবাদপত্রে জিয়াউর রহমানের খাল খনন কর্মসূচীর প্রতিফলন উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

রিপোর্ট :

১৯৭৯ সালের ১৮ নভেম্বর জিয়াউর রহমান খাল খনন কর্মসূচীর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। ঐদিন জাতির উদ্দেশে বেতার-টিভি ভাষণে তিনি এই ঘোষণা দেন। পরদিন ১৯ নভেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। খবরটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবক'টি পত্রিকায় গুরুত্ব লাভ করে। তবে তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে। এই পত্রিকা দু'টিতে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'বক্তৃতা-শ্লোগানের বদলে দেশ গড়ার দৃষ্টান্ত স্থাপনের ডাক : জাতির উদ্দেশে প্রেসিডেন্টের ভাষণ ॥ আমাদের অস্তিত্বের জন্যেই এ বিপ্লব : জিয়া'। এই খবরে লেখা হয় :

> *জাতির উদ্দেশে বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান দেশের ১৭ কোটি বলিষ্ঠ হাত সংগঠিত করে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে দেশ গড়ার কাজে লাগানোর আহ্বান জানিয়েছেন। জাতি আজ এক বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে জনগণের দ্বারা জনগণের কল্যাণের জন্য ঘটবে এই বিপ্লব। প্রেসিডেন্ট অভীষ্ট বিপ্লবের প্রথম ধাপ হিসেবে দেশে কৃষি উৎপাদন দ্বিগুণ করার কথা ঘোষণা করেন। কৃষির জন্য সেচের পানির সারা বছর অব্যাহত সরবরাহ নিশ্চিতের উদ্দেশ্যে একই সঙ্গে প্রেসিডেন্ট সমগ্র দেশে খাল কাটার এক ব্যাপক কর্মসূচীও ঘোষণা করেন।*[২]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'Call to double food output : Control cells for supervision ॥ Dig canals for irrigation : Zia.'[৩] অন্যদিকে দৈনিক ইত্তেফাক খবরটি প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : 'দেশবাসীর প্রতি প্রেসিডেন্টের আহ্বান : খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করার কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করুন'।[৪] অপরদিকে সংবাদও খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'ডিসেম্বর থেকে খাল খনন কর্মসূচী শুরু ॥ খাদ্যোৎপাদন দ্বিগুণ করা বিপ্লবের প্রথম ধাপ'।[৫]

১৯৭৯ সালের ১ ডিসেম্বর মানিকগঞ্জে জিয়াউর রহমান খাল খনন কর্মসূচীর প্রথম পর্যায় উদ্বোধন করেন। ৩ ডিসেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। খবরটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সব খবরের কাগজে গুরুত্ব লাভ করলেও সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলায়। দৈনিক বাংলা খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'কোদাল হাতে নিয়ে এবার স্বাধীনতা অর্থবহ করতে হবে : জিয়া ॥ দেশে স্বেচ্ছাশ্রমে খাল খনন শুরু'। এতে লেখা হয় :

> *দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঘোষিত বিপ্লবের প্রথম ধাপ খালকাটা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরুর আগে সমবেত জনতার উদ্দেশে দেয়া সংক্ষিপ্ত ভাষণে প্রেসিডেন্ট জিয়া বলেন, সময় নষ্ট করার সময় আমাদের নেই। এক্ষুণি এই মুহূর্তে আমাদের কোদাল ধরতে হবে। তিনি বলেন, ঢাকা-চট্টগ্রামে বাড়ি নির্মাণের পুরনো রাজনীতি তাঁর দল ও সরকার করতে চান না। মাঠে-ময়দানে কোদাল হাতে নিয়ে দেশ গড়ার রাজনীতি আমরা চাই যা আপনাদের আমাদের সকলের উন্নতি করবে।*[৬]

দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'শিবালয় সাতকানিয়া বগুড়া ফরিদপুর কুমিল্লা ও টাঙ্গাইলে খাল খনন শুরু'।[৭] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: Nation must attain food autarky : Zia ॥ Canal-digging plan launched'.[৮] অন্যদিকে সংবাদ খবরটি প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল: 'সারাদেশে খাল খনন কর্মসূচী উদ্বোধন ॥ বিদেশী সাহায্যের ওপর নির্ভর করে অগ্রগতি হয় না : জিয়া'।[৯]

Dhaka University Institutional Repository

পরদিন ১৯৭৯ সালের ৪ ডিসেম্বর ঢাকা বিভাগীয় এলাকায় খাল খনন প্রকল্পসমূহের ব্যাপারে একটি খবর প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত খবরটি সংবাদে প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'খাল খনন কাজ পুরোদমে চলছে'। এতে লেখা হয় :

ঢাকা বিভাগের ৫টি জেলায় স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে মোট ২০টি খাল খনন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১০টি প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ ইতিমধ্যেই পূর্ণোদ্যমে শুরু হয়েছে। বাকী প্রকল্পসমূহের কাজ অনতিবিলম্বে শুরু করা হবে। উল্লেখ্য, টাঙ্গাইল জেলার ৩টি প্রকল্পের কাজ নভেম্বরের শেষ ভাগ থেকেই শুরু করা হয়েছে। এই বিভাগের ২০টি প্রকল্পে প্রায় ৮৮ মাইল খাল পুনঃখনন করা হবে। এতে মোট মাটির পরিমাণ হবে ৫ কোটি ৭০ লাখ ঘনফুট। এই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের ফলে ৫২ হাজার ৫শ' একর জমি সেচের মাধ্যমে চাষাবাদের আওতায় আসবে এবং প্রতি বছর ১৪ লক্ষ মণ অতিরিক্ত ফসল উৎপাদিত হবে।[১০]

খাল খনন নিয়ে ইতিবাচক খবরের পাশাপাশি বেশকিছু নেতিবাচক খবরও প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। তেমনই একটি খবর ১৯৮০ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সংবাদে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এর নিজস্ব বার্তা পরিবেশকের লেখা এই রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : খাল খননের আড়াই হাজার কোদাল গায়েব'। এতে লেখা হয় :

খাল খনন কর্মসূচী বাস্তবায়নে মানিকগঞ্জ মহকুমার জন্য যে ৫ হাজার কোদাল কেনা হয়েছিল তার মধ্যে প্রায় আড়াই হাজার কোদালই গায়েব হয়ে গেছে। খাল খনন কর্মসূচী এখনও সমাপ্ত হয়নি। কোদালগুলো উদ্ধারের জন্য মহকুমা প্রশাসন জোর তৎপরতা চালাচ্ছেন। কুমিল্লার একটি কারখানা থেকে ৪৫ টাকা দরে এই ৫ হাজার কোদাল কেনা হয়।[১১]

দৈনিক ইত্তেফাক ১৯৮০ সালের এপ্রিলে দেশের কয়েকটি স্থানে খাল খনন কর্মসূচী মূল্যায়নের জন্য একটি সিরিজ রিপোর্ট প্রকাশ করে। এই রিপোর্টগুলোতে দেশের বিভিন্ন এলাকায় খাল খনন কর্মসূচীতে বেশকিছু অব্যবস্থাপনার চিত্র উঠে আসে। রিপোর্টগুলো দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। প্রথম রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় ১৯৮০ সালের ১৮ এপ্রিল। এই রিপোর্টটি প্রেরণ করেন নোয়াখালী থেকে রফিকউদ্দীন আহমদ। শিরোনাম ছিল : 'খাল খনন পর্যালোচনা : নোয়াখালীর জব্বরিয়া'। এতে লেখা হয় :

নোয়াখালী সদর মহকুমার পুনঃখনন কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে হাতীয়া থানার জব্বরিয়া খাল। জব্বরিয়া খালের দৈর্ঘ্য প্রায় ১০ হাজার ফুট, প্রস্থ ৭৪ ফুট এবং গভীরতা ১৬ ফুট। খালটি হইতে ৬ লক্ষ ৩৩ হাজার ঘনফুট মাটি খনন করা হইবে। ৩রা ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে খাল কাটার কাজ আরম্ভ করা হয়।[১২]

খাল খনন কর্মসূচী মূল্যায়ন বিষয় অপর একটি রিপোর্ট দৈনিক ইত্তেফাক প্রকাশ করে ১৯৮০ সালের ২০ এপ্রিল। এই রিপোর্টটি প্রেরণ করেন ঝিনাইদহ থেকে বিমল কুমার সাহা। শিরোনাম ছিল : 'খাল খনন পর্যালোচনা : ঝিনাইদহের শিরিশকাট পদ্মবিল ও সাহেব'। এই রিপোর্টে লেখা হয় :

ঝিনাইদহ মহকুমায় গৃহীত ৪টি পুরাতন খাল পুনঃখনন প্রকল্পের মধ্যে মার্চের প্রথমার্ধে একটির কাজ শেষ হইয়াছে। মহকুমার সবচাইতে বড় পুনঃখনন প্রকল্পের নাম শিরিশকাট। সদর থানাধীন ৬ মাইল দীর্ঘ খালের একপ্রান্ত নবগঙ্গা ও অপর প্রান্ত বেগবতী নদীর সঙ্গে যুক্ত।

খালের অতীত

বৃটিশ আমলে ছোট একটি নদীর ন্যায় গভীর ও প্রশস্তভাবে খালটি খনন করা হইয়াছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ২৭ শত মণ গমের বিনিময়ে ৩/৪ ফুট গভীর ও ২৫/৩০ ফুট প্রশস্ত করিয়া খালটি পুনঃখনন করা হইয়াছিল। এবার পুনরায় স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে ৬ মাইল দীর্ঘ, উপরিভাগ সাড়ে ৩৫ ফুট ও নি ভাগ ২৫ ফুট এবং সাড়ে ৩ ফুট গভীর করিয়া খালটি পুনঃখননের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই কাজ শুরু হইয়াছে গত ২৮শে ডিসেম্বর। কর্তৃপক্ষীয় ভাষ্যমতে, খনন কাজের অগ্রগতি শতকরা ৮০ ভাগ এবং এ পর্যন্ত ৩০ লক্ষ ঘনফুট মাটি খনন করা হইয়াছে। প্রথমবারেই খালটি গভীর করিয়া খননের ফলে সারা বৎসর পানি থাকে। বর্তমানেও খালের অধিকাংশ স্থানেই কাদাপানি জমিয়া আছে। ফলে বেশীর ভাগ স্থানেই তলদেশ খনন করা হইতেছে না। স্কীম মোতাবেক ৬ মাইল দীর্ঘ খালটির মধ্যে অন্তত ৪ মাইল পরিমাণ খালের দুই পাশের মাটি সামান্য পরিমাণ কাটিয়া লেভেলিং-এর ফলেই খালটিতে সদ্যকাটা ও পুনঃখননের ছাপ পড়িয়াছে। এই শুভংকরের ফাঁকেই কর্তৃপক্ষের পক্ষে 'দ্রুত সফলকাম' হওয়া সম্ভব হইয়াছে।

সাহেবের খাল

মহকুমার ২য় প্রকল্পটি হইতেছে কোটচাঁদপুর থানার সাহেবের খাল। স্কীমটির দৈর্ঘ্য আড়াই মাইল এবং প্রস্থ ৩০ ফুট ও গভীরতা সাড়ে ৬ ফুট। কর্তৃপক্ষীয় হিসাব মতে গত ১০ই মার্চ পর্যন্ত শতকরা ৬০ ভাগ সম্পন্ন হইয়াছে। এই খালটিতেও "শুভংকরের ফাক" আছে।[১৩]

খাল খনন কর্মসূচী নিয়ে হানাহানির ঘটনাও ঘটে। ১৯৮০ সালের ২০ এপ্রিল এ ধরনের একটি খবর প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকে। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। খবরটি প্রেরণ করে দৈনিক ইত্তেফাকের চট্টগ্রাম অফিস। 'সাতকানিয়ায় পুলিশের গুলীতে ৪ জন নিহত' শীর্ষক এই খবরে লেখা হয় :

গত শুক্রবার বিকালে চট্টগ্রাম হইতে প্রায় ৪০ মাইল দূরে সাতকানিয়া থানার কাঞ্চনে পানি উন্নয়ন বোর্ডের একটি খাল খনন কাজের উদ্বোধনে বাধাদানের অভিযোগে পুলিশ জনতার প্রতি গুলীবর্ষণ করিলে কমপক্ষে ৪ ব্যক্তি নিহত ও কিছুসংখ্যক লোক আহত হইয়াছে। আনুষ্ঠানিকভাবে খাল খনন কাজ উদ্বোধনের জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আরিফ মঈনউদ্দিন পুলিশ প্রহরায় ঘটনাস্থলে যান।[১৪]

১৯৮০ সালের ১ নভেম্বর দ্বিতীয় পর্যায়ের খাল খনন কর্মসূচী উদ্বোধন হয়। এইদিন অর্থাৎ ১ নভেম্বর সংবাদপত্রে পরবর্তী এক বছরে কতটি খাল খনন করা হবে তার বিবরণভিত্তিক একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টটি পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা বিএসএস। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'এ বছর ৭০০ খাল কাটা হবে। এতে লেখা হয় :

শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ের অধীনে আজ শনিবার থেকে দেশব্যাপী খাল খনন কর্মসূচীর দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হচ্ছে। চলতি বছরের জন্য ৫৮১টি অনুমোদিত স্কীমের মধ্যে আজ ৫০টির মাটি কাটা উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে শুরু হবে কার্যক্রম। এ বছর খাল খনন কর্মসূচীর লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৭শ'। এই ৭শ'টি খাল খনন হলে ১৫ লাখ একর জমি সেচের আওতায় আসবে।[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮০ সালের ১ নভেম্বর জিয়াউর রহমান দ্বিতীয় পর্যায়ের খাল খনন কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন। পরদিন ২ নভেম্বর সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। খবরটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবকটি পত্রিকায় গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে। এই দু'টি পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'অগ্রগতি বিঘ্নিত করতে দু'একটা দল গোলযোগের চেষ্টা করছে: জিয়া ॥ দেশব্যাপী খাল খননের দ্বিতীয় পর্যায় উদ্বোধন'। এই খবরে লেখা হয়:

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান আজ দিনাজপুরের নিকটে দেশব্যাপী খাল খনন অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায় উদ্বোধন করেন এবং জনগণের প্রতি যারা অগ্রগতি বিঘ্নিত করতে বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করছে তাদের দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিহত করার আহ্বান জানান। প্রেসিডেন্ট বলেন, যে সময় আপনারা দেশকে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করছেন সে সময় দু'একটা রাজনৈতিক দল দেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে।[১৬]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'People urged to accelerate food output : Zia's call to resist forces impeding progress'.[১৭] অন্যদিকে দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'খাল খনন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট ॥ শহরে ও গ্রামে গণবিরোধী তৎপরতা রাজনৈতিকভাবে প্রতিহত করা হইবে'।[১৮] সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'খাল খননের দ্বিতীয় পর্যায় উদ্বোধন : গণবিরোধী রাজনৈতিক শক্তিকে প্রতিরোধ করুন ॥ জিয়া'।[১৯]

১৯৮০ সালের ১ নভেম্বর খাল খনন কর্মসূচীর দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ উদ্বোধনের প্রায় দুই মাস পর খাল খনন পরিস্থিতি নিয়ে একটি খবর প্রকাশিত হয় খবরের কাগজে। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবরটি ১৯৮০ সালের ২২ ডিসেম্বর দৈনিক বাংলায় শেষ পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৫৭টি খাল খননের কাজ পূর্ণোদ্যমে চলছে'। এতে লেখা হয় :

দেশব্যাপী দ্বিতীয় পর্যায়ের খাল খনন কর্মসূচী এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। হাজার হাজার লোকের স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে ১৫৭টি খাল খননের কাজ পূর্ণোদমে এগিয়ে চলেছে। পহেলা নভেম্বর থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ের খাল খননের এই বিপ্লবী কর্মসূচী উদ্বোধন করা হয়েছে। এবং ইতোমধ্যেই তিনটি খালের খনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।[২০]

সম্পাদকীয় :

খাল খনন কর্মসূচী প্রসঙ্গে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে বেশকিছুসংখ্যক সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। পত্রিকায় নিয়মিত কলামেও স্থান পায় এই বিষয়টি।

১৯৭৯ সালের ১৮ নভেম্বর জিয়াউর রহমান খাল খনন কর্মসূচীর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। ১৯ নভেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকশিত হয়। পরদিন ২০ নভেম্বর খাল খনন প্রসঙ্গটি স্থান পায় দৈনিক ইত্তেফাকের নিয়মিত কলাম 'প্রিয় অপ্রিয়'তে। 'সত্যদর্শী' ছদ্মনামে দৈনিক ইত্তেফাকের এই কলামে লেখা হয় :

খাল কাটা হবে কিন্তু খাল তো আর শূন্য দিয়ে যাবে না, যাবে মাটির উপর দিয়েই। সেখানে কারো জমি, কারো বাড়ি কিংবা বনজঙ্গল পড়বে। অবশ্য কথা আছে, রাজার হাল নাকি স্বর্গ দিয়ে যায়। তেমন হলে হয়তো ভাবনা খুব বেশি নেই। অর্থাৎ সরকারী জমি বা ভূমির উপর দিয়ে যেখানে খাল যাবে সেগুলো নিয়ে হয়তো ঝামেলা নেই, কিন্তু ব্যক্তিগত জমি বা বাড়ির উপর দিয়ে যদি খালের গতিপথ পড়ে, তাহলে সেক্ষেত্রে কি পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে সে সম্পর্কেও কোনো পরিষ্কার কিছু জানা যায়নি। এতেও অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। কো-অপারেটিভ সিস্টেমে সেচের কথা বলা হয়েছে সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রতি বছর যে অসংখ্য নতুন ভূমিহীন তৈরী হচ্ছে তাদের বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি। তারা এর সুফল কিভাবে পাবে? যদি না পায় তাহলে মাত্র ৩/৪ বছরে ভূমিহীনের সংখ্যা শতকরা ৩৯ জন থেকে বর্তমানে যেভাবে শতকরা ৫৩ জনে এসে ঠেকেছে তা কি রোধ করা যাবে? এমন একটি কর্মসূচী গ্রহণের মুহূর্তে এসব বিষয়ও অবশ্যই ভেবে দেখা উচিত ছিলো।

খাদ্যশস্য দ্বিগুণ হলে আমাদের অনেক সমস্যা কাটবে এতো পুরনো কথা। কিন্তু কাজটি কি খুবই সহজ? বর্তমানে তো এতো স্বনির্ভরতার শ্লোগান সত্ত্বেও বছরে ২২ লাখ থেকে ২৭ লাখ টন খাদ্যশস্য ঘাটতি পড়ছে। এই খাদ্যশস্য দেশে উৎপন্ন করতে হলে যে পরিমাণ অর্থ ও সম্পদ বিনিয়োগ করা প্রয়োজন সে দিকটাও ভেবে দেখার মতো। গত দশ বছরে দেশে কৃষিখাতে জাতীয় আয় ক্রমশই হ্রাস পেয়েছে। ১৯৬৯-৭০ সালে জাতীয় আয়ের মধ্যে কৃষিখাতে আয়ের পরিমাণ ছিলো শতকরা ৬২.৪২ ভাগ আর ১৯৭৮-৭৯ সালে কৃষিখাতে জাতীয় আয় এসে দাঁড়িয়েছে ৫৫.২৩ ভাগে।[২১]

জিয়াউর রহমানের খাল খনন কর্মসূচী ঘোষণা প্রসঙ্গে ১৯৭৯ সালের ২০ নভেম্বর একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে বাংলাদেশ অবজারভার। শিরোনাম ছিল: 'National Self-Reliance And Development'. এতে লেখা হয়:

The leading task before the nation is that of increasing food production. The President has spoken ambitiously about it on plausible grounds. Given the extraordinary fertility of Bangladeshi soil and total participation of the nation in it we should be able to double food-production. For which the primary need is optimal utilization of our water resources. And that could be achieved through a network of an expanded and developed irrigation system based on full exploitation of the rivers through, among other means, feeder and sub-feeder canals.[২২]

১৯৭৯ সালের ১ ডিসেম্বর খাল খনন কর্মসূচীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জিয়াউর রহমান। ৩ ডিসেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ঐদিনই খাল খনন প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। শিরোনাম ছিল : 'খাল খনন শুরু'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

এ স্বেচ্ছাশ্রম কেন্দ্র করে এবার একটি সুচিন্তা ও সুব্যবস্থার প্রকাশ ঘটেছে। আগে দেখা গেছে, অনেক করিতকর্মা গণ্যমান্য লোকেরা এই স্বেচ্ছাশ্রম এড়িয়ে গেছেন। যেকোন প্রকারেই হোক কায়িক শ্রমে তারা অংশগ্রহণ করেননি। এসব ঘটনার পরিবর্তন ঘটেছে। খাল কাটার ফলে

Dhaka University Institutional Repository

যারা উপকৃত হবেন অথচ কায়িক শ্রম দেবেন না, এবার তারা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য অর্থ সাহায্য করতে সম্মত হয়েছেন। অর্থাৎ বলা যেতে পারে এবার কেউই এই কর্মসূচীর প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারছেন না।[২৩]

খাল খননের বিষয়টি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। ১৯৭৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর তেমনই একটি উপসম্পদাকীয় প্রকাশিত হয় সংবাদে। শিরোনাম ছিল: 'আলোচনা প্রসঙ্গে : খাল খনন'। এটি লিখেন এফ করিম। এই উপসম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

ধরেই নেয়া যাক (অবশ্য তার কোন ভিত্তি নেই) যে, জিয়া সাহেবের পরিকল্পনা অনুযায়ী শুধু খাল খনন করেই সংবৎসর সেচের পানির ব্যবস্থা করা সম্ভব। কিন্তু শুধু পানির ব্যবস্থা হলেই ফসল দ্বিগুণ হবে এই ধারণা কে দিল? ফসল বাড়াতে হলে পানির ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু তার সঙ্গে আবার দরকার হবে তার আনুষঙ্গিক 'সুষম' সারের ব্যবস্থা। আবার সেই 'সুষম' সারের ব্যবস্থার জন্য দরকার মৃত্তিকা বিজ্ঞানীদের কাজে লাগিয়ে সমগ্র দেশের বিভিন্ন স্থানের মাটি পরীক্ষা এবং সুষম সার প্রয়োগের একটি সুষ্ঠু নির্দেশিকা তৈরী করে দেয়া। সুষম সারের ব্যবস্থা তো দূরের কথা, বর্তমানে দেশে যে সার কিনতে পাওয়া যায় তার দামও সরকার দিয়েছেন বাড়িয়ে। তবুও আমরা আমাদের ফসল দ্বিগুণ করার স্বপ্ন দেখছি। পরিকল্পনাবিহীন (অবশ্য এই পোড়া দেশে পরিসংখ্যানও নেই আর পরিকল্পনার বালাইও নেই) এই খাল খনন, এই পরিশ্রম ও বিপুল অর্থব্যয়ের ফলাফল যে কী হবে তো কারো অজানা থাকার কথা নয়।[২৪]

১৯৮০ সালের ১ নভেম্বর জিয়াউর রহমান দ্বিতীয় পর্যায়ের খাল খনন কর্মসূচী উদ্বোধন করেন। ঐ দিন অর্থাৎ ১ নভেম্বর খাল খনন কর্মসূচী সম্পর্কে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা ও দৈনিক ইত্তেফাক। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল : 'খাল কাটা কর্মসূচী : দ্বিতীয় পর্যায়'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

একটি কথা না বলিলেই নয়। এই অভিযানের পশ্চাতে ব্যাপকভাবে আমলা ব্যবহার, লক্ষ লক্ষ টাকা অপব্যয় এবং জাতীয় প্রচার মাধ্যমে ঢাক-ঢোল পিটাইয়া যেভাবে ইহার প্রচার-প্রোপাগান্ডা চলে তাহাতে কেহ যদি ইহাকে সরকারের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যাপার বলিয়া অভিযোগ করে তাহা হইলে তাহা অস্বীকার করা যায় না। আমরা মনে করি, এক্ষেত্রে মন্ত্রী, আমলা-কর্মচারী ও সরকারী যানবাহনের ব্যয় বাবত যে বিপুল অর্থ ব্যয়িত হয় তাহা খালকাটায় ব্যয় হইলে স্থানীয় জনসাধারণ অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধায় উত্তমরূপে খাল কাটিতে সমর্থ হইবে। তাছাড়া খাদ্যোৎপাদন, খালকাটা ইত্যাদি বিষয় কখনই কাহারও রাজনৈতিক ফায়দা লুটার বিষয় হিসাবে বিবেচ্য হওয়া উচিত নয়।[২৫]

১৯৮০ সালের ১ নভেম্বর দ্বিতীয় পর্যায়ের খাল খনন কর্মসূচী উদ্বোধনের পর ৩ নভেম্বর বাংলাদেশ অবজারভার এই প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'Programmes for digging canals'. এতে লেখা হয়:

Canal digging is important in more than one way. It creates irrigation facilities which can hardly be made available on a massive scale otherwise. It opens up possibilities of further increase in agricultural production. It mobilizes into useful activity labour which would have remained idle otherwise. An opportunity, above all, is provided to the people for directly participating in the planning and execution of developmental programmes. This has many implications, for this enhances self-confidence, develops leadership and encourages people to think in terms of yet bigger achievements. It is not a political programme, but since it involves mobilization of people, it helps growth of institutions, social and otherwise, which can play an important role in shaping the destiny of the nation.[২৬]

১৯৮০ সালের ৪ নভেম্বর খাল খনন প্রসঙ্গে আরও একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। শিরোনাম ছিল: 'খাল খনন'। এই সম্পাদকীয়তেও ১ নভেম্বর দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়র অনুরূপ মন্তব্যই করা হয়। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

খাদ্যোৎপাদন পরিস্থিতি এ বছর সন্তোষজনক। গত বছর খাল খনন কর্মসূচীর সাফল্যের জন্যই তা সম্ভব হয়েছে। আর তাই এ বছরও ঐ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা আশা করবো, স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে এ বছরের খাল খননের কর্মসূচীও সফল হবে।[২৭]

জিয়াউর রহমানের মৃত্যু এবং রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর খান খনন কর্মসূচীর মূল্যায়ন করে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ। ১৯৮২ সালের ৮ জুলাই প্রকাশিত এই সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল : 'খালকাটা কর্মসূচী : কল্পনা ও বাস্তবতা'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

জিয়াউর রহমানের 'প্রেস্টিজ প্রজেক্ট' উলশী ও কাশাদহে পানি নেই। অন্যান্য খালও প্রায় সবই শুকনো খটখটে। সরকারী প্রতিবেদনে যাই বলা হোক মানুষ চর্মচক্ষে এই রূঢ় নির্মম বাস্তবতাই প্রত্যক্ষ করছে। খবরের কাগজে, এমনকি সরকারী খবরের কাগজেও প্রকাশিত সচিত্র বিবরণ এর সাক্ষী। কাজেই লাখ লাখ একর জমি সেচের আওতাধীনে আনার বিবরণ 'কাগজে রিপোর্ট' ছাড়া কিছু নয়। গত অর্থবছরে খাদ্যশস্য উৎপাদন হ্রাস, খরার সময় সেচের পানি না পাওয়া– এসবই এর প্রমাণ। এর বিপরীত প্রমাণ পাওয়া গেলে আমরা খুশীই হতাম, কিন্তু তা তো হওয়ার নয়।

সেচের সুযোগ-সুবিধা প্রসারিত করার জন্য খাল কাটার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু সে জন্য প্রকল্পগুলো অনুমোদনের আগে ভালভাবে বাছাই করা দরকার। কোথায় খাল কাটলে বা বাঁধ দিলে পানি পাওয়া যাবে তা ঠিকভাবে যাচাই না করে খাল কাটা হলে আর যাই হোক সেচ সম্প্রসারণের আশা করা যায় না। রাজনৈতিক চমক সৃষ্টি আর অর্থনীতির রীতিসম্মত বাস্তব কাজের মধ্যে ব্যবধান দুস্তর। কাজেই ভবিষ্যতে খাল কাটা কর্মসূচী হতে নিতে গেলে এসব দিক খেয়াল করেই কাজে নামা ভাল।[২৮]

চিঠিপত্র :

খাল খনন প্রসঙ্গে বেশক'টি চিঠি প্রকাশিত হয় গবেষণা অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রের চিঠিপত্র বিভাগে। ১৯৭৯ সালের ৩ ডিসেম্বর দৈনিক বাংলায় খাল খনন প্রসঙ্গে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'খাল খননের আবেদন'। চিঠিটি লিখেন ঢাকার নরসিংদীর থেকে মওলানা খন্দকার নাসির উদ্দিন। এতে লেখা হয় :

ব্রহ্মপুত্র নদীটি খনন করলে বাঁধ নির্মাণ ছাড়াই পলাশ, শিবপুর ও মনোহরদী থানার অধিকাংশ জমিতে বছরে ৩টি ইরি ধানের চাষ করা যাবে। তাছাড়া এ ব্যবস্থা অর্থকরী ফসল, ফল, বিভিন্ন রবিশস্য ও তরিতরকারি চাষেরও খুবই সহায়ক হবে। তাই আর কালবিলম্ব না করে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে সরকারে কাছে জোর আবেদন রাখছি।[৩০]

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক ইত্তেফাকে খাল খনন প্রসঙ্গে দু'টি চিঠি প্রকাশিত হয়। একটি প্রকাশিত ১৯৭৯ সালের ৪ ডিসেম্বর। শিরোনাম ছিল : 'প্রসঙ্গ : খাল কাটা'। চিঠিটি লিখেন রংপুর থেকে মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ। এই চিঠিতে লেখা হয় :

শুনিতে পাইতেছি, সরকারের তরফ হইতে এবারে রংপুরের আঁকরা খালকে খননের জন্য গ্রহণ করা হইয়াছে : উল্লেখ্য যে, আঁকরা নাব্য খাল। সব সময়ই কিছু না কিছু পানি থাকে-স্রোত চলে। এটাকে গভীরভাবে খুঁড়ে দেওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু খাল কাটার মধ্য দিয়ে যে বিপ্লব সরকার করিতে চান, আঁকরার খাল তার মধ্যে পড়ে না। কেননা, আঁকরা খাল খননের কাজকে বড় জোর পুনঃখনন বা সংস্কারকার্য হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। খাল যদি কাটিতেই হয়– নতুন খাল কাটিতে হইবে। অনাব্য খালকে নাব্য করিতে হইবে। নতুবা চালু খাল কিছু সংস্কার করিয়া নতুন কাটা খালের নামে অর্থ, সময় ও শ্রমের অপচয় হইবে মাত্র। স্থানীয় জনগণের সাথে আলাপ করিলেই বুঝা যাইবে, আঁকরা খাল খননের চাইতে আঁকরা নদীর পুল মেরামত অনেক জরুরী।[৩১]

দৈনিক ইত্তেফাকে অপর চিঠিটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ সালের ১৯ ডিসেম্বর। শিরোনাম ছিল: 'খালটি খুলিবার ব্যবস্থা করুন'। চিঠিটি লিখেন বরিশালের মুলাদী থানার গাছুয়া থেকে আবদুল মোতালেব, আবদুল লফিত শিকদার, শাজাহান শিকদার ও এলাহি বক্স ভূঁইয়া। এই চিঠিতে লেখা হয় :

মুলাদী থানার দক্ষিণ গাছুয়া মৌজা, চর কালেখা মৌজা ও গলুইভাঙ্গা মৌজার মধ্য দিয়া একটি সরকারী খাল দীর্ঘদিন যাবৎ প্রবাহিত ছিল। খালটি থাকায় তীরবর্তী প্রায় ২ হাজার একক জমি সেচের সুবিধা পাইত। ইহাতে এলাকার কৃষকদের ফসল উৎপাদন বেশী হইত। কিন্তু কোন এক প্রভাবশালী ব্যক্তি খালটি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। অবৈধভাবে জমি দখল করিয়া গরুর গোয়াল উঠাইয়াছেন এবং আরও ঘর তুলিবার মতলবে আছেন। খালটি বন্ধ করিয়া দেওয়ায় বিশেষ করিয়া আমন ধানের দারুণ ক্ষতি হইতেছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকগণ কেহ প্রতিবাদ করিলে উল্টা তাহাকেই হুমকির সম্মুখীন হইতে হইতেছে। এই খালটি বন্ধ করিয়া দেওয়ায় পাতারচর, চর কালেখা, গলুইভাঙ্গা ও গাছুয়ার প্রায় ২ হাজার একর জমির ফসল মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন। আমরা অবিলম্বে সরকারী খাস জমির অবৈধ দখলকার এলাকার কৃষককুলের স্বার্থহানিকারী তথা সরকারের স্বনির্ভর আন্দোলনে বাধা সৃষ্টিকারী উক্ত প্রভাবশালী ব্যক্তির বেআইনী কাজের তদন্ত এবং কঠোর শাস্তির দাবী জানাইতেছি।[৩২]

গ্রাম সরকার :

জিয়াউর রহমান গ্রাম সরকারকে তাঁর রাজনীতির ভিত্তি মনে করতেন। এক্ষেত্রে জিয়াউর রহমানের দু'টি বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। জিয়াউর রহমান তাঁর লেখা 'আমার রাজনীতির রূপরেখা' শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন: 'আগামী দিনগুলোতে রাজনীতির চাবিকাঠি গ্রামের হবে। কারণ আপনারা গত দুই তিন বছরের মধ্যে বীজ বপণ করে দিয়েছেন। স্বনির্ভর গ্রাম সরকার থেকে শুরু হয়েছে আমাদের পার্টির গ্রামীণ সংগঠন'।[৩৩] ঐ গ্রন্থে তিনি আরো বলেছেন: 'বহুদলীয় গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে সর্ব প্রকারের সংগঠন অর্থাৎ রাজনৈতিক সংগঠন গ্রামে গ্রামে সংগঠন এবং গ্রামে গ্রামে আমরা সামাজিক অর্থনৈতিক সংগঠন করে ফেলেছি ইতিমধ্যেই অর্থাৎ স্বনির্ভর গ্রাম সরকার এবং এছাড়া আরো অনেক রকমের সংগঠন আছে জনগণভিত্তিক। কারণ জনগণকে অনুপ্রাণিত করে তাদেরকে সংগঠিত করতে হবে। যেমন গ্রাম প্রতিরক্ষা দল, জাতীয় যুব সংস্থা, জাতীয় মহিলা সংস্থা, জাতীয় শিশু সংস্থা, জাতীয় যুব মহিলা সংস্থা আরো অনেক রকমের। এই সমস্ত সংগঠনকে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং বিভিন্ন ধরনের সংগঠনকে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে করে চালিত করব বিপ্লবের মাধ্যমে। অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের মাধ্যমে'।[৩৪]

রিপোর্ট :

১৯৮০ সালের ১৬ এপ্রিল জিয়াউর রহমান 'স্বনির্ভর গ্রাম সরকার' গঠনের সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন। পরদিন ১৭ এপ্রিল এই খবর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবক'টি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবরটি দৈনিক বাংলা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। এই পত্রিকায় খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল : 'প্রত্যেক গ্রামে মে থেকে গ্রাম সরকার'। এতে লেখা হয় :

সরকার আগামী মাস থেকে দেশের প্রতিটি গ্রামে 'স্বনির্ভর গ্রাম সরকার' গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বাসসর খবরে প্রকাশ, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সভাপতিত্বে বুধবার বঙ্গভবনে কমিশনার ও ডেপুটি কমিশনারদের এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বৈঠকে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী, অর্থ ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীদ্বয় এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের কর্মকর্তাগণ যোগ দেন।[৩৫]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'Swanirvar Gram Sarkar from May'.[৩৬] অন্যদিকে দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল 'মে মাস হইতে স্বনির্ভর গ্রাম সরকার'।[৩৭] আর সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'মে মাস থেকে প্রতিটি গ্রামে গ্রাম সরকার গঠিত হবে'।[৩৮]

১৯৮০ সালের ৩০ এপ্রিল ঢাকার সাভারে জিরাবো গ্রামে জিয়াউর রহমান প্রথম স্বনির্ভর গ্রাম সরকারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। পরদিন ১ মে এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। খবরটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকাতেই গুরুত্ব পায়। তবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলায়। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'প্রেসিডেন্ট জিরাবোতে প্রথম গ্রাম সরকার উদ্বোধন করেছেন : এক বছরের মধ্যে সকল পল্লীতে গ্রাম সরকার'। এতে লেখা হয় :

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বলেছেন, আগামী এক বছরের মধ্যে বাংলাদেশের ৬৮ হাজার গ্রামে স্বনির্ভর গ্রাম সরকার প্রতিষ্ঠা করা হবে। তিনি বলেন, গ্রাম সরকারের মাধ্যমেই এদেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা হবে। প্রেসিডেন্ট বুধবার (৩০ এপ্রিল) সকালে সাভারের জিরাবো গ্রামে প্রথম স্বনির্ভর গ্রাম সরকারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন, সরকার ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল গ্রামের মানুষের ভাগ্য

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্তন করতে বদ্ধপরিকর। প্রেসিডেন্ট জিয়া বলেন, প্রধানত চারটি বিষয়ে গ্রাম সরকারকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। ১.খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করা, ২.প্রাথমিক শিক্ষা, ৩.পরিবার পরিকল্পনা ও ৪.শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা।[৩৯]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম: 'Gram Sarkar Launched ॥ Exploitation by few will end : Zia'.[৪০] অন্যদিকে দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'আগামী এক বৎসরে সারাদেশে গ্রাম সরকার স্কীম বাস্তবায়িত হইবে : প্রেসিডেন্ট জিয়া'।[৪১] আর সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'গ্রাম সরকারের লক্ষ্য স্বনির্ভরতা : জিয়া'।[৪২]

এর প্রায় এক বছর পর ঢাকায় স্বনির্ভর গ্রাম সরকার প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮১ সালের ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন জিয়াউর রহমান। পরদিন ৮ জানুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। খবরটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সব পত্রিকায় গুরুত্ব লাভ করলেও সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলায়। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'দুই লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ : প্রত্যেকটি গ্রামকে স্বনির্ভর করার দৃপ্ত শপথ ॥ নিজের দেশ নিজ হাতে গড়তে হবে : জিয়া'। এই খবরে লেখা হয় :

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বলেছেন, গ্রামের মানুষকে জাগিয়ে তুলে শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে দেশকে প্রগতির পথে এগিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যেই গ্রাম-সরকার গঠন করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সব রকম বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে বাংলাদেশকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবো। যাতে বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত, সম্মানিত দেশ হিসেবে পরিচিত হয়। প্রেসিডেন্ট গতকাল সকালে ঢাকায় স্বনির্ভর গ্রাম সরকারের প্রতিনিধিদের এক বিশাল সম্মেলন উদ্বোধন করেন। পুরনো বিমানবন্দরের পশ্চিমে শেরেবাংলা নগরে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় কমিটি : প্রেসিডেন্ট জিয়া তার বক্তৃতায় জানান, গ্রাম সরকারের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটি জাতীয় সরকারের সাথে গ্রাম সরকার পরিচালনার ব্যাপারে যোগাযোগ রক্ষা করবে। তিনি বলেন, জাতীয় সরকারের তরফ থেকে সমস্ত ক্ষমতা গ্রাম সরকারকে দেয়া হয়েছে।[৪৩]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'Gram Sarkar Chiefs are 'helmsmen' of future : Zia ॥ Call to crush corrupt, anti-social elements.'[৪৪] অন্যদিকে দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'আমি এখন আর কিছু বুঝি না, স্বনির্ভর গ্রাম সরকারই আমার সব : প্রেসিডেন্ট জিয়া'.[৪৫] আর সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'গ্রাম সরকার ছাড়া কিছু বুঝি না : রাষ্ট্রপতি'[৪৬]

জিয়াউর রহমান ১৯৮১ সালের ৩০ মে নিহত হওয়ার ১১ দিন আগে ১৮ মে কুষ্টিয়ায় গ্রাম সরকার সম্মেলন উদ্বোধন করেন। পরদিন ১৯ মে এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবর দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'গ্রাম সরকার কায়েমী স্বার্থে আঘাত হেনেছে : জিয়া'। এতে লেখা হয় :

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বলেছেন, একটা ন্যায়ানুগ সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের মধ্য দিয়েই দেশ সব দিক দিয়ে স্বনির্ভর ও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। আর ঐ ধরনের সমাজ প্রতিষ্ঠাই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের লক্ষ্য। আজ এখানে কুষ্টিয়া সদর মহকুমায় কৃষক সমাবেশ ও স্বনির্ভর গ্রাম সরকার সম্মেলনে ভাষণদানকালে প্রেসিডেন্ট বলেন, একটা আর্থ-সামাজিক সংস্থা হিসেবে স্বনির্ভর গ্রাম সরকার গঠন হচ্ছে বাংলাদেশকে শক্তিশালী ও স্বনির্ভর করে তোলার প্রথম পদক্ষেপ।[৪৭]

গ্রাম সরকারকে কেন্দ্র করে গোলযোগের খবরও প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। তেমনই একটি খবর প্রকাশিত হয় দৈনিক বাংলায় ১৯৮১ সালর ১৪ জানুয়ারিতে। দৈনিক বাংলায় খবরটি শেষ পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'গ্রাম সরকারের নামে হানাহানি সৃষ্টি হয়েছে : সমাজবাদী দলের অভিযোগ'। এতে লেখা হয়:

শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল বর্তমান ক্ষমতাধীন সরকারের বিরুদ্ধে নেতা ও শুধুমাত্র তথাকথিত দলের ঐক্য নয়-কারখানার শ্রমিক ও ক্ষেত মজুরদের নেতৃত্বে কৃষক-জনতার ঐক্যের ভিত্তিতে বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। সোমবার (১২ জানুয়ারি) সমাপ্ত দলের কেন্দ্রীয় কমিটির তিনদিনব্যাপী সভায় গৃহীত প্রস্তাবে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, গ্রাম সরকার ও যুব কমপ্লেক্সের নামে গ্রামাঞ্চলে হানাহানি সৃষ্টি করা হয়েছে।[৪৮]

সম্পাদকীয় :

গ্রাম সরকার প্রসঙ্গে বেশকিছু সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে। ১৯৮০ সালের ১৬ এপ্রিল জিয়াউর রহমান গ্রাম সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন। ১৭ এপ্রিল জিয়াউর রহমানের এই সিদ্ধান্তের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। পরদিন ১৮ এপ্রিল এই প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। শিরোনাম ছিল : 'স্বনির্ভর গ্রাম সরকার'। সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

স্থানীয় সমস্যার সমাধান ও গ্রামোন্নয়নের উদ্দেশ্যে স্থানীয় নেতৃত্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার আগামী মাস থেকে দেশের প্রতিটি গ্রামে 'স্বনির্ভর গ্রাম সরকার' গঠনের সে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাকে প্রয়োজনীয় ও সুচিন্তিত পদক্ষেপই বলতে হবে। প্রতিটি গ্রামে 'স্বনির্ভর গ্রাম সরকার' গঠনই যথেষ্ট হবে না, এই সরকার যাতে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে সর্বতোভাবে সফল হয় সেজন্য তার কার্যপদ্ধতি, এখতিয়ার ও দায়-দায়িত্বও সুচিন্তিতভাবে সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে। অন্যান্য স্থানীয় সংস্থার সাথে সমন্বয় ও সহযোগিতার পথ যাতে প্রশস্ত হয়, কর্মধারা ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনরূপ জটিলতা সৃষ্টির অবকাশ না থাকে সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। আর লক্ষ্য রাখতে হবে, গ্রাম সরকারের সদস্য যাতে সৎ, কর্মনিষ্ঠ, দক্ষ ও দায়িত্ববান ব্যক্তিরাই হন। কেননা, তাদের এসব গুণাবলীর ওপরই এর সাফল্য বিশেষভাবে নির্ভর করবে।[৪৯]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮০ সালের ৩০ এপ্রিল জিয়াউর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম স্বনির্ভর গ্রাম সরকারের উদ্বোধন করেন। ১ মে এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা, সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভার। দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় ১৯৮০ সালের ৩ মে। দৈনিক বাংলার সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল : 'স্বনির্ভর গ্রাম সরকার'। সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

> *আমাদের বিশ্বাস, স্বনির্ভর গ্রাম সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য পূরণ হবে। আমাদের বহুল আকাঙ্ক্ষিত স্বনির্ভরতা এই সংগঠনের মাধ্যমেই অর্জিত হবে। নবজাগ্রত চেতনা ও আত্মশক্তিতে জাগ্রত গ্রামের জনসাধারণ শুধু নিজেদের গ্রামের স্বনির্ভরতাই অর্জন করবে না, প্রতিটি গ্রামে আত্মনির্ভরশীলতা লাভের সমষ্টিগত সুফল হিসেবে দেশ ও জাতিকে সুখী ও সমৃদ্ধ করতে বলিষ্ঠ অবদান রাখবে।*[৫০]

বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'Self-reliant Gram Sarkar'. এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> *We wish the Swanirvar Gram Sarkar godspeed and firmly hope that it would act as a mighty instrument in the fulfilment of the hopes and aspirations of the people. It should however be kept free from the monopoly hold of the vested interest groups.*[৫১]

অন্যদিকে সংবাদে সম্পাদকীয়টি প্রকাশিত হয় ১৯৮০ সালের ৪ মে। শিরোনাম ছিল: 'গ্রাম সরকার : কিছু প্রশ্ন'। এতে লেখা হয়:

> *অর্থনীতিবিদরা উন্নয়নমূলক কাজে গ্রামীণ জনসাধারণকে সক্রিয়ভাবে জড়িত করার উদ্দেশ্যে গ্রাম সংগঠন গড়ে তোলার তাগিদ দিয়ে আসছিলেন বটে, কিন্তু বৈষম্যভিত্তিক গ্রামীণ সমাজ ও উৎপাদন সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রেখে গ্রাম সরকার নামে আরেকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হলেই কি গ্রামীণ জনসাধারণের সম্পৃক্ততা বাড়বে? গ্রামীণ পাওয়ার স্ট্রাকচার সংস্কার বা পুনর্গঠন না করে গ্রাম সরকার গঠন করা হলে সেগুলোতেও কায়েমী স্বার্থবাদীদেরই প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং গ্রামের গরীবদের বিচ্ছিন্নতা কাটবে না। মাঝখান থেকে আরেক দল টাউট-বাটপাড় সৃষ্টির ব্যবস্থা হবে মাত্র।*[৫২]

১৯৮১ সালের ৭ জানুয়ারি ঢাকায় স্বনির্ভর গ্রাম সরকার প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৮ জানুয়ারি এই সম্মেলনের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। পরদিন ৯ জানুয়ারি এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল : 'গ্রাম সরকার'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

> *সন্দেহ নেই সমস্যা আছে এবং সমস্যা থাকবে। যুগ যুগ ধরে প্রচলিত একটা ব্যবস্থা পাল্টে দিয়ে একটা নতুন সংগঠন গড়তে গেলে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আমরা মনে করি সামনে এগিয়ে চলার সংকল্প এবং প্রক্রিয়াই এসব সমস্যার সমাধান আমাদের হাতে এনে দেবে। এই মুহূর্তে সবচাইতে যা বেশি প্রয়োজন তাহলো, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, কর্মোদ্যোগ ও কর্মস্পৃহা। আমরা আশা করবো শহরের মানুষও এ কর্মযজ্ঞে অংশ নেবেন।*[৫৩]

১৯৮১ সালের ১১ জানুয়ারি গ্রাম সরকার প্রতিনিধিদের সম্মেলন প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ। শিরোনাম ছিল : 'গ্রাম সরকার প্রধানদের সম্মেলন ও কিছু প্রশ্ন'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

> *টিপটিপে বৃষ্টি, হিমেল হাওয়া, কনকনে শীত– এই বৈরী আবহাওয়ায় গত বুধবার ঢাকায় গ্রাম-সরকার প্রধানদের জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। কয়েকজন গ্রাম সরকার প্রধান ঢাকায় এসে কিংবা আসবার পথে গাড়ী চাপা পড়ে মারা গেছে। একজন মৃত্যুবরণ করেছেন হাঁপানিতে। বেশ কয়েকজন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন পচা বিরিয়ানী খেয়ে। কিন্তু এসব ঘটনা-দুর্ঘটনার চেয়েও বড় কয়েকটি প্রশ্ন এ সম্মেলন রেখে গেছে।*[৫৪]

সংবাদ ১৯৮১ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারিতে গ্রাম সরকার প্রসঙ্গে একটি উপসম্পাদকীয় প্রকাশ করে। 'গ্রাম সরকারের দায়িত্ব' শীর্ষক এই উপসম্পাদকীয়টি লিখেন এম এ বশীর। এই উপসম্পদাকীয়তে লেখা হয় :

> *বহু গ্রামেই গ্রাম সরকার গঠন নিয়ে রেষারেষি এমনটি মামলা মোকদ্দমাও চলছে। গ্রামের দুর্নীতিপরায়ণ ও স্বার্থপর লোকদের কারণেই এমনটি ঘটছে। আমরা মনে করি বিরোধপূর্ণ গ্রাম সরকারগুলোকে বাস্তব ও নিরপেক্ষ তদন্তক্রমে পুনঃগঠিত করা উচিত। গ্রাম সরকারের সদস্যরা দায়িত্ব ও কর্তব্যপরায়ণ হলেই চির অবহেলিত গ্রামগুলোতে নবদিগন্তের সূচনা হবে বলে আমরা মনে করি।*[৫৫]

১৯৮১ সালের ১৮ মে কুষ্টিয়ায় গ্রাম সরকার সম্মেলন উদ্বোধন করেন জিয়াউর রহমান। ১৯ মে এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। পরদিন ২০ মে এই প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। শিরোনাম ছিল: 'গ্রাম সরকার'। সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

> *গ্রাম সরকার এমন একটি কাঠামো যা তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় ভিত্তিমূল এবং গোটা দেশকে শক্তিশালী ও স্বনির্ভর করে তোলার প্রথম পদক্ষেপ। বস্তুত এ কারণেই গ্রাম সরকার সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। বলাবাহুল্য, এই সমালোচক হচ্ছে তারাই যারা এতদিন ধরে গ্রামের মানুষকে দিয়ে নিজেদের স্বার্থোদ্ধার করেছে, তাদের উপর অত্যাচার করেছে– করেছে বঞ্চনা ও শোষণ। সুতরাং গ্রাম সরকারের মাধ্যমে গ্রামের জনগণ সংঘবদ্ধ শক্তিতে পরিণত হয়ে নিজেদের অধিকার ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করলে কায়েমী স্বার্থ তাতে কখনোই সন্তুষ্ট হবে না।*[৫৬]

প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ :

উপরের বিশ্লেষণ থেকে বলা যায়, এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে জিয়াউর রহমানের দু'টি আলোচিত কর্মসূচী 'খাল খনন' ও 'স্বনির্ভর গ্রাম সরকার' বেশ গুরুত্ব লাভ করে। সংবাদপত্রে খাল খনন ইস্যুটি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ১৯৭৯ সালের শেষ দিক থেকে খাল খনন ইস্যু সংবাদপত্রে গুরুত্বলাভ করে। জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই প্রবণতা বহাল থাকে। এই সময়ে খাল খনন বিষয়ে রিপোর্ট ও সম্পাদকীয় প্রকাশিত হতে দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে পাঠকের চিঠিও প্রকাশিত হয়। সংবাদপত্রের নিয়মিত কলামেও খাল খনন প্রসঙ্গ স্থান পায়।

খাল খনন বিষয়ক রিপোর্টগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত খবরের কাগজগুলোতে প্রধানত ছয় বিষয়ের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো হলো :

এক. খাল খনন কর্মসূচী ঘোষণা।

Dhaka University Institutional Repository

দুই. প্রথম পর্যায়ের খাল খনন কর্মসূচী উদ্বোধন।

তিন. খাল খনন কাজে অব্যবস্থাপনা।

চার. খাল খনন নিয়ে গোলযোগ।

পাঁচ. খাল খনন নিয়ে নতুন কর্মপরিকল্পনা।

ছয়. দ্বিতীয় পর্যায়ের খাল খনন কর্মসূচী উদ্বোধন।

বিশ্লেষণে দেখা গেছে, খাল খনন বিষয়ক প্রায় সব খবরই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোর প্রথম পৃষ্ঠায় গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। অনেক খবর প্রথম পৃষ্ঠায় লীড আইটেম হিসেব প্রকাশিত হয়েছে। কিছু রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামেও প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৭৯ সালের ১৮ নভেম্বর জিয়াউর রহমান খাল খনন কর্মসূচীর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। ১৯ নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত ঐ খবরে জানানো হয়, ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে দেশব্যাপী খাল খনন কর্মসূচী শুরু হবে। খাল খননের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে : খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করা। বছরে তিনটি ফসল উৎপাদনের জন্য খালগুলো সারা বছর সেচের পানির যোগান দেবে। প্রত্যেক মহকুমায় কমপক্ষে একটি খাল খনন করা হবে। খবরটি তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্বলাভ করে দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে।

১৯৭৯ সালের ১ ডিসেম্বর মানিকগঞ্জে জিয়াউর রহমান খাল খনন কর্মসূচীর প্রথম পর্যায় উদ্বোধন করেন। ৩ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই খবরে জানানো হয়, দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঘোষিত বিপ্লবের প্রথম ধাপ খাল খনন কর্মসূচীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনকালে জিয়াউর রহমান স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে খাল খনন কর্মসূচীতে সর্বস্তরের মানুষকে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বলাভ করে দৈনিক বাংলায়।

খাল খনন কর্মসূচী উদ্বোধনের পর ১৯৭৯ সালের ৪ ডিসেম্বর ঢাকা বিভাগীয় এলাকায় খাল খনন প্রকল্প সমূহ নিয়ে একটি খবর প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবরে জানানো হয়, ঢাকা বিভাগের ৫টি জেলায় মোট ২০টি খাল খনন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে ৫২ হাজার ৫শ' একর জমি সেচের আওতায় আসবে। এতে প্রতি বছর ১৪ লাখ মণ অতিরিক্ত ফসল উৎপাদিত হবে।

খাল খনন কর্মসূচী নিয়ে ইতিবাচক খবরের পাশাপাশি বেশকিছু নেতিবাচক খবরও প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। এসব খবরে মূলত খাল খনন কাজে অব্যবস্থাপনার চিত্র ফুটে উঠে। ১৯৮০ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সংবাদে এ ধরনের একটি খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরে প্রধানত দু'টি তথ্য পরিবেশিত হয়:

এক. মানিকগঞ্জে খাল খনন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য যে পাঁচ হাজার কোদাল কেনা হয়েছিল তার মধ্যে প্রায় আড়াই হাজার কর্মসূচী শেষ হওয়ার আগেই উধাও হয়ে গেছে।

দুই. জিয়াউর রহমান ইছামতি নদী পুনঃখননের কাজ উদ্বোধনকালে পায় ১০ হাজার লোক খাল কাটায় অংশ নেন। কিন্তু উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরই সব লোক চলে যায় এবং পরদিন থেকেই নদী পুনঃখননের কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৮০ সালের এপ্রিলে দৈনিক ইত্তেফাক খাল খনন কর্মসূচীর অব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গে কয়েকটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। ১৯৮০ সালের ১৮ এপ্রিল নোয়াখালী এলাকার খাল খনন পর্যালোচনা করে প্রকাশিত এক রিপোর্টে জানানো হয়: নোয়াখালীর হাতিয়া থানার জব্বরিয়া খালের ৪০ ভাগ খনন কাজের পর তা বন্ধ হয়ে গেছে। ১৯৮০ সালের ২০ এপ্রিল দৈনিক ইত্তেফাকে ঝিনাইদহের খাল খনন কর্মসূচী মূল্যায়ন বিষয়ক এক খবরে জানানো হয় ঃ

এক. কর্ম পরিকল্পনার সঙ্গে ঝিনাইদহের শিরিশকাট, পদ্মবিল ও সাহেবের খাল খনন কাজের কোনো মিল নেই।

দুই. যথাসময়ে কাজ শেষ দেখানোর জন্য ৬ মাইল দীর্ঘ শিরিশকাট খালের ৪ মাইল দুই পাশের মাটি সামান্য কেটে লেভেল করা হয়েছে। খালের বেশির ভাগ স্থানেই তলদেশ খনন করা হচ্ছে না।

তিন. সাহেবের খাল পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঁচ ফুট গভীর করার কথা। কিন্তু স্কীম অনুযায়ী দ্রুত খনন কাজ শেষ করার জন্য খালের তলদেশে দেড় ফুট মাটি খনন করা হচ্ছে।

চার. পদ্মবিল প্রকল্পেরও শুধু তলদেশে দেড়-দুই ফুট পরিমাণ মাটি কাটা ও দুই পাশ লেভেল করা হচ্ছে। অথচ কাগজে-কলমে মাটি খননের পরিমাণ দেখানো হয়েছে ৭ ফুট।

খাল খনন কর্মসূচী নিয়ে হানাহানির ঘটনাও ঘটে। ১৯৮০ সালের ২০ এপ্রিল এ ধরনের একটি খবর প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকে। এই খবরে জানানো হয়, চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার কাঞ্চনে স্থানীয় জনসাধারণের বিরোধিতার মুখে খাল খনন কর্মসূচী উদ্বোধনকালে ব্যাপক হাঙ্গামা হয়। এই ঘটনায় পুলিশের গুলিতে চারজন নিহত হয়।

১৯৮০ সালের ১ নভেম্বর দ্বিতীয় পর্যায়ের খাল খনন কর্মসূচী উদ্বোধন হয়। এই দিন সংবাদপত্রে পরবর্তী এক বছরে কতটি খাল খনন করা হবে তার বিবরণভিত্তিক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবরে জানানো হয়: পরবর্তী

Dhaka University Institutional Repository

একবছরে দেশে মোট সাতশ' খালকাটার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই খালগুলো কাটা হলে ১৫ লাখ একর জমি সেচের আওতায় আসবে।

জিয়াউর রহমান ১৯৮০ সালের ১ নভেম্বর দ্বিতীয় পর্যায়ের খাল খনন কর্মসূচী উদ্বোধন করেন। ২ নভেম্বর প্রকাশিত এই খবরে জানানো হয়, জিয়াউর রহমান খাল খনন কর্মসূচী উদ্বোধনকালে বলেন, দেশের মানুষ যখন দেশকে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করছেন, তখন দু'একটা রাজনৈতিক দল দেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। খবরটি তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে।

খাল খনন কর্মসূচীর দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ উদ্বোধনের প্রায় দুই মাস পর খাল খনন পরিস্থিতি নিয়ে একটি খবর প্রকাশিত হয় খবরের কাগজে। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবরে জানানো হয়, খাল খনন কর্মসূচীর দ্বিতীয় পর্যায়ে সারাদেশে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে ১৫৭টি খাল খননের কাজ এগিয়ে চলেছে। এ পর্যন্ত তিনটি খাল খননের কাজ শেষ হয়েছে।

খাল খনন সম্পর্কে বেশকিছু সংখ্যক সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকার নিয়মিত কলামেও বিষয়টি স্থান পেয়েছে। বিশ্লেষণ করে প্রধানত চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় এই সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় ও কলামগুলোকে। এগুলো হলো:

এক. খাল খনন কর্মসূচী ঘোষণা প্রসঙ্গ

দুই. প্রথম পর্যায়ের খাল খনন কর্মসূচী সম্পর্কিত

তিন. দ্বিতীয় পর্যায়ের খাল খনন কর্মসূচী সম্পর্কিত

চার. খাল খনন কর্মসূচীর মূল্যায়ন

১৯৭৯ সালের ১৮ নভেম্বর জিয়াউর রহমান খাল খনন কর্মসূচীর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। ১৯ নভেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। পরদিন ২০ নভেম্বর খাল খনন প্রসঙ্গটি স্থান পায় দৈনিক ইত্তেফাকের নিয়মিত একটি কলামে। এতে মন্তব্য করা হয়:

এক. এর আগেও দেশের উন্নয়নের জন্য স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে খাল কাটা হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।

দুই. খাল খনন কর্মসূচীর নেতৃত্ব আমলাতান্ত্রিক শাসনযন্ত্রের হাতে রাখা যুক্তিযুক্ত নয়। নেতৃত্ব থাকা উচিত রাজনীতিবিদদের হাতে।

তিন. স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে খাল খনন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে অবশ্যই শুধু সরকারী রাজনৈতিক দলই নয়, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণও জরুরী।

চার. আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসিডেন্টের হাতে খাল খনন কর্মসূচীর তদারকীর ক্ষমতা রাখার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

পাঁচ. সরকারী জমি বা ভূমিতে খাল কাটা হলে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু ব্যক্তিগত জমি বা বাড়ির উপর দিয়ে যদি খালের গতিপথ পড়ে তাহলে সেক্ষেত্রে কি পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে সে সম্পর্কে কোনো ঘোষণা দেয়া হয়নি।

ছয়. খাল খননের মাধ্যমে দ্বিগুণ খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য যে অর্থ সম্পদ বিনিয়োগ করতে হবে তা যোগানের পথও আগে থেকেই খুঁজে বের করতে হবে।

জিয়াউর রহমানের খাল খনন কর্মসূচী ঘোষণা প্রসঙ্গে ১৯৭৯ সালের ২০ নভেম্বর একটা সম্পাদকীয় প্রকাশ করে বাংলাদেশ অবজারভার। এতে বাংলাদেশ অবজারভার মন্তব্য করে যে, খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করার জন্য জিয়াউর রহমান যে খাল খনন কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন তা সফল হবে।

১৯৭৯ সালের ১ ডিসেম্বর খাল খনন কর্মসূচীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জিয়াউর রহমান। ৩ ডিসেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ঐদিনই এ প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। এতে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে:

এক. খাল খনন কর্মসূচী সফল হলে ফসল উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বাড়বে।

দুই. খাল খনন পরিকল্পনা অনুযায়ী দরিদ্র ও দিনমজুরদের কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর অধীনে সাহায্য দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। তবে পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন কোন মতেই এদের সংখ্যা শতকরা ১০ ভাগের বেশি না হয়।

তিন. খাল খননের ফলে যারা উপকৃত হবেন অথচ কায়িক শ্রম দেবেন না, তারা এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য অর্থ সাহায্যের অঙ্গীকার করেছেন। এটা খাল খনন পরিকল্পনার ইতিবাচক দিক।

১৯৮০ সালের ১ নভেম্বর জিয়াউর রহমান দ্বিতীয় পর্যায়ের খাল খনন কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন। ঐদিনই দৈনিক বাংলা ও দৈনিক ইত্তেফাক এ প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে:

এক. প্রথম পর্যায়ের খাল খনন কর্মসূচী সফল হওয়ায় ব্যাপক সুফল পাওয়া গেছে।

দুই. প্রথম পর্যায়ের খাল খনন কর্মসূচীর মাধ্যমে ৬ লাখ একর জমিতে সেচের সুবিধা সম্প্রসারিত হয়েছে। ফসল উৎপাদন কয়েক লাখ টন বেড়েছে।

তিন. খাল কাটার অভিযানের সাফল্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেশের অগ্রগতি ও জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়ন– একথা প্রমাণিত হয়ে গেছে।

অন্যদিকে সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে:

এক. ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য খাল খনন কর্মসূচী খুবই কার্যকর পদক্ষেপ।

দুই. খাল খনন কর্মসূচীকে সরকার স্বেচ্ছাশ্রমভিত্তিক বলে প্রচার করলেও বাস্তবে বেশির ভাগ খাল কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় খনন করা হচ্ছে।

তিন. চলমান খাল খনন কর্মসূচীতে যে সব খাল কাটা হচ্ছে সে সব খালের গভীরতা কম। ফলে খালে সব ঋতুতে পানি থাকে না।

চার. খাল খনন অভিযানে কাজের চেয়ে প্রচার প্রপাগান্ডা বেশি হচ্ছে।

পাঁচ. খাল খনন কর্মসূচীকে রাজনৈতিক ফায়দা লুটার বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা উচিত না।

১৯৮০ সালের ১ নভেম্বর দ্বিতীয় পর্যায়ের খাল খনন কর্মসূচী উদ্বোধনের পর ৩ নভেম্বর এক সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ অবজারভার মন্তব্য করে, খাল খননের মাধ্যমে বহুমুখী সুফল লাভ করা সম্ভব। এর মধ্যে রয়েছে সেচ সুবিধা লাভ, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, শ্রমের যথাযথ ব্যবহার এবং সর্বোপরি জনসাধারণকে উন্নয়ন কর্মসূচীর সঙ্গে সরাসরি জড়িত করার সুযোগ।

১৯৮০ সালের ৪ নভেম্বর খাল খনন প্রসঙ্গে আরও একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। এই সম্পাদকীয়তেও ১ নভেম্বর দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়র অনুরূপ মন্তব্যই করা হয়। সম্পাদকীয়টিতে দৈনিক বাংলা আশা প্রকাশ করে যে, এই বছরের খাল খনন কর্মসূচীও সফল হবে।

খাল খননের বিষয়টি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে সম্পাদকীয়-উপসম্পাদকীয় প্রকশিত হয় সংবাদপত্রে। ১৯৭৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর তেমনই একটি উপসম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে:

এক. শুধু খাল খনন করেই বৃষ্টি বা বন্যার পানি ধরে রেখে সারা বছর সেচের কাজ করতে গেলে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হবে। সেচ পরিকল্পনার মধ্যে যদি সুষ্ঠু পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকে তবে স্থানে স্থানে জলাবদ্ধতা হতে বাধ্য এবং এর ফলও গরীব চাষীদেরই বহন করতে হবে।

দুই. বিভিন্ন খাল খনন কর্মসূচী উদ্বোধনের নামে জিয়াউর রহমান যে অর্থ ব্যয় করছেন তা নিছক অপচয়।

তিন. খাল খনন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের নামে টাকা ব্যয় না করে ঐ টাকা স্থানীয় শ্রমিকদের পারিশ্রমিক হিসেবে প্রদানের মাধ্যমে খাল খনন করাটাই বেশি যুক্তিযুক্ত।

চার. মজা খাল পুনর্খননই শুধু নয়, নতুন খাল খননের পরিকল্পনাও জিয়াউর রহমান নিয়েছেন। কিন্তু মাইলে পর মাইল নতুন খাল খনন করতে হলে যে হাজার হাজার একর আবাদী জমি ধ্বংস করতে হবে সে বিষয়টিও ভেবে দেখতে হবে।

পাঁচ. শুধু পানির ব্যবস্থা করলেই ফসল দ্বিগুণ হবে না। ফসল দ্বিগুণ করতে হলে প্রয়োজনীয় পানির পাশাপাশি সারসহ আনুষঙ্গিক জিনিসের মূল্য সহনীয় ও সহজপ্রাপ্য করতে হবে।

জিয়াউর রহমানের মৃত্যু ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ১৯৮২ সালের ৮ জুলাই এক সম্পাদকীয়তে খাল খনন কর্মসূচী মূল্যায়ন করতে গিয়ে সংবাদ মন্তব্য করে :

এক. জিয়াউর রহমানের খাল খনন কর্মসূচী বাঞ্ছিত লক্ষ্য অর্জনে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

দুই. এই কর্মসূচীর পেছনে হুজুগ বা রাজনৈতিক চমক সৃষ্টির প্রয়াস যতটা সক্রিয় ছিল, পরিকল্পনা বা সংগঠন ততটা শক্তিশালী ছিল না।

তিন. স্বেচ্ছাশ্রমে খাল কাটার কথা থাকলেও রীতিমত মজুরী দিয়েই কাজ সমাপ্ত করতে হয়েছে।

চার. সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী খননকৃত খালগুলো লাখ লাখ একর জমিকে সেচের আওতায় আনার কথা বলা হয়। অথচ বেশির ভাগ খালেই শুষ্ক মৌসুমে পানি থাকে না। যে কারণে গত অর্থ বছরে খাদ্যশস্য উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।

পাঁচ. রাজনৈতিক চমক সৃষ্টি আর অর্থনীতির রীতি সম্মত কাজের মধ্যে ব্যবধান অনেক। কাজেই ভবিষ্যতে খাল কাটা কর্মসূচী হাতে নিতে গেলে যথাযথ পরিকল্পনার ভিত্তিতে কাজ করা উচিত।

খাল খনন বিষয়ক চিঠিগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা দেখে মূলত তিন ধরনের চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো হলো:

Dhaka University Institutional Repository

এক. খাল খননের আবেদন।

দুই. খাল খননের নামে অপচয় বন্ধের আহ্বান।

তিন. খননকৃত খাল খুলে দেয়ার আবেদন।

১৯৭৯ সালের ৩ ডিসেম্বর খাল খনন প্রসঙ্গে একটি চিঠি প্রকাশিত হয় দৈনিক বাংলায়। এই চিঠিতে নরসিংদী এলাকায় মজে যাওয়া পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদটি পুনর্খননের অনুরোধ জানানো হয়।

১৯৭৯ সালের ৪ ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকে খাল খনন প্রসঙ্গে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। এই চিঠিতে রংপুর এলাকার একটি নাব্য খালকে অহেতুক পুনর্খননের নামে অর্থ, সময় ও শ্রমের অপচয় না করার আহবান জানানো হয়।

দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৭৯ সালের ১৯ ডিসেম্বর খাল খনন প্রসঙ্গে আরেকটি চিঠি প্রকাশিত হয়। এই চিঠিতে প্রভাবশালী ব্যক্তির দাপটে বন্ধ করে রাখা খননকৃত খাল খুলে দেয়ার আহ্বান জানানো হয়।

সংবাদপত্রে স্বনির্ভর গ্রাম সরকার ইস্যুটি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ১৯৭৮ সালের প্রথম দিক গ্রাম সরকার ইস্যু সংবাদপত্রে গুরুত্ব লাভ করতে শুরু করে। জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই প্রবণতা বহাল থাকে। এই সময়ে স্বনির্ভর গ্রাম সরকার বিষয়ে রিপোর্ট, সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হতে দেখা যায়।

গ্রাম সরকার বিষয়ক রিপোর্টগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত খবরের কাগজে প্রধানত চারটি বিষয়ে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো হচ্ছে :

এক. গ্রাম সরকার গঠনের ঘোষণা।

দুই. গ্রাম সরকার উদ্বোধন

তিন. গ্রাম সরকার প্রতিনিধি সম্মেলন

চার. গ্রাম সরকারের নামে হানাহানি

বিশ্লেষণে দেখা গেছে, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত খবরের কাগজে গ্রাম সরকার বিষয়ক প্রায় সব রিপোর্টই প্রথম পৃষ্ঠায় গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। কোনো কোনো রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। কিছু খবর প্রথম পৃষ্ঠায় লীড আইটেম হিসেবেও প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৮০ সালের ১৬ এপ্রিল জিয়াউর রহমান 'স্বনির্ভর গ্রাম সরকার' গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। পরদিন ১৭ এপ্রিল বার্তা সংস্থা বিএসএস এর বরাত দিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে গ্রাম সরকার গঠনের কারণ হিসেবে প্রধানত তিনটি উদ্দেশ্যের কথা বলা হয় :

এক. স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য গ্রামে নেতৃত্ব গড়ে তোলা।

দুই. বিভিন্ন মৌলিক চাহিদার যোগান ও উৎপাদনে সব গ্রামকে সক্ষম করা।

তিন. পেশাগত ও উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গ্রাম সরকার সদস্যের দক্ষ করা।

খবরটি দৈনিক বাংলায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে।

১৯৮০ সালের ৩০ এপ্রিল ঢাকার সাভারে জিরাবো গ্রামে জিয়াউর রহমান প্রথম স্বনির্ভর গ্রাম সরকারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ১ মে সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই খবরে জানানো হয় : প্রথম স্বনির্ভর গ্রাম সরকার উদ্বোধনকালে জিয়াউর রহমান বলেছেন, এক বছরের মধ্যে ৬৮ হাজার গ্রামে স্বনির্ভর গ্রাম সরকার প্রতিষ্ঠা করা হবে। গ্রাম সরকারগুলো চারটি বিষয়ে দায়িত্ব পালন করবে।

এক. খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করা।

দুই. প্রাথমিক শিক্ষা।

তিন. শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা।

খবরটি সর্বচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলায়।

এর প্রায় এক বছর পর ঢাকায় স্বনির্ভর গ্রাম সরকার প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮১ সালের ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন জিয়াউর রহমান। ৮ জানুয়ারির সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই খবরে জানানো হয় : সম্মেলন উদ্বোধনকালে জিয়াউর রহমান বলেছেন, গ্রাম সরকার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটি জাতীয় সরকারের সঙ্গে গ্রাম সরকার পরিচালনার ব্যাপারে যোগাযোগ রাখবে। তিনি গ্রাম সরকার প্রতিনিধিদের অর্থনীতি, উৎপাদন, যোগাযোগ, শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা ও আইন-শৃঙ্খলাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ২০টি দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেন।

Dhaka University Institutional Repository
লক্ষণীয় যে, গ্রাম সরকার উদ্বোধনকালে গ্রাম সরকারকে যে চারটি দায়িত্ব দেয়া হয়, এই বিশটি দায়িত্ব সেগুলোরই বিস্তারিত রূপ। এই খবরটিও দৈনিক বাংলায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়।

জিয়াউর রহমান ১৯৮১ সালের ৩০ মে নিহত হওয়ার ১১ দিন আগে ১৮ মে কুষ্টিয়ায় গ্রাম সরকার সম্মেলন উদ্বোধন করেন। বার্তা সংস্থা বিএসএস এর বরাত দিয়ে ১৯ মে সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই খবরে জানানো হয় : সম্মেলন উদ্বোধনকালে জিয়াউর রহমান বলেছেন, একটি আর্থ সামাজিক সংস্থা হিসেবে স্বনির্ভর গ্রাম সরকার গঠন হচ্ছে বাংলাদেশকে শক্তিশালী ও স্বনির্ভর করে তোলার প্রথম পদক্ষেপ। গ্রাম সরকারের সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এতদিন যারা গ্রামগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতো সেই কায়েমী স্বার্থবাদী মহল স্বনির্ভর গ্রাম সরকার গঠনে খুশী হয়নি।

গ্রাম সরকারকে কেন্দ্র করে গোলযোগের খবর প্রকাশিত হয় খবরের কাগজে। ১৯৮১ সালের ১৪ জানুয়ারি দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত এক খবরে জানানো হয় : শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল অভিযোগ করেছে, গ্রাম সরকার গঠনের নামে গ্রামাঞ্চলে হানাহানি সৃষ্টি করা হয়েছে।

গ্রাম সরকার সম্পর্কে বেশকিছু সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। বিশ্লেষণ করে প্রধানত চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যায় এই সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয়গুলোকে। এগুলো হলো :

এক. গ্রাম সরকার গঠনের ঘোষণা

দুই. গ্রাম সরকার উদ্বোধন

তিন. গ্রাম সরকার প্রতিনিধি সম্মেলন

চার. গ্রাম সরকারের মূল্যায়ন

১৯৮০ সালের ১৬ এপ্রিল জিয়াউর রহমান গ্রাম সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন। ১৭ এপ্রিল এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। পরদিন ১৮ এপ্রিল এই প্রসঙ্গে এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে :

এক. স্থানীয় সমস্যার সমাধান ও গ্রামোন্নয়নের উদ্দেশ্যে স্থানীয় নেতৃত্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্বনির্ভর গ্রাম সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত প্রয়োজনীয় ও সুচিন্তিত পদক্ষেপ।

দুই. প্রতিটি গ্রামে গ্রাম সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনে এর কার্যপদ্ধতি, এখতিয়ার ও দায়-দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে।

তিন. সৎ, কর্মনিষ্ঠ, দক্ষ ও দায়িত্ববান ব্যক্তিদের গ্রাম সরকারের সদস্য নির্বাচন করতে হবে।

১৯৮০ সালের ৩০ এপ্রিল জিয়াউর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম স্বনির্ভর গ্রাম সরকার উদ্বোধন করেন। ১ মে এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশের পর ৩ মে এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার। সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে :

এক. বাংলাদেশের স্বনির্ভরতা গ্রাম সরকারের মাধ্যমেই অর্জিত হবে।

দুই. স্বনির্ভর গ্রাম সরকারের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রাম আত্মনির্ভরশীলতা লাভের সমষ্টিগত সুফল হিসেবে দেশ ও জাতি সুখী ও সমৃদ্ধ হবে।

সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ অবজারভার মন্তব্য করে :

এক. স্বনির্ভর গ্রাম সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত খুবই কার্যকর পরিকল্পনা।

দুই. গ্রামীণ নেতৃত্বের মাধ্যমে গ্রামের উন্নয়নের জন্য স্বনির্ভর গ্রাম সরকার একটি উপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো।

তিন. জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে স্বনির্ভর গ্রাম সরকার একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেব কাজ করবে।

অন্যদিকে, ১৯৮০ সালের ৪ মে এ প্রসঙ্গে প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে :

এক. প্রথম গ্রাম সরকার উদ্বোধনকালে জিয়াউর রহমান গ্রাম সরকারগুলোর দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দেশ করলেও এগুলোর গঠন প্রণালী ও কার্যপদ্ধতি স্পষ্ট করেননি।

দুই. গ্রাম সরকারের সঙ্গে নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদগুলোর সম্পর্ক কি হবে তা স্পষ্ট নয়।

তিন. প্রশাসনের সঙ্গে গ্রাম সরকারগুলোর সম্পর্ক নিয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে।

চার. গ্রাম সরকারের কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের উৎস সম্পর্কে কোন ধারণা দেয়া হয়নি।

পাঁচ. গ্রাম সরকারের মত গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের আগে এই বিষয়ে সংসদে আলোচনা হওয়া উচিত ছিল।

ছয়. উন্নয়নমূলক কাজে গ্রামীণ জনসাধারণকে সক্রিয়ভাবে জড়িত করার জন্য গ্রাম সংগঠনের প্রয়োজন আছে। কিন্তু বৈষম্যভিত্তিক গ্রামীণ সমাজ ও উৎপাদন সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রেখে গ্রাম সরকার নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেই গ্রামীণ জনসাধারণের সম্পৃক্ততা বাড়বে না।

সাত. গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর পুনর্গঠন না করে গ্রাম সরকার গঠন করা হলে সেগুলোতেও কায়েমী স্বার্থবাদীদেরই প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং আরেক দল টাউট-বাটপাড় তৈরি হবে।

১৯৮১ সালের ৭ জানুয়ারি ঢাকায় স্বনির্ভর গ্রাম সরকার প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৮ জানুয়ারি এই সম্মেলনের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। পরদিন ৯ জানুয়ারি এই প্রসঙ্গে প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে:

এক. গ্রাম সরকার গঠনের মাধ্যমে সরকার প্রতিটি গ্রামকে স্বনির্ভর করে তোলার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। দেশের সব গ্রাম স্বনির্ভর হলে গোটা দেশই স্বনির্ভর হবে।

দুই. যুগ যুগ ধরে প্রচলিত ব্যবস্থা পাল্টে দিয়ে নতুন সংগঠন গ্রাম সরকার গড়তে গেলে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হতেই পারে। দৃঢ় সংকল্প ও চলমান প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সমস্যার সমাধান হবে।

তিন. শহরের মানুষদেরও গ্রাম সরকারের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা উচিত।

অন্যদিকে গ্রাম সরকার প্রতিনিধি সম্মেলন সম্পর্কে ১৯৮১ সালের ১১ জানুয়ারি প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে:

এক. গ্রাম সরকার প্রতিনিধিদের এই সম্মেলন প্রকৃত অর্থে বিপুল সরকারী অর্থের অপচয় ছাড়া কিছু নয়।

দুই. ১৯৮০ সালের ৪ মে সংবাদে প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে গ্রাম সরকারের সঙ্গে নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদগুলোর সম্পর্ক কি হবে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। এই সম্পাদকীয়তে উপরোক্ত সম্পাদকীয়র সূত্র ধরে মন্তব্য করা হয়: এক বছর যেতে না যেতেই ইউনিয়ন পরিষদ ও গ্রাম সরকারের মধ্যে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের দ্বন্দ্ব ও দ্বৈতশাসনের যা কিছু কুফল সবই দেখা দিয়েছে।

তিন. গ্রাম সরকার গঠনের সূচনাতেই এ নিয়ে সারাদেশে যে মারামারি, মামলা-মোকদ্দমার হিড়িক পড়েছে তাতে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারা যায় না।

চার. জিয়াউর রহমান গ্রাম সরকার প্রতিনিধিদের সম্মেলনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, ঘুষ-দুর্নীতি বন্ধ, চোরাচালান দমনসহ বিভিন্ন অপরাধ দমনে যেভাবে গ্রাম সরকারকে নির্বিচারে ব্যবস্থা নিতে বলেছেন তাতে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলার পরিবর্তে অরাজকতা সৃষ্টি হবে।

১৯৮১ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি গ্রাম সরকার প্রসঙ্গে এক উপ-সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে :

এক. কিছু কিছু এলাকায় গ্রাম সরকার গঠন নিয়ে বিরোধ চলছে। গ্রামের দুর্নীতিপরায়ণ ও স্বার্থপর লোকদের কারণেই এমনটি ঘটছে।

দুই. বিরোধপূর্ণ গ্রাম সরকারগুলোকে বাস্তব ও নিরপেক্ষ তদন্ত করে পুনর্গঠন করা উচিত।

১৯৮১ সালের ১৮ মে কুষ্টিয়ায় গ্রাম সরকার সম্মেলন উদ্বোধন করেন জিয়াউর রহমান। ১৯ মে এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। পরদিন ২০ মে এই প্রসঙ্গে এক সম্পাদকীয়তে জিয়াউর রহমানের বক্তব্যকে সমর্থন করে দৈনিক বাংলা মন্তব্য প্রকাশ করে:

এক. গ্রাম সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামকে স্বনির্ভর করা যা দুরূহ ও দীর্ঘ প্রক্রিয়া। এজন্য গ্রাম সরকারকে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাজ করতে হবে।

দুই. গ্রামের মানুষের যে অধিকার ও ক্ষমতা আছে, অথচ যা তারা কোনোদিনই ভোগ করতে পারেনি গ্রাম সরকার তা ফিরিয়ে দিয়েছে।

তিন. গ্রাম সরকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ভিত্তিমূল এবং গোটা দেশকে শক্তিশালী ও স্বনির্ভর করার প্রথম পদক্ষেপ।

চার. গ্রাম সরকারের সমালোচক তারাই যারা এতদিন ধরে একদিকে গ্রামের মানুষদের নিজেদের স্বার্থোদ্ধারে ব্যবহার করছে, অন্যদিকে তাদের উপর অত্যাচার চালিয়েছে, শোষিত-বঞ্চিত করেছে।

জিয়াউর রহমানের দুটি আলোচিত কর্মসূচী : খাল খনন ও গ্রাম সরকার শীর্ষক এই ইস্যুর তথ্য বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, ১৯৭৯ সাল থেকে শুরু করে জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত খাল খনন ও গ্রাম সরকার ইস্যু দু'টি সংবাদপত্রে বিশেষ গুরুত্বলাভ করে। উভয় ইস্যু নিয়ে উল্লিখিত সময়ে নানা ধরনের রিপোর্ট প্রকাশের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। নিয়মিত কলামেও বিষয় দু'টি স্থান পায়।

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোর সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় ও কলামে মূলত দুই ধরনের অভিমত প্রতিফলিত হয়েছে। দৈনিক বাংলা খাল খনন ও গ্রাম সরকার উভয় কর্মসূচীর ইতিবাচক দিকগুলোকেই প্রাধান্য দিয়েছে। যেমন খাল খনন কর্মসূচী সম্পর্কে দৈনিক বাংলার অভিমত :

এক. খাল খননের ফলে ব্যাপক সুফল পাওয়া যাচ্ছে।
দুই. ফসল উৎপাদন বেড়ে গেছে।

গ্রাম সরকার কর্মসূচী সম্পর্কে দৈনিক বাংলায় অভিমত:

এক. গ্রাম সরকার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও সুচিন্তিত পদক্ষেপ।
দুই. সমস্যা থাকলেও চলমান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রাম সরকারের সকল সমস্যা সমাধান সম্ভব।
তিন. স্বার্থান্বেষী মহল গ্রাম সরকারের সমালোচনা করছে।

উভয় ইস্যুর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অবজারভারের অভিমত দৈনিক বাংলার প্রায় অনুরূপ।

বিপরীত দিকে দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদ উভয় কর্মসূচীর ইতিবাচক দিক অস্বীকার না করলেও বেশকিছু নেতিবাচক অভিমত প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে খাল খনন কর্মসূচী সম্পর্কে অভিমতগুলোর মধ্যে ছিল :

এক. খাল খনন কর্মসূচী স্বেচ্ছাশ্রমভিত্তিক বলা হলেও বেশির ভাগ হয়েছে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায়।
দুই. গভীরতা কম হওয়ায় অনেক খালে সব ঋতুতে পানি থাকে না।
তিন. খাল খনন অভিযানে কাজের চেয়ে প্রচার-প্রপাগান্ডা বেশি।
চার. খাল খনন রাজনৈতিক ফায়দা লোটার উপকরণ।
পাঁচ. খাল খনন কর্মসূচী উদ্বোধনের নামে অহেতুক অর্থ অপচয় হচ্ছে।

গ্রাম সরকার কর্মসূচী সম্পর্কে অভিমত ছিল :

এক. গ্রাম সরকার গঠন প্রণালী ও কার্যপদ্ধতি অস্পষ্ট।
দুই. ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে গ্রাম সরকারের সম্পর্ক কী হবে তা অস্পষ্ট।
তিন. গ্রাম সরকারের অর্থের উৎস সম্পর্কে কোনো ধারণা দেয়া হয়নি।
চার. প্রচলিত গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় গ্রাম সরকার কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থরক্ষা করবে এবং টাউট-বাটপাড় তৈরি করবে।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে বলা যায়, খাল খনন ও গ্রাম সরকার প্রসঙ্গে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত খবরের কাগজগুলোর পরস্পরের মধ্যে একদিকে যেমন মিল রয়েছে, অন্যদিকে রয়েছে অমিল।

তথ্যসূত্র :

১. *প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের উন্নয়ন উদ্যোগ : সংবাদপত্রে প্রতিফলন*, সম্পাদক : ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী, ঢাকা: বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, এপ্রিল ২০০৩, পৃ. ২১২
২. *দৈনিক বাংলা*, ১৯ নভেম্বর ১৯৭৯, পৃ. ১
৩. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৯ নভেম্বর ১৯৭৯, পৃ. ১
৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ নভেম্বর ১৯৭৯, পৃ. ১
৫. *সংবাদ*, ১৯ নভেম্বর ১৯৭৯, পৃ. ১
৬. *দৈনিক বাংলা*, ৩ ডিসেম্বর ১৯৭৯, পৃ. ১
৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ ডিসেম্বর ১৯৭৯, পৃ. ১
৮. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৩ ডিসেম্বর ১৯৭৯, পৃ. ১
৯. *সংবাদ*, ৩ ডিসেম্বর ১৯৭৯, পৃ. ১
১০. *সংবাদ*, ৪ ডিসেম্বর ১৯৭৯, পৃ. ১
১১. *সংবাদ*, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮০, পৃ. ১
১২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ এপ্রিল ১৯৮০, পৃ. ১
১৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২০ এপ্রিল ১৯৮০, পৃ. ১
১৪. *প্রাগুক্ত*
১৫. *দৈনিক বাংলা*, ১ নভেম্বর ১৯৮০, পৃ. ১
১৬. *দৈনিক বাংলা*, ২ নভেম্বর ১৯৮০, পৃ. ১
১৭. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২ নভেম্বর ১৯৮০, পৃ. ১
১৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ নভেম্বর ১৯৮০, পৃ. ১
১৯. *সংবাদ*, ২ নভেম্বর ১৯৮০, পৃ. ১
২০. *দৈনিক বাংলা*, ২২ ডিসেম্বর ১৯৮০, পৃ. ৮
২১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২০ নভেম্বর ১৯৭৯, পৃ. ২
২২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২০ নভেম্বর ১৯৭৯, পৃ. ৫
২৩. *দৈনিক বাংলা*, ৩ ডিসেম্বর ১৯৭৯, পৃ. ৫
২৪. *সংবাদ*, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭৯, পৃ. ৪

২৫. *দৈনিক বাংলা*, ১ নভেম্বর ১৯৮০, পৃ. ৫
২৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ নভেম্বর ১৯৮০, পৃ. ২
২৭. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৩ নভেম্বর ১৯৮০, পৃ. ৫
২৮. *দৈনিক বাংলা*, ৪ নভেম্বর ১৯৮০, পৃ. ৫
২৯. *সংবাদ*, ৮ জুলাই ১৯৮২, পৃ. ৪
৩০. *দৈনিক বাংলা*, ৩ ডিসেম্বর ১৯৭৯, পৃ. ৫
৩১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ ডিসেম্বর ১৯৭৯, পৃ. ২
৩২. *প্রাগুক্ত*, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭৯, পৃ. ২
৩৩. জিয়াউর রহমান, *আমার রাজনীতির রূপরেখা*, প্রকাশক: লে: কর্নেল (অব:) আ স ম মোস্তাফিজুর রহমান ও এ কে এম ফিরোজ নুন, মার্চ ১৯৯১, পৃ. ৬৩
৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯
৩৫. দৈনিক বাংলা, ১৭ এপ্রিল ১৯৮০, পৃ. ১
৩৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৭ এপ্রিল ১৯৮০, পৃ. ১
৩৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ এপ্রিল ১৯৮০, পৃ. ১
৩৮. *সংবাদ*, ১৭ এপ্রিল ১৯৮০, পৃ. ১
৩৯. *দৈনিক বাংলা*, ১ মে ১৯৮০, পৃ. ১
৪০. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১ মে ১৯৮০, পৃ. ১
৪১. দৈনিক ইত্তেফাক, ১ মে ১৯৮০, পৃ. ১
৪২. *সংবাদ*, ১ মে ১৯৮০, পৃ. ১
৪৩. *দৈনিক বাংলা*, ৮ জানুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ১
৪৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৮ জানুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ১
৪৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ জানুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ১
৪৬. *সংবাদ*, ৮ জানুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ১
৪৭. *দৈনিক বাংলা*, ১৯ মে ১৯৮১, পৃ. ১
৪৮. *দৈনিক বাংলা*, ১৪ জানুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ৮
৪৯. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ এপ্রিল ১৯৮০, পৃ. ৫
৫০. *দৈনিক বাংলা*, ৩ মে ১৯৮০, পৃ. ৫
৫১. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৩ মে ১৯৮০, পৃ. ৫
৫২. *সংবাদ*, ৪ মে ১৯৮০, পৃ. ৪
৫৩. *দৈনিক বাংলা*, ৯ জানুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ৫
৫৪. *সংবাদ*, ১১ জানুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ৪
৫৫. *সংবাদ*, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ৪
৫৬. *দৈনিক বাংলা*, ২০ মে ১৯৮১, পৃ. ৫

চার. জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড

১৯৮১ সালের ৩০ মে ভোরে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর কিছুসংখ্যক বিদ্রোহী সদস্যের হাতে নিহত হন। এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ও এর প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা হয় 'হাজার বছরের বাংলাদেশ : ইতিহাসের অ্যালবাম' শীর্ষক গ্রন্থে। এতে লেখা হয় :

'১৯৮১ সালের ৩১ মে আরেকটি সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা চালানো হয় চট্টগ্রামে এবারের অভ্যুত্থান প্রচেষ্টায় যোগ দেন সেনাবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা অফিসাররা। রাষ্ট্রপতি জিয়া এ সময় চট্টগ্রাম সফরে ছিলেন। ৩০ মে ভোররাতে বিদ্রোহী সেনাঅফিসাররা চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র দখল করে নেন। সেনাবাহিনীর চট্টগ্রাম বিভাগের কমাণ্ডিং অফিসার মেজর জেনারেল মঞ্জুরের নেতৃত্বে একটি বিপ্লবী পরিষদ গঠন করে তাঁকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে ঘোষণা করা হয় এবং সে রাতেই স্থানীয় সার্কিট হাউসে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। মঞ্জুর পরদিন চট্টগ্রাম কোর্ট বিল্ডিং-এ এক সংবাদ সম্মেলনে ভাষণ দেন এবং ঢাকায় অবস্থানকারী সামরিক অফিসারদের তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের আহ্বান জানান। কিন্তু ঢাকার সেনা সদস্যরা এ ব্যাপারে কোন রকম সমর্থন না দিলে শেষ পর্যন্ত মঞ্জুরের অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় এবং তিনিও নিহত হন'।[১]

জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সংবাদপত্রে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রে জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর প্রতিফলন যাচাই করার জন্য ঘটনা-পরবর্তী চারদিনের অর্থাৎ ১৯৮১ সালের ৩১ মে, ১ জুন, ২ জুন এবং ৩ জুনের পত্রিকার আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়।

রিপোর্ট :

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকায় উপরোক্ত চারদিনই জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর রিপোর্ট প্রাধান্য লাভ করে। প্রথম দিন অর্থাৎ ১৯৮১ সালের ৩১ মে সংবাদে প্রথম পৃষ্ঠায় ১২টি এবং দৈনিক বাংলায় ১০টি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। উল্লিখিত দু'টি পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সবগুলো রিপোর্টই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনা বিষয়ক ছিল। দৈনিক ইত্তেফাকে ঐদিন প্রথম পৃষ্ঠায় ১৩টি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ১২টিই ছিল উল্লিখিত ঘটনা সংশ্লিস্ট। বাংলাদেশ অবজারভারে ঐদিন প্রথম পৃষ্ঠায় ১২টি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ৯টি ছিল উল্লিখিত ঘটনা সংশ্লিষ্ট।

১৯৮১ সালের ৩১ মে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় জিয়াউর রহমান হত্যা সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ের বেশ কিছু রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ড সংশ্লিষ্ট মূল রিপোর্টটি সব পত্রিকায় ফলাও করে প্রকাশিত হয়। তবে তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলা ও সংবাদে। উভয় পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল: 'চল্লিশ দিন শোক : জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে : আজ সারাদেশে জানাজা ॥ প্রেসিডেন্ট জিয়া চট্টগ্রামে নিহত'। এতে লেখা হয় :

শনিবার ঢাকায় বাংলাদেশ সরকার নিম্নোক্ত প্রেসনোট দেন: সরকার গভীর দুঃখের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন যে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীরউত্তম ৩০শে মে শনিবার ভোরে চট্টগ্রামে কিছুসংখ্যক দুস্কৃতকারীর হাতে নিহত হয়েছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা রক্ষী ও অপর কয়েকজনও এই মর্মান্তিক ঘটনায় নিহত হয়েছেন। ঢাকা এবং চট্টগ্রামের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় নিহত ব্যক্তিদের প্রকৃত সংখ্যা সঠিক জানা যায়নি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(১) ধারার বিধান বলে ভাইস-প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। মন্ত্রীসভার এক জরুরী বৈঠক সঙ্গে সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হয় এবং পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সারাদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন।[২]

সংবাদে রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল : 'রাষ্ট্রপতি জিয়া নিহত ॥ দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা: বিচারপতি আবদুস সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি'।[৩] দৈনিক ইত্তেফাকে রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল: 'বিচারপতি সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি : প্রেসিডেন্ট জিয়া নিহত'।[৪] বাংলাদেশ অবজারভারে রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল: 'Sattar Acting President ॥ Zia assassinated : 409 day mourning.'.[৫]

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারের বেতার ভাষণ বিষয়ক রিপোর্টটি পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা বিএসএস। রিপোর্টটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলায়। এই পত্রিকা রিপোর্টটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'বিচারপতি সাত্তার অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট : দেশবাসীর প্রতি শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার আহ্বান'। এই রিপোর্টে লেখা হয় :

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শনিবার সকালে চট্টগ্রামে দুস্কৃতকারীদের হাতে শাহাদাৎবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার গতকাল সকালে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত এক বেতার ভাষণে একথা ঘোষণা করেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫ (১) ধারা মোতাবেক প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[৬]

দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'অস্থায়ী প্রেসিডেন্টর বেতার ভাষণ: জাতীয় দুর্যোগের মুহূর্তে ধৈর্য ও সংহতি বজায় রাখুন'।[৭] সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল

কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। সংবাদে রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল: অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির ভাষণের পূর্ণ বিবরণ'।[৮] বাংলাদেশ অবজারভারে রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল: 'Surrender, Sattar asks miscreants'.[৯]

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারের সঙ্গে বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বৈঠক বিষয়ক রিপোর্টটি পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা বিএসএস ও এনা। রিপোর্টটি দৈনিক বাংলা, সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভারে প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে। দৈনিক বাংলায় রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল : 'হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা : নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির প্রতি সকল দলের পূর্ণ আস্থা'। এই রিপোর্টে লেখা হয় :

> *অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার শনিবার সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। নেতৃবৃন্দ শনিবার সকালে চট্টগ্রামে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করেন। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। বেদনাদায়ক ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশকালে নেতৃবৃন্দ নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রতি তাদের অবিচল আস্থা পুনর্ব্যক্ত করেন এবং হিংসাত্মক রাজনীতির নিন্দা করেন।*[১০]

সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির বৈঠক'।[১১] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'Leaders condomn killing'.[১২] অন্যদিকে দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহিত বৈঠক'।[১৩]

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারের সঙ্গে তিন বাহিনী প্রধানের সাক্ষাৎ : আনুগত্য প্রকাশ' বিষয়ক রিপোর্টটি পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা বিএসএস ও এনা। সব পত্রিকায় রিপোর্টটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল : 'তিন বাহিনীর প্রধানের সাথে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের বৈঠক'। এই খবরে লেখা হয়:

> *অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার শনিবার বঙ্গভবনে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী প্রধানের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে পরিস্থিতির পর্যালোচনা করেন। বিডিআর-এর মহাপরিচালক এবং পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেলও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।*[১৪]

দৈনিক ইত্তেফাকে রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল: 'অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের সহিত তিনবাহিনীর প্রধানের বৈঠক'।[১৫] সংবাদে রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল: 'বাহিনী প্রধানদের সাথে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির বৈঠক'।[১৬] বাংলাদেশ অবজারভারে রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল : 'Services, BDR, Police chiefs pledge loyalty'.[১৭]

বেতারে সেনাবাহিনী প্রধান এইচ এম এরশাদের বিবৃতি : বিদ্রোহী সৈনিকদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ শীর্ষক রিপোর্টটি পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা বিএসএস। দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদে রিপোর্টটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল : 'সশস্ত্রবাহিনী স্বাধীনতা-সংবিধান রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ : এরশাদ'। এই রিপোর্টে লেখা হয় :

> *সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল এইচ এম এরশাদ কোন রকম প্ররোচনায় বিভ্রান্ত না হয়ে শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে নিজ নিজ কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে অবিচল থাকার জন্য শনিবার গোটা দেশের সশস্ত্রবাহিনীর সকল সদস্যের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। জাতীয় বেতার ও টেলিভিশনে প্রচারিত এক বিবৃতিতে জেনারেল এরশাদ বলেন, শনিবার ভোরে চট্টগ্রামে কিছুসংখ্যক দুস্কৃতকারী বাংলাদেশের মহামান্য প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে হত্যা করেছে। দুস্কৃতকারীরা নিজেদের বিপ্লবী পরিষদ বলে চট্টগ্রাম বেতারে দাবী করছে।*[১৮]

দৈনিক ইত্তেফাকে রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল : 'আত্মসমর্পণের জন্য লে: জেনারেল এরশাদের নির্দেশ'।[১৯] সংবাদে রিপোর্টির শিরোনাম ছিল : 'উস্কানীতে বিভ্রান্ত না হয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা করুন : জে এরশাদ'।[২০] অন্যদিকে বাংলাদেশ অবজারভারে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : 'Ershad asked armed forces to remain steadfart'.[২১]

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দের শোক বিষয়ক রিপোর্টটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'বিশ্ব নেতৃবৃন্দের শোক'। এই রিপোর্টে লেখা হয় :

> *মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডে দুঃখ প্রকাশ করেছে। পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র সুট পিনম্যান আজ এখানে ঘোষণা করেন, এই হত্যাকাণ্ডে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিপন্ন হবে না। সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট লিওনিদ ব্রেজনেভ বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারের নিকট প্রেরিত শোকবাণীতে চট্টগ্রামে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডে আন্তরিক শোক জ্ঞাপন করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডে শোক প্রকাশ করেছেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক তার শোকবাণীতে বলেন, প্রেসিডেন্ট জিয়ার অকাল মৃত্যুতে বাংলাদেশের জনগণ একজন মহান নেতা ও রাষ্ট্রনায়ককে হারাল। পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলর হেলমুট স্মীথ ও অন্যান্য নেতা প্রেসিডেন্ট জিয়ার হত্যাকাণ্ডে শোক প্রকাশ করে শনিবার বাংলাদেশ সরকারের কাছে বার্তা পাঠিয়েছেন।*[২২]

দৈনিক ইত্তেফাকও খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া'।[২৩] অন্যদিকে সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'বিশ্ব নেতৃবৃন্দের শোকবাণী'।[২৪] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'World leaders deeply shocked'.[২৫]

১৯৮১ সালের ৩১ মে সংবাদপত্রে প্রকাশিত জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সম্পর্কিত খবরগুলোর অন্যতম ছিল দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণার খবর। সংবাদে খবরটি মূল খবরের সঙ্গে প্রকাশিত হলেও গবেষণার অন্তর্ভুক্ত বাকী তিনটি পত্রিকায় আলাদা আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবরটি দৈনিক বাংলা ও দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'সভা মিছিল নিষিদ্ধ : সোমবার সংসদ বসবে ॥ জরুরী অবস্থা ঘোষণা : সংবিধান চালু থাকবে'। এতে লেখা হয় :

দেশের সংবিধানের ১৪১ ক (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট মনে করেন যে, দেশে এক গুরুতর জরুরী অবস্থা বিরাজ করছে এবং অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার জন্যে বাংলাদেশের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন। জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর সরকার এক আদেশ বলে সংবিধানে বর্ণিত কয়েকটি মৌলিক অধিকার স্থগিত বলে ঘোষণা করেন।[২৬]

দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'সারাদেশে জরুরী অবস্থা'।[২৭] অন্যদিকে বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Emergency Proclaimed'.[২৮]

জিয়াউর রহমানের গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠানের খবর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত তিনটি পত্রিকায় ১৯৮১ সালের ৩১ মে আলাদা আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। তিনটি পত্রিকাতেই বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'আজ নামাজে জানাজা'। এতে লেখা হয়:

আজ রোববার সকাল এগারটায় বাংলাদেশের মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। গতকাল অপরাহ্নে ঢাকায় একথা ঘোষণা করা হয়। ঢাকার পল্টন ময়দানে, চট্টগ্রামে লালদীঘি ময়দানে, খুলনার হাদিস পার্কে ও রাজশাহীর ঈদগাহ ময়দানে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। ঘোষণায় বলা হয় যে, প্রত্যেক জেলা ও মহকুমার স্থানীয় জনসাধারণ থানা ও অন্যান্য স্থানীয় পর্যায়ে নামাজে জানাজার স্থান নির্বাচিত করেছেন।[২৯]

দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'আজ নামাজে জানাজা'।[৩০] অন্যদিকে বাংলাদেশ অবজারভারের শিরোনাম ছিল : 'Namaz-e-Janaza today'.[৩১]

জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শোক জানানোর খবর শুধুমাত্র সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাক প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করে ১৯৮১ সালের ৩১ মে। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবর দু'টি পত্রিকাই সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'নেতৃবৃন্দের শোক'। এই খবরে লেখা হয়:

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মৃত্যুতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ শোক প্রকাশ করেছেন। নেতৃবৃন্দ দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সকল প্রকার ভাবাবেগ ও উত্তেজনা পরিহার করে জাতীয় স্বার্থকে সকল প্রকার ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে রেখে গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক মূল্যবোধ সমুন্নত রেখে জাতিকে সঠিক নেতৃত্ব দেয়ার আহবান জানিয়েছেন।[৩২]

দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'নেতৃবৃন্দের শোক'।[৩৩]

জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় বিএনপির ক্ষোভ ও শোক প্রকাশ সংক্রান্ত খবর ১৯৮১ সালের ৩১ মে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করে শুধু সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভার। উভয় পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'বিএনপি'র তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ'। এতে লেখা হয়:

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারম্যান মহামান্য রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দুষ্কৃতিকারীদের আক্রমণে শাহাদত বরণের মর্মান্তিক হৃদয়বিদারক ঘটনায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ও তার সকল অংগ সংগঠনের পক্ষ থেকে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সারাদেশে সুতীব্র প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের কর্মসূচী গ্রহণের জন্য পার্টি সর্বস্তরের সকল শাখা ও অংগ সংগঠনকে আহবান জানানো হয়েছে।[৩৪]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'BNP Programme'[৩৫]

১৯৮১ সালের ৩১ মে জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সম্পর্কে দৈনিক বাংলা পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় এমন কয়েকটি খবর প্রকাশিত হয়েছে যা অন্য তিনটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। এর মধ্যে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার কর্তৃক বিদ্রোহী সৈনিকদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ সম্পর্কিত রিপোর্টটি পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা বিএসএস। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশিত এই খবরে লেখা হয়:

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে শনিবার সকালে চট্টগ্রামে যে গণবিরোধী দুষ্কৃতকারীরা হত্যা করেছে, অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার তাদের অবিলম্বে সরকারের কাছে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছেন। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট শনিবার তাদের এই বলে হুঁশিয়ার করে দেন যে, অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে।[৩৬]

জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি শোক প্রকাশ করেন। ১৯৮১ সালের ৩১ মে দৈনিক বাংলা এই খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয় :

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার শনিবার মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের বাসভবনে যান এবং বেগম জিয়াউর রহমান ও শোকাভিভূত পরিবারের অন্যান্য সদস্যের প্রতি তার ব্যক্তিগত শোক প্রকাশ করেন।[৩৭]

Dhaka University Institutional Repository

জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সারাদেশের মানুষের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া নিয়ে একটি রিপোর্ট দৈনিক বাংলা ১৯৮১ সালের ৩১ মে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করে। ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত এই রিপোর্টে বলা হয়:

সকাল দশটার কিছু পরে বেতারে জিয়ার হত্যার সংবাদ প্রচারিত হয়। রাজধানীতে দেশের বিভিন্ন এলাকায় লোক স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। বেতার ঘোষণার কিছু পরেই রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ছোট ছোট স্বতস্ফূর্ত মিছিল বেরিয়ে পড়ে। পায়ে হেঁটে এবং কোথাও কোথাও ট্রাকে। বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল কলেজ খালি হয়ে যায়। ফাঁকা হয়ে পড়ে অফিস-আদালত। মোড়ে মোড়ে জটলা। অনেকে তখনও বিশ্বাস করতে চাইছেন না জিয়া বেঁচে নেই।[৩৮]

১৯৮১ সালের ৩১ মে জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সম্পর্কে দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় এমন তিনটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে যা অন্য তিনটি পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়নি। এর মধ্যে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের কর্মীদের প্রতি আহ্বান বিষয়ক রিপোর্টটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। 'চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের কর্মীদের প্রতি আহ্বান' শিরোনামে এই খবরে লেখা হয় :

গতকাল রাত ৮টা ৪০ মিনিটে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের কর্মীদের উদ্দেশে এক ঘোষণায় বলা হয়, আপনারা অবিলম্বে গুপ্ত প্রচার বন্ধ করুন। অন্যথায় দেশদ্রোহিতার অপরাধে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। প্রয়োজনবোধে প্রচারযন্ত্র বন্ধ করিয়া নিরাপদ স্থানে সরিয়া পড়ুন।[৩৯]

চট্টগ্রাম সেনানিবাসের সৈনিকদের প্রতি সেনাবাহিনী প্রধান এরশাদের নির্দেশ বিষয়ক খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। 'চট্টগ্রাম সেনানিবাসের দেশপ্রেমিক সৈনিকদের প্রতি' শিরোনামের এই রিপোর্টে লেখা হয় :

আপনাদের মধ্যে এখনও যাঁহারা ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন নাই, তাঁহাদের প্রতি দেশ ও জাতির নামে, প্রিয় মাতৃভূমির সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার নামে, সংবিধানের পবিত্রতার নামে যে যেভাবে পারেন নিকটবর্তী সেনানিবাসে হাজির হইবার জন্য আমি নির্দেশ দিতেছি। দেশ ও জাতির এই ঘোর দুর্দিনে লক্ষ-কোটি জনতার স্বপ্নসাধন সোনার বাংলা, চির আকাংক্ষিত স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের হেফাজত ও আমানতের জন্য আমি আপনাদের আগাইয়া আসিতে নির্দেশ দিতেছি। ন্যায় ও সত্য চিরদিন সমুন্নত থাকিবে। খোদা আমাদের সহায় হউন।[৪০]

জিয়াউর রহমানের লাশ রেডক্রসের কাছে হস্তান্তরের অনুরোধ বিষয়ক খবরটিও প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এর শিরোনাম ছিল: 'লাশ রেডক্রসের নিকট হস্তান্তরের অনুরোধ'। এতে লেখা হয়:

গতরাতে রেডিও বাংলাদেশের এক ঘোষণায় বলা হয়, বাংলাদেশ রেডক্রস সমিতি প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ চট্টগ্রামের ডেপুটি কমিশনারের কাছে অনুরোধ করিয়াছেন যে, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মৃতদেহ ঢাকা রেডক্রস সোসাইটিতে প্রেরণের জন্য অনতিবিলম্বে যেন চট্টগ্রাম সদর রেডক্রস ইউনিটের চেয়ারম্যানের কাছে হস্তান্তর করেন। জেনেভা কনভেনশনের শর্তসাপেক্ষে এবং অতিরিক্ত প্রোটোকল অনুযায়ী এই অনুরোধ জানানো হয়।[৪১]

১৯৮১ সালের ৩১ মে জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সম্পর্কে সংবাদে প্রথম পৃষ্ঠায় এমন তিনটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় যা গবেষণার অন্তর্ভুক্ত অপর তিনটি পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়নি।

এর মধ্যে চীনের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফর অপরিবর্তিত বিষয়ক রিপোর্টটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ঝাও-এর সফরসূচীর পরিবর্তন হয়নি'। পিকিং থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি পরিবেশিত। এই রিপোর্টে লেখা হয় :

চীনের প্রধানমন্ত্রী ঝাও জিয়াং-এর আগামী ৭ই জুন থেকে বাংলাদেশে তিনদিনের যে রাষ্ট্রীয় সফরের কথা রয়েছে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পরও সে সফরসূচীর কোন পরিবর্তন হয়নি। ঝাও-এর সফর সম্পর্কে জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে একজন মুখপাত্র জানান, সফরসূচী পরিবর্তনের কথা আমরা এখনো জানি না। আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী ঝাও জিয়াং পাকিস্তান, নেপাল ও বাংলাদেশ সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছেন।[৪২]

জিয়াউর রহমানের জীবনী বিষয়ক রিপোর্টটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'রাষ্ট্রপতি জিয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনী'।[৪৩]

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আদুস সাত্তারের জীবনী বিষয়ক রিপোর্টটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সংক্ষিপ্ত জীবনী'।[৪৪]

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকায় ১৯৮১ সালের ১ জুনেও জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর রিপোর্ট প্রাধান্য পায়। এই দিন দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় মোট ১৬টি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ১৪টি ছিল জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী বিষয়ক। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় মোট ২০টি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এর মধ্য ১৬টি ছিল জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী বিষয়ক। সংবাদে প্রথম পৃষ্ঠায় মোট ২১টি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ১৮টি ছিল জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী বিষয়ক। বাংলাদেশ অবজারভারে প্রথম পৃষ্ঠায় মোট ১৫টি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ১৪টি ছিল জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী বিষয়ক।

১৯৮১ সালের ১ জুন গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সম্পর্কে অভিন্ন বিষয়ের বেশকিছু রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে জিয়াউর রহমানের গায়েবানা জানাজা বিষয়ক রিপোর্টটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলায়। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'জিয়ার গায়েবানা জানাজায় লাখো মানুষের ঢল'। এতে লেখা হয় :

Dhaka University Institutional Repository

শোকার্ত দেশবাসী অশ্রু ভারাক্রান্ত চোখে গতকাল মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের গায়েবানা জানাজা আদায় করেছেন। বিরূপ প্রকৃতি, সকালে অঝোর ধারার বর্ষণ উপেক্ষা করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লাখ লাখ মানুষ জমায়েত হয়েছেন জানাজার নামাজে। ব্যথিত হৃদয়, বিক্ষুব্ধ মানুষের অন্তহীন সমাবেশের মধ্য দিয়ে নীরবে উচ্চারিত হয়েছে জিয়ার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা, ভালবাসা। স্বজন হারানোর চাপা কান্না গুমরে উঠেছে জানাজার নামাজে– দেশের এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে, শহর থেকে গ্রাম গ্রামান্তরে।[৪৫]

বাংলাদেশের অবজারভারে রিপোর্টটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'Ghayebana Janaza all over'.[৪৬] দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদে রিপোর্টটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে গায়েবানা জানাজা'।[৪৭] সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'দেশের সর্বত্র গায়েবী জানাজা : ঢাকা স্টেডিয়ামে অগণিত মানুষের যোগদান'।[৪৮]

জরুরী অবস্থা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য বিষয়ক রিপোর্টটিও সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলায়। এই পত্রিকায় রিপোর্টটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'প্রয়োজনের বেশি একদিনও জরুরী অবস্থা থাকবে না : আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক : প্রধানমন্ত্রী'। এতে লেখা হয় :

সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান বলেছেন দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। রোববার বিএনপি সংসদীয় দলের বৈঠক শেষে সংসদ নেতা তার কক্ষে সাংবাদিকদের জানান যে, দুস্কৃতকারীদের সাথে যারা সহযোগিতা করেছিল তাদের একটা বড় অংশ জেনারেল এরশাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আত্মসমর্পণ করা শুরু করেছে বলে আমরা খবর পেয়েছি। সংসদ নেতা আশ্বাস দেন যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত একদিনও জরুরী অবস্থায় দেশে বহাল রাখা হবে না।[৪৯]

দৈনিক বাংলা ছাড়া বাকী পত্রিকায় রিপোর্টটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে এর শিরোনাম ছিল : 'দেশের অবস্থা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী'।[৫০] সংবাদে শিরোনাম ছিল : 'প্রয়োজনের বেশি সময় দেশে জরুরী অবস্থা বহাল রাখা হবে না : শাহ'।[৫১] বাংলাদেশ অবজারভারে রিপোর্টটির শিরোনাম ছিলঃ 'Emergency won't exist a day more than necessary.[৫২]

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দের শোক প্রকাশ অব্যাহত বিষয়ক রিপোর্টটি দৈনিক বাংলা ও সংবাদে প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারে সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস ও এনা পরিবেশিত এই খবরটির দৈনিক বাংলায় শিরোনাম ছিল: 'সারা বিশ্বে শোকের ছায়া'। এই খবরে লেখা হয় :

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডে শোক প্রকাশ করে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারের কাছে পাঠানো বাণী এখনো আসছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগান তার বাণীতে বলেন, প্রেসিডেন্ট জিয়ার হত্যাকাণ্ডে তিনি শোকাহত ও মর্মাহত হয়েছেন। বৃটেনের রাণী এলিজাবেথ বেগম জিয়াউর রহমানের কাছে পাঠানো এক বাণীতে বলেন, এক ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আপনার স্বামীর মৃত্যুর খবর জেনে আমি মর্মাহত হয়েছি। সৌদী আরবের বাদশাহ খালেদ বিন আবদুল আজিজ তার বাণীতে প্রেসিডন্ট জিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থেচার প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমানের কাছে পাঠানো এক বাণীতে বলেন, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডে আমি সন্ত্রস্ত হয়েছি। জাতিসংঘের মহাসচিব ড. কুর্টওয়াল্ডহেম তাঁর বাণীতে আতঙ্ক ও দুঃখ প্রকাশ করেন।[৫৩]

সংবাদে রিপোর্টটির শিরোনাম ছিলঃ 'রাষ্ট্রপতির হত্যাকাণ্ডে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের শোক'।[৫৪] দৈনিক ইত্তেফাকে রিপোর্টটির শিরোনাম ছিলঃ 'বিশ্ব নেতৃবৃন্দের শোক'।[৫৫] বাংলাদেশ অবজারভারে রিপোর্টটির শিরোনাম ছিলঃ 'Rich tribute by world leaders'.[৫৬]

জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মন্ত্রীসভার শোক বিষয়ক রিপোর্টটি দৈনিক বাংলা প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিলঃ 'মন্ত্রীসভার শোক : জিয়ার আদর্শ ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের আহ্বান'। এতে লেখা হয় :

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারের সভাপতিত্বে রোববার বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদের প্রথম আনুষ্ঠানিক সভায় কিছুসংখ্যক দুস্কৃতকারীর হাতে চট্টগ্রামে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। বিএনপি সংসদীয় দল প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে। সংসদ ভবনে এক নম্বর কমিটি রুমে বিএনপি সংসদীয় দলের এক বৈঠকে চট্টগ্রামে মর্মান্তিক ঘটনায় উদ্ভূত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়।[৫৭]

দৈনিক বাংলা ছাড়া বাকী তিনটি পত্রিকায় রিপোটটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে এর শিরোনাম ছিলঃ 'মন্ত্রী পরিষদের শোক প্রকাশ'।[৫৮] সংবাদে শিরোনাম ছিলঃ 'মন্ত্রীসভার শোক প্রস্তাব'।[৫৯] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল : 'Cabinet Condoles Zia's death'.[৬০]

জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের শোক বিষয়ক রিপোর্টটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'সকল দল ও মহলের তীব্র নিন্দা'। এতে লেখা হয় :

দলমত নির্বিশেষে সকল মহল থেকে প্রেসিডেন্ট জিয়ার হত্যার তীব্র ঘটনায় নিন্দা, ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ অব্যাহত রয়েছে। দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রাখতে তারা দেশবাসীর প্রতি সুদৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।[৬১]

সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভারে রিপোর্টটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। সংবাদে এর শিরোনাম ছিল : 'নয় দলীয় নেতৃবৃন্দের যুক্ত বিবৃতি : গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান'।[৬২] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল : 'Condemnation Continues'.[৬৩] দৈনিক ইত্তেফাকে রিপোর্টটি সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়ই বর্তমান সংকটের উত্তরণ সম্ভব'।[৬৪]

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্রোহী সৈনিকদের আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়ে জেনারেল ওসমানীর বিবৃতি বিষয়ক রিপোর্টটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবকটি পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল : 'দেশপ্রেমিক সৈনিকদের প্রতি জেনারেল ওসমানী'। এতে লেখা হয় :

> *মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল মোহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানী গতকাল এক বিবৃতিতে মুষ্টিমেয় দুস্কৃতকারীদের চক্রান্তে বিভ্রান্ত না হয়ে আইনানুগ সরকারকে সহায়তা করার জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিশেষ করে বাঙালীর সম্মান রক্ষাকারী ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রতিটি সৈনিকের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বিবৃতিতে তিনি প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নিহত হওয়ার খবরে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করেন।*[৬৫]

দৈনিক ইত্তেফাকে রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল: 'জেনারেল ওসমানীর বিবৃতি ॥ বিভ্রান্ত সৈনিকদের প্রতি আত্মসমর্পণের আবেদন'।[৬৬] সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'কোন সচেতন মানুষ এ অগণতান্ত্রিক কাজ সমর্থন করতে পারেন না : ওসমানী'।[৬৭] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Osmani urges misguided forces to surrender'.[৬৮]

নৌবাহিনী প্রধান এম এ খানের বিবৃতি বিষয়ক রিপোর্টটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সব ক'টি পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা এনা পরিবেশিত এই খবরটির দৈনিক বাংলায় শিরোনাম ছিল: 'রিয়ার এডমিরাল খান : নৌবাহিনী সরকারের প্রতি পূর্ণ অনুগত'। এতে লেখা হয় :

> *নৌবাহিনীর প্রধান রিয়ার এডমিরাল মাহবুব আলী খান বলেছেন, বাংলাদেশ নৌবাহিনী দেশের নির্বাচিত সরকার ও প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের প্রতি পূর্ণ অনুগত রয়েছেন। নৌবাহিনী প্রধান শনিবার (৩০ মে) চট্টগ্রামে ছিলেন এবং গতকাল জাহাজযোগে ঢাকা পৌঁছে ঘোষণা করেন যে চট্টগ্রাম নৌঘাটি পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দর ও এর বহির্নোঙ্গরও বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।*[৬৯]

দৈনিক ইত্তেফাকে রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল : 'নৌবাহিনী প্রধানের বিবৃতি ॥ চট্টগ্রাম নৌঘাটি ও বন্দর অনুগত বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে'।[৭০] সংবাদে রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল ; 'এডমিরাল খান চট্টগ্রাম থেকে ফিরেছেন'।[৭১] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল : 'Navy fully loyal to Govt. : M A Khan'.[৭২]

সরকারী ছুটি ঘোষণা বিষয়ক রিপোর্টটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবক'টি পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবরটির শিরোনাম ছিল : 'মরহুম রাষ্ট্রপতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য আজ সরকারী ছুটি'। এতে লেখা হয় :

> *মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য আজ সোমবার ১লা জুন সরকারী ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। এ উপলক্ষে সকল অফিস আদালত বন্ধ থাকবে।*[৭৩]

দৈনিক বাংলায় রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল: 'আজ সরকারী ছুটি।'[৭৪] দৈনিক ইত্তেফাকের শিরোনামও ছিল দৈনিক বাংলার অনুরূপ।[৭৫] বাংলাদেশ অবজারভারের শিরোনাম ছিল : 'Holiday declared today'.[৭৬]

জিয়াউর রহমানের লাশ প্রদানে বিদ্রোহী সৈনিকদের অসম্মতি বিষয়ক রিপোর্টটিও গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকাতে প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস ও এনা পরিবেশিত এই খবরটির দৈনিক বাংলায় শিরোনাম ছিল : 'জিয়ার লাশ দেয়া হয়নি'। এতে লেখা হয় :

> *ঢাকায় প্রকাশিত এক প্রেসনোটে বলা হয় : বাংলাদেশ সরকার জানাজা ও লাশ দাফনের জন্য মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের লাশ সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ রেডক্রস সমিতিকে অনুরোধ করেছিলেন। বাংলাদেশ রেডক্রস সমিতির চেয়ারম্যান সরকারকে জানান যে, চট্টগ্রামে রেডক্রস কর্মকর্তারা জেনারেল মঞ্জুরের কাছে মরহুম প্রেসিডেন্টের লাশ হস্তান্তরের প্রস্তাব করলে তিনি তা দিতে অস্বীকার করেন।*[৭৭]

দৈনিক ইত্তেফাকে রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল : 'জিয়ার লাশ প্রদানে অসম্মতি'।[৭৮] সংবাদে শিরোনাম ছিল : 'মঞ্জুর রাষ্ট্রপতির লাশ ফেরত দেয়ার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে।'[৭৯] বাংলাদেশ অবজারভারের শিরোনাম ছিল : 'Manzoor refuses to hand over Zia's body'.[৮০]

১৯৮১ সালের ১ জুন সংবাদপত্রে প্রকাশিত জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সম্পর্কিত খবরগুলোর অন্যতম ছিল পররাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক শামসুল হকের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের খবর। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবর সংবাদ ছাড়া বাকী তিনটি পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। তিনটি পত্রিকাতেই রিপোর্টটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : কুয়েতের আমীর অশ্রু ভারাক্রান্ত নয়নে পত্রটি গ্রহণ করেন : শামসুল হক'। এতে লেখা হয় :

> *পররাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক শামসুল হক গতকাল রোববার সন্ধ্যায় কুয়েত থেকে ঢাকা ফিরে আসেন। অধ্যাপক হক দ্বাদশ ইসলামিক পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে যোগদান করতে গত ২৯শে মে এক সংক্ষিপ্ত সফরে ঢাকা ত্যাগ করেন। তিনি বাগদাদ যাওয়ার পথে দেশে ফিরে আসেন। তিনি কুয়েতের আমীরের হাতে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের একটি পত্র অর্পণ করতে কুয়েত গিয়েছিলেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে, পত্রটি হস্তান্তর করতে শনিবার তিনি যখন কুয়েতের আমীরের সঙ্গে দেখা করছেন তখনই তিনি জানতে পারেন যে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান আর ইহজগতে নেই। আমীর শেখ জাবের আল আহমেদ আল সাবাহ অশ্রু ভারাক্রান্ত নয়নে পত্রটি গ্রহণ করেন।*[৮১]

দৈনিক ইত্তেফাকে রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল: 'পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ঢাকা প্রত্যাবর্তন'।[৮২] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল : 'Shamsul Huq back home'.[৮৩]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮১ সালের ১ জুন সংবাদপত্রে প্রকাশিত জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সম্পর্কিত আরেকটি খবর হচ্ছে জাতীয় সংসদের অধিবেশন বসার খবর। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই রিপোর্টটি বাংলাদেশ অবজারভার ছাড়া গবেষণার অন্তর্ভুক্ত তিনটি পত্রিকাতেই প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল : 'সংসদ কাল বসবে'। এতে লেখা হয় :

> *জাতীয় সংসদ আজ সোমবারের বদলে আগামীকাল ২রা জুন মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টায় আবার অধিবেশনে বসবে। জাতীয় সংসদের মাননীয় সদস্যদের জানান হচ্ছে যে মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে সরকার জাতীয় শোক দিবস হিসেবে ১লা জুন সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা করায় মাননীয় স্পীকার সংসদ অধিবেশনের সময় ও তারিখ পরিবর্তন করেছেন।*[৮৪]

দৈনিক ইত্তেফাকে রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল: 'সংসদ অধিবেশন আগামীকাল।'[৮৫] সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'সংসদের বৈঠক কাল বসবে'।[৮৬]

১৯৮১ সালের ১ জুন সংবাদপত্রে প্রকাশিত জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সম্পর্কিত আরেকটি খবর হচ্ছে চট্টগ্রামের বিদ্রোহী সৈনিকদের দমনের ব্যাপারে সেনাবাহিনী প্রধান ও অন্যান্য বাহিনী প্রধানদের প্রতি অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের নির্দেশ বিষয়ক খবর। এই খবরটি দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদে প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হলেও বাংলাদেশ অবজারভারে প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল : **'অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের নির্দেশ'**। এতে লেখা হয় :

> *গতকাল (রবিবার) সকালে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার এক সংক্ষিপ্ত বেতার ভাষণে বলেন। "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এবং সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে আমি সেনাবাহিনী প্রধান এবং অনান্য বাহিনী প্রধানদিগকে মেজর জেনারের মঞ্জুরের নেতৃত্বে কতিপয় বিপথগামী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের পরিচালিত বিদ্রোহ দমনের জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতেছি। তাঁহারা অবিলম্বে আমার পক্ষ হইতে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"*[৮৭]

সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির নিদের্শ'।[৮৮] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল : 'Miscreants served with ultimatum to surrender ◊ Stern action Ordered'.[৮৯]

১৯৮১ সালের ১ জুন সংবাদপত্রে প্রকাশিত জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সম্পর্কিত আরেকটি খবর হচ্ছে চট্টগ্রামের বিদ্রোহী সৈনিকদের আত্মসমর্পণের ব্যাপারে সেনাবাহিনী প্রধান এরশাদের চূড়ান্ত নির্দেশ বিষয়ক। বার্তা সংস্থা বিএসএস ও এনা পরিবেশিত এই খবরটি দৈনিক বাংলা ও সংবাদে প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় এবং দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'আত্মসমর্পণের জন্য জেনারেল এরশাদের চূড়ান্ত নির্দেশ'। এতে লেখা হয়:

> *সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধান লে: জেনারেল এইচ এম এরশাদ রোববার এক চূড়ান্ত নির্দেশ জারী করেছেন। এ নির্দেশে তিনি আজ সোমবার সকাল ৬টার মধ্যে মেজর জেনারেল মঞ্জুরসহ চট্টগ্রামের সকল দুস্কৃতকারী ও তাদের কম্যাণ্ডিং অফিসারদের আত্মসমর্পণ করতে বলেছেন। রোববার দুপুরের মধ্যে আত্মসমর্পণের মূল সময়সীমা আরো ১৮ ঘন্টা বাড়ানো হয়েছে।*[৯০]

সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'আজ ভোর ছ'টার মধ্যে আত্মসমর্পণের জন্য বিদ্রোহীদের প্রতি নির্দেশ'।[৯১] দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'সেনাবাহিনী প্রধান কর্তৃক চূড়ান্ত সময়সীমা ঘোষণা: আত্মসমর্পণ, অন্যথায় চরম ব্যবস্থা'।[৯২]

জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনার জন্য বাংলাদেশে বিদেশী কূটনীতিকদের শোক জানানোর খবর শুধু দৈনিক বাংলা ও দৈনিক ইত্তেফাক ১৯৮১ সালের ১ জুন প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করেছে। দুটি পত্রিকাতেই বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবর সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'বিদেশী কূটনীতিকদের শোক ও সমবেদনা'। এই খবরে লেখা হয়:

> *বিদেশী দূতাবাসের প্রধানগণ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডের ফলে বাংলাদেশের জনগণের বর্তমান বেদনাময় মুহূর্তে তাদের গভীর বেদনা ও দুঃখের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। এই ঘটনাকে বাংলাদেশের জনগণের জন্য গভীর বেদনাদায়ক বলে উল্লেখ করে কূটনীতিকরা বেগম জিয়াউর রহমান ও তার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতিও গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন।*[৯৩]

দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'কূটনীতিকদের শোক'।[৯৪]

চট্টগ্রামে বিদ্রোহী দৈনিকদের আত্মসমর্পণ শুরু বিষয়ক খবর শুধু দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদে ১৯৮১ সালের ১ জুন প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ বেতারের বরাত দিয়ে দৈনিক ইত্তেফাকে সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: ২০৩ ব্রিগেডের প্রতি ব্রিগেডিয়ার লতিফ। এই খবরে লেখা হয়:

> *গতকাল এক বেতার ঘোষণায় ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ আবদুল লতিফ বলেন : "আমি ২০৩ ব্রিগেডের ব্রিগেড কমাণ্ডার ব্রিগেডিয়ার লতিফ বলিতেছি, আমি ব্রিগেডের সর্বস্তরের অফিসার, জেসিও ও সৈনিককে নির্দেশ দিতেছি যে, যাঁহারা এখনও ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন নাই, তাহারা অতিসত্বর কুমিল্লা সেনানিবাসে উপস্থিত হউন। ইতিমধ্যেই অনেক অফিসার ও সৈনিক আমার সহিত এখানে আসিয়া যোগদান করিয়াছেন। আমি তাঁহাদের পূর্ণ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতেছি।*[৯৫]

সংবাদেও বিদ্রোহী সৈনিকদের আত্মসমর্পণের একটি খবর বাংলাদেশ বেতারের বরাত দিয়ে প্রকাশিত হয় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল : 'দোস্ত মোহাম্মদ পুরো ব্যাটেলিয়ানসহ সরকারের সাথে যোগ দিয়েছেন।' এই খবরে লেখা হয় :

> *বিপুল সংখ্যক অনুগত অফিসার ও সৈনিক ইতিমধ্যেই আত্মসমর্পণের আহ্বানে সাড়া দিতে শুরু করেছেন বলে বেতার সংবাদে বলা হয়েছে। খবরে আরো বলা হয়েছে যে, ৬ষ্ঠ বেঙ্গলের অধিনায়ক মেজর দোস্ত মোহাম্মদ তাঁর পুরো ব্যাটেলিয়নসহ সরকারের সাথে যোগ দিয়েছেন।*[৯৬]

Dhaka University Institutional Repository

জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার নিন্দা ও শোক প্রকাশের খবর ১৯৮১ সালের ১ জুন শুধু সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করে। উভয় পত্রিকা খবরটি সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতি হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করেছেন'। এই খবরে লেখা হয় :

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা গতকাল রোববার এক বিবৃতিতে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করেছেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।[৯৭]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'Hasina condemns tragic killing'.[৯৮]

জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য বিএনপি পার্লামেন্টারী পার্টির এক সভার খবর ১৯৮১ সালের ১ জুন শুধু সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করে। বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'BNP to execute Zia's plan : PM'. এই খবরে লেখা হয় :

The Parliamentary Party of the Bangladesh Nationalist Party (BNPPP) in an emergency meeting on Sunday at the Jatiya Sangsad condoled the premature death of President Ziaur Rahman at the 'hands of some miscreants". The BNPPP meeting which was presided over by Prime Minister and leader of the House Shah Azizur Rahman passed a unanimous resolution condoling the death of President Ziaur Rahman and calling for national unity. The meeting resolved to implement late President's peaceful revolutionary programmes of national reconstruction and economic self sufficiency.[৯৯]

সংবাদে খবরটি সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'বিএনপির পার্লামেন্টারী পার্টির বৈঠকে পরিস্থিতি পর্যালোচনা।'[১০০]

১৯৮১ সালের ১ জুন জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সম্পর্কে সংবাদের প্রথম পৃষ্ঠায় এমন কিছু খবর প্রকাশিত হয় যা অন্য তিনটি পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়নি।

এর মধ্যে প্রফেসর ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরীর বেঁচে যাওয়ার খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরটির শিরোনাম ছিল : 'বদরুদ্দোজা চৌধুরী বেঁচে আছেন'। এই খবরে লেখা হয় ;

প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান গতকাল ঢাকায় জানান, দুস্কৃতকারীদের হাতে চট্টগ্রামে রাষ্ট্রপতি জিয়ার সাথে কোন বেসামরিক ব্যক্তি মারা যাননি। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী জানান, রাষ্ট্রপতির সাথে নিহত উল্লেখযোগ্যের মধ্যে কর্নেল আহসান রয়েছেন। বিএনপির মহাসচিব অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী জানান, প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী তিনি বেঁচে আছেন। আমরা আশা করছি তিনি শিগগিরই ঢাকা পৌঁছবেন।[১০১]

চট্টগ্রামে জিয়াউর রহমানের দাফন করা বিষয়ক খবরটিও প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এর শিরোনাম ছিল: 'শাহ আজিজ জানিয়েছেন : জিয়ার লাশ চট্টগ্রামে দাফন করা হয়েছে'। এতে লেখা হয়:

চট্টগ্রামে নিহত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের লাশ গতকাল চট্টগ্রামে মুসলিম রীতিনীতি অনুযায়ী দাফন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান গতকাল বিএনপি সংসদীয় দলের বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় এতথ্য জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আন্তর্জাতিক রেডক্রসকে ঢাকায় লাশ আনার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।[১০২]

১৯৮১ সালের ১ জুন দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারের প্রথম পৃষ্ঠায় জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী বিষয়ে এমন একটি করে খবর প্রকাশিত হয়েছে যা গবেষণার অন্তর্ভুক্ত অপর তিনটি পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়নি। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত এই খবরটি ছিল : জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় বিএফইউজে ও ডিইউজে'র নিন্দা ও শোক বিষয়ক। খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'বিএফইউজে ও ডিইউজের নিন্দা'। এই খবরে লেখা হয় :

বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক আহমেদ হুমায়ূন ও রিয়াজউদ্দিন আহমদ এবং ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরী ও আমানুল্লাহ কবির শনিবার ভোরে চট্টগ্রামে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করেছেন।[১০৩]

দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত খবরটি ছিল : জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে দক্ষিণ এশিয়া সফররত চীনের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর পুনঃনির্ধারণ বিষয়ক। খবরটি দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'দক্ষিণ এশিয়া সফরের পথে চীনা প্রধানমন্ত্রীর পিকিং ত্যাগ'। পিকিং থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি পরিবেশিত। এই খবরে লেখা হয় :

চীনা প্রধানমন্ত্রী ঝাও ঝিয়াং আজ পাকিস্তান ও নেপাল সফরের উদ্দেশ্যে পিকিং ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার বাংলাদেশ সফরেরও কথা ছিল। প্রেসিডেন্ট জিয়ার হত্যাকাণ্ড হইতে উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য এক্ষণে ঢাকা ও পিকিংয়ের মধ্যে আলোচনার পর তাঁহার সফরসূচী নির্ধারিত হইবে। পিকিং ত্যাগের প্রাক্কালে চীনা প্রধানমন্ত্রী দক্ষিণ এশিয়ায় 'সোভিয়েট ওমকির' ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন।[১০৪]

বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত খবরটি ছিল : জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সৌদি আরবের বাদশা খালেদের শোক প্রকাশ বিষয়ক। রিয়াদ থেকে বার্তা সংস্থা ইনা (আইআইএনএ) পরিবেশিত খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'Khaled grieved'. এতে লেখা হয় :

Dhaka University Institutional Repository

King Khaled Bin Abdul Aziz of Saudi Arabia last night sent a cable of condolences to the acting President of Bangladesh Abdus Sattar, expressing sympathy over the death of President Ziaur Rahman, reports IINA.[১০৫]

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকায় ১৯৮১ সালের ২ জুনেও জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর রিপোর্ট প্রাধান্য পায়। এইদিন দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় মোট ১০টি খবর প্রকাশিত হয় এবং সবগুলোই ছিল জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী বিষয়ক। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় মোট ১৭টি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় এবং এর মধ্যে ১৫টি ছিল জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী বিষয়ক। সংবাদে প্রথম পৃষ্ঠায় মোট ১৫টি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় এবং এর মধ্যে ১৩টি ছিল জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী বিষয়ক। বাংলাদেশ অবজারভারে প্রথম পৃষ্ঠায় মোট ১২টি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় এবং এর মধ্যে ৯টি ছিল জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী বিষয়ক।

১৯৮১ সালের ২ জুন গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সম্পর্কে অভিন্ন বিষয়ের বেশ কিছু রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে চট্টগ্রামে সেনা বিদ্রোহ দমন বিষয়ক রিপোর্টটি দৈনিক বাংলায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সেনাবাহিনী থেকে পাঁচজন বহিস্কৃত– বিচার করে শাস্তি দেয়া হবে : সাত্তার ॥ বিদ্রোহ নির্মূল : মঞ্জুর গ্রেফতার'। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয়:

চট্টগ্রামে বিদ্রোহীদের নির্মূল করা হয়েছে। এই ব্যর্থ বিদ্রোহের হোতা ও প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রধান নায়ক মেজর জেনারেল আবুল মঞ্জুরকে তার কয়েকজন সহযোগীসহ গ্রেফতার করা হয়েছে। ইতিমধ্যে জেনারেল মঞ্জুরসহ মোট পাঁচজনকে সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে বলে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি গত রাতে তাঁর বেতার ভাষণে ঘোষণা করেন।[১০৬]

দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করা হয়। শিরোনাম ছিল : চট্টগ্রামে বিদ্রোহ দমন ॥ মঞ্জুর গ্রেফতার।[১০৭] সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। সংবাদে শিরোনাম ছিল : 'বিদ্রোহ নির্মূল'।[১০৮] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'Rebellion crushed'.[১০৯]

বিদ্রোহ দমনের প্রেক্ষাপটে জনগণ ও সশস্ত্র বাহিনীকে অভিনন্দন জানিয়ে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারের বেতার ভাষণ বিষয়ক খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে দৈনিক বাংলায়। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'জনগণ ও সশস্ত্রবাহিনীর প্রতি সাত্তারের অভিনন্দন : স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে চক্রান্ত প্রতিহত করা হবে'। এই খবরে লেখা হয় :

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার সোমবার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে এক বেতার ভাষণে দৃঢ়কণ্ঠে বলেন যে, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ এবং দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করার যে কোন চক্রান্ত প্রতিহত করতে জাতি আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তিনি বলেন, বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্য, বিডিআর, পুলিশ, আনসার, বেসামরিক প্রশাসন, দেশের রাজনৈতিক দল এবং ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল দেশবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক গতিধারার বুনিয়াদকে আরো মজবুত করেছে।[১১০]

দৈনিক বাংলা ছাড়া বাকী তিনটি পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণ ॥ স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া রক্ষায় জাতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ'।[১১১] সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'যে কোন মূল্যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে জোরদার করতে হবে : সাত্তার'।[১১২] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Spirit infused by Zia will never die : Sattar'.[১১৩]

'ঢাকায় জিয়াউর রহমানের লাশ : শ্রদ্ধাঞ্জলি' বিষয়ক খবরে ঢাকার মানুষ কীভাবে জিয়াউর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিল তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলায়। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'সংসদ ভবনে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় জিয়ার লাশ : লক্ষ মানুষের শ্রদ্ধা'। এই খবরে লেখা হয় :

সারাদেশের পুঞ্জীভূত শোক বহন করে রাজধানীর মানুষ উত্তাল তরঙ্গের মতো ধেয়ে চলেছে জাতীয় সংসদ ভবনের দিকে। কেউ যদি সংখ্যা জানতে চান, কেউ যদি বলেন হাজার না লাখ– এর কোন উত্তর দেয়া যাবে না। হোটেল ইন্টারকন থেকে বাংলা মোটরের মোড়, বাংলা মোটর থেকে ফার্মগেট, ফার্মগেট থেকে সংসদ ভবন। ওদিকে মহাখালী রেলক্রসিং থেকে সংসদ ভবন। পুরানো বিমানবন্দরের টার্মিনালের ছাদ থেকে মনে হয় বিশাল এক জনসমুদ্র। প্রেসিডেন্ট জিয়ার লাশ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সংসদ ভবনে শায়িত। দেশবাসীর শোক, শ্রদ্ধা, ভালবাসা আর বিক্ষোভ নিয়ে রাজধানী ভেঙ্গে পড়েছে সংসদ অভিমুখে।[১১৪]

দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। আর বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে। বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'All roads lead to Sangsad Bhavan'.[১১৫] অন্যদিকে দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'ঢাকায় প্রেসিডেন্ট জিয়ার মরদেহ : অগণিত মানুষের শ্রদ্ধাঞ্জলি'।[১১৬] সংবাদে শিরোনাম ছিল : 'ঢাকায় জিয়ার লাশ : সংসদ ভবনে লাখো মানুষের ঢল'।[১১৭]

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সংক্রান্ত খবরে মূলত ৩০ মে ভোর রাতে কীভাবে হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয় তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'চাটগাঁ সার্কিট হাউসে সেই নিষ্ঠুর রাতে'। এই খবরে লেখা হয় :

> *গতকাল সকালে চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে বিএনপির মহাসচিব অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী সার্কিট হাউসে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের এই বর্ণনা দেন। ডা: বদরুদ্দোজা সেই রাতে সার্কিট হাউসেই ছিলেন। সার্কিট হাউসের দোতলায় তিন নম্বর কামরায় ছিলেন প্রেসিডেন্ট জিয়া। তাঁর পাশের কামরাতেই ছিলেন ডা: বদরুদ্দোজা এবং প্রতিমন্ত্রী মহিবুল হাসান।*[১১৮]

দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'শনিবার শেষ রাতে হত্যাকাণ্ডের মুহূর্তে'।[১১৯] সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। সংবাদে শিরোনাম ছিল : 'সার্কিট হাউজে যা ঘটেছিল'।[১২০] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল : 'The lurid tale'.[১২১]

জিয়াউর রহমানের নামাজে জানাজা ও দাফন সংক্রান্ত একটি খবর ১৯৮১ সালের ২ জুন গবেষণার অন্তর্ভুক্ত তিনটি পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবরে জানানো হয়, ২ জুন ঢাকার শেরেবাংলা নগরে জিয়াউর রহমানের মরদেহ দাফন করা হবে এবং এর আগে দুপুর সাড়ে ১২টায় মানিকমিয়া এভিনিউতে তাঁর নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। তিনটি পত্রিকাতেই খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'আজ নামাজে জানাজা'। এতে লেখা হয় :

> *আজ (মঙ্গলবার) শেরেবাংলা নগরে মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মরদেহ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হইবে। আজ (মঙ্গলবার) দুপুর সাড়ে ১২টায় মানিক মিয়া এভিনিউর প্রশস্ত চত্বরে নামাজে জানাজা সম্পন্ন হইবে।*[১২২]

সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'আজ নামাজে জানাজা ও দাফন'।[১২৩] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'State funeral today'.[১২৪]

১৯৮১ সালের ২ জুন সংবাদপত্রে প্রকাশিত জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী বিষয়ক অন্যতম খবর ছিল চট্টগ্রামে জিয়াউর রহমানের দাফন বিষয়ক খবর। এই খবর উল্লিখিত দিন প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করে শুধু দৈনিক বাংলা ও দৈনিক ইত্তেফাক। উভয় পত্রিকায় খবরটি সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় শিরোনাম ছিল 'চট্টগ্রামে জানাজায় দু'লাখ লোকের সমাবেশ'। এই খবরে লেখা হয় :

> *গতকাল দুপুরে চট্টগ্রাম লালদিঘীর ময়দানে মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় দুই লাখ লোক এই জানাজায় শরীক হয়ে মরহুম প্রেসিডেন্টের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। সকালে বেতারে চট্টগ্রাম থেকে দুস্কৃতকারীদের নির্মূলের খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রামের রাস্তায় রাস্তায় মানুষ বেরিয়ে পড়ে। শুরু হয়ে যায় মিছিল আর খণ্ডসভা। দুপুরে জানাজার মিছিলে লক্ষ লক্ষ লোক কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।*[১২৫]

দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'চট্টগ্রামে জানাজা'।[১২৬]

১৯৮১ সালের ২ জুন সংবাদপত্রে প্রকাশিত জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী বিষয়ক একটি খবর হচ্ছে উল্লিখিত ঘটনার জন্য ইসলামী সম্মেলন সংস্থার শোক প্রকাশ এবং একই সঙ্গে চট্টগ্রামে সেনা বিদ্রোহ দমন হওয়ায় স্বস্তি প্রকাশ বিষয়ক। এই খবর উল্লিখিত দিন প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করে শুধু দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার। উভয় পত্রিকা সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'ইসলামী সম্মেলন মহলে স্বস্তি'। বাগদাদ থেকে বার্তা সংস্থা ইনা (আইআইএনএ) পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয়:

> *বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক চট্টগ্রামে সামরিক বাহিনীর মুষ্টিমেয় লোকের বিদ্রোহ দমনের খবরে এখানে ইসলামী সম্মেলন মহলগুলো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। প্রতিনিধিরা এখানে ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। প্রেসিডেন্ট জিয়া নিহত হওয়ায় ইসলামী বিশ্বে শোকের ছায়া নেমে আসে। ইসলামী দেশগুলোর নেতৃবৃন্দ এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করেন।*[১২৭]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'Sigh of relief on OIC circles'.[১২৮]

ঢাকায় জিয়াউর রহমানের লাশ আনার পর তা ঢাকার রাজপথ দিয়ে বহন করে নেয়ার বর্ণনা প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালের ২ জুন দুটি পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায়। পত্রিকা দু'টি হচ্ছে দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'হেলিপ্যাড থেকে প্রেসিডেন্ট ভবন'। এতে লেখা হয় :

> *৩টা ৫০ মিনিট। বিমান থেকে নামানো হলো প্রেসিডেন্ট জিয়ার কফিন। বিমানটি এসে থামতে না থামতেই পরিবেশ আরো বিষাদময় হয়ে উঠলো। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট এগিয়ে গেলেন মরহুম প্রেসিডেন্টের লাশ গ্রহণ করতে। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট এবং তিন বাহিনী প্রধান পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এরপর নীল রংয়ের ভ্যানে তোলা হল কফিনটি। ৩টা ৫৫ মিনিট। প্রেসিডেন্টের কফিন নিয়ে ভ্যানটি এগিয়ে চললো। ৪টা ১০ মিনিট। প্রেসিডেন্ট ভবনে এলো প্রেসিডেন্টের লাশ। ৪টা ৪৫ মিনিট। ঘরের মানুষের কাছ থেকে বিদায় নিলেন প্রেসিডেন্ট। বাইরে থেকে বুকফাটা আর্তনাদ আসছিল কানে।*[১২৯]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'Home they brought the warrior dead'.[১৩০]

১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামে জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের পরবর্তী দুইদিন চট্টগ্রামের পরিস্থিতি কেমন ছিল তার বিবরণ নিয়ে খবর প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালের ২ জুন দু'টি পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায়। পত্রিকা দু'টি হচ্ছে দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদ। উভয়

Dhaka University Institutional Repository

পত্রিকা খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল : '৪৮ ঘণ্টার চট্টগ্রাম নগরী'। এই খবরে লেখা হয় :

শনিবার ভোর সাড়ে ৪টায় কাজীর দেউড়ী ও জামাল খান অঞ্চলে শহরবাসীদের হতবাক করিয়া প্রায় এক ঘন্টাকাল গোলাগুলী বর্ষণের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট জিয়াকে হত্যার পর হইতে শুরু করিয়া সোমবার সকাল ৫টায় চট্টগ্রাম সেনানিবাস সরকার অনুগত সেনাদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার মাধ্যমে চট্টগ্রাম মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অবরুদ্ধ চট্টগ্রাম ছিল বোবাকান্নার মৃতনগরী। অধিকাংশ নাগরিকই ছিল নিজ নিজ গৃহে অন্তরীণ। অপরিহার্য কাজে যাহাদের বাহির হইতে হয়, তাহাদের মুখ ছিল মৃতের মত পাংশু ও অভিব্যক্তিহীন।[১৩১]

অন্যদিকে সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'চট্টগ্রামের কিছু কথা'। এই খবরে লেখা হয় :

দুইদিনের আতঙ্কিত বন্দনগরী চট্টগ্রামের জনজীবন এখানো থমথমে। জনগণের মধ্যে এখন আর আতঙ্ক নেই। শহরে জনগণের উপস্থিতির সংখ্যা কম। অধিকাংশই গত দু'দিনে শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। আবার তাদের ফিরে আসা শুরু হয়েছে। জল্পনা-কল্পনা ছাড়া আজ (সোমবার) শহরে জনগণের মধ্যে একমাত্র আকর্ষণ সরকারী সার্কিট হাউস। এখানেই গত শনিবার রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর বিদ্রোহী গ্রুপের হাতে নিহত হন।[১৩২]

চট্টগ্রামে বিদ্রোহী সেনাদের নেতা মেজর জেনারেল আবুল মঞ্জুর গ্রেফতার হওয়ার খবর ১৯৮১ সালের ২ জুন দু'টি পত্রিকা আলাদা আইটেম হিসবে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করে। পত্রিকা দু'টি হচ্ছে সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভার। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবর উভয় পত্রিকা সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'মঞ্জুর ধরা পড়েছে'। এই খবরে লেখা হয় :

রাষ্ট্রপতি জিয়াকে হত্যা ষড়যন্ত্রের নেতা পলায়নরত মেজর জেনারেল এম এ মঞ্জুরকে আজ সন্ধ্যায় পার্বত্য চট্টগ্রামে মানিকছড়ি থানার একটি জায়গায় গ্রেফতার করা হয়েছে বলে বিশ্বস্ত সূত্র জানায়। ৪৩ বছর বয়স্ক মঞ্জুরকে গ্রেফতার করেন হাটহাজারী সার্কেল ইন্সপেক্টর গোলাম কুদ্দুস।[১৩২]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'Manzoor caught'.[১৩৩]

জিয়াউর রহমানের লাশ চট্টগ্রাম থেকে আনার পর তা জনসাধারণকে দেখার সুযোগ দেয়ার জন্য সংসদ ভবন এলাকায় রাখা হয়। এই প্রেক্ষাপটে সংসদ অধিবেশন বসার তারিখ ও সময় আরও একদিন পিছিয়ে দেয়া হয়। এই খবরটি আলাদা আইটেম হিসেবে সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভার ১৯৮১ সালের ২ জুন প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করে। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবর উভয় পত্রিকা সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'সংসদ অধিবেশন আগামীকাল'। এতে লেখা হয় :

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ন'টার জাতীয় সংসদের যে অধিবেশন বসার কথা ছিল তা স্থগিত রাখা হয়েছে। এর পরিবর্তে আগামীকাল বুধবার সকাল সাড়ে ন'টায় সংসদের অধিবেশন শুরু হবে।[১৩৫]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'JS meats tomorrow'.[১৩৬]

জিয়াউর রহমানের শেষ ভাষণ নিয়ে দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদ খবর প্রকাশ করে ১৯৮১ সালের ২ জুন প্রথম পৃষ্ঠায়। দৈনিক ইত্তেফাক এ প্রসঙ্গে একটি এবং সংবাদ দু'টি খবর প্রকাশ করে। খবরগুলো পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা বিএসএস। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'শেষ ভাষণ'। এতে লেখা হয় :

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল হইতে মন্দ লোক দূর করিয়া ভালো লোকের জন্য স্থান করিয়া দিতে হইবে। মরহুম জিয়াউর রহমান সেই শোকাবহ রাত্রিতে সার্কিট হাউজে বিভিন্ন স্তরের লোকদের জমায়েতে ঘন্টাকালব্যাপী তাঁহার শেষ বক্তৃতায় এই ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত সভায় প্রেসিডন্ট জিয়াউর রহমান বুদ্ধিজীবীদিগকে বৃহৎ জাতীয় স্বার্থে তাহার দলে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। উক্ত বৈঠকে উপস্থিত একজন শ্রোতা একথা জানান।[১৩৭]

সংবাদে উপরোক্ত খবরের শিরোনাম ছিল : 'একাই আমাকে অনেক কাজ করতে হয়'।[১৩৮] সংবাদে জিয়াউর রহমানের শেষ ভাষণ নিয়ে প্রকাশিত অপর খবরের শিরোনাম ছিল : 'তালপট্টি আমরা পাব'। এতে লেখা হয়:

দুস্কৃতকারীদের হাতে ৩০শে মে প্রত্যুষে নিহত রাষ্ট্রপতি জিয়া দক্ষিণ তালপট্টি সংক্রান্ত বিরোধ 'নিস্পত্তি' হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। মৃত্যুর মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের সাথে আলাপকালে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, 'এটা বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটা আমরা পাব। এখানে সাংবাদিকদের কাছে এই তথ্য ব্যক্ত করেন বিএনপির সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী।[১৩৯]

১৯৮১ সালের ২ জুন জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সম্পর্কে দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় এমন কিছু খবর প্রকাশিত হয় যা গবেষণার অন্তর্ভুক্ত অন্য তিনটি পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়নি। এর মধ্যে চট্টগ্রামে জিয়াউর রহমানের লাশ মাটি চাপা দেয়ার খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরটির শিরোনাম ছিল: 'রাঙ্গুনিয়া পাহাড়ের পাদদেশে জিয়ার লাশ চাপা দেওয়া হইয়াছিল'। এতে লেখা হয়:

চট্টগ্রাম শহর হইতে ১৭ মাইল দূরে রাঙ্গুনিয়ায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পাশে পাহাড়ের ঢালু পাদদেশে একটি কবর হইতে আজ সকাল ১১টায় শনিবার ভোরে নিহত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের লাশ তোলা হইয়াছে। শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় কর্নেল আহসান ও ক্যাপ্টেন হাফিজের লাশের সহিত একই কবরে প্রেসিডেন্টের লাশ চাপা দেওয়া হয়।[১৪০]

সেনা বিদ্রোহের জন্য গঠিত বিপ্লবী পরিষদ বিষয়ক খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এই খবরের শিরোনাম ছিল: 'বিদ্রোহের প্রতি অনেক অফিসারেরই সমর্থন ছিল না'। এতে লেখা হয়:

মেজর জেনারেল মঞ্জুর ঘোষিত বিপ্লবী পরিষদের প্রতি অনেক সামরিক অফিসারেরই সমর্থন ছিল না। এইসব অফিসারকে গৃহবন্দী করা হয়, অনেকের অস্ত্র ছিনাইয়া নেওয়া হয়। শহরে সাদা পোশাকে এইসব অফিসারদিগকে গাঢাকা দিয়া চলফেরা করিতেও দেখা গিয়াছে।[১৪১]

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ব নেতৃবৃন্দের শোক প্রকাশ অব্যাহত বিষয়ক খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস ও এনার বরাত দিয়ে খবরটি পরিবেশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বিশ্ব নেতৃবৃন্দের শোক অব্যাহত'। এতে লেখা হয় :

> *প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যায় বিশ্ব নেতৃবৃন্দের শোক ও দুঃখ প্রকাশ অব্যাহত রহিয়াছে।*[১৮২]

জিয়াউর রহমানের কফিন রাষ্ট্রপতি ভবনে আনার পর সেখানের পরিস্থিতি বিষয়ক খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এই খবরের শিরোনাম ছিল : 'আমার আব্বুকে দেখাও'। এই খবরে লেখা হয় :

> *'আব্বুকে দেখাও না কেন, আমার আব্বুকে দেখাও, আমি আমার আব্বুকে দেখব', 'আমাকে ছেড়ে দাও, আমি আমার আব্বুর সঙ্গে যাব'– ঘাতক বুলেট প্রাণ কাড়িয়া নিয়াছে, সেই বিয়োগ ব্যথায় দুইটি কচিপ্রাণে জাগে এই বুকফাটা আকুলতা। মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের দুই ছেলে তারেক রহমান পিনু আর আরাফাত রহমান ককু'র এই হৃদয়বিদারক আকুতি গতকাল (সোমবার) ঢাকা সেনানিবাসস্থ রাষ্ট্রপতি ভবনে নিহত প্রেসিডেন্টের কফিনের কাছে উপস্থিত প্রতিটি মানুষকে কান্নাতুর করিয়া দিয়াছিল।*[১৮৩]

সেনাবিদ্রোহ দমন করতে পারায় সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের প্রতি তিন বাহিনী প্রধানের অভিনন্দন বিষয়ক খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ বেতারের বরাত দিয়ে খবরটি পরিবেশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের প্রতি তিন বাহিনী প্রধানের অভিনন্দন'। এতে লেখা হয় :

> *তিন বাহিনীর প্রধানগণ জাতির এই চরম বিপর্যয় কাটাইয়া উঠিতে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের জন্য পৃথক পৃথক বাণীতে সশস্ত্র বাহিনীর সকল অফিসার ও জওয়ানদের অভিনন্দন জানাইয়াছেন। গতকাল (সোমবার) অপরাহ্নে রেডিও বাংলাদেশে প্রচারিত বাণীতে সেনাবাহিনী প্রধান লে: জেনারেল এইচ এম এরশাদ বলেন: পরম করুণাময় আল্লাহর অসীম রহমতে আমারা এই চরম জাতীয় বিপর্যয় কাটাইয়া উঠিতে সক্ষম হইয়াছি।*[১৮৪]

চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসের ঘটনা সম্পর্কে প্রফেসর ডা: বদরুদ্দোজা চৌধুরীর বক্তব্য ভিত্তিক খবরটি পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা বিএসএস। এই খবরে ডা: বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে উদ্ধৃত করে ৩০ মে জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনার বিবরণ তুলে ধরা হয়। খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'রকেটের প্রচণ্ড শব্দে জাগিয়া উঠি'। এই খবরে লেখা হয় :

> *ঝটিকাগতির একটি কমাণ্ডো দল সার্কিট হাউসের উপর কয়েক দফা গোলাবর্ষণের পর ৩০শে মে ভোর রাতে চারটার দিকে কয়েকজন পুলিশ প্রহরীকে হত্যা করিয়া সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশপূর্বক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে হত্যা করে। দুস্কৃতকারীরা সার্কিট হাউজ চারদিক হইতে ঘেরাওপূর্বক প্রথমে দুলাল নামক একজন পুলিশকে হত্যা করে এবং প্রবল গোলাবর্ষণের ছত্রচ্ছায়ায় সার্কিট হাউজের উপরের তলায় প্রবেশ করে। বিএনপি সেক্রেটারী জেনারেল ডা: চৌধুরী সেই রাতটিতে মর্মন্তুদ ঘটনার বর্ণনা দেন।*[১৮৫]

বিদ্রোহী সৈনিক গ্রেফতার বিষয়ক খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয়, চট্টগ্রাম থেকে পালানোর সময় বেশ কয়েকজন বিদ্রোহী সেনা সদস্যকে আটক করা হয়েছে। খবরটির শিরোনাম ছিল : 'আরও কয়েকজনের গ্রেফতারের খবর'। এতে লেখা হয় :

> *কক্সবাজার হইতে আমাদের সংবাদদাতা টেলিফোনে জানান, চট্টগ্রাম হইতে পলায়নের সময় মঞ্জুরের বেশ কয়েকজন সহচরকে গ্রেফতার করা হইয়াছে। ব্রিগেডিয়ার মোহসীন এবং ব্রিগেডিয়ার বদরুদ্দোজাকে বান্দরবানে আটক করা হইয়াছে। ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর এবং ক্যাপ্টেন ফজলুর রহমান ফটিকছড়িতে আহত অবস্থায় ধরা পড়িয়াছেন। মেজর ফজল ও লে: মতি গতকাল সকালে চট্টগ্রাম শহরে আটক হন।*[১৮৬]

১৯৮১ সালের ২ জুন জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সম্পর্কে দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় এমন কিছু খবর প্রকাশিত হয় যা গবেষণার অন্তর্ভুক্ত অন্য তিনটি পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়নি। এর মধ্যে জিয়াউর রহমানের প্রতি রাজনৈতিক নেতাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন বিষয়ক খবরটি পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা বিএসএস। সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'নেতৃবৃন্দের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন'। এতে লেখা হয়:

> *মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রতি শেষবারের মত শ্রদ্ধা জানানোর জন্য মুসলিম লীগ প্রধান খান এ সবুর গতকাল সন্ধ্যায় সংসদ ভবনে যান। মরহুমের লাশ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সেখানে রাখা আছে। রাশেদ খান মেনন, শাজাহান সিরাজ, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, আবদুল লতিফ খান, এ এস এম ফিরোজ, আ স ম আবদুর রব, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, সর্দার আবদুল হালিম, মিজানুর রহমান চৌধুরী, প্রধান বিচারপতি কামাল উদ্দিন হোসেন মরহুম প্রেসিডেন্টের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে সংসদ ভবনে যান।*[১৮৭]

জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের নিন্দা ও ক্ষোভ অব্যাহত বিষয়ক খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'জাতীয় ঐক্যের জন্য বিভিন্ন দলের আহ্বান'। এই খবরে লেখা হয় :

> *প্রেসিডেন্ট জিয়ার নির্মম হত্যাকাণ্ডে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের তীব্র নিন্দা, ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ অব্যাহত রয়েছে। তারা দেশের বিরাজমান পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা রক্ষা করতে দেশবাসীকে সকল ভেদাভেদ ও রাজনৈতিক মতপার্থক্য ভুলে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন।*[১৮৮]

জিয়াউর রহমানের কুলখানি অনুষ্ঠানের খবরটিও প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'কাল সারাদেশে জিয়ার কুলখানি'। এই খবরে লেখা হয় :

> *মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কুলখানি ও এ উপলক্ষে মিলাদ মাহফিল আগামীকাল বুধবার ঢাকায় বায়তুল মোকাররমে ও সারাদেশে অনুষ্ঠিত হবে।*[১৮৯]

জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় পিএলও নেতা ইয়াসির আরাফাতের শোক ও দুঃখ প্রকাশের খবর ১৯৮১ সালের ২ জুন আলাদা আইটেম হিসেবে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করে শুধু সংবাদ। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবর সংবাদ প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'জিয়ার মৃত্যু প্যালেস্টাইনীদের জন্য বিপুল ক্ষতি : আরাফাত'। এই খবরে লেখা হয় :

Dhaka University Institutional Repository

পিএলও চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডে গভীর দুঃখ ও শোক প্রকাশ করেছেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তারের কাছে পাঠানো শোকবার্তায় পিএলও প্রধান বাংলাদেশ নেতার মৃত্যুকে প্যালেস্টাইনী ও ইসলামী জাতির জন্য বিপুল ক্ষতি বলে অভিহিত করেছেন। চেয়ারম্যান আরাফাত সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করেন এবং বাংলাদেশের ভাইদের ও শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি তার আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।[১৫০]

গবেণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকায় ১৯৮১ সালের ৩ জুনেও জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর রিপোর্ট প্রাধান্য পায়। এই দিন দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় মোট ১১টি খবর প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ১০টি ছিল জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী বিষয়ক। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় মোট ১৩টি খবর প্রকাশিত হয় এবং এর মধ্যে ১২টি ছিল জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী বিষয়ক। সংবাদে প্রথম পৃষ্ঠায় মোট ১৩টি খবর প্রকাশিত হয় এবং এর মধ্যে ৯টি ছিল জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী বিষয়ক। বাংলাদেশ অবজারভারে প্রথম পৃষ্ঠায় মোট ১৭টি খবর প্রকাশিত হয় এবং এর মধ্যে ১১টি ছিল জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী বিষয়ক।

১৯৮১ সালের ৩ জুন গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সম্পর্কে অভিন্ন বিষয়ের বেশকিছু রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে।

এর মধ্যে জিয়াউর রহমানের লাশ সমাহিত করা বিষয়ক খবরটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকায় গুরুত্ব লাভ করলেও তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে। উভয় পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন : স্মরণকালের অনন্য জনজোয়ার ॥ লাখো লোকের মাতমে জিয়া সমাহিত'। এই খবরে লেখা হয়:

মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্রন্দন-বিলাপ, একুশবার তোপধ্বনির সঙ্গে সশস্ত্রবাহিনীর গার্ড অব অনার, কালেমা তৈয়ব আর কালেমা শাহাদাতের ভাব-গম্ভীর উচ্চারণের মধ্য দিয়ে গতকাল এক বেদনার্ত পরিবেশে জাতির প্রাণপ্রিয় নেতা মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের লাশ পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় চির শান্তির শয়ানে শায়িত করা হয়েছে। শেরেবাংলা নগরে স্মরণকালের এক বৃহত্তম জনসমুদ্রে নামাজে জানাজা অনুষ্ঠানের পর নির্মীয়মান সংসদ ভবনের সামনে ক্রিসেন্ট লেকের উত্তর পাড়ে মরহুম প্রেসিডেন্টকে দাফন করা হয়।[১৫১]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'Tearful farewell to hero'.[১৫২] অন্যদিকে দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল: 'অশ্রু সজল লাখো মানুষের শেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য ॥ অন্তিম শয়ানে প্রেসিডেন্ট জিয়া'।[১৫৩] সংবাদে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল: 'জানাজায় লাখ লাখ শোকার্ত মানুষ ॥ রাষ্ট্রপতির লাশ পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত'।[১৫৪]

বিদ্রোহী সৈনিকদের নেতা মেজর জেনারেল মঞ্জুর নিহত বিষয়ক খবরটি পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা বিএসএস। দৈনিক বাংলা ও দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় শিরোনাম ছিল : 'পথিমধ্যে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা : বিক্ষুব্ধ সশস্ত্র ব্যক্তিদের হাতে মঞ্জুর নিহত'। এতে লেখা হয় :

চট্টগ্রামে সাম্প্রতিক বিদ্রোহের নায়ক মেজর জেনারেল আবুল মনজুর গুলিবিদ্ধ ও আহত হওয়ার পর সোমবার চট্টগ্রামে হাসপাতালে নেয়ার পথে মারা যান। মঙ্গলবার ঢাকায় সরকারীভাবে একথা ঘোষণা করা হয়। ঘোষণায় বলা হয়, তার সহযোগীদের দুইজন লে: কর্নেল মতিউর রহমান ও লে: কর্নেল মাহবুবুর রহমান। তাদের গ্রেফতারের পর চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাবার সময়ে কতিপয় বিক্ষুব্ধ সশস্ত্র ব্যক্তি ও নিরাপত্তা রক্ষীদের মধ্যে গুলি বিনিময়ে বুলেটবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। বিক্ষুব্ধ সশস্ত্র ব্যক্তিরা নিরাপত্তা রক্ষীদের কাছ থেকে তাদের ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলে গুলি বিনিময় হয়।[১৫৫]

দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল: '১৭ জন সহযোগী গ্রেফতার ॥ মেজর জেনারেল মঞ্জুর নিহত।'[১৫৬] অন্যদিকে সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল:'মঞ্জুর নিহত'।[১৫৭] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'How Manzoor was killed'.[১৫৮]

জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করতে তদন্ত ট্রাইব্যুনাল ও বিচারের জন্য কোর্ট মার্শাল গঠন বিষয়ক খবরটি পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা বিএসএস ও এনা। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'অপরাধীদের চিহ্নিত করতে তদন্ত ট্রাইব্যুনাল : বিচারের জন্য কোর্ট মার্শাল'। এই খবরে লেখা হয় :

গত ৩০ শে মে চট্টগ্রামে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও তাঁর দেহরক্ষীদের ঘৃণ্য হত্যার সঙ্গে জড়িত সকল অপরাধীকে চিহ্নিত করার জন্য একটি তদন্ত ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে। মেজর জেনারেল মোজাম্মেল হোসেনের নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত ট্রাইব্যুনাল মঙ্গলবার (২ জুন) হতেই তদন্ত শুরু করেছেন।[১৫৯]

বাংলাদেশ অবজারভারেও খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'Tribunal, Court Martial setup'.[১৬০] অন্যদিকে দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল : 'তদন্ত আদালত ও কোর্ট মার্শাল গঠিত'।[১৬১] সংবাদে শিরোনাম ছিল : 'ফিল্ড জেনারেল কোর্ট মার্শাল ও তদন্ত আদালত গঠিত'।[১৬২]

জিয়াউর রহমানের প্রাণ রক্ষা করতে গিয়ে নিহতদের তালিকা বিষয়ক খবরটি প্রকাশিত হয় আইএসপিআর এর বরাত দিয়ে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকায়ই খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'জিয়ার প্রাণ রক্ষার চেষ্টায় যারা শহীদ হলেন'। এতে লেখা হয় :

Dhaka University Institutional Repository

মঙ্গলবার রাতে আইএসপিআর-এর এক প্রেস রিলিজে বলা হয় গত ৩০ শে মে ভোরে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হলে তার প্রাণ রক্ষার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রধান নিরাপত্তা অফিসার, প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের একজন অফিসার এবং অপর ১৫ জন সৈনিক প্রাণপণ চেষ্টা করেন। দু'জন অফিসারসহ তাদের ৬ জন শহীদরূপে তাদের জীবন উৎসর্গ করেন।[১৬৩]

দৈনিক ইত্তেফাকের শিরোনাম ছিল: 'শনিবার রাতের ঘটনায় আর যাঁহারা প্রাণ হারাইয়াছেন'।[১৬৪] সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'সার্কিট হাউসে যাঁরা প্রাণ হারালেন।'[১৬৫] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Six court martyrdom to save Zia'.[১৬৬]

জিয়াউর রহমানের কুলখানি বিষয়ক খবরে জানানো হয়, জিয়াউর রহমানের কুলখানি ১৯৮১ সালের ২ জুন বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষে মিলাদ মাহফিলেরও আয়োজন করা হয়। খবরটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবকটি পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'বঙ্গভবনে কুলখানি অনুষ্ঠিত'। এতে লেখা হয় :

মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কুলখানি গতকাল মঙ্গলবার বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষে মিলাদ মাহফিলেরও আয়োজন করা হয়। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি জনাব আবদুস সাত্তার, প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান, স্পীকার মীর্জা গোলাম হাফিজ, মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, ডেপুটি স্পীকার জনাব সুলতান আহমদ চৌধুরী ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ মিলাদ মাহফিলে অংশ নেন।[১৬৭]

দৈনিক বাংলায় শিরোনাম ছিল: 'কুলখানি।'[১৬৮] দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল : 'বঙ্গভবনে কুলখানি।'[১৬৯] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Qul Khwani at Bangabhaban'.[১৭০]

জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের তালিকা বিষয়ক খবর ১৯৮১ সালের ৩ জুন তিনটি পত্রিকা আলাদা আইটেম হিসেবে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করে। বার্তা সংস্থা বিএসএস-এর বরাত দিয়ে প্রকাশিত এই খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে'। এতে লেখা হয় :

মঙ্গলবার রাতে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয় যে চট্টগ্রামের ঘটনায় সেনাবাহিনীর নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের গ্রেফতার করা হয়েছে। ব্রিগেডিয়ার মহসিন উদ্দীন আহমেদ, কর্নেল নওয়াজিসউদ্দীন, কর্নেল আবদুর রশীদ, লে: কর্নেল দেলওয়ার হোসেন, লে: কর্নেল ফজলে হোসেন, মেজর রেজা, মেজর লতিফুল আলম চৌধুরী, মেজর ফজলুল হক, মেজর মুজিবুর রহমান, মেজর রওশন ইয়াজদানী, মেজর দোস্ত মোহাম্মদ শিকদার, ক্যাপ্টেন গিয়াস, ক্যাপ্টেন মুনির, ক্যাপ্টেন জামিল, ক্যাপ্টেন ইলিয়াস, লে: মতি ও লে: মোসলেহ।[১৭১]

দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারেও খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'তাহারা ছিল ২০ জন।'[১৭২] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: '20 army officers involved in Zia's assassination'.[১৭৩]

জিয়াউর রহমানের দাফনের খবর ১৯৮১ সালের ৩ জুন তিনটি পত্রিকা আলাদা আইটেম হিসেবে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করে। পত্রিকাগুলো হচ্ছে : দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভার। সবক'টি পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত খবরটির শিরোনাম ছিল: 'প্রথম এক মুষ্ঠি মাটি'। এই খবরে লেখা হয় :

গতকাল (মঙ্গলবার) প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের জ্যেষ্ঠপুত্র অশ্রুসজল বেদনাবিধুর পিনু তাহার পিতার কবরে ইসলামী দাফন রীতি অনুযায়ী প্রথম একমুষ্ঠি মাটি দেয়। সাদা শার্ট ও নীল প্যান্ট পরিহিত পিনু কনিষ্ঠ ভ্রাতা ককু ও অন্যান্য আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে যখন প্রেসিডেন্টের মরদেহ বহনকারী কামানবাহী শকটের পশ্চাদবর্তী শোক মিছিল অনুসরণ করিয়া সমাধিস্থলে আসিয়া পৌঁছায় তখন তাহার চেহারা ছিল উদভ্রান্ত।[১৭৪]

দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'অন্তিম শয়ানের পূর্ব মুহূর্তে'।[১৭৫] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Laid to eternal rest'.[১৭৬]

জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় বিশ্ব নেতৃবৃন্দের শোক অব্যাহত বিষয়ক খবর ১৯৮১ সালের ৩ জুন তিনটি পত্রিকা আলাদা আইটেম হিসেবে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করে। পত্রিকা তিনটি হলো : দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভার। সবক'টি পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'তিনি ছিলেন একজন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব'। এই খবরে লেখা হয় :

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যায় বিশ্ব নেতৃবৃন্দের শোকজ্ঞাপন অব্যাহত রহিয়াছে। বর্তমানে চীন সফররত বেলজিয়ামের রাজা বোদুইন পিকিং হইতে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি জনাব আবদুস সাত্তারের নিকট প্রেরিত এক শোকবার্তায় বলেন, প্রেসিডেন্ট জিয়ার হত্যার সংবাদে তিনি ও রাণী ফেবিওল 'খুবই মর্মাহত' হইয়াছেন। প্রেসিডেন্ট জিয়া সম্প্রতি ঢাকায় রাজদম্পতিকে যে সাদর অভ্যর্থনা জানান বার্তায় তাহারও উল্লেখ করা হয়।[১৭৭]

সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'জিয়ার মৃত্যুতে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের শোকবার্তা'।[১৭৮] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল : 'World leaders grieved'.[১৭৯]

জিয়াউর রহমানের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য অগণিত মানুষের ঢলের বিবরণ দিয়ে ১৯৮১ সালের ৩ জুন দু'টি পত্রিকা আলাদা আইটেম প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায়। পত্রিকা দু'টি হচ্ছে দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভার। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'সংসদ চত্বর হইতে সমাধি স্থল'। এতে লেখা হয় :

প্রেসিডেন্ট জিয়ার কফিনটি এক পলক দেখার জন্য গতকাল সকাল হইতেই শোকাহত অগণিত লোকের ঢল নামে সংসদ ভবনের চত্বরে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা সজল চোখে ফুলের গুচ্ছ ছড়াইয়া দেয় কফিনের উপরে। গ্রামের চাষী, শহরের রিকশা চালক, বিভিন্ন পেশাজীবী এবং তরুণের দল-শোকার্ত মানুষের ঢলে একাকার হইয়া সারিবদ্ধভাবে প্রবেশ করে সংসদ ভবন চত্বরে।[১৮০]

বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল : 'Unprecedented mourning'.[১৮১]

Dhaka University Institutional Repository

জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত বিদ্রোহ সৈনিকদের নেতা মেজর জেনারেল আবুল মঞ্জুরকে গ্রেফতারের ঘটনার বিবরণ নিয়ে ১৯৮১ সালের ৩ জুন দু'টি পত্রিকা আলাদা আইটেম প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায়। পত্রিকা দু'টি হচ্ছে : দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদ। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'যেখানে জেনারেল মঞ্জুর ধরা পড়িলেন'। এই খবরে লেখা হয় :

তখন বিকাল চারটা বাজিতে কয়েক মিনিট বাকী। ফটিকছড়ির খৈয়াছড়া চা বাগানের একজন কুলির কুঁড়েঘরে শিশু কন্যাকে দুপুরের খাবার খাওয়াইতে ছিলেন মেজর জেনারেল এম এ মঞ্জুর। খাওয়া তখনও শেষ হয় নাই। হঠাৎ একজন পুলিশ কনস্টেবল আসিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইলেন। জেনারেল মঞ্জুরের পাশেই রাখা ছিল একটি চাইনিজ রাইফেল। তরিতে উহা তুলিয়া লইয়া তিনি তাক করিয়া ধরিলেন ফটিকছড়ি থানার কনস্টেবল সুধীরের দিকে। সুধীর কাল বিলম্ব না করিয়া কক্ষে উপবিষ্ট জেনারেল মঞ্জুরের এক মেয়েকে বুকে জড়াইয়া ধরেন। এই মুহূর্তে দৃশ্যপট বদলাইয়া যায়, অবস্থা দেখিয়া মঞ্জুর হাতের রাইফেল ফেলিয়া দিয়া আত্মসমর্পণ করেন।[১৮২]

অন্যদিকে সংবাদে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল: 'পুলিশ অফিসার কুদ্দুস সরকার ঘোষিত পুরস্কার নেবেন না ॥ মঞ্জুরকে কিভাবে গ্রেফতার করা হলো'। এতে লেখা হয়:

সেনাবাহিনীর চব্বিশতম ব্রিগেডের জিওসি চট্টগ্রাম বিদ্রোহের নায়ক মেজর জেনারেল মঞ্জুর বীরউত্তম, পিএসসিকে গ্রেফতারকারী পুলিশ অফিসার সরকার ঘোষিত ৫ লাখ টাকা পুরস্কার নেবেন না। আজ দুপুরে জেলা পুলিশ প্রশাসন দফতরে এক সাক্ষাৎকারে তিনি একথা বলেন। এই পুলিশ অফিসারটি হলেন মোস্তফা গোলাম কুদ্দুস। কুদ্দুস ৩০ বছর বয়স্ক হাটহাজারী পুলিশ সার্কেলের ইন্সপেক্টর। সোমবার বিকেল ৪টায় চট্টগ্রাম থেকে ২৪ মাইল দূরে পাইন্দং গ্রামে হানা দিয়ে মঞ্জুরকে গ্রেফতার করেছেন এই পুলিশ অফিসার।[১৮৩]

জিয়উর রহমান হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সৈনিকদের বিদ্রোহী দমন করতে পারায় যুক্তরাষ্ট্র সন্তোষ প্রকাশ করে। ওয়াশিংটন থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি পরিবেশিত এই খবর ১৯৮১ সালের ৩ জুন গবেষণার অন্তর্ভুক্ত দু'টি পত্রিকা (দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদ) প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করে। উভয় পত্রিকা সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশ করে। সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'বিদ্রোহের পতনে যুক্তরাষ্ট্রের সন্তোষ প্রকাশ'। এতে লেখা হয়:

যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশে বিদ্রোহের পতন ঘটায় গতকাল সন্তোষ প্রকাশ করেছে। মার্কিন সরকার শনিবারে রাষ্ট্রপতি জিয়ার হত্যাকাণ্ডে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছে। এখানে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে পররাষ্ট্র দফতর বলেছে, সারাদেশে সবকিছু পুনর্বহাল হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। মুখপাত্র ডেভিড প্যাসেজ আরো বলেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র আশা করে যে, বাংলাদেশে সাংবিধানিক সরকার শাসন অব্যাহত রাখবে।[১৮৪]

দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'বিদ্রোহ দমনে যুক্তরাষ্ট্রের সন্তোষ'।[১৮৫]

বাংলাদেশে বিদেশী কূটনৈতিক মিশনের কর্মকর্তারা জিয়াউর রহমানের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এই খবর শুধু সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভার ১৯৮১ সালের ৩ জুন প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করে। উভয় পত্রিকা সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশ করে। সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'কূটনীতিক মিশনের সদস্যদের শ্রদ্ধা নিবেদন'। এতে লেখা হয় :

বাংলাদেশস্থ বিদেশী কূটনৈতিক মিশনের প্রধান ও সদস্যগণ গতকাল মরহুম রাষ্ট্রপতির প্রতি শেষবারের ন্যায় শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় জাতীয় সংসদ ভবনে রক্ষিত মরহুমের কফিনে তাঁরা পুষ্পমাল্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। রাষ্ট্রদূত ছাড়াও ঢাকায় বসবাসরত বিদেশী নাগরিকরা সংসদ ভবনে মরহুম রাষ্ট্রপতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান।[১৮৬]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'Diplomats place floral wreaths'.[১৮৭]

জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী নিয়ে ১৯৮১ সালের ৩ জুন দৈনিক বাংলা এমন কয়েকটি খবর প্রকাশ করে যা গবেষণার অন্তর্ভুক্ত অন্য তিনটি পত্রিকা প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করেনি।

এরমধ্যে জিয়াউর রহমানকে হত্যার পূর্বে বিদ্রোহীদের বৈঠক বিষয়ক খবরটি পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা বিএসএস। এই খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরটির শিরোনাম ছিল : 'সার্কিট হাউসে হামলার আগে কালুরঘাটে বিদ্রোহী কমাণ্ডো দল গোপন বৈঠক করেছিল'। এই খবরে লেখা হয় :

সার্কিট হাউসে প্রেসিডেন্ট জিয়াকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যার পরিকল্পনা যে কমাণ্ডো দল কার্যকর করেছিল তাতে ছিল প্রায় ২০ জন সেনা অফিসার। শুক্রবার (২৯ মে) দিবাগত মধ্যরাতের দিকে কালুরঘাটের কাছে এক স্থানে গোপন বৈঠকে মিলিত হবার পর তারা সার্কিট হাউসে সুপরিকল্পিত হামলা চালায়।[১৮৮]

জিয়াউর রহমানের কবরে ফুল দিতে গিয়ে যুবকের মৃত্যু বিষয়ক খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'জীবন দিয়ে মহাজীবনের প্রতি'। এতে লেখা হয় :

জনতার প্রিয় প্রেসিডেন্ট জিয়ার কবরে ফুল-পাপড়ি ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টায় গতকাল প্রাণ হারিয়েছেন এক যুবক। শেরে বাংলানগর লেকের প্রশান্ত পানিতে সেই শোকার্ত যুবকের অপূর্ণ ইচ্ছে স্বাক্ষর হয়ে সারাদিন ভেসে বেড়িয়েছে ফুল পাপড়িগুলো। প্রেসিডেন্ট জিয়ার কবরের কাছে পানিতে ভেসে ভেসেও তারা যেন মৃত যুবকের পক্ষ হয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালো জিয়ার প্রতি।[১৮৯]

জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের শাস্তির জন্য বিভিন্ন সংগঠনের দাবী বিষয়ক খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী'। এতে লেখা হয়:

বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নির্মম হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা এবং মরহুমের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অব্যাহত রয়েছে। সংগঠনগুলো প্রেসিডেন্ট জিয়ার হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানিয়েছে।[১৯০]

জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সম্পর্কে দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৮১ সালের ৩ জুন প্রথম পৃষ্ঠায় এমন একটি খবর প্রকাশিত হয় যা গবেষণার অন্তর্ভুক্ত অন্য তিনটি পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়নি। খবরটি হলো জিয়াউর রহমানের মৃত্যুতে

Dhaka University Institutional Repository

জেনারেল (অব:) এম এ জি ওসমানীর শোক প্রকাশ বিষয়ক। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'শোকার্ত ওসমানী'। এই খবরে লেখা হয় :

> *গতকাল (মঙ্গলবার) শেরে বাংলা নগরে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের লাশ দাফনের সময় জেনারেল (অব:) এম এ জি ওসমানী ছিলেন অশ্রু ভারাক্রান্ত। তিন বাহিনী ও বিডিআর প্রধানের সহিত তিনিও সামরিক কায়দায় মন্থর মার্চপাস্টের মাধ্যমে প্রেসিডেন্টের কফিনবাহী শকটটি বহন করেন।*[১১]

জিয়া হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী নিয়ে ১৯৮১ সালের ৩ জুন বাংলাদেশ অবজারভারে এমন দুটি খবর প্রকাশ করা হয় যা গবেষণার অন্তর্ভুক্ত অন্য তিনটি পত্রিকা প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করেনি। খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'How Zia's body was detected'. এতে লেখা হয়:

> *A Second Year student of Chittagong Engineering College was instrumental in detecting the grave of President Ziaur Rahman at Rangunia 17 miles from here. The student Md. Bashri went to Rangunia Thana on Monday morning and informed the police about the burial of three bodies in one grave. Along with a Sub Inspector of Rangunia Police Station Bashri came to the grave site and dug it. They found three bodies under the cover of one bedsheet. Bashri removed the bedsheet and saw the face of President Zia.*[১২]

সম্পাদকীয় :

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকায় জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী নিয়ে সম্পাদকীয়ও প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত সম্পাদকীয়গুলোর বিষয়বস্তুর অন্যতম ছিল: জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার ঘটনায় শোক প্রকাশ। ১৯৮১ সালের ৩১ মে এই বিষয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

> *প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের এই অকাল মৃত্যুতে আমরা আমাদের গভীর শোক জ্ঞাপন করি। এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে নিন্দা উচ্চারণের ভাষা আমাদের নেই। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মৃত্যুতে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একটি বর্ণাঢ্য ঘটনাবহুল, সফল ও সম্ভাবনাময় ব্যক্তিত্ব ও জীবনের ওপর অকাল পরিসমাপ্তি নেমে এসেছে। প্রেসিডেন্ট জিয়া আজ এমনি এক সময় নিহত হলেন যখন আমরা গভীর সংকটের আবর্তে নিক্ষিপ্ত, যখন আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। তার মৃত্যু সংকট গভীরতর করে তুলেছে সন্দেহ নেই। দেশবাসীকে আজ ঐক্যবদ্ধভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে এই জাতীয় সংকটের মোকাবিলা করতে হবে। এবং যে কোনত্যাগের বিনিময়ের দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে হবে।*[১৩]

সংবাদও জিয়াউর রহমানের মৃত্যুতে শোক জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৮১ সালের ৩১ মে। শিরোনাম ছিল : 'আমরা গভীর মর্মাহত'। এতে লেখা হয় :

> *রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। সেজন্যই দুর্যোগের বও রণক্ষেত্র পাড়ি দেয়া জাতি আপন পথ চলার ক্ষেত্রে শোকের মধ্যেও সম্বিত হারা হবে না, ঐক্যবদ্ধ ও নির্ভীক থেকে এই আঘাত কাটিয়ে উঠে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হবার সংকল্পে অবিচল থাকবে। শিক্ষা গ্রহণ করবে আপন দুর্দিন আর দুর্ভাগ্য থেকে এই প্রত্যাশাই আমাদের দেশবাসীর কাছে।*[১৪]

১৯৮১ সালের ৩১ মে জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় শোক জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে বাংলাদেশ অবজারভার। শিরোনাম ছিল: 'Most Tragic'. এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> *The nation has received with profound pain and shock the news of the death of President Ziaur Rahman at the hands of miscreants in Chittagong. (Innalillahe wa inna ilaihe rajeoon). We cannot condemn too strongly this dastardly act of violence leading to the assassination of the President. A nation involved in a hard struggle for reconstruction initiated by him cannot afford a jolt of this dimension.*[১৫]

দৈনিক ইত্তেফাকও জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় শোক প্রকাশ করে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৮১ সালের ১ জুন। শিরোনাম ছিল : 'আমরা মর্মাহত আমরা উদ্বিগ্ন'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

> *প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শনিবার সকালে চট্টগ্রামে নিহত হইয়াছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। এই বেদনাদায়ক ঘটনায় আমরা গভীর মর্মাহত। সেই সঙ্গে দেশ ও জাতি যে দারুণ অনিশ্চয়তার মধ্যে পতিত হইয়াছে তাহার জন্য আমরা উদ্বিগ্ন। আমরা মনে করি ঘটনা ঘটার পর শুধু দুঃখ প্রকাশই যথেষ্ট নয়। তাহার পাশাপাশি আরো যাহা গুরুত্বপূর্ণ তাহা হইতেছে এরূপ দুঃখজনক ঘটনার যেন অবতারণা না হয় তাহাই নিশ্চিত করা। ইত্তেফাক সর্বদা এভাবেই বিষয়গুলি দেখার চেষ্টা করে।*[১৬]

জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে করণীয় সম্পর্কে বেশকটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। ১৯৮১ সালের ১ জুন এই বিষয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। শিরোনাম ছিল : 'সংকট উত্তরণের পথ'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

> *আমাদের লৌহ কঠিন একতাই শুধু আজকের এই দুর্যোগের মুহূর্তে জাতিকে তার লক্ষ্য পূরণে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষায়, গণতন্ত্র ও স্থিতিশীলতার নিশ্চয়তা বিধানে শক্তি যোগাবে। পক্ষান্তরে যে কোনো ধরনের অনৈক্য-বিশৃঙ্খলা বর্তমান সংকটকে গভীর করবে। আমাদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলবে। আমাদের বিভেদ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে থাকতে হবে হুঁশিয়ার। এদেশের মানুষ কতবার সংকটে পড়েছে কিন্তু তাদের বিচক্ষণতা, মনোবল, ধৈর্য একতাবোধ এবং সর্বোপরি দেশপ্রেম তাদের এই সংকট মোকাবিলায় সক্ষম করে তুলেছে। এবারও দেশবাসী তাদের দেশপ্রেম ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেবে। দেশের সকল সংকট মোকাবিলা করে দৃঢ়তার সঙ্গে।*[১৭]

পরদিন ১৯৮১ সালের ২ জুন দৈনিক বাংলা এই প্রসঙ্গে আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে'। সম্পাদকীয়টিতে লেখা হয় :

> *জাতির উপর আজ গুরু দায়িত্ব বর্তেছে। কোন সুযোগসন্ধানী ও স্বার্থান্বেষী যাতে চক্রান্তের কালো ছায়া ছড়াতে না পারে সেজন্য আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে, শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে সর্বক্ষেত্রে। মনে রাখা দরকার জাতি আজ মহাপরীক্ষার সম্মুখীন। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে অবিচল থাকা, নিয়মতান্ত্রিক সরকারের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য, সমাজের সকল স্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখায় জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ স্থান দেয়া এবং সকল ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখাই হল এই পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার একমাত্র উপায়।*[১৮]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮১ সালের ২ জুন বাংলাদেশ অবজারভারও এ প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'Time for Unity'. এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

Though the crisis at Chittagong has been resolved, it would be incorrect to assume that the need for national unity is over. On the contrary, the need would be felt all the more strongly now. The discipline which the people in general and the armed forces in particular have shown must be maintained and indeed made stronger. In spite of the irreparable loss that has been suffered and in spite of the shock that the nation has received, work for securing greater welfare of the people and for attaining the goals of development must continue unhindered and uninterrupted. The conditions that guarantee such progress and the kind of atmosphere that is conducive to it must, at all cost, be maintained. That indeed would be a real tribute to the late leader.[১৯৯]

জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের অবস্থানের বিষয়েও গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলো সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের ৫১ জন নেতা ১৯৮১ সালের ৩০ মে বঙ্গভবনে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারের সঙ্গে এক বৈঠক করেন। ঐ বৈঠকে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপট সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় তাদের অবস্থান তুলে ধরেন। এই বৈঠকের পরই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলো এই প্রসঙ্গ সম্পাদকীয়গুলো প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলা ১৯৮১ সালের ১ জুন এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

গত শনিবার সন্ধ্যায় জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর ৫১ জন নেতা বঙ্গভবনে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করেছেন এবং সেই সঙ্গে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির প্রতি তাদের আস্থা ব্যক্ত করেছেন। জাতির এই সংকটময় মুহূর্তে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির প্রতি জাতীয় নেতৃবৃন্দের দ্ব্যর্থহীন আস্থা জনসাধারণকে সাহস ও অনুপ্রেরণা যোগাবে সন্দেহ নেই।[২০০]

বাংলাদেশ অবজারভার এই প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৮১ সালের ১ জুন। শিরোনাম ছিল: 'The Need Now'. এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

The politicol leaders assembled at Bangabhavan on Saturday last have also expressed their confidence in democracy and in the political process guaranteed by the constitution. They have condemned the politics of violence. This is what it should really be. Violence is no answer to problems of any kind. Violence is not a civilized act and violence can only breed further violence. It would be for all now to work together and ensure that violence is done away with. No one would like to see a repetition of what has happened in this country. Political changes must be smooth and in accordance with the principles of democracy.[২০১]

সংবাদ এই প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৮১ সালের ১ জুন। শিরোনাম ছিল : 'দুর্যোগের দিনের শিক্ষা হোক আমাদের পাথেয়'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

আমাদের দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলগুলো এই জাতীয় সংকট মুহূর্তে সরকারের পাশে দাঁড়িয়ে একথাই আর একবার প্রমাণ করেছে, জাতির বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি হুমকি দেখা দিলে ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থের গণ্ডিতে তারা কখনই আবদ্ধ থাকেন না। সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলো ভবিষ্যতেও এই সুস্থ ধারা অব্যাহত রাখবেন- জাতি তাদের কাছে এটাই আশা করে। বহু মত ও পথের সহাবস্থান গণতন্ত্রের স্বীকৃতি নীতির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কোন দুষ্টশক্তি যদি গণতন্ত্র ও নিয়মতান্ত্রিকতারই মূলে আঘাত করতে উদ্যত হয় তখন দলমত-নির্বিশেষে সকল গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসই গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে পারে।[২০২]

১৯৮১ সালের ৩ জুন দৈনিক বাংলা এ প্রসঙ্গে আরো একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল : 'ঐক্যের রাজনীতি চাই'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

দায়িত্ব পালনে রাজনৈতিক দলগুলোকে নিতে হবে প্রত্যাশিত ভূমিকা। জনগণকে দেখাতে হবে নির্ভুল পথ। আর এই লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে হলে তাদেরকে উঠতে হবে সংকীর্ণ দলীয় রাজনৈতিক লাভালাভের উর্ধ্বে। ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে দেশের বৃহত্তম স্বার্থকে বড় করে দেখতে হবে। তাদের বুঝতে হবে ক্ষমতার চাইতেও বড় হল দেশের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব, জনগণের কল্যাণ।[২০৩]

চট্টগ্রামে সেনা বিদ্রোহ দমন করতে পারায় সশস্ত্র বাহিনীকে অভিনন্দন জানিয়েও সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায়। ১৯৮১ সালের ৩ জুন এ প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। শিরোনাম ছিল: 'স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

এটা অবশ্য স্বীকার্য যে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী যে দেশপ্রেম, সচেতনতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও শৃঙ্খলাবোধের প্রমাণ দিয়েছে ইতিহাসে বিশেষ করে আমাদের দেশের মত অনগ্রসর দেশগুলির ইতিহাসে তার নজির বিরল। অবশ্য আমাদের সশস্ত্র বাহিনী যখনই প্রয়োজন পড়েছে তখনই এই ভূমিকা পালন করেছে। সশস্ত্র বাহিনীর এবারের অতুলনীয় দেশপ্রেম ও কর্তব্যনিষ্ঠার কথা জাতি চিরকাল কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণে রাখবে এবং অনুপ্রাণিত হবে তা থেকে। আমরা আমাদের জাতির গর্ব সশস্ত্রবাহিনীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।[২০৪]

একই দিন অর্থাৎ ১৯৮১ সালের ৩ জুন দৈনিক ইত্তেফাকও এই প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'শোকাহত জাতির প্রত্যাশা'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ সেনাবাহিনীর বীরসৈনিকগণ জাতিকে চরম দুর্যোগের হাত হইতে রক্ষা করার জন্য যে ধৈর্য, সংযম ও শৃঙ্খলার পরিচয় দিয়াছেন জাতির জন্য তাহা নিশ্চয়ই অত্যন্ত গর্বের বিষয়। জাতির সর্বশেষ ভরসাস্থল হিসাবে যাহা করার তাহাই তাঁহারা করিয়াছেন। প্রতিরক্ষা বাহিনীকে দেশের ঐক্য ও সংহতির শেষ ভরসাস্থল মনে করা হয় বলিয়াই জাতি তাহাদিগকে দেখিতে চায় সকল কোন্দল ও দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ও তিন বাহিনীর প্রধানগণ বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকার প্রশংসা করিয়াছেন। আমরা দৃঢ়ভাবে ইহাই বিশ্বাস করিব যে, নিজেদের পবিত্রতা রক্ষার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতেও আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনী অনুকরণীয় ভূমিকা পালন করিবেন।[২০৫]

Dhaka University Institutional Repository

জিয়াউর রহমানের শেষ কৃত্যের আনুষ্ঠানিকতা প্রসঙ্গেও সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ অবজারভার এ প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৮১ সালের ৩ জুন। শিরোনাম ছিল : 'Return of the Warrior'. এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

This large attendance and this spontaneous reaction are not without their significance. These show how deeply the people were moved and how unmistakably they condemn acts of violence. It is not enough, however, only to condemn these. Violence must be banished too. And once for all. It is the united efforts of the people and their unfailing belief in peace which alone can make this possible. The politically ambitious must not be permitted, by the society and by the nation as a whole, to take recourse to any measure other than the one laid down in the constitution for a realization of their ambition.[২০৬]

চিঠিপত্র :

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায় জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড বিষয়ে পাঠকের চিঠিও প্রকাশিত হয় চিঠিপত্র বিভাগে। এর মধ্যে জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনার প্রেক্ষাপটে তার প্রতি বিশেষ সম্মাননা জানানোর আহ্বান জানিয়ে এটি চিঠি লিখেন একজন পাঠক। ঢাকা থেকে আলিম হোসেনের লেখা এই চিঠির শিরোনাম ছিল: 'শহীদে আজম'। এই চিঠিতে লেখা হয় :

মহান শহীদ মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। তাকে আমরা 'শহীদে-আজম' নামে ডাকতে চাই। বাংলাদেশের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে তাঁর পরিচয় আর অভিধা হোক 'শহীদে আজম'। স্বাধীনতা যুদ্ধের 'বীরোত্তম' সেনাপতি জিয়া দেশ ও জাতির কল্যাণে নিরন্তর কর্মসাধনার মধ্যে এক বৃহত্তর সংগ্রামের পথে জীবনপাত করেছেন। শহীদদের দেশ এই বাংলাদেশে তিনি মহত্তম শহীদ– 'শহীদে-আজম'।[২০৭]

জিয়াউর রহমানের স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য করণীয় সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করে একটি চিঠি লিখেন একজন পাঠক। 'জিয়ার স্মৃতি' শিরোনামের এই চিঠিটি ১৯৮১ সালের ৯ জুন প্রকাশিত হয়। চিঠিটি ঢাকা থেকে একজন পাঠক লিখেছিলেন। লেখক ছদ্মনাম ব্যবহার করেন এবং এই নামটি ছিল: 'সুনাগরিক'। এই চিঠিতে লেখা হয়:

তার মত সর্বগুণে গুণান্বিত রাষ্ট্রনায়ক পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছিলাম। কিন্তু তাকে আমরা ধরে রাখতে পারলাম না এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় ট্রেজেডি। আমাদের ভবিষ্যত বংশধররা যাতে তাঁর এই অবদানের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে পারেন সেজন্য আমি নির্মীয়মান জাতীয় সংসদ ভবনের নাম জিয়া ভবন এবং সংসদ ভবন সংলগ্ন এলাকাকে জিয়া স্মরণী রাখার জন্য অনুরোধ করছি।[২০৮]

১৯৮১ সালের ১১ জুন দৈনিক বাংলায় আরেকটি চিঠি প্রকাশিত হয়। এই চিঠির বিষয় ছিল: জিয়াউর রহমানের কর্ম ও আদর্শকে সমুন্নত রাখার আহ্বান। চিঠিটি লিখেন ঢাকার আরামবাগ থেকে নানুপুর যুব সাংস্কৃতিক সংঘের সভাপতি এম এ সাত্তার খান। এই চিঠিতে লেখা হয় :

প্রেসিডেন্ট জিয়া আর নেই। কিন্তু তিনি রেখে গেছেন নিস্বার্থ দেশ সেবার আদর্শ, দেখিয়ে গেছেন কর্মের পথ। দেশের প্রতিটি নাগরিক, প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মীর কাছে আবেদন রাখছি, আপনারা রাষ্ট্রপতি মরহুম জিয়াউর রহমানের আদর্শ সমুন্নত রাখুন, অনুসরণ করুন তাঁর কর্মের পথ।[২০৯]

প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ :

উপরে তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের পর এই ঘটনা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী সংবাদপত্রে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। ঘটনা-পরবর্তী চারদিনের খবরের কাগজ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, উল্লিখিত হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী বিষয়ক খবর সংখ্যা ও ট্রিটমেন্ট উভয় দিক দিয়েই প্রাধান্য বিস্তার করে।

সংখ্যাগত দিক থেকে উল্লিখিত হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী বিষয়ক খবর গুরুত্ব প্রাপ্তির বিষয়টি নিচের টেবিল থেকে অনুমান করা যায়। এই টেবিলে ১৯৮১ সালের ৩১ মে এবং ১, ২ ও ৩ জুন দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভারে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মোট খবরের সংখ্যা ও জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী বিষয়ক খবরের সংখ্যা বিষয়ক তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে :

তারিখ	দৈনিক বাংলা		দৈনিক ইত্তেফাক		সংবাদ		বাংলাদেশ অবজারভার	
	মোট খবরের সংখ্যা	হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী বিষয়ক খবরের সংখ্যা	মোট খবরের সংখ্যা	হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী বিষয়ক খবরের সংখ্যা	মোট খবরের সংখ্যা	হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী বিষয়ক খবরের সংখ্যা	মোট খবরের সংখ্যা	হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী বিষয়ক খবরের সংখ্যা
৩১ মে ১৯৮১	১০	১০	১৩	১২	১২	১২	১২	৯
১ জুন ১৯৮১	১৬	১৪	২০	১৬	২১	১৮	১৫	১৪
২ জুন ১৯৮১	১০	১০	১৭	১৫	১৫	১৩	১২	৯
৩ জুন ১৯৮১	১১	১০	১৩	১২	১৩	৯	১৭	১১

ট্রিটমেন্টের দিক থেকে উল্লিখিত হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী বিষয়ক খবর গুরুত্ব প্রাপ্তির বিষয়টি নিচের টেবিল থেকে অনুমান করা যায়। এই টেবিলে ১৯৮১ সালের ৩১ মে এবং ১, ২ ও ৩ জুন দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভারের প্রথম পৃষ্ঠায় জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী বিষয়ক খবরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাওয়া খবরটির ট্রিটমেন্ট উপস্থাপন করা হয়েছে।

তারিখ	দৈনিক বাংলা	দৈনিক ইত্তেফাক	সংবাদ	বাংলাদেশ অবজারভার
৩১ মে ১৯৮১	৮ কলাম ব্যানার	৬ কলাম লীড	৮ কলাম ব্যানার	৬ কলাম লীড
১ জুন ১৯৮১	৮ কলাম ব্যানার	৬ কলাম লীড	ডাবল কলাম	৮ কলাম ব্যানার
২ জুন ১৯৮১	৮ কলাম ব্যানার	৭ কলাম লীড	৩ কলাম	৮ কলাম ব্যানার
৩ জুন ১৯৮১	৮ কলাম ব্যানার	৫ কলাম লীড	৪ কলাম	৮ কলাম ব্যানার

বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ১৯৮১ সালের ৩১ মে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় জিয়াউর হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী বিষয়ক খবরসমূহের মধ্যে ৬টির বিষয় ছিল অভিন্ন। এই বিষয় সমূহ ছিল :

এক. জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের মূল খবর।
দুই. অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারের বেতার ভাষণ।
তিন. অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারের সঙ্গে বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বৈঠক।
চার. অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারের সঙ্গে তিন বাহিনী প্রধানের সাক্ষাৎ ও আনুগত্য প্রকাশ।
পাঁচ. বেতারে সেনাবাহিনী প্রধান এইচ এম এরশাদের বিবৃতি: বিদ্রোহী সৈনিকদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ।
ছয়. বিশ্ব নেতৃবৃন্দের শোক প্রকাশ।

ছটির মধ্যে জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের মূল খবরটি সব পত্রিকায় ফলাও করে প্রকাশিত হয়। তবে তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলা ও সংবাদে। এই খবরে জানানো হয়, জিয়উর রহমান ৩০ মে ভোরে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে কিছু বিদ্রোহী সৈনিকের হাতে নিহত হয়েছেন। ভাইস-প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নিয়েছেন। দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে।

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারের বেতার ভাষণ বিষয়ক খবরে জানানো হয় তিনি তাঁর ভাষণে দেশবাসীকে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারের সঙ্গে বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের বৈঠক বিষয়ক খবরে জানানো হয়, বৈঠকে নেতৃবৃন্দ জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন এবং তারা নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রতি অবিচল আস্থা ব্যক্ত করেছেন। অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তিন বাহিনীর প্রধানের সাক্ষাৎ বিষয়ক খবরে জানানো হয়, তিন বাহিনী প্রধান এবং বিডিআর মহাপরিচালক ও পুলিশের আইজি সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। বেতারে সেনাবাহিনী প্রধান এইচ এম এরশাদের বিবৃতি বিষয়ক খবরে জানানো হয়, সেনাপ্রধান কোনো প্ররোচনায় বিভ্রান্ত না হয়ে শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে সেনাবাহিনীর সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন এবং একই সঙ্গে তিনি চট্টগ্রামের বিদ্রোহী সৈনিকদের অবিলম্বে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছেন। বিশ্ব নেতৃবৃন্দের শোক প্রকাশ বিষয়ক খবরে জানানো হয়, জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় পৃথিবীর নানা দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

১৯৮১ সালের ৩১ মে সংবাদপত্রে প্রকাশিত জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সম্পর্কিত খবরগুলোর অন্যতম ছিল দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণার খবর। সংবাদে খবরটি হত্যাকাণ্ডের মূল খবরের সঙ্গে প্রকাশিত হলেও গবেষণার অন্তর্ভুক্ত অন্য তিনটি পত্রিকায় আলাদা আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়।

জিয়াউর রহমানের গায়েবানা জানাজার খবর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত তিনটি পত্রিকায় আলাদা আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয় ১৯৮১ সালের ৩১ মে সকাল ১১টায় সারাদেশে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৮১ সালের ৩১ মে জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শোক প্রকাশের খবর শুধুমাত্র দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদ প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করে। আর জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় বিএনপি'র ক্ষোভ ও শোক প্রকাশের খবর ১৯৮১ সালের ৩১ মে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করে শুধু সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভার।

১৯৮১ সালের ৩১ মে জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সম্পর্কে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে প্রথম পৃষ্ঠায় এমন কিছু খবর প্রকাশিত হয়েছে যা অন্য তিনটি পত্রিকায় আলাদা আইটেম হিসেবে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়নি। দৈনিক বাংলায় এ ধরনের তিনটি খবরের বিষয়বস্তু ছিল :

এক. অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার কর্তৃক বিদ্রোহী সৈনিকদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ।
দুই. জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডে সারাদেশে শোকের ছায়া।
তিন. বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারের শোক প্রকাশ।

দৈনিক ইত্তেফাকে এ ধরনের তিনটি খবরের বিষয় বস্তু ছিল :

এক. চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের কর্মীদের প্রতি আহ্বান।
দুই. চট্টগ্রাম সেনানিবাসের সৈনিকদের প্রতি সেনাবাহিনী প্রধান এরশাদের নির্দেশ।
তিন. জিয়াউর রহমানের লাশ রেডক্রসের কাছে হস্তান্তরের অনুরোধ।

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদে এ ধরনের তিনটি খবরের বিষয় ছিল :

এক. চীনের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর অপরিবর্তিত।
দুই. জিয়াউর রহমানের জীবনী।
তিন. অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারের জীবনী।

১৯৮১ সালের ১ জুন গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী বিষয়ক খবরসমূহের মধ্যে ৯টির বিষয় ছিল অভিন্ন। বিষয়সমূহ ছিল :

এক. জিয়াউর রহমানের গায়েবানা জানাজা।
দুই. জরুরী অবস্থা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য।
তিন. বিশ্ব নেতৃবৃন্দের শোক প্রকাশ অব্যাহত।
চার. জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মন্ত্রীসভার শোক প্রকাশ।
পাঁচ. জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের শোক।
ছয়. বিদ্রোহী সৈনিকদের আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়ে জেনারেল ওসমানীর বিবৃতি।
সাত. নৌবাহিনী প্রধান এম এ খানের বিবৃতি।
আট. সরকারী ছুটি ঘোষণা।
নয়. জিয়াউর রহমানের লাশ প্রদানে বিদ্রোহী সৈনিকদের অসম্মতি।

জিয়াউর রহমানের গায়েবানা জানাজা বিষয়ক খবরে জানানো হয়, ১৯৮১ সালের ৩১ মে সারা দেশে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জরুরী অবস্থা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য বিষয়ক খবরে জানানো হয়, ১৯৮১ সালের ৩১ মে বিএনপির সংসদীয় দলের বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান সাংবাদিকদের বলেছেন, প্রয়োজনের বেশি একদিনও দেশে জরুরী অবস্থা বহাল থাকবে না। বিশ্ব নেতৃবৃন্দের শোক প্রকাশ অব্যাহত বিষয়ক খবরে জানানো হয়, জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের শোক প্রকাশ অব্যাহত রয়েছে। নৌবাহিনী প্রধান এম এ খানের বিবৃতি বিষয়ক খবরে জানানো হয়, জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের দিন নৌবাহিনী প্রধান এম এ খান চট্টগ্রামে ছিলেন এবং ৩১ মে ঢাকায় ফিরে তিনি ঘোষণা করেছেন যে, চট্টগ্রাম নৌঘাঁটি, চট্টগ্রাম বন্দর ও এর বহির্নোঙ্গর নৌবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সরকারী ছুটি ঘোষণা বিষয়ক খবরে জানানো হয়, জিয়াউর রহমানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য ১৯৮১ সালের ১ জুন সরকারী ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। জিয়াউর রহমানের লাশ প্রদানে বিদ্রোহী সৈনিকদের অসম্মতি বিষয়ক খবরে জানানো হয়, দাফনের জন্য জিয়াউর রহমানের লাশ রেডক্রস কর্মকর্তারা বিদ্রোহী সৈনিকদের কাছ থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করে। কিন্তু তারা লাশ হস্তান্তর করতে অস্বীকার করে।

১৯৮১ সালের ১ জুন জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সম্পর্কে বেশ কিছু খবর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত একাধিক পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় আলাদা আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। এই খবরগুলোর বিষয়বস্তু ছিল :

এক. পররাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক শামসুল হকের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।

দুই. জাতীয় সংসদ অধিবেশন ১ জুনের পরিবর্তে ২ জুন বসার ঘোষণা।

তিন. চট্টগ্রামে বিদ্রোহী সৈনিকদের দমনে ব্যাপারে সেনাবাহিনী প্রধান ও অন্যান্য বাহিনী প্রধানদের প্রতি অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের নির্দেশ।.

চার. চট্টগ্রামের বিদ্রোহী সৈনিকদের আত্মসমর্পণের ব্যাপারে সেনাবাহিনী প্রধানের চূড়ান্ত নির্দেশ।

পাঁচ. জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় বাংলাদেশে বিদেশী কূটনীতিকদের শোক প্রকাশ।

ছয়. চট্টগ্রামে বিদ্রোহী সৈনিকদের আত্মসমর্পণ শুরু।

সাত. জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার নিন্দা ও শোক প্রকাশ।

আট. জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য বিএনপি পার্লামেন্টারী পার্টির সভা।

১৯৮১ সালের ১ জুন জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সম্পর্কে সংবাদের প্রথম পৃষ্ঠায় এমন দু'টি খবর প্রকাশিত হয় যা গবেষণার অন্তর্ভুক্ত অন্য তিনটি পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়নি। খবরগুলোর বিষয় ছিল :

এক. চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে প্রফেসর ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরীর বেঁচে যাওয়া।

দুই. চট্টগ্রামে জিয়াউর রহমানের দাফন।

১৯৮১ সালের ১ জুন দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারের প্রথম পৃষ্ঠায় জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সম্পর্কে এমন একটি করে খবর প্রকাশিত হয়েছে যা অপর তিনটি পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়নি। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত এই খবরটির বিষয় ছিল : জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় বিএফইউজের ও ডিইউজের নিন্দা ও

Dhaka University Institutional Repository

শোক। দৈনিক ইত্তেফাকের খবরটি ছিল : জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডে থেকে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে দক্ষিণ এশিয়া সফররত চীনের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর পুনর্নির্ধারণ। বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি ছিল : জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সৌদী বাদশার শোক প্রকাশ।

১৯৮১ সালের ২ জুন গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী বিষয়ক খবর সমূহের মধ্যে ৪টির বিষয় ছিল অভিন্ন। এই বিষয়সমূহ ছিল :

এক. চট্টগ্রামে সেনা বিদ্রোহ দমন।

দুই. বিদ্রোহ দমনের প্রেক্ষাপটে জনগণ ও সশস্ত্র বাহিনীকে অভিনন্দন জানিয়ে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণ।

তিন. ঢাকায় জিয়াউর রহমানের লাশ : শ্রদ্ধাঞ্জলি।

চার. চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনা।

চট্টগ্রামে সেনা বিদ্রোহ দমন বিষয়ক খবরে জানানো হয়, চট্টগ্রামে সেনাবিদ্রোহ দমন করা হয়েছে। এই বিদ্রোহের মূল নেতা মেজর জেনারেল আবুল মঞ্জুর ও তাঁর সহযোগীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। ঢাকায় জিয়াউর রহমানের লাশ : শ্রদ্ধাঞ্জলি বিষয়ক খবরে জানানো হয়, চট্টগ্রাম থেকে জিয়াউর রহমানের লাশ ঢাকায় আনার পর কীভাবে মানুষ তার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিল। চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনা বিষয়ক খবরে জানানো হয়, ১৯৮১ সালের ৩০ মে ভোর রাতে কীভাবে হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়েছিল তার বিবরণ।

১৯৮১ সালের ২জুন জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সম্পর্কে বেশকিছু খবর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত একাধিক পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় আলাদা আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। এই খবরগুলোর বিষয়বস্তু ছিল :

এক. জিয়াউর রহমানের অনুষ্ঠিতব্য নামাজে জানাজা ও দাফন
দুই. চট্টগ্রামে জিয়াউর রহমানের দাফন।
তিন. জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ইসলামী সম্মেলন সংস্থার শোক প্রকাশ
চার. জিয়াউর রহমানের লাশ ঢাকায় আনার পর তা রাজপথে বহন করার বর্ণনা।
পাঁচ. জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড পরবর্তী দুইদিন চট্টগ্রামের পরিস্থিতি।
ছয়. মেজর জেনারেল মঞ্জুর গ্রেফতার।
সাত. জনসাধারণকে দেখার সুযোগ দেয়ার জন্য জিয়াউর রহমানের লাশ সংসদ ভবন চত্বরে রাখার প্রেক্ষাপটে সংসদ অধিবেশন পেছানো।
আট. জিয়াউর রহমানের শেষ ভাষণ।

১৯৮১ সালের ২ জুন জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সম্পর্কে দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় এমন সাতটি খবর প্রকাশিত হয় যা গবেষণার অন্তর্ভুক্ত অন্য তিনটি পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়নি। খবরগুলোর বিষয় ছিল :

এক. চট্টগ্রামে জিয়াউর রহমানের লাশ মাটি চাপা দেয়া।
দুই. সেনাবিদ্রোহের জন্য গঠিত বিপ্লবী পরিষদ।
তিন. বিশ্ব নেতৃবৃন্দের শোক প্রকাশ অব্যাহত।
চার. জিয়াউর রহমানের কফিন রাষ্ট্রপতি ভবনে আনার পর সেখানের পরিস্থিতি।
পাঁচ. সেনাবিদ্রোহ দমন করতে পারায় সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের প্রতি তিন বাহিনী প্রধানের অভিনন্দন।
ছয়. চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসের ঘটনা সম্পর্কে প্রফেসর ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরীর বক্তব্য।
সাত. বিদ্রোহী সৈনিক গ্রেফতার।

১৯৮১ সালের ২ জুন জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সম্পর্কে দৈনিক বাংলার প্রথম পৃষ্ঠায় এমন তিনটি খবর প্রকাশিত হয় যা গবেষণার অন্তর্ভুক্ত অন্য তিনটি পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়নি। এই খবরগুলোর বিষয়বস্তু ছিল :

এক. জিয়াউর রহমানের প্রতি রাজনৈতিক নেতাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।
দুই. জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ অব্যাহত।
তিন. জিয়াউর রহমানের কুলখানি।

জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় পিএলও নেতা ইয়াসির আরাফাতের শোক ও দুঃখ প্রকাশের খবর ১৯৮১ সালের ২ জুন আলাদা আইটেম হিসেবে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করে শুধু সংবাদ।

১৯৮১ সালের ৩ জুন গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী বিষয়ক খবরসমূহের মধ্যে ৫টি বিষয় ছিল অভিন্ন। এই বিষয়গুলো ছিল :

এক. জিয়াউর রহমানের লাশ সমাহিত করা।
দুই. বিদ্রোহী সৈনিকদের নেতা মেজর জেনারেল মঞ্জুর নিহত।
তিন. জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করতে তদন্ত ট্রাইব্যুনাল ও বিচারের জন্য কোর্ট মার্শাল গঠন।

Dhaka University Institutional Repository

চার. জিয়াউর রহমানের প্রাণ রক্ষা করতে গিয়ে নিহতদের তালিকা।
পাঁচ. জিয়াউর রহমানের কুলখানি।

জিয়াউর রহমানের লাশ সমাহিত করা বিষয়ক খবরে জানানো হয়, জিয়াউর রহমানের লাশ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সংসদ ভবনের সামনে ক্রিসেন্ট লেকের উত্তর পাড়ে দাফন করা হয়েছে। বিদ্রোহী সৈনিকদের নেতা মেজর জেনারেল মঞ্জুর নিহত বিষয়ক খবরে জানানো হয়, মেজর জেনারেল আবুল মঞ্জুরকে গ্রেফতার করে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাবার পথে বিক্ষুব্ধ সশস্ত্র ব্যক্তিরা তাকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। ঐ সশস্ত্র ব্যক্তি এবং নিরাপত্তা রক্ষীদের মধ্যে গুলী বিনিময়কালে তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করতে তদন্ত ট্রাইব্যুনাল ও বিচারের জন্য কোর্ট মার্শাল গঠন বিষয়ক খবরে জানানো হয়, জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করতে একটি তদন্ত ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে এবং এদের বিচারের জন্য কোর্ট মার্শাল গঠন করা হয়েছে। জিয়াউর রহমানের প্রাণ রক্ষা করতে গিয়ে নিহতদের তালিকা বিষয়ক খবরে জানানো হয়, ১৯৮১ সালের ৩০ মে ভোরে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে জিয়াউর রহমান বিদ্রোহী সৈনিকদের দ্বারা আক্রান্ত হলে জিয়াউর রহমানের প্রাণ রক্ষা করতে গিয়ে সেনাবাহিনীর ৬ জন সৈনিক নিহত হন। জিয়াউর রহমানের কুলখানি বিষয়ক খবরে জানানো হয়, জিয়াউর রহমানের কুলখানি ১৯৮১ সালের ২ জুন বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৯৮১ সালের ৩ জুন জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সম্পর্কে এমন কিছু খবর প্রকাশিত হয়েছে যা গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকারই প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়নি। তবে একাধিক পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় আলাদা আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। খবরগুলোর বিষয়বস্তু ছিল :

এক. জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের তালিকা।
দুই. জিয়াউর রহমানের দাফন।
তিন. জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় বিশ্ব নেতৃবৃন্দের শোক প্রকাশ অব্যাহত।
চার. জিয়াউর রহমানের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য অগণিত মানুষের ঢলের বিবরণ।
পাঁচ. বিদ্রোহী সৈন্যদের নেতা মেজর জেনারেল আবুল মঞ্জুরকে গ্রেফতারের ঘটনার বিবরণ।
ছয়. চট্টগ্রামের সেনা বিদ্রোহ দমন করতে পারায় যুক্তরাষ্ট্রের সন্তোষ প্রকাশ।
সাত. বাংলাদেশে বিদেশী কূটনৈতিক মিশনের কর্মকর্তাদের জিয়াউর রহমানের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন।

জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী নিয়ে ১৯৮১ সালের ৩ জুন দৈনিক বাংলা এমন তিনটি খবর প্রকাশ করে যা গবেষণার অন্তর্ভুক্ত অন্য তিনটি পত্রিকা প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করেনি। এই খবর তিনটির বিষয়বস্তু ছিল :

এক. জিয়াউর রহমানকে হত্যার পূর্বে বিদ্রোহী সৈন্যদের বৈঠক।
দুই. জিয়াউর রহমানের কবরে ফুল দিতে গিয়ে যুবকের মৃত্যু।
তিন. অপরাধীদের শাস্তির জন্য বিভিন্ন সংগঠনের দাবী।

জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সম্পর্কে দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভার ১৯৮১ সালের ৩ জুন প্রথম পৃষ্ঠায় এমন একটি করে খবর প্রকাশ করে যা গবেষণার অন্তর্ভুক্ত অপর তিনটি পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়নি। দৈনিক ইত্তেফাকের খবরটির বিষয়বস্তু ছিল : জিয়াউর রহমানের মৃত্যুতে জেনারেল (অব:) এম এ জি ওসমানীর শোক প্রকাশ। অন্যদিকে বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির বিষয়বস্তু ছিল : চট্টগ্রাম থেকে জিয়াউর রহমানের লাশ উদ্ধারের বিবরণ।

ঘটনা-পরবর্তী চারদিনের সংবাদপত্র বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী নিয়ে দৈনিক বাংলা ছ'টি, বাংলাদেশ অবজারভার চারটি, দৈনিক ইত্তেফাক দু'টি এবং সংবাদ দুটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। স্বাভাবিকভাবে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় নির্ধারিত পাতায়। কিন্তু ঘটনাকে গুরুত্ব দেয়ার জন্য স্বাভাবিক নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে এই বিষয়ে দৈনিক বাংলা একটি সম্পাদকীয় প্রথম পাতায় প্রকাশ করে। প্রকাশিত সম্পাদকীয়গুলোর বিষয়বস্তু ছিল :

এক. জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার ঘটনায় শোক প্রকাশ।
দুই. জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনার প্রেক্ষাপটে করণীয়।
তিন. জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের অবস্থান।
চার. চট্টগ্রামে সেনা বিদ্রোহ দমন করতে পারায় সশস্ত্র বাহিনীকে অভিনন্দন।
পাঁচ. জিয়াউর রহমানের শেষ কৃত্য।

জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় শোক জানিয়ে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলো সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। ১৯৮১ সালের ৩১মে এ বিষয়ে প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে যে, জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা জাতিকে গভীর শোকে আচ্ছন্ন করেছে। কাণ্ডজ্ঞানহীন এই রাজনৈতিক হত্যায় জাতির চেতনা আহত হয়েছে। দেশের প্রতিটি মানুষ এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর।

১৯৮১ সালের ৩১ মে এই প্রসঙ্গে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ অবজারভার মন্তব্য করে :

এক. জিয়াউর রহমানের কর্মমুখর জীবন দুঃখজনকভাবে থেমে গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

দুই. জিয়াউর রহমানের উল্লেখযোগ্য অর্জনের মধ্যে ছিল সামরিক শাসন থেকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বেসামরিক শাসনে সফল উত্তরণ এবং ইসলামী বিশ্বসহ অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক উন্নয়ন।

সংবাদ ১৯৮১ সালের ৩১ মে এই প্রসঙ্গে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে :

এক. ইতোপূর্বে অনেক দুর্যোগময় মুহূর্তে বাঙ্গালি জাতি দিশা হারায়নি। জিয়াউর রহমানের অস্বাভাবিক মৃত্যুর প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট সংকটও জাতি নির্ভীক ও ঐক্যবদ্ধভাবে কাটিয়ে উঠবে।

দুই. গভীর বেদনা ও শোক বিহ্বল অবস্থায়ও জাতিকে অবশ্যই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ধরে রাখার স্বার্থে দেশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে হবে।

১৯৮১ সালের ১ জুন এই প্রসঙ্গে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে :

এক. মানুষের জীবনের মূল্য সবচেয়ে বেশি। এই মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশায় হিংসা, হত্যা, হানাহানির বিরুদ্ধে দৈনিক ইত্তেফাক সব সময় সোচ্চার।

দুই. হত্যার রাজনীতি রাজনীতিকেই হত্যা করে।

তিন. জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের মর্মান্তিক ঘটনার পর অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব আরো বেড়েছে।

চার. দৈনিক ইত্তেফাক সেই পরিবেশ ও অবস্থার উপরই বেশি গুরুত্ব দেয় যা গণতান্ত্রিক মন, সমাজ ও মানসিকতা গড়তে সহায়তা করে।

পাঁচ. এই ধরনের মর্মান্তিক ঘটনা নির্মূল করার জন্য এর কারণ ও উৎস আবিষ্কার করতে হবে।

জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে করণীয় সম্পর্কে ১৯৮১ সালের ১ জুন প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে যে, জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলার জন্য জাতির লৌহ কঠিন একতা প্রয়োজন। স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা, গণতন্ত্র ও স্থিতিশীলতার নিশ্চয়তা বিধানে ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই।

১৯৮১ সালের ২ জুন এই প্রসঙ্গে আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। এই সম্পদাকীয়তে জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষপটে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় করণীয় সম্পর্কে দৈনিক বাংলা যেসব মন্তব্য করে তার মধ্যে ছিল:

এক. কোনো সুযোগ সন্ধানী ও স্বার্থান্বেষী মহল যাতে চক্রান্ত করতে না পারে সে জন্য আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে এবং সমাজের সর্বস্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে।

দুই. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি অবিচল থাকতে হবে।

তিন. নিয়মতান্ত্রিক সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে।

চার. সকল ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

একইদিন ১৯৮১ সালের ২ জুন এই প্রসঙ্গে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ অবজারভার মন্তব্য করে যে, জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষপটে সৃষ্ট সংকট নিরসনে যে জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠেছে তা ধরে রাখতে হবে।

জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে ১৯৮১ সালের ৩০ মে দেশের বিরোধীদলীয় ৫১ জন নেতার সঙ্গে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার একটি বৈঠক করেন। ঐ বৈঠকে রাজনৈতিক নেতারা এই হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় তাদের অবস্থান তুলে ধরেন। এই প্রসঙ্গে ১৯৮১ সালের ১ জুন প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা যেসব মন্তব্য করে তার মধ্যে ছিল :

এক. জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের নেতাদের সঙ্গে সরকারের বৈঠক গণতান্ত্রিক রীতির প্রতি বর্তমান সরকারের আস্থার প্রমাণ করে।

দুই. জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনার পর জাতির সংকটময় মুহূর্তে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির প্রতি বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের নেতাদের দ্ব্যর্থহীন আস্থা জনসাধারণকে সাহস ও অনুপ্রেরণা যোগাবে।

তিন. এই হত্যাকাণ্ডের পর জাতির সংকটজনক পরিস্থিতিতে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের স্বার্থে দল মত নির্বিশেষে সবার ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা উচিত।

১৯৮১ সালের ১ জুন এই প্রসঙ্গে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ অবজারভার মন্তব্য করে যে, জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনার পর জাতির সংকটময় মুহূর্তে গণতন্ত্র ও সাংবিধানিকভাবে রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনায় বিরোধী দলীয় নেতাদের আস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

এই প্রসঙ্গে ১৯৮১ সালের ২ জুন প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে সংবাদ যেসব মন্তব্য করে তার মধ্যে ছিল :

এক. জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জাতির সংকটজনক মুহূর্তে দল মত নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করার সরকারী উদ্যোগ সময়োচিত।

Dhaka University Institutional Repository

দুই. জাতীয় সংকটের মুহূর্তে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো সরকারের পাশে দাঁড়িয়ে প্রমাণ করেছে বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি হুমকি এলে ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থের কাছে তারা আবদ্ধ থাকে না।

তিন. গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য ভবিষ্যতেও সরকার ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে সুস্থ রাজনৈতিক ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।

১৯৮১ সালের ৩ জুন দৈনিক বাংলা আরো একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এই সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলার মন্তব্য:

এক. জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় গণতন্ত্র ও নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এই অবস্থা থেকে উত্তরণে রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে হবে। জনগণকে নির্ভুল পথ দেখাতে হবে।

দুই. সংকট থেকে উত্তরণের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে দলীয় স্বার্থকে পেছনে রেখে দেশের বৃহত্তর স্বার্থকে বড় করে দেখতে হবে।

চট্টগ্রামে সেনাবিদ্রোহ দমন করতে পারায় সশস্ত্র বাহিনীকে অভিনন্দন জানিয়ে ১৯৮১ সালের ৩ জুন প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে, চট্টগ্রামে সেনা বিদ্রোহ দমনে সশস্ত্র বাহিনী যে দেশপ্রেম, সচেতনতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও শৃঙ্খলাবোধের প্রমাণ দিয়েছে ইতিহাসে এর নজীর বিরল।

একই দিন ১৯৮১ সালের ৩ জুন এই প্রসঙ্গে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে :

এক. জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় চরম সংকটজনক মুহূর্তে সশস্ত্র বাহিনী ধৈর্য, সংযম, দেশপ্রেম ও শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় দিয়েছে। তাই জাতি রক্ষা পেয়েছে অনিবার্য বিপদ থেকে।

দুই. চরম সংকটের সময় সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা জাতির জন্য গর্বের বিষয় হয়ে থাকবে।

তিন. সশস্ত্র বাহিনীকে দেশের ঐক্য ও সংহতির শেষ ভরসাস্থল মনে করা হয় বলে জাতি তাদেরকে সকল কোন্দল ও দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে দেখতে চায়।

জিয়াউর রহমানের শেষকৃত্যের আনুষ্ঠানিকতা প্রসঙ্গে ১৯৮১ সালের ৩ জুন প্রকাশিত এক সম্পাদকীয় বাংলাদেশ অবজারভার মন্তব্য করে :

এক. জিয়াউর রহমানের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে অগণিত মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ছিল একটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা।

দুই. শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে অগণিত মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপস্থিত হয়ে মূলতঃ জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড-পরবর্তী দুই সপ্তাহের পত্রিকার আধেয় বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, উল্লিখিত সময়ে এই প্রসঙ্গে তিনটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদপত্র পাঠকদের এই তিনটি চিঠির বিষয়বস্তু ছিল ভিন্ন। বিষয়বস্তুগুলো ছিল:
এক. জিয়াউর রহমানের প্রতি বিশেষ সম্মাননা জানানো।
দুই. জিয়াউর রহমানের স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য করণীয়।
তিন. জিয়াউর রহমানের কর্ম ও আদর্শকে সমুন্নত রাখার আহ্বান।

জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড শীর্ষক এই ইস্যুর তথ্য বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, ১৯৮১ সালের ৩০ মে ভোরে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে সেনাবাহিনীর কিছু বিদ্রোহী সদস্যের হাতে নিহত হন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। এই হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরে উল্লিখিত হত্যাকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সংবাদপত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে উঠেছিল। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাসমূহে এই বিষয়ে প্রকাশিত খবরের সংখ্যা ও ট্রিটমেন্ট উভয় দিক থেকেই তা ছিল লক্ষণীয়।

শুধু খবরের ক্ষেত্রেই নয়, খবরের পাশাপাশি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোর সম্পাদকীয়তে ইস্যুটি গুরুত্ব লাভ করে। স্বাভাবিক নিয়মে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রের নির্দিষ্ট পাতায়। কিন্তু জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ইস্যুটি সংবাদপত্রে এতটাই গুরুত্ব লাভ করে যে এ সম্পর্কে প্রথম পৃষ্ঠায়ও সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। শুধু তাই নয়, এই বিষয়ে একইদিন একই পত্রিকায় একাধিক সম্পাদকীয় প্রকাশের নজিরও রয়েছে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোর সম্পাদকীয়তে জিয়াউর রহমানের এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় শোক ও দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে। পত্রিকাগুলো জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ তুলে ধরেছে। একইসঙ্গে এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির প্রতি আস্থা প্রকাশ করায় গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রগুলো স্বস্তি প্রকাশ করেছে। সার্বিকভাবে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোর পরস্পরের মধ্যে জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের ইস্যুতে সম্পাদকীয় নীতির কোনো অমিল দেখা যায়নি।

তথ্যসূত্র :

১. ড. মোহাম্মদ হাননান, *হাজার বছরের বাংলাদেশ : ইতিহাসের অ্যালবাম*, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫, পৃ. ১৬৩-১৬৪
২. *দৈনিক বাংলা*, ৩১ মে ১৯৮১, পৃ. ১
৩. *সংবাদ*, ৩১ মে ১৯৮১, পৃ. ১
৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩১ মে, ১৯৮১, পৃ. ১
৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৩১ মে ১৯৮১, পৃ. ১
৬. *দৈনিক বাংলা*, ৩১ মে ১৯৮১, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩১ মে, ১৯৮১ পৃ. ১
৮. *সংবাদ*, ৩১ মে ১৯৮১, পৃ. ১
৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৩১ মে ১৯৮১, পৃ. ১
১০. *দৈনিক বাংলা*, ৩১ মে ১৯৮১, পৃ. ১
১১. *সংবাদ*, ৩১ মে ১৯৮১, পৃ. ১
১২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৩১ মে ১৯৮১, পৃ. ১
১৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩১ মে ১৯৮১,পৃ. ১
১৪. *দৈনিক বাংলা*, ৩১ মে ১৯৮১, পৃ.১
১৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩১ মে ১৯৮১, পৃ. ১
১৬. *সংবাদ*, ৩১ মে ১৯৮১, পৃ. ১
১৭. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৩১ মে ১৯৮১, পৃ. ১
১৮. *দৈনিক বাংলা*, ৩১ মে ১৯৮১, পৃ. ১
১৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩১ মে ১৯৮১ পৃ. ১
২০. *সংবাদ*, ৩১ মে ১৯৮১ পৃ. ১
২১. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৩১ মে ১৯৮১ পৃ. ১
২২. *দৈনিক বাংলা*, ৩১ মে ১৯৮১ পৃ. ১
২৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩১ মে ১৯৮১ পৃ. ১
২৪. *সংবাদ*, ৩১ মে ১৯৮১ পৃ. ১
২৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৩১ মে ১৯৮১ পৃ. ১
২৬. *দৈনিক বাংলা*, ৩১ মে ১৯৮১ পৃ. ১
২৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩১ মে ১৯৮১ পৃ. ১
২৮. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৩১ মে ১৯৮১ পৃ. ১
২৯. *সংবাদ*, ৩১ মে ১৯৮১ পৃ. ১
৩০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩১ মে ১৯৮১ পৃ. ১
৩১. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৩১ মে ১৯৮১ পৃ. ১
৩২. *সংবাদ*, ৩১ মে ১৯৮১ পৃ. ১
৩৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩১ মে ১৯৮১ পৃ. ১
৩৪. *সংবাদ*, ৩১ মে ১৯৮১ পৃ. ১
৩৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৩১ মে ১৯৮১ পৃ. ১
৩৬. *দৈনিক বাংলা*, ৩১ মে ১৯৮১ পৃ. ১
৩৭. প্রাগুক্ত
৩৮. প্রাগুক্ত
৩৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩১ মে ১৯৮১ পৃ. ১
৪০. প্রাগুক্ত
৪১. প্রাগুক্ত
৪২. *সংবাদ*, ৩১ মে ১৯৮১ পৃ. ১
৪৩. প্রাগুক্ত
৪৪. প্রাগুক্ত
৪৫. *দৈনিক বাংলা*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
৪৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
৪৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
৪৮. *সংবাদ*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
৪৯. *দৈনিক বাংলা*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
৫০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
৫১. *সংবাদ*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
৫২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
৫৩. *দৈনিক বাংলা*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
৫৪. *সংবাদ*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
৫৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
৫৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
৫৭. *দৈনিক বাংলা*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
৫৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
৫৯. *সংবাদ*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
৬০. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
৬১. *দৈনিক বাংলা*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
৬২. *সংবাদ*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
৬৩. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
৬৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
৬৫. *দৈনিক বাংলা*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
৬৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
৬৭. *সংবাদ*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
৬৮. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
৬৯. *দৈনিক বাংলা*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
৭০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
৭১. *সংবাদ*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
৭২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
৭৩. *সংবাদ*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
৭৪. *দৈনিক বাংলা*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
৭৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
৭৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
৭৭. *দৈনিক বাংলা*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
৭৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
৭৯. *সংবাদ*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
৮০. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
৮১. *দৈনিক বাংলা*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
৮২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
৮৩. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
৮৪. *দৈনিক বাংলা*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
৮৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
৮৬. *সংবাদ*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
৮৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
৮৮. *সংবাদ*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

৮৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

৯০. *দৈনিক বাংলা*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

৯১. *সংবাদ*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

৯২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

৯৩. *দৈনিক বাংলা*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

৯৪. দৈনিক ইত্তেফাক, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

৯৫. প্রাগুক্ত

৯৬. *সংবাদ*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

৯৭. প্রাগুক্ত

৯৮. *সংবাদ*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

৯৯. প্রাগুক্ত

১০০. *সংবাদ*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১০১. প্রাগুক্ত

১০২. প্রাগুক্ত

১০৩. *দৈনিক বাংলা*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১০৪. দৈনিক ইত্তেফাক, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১০৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১০৬. *দৈনিক বাংলা*, ২ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১০৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১০৮. *সংবাদ*, ২ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১০৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১১০. *দৈনিক বাংলা*, ২ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১১১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১১২. *সংবাদ*, ২ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১১৩. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১১৪. *দৈনিক বাংলা*, ২ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১১৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১১৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১১৭. সংবাদ, ২ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১১৮. *দৈনিক বাংলা*, ২ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১১৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১২০. সংবাদ, ২ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১২১. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১২২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১২৩. সংবাদ, ২ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১২৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১২৫. *দৈনিক বাংলা*, ২ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১২৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১২৭. দৈনিক বাংলা, ২ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১২৮. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১২৯. *দৈনিক বাংলা*, ২ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১৩০. বাংলাদেশ অবজারভার, ২ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১৩১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১৩২. *সংবাদ*, ২ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১৩৩. প্রাগুক্ত

১৩৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১৩৫. *সংবাদ*, ২ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১৩৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১৩৭. দৈনিক ইত্তেফাক, ২ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১৩৮. *সংবাদ*, ২ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১৩৯. প্রাগুক্ত

১৪০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১৪১. প্রাগুক্ত

১৪২. প্রাগুক্ত

১৪৩. প্রাগুক্ত

১৪৪. প্রাগুক্ত

১৪৫. প্রাগুক্ত

১৪৬. প্রাগুক্ত

১৪৭. *দৈনিক বাংলা*, ২ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১৪৮. প্রাগুক্ত

১৪৯. প্রাগুক্ত

১৫০. *সংবাদ*, ২ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১৫১. *দৈনিক বাংলা*, ৩ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১৫২. *বাংলাদেশে অবজারভার*, ৩ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১৫৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১৫৪. *সংবাদ*, ৩ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১৫৫. *দৈনিক বাংলা*, ৩ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১৫৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১৫৭. সংবাদ, ৩ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১৫৮. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৩ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১৫৯. *দৈনিক বাংলা*, ৩ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১৬০. বাংলাদেশ অবজারভার, ৩ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১৬১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১৬২. *সংবাদ*, ৩ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১৬৩. *দৈনিক বাংলা*, ৩ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১৬৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১৬৫. *সংবাদ*, ৩ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১৬৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৩ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১৬৭. *সংবাদ*, ৩ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১৬৮. *দৈনিক বাংলা*, ৩ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১৬৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১৭০. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৩ জুন ১৯৮১, পৃ. ১

১৭১. *দৈনিক বাংলা*, ৩ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
১৭২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
১৭৩. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৩ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
১৭৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
১৭৫. *দৈনিক বাংলা*, ৩ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
১৭৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৩ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
১৭৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
১৭৮. *সংবাদ*, ৩ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
১৭৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৩ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
১৮০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
১৮১. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৩ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
১৮২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
১৮৩. *সংবাদ*, ৩ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
১৮৪. প্রাগুক্ত
১৮৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
১৮৬. *সংবাদ*, ৩ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
১৮৭. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৩ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
১৮৮. *দৈনিক বাংলা*, ৩ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
১৮৯. প্রাগুক্ত
১৯০. প্রাগুক্ত
১৯১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
১৯২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৩ জুন ১৯৮১, পৃ. ১
১৯৩. *দৈনিক বাংলা*, ৩১ মে ১৯৮১, পৃ. ১
১৯৪. *সংবাদ*, ৩১ মে ১৯৮১, পৃ. ৪
১৯৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৩১ মে ১৯৮১, পৃ. ৫
১৯৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ২
১৯৭. *দৈনিক বাংলা*, ১ জুন ১৯৮১, প. ৫
১৯৮. *দৈনিক বাংলা*, ২ জুন ১৯৮১, পৃ. ৫
১৯৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২ জুন ১৯৮১, পৃ. ৫
২০০. *দৈনিক বাংলা*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ৫
২০১. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১ জুন ১৯৮১, পৃ. ৫
২০২. *সংবাদ*, ২ জুন ১৯৮১, পৃ. ৪
২০৩. *দৈনিক বাংলা*, ৩ জুন ১৯৮১, পৃ. ৫
২০৪. প্রাগুক্ত
২০৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ জুন ১৯৮১, পৃ. ২
২০৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৩ জুন ১৯৮১, পৃ. ৫
২০৭. *দৈনিক বাংলা*, ৩ জুন ১৯৮১, পৃ. ৫
২০৮. *দৈনিক বাংলা*, ৯ জুন ১৯৮১, পৃ. ৫
২০৯. *দৈনিক বাংলা*, ১১ জুন ১৯৮১, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচ. জেল হত্যাকাণ্ড

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর পূর্ববর্তী সরকারের ভাইস-প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ও শিক্ষামন্ত্রী এ এইচ এম কামরুজ্জামানসহ আওয়ামী লীগের ২৬ জন নেতাকে ২৩ আগস্ট গ্রেফতার করা হয়। পরে ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর গভীর রাতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী, তাজউদ্দিন আহমদ এবং এ এইচ এম কামরুজ্জামানকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে সেলের ভেতরে গুলী করে হত্যা করা হয়। সংবাদপত্রে এই ঘটনার প্রতিফলন ঘটে।

রিপোর্ট:

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের পর পূর্ববর্তী আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রী, এমপি ও নেতাদের গ্রেফতারের ঘটনা ঘটে। ১৯৭৫ সালের ২৩ আগস্ট গ্রেফতার করা হয় আওয়ামী লীগের উচ্চ পর্যায়ের নেতাসহ ২৬ জনকে। পরদিন ২৪ আগস্ট সরকারী মুখপাত্রের বরাত দিয়ে এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে সাবেক উপরাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীসহ ২৬ জন গ্রেফতার'। এতে লেখা হয়:

> *দুর্নীতি, সমাজবিরোধী তৎপরতা, স্বজনপ্রীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে বিপুল সম্পদ ও সম্পত্তি হস্তগত করার অভিযোগে সামরিক আইনের বিধিমালার আওতায় সাবেক সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব মনসুর আলী, সাবেক উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, সাবেক মন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ, জনাব কোরবান আলী, জনাব আবদুস সামাদ আজাদ এবং কয়েকজন এমপিসহ মোট ২৬ জনকে গতকাল (শনিবার) গ্রেফতার করা হইয়াছে।*[১]

এই গ্রেফতারের ঘটনার এক সপ্তাহ পর দেশে রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে একটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়। ১৯৭৫ সালের ৩১ আগস্ট এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় বার্তা সংস্থা বিএসএস এর বরাত দিয়ে। এই খবরটি দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ'। এতে লেখা হয় :

> *প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদ গতকাল শনিবার জারিকৃত এক অর্ডিন্যান্সবলে কোন রাজনৈতিক দল গঠন, সংগঠন, প্রতিষ্ঠা বা আয়োজন অথবা উহার সদস্য হওয়ার অথবা অন্যভাবে উহার তৎপরতায় শরিক হওয়া অথবা কোনোভাবে উহার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। অর্ডিন্যান্সটিতে বলা হইয়াছে যে, এই বিধান লংঘন করিলে ৭ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড অথবা জরিমানা অথবা উভয়বিধ দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে।*[২]

রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণার দুদিন পর পূর্ববর্তী সরকারের বাকশাল গঠনের আদেশটি বাতিল করা হয়। ১৯৭৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর তথ্য বিবরণীর বরাত দিয়ে দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ গঠনের আদেশ বাতিল'। এতে লেখা হয়:

> *প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদ গত শনিবার এক আদেশবলে গত ফেব্রুয়ারী মাসে দেশে একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ঘোষণাকে বাতিল করিয়াছেন। সরকারী তথ্য বিবরণীতে বলা হয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৭-ক অনুচ্ছেদের (৬) দফাসহ পঠিতব্য (১) দফায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি ১৯৭৫ সালের ২৪ শে ফেব্রুয়ারী তারিখের এস আর ও ৮৮-এল নম্বর আদেশ প্রত্যাহার করিয়াছেন। রাষ্ট্রপতি অপর এক আদেশবলে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ গঠনের ঘোষণাকে বাতিল করিয়াছেন।*[৩]

দেশে রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণার মাসখানেক পরই আবার এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়া হয়। একই সঙ্গে জাতীয় নির্বাচনেরও ঘোষণা দেয়া হয়। ১৯৭৫ সালের ৪ অক্টোবর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আগামী ১৫ই আগস্ট রাজনৈতিক তৎপরতার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ॥ ১৯৭৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি জাতীয় নির্বাচন'। এই খবরে লেখা হয়:

> *জাতির উদ্দেশে প্রেসিডেন্ট বলেন: আমি ও আমার সরকার এবং গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের অধীনে নির্বাচিত সংসদের নির্ভেজাল পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। তাই আজ লায়লাতুল কদরের পরম পবিত্র রাত্রে করুণাময় আল্লাহতায়ালার অপার অনুগ্রহ ও দেশবাসীর শুভেচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের গণতান্ত্রিক অধিকার আমি ফিরাইয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি। এই সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৭৬ সালের ১৫ আগস্ট হইতে রাজনৈতিক তৎপরতা ও কাজ-কর্মের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হইবে এবং ১৯৭৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী প্রাপ্তবয়স্কদের বিশ্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সার্বভৌম পার্লামেন্ট গঠন ও পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার কায়েমের জন্য দেশব্যাপী জাতীয় নির্বাচন ইনশাআল্লাহ অনুষ্ঠিত হইবে।*[৪]

এর এক মাস পর ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী, তাজউদ্দিন আহমদ এবং এ এইচ এম কামরুজ্জামানকে একান্ত অসহায় অবস্থায় নিষ্ঠুরভাবে গুলী করে হত্যা করা হয়। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে এই খবর ১৯৭৫ সালের ৫ নভেম্বর গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠয় তিন কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয় । সংবাদে

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে সৈয়দ নজরুল মনসুর আলী তাজউদ্দিন কামরুজ্জামান নিহত'। এই খবরে লেখা হয়:

সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম, সাবেক প্রধানমন্ত্রী জনাব এম মনসুর আলী, সাবেক অর্থমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ এবং সাবেক শিক্ষামন্ত্রী জনাব এ এইচ এম কামরুজ্জামান গত রবিবার মধ্যরাতে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে নিহত হইয়াছেন (ইন্নালিল্লাহে----রাজেউন)। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর জেল সূত্র হইতে এই সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহাদের লাশ গত রাত্রে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে ময়না তদন্তের ব্যবস্থা করা হয়। ইহার পর গতকাল রাত্রি পৌনে দুইটার সময় আত্মীয়-স্বজনদের নিকট তাঁহাদের লাশ ফিরাইয়া দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, গত ১৫ই আগস্ট সরকার পরিবর্তনের পর তাঁহাদিগকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক রাখা হয়।[৫]

দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের হত্যাকাণ্ড তদন্তে বিচারবিভাগীয় কমিশন'[৬]। বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Probe ordered into Dacca jail murders.'[৭] সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'ঢাকা জেলের ঘটনার সাথে সেনাবাহিনীর সম্পর্ক নেই ॥ প্রেসিডেন্ট তিন সদস্যের তদন্ত কমিশন গঠন করেছেন'[৮]।

জেল হত্যাকাণ্ডের ঘটনা তদন্তের জন্য কমিশন গঠনের খবর আলাদা আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৭৫ সালের ৫ নভেম্বর। সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় খবরটি। খবরটির শিরোনাম ছিল: 'বিচারবিভাগীয় তদন্তের জন্য উচ্চ পর্যায়ের কমিশন গঠন'। এতে লেখা হয়:

গতকাল মঙ্গলবার গভীর রাত্রে প্রেসিডেন্টের এক ঘোষণায় বলা হয়, লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সম্প্রতি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে সংঘটিত জঘন্য অপরাধমূলক কার্যকলাপের সহিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জড়িত রহিয়াছে বলিয়া কতিপয় স্বার্থান্বেষী মহল গুজব রটাইয়া বেড়াইতেছে। অপরাধমূলক কার্যকলাপের সহিত সেনাবাহিনী যে কোনক্রমেই জড়িত ছিলেন না, সে কথা জনসাধারণকে পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। ঘোষণায় আরও বলা হয়: অনতিবিলম্বে ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্তের জন্য প্রেসিডেন্ট ৩ সদস্যের একটি কমিশন গঠন করিয়াছেন। কি অবস্থায় কিছু সংখ্যক দুস্কৃতকারীকে নিরাপদে দেশত্যাগ করিতে দেওয়া হয়, সে সম্পর্কেও কমিশন তদন্ত করিবেন বলিয়া প্রেসিডেন্টের ঘোষণায় উল্লেখ করা হয়।[৯]

জেল হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ১৯৭৫ সালের ৫ নভেম্বর অর্ধদিবস হরতালের ডাক দেয়া হয়। সরকারের পক্ষ থেকে এই হরতাল প্রত্যাহার করার আহ্বান জানানো হয়। হরতাল প্রত্যাহারের আহ্বান বিষয়ক এই খবর ১৯৭৫ সালের ৫ নভেম্বর দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভার আলাদা আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। তিনটি পত্রিকাই খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। খবরটি বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশন করে। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'হরতাল না করার আহ্বান'। এই খবরে লেখা হয়:

গতকাল শেষরাতে বাসস জানায়, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বিশিষ্ট ৪ জন ব্যক্তি নিহত হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে একটি গ্রুপ কর্তৃক আজ বুধবার অর্ধদিবস হরতাল পালনের আহ্বান সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেন যে, ঘটনাটি তদন্তের জন্য উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিশন গঠিত হইয়াছে। সুতরাং সরকার মনে করেন যে, হরতাল পালনের কোন যৌক্তিকতা আর নাই। উপরন্তু দেশে সামরিক আইন বলবৎ রহিয়াছে। সামরিক আইন অনুযায়ী হরতাল, ধর্মঘট, মিছিল, সমাবেশ নিষিদ্ধ। জনসাধারণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হইবে না বলিয়াই সরকার আশা করেন।[১০]

সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'হরতালের আর দরকার নেই'।[১১] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'No hartal today.'[১২]

সম্পাদকীয় :

জেল হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সম্পর্কে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায় সম্পাদকীয়ও প্রকাশিত হয়। সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদ। ১৯৭৫ সালের ৬ নভেম্বর উভয় পত্রিকায় এই সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'আমরা মর্মাহত'। এই সম্পাদকীতে লেখা হয়:

এই রহস্যজনক হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে তদন্ত কমিশন গঠন করিয়া সরকার সদ্বিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন। রাজনীতিতে উত্থান-পতন আছেই। কিন্তু রক্ত, মৃত্যু ও হত্যা এড়াইয়া চলিবার নীতিই সকল নীতির সেরা নীতি। সেই নীতির ব্যত্যয় ঘটে যেখানে, সেখানে মানবিক মূল্যবোধের অনেক কিছুই বিসর্জিত হয়। আমরা মনে করি, একটি বিশেষ পরিস্থিতি বিরাজমান থাকার ফলেই কারাগার-অভ্যন্তরে এই বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটিতে পারিয়াছে। বিচার বিভাগীয় তদন্তানুষ্ঠানের পর এই নৃশংস অপরাধের প্রকৃত তথ্য ও রহস্য উদঘাটিত হইবে বলিয়া আমরা আশাকরি এবং পরলোকগত সকলের রূহের মাগফেরাত কামনা ও তাহাদের পরিবারবর্গের প্রতি জানাই গভীর সমবেদনা।[১৩]

সংবাদে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের কোন কৈফিয়ত নেই, কোন সান্ত্বনা নেই। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসে এক কলংকজনক অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। ঢাকা জেলের হত্যাকাণ্ডে আরও এক ন্যক্কারজনক অধ্যায় সংযোজিত হল। এই চার নেতা শুধু মুজিব সরকারের মন্ত্রীই ছিলেন না, ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামেরও নায়ক ও পরিচালক। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশকে সামনে রেখে এঁরাই অস্থায়ী সরকার গঠন করে মুক্তিযুদ্ধকে সাফল্যের মঞ্জিলে পৌঁছে দিয়েছিলেন। কাজেই এঁদের হত্যাকারী জল্লাদরা যে গোটা বাংলাদেশেরই শত্রু, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। বন্দী অবস্থায় কারাগারের অভ্যন্তরে তালাবদ্ধ সেলে কোনরকম বিচার ছাড়াই এঁদের হত্যা করা আদিম যুগের বর্বরতাকেও হার মানিয়েছে।[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ :

উপরের তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এম মনসুর আলী, তাজউদ্দিন আহমদ এবং এ এইচ এম কামরুজ্জামানকে হত্যার ঘটনা জাতীয় জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকা সমূহে গুরুত্বের সঙ্গে এই খবর প্রকাশিত হয়। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত খবরের কাগজগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জেল হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ভোরে। যে কারণে হয়তো ঘটনার খবর ৪ নভেম্বর প্রকাশিত হতে পারেনি। প্রকাশিত হয়েছে ৫ নভেম্বর। জেল হত্যাকাণ্ড বিষয়ক খবরগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রধানত তিনটি বিষয়ে খবর প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো হচ্ছে:

এক. জাতীয় চার নেতার নিহত হওয়ার ঘটনা ।

দুই. হত্যাকাণ্ডের ঘটনা তদন্তে বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠনের খবর।

তিন. জেল হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে হরতাল না করার জন্য সরকারের আহ্বান।

জেল হত্যাকাণ্ডের ঘটনার খবর ১৯৭৫ সালের ৫ নভেম্বর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকাতেই প্রাধান্য বিস্তার করে। এই সংক্রান্ত খবরগুলো প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় এবং মূল খবরটিকে ভালো ট্রিটমেন্টও দেয়া হয়। মূল খবরটি দৈনিক বাংলা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। এই পত্রিকায় মূল খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে।

জেল হত্যাকাণ্ডের ঘটনার খবরের ধারাবাহিকতা খুঁজতে গেলে দেখা যায়, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ২৩ আগস্ট পূর্ববর্তী আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রী-এমপি ও উচ্চ পর্যায়ের নেতাসহ ২৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এই গ্রেফতারকৃতদের অন্যতম ছিলেন সাবেক সরকারের ভাইস প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম, সাবেক প্রধানমন্ত্রী জনাব এম মনসুর আলী, সাবেক অর্থমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ এবং সাবেক শিক্ষামন্ত্রী জনাব এ এইচ এম কামরুজ্জামান। ১৯৭৫ সালের ২৪ আগস্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই খবরে জানানো হয়, দুর্নীতি, সমাজ বিরোধী তৎপরতা, স্বজনপ্রীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে বিপুল সম্পদ ও সম্পত্তি হস্তগত করার অভিযোগে সামরিক আইনের বিধিমালার আওতায় সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এম মনসুর আলী, তাজউদ্দিন আহমদ এবং এ এইচ এম কামরুজ্জামানসহ ২৬ হন আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণার দুদিন পর পূর্ববর্তী সরকারের বাকশাল গঠনের আদেশ বাতিল করা হয়। ১৯৭৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই খবরে জানানো হয়, প্রেসিডেন্ট এক আদেশ বলে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠনের ঘোষণাকে বাতিল করেছেন।

বাকশাল গঠনের আদেশ বাতিলের মধ্য দিয়ে আবার দেশে বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু হওয়ার পথ সুগম হয়। শুধু তাই না, দেশে রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণার মাসখানেকের মধ্যেই আবার এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার ঘোষণার মধ্য দিয়ে দেশে বহুদলীয় রাজনৈতিক তৎপরতা শুরুর প্রত্যাশাও শুরু হয়। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের ঘোষণার খবর ১৯৭৫ সালের ৪ অক্টোবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয়, জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে প্রেসিডেন্ট পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৯৭৬ সালের ১৫ আগস্ট থেকে রাজনৈতিক তৎপরতার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছেন এবং একই সঙ্গে ১৯৭৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছেন।

প্রেসিডেন্টের এই ঘোষণার এক মাসের মধ্যেই ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে আওয়ামী লীগের চারজন গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় যা রাজনৈতিক অঙ্গনকে আবার বিরূপ পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দেয়। ১৯৭৫ সালের ৫ নভেম্বর এই হত্যাকাণ্ডের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় এবং এতে জানানো হয়, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে সাবেক ভাইস-প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ও শিক্ষামন্ত্রী এ এইচ এম কামরুজ্জামান নিহত হয়েছেন। তবে এই খবরে তাঁরা কিভাবে নিহত হয়েছেন সে তথ্য পরিবেশন করা হয়নি। একই দিন জেল হত্যাকাণ্ডের ঘটনা তদন্তের জন্য তদন্ত কমিশন গঠনের খবরে জানানো হয়, জেল হত্যাকাণ্ডের ঘটনা তদন্তের জন্য প্রেসিডেন্ট ৩ সদস্যের একটি বিচারবিভাগীয় কমিশন গঠন করেছেন। এই কমিশন একই সঙ্গে কি অবস্থায় কিছু সংখ্যক দুস্কৃতকারীকে নিরাপদে দেশ ত্যাগ করতে দেয়া হয় সে সম্পর্কেও তদন্ত করবে। এই খবরে আরো জানানো হয় যে, প্রেসিডেন্টের এক ঘোষণায় বলা হয়েছে, জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জেল হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সেনাবাহিনী জড়িত রয়েছে বলে গুজব রটানো হচ্ছে। অথচ এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সেনাবাহিনী কোনো ক্রমেই জড়িত নয়।

Dhaka University Institutional Repository

জেল হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ১৯৭৫ সালের ৫ নভেম্বর অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করা হয় এবং সরকার এই হরতাল প্রত্যাহারের আহ্বান জানায়। ১৯৭৫ সালের ৫ নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই খবরে জানানো হয়, যেহেতু জেল হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি তদন্তের জন্য একটি কমিশন গঠন করা হয়েছে, তাই সরকার মনে করে হরতাল পালনের কোনো যৌক্তিকতা এখন নেই।

জেল হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে গবেষাণার অন্তর্ভুক্ত দুটি পত্রিকা সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। পত্রিকা দুটি হচ্ছে দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদ। সম্পাদকীয়তে উভয় পত্রিকা মূলত দুটি বিষয়ে মন্তব্য করে। বিষয় দুটি ছিল:

এক. জেল হত্যাকাণ্ড জাতির জন্য একটি দুঃখজনক ঘটনা।

দুই. জেল হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে করণীয়।

জেল হত্যাকাণ্ড শীর্ষক এই ইস্যুর তথ্য বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে মর্মান্তিকভাবে নিহত হবার তিন মাসের কম সময়ের মধ্যে জেল হত্যাকাণ্ডের মত নৃশংস হত্যাকাণ্ড খুব স্বাভাবিকভাবেই সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে উঠেছিল। শুধু খবরের ক্ষেত্রেই নয়, খবরের পাশাপাশি সম্পাদকীয়তেও ইস্যুটি গুরুত্ব লাভ করে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোর সম্পাদকীয়তে জেল হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় একদিকে যেমন শোক ও দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে। অন্যদিকে এই হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে করণীয় সম্পর্কেও সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে। সার্বিকভাবে জেল হত্যাকাণ্ড ইস্যুতে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোর পরস্পরের মধ্যে সম্পাদকীয় নীতির অমিল দেখা যায়নি।

তথ্যসূত্র:

১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ.১
২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩১ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ.১
৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫, পৃ.১
৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ অক্টোবর ১৯৭৫, পৃ.১
৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ.১
৬. *দৈনিক বাংলা*, ৫ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ.১
৭. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৫ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ.১
৮. *সংবাদ*, ৫ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ.১
৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ.১
১০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ.১
১১. *সংবাদ*, ৫ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ.১
১২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৫ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ.১
১৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ.২
১৪. *সংবাদ*, ৬ নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ.৪

Dhaka University Institutional Repository

ছয়. ১৯৭৫ সাল-পরবর্তী আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার নেতৃত্ব গ্রহণ

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ১৯৭৬ সালের রাজনৈতিক দলবিধির আওতায় রাজনৈতিক দল হিসেবে নতুন করে অনুমোদন লাভ করে। পরবর্তী সময়ে বাকশাল প্রশ্নে মতবিরোধের প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি পক্ষের মত ছিল: বাকশাল গঠন করে আওয়ামী লীগ ভুল করেছিল। অপর পক্ষের মত ছিল: বাকশাল গঠন সঠিকই ছিল। এই দুইধারার মধ্যে যারা বাকশাল গঠন সঠিক ছিল বলে মত প্রকাশ করে তারা এক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনাকে দলের সভানেত্রীর দায়িত্ব অর্পণ করে। বঙ্গবন্ধু-হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে দীর্ঘ প্রবাস জীবন কাটিয়ে শেখ হাসিনা দেশে ফিরে দলের সভানেত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সংবাদপত্রে এই বিষয়ের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

রিপোর্ট:

১৯৭৬ সালের ৪ নভেম্বর রাজনৈতিক দলবিধি ১৯৭৬ এর আওতায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নতুন করে রাজনৈতিক দল হিসেবে অনুমোদন লাভ করে। ১৯৭৬ সালের ৫ নভেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আওয়ামী লীগের অনুমোদন লাভ'। এতে লেখা হয়:

> *বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক দল হিসেবে সরকারের অনুমোদন লাভ করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে দলের নেতৃবৃন্দের কাছে লিখিত এক পত্রে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক দলবিধির শর্তাবলী পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে বলে জানানো হয়।*[১]

অনুমোদন লাভের পাঁচ মাস পর আওয়ামী লীগের জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠানের একটি খবর প্রকাশিত হয়। খবরটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালের ৫ এপ্রিল। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বেগম জওরা তাজউদ্দিন আওয়ামী লীগের আহ্বায়িকা'। এই খবরে লেখা হয়:

> সোমবার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দুদিনব্যাপী জাতীয় কাউন্সিল অধিবেশন সমাপ্ত হয়েছে। প্রস্তুতি কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক মোল্লা জালালউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে সমাপনী অধিবেশনে বেগম জওরা তাজউদ্দিনকে আহ্বায়িকা করে ৪৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠনের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হয়।[২]

পরবর্তীতে আবদুল মালেক উকিল আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব লাভ করেন। তিনি ১৯৭৮ সালের ২১ মার্চ দলের কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন। ১৯৭৮ সালের ২২ মার্চ এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি শেষ পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ঘরোয়া রাজনীতি'। এই খবরে লেখা হয়:

> *আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আবদুল মালেক উকিল মঙ্গলবার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের ২৭ জন সদস্যের নাম ঘোষণা করেন। তিনি জানান যে, পরে কেন্দ্রীয় কমিটির ১১ জন মনোনীত সদস্যের নাম ঘোষণা করা হবে।*[৩]

তবে আবদুর মালেক উকিলের এই নাম ঘোষণাকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের মধ্যে বিভেদ দেখা দেয়। ১৯৭৮ সালের ২৪ মার্চ সংবাদপত্রে দুই পক্ষের বিবৃতিতে এ তথ্য প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'মালেক উকিল ও রাজ্জাকের বিবৃতি-পাল্টা বিবৃতি'। এই খবরে লেখা হয়:

> *আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আবদুল মালেক উকিল গতকাল এক বিবৃতিতে দলের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুর রাজ্জাক এবং সহ-সভানেত্রী বেগম জোহরা তাজউদ্দিন কর্তৃক ওয়ার্কিং কমিটিতে ৬৩ জন সদস্যের নাম ঘোষণায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, তাদের এই কার্যক্রম সম্পূর্ণ অবৈধ, গঠনতন্ত্র বিরোধী এবং দুর্ভাগ্যজনক।* রাজ্জাকের বিবৃতি: আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুর রাজ্জাক এক বিবৃতিতে দলের নির্বাহী সংসদের সদস্যদের নাম ঘোষণার ব্যাপারে দলীয় প্রধান জনাব আবদুল মালেক উকিলের বিরুদ্ধে দলের সিদ্ধান্ত ভঙ্গের অভিযোগ এনে তার সমালোচনা করেছেন।[৪]

অবশ্য পরবর্তী দুই সপ্তাহের মধ্যে আওয়ামী লীগের দলীয় নেতাদের এ ব্যাপারে আপোস হয়ে যায়। ১৯৭৮ সালের ১০ এপ্রিল সংবাদপত্রে এই আপোস হওয়ার খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আওয়ামী লীগে সমঝোতা'। এই খবরে লেখা হয়:

> *আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আবদুল মালেক উকিলের ঘোষিত ২৭ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদে সাতজন নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আপোস ফর্মুলা হিসেবে উক্ত ৭ জন নতুন সদস্যের অন্তর্ভুক্তির ফলে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদের সদস্য সংখ্যা ৪৭ হতে ৫৪তে উন্নীত হলো।*[৫]

আওয়ামী লীগে এই বিভেদ ও সমঝোতার রেশ কাটতে না কাটতেই সংগঠনের অভ্যন্তরে আরেক বিতর্কের সূচনা হয়। ১৯৭৮ সালের ২৬ মে তারিখে সাপ্তাহিক বিচিত্রার ৭ বর্ষ ২য় সংখ্যায় আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরীর একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। এর শিরোনাম ছিল: 'আমরা বাকশাল করে ভুল করেছিলাম'। এই সাক্ষাৎকারে মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেন:

Dhaka University Institutional Repository

আমরা যে চতুর্থ সংশোধনী দিয়েছি, তার আগে আমাদের একটা গণভোট নেয়া উচিত ছিল। এবং আমি বিশ্বাস করি, বঙ্গবন্ধু চেষ্টা করলে সেটা গণভোটে পাশ করতে পারতেন। সেজন্যেই আমি ক্ষমা চেয়েছি। সাংগঠনিকভাবে ক্ষমা চাইতে হলে তার দায়িত্ব বর্তাবে প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারীর ওপর। তবে আমি বলব, আমি চতুর্থ সংশোধনী বিরোধী এবং বাকশাল বিরোধী। আমরা বাকশাল করে ভুল করেছি।[৬]

পরে ১৯৭৮ সালের জুনে আওয়ামী লীগ নির্বাহী সংসদের সভায় বাকশাল ইস্যুটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করে। ১৯৭৮ সালের ১১ জুন থেকে সপ্তাহ জুড়ে এই সভা চলে। প্রতিদিনই এই সভার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ১৯৭৮ সালের ১২ জুন দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আওয়ামী লীগ নির্বাহী সংসদের সভা অব্যাহত'। এই খবরে লেখা হয়:

নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি ও সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনার পর রোববার আওয়ামী লীগ নির্বাহী সংসদের বর্ধিত সভা আজ সোমবার সকাল ১০টা পর্যন্ত মুলতবী ঘোষণা করা হয়েছে। সাংগঠনিক জেলা কমিটির শতাধিক কর্মকর্তার মধ্যে গতকালের সভায় ২০ জন তাদের রিপোর্ট পেশ করেন বলে দলীয় সূত্রে জানানো হয়। রিপোর্ট পেশকালে বিভিন্ন সাংগঠনিক জেলার কর্মকর্তাগণ শেখ মুজিব কর্তৃক বাকশাল গঠনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের পরস্পরবিরোধী বক্তব্য ও মন্তব্য সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন বলে জানা গেছে।[৭]

১৯৭৮ সালের ১২ জুন আওয়ামী লীগ নির্বাহী সংসদের বর্ধিত সভার দ্বিতীয় দিনে কেন্দ্রীয় নেতারা বাকশাল ইস্যুর পক্ষে-বিপক্ষে সরাসরি বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। ১৩ জুন এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত খবরের শিরোনাম ছিল: 'আওয়ামী লীগ : বাকশাল নিয়ে মত বিরোধ'। এই খবরে লেখা হয় :

আওয়ামী লীগ নির্বাহী সংসদের বর্ধিত সভায় গতকাল দ্বিতীয় দিনেও বাকশালী রাজনীতির পক্ষে এবং বিপক্ষে বক্তব্য প্রদান অব্যাহত থাকে। গতকালের সভায় দলের সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন আহমদ, সাধারণ সম্পাদক আবদুর রাজ্জাক, সাংগঠনিক সম্পাদক তোফায়েল আহমদ প্রমুখ শেখ মুজিবের দ্বিতীয় বিপ্লব স্বার্থক করার উদ্দেশ্যে বাকশালী ধারার রাজনীতির সমর্থনে জোরালো বক্তব্য রাখেন বলে জানা গেছে। অন্যপক্ষে দলের সহ-সভাপতি মতিউর রহমান, কেন্দ্রীয় কমিটির প্রবীণ সদস্য ময়েজউদ্দিন আহমদ, আজিজুর রহমান আক্কাস প্রমুখ বাকশালী রাজনীতির বিপক্ষে বক্তব্য রাখেন।[৮]

বাকশাল প্রশ্নে কোনো রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণ ছাড়াই ১৯৭৮ সালের ১৩ জুন আওয়ামী লীগ নির্বাহী সংসদের বর্ধিত সভা মুলতবী ঘোষণা করা হয়। ১৯৭৮ সালের ১৪ জুন এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আওয়ামী লীগ সভা : মত বিরোধ না মিটলে কাউন্সিল ডাকা হতে পারে'। এই খবরে লেখা হয়:

কোনো রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণ ছাড়াই গতকাল তৃতীয় দিনেও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাহী সংসদের বর্ধিত সভা মুলতবী ঘোষণা করা হয়। রুদ্ধদ্বার কক্ষে অনুষ্ঠিত গতকালের সভায়ও বাকশাল গঠনের পক্ষে এবং বিপক্ষে বক্তব্য প্রদান অব্যাহত থাকে বলে সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট মহল হতে জানা গেছে। বিভিন্ন সাংগঠনিক জেলার কর্মকর্তাগণ তাদের রিপোর্টে কোন প্রকার রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণের আগে দলের সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণ করার জন্য কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের পরস্পর বিরোধী বক্তব্যের সমালোচনা করেন।[৯]

১৯৭৮ সালের ১৪ জুন আওয়ামী লীগ নির্বাহী সংসদের বর্ধিত সভার চতুর্থ দিনে দলের প্রবীন নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরী বাকশাল গঠন ও একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েমের সমালোচনা করে পুনরায় উল্লেখ করেন যে, বাকশাল গঠন করে আওয়ামী লীগ ভুল করেছিল। ১৯৭৮ সালের ১৫ জুন এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: ' মিজানুর রহমান চৌধুরী : বাকশাল গঠন করে আওয়ামী লীগ ভুল করেছিল'। এই খবরে লেখা হয়:

প্রবীন আওয়ামী লীগ নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরী বাকশাল গঠন ও একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েমের তীব্র সমালোচনা করে পুনরায় উল্লেখ করেছেন যে, বাকশাল গঠন করে আওয়ামী লীগ ভুল করেছিল। গতকাল বুধবার আওয়ামী লীগ নির্বাহী সংসদের বর্ধিত সভার চতুর্থ দিনে তার দীর্ঘ বক্তব্যে জনাব চৌধুরী একদলীয় শাসন ব্যবস্থাকে স্বৈরতান্ত্রিক হিসেবে অভিহিত করেন বলে দলের ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে জানা গেছে।[১০]

১৯৭৮ সালের ১৬ জুন আওয়ামী লীগ নির্বাহী সংসদের বর্ধিত সভা শেষ হয়। এই সভায় গৃহীত প্রস্তাবের খবর প্রকাশিত হয় ১৭ জুনের সংবাদপত্রে। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আওয়ামী লীগের প্রস্তাব : বাকশাল গঠন সঠিক ছিল'। এই খবরে লেখা হয়:

আওয়ামী লীগ কার্যকরী সংসদের গত ১৫ এবং ১৬ জুন অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত প্রস্তাবে ১৯৭৫ সালে দেশে একটি মাত্র জাতীয় দল অর্থাৎ 'বাকশাল' গঠনকে তখনকার অবস্থার প্রেক্ষিতে সঠিক এবং নির্ভুল বলে উল্লেখ করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার মাধ্যমে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে আওয়ামী লীগ এখন পুনরায় সংসদীয় গণতন্ত্র কামনা করে।[১১]

পরবর্তীতে বাকশাল ইস্যুকে কেন্দ্র করেই আওয়ামী লীগ দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আওয়ামী লীগের যে অংশ বাকশাল গঠন সঠিক ছিল বলে মনে করে তারা আওয়ামী লীগ (মালেক) হিসেবে পরিচিত হয়। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের যে অংশ বাকশাল গঠন ভুল ছিল বলে মনে করেন তারা আওয়ামী লীগ (মিজান) হিসেবে পরিচিত হয়। তবে পরবর্তী সময় ১৯৮৩ সালের ২৭ নভেম্বর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের পৃষ্ঠপোষকতায় নতুন রাজনৈতিক দল 'জনদল' গঠিত হলে মিজানুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের গ্রুপটি জনদলের সঙ্গে একীভূত হয়। ১৯৮৩ সালের ২৮ নবেম্বর সংবাদপত্রে এ সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হয়।[১২] অপর দিকে আবদুল মালেক উকিলের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ মালেক গ্রুপ মূলধারা হিসেবে বহাল থাকে।

১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারিতে আওয়ামী লীগ (মালেক) এর কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। এই কাউন্সিলে শেখ হাসিনাকে দলীয় সভানেত্রী করা হয়। তিনদিন ব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয় ১৯৮১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি। ১৫ ফেব্রুয়ারি কাউন্সিল অধিবেশন শুরুর খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আওয়ামী লীগের (মালেক) কাউন্সিল অধিবেশন শুরু'। এতে লেখা হয়:

> *বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (মালেক) এর কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয়েছে গতকাল থেকে। সাত ঘন্টা স্থায়ী উদ্বোধনী অধিবেশন দলকে ঐক্যবদ্ধ রাখার আহ্বান জানিয়ে শেষ হয়। আজ রোববার সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে 'যোগ্য নেতৃত্বের রূপরেখা' নির্ধারণের জন্যে দলের কাউন্সিলর-ডেলিগেটরা বসছেন হোটেল ইডেনে।*[১৩]

১৯৮১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ছিল আওয়ামী লীগ (মালেক)এর কাউন্সিল অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন। ১৬ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র সংশোধন : ভাঙ্গন রোধের শেষ চেষ্টা'। এতে লেখা হয়:

> *হোটেল ইডেনের প্যান্ডেলের ভেতরে ঐক্যের আহ্বান আর বাইরে রাস্তায় শ্লোগান-পাল্টা শ্লোগানের মধ্য দিয়ে গতকাল আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন অতিবাহিত হয়। গতকালের অধিবেশনে দলের গঠনতন্ত্রে সংশোধনীও গৃহীত হয়।*[১৪]

১৯৮১ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ (মালেক) এর কাউন্সিল অধিবেশনের শেষ দিন শেখ হাসিনাকে দলের সভানেত্রী নির্বাচন করা হয়। ১৭ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের (মালেক) সভানেত্রী'। এই খবরে লেখা হয়:

> *শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ কন্যা হাসিনা শেখ আওয়ামী লীগ (মালেক) এর সভানেত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি বিদেশে থাকায় সভাপতিমণ্ডলীর সর্বজ্যেষ্ঠ সদস্য আবদুল মালেক উকিল কার্যকরী সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।*[১৫]

শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী নির্বাচিত হওয়ার তিন মাস পর ভারত থেকে দেশে ফিরেন। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত শেখ হাসিনাকে নিয়ে সংবাদপত্রে বেশ কিছু সংখ্যক খবর প্রকাশিত হয়। ভারতের নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা এএফপির বরাত দিয়ে একটি খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'দেশে কবে ফিরব ঠিক করিনি : হাসিনা'। এই খবরে লেখা হয়:

> *বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত সভানেত্রী ও শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠাকন্যা শেখ হাসিনা ওয়াজেদ আজ (১৮ ফেব্রুয়ারি) তার পিতার হত্যাকারীদের বিচার দাবী করেছেন। সভানেত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর এএফপিকে দেয়া প্রথম সাক্ষাৎকারে হাসিনা বলেন, একটি দেশের প্রেসিডেন্টের হত্যাকারীদের অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে। শুধু বাংলাদেশের জনগণের কাছেই নয়, বিশ্বের কাছেও তা গুরুত্বপূর্ণ।*[১৬]

ভারতের নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এক খবর ১৯৮১ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত : হাসিনা'। এই খবরে লেখা হয়:

> *বাসস'র সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ৩৩ বছর বয়স্কা চশমা পরিহিতা হাসিনা বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের দুঃখজনক ঘটনা ও আমাদের দেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলী আমাকে হতবাক করে দেয়। তিনি বলেন, রাজনীতি আমার রক্তে। জন্ম থেকেই আমি এক ঘটনাবহুল রাজনৈতিক পরিবেশে লালিত। কিন্তু কোনদিনই রাজনৈতিক দায়িত্ব গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করিনি।*[১৭]

শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে কথা বলার জন্য আওয়ামী লীগের (হাসিনা) আটজন নেতা ১৯৮১ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি নয়াদিল্লীর উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আওয়ামী লীগ নেতাদের দিল্লী যাত্রা'। এই খবরে লেখা হয়:

> *আওয়ামী লীগের (হাসিনা) প্রেসিডিয়াম ও সেক্রেটারীয়েটের আটজন সদস্য গতকাল বিকেলে থাই বিমানযোগে নয়াদিল্লী গেছেন। দলের নবনির্বাচিত সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা তাদের সফরের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে বিমান বন্দরে সাধারণ সম্পাদক আবদুর রাজ্জাক সাংবাদিকদের জানান।*[১৮]

১৯৮১ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি নয়াদিল্লীতে শেখ হাসিনার সঙ্গে আওয়ামী লীগের শীর্ষনেতাদের বৈঠক হয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি বার্তা সংস্থা বিএসএস এর বরাত দিয়ে এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'দিল্লীতে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের বৈঠক'। এই খবরে লেখা হয়:

> *শীর্ষ স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ আজ (২৫ ফেব্রুয়ারি) দলের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান শেখ হাসিনা ওয়াজেদের সঙ্গে তার বাসভবনে তিনঘন্টাব্যাপী বৈঠকে মিলিত হন। নেতৃবৃন্দ গতরাতে এখানে এসেছেন। শেখ হাসিনা বাসস'র নয়াদিল্লী প্রতিনিধিকে বলেন যে, আমরা প্রধানত সাংগঠনিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেছি।*[১৯]

শেখ হাসিনার দেশে ফেরা প্রসঙ্গে সে সময়ের তথ্যমন্ত্রীর বক্তব্যভিত্তিক এক খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি। বার্তাসংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবর দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'হাসিনা যখন ইচ্ছা ফিরতে পারেন : তথ্যমন্ত্রী'। এই খবরে লেখা হয়:

Dhaka University Institutional Repository

মিসেস শেখ হাসিনা ওয়াজেদ তার বাংলাদেশী পাসপোর্ট নিয়ে যখন ইচ্ছা বাংলাদেশে ফিরতে পারেন। ১৯৭৫ সালের শেষের দিক থেকে মিসেস হাসিনা তার স্বামীর সঙ্গে ভারতে বসবাস করছেন। বাসস'র খবরে প্রকাশ, মিসেস শেখ হাসিনার নয়াদিল্লী থেকে প্রস্তাবিত প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে মন্তব্য করতে বলা হলে তথ্যমন্ত্রী শামসুল হুদা চৌধুরী শুক্রবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) ঢাকায় একথা বলেন।[২০]

দিল্লীতে শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক করে আওয়ামী লীগের শীর্ষনেতারা ১৯৮১ সালের ৩ মার্চ দেশে ফিরেন। পরদিন ৪ মার্চ তাদের দেশে ফেরার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'হাসিনা ফিরবেন– কবে তা ঠিক নেই'। এই খবরে লেখা হয়:

দুজন বাদে দিল্লী থেকে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম ও সেক্রেটারীয়েটের ৬ জন সদস্য গতকাল দিল্লী থেকে ঢাকা ফিরেছেন। তারা সেখানে দলের নবনির্বাচিত সভানেত্রীর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব অর্পণ করে এসেছেন। ফিরে এসে নেতৃবৃন্দ জানান যে, শেখ হাসিনা বাংলাদেশে ফিরে আসবেন বলে কথা দিয়েছেন। তবে সভানেত্রী কবে আসবেন তা নেতাদেরকে নির্দিষ্ট করে বলেননি।[২১]

শেখ হাসিনা ১৯৮১ সালের ১৭ মে ঢাকা ফিরে আসেন। তাকে নিয়ে আসার জন্য আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর দুজন সদস্য ১৯৮১ সালের ১২ মে দিল্লীর উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন। ১৩ মে বার্তাসংস্থা বিএসএস এর বরাত দিয়ে এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'হাসিনাকে আনতে কোরবান আলী ও সামাদ আজাদ দিল্লী গেছেন'। এই খবরে লেখা হয়:

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের (হাসিনা) সভানেত্রী শেখ হাসিনা আগামী ১৭ই মে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করবেন। দলীয় সভানেত্রীকে ঢাকায় নিয়ে আসার জন্য দলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য কোরবান আলী ও আবদুস সামাদ আজাদ মঙ্গলবার (১২ মে) দুপুরে নয়াদিল্লী রওয়ানা হয়ে গেছেন। গতকাল দিল্লী থেকে বাসস'র দেয়া খবরে বলা হয়, ঢাকা থেকে দিল্লীতে আগত আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য আবদুস সামাদ আজাদ ও কোরবান আলী দিল্লী পৌঁছে বিমানবন্দর থেকে সোজা শেখ হাসিনার বাসভবনে যান।[২২]

অবশেষে ১৯৮১ সালের ১৭ মে শেখ হাসিনা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন এবং এই খবর ১৮ মে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সব কটি পত্রিকায় গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। মূল খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে সংবাদ। এই পত্রিকায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'ঢাকায় শেখ হাসিনা ॥ বিমান বন্দরে লাখো জনতার প্রাণখোলা সংবর্ধনা'। এই খবরে লেখা হয়:

দীর্ঘ ছ' বছর বিদেশে অবস্থানের পর জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠকন্যা, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ গতকাল সতেরই মে বাংলাদেশে ফিরে এসেছেন। লাখো জনতা অকৃপণ প্রাণঢালা অভ্যর্থনার মধ্য দিয়ে বরণ করে নেন তাদের নেত্রীকে।[২৩]

দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারে শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মূল খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'ঢাকায় শেখ হাসিনা : বিমানবন্দরে সংবর্ধনা'।[২৪] দৈনিক ইত্তেফকে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'সংবর্ধনা সভায় শেখ হাসিনা বলেন : আসুন, আবার আমরা এক হই'।[২৫] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'Hasina accorded warm welcome'.[২৬]

শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বিষয়ক মূল খবর ছাড়াও সংবাদ প্রাসঙ্গিক আরো দুটো খবর প্রকাশ করে। এই খবর দুটোর বিষয়বস্তু ছিল:

এক. স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর গণসংবর্ধনায় শেখ হাসিনার বক্তব্য।

দুই. শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের প্রেক্ষাপটে ঢাকা মহানগরীর পরিস্থিতি।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর গণসংবর্ধনায় শেখ হাসিনার বক্তব্যভিত্তিক খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরটির শিরোনাম ছিল: 'সব হারিয়ে আমি আপনাদের কাছে এসেছি'। এই খবরে লেখা হয়:

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর শেরেবাংলা নগরে আয়োজিত গণসংবর্ধনায় ভাষণদানকালে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বঙ্গবন্ধু ঘোষিত দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জীবন উৎসর্গ করে দিতে চাই। আমার আর কিছু পাবার নেই। সব হারিয়ে আমি আপনাদের কাছে এসেছি আপনাদের ভালোবাসা নিয়ে।[২৭]

অন্যদিকে শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের প্রেক্ষাপটে ঢাকা মহানগরীর পরিস্থিতি বিষয়ক খবরটিও প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরটির শিরোনাম ছিল: 'ঢাকা মিছিলের নগরে পরিণত হয়েছিল'। এই খবরে লেখা হয়:

রাজধানী ঢাকা গতকাল মিছিলের শহরে পরিণত হয়েছিল। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মিছিল। শুধু মিছিল আর মিছিল। প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টিও মিছিলের গতি রোধ করতে পারেনি। শ্লোগানেও পড়েনি ভাটা। লাখো কণ্ঠের শ্লোগান নগরীকে প্রকম্পিত করেছে। গতকালের ঢাকা ৯ বছর আগের কথাই বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারী। যেদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে স্বদেশে এসেছিলেন।[২৮]

দৈনিক বাংলা শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মূল খবর ছাড়াও প্রাসঙ্গিক আরেকটি খবর প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলার কোলকাতা প্রতিনিধির পাঠানো এই খবরটিও প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরটির শিরোনাম ছিল: 'কোলকাতায় শেখ হাসিনা'। এই খবরে লেখা হয়:

শেখ হাসিনা ওয়াজেদ বলেছেন, ভারতের সংবাদপত্র তাকে যে সহযোগিতা দিয়েছে তিনি তার বিশেষ মূল্য দেন। এ প্রসঙ্গে অন্যান্য দেশের সংবাদপত্রের সহযোগিতার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। কিন্তু আর কোন দেশের নাম উল্লেখ করেননি। শনিবার রাতে দমদম বিমানবন্দরে এক বিবৃতিতে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, বঙ্গবন্ধুর নীতির প্রতি আমি নিষ্ঠাবান থাকবো, তার অসমাপ্ত কাজ এগিয়ে নিয়ে যাব।[২৯]

Dhaka University Institutional Repository

প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ:

উপরের তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে নতুনভাবে সংগঠিত হতে হয়েছে। 'রাজনৈতিক দলবিধি ১৯৭৬' এর আওতায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে রাজনৈতিক দল হিসেবে নতুন করে সরকারের অনুমোদন লাভ করতে হয় ১৯৭৬ সালে। পরবর্তীতে বাকশাল প্রশ্নে আওয়ামী লীগ দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৮১ সালে এই দলের মূলধারাটির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন শেখ হাসিনা। ১৯৭৬ সালে আওয়ামী লীগ নতুনভাবে সংগঠিত হওয়া থেকে শুরু করে ১৯৮১ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্ব গ্রহণ ও দেশে ফিরে আসা পর্যন্ত পাঁচ বছর সময়ে সংবাদপত্রে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক ঘটনাসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, উল্লিখিত বিষয়ে প্রধানত পাঁচ ধরনের খবর প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো হচ্ছে:

এক. রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের সরকারী অনুমোদন লাভ।
দুই. নতুনভাবে আওয়ামী লীগের সংগঠিত হওয়া।
তিন. বাকশাল প্রশ্নে আওয়ামী লীগে বিভেদ সৃষ্টি ও দুটি ধারায় বিভক্তি।
চার. শেখ হাসিনা কর্তৃক আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ।
পাঁচ. শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।

উপরোক্ত বিষয় সমূহের খবরগুলো গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায় বেশ গুরুত্ব লাভ করে। প্রায় সব খবরই প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছে। প্রথম পৃষ্ঠায় লীড আইটেম হিসেবেও সংশ্লিষ্ট খবর প্রকাশিত হয়েছে।

বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ১৯৭৬ সালের ৪ নভেম্বর 'রাজনৈতিক দলবিধি ১৯৭৬' এর আওতায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নতুন করে রাজনৈতিক দল হিসেবে সরকারের অনুমোদন লাভ করে। ৫ নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, রাজনৈতিক দলবিধি অনুযায়ী আওয়ামী লীগ সরকারের অনুমোদন লাভ করেছে। অনুমোদন লাভের পর আওয়ামী লীগ নতুন করে সংগঠিত হতে শুরু করে। অনুমোদন লাভের পাঁচ মাস পর ১৯৭৭ সালের ৫ এপ্রিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে জানানো হয়, আওয়ামী লীগের দুদিনব্যাপী কাউন্সিলের সমাপনী অধিবেশনে বেগম জওরা তাজউদ্দিনকে আহ্বায়িকা করে ৪৫ সদস্য বিশিষ্ট সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

পরবর্তীতে আবদুল মালেক উকিল আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব লাভ করেন। ১৯৭৮ সালের ২২ মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে জানানো হয়, আবদুল মালেক উকিল কার্যনির্বাহী সংসদের ২৭ জন সদস্যের নাম ঘোষণা করেছেন। তবে আবদুল মালেক উকিলের এই নাম ঘোষণাকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের মধ্যে বিভেদ দেখা দেয়। ১৯৭৮ সালের ২৪ মার্চ সংবাদপত্রে আওয়ামী লীগের দুটি পক্ষের পরস্পর বিরোধী বিবৃতিতে এই তথ্য প্রকাশিত হয়। বিবৃতিভিত্তিক এই খবরে জানানো হয়, আবদুল মালেক উকিল দাবি করেছেন গঠনতন্ত্র অনুযায়ী দলের সভাপতি হিসেবে আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে ২৭ জন সদস্যের মনোনয়ন এবং তাদের নাম ঘোষণার এখতিয়ার একমাত্র তারই রয়েছে। অন্যদিকে দলের সাধারণ সম্পাদক আবদুর রাজ্জাক নির্বাহী সংসদের সদস্যদের নাম ঘোষণার ব্যাপারে আবদুল মালেক উকিলের বিরুদ্ধে দলের সিদ্ধান্ত ভঙ্গের অভিযোগ করেছেন। অবশ্য দুই সপ্তাহের মধ্যে আওয়ামী লীগের দলীয় নেতাদের এই ব্যাপারে আপোস হয়ে যায়। ১৯৭৮ সালের ১০ এপ্রিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে জানানো হয়, আওয়ামী লীগ সভাপতি আবদুল মালেক উকিল ও সাধারণ সম্পাদক আবদুর রাজ্জাক যুক্তবিবৃতিতে জানিয়েছেন যে, তারা সংগঠনের মধ্যে সকল ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে ঐক্যমতে পৌঁছেছেন।

আওয়ামী লীগের এই বিভেদ ও সমঝোতার রেশ কাটতে না কাটতেই দেড় মাসের মধ্যেই দলের অভ্যন্তরে আরেক বিতর্কের সূচনা হয় এবং যে বিতর্ক শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগকে দুটি ধারায় বিভক্ত করে। ১৯৭৮ সালের ২৬ মে সাপ্তাহিক বিচিত্রার ৭ বর্ষ ২য় সংখ্যায় আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরী এক সাক্ষাৎকারে বলেন, বাকশাল গঠন করে আওয়ামী লীগ ভুল করেছিল। পরে ১৯৭৮ সালের জুনে আওয়ামী লীগ নির্বাহী সংসদের সপ্তাহব্যাপী সভায় বাকশাল ইস্যু নিয়ে বিতর্ক গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করে। ১৯৭৮ সালের ১২ জুন সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, ঐ সভায় সাংগঠনিক জেলা কমিটির রিপোর্ট পেশকালে বিভিন্ন জেলার নেতারা বাকশাল গঠন প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় নেতাদের পরস্পর বিরোধী বক্তব্য সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। ১৯৭৮ সালের ১৩ জুন সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, বর্ধিত সভার দ্বিতীয় দিনে কেন্দ্রীয় নেতারা বাকশাল ইস্যুর পক্ষে-বিপক্ষে সরাসরি বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৭৮ সালের ১৪ জুন সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, বিভিন্ন সাংগঠনিক জেলার কর্মকর্তারা তাদের রিপোর্টে কোনো প্রকার রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণের আগে বাকশাল প্রশ্নে সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণ করার জন্য কেন্দ্রীয় নেতাদের ওপর চাপ দেন। ১৯৭৮ সালের ১৫ জুন সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, বর্ধিত সভার চতুর্থ দিনে দলের প্রবীণ নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরী পুনরায় উল্লেখ করেন, বাকশাল গঠন করে

আওয়ামী লীগ ভুল করেছিল। ১৯৭৮ সালের ১৬ জুন বর্ধিত সভা শেষ হয় এবং ১৭ জুন সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, সভায় গৃহীত প্রস্তাবে ১৯৭৫ সালে দেশে একটি মাত্র জাতীয় দল অর্থাৎ বাকশাল গঠনকে তখনকার অবস্থার প্রেক্ষিতে সঠিক এবং নির্ভুল ছিল বলে উল্লেখ করা হয়। একই সঙ্গে ঐ প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়, বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ এখন পুনরায় সংসদীয় গণতন্ত্র কামনা করে।

পরবর্তীতে অবশ্য বাকশাল ইস্যুকে কেন্দ্র করেই আওয়ামী লীগ দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। যে ধারাটি বাকশাল গঠন সঠিক ছিল না বলে মনে করে সেই ধারার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন মিজানুর রহমান চৌধুরী। এই ধারাটি ১৯৮৩ সালের ২৭ নভেম্বর জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত রাজনৈতিক দল জনদলের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। অন্যদিকে যে ধারাটি বাকশাল গঠন সঠিক ছিল মনে করে তারা আওয়ামী লীগ মালেক গ্রুপ হিসেবে পরিচিতি পায়। ১৯৮১ সালে এই ধারাটির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন শেখ হাসিনা। ১৯৮১ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ মালেক গ্রুপের তিনদিনব্যাপী কাউন্সিলের শেষ দিন শেখ হাসিনাকে দলের সভানেত্রী নির্বাচন করা হয়। এই সময় শেখ হাসিনা দিল্লীতে অবস্থান করছিলেন। ১৭ ফেব্রুয়ারি খবরটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী নির্বাচিত হওয়ার তিনমাস পর ১৯৮১ সালের ১৭ মে দিল্লী থেকে দেশে ফিরেন। এই খবর ১৮ মে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সব কটি পত্রিকায় গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। তবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় সংবাদে।

শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি খবর হিসেবে গুরুত্ব লাভ করলেও গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে এই প্রসঙ্গে কোনো সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়নি।

১৯৭৫ সাল-পরবর্তী আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার নেতৃত্ব গ্রহণ শীর্ষক এই ইস্যুর তথ্য বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, ১৯৭৬ সাল থেকে আওয়ামী লীগ নতুনভাবে সংগঠিত হওয়া শুরু করে। ১৯৮১ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্ব গ্রহণ পর্যন্ত পাঁচ বছর সময়ে নানা দ্বিধা-বিভক্তি ও মতভেদের পর আওয়ামী লীগ নতুনভাবে সংগঠিত হওয়ার বিষয়টি সংবাদপত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। খবরগুলো গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায় গুরুত্ব লাভ করলেও কোনো সম্পাদকীয় প্রকাশিত না হওয়ায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুস্পষ্ট সম্পাদকীয় নীতি জানা যায় না। আর সে কারণেই এই বিষয়ে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোর সম্পাদকীয় নীতির মিল-অমিলও চিহ্নিত করা যায়নি।

তথ্যসূত্র :

১. *দৈনিক বাংলা*, ৫ নভেম্বর ১৯৭৬, পৃ.১
২. *দৈনিক বাংলা*, ৬ এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ.১
৩. *দৈনিক বাংলা*, ২২ মার্চ ১৯৭৮, পৃ.১
৪. *দৈনিক বাংলা*, ২৪ মার্চ ১৯৭৮, পৃ.১
৫. *দৈনিক বাংলা*, ১০ এপ্রিল ১৯৭৮, পৃ.১
৬. *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ৭বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ২৬ মে ১৯৭৮, পৃ. ২৫-২৬
৭. *দৈনিক বাংলা*, ১২ জুন ১৯৭৮, পৃ.১
৮. *দৈনিক বাংলা*, ১৩ জুন ১৯৭৮, পৃ.১
৯. *দৈনিক বাংলা*, ১৪ জুন ১৯৭৮, পৃ.১
১০. *দৈনিক বাংলা*, ১৫ জুন ১৯৭৮, পৃ.১
১১. *দৈনিক বাংলা*, ১৭ জুন ১৯৭৮, পৃ.১
১২. *দৈনিক বাংলা*, ২৮ নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ.১
১৩. *দৈনিক বাংলা*, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ.১
১৪. *দৈনিক বাংলা*, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ.১
১৫. *দৈনিক বাংলা*, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ.১
১৬. *দৈনিক বাংলা*, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ.১
১৭. *দৈনিক বাংলা*, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ.১
১৮. প্রাগুক্ত
১৯. *দৈনিক বাংলা*, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ.১
২০. *দৈনিক বাংলা*, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ.১
২১. *দৈনিক বাংলা*, ৪ মার্চ ১৯৮১, পৃ.১
২২. *দৈনিক বাংলা*, ১৩ মে ১৯৮১, পৃ.১
২৩. *সংবাদ*, ১৮ মে ১৯৮১, পৃ.১
২৪. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ মে ১৯৮১, পৃ.১
২৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ মে ১৯৮১, পৃ.১
২৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৮ মে ১৯৮১, পৃ.১
২৭. *সংবাদ*, ১৮ মে ১৯৮১, পৃ.১
২৮. প্রাগুক্ত
২৯. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ মে ১৯৮১, পৃ.১

Dhaka University Institutional Repository

সাত. জিয়াউর রহমানের মৃত্যু-পরবর্তী বিএনপি ও খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ

১৯৮১ সালের ৩০ মে জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে (বিএনপি) নানা ধরনের বিভেদ দেখা দেয়। নেতৃত্ব নিয়েও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। জিয়াউর রহমানের স্ত্রী খালেদা জিয়ার রাজনীতিতে আগমন এবং বিএনপির মূল নেতৃত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে এই দ্বন্দ্ব-বিভেদের অবসান ঘটে। সংবাদপত্রে এর প্রতিফলন লক্ষ্য করা গেছে।

রিপোর্ট :

জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর বিএনপির অভ্যন্তরে বড় ধরনের একটি দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ঘটনা ঘটে ১৯৮১ সালের ২৮ জুলাই নির্বাহী কমিটির বর্ধিত সভাকে কেন্দ্র করে। ১৯৮১ সালের ৫ আগস্ট এই ঘটনা এবং এর জের নিয়ে একটি খবর প্রকাশ করে সংবাদ। খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বিএনপির খবর : অফিসে তালা ও অন্যান্য ঘটনা'। এই খবরে লেখা হয়:

বিএনপি অফিসের তালা খুলেছে। তবে তালা খুলে নয়, ভেঙ্গে। তালা পড়েছিল ৩০শে জুলাই বৃহস্পতিবার রাত দশটা সাতাশ মিনিটে। শাহ আজিজের সমর্থকরা তালা ঝুলিয়ে দিয়ে উল্লাস করেছিল। শুধু উল্লাস নয় এর আগে হাতাহাতি, কিলঘুষি ও চেয়ার ছোড়াছুড়ি হয় প্রতিপক্ষের সাথে।[১]

১৯৮১ সালের ৯ আগস্ট বিএনপির ভিন্ন মতাবলম্বী সংসদ সদস্যদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১০ আগস্ট এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বিএনপির ভিন্ন মতাবলম্বী সংসদ সদস্যদের বৈঠক'। এই খবরে লেখা হয়:

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ভিন্ন মতাবলম্বী গ্রুপের সংসদ সদস্যগণ গতকাল (রবিবার) বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে প্রধানত দলের আভ্যন্তরীণ কোন্দলের উপর ব্যাপক আলোচনা হইলেও গতকাল কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নাই। সকাল ১০টা হইতে রাত ৮টা পর্যন্ত একটানা বৈঠকের পর তা মুলতবী রাখা হয়। আজ (সোমবার) আবার বৈঠক বসিবে।[২]

বিএনপির ভিন্ন মতাবলম্বী সংসদ সদস্যদের উল্লিখিত মুলতবী সভা ১৯৮১ সালের ১০ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়। ১১ আগস্ট এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বিএনপির খবর : গণতান্ত্রিক গ্রুপ সাত দফা মেনে নেয়ার দাবী জানিয়েছে'। এতে লেখা হয়:

জাতীয়তাবাদী দলের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শিবিরের বৈঠক চলছে। এই শিবিরে মূলত এমপিরাই প্রথম কাতারে। নেপথ্যেও অনেক নেতা রয়েছেন। বৈঠকের সিদ্ধান্ত দু'একদিনের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হতে পারে। জানা যায়, গতকালের বৈঠকে দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয় এবং বিরাজমান পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এই শিবিরের পক্ষ থেকে গত ৩০শে জুন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির কাছে যে ৭ দফা দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করা হয় তা পুরোপুরি মেনে নেয়ার দাবী জানানো হয়েছে।[৩]

১৯৮১ সালের ১৫ নভেম্বর দেশে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী ছিলেন দলের অস্থায়ী চেয়ারম্যান বিচারপতি আবদুস সাত্তার। এই নির্বাচনী প্রচার কাজ পরিচালনার জন্য বিএনপির দুটি পাল্টা কমিটি গঠিত হয়। ১৯৮১ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বিএনপির দুইটি পাল্টা নির্বাচনী কমিটি'। এই খবরে লেখা হয়:

বিচারপতি আবদুস সাত্তারের নির্বাচনী প্রচারকার্য পরিচালনার জন্য বিএনপির দুইটি পাল্টা কমিটি গঠিত হইয়াছে। দুইটি কমিটির একটির কেন্দ্রীয় পরিচালনা কমিটিতে আছেন দলের অস্থায়ী চেয়ারম্যান বিচারপতি আবদুস সাত্তার, প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান ও দলের মহাসচিব ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী। অপর কমিটির কেন্দ্রীয় পরিচালনা কমিটিতে আছেন দলের সহ-সভাপতি কাজী গোলাম মাহবুব, যুগ্ম মহাসচিব এডভোকেট জুলমত আলী খান ও সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান খান দুদু। এই কমিটির সদস্য-সচিব নির্বাচিত হইয়াছেন দলের কৃষি সম্পাদক শেখ শওকত হোসেন নীলু।[৪]

১৯৮১ সালের ১৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী বিচারপতি আবদুস সাত্তার বিজয়ী হন। নির্বাচনের ফলভিত্তিক খবর সংবাদপত্রে ১৬ এবং ১৭ নভেম্বর দুদিন ধরে প্রকাশিত হয়। প্রথমদিন আংশিক এবং পরদিন পূর্ণাঙ্গ ফল প্রকাশিত হয়। দুদিনই এই খবর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে ফলাও করে প্রকাশিত হয়। ১৬ নভেম্বর প্রকাশিত খবরটি তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার। উভয় পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'বিপুল বিজয়ের পথে সাত্তার'। এই খবরে লেখা হয়:

বিপুল ভোটে বিচারপতি আবদুস সাত্তার এগিয়ে রয়েছেন। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ডক্টর কামাল হোসেন নির্বাচনী রণে অনেক পেছনে। নির্বাচনের বেসরকারী ফলে দেখা যায়, জিয়ার উত্তরাধিকারী হিসাবে সাত্তারের প্রতিই জাতির রায় ঘোষিত হয়েছে।[৫]

বাংলাদেশ অবজারভরে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'Presidential election held peacefully all over the country : Massive lead for Sattar'.[৬] অন্যদিকে দৈনিক ইত্তেফাক খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'বিচারপতি সাত্তার বিপুল ভোটে অগ্রগামী'।[৭] আর সংবাদ খবরটি প্রকাশ করে পাঁচ কলাম লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল: 'রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্পন্ন : বিপুল ভোটে জয়ের পথে সাত্তার'।[৮]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮১ সালের ১৭ নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সংক্রান্ত খবরটিও তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব লাভ করে দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে। উভয় পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'সাত্তার বিপুল ভোটে বিজয়ী '। এই খবরে লেখা হয়:

বিচারপতি আবদুস সাত্তার বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছেন। জনগণের সরাসরি ভোটে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ড. কামাল হোসেনের সঙ্গে তার ব্যবধান অনেক। রাত ১২টা পর্যন্ত বেসরকারী ফলে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাত্তার পেয়েছেন এক কোটি ৩৭ লাখ ৫৯ হাজার ৯৮৯ ভোট। ড. কামাল পেয়েছেন ৫৪ লাখ ৯০ হাজার ৯৮৭ ভোট।[৯]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'Landslide Victory for Sattar'.[১০] অন্যদিকে দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল: 'বিচারপতি সাত্তার বিপুল ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত'।[১১] আর সংবাদে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল: '২০৪৪৭টি কেন্দ্রের বেসরকারী ফলাফল ॥ সাত্তার : ১ কোটি ৩৫ লাখ ভোট ॥ কামাল : ৫১ লাখ ভোট'।[১২]

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে বিএনপির অস্থায়ী চেয়ারম্যান থেকে স্থায়ী চেয়ারম্যান করার উদ্যোগ নেয়া হয়। তবে জিয়াউর রহমানের স্ত্রী খালেদা জিয়া চেয়ারম্যান পদ প্রত্যাশী হলে বিএনপির মধ্যে নতুন টানাপোড়েন শুরু হয়। এই পর্যায়ে শেষ পর্যন্ত খালেদা জিয়া চেয়ারম্যান পদ প্রার্থী হিসেবে দাখিলকৃত তার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিলে সংকটের আপাত সমাধান ঘটে।

১৯৮১ সালের ২১ জানুয়ারি বিএনপির চেয়ারম্যান নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হয়। ১৯৮১ সালের ৩০ ডিসেম্বর বার্তা সংস্থা বিএসএস এর বরাত দিয়ে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, বিএনপির চেয়ারম্যান নির্বাচনের লক্ষ্যে জাতীয় স্ট্যাণ্ডিং কমিটির এক সভায় প্রধানমন্ত্রী শাহ্ আজিজুর রহমানকে চেয়ারম্যান করে ২০ সদস্যের একটি নির্বাচনী কমিটি গঠন করা হয়েছে। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: '২১শে জানুয়ারি বিএনপির চেয়ারম্যান নির্বাচন'। এই খবরে লেখা হয়:

আগামী ২১শে জানুয়ারী বাংলাদেশ জাতীয়াবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারম্যান নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। গতকাল দলীয় সূত্রে একথা জানানো হয়। বিএনপি নির্বাচনী কমিটির এক বৈঠকে গতকাল সন্ধ্যায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বিএনপি স্ট্যাণ্ডিং কমিটির সদস্য এবং দলের অন্যতম ভাইস-চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।[১৩]

১৯৮১ সালের ৩১ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে জানানো হয়, বিএনপির চেয়ারম্যান নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ইচ্ছুকদের ধানমণ্ডিস্থ দলীয় অফিসে আবেদনপত্র দাখিল করতে বলা হয়েছে। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বিএনপি চেয়ারম্যান নির্বাচন : আবেদনপত্র আহ্বান'। এই খবরে লেখা হয়:

আগামী ২১শে জানুয়ারী অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারম্যান নির্বাচনে যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ইচ্ছুক তাদেরকে স্বয়ং অথবা নির্ধারিত এজেন্ট দ্বারা পার্টির ধানমণ্ডিস্থ সচিবালয়ে রিটার্নিং অফিসার অথবা তার নিয়োজিত প্রতিনিধির নিকট আবেদনপত্র দাখিল করতে বলা হয়েছে।[১৪]

চেয়ারম্যান নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিএনপির আভ্যন্তরীণ কোন্দলকে একটি খবর প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালের ১ জানুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকে। খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বিএনপির আভ্যন্তরীণ কোন্দল তীব্র'। এই খবরে লেখা হয়:

আগামী ২১শে জানুয়ারী অনুষ্ঠিতব্য দলীয় চেয়ারম্যান নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) আভ্যন্তরীণ কোন্দল আবার তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হিসাবে বেগম খালেদা জিয়া ও দলের মহাসচিব প্রফেসর এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর নামও শোনা যাইতেছে। এ ব্যাপারে বেগম জিয়ার সহিত বিদ্রোহী গ্রুপের ইতিমধ্যেই আলাপ হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। তবে দলের একটি অংশ বেগম খালেদা জিয়াকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার চাইতে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে দলীয় নেত্রীত্বের আসনে বসাইবার পক্ষপাতী। এ সব প্রশ্ন আলোচনার জন্য আজ (শনিবার) দলের স্ট্যাণ্ডিং কমিটির বৈঠক আহ্বান করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।[১৫]

বিএনপির চেয়ারম্যান প্রার্থী হতে অনুরোধ জানানোর জন্য বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির কয়েকজন নেতা ১৯৮২ সালের ১ জানুয়ারি খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করেন। ২ জানুয়ারি এই খবর দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয়। খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বিএনপির চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হইতে বেগম জিয়া রাজী'। এই খবরে লেখা হয়:

গতকাল (শুক্রবার) রাত্রে বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির কয়েকজন নেতা বেগম জিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করেন। নির্ভরযোগ্য সূত্র হইতে জানা গিয়াছে যে, নেতৃবৃন্দ বেগম জিয়াকে দলের চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। জবাবে বেগম জিয়া তাহার সম্মতি জানাইয়া বলেন যে, দলের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হইতে তাহার আপত্তি নাই।[১৬]

১৯৮২ সালর ২ জানুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত উল্লিখিত খবরের প্রতিবাদ জানান বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান খান দুদু। ১৯৮২ সালের ৩ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই প্রতিবাদভিত্তিক খবরে জানানো হয়, বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতাদের সঙ্গে ১৯৮২ সালের ১ জানুয়ারি বেগম খালেদা জিয়ার একটি সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানে খালেদা জিয়া কখনোই বলেননি যে তিনি বিএনপির চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হবেন। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বেগম জিয়া সম্পর্কিত খবরের প্রতিবাদ'। এই খবরে লেখা হয়:

বেগম খালেদা জিয়া বিএনপির চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হতে রাজী হয়েছেন বলে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবরের প্রতিবাদ করেছেন দলের সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান খান দুদু। এক বিবৃতিতে বিএনপি নেতা খালেকুজ্জামান খান বলেন যে, শুক্রবার (১ জানুয়ারি) বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে বিএনপির কয়েকজন নেতা সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করেন। এই সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানে তিনিও উপস্থিত ছিলেন। সৌজন্যমূলক আলোচনাকালে বেগম খালেদা জিয়া কখনোই বলেননি যে তিনি বিএনপির চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী।[১৭]

Dhaka University Institutional Repository

খালেদা জিয়ার চেয়ারম্যান প্রার্থী হওয়া নিয়ে যখন বিএনপির নেতারা পরস্পর বিরোধী কথা বলছেন তখন ১৯৮২ সালের ৩ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে সমঝোতার জন্য একটি বৈঠক করেন। ১৯৮২ সালের ৪ জানুয়ারি সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বিএনপি চেয়ারম্যান নির্বাচন : বেগম জিয়ার সাথে সাত্তারের বৈঠক ব্যর্থ'। এতে লেখা হয়:

রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তার বেগম খালেদা জিয়ার সাথে দেখা করে বিএনপির আসন্ন চেয়ারম্যান নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করেছেন বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। বেগম জিয়ার বাসভবনে অনুষ্ঠিত আলোচনা আধঘণ্টা স্থায়ী হয়। জানা গেছে, বিচারপতি সাত্তার বেগম জিয়াকে নাকি দলের স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যপদ গ্রহণ ও মন্ত্রিসভায় যোগদানের অনুরোধ জানান। কিন্তু বেগম জিয়া তার অনুরোধ রক্ষায় অক্ষমতা প্রকাশ করে বলেছেন, তিনি দলের কর্মীদের সাথেই থাকবেন এবং সংগঠনের বৃহত্তর স্বার্থে যখন একান্ত প্রয়োজন হবে তখনই তিনি দলের দায়িত্ব গ্রহণের কথা বিবেচনা করবেন।[১৮]

বেগম খালেদা জিয়ার সাথে প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারের বৈঠকের পরদিন ১৯৮২ সালের ৪ জানুয়ারি বিএনপির চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হওয়ার জন্য বিচারপতি আবদুস সাত্তারের মনোনয়নপত্র দাখিল করা হয়। ৫ জানুয়ারি বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবর দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বিএনপি চেয়ারম্যান পদে সাত্তারের মনোনয়নপত্র দাখিল'। এই খবরে লেখা হয়:

প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারম্যান পদের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন বলে দলের অফিস সম্পাদক বাসসকে জানান। প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান বিচারপতি সাত্তারের নাম প্রস্তাব করেন এবং তা সমর্থন করেন উপ-প্রধানমন্ত্রী জামালউদ্দিন আহমদ।[১৯]

পরদিন ১৯৮২ সালের ৫ জানুয়ারি খালেদা জিয়াও বিএনপি চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। ৬ জানুয়ারি এই খবর দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বিএনপি চেয়ারম্যান পদে খালেদা জিয়ার মনোনয়নপত্র পেশ'। এতে লেখা হয়:

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যে বেগম খালেদা জিয়া গত রাতে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। মনোনয়নপত্রে বেগম জিয়ার নাম প্রস্তাব করেছেন বিএনপি ইলেক্টোরাল কলেজের সদস্য বরিশালের মঠবাড়িয়া থানা বিএনপির সভাপতি জনাব শামসুল হক। সমর্থন করেছেন একই ইলেক্টোরাল কলেজের অপর একজন সদস্য ফরিদপুরের নগরকান্দা থানা বিএনপির সভাপতি বদিউজ্জামান। মনোনয়নপত্রে সম্মতি জানিয়ে বেগম জিয়া গত রাত সোয়া আটটায় দরখাস্ত করেন বলে জানা গেছে।[২০]

বেগম খালেদা জিয়া মনোনয়নপত্র দাখিলের পর ১৯৮২ সালের ৬ জানুয়ারি দলীয় চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী প্রশ্নে খালেদা জিয়ার সঙ্গে আবার সমঝোতার চেষ্টা করেন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার। ১৯৮২ সালের ৭ জানুয়ারি সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বিদ্রোহীদের শর্ত ও সাত্তারের প্রস্তাব নিয়ে উভয় শিবিরে আলোচনা'। এই খবরে লেখা হয়:

বিচারপতি সাত্তার চেয়ারম্যান নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সংকট নিরসনের জন্য বেগম জিয়ার কাছে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করেছেন। সূত্র জানায় যে, রাষ্ট্রপতি সাত্তার বেগম জিয়াকে উপ-রাষ্ট্রপতি ও দলের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করার প্রতিশ্রুতিসহ কয়েকটি প্রস্তাব দিয়েছেন এবং বেগম জিয়াকে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করার অনুরোধ করেছেন।[২১]

বিএনপির চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হওয়ায় এক পক্ষ প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে এবং অপর পক্ষ বেগম খালেদা জিয়াকে অভিনন্দন জানায়। ১৯৮২ সালের ৭ জানুয়ারি সংবাদপত্রে এই খবর দুটি প্রকাশিত হয়। প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে অভিনন্দন জানানো বিষয়ক খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'চেয়ারম্যান প্রার্থী হওয়ায় সাত্তারের প্রতি ২৯ জন বিএনপি নেতার অভিনন্দন'। এই খবরে লেখা হয়:

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের জাতীয় স্থায়ী কমিটির সাতজন সদস্যসহ দলের কার্যনির্বাহী কমিটি ও এর অঙ্গ-সংগঠনসমূহের ২৯ জন কর্মকর্তা বুধবার এক যুক্ত বিবৃতিতে বিএনপির চেয়ারম্যান পদের জন্য মনোনয়নপত্র পেশ করায় প্রেসিডেন্ট আবদুস সাত্তারকে অভিনন্দিত করেন। তারা প্রেসিডেন্ট সাত্তারের সাফল্য ও সুস্বাস্থ্যও কামনা করেন।[২২]

বেগম খালেদা জিয়াকে অভিনন্দন জানানো বিষয়ক খবরটিও দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি পূর্ণ সমর্থন'। এই খবরে লেখা হয়:

সাবেক মন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অবসর) নূরুল হক বুধবার এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারম্যান পদে মনোনয়নপত্র পেশ করার জন্য বেগম খালেদা জিয়াকে অভিনন্দন জানান। বিএনপির চেয়ারম্যান পদে বেগম খালেদা জিয়ার মনোনয়নপত্র পেশকে অভিনন্দিত ও সমর্থন করে আরও বিবৃতি দিয়েছেন জাতীয় ওলামা দলের সভাপতি মওলানা এ কে এম ফারুক ও যুগ্ম সম্পাদক মওলানা শাহাদৎ হোসেন প্রমুখ।[২৩]

১৯৮২ সালের ৭ জানুয়ারি বিএনপির চেয়ারম্যান পদের জন্য মোট কত জন এবং কে কে মনোনয়নপত্র পেশ করেছেন সে সম্পর্কেও একটি খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই খবর দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বিএনপি চেয়ারম্যান পদে সাতজন প্রার্থী'। এতে লেখা হয়:

প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাত্তার ও বেগম খালেদা জিয়াসহ মোট সাতজন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হয়েছেন। গতকাল বুধবার ছিল মনোনয়নপত্র জমা দেবার শেষ দিন।[২৪]

তবে শেষ পর্যন্ত ১৯৮২ সালের ৭ জানুয়ারি খালেদা জিয়া বিএনপির চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়ে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। ৮ জানুয়ারি এই বিবৃতিভিত্তিক খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ভেদাভেদ ভুলে কাজ করুন'। এই খবরে লেখা হয়:

Dhaka University Institutional Repository

> *বিএনপির অভ্যন্তরে সকল ভেদাভেদ ভুলে মরহুম জিয়ার ১৯ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নে নিঃস্বার্থভাবে সর্বশক্তি নিয়োগের জন্যে বেগম জিয়া দলের সর্বস্তরের কর্মীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, এরই মধ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব আবদুস সাত্তারের সাথে আমাদের দেশ ও দলীয় ব্যাপারে কিছু আলাপ-আলোচনা হয়েছে। তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন মরহুম রাষ্ট্রপতির প্রণীত ১৯ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার জন্যে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতির উপরোক্ত আশ্বাস ও অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে দেশ, জাতি ও দলের বৃহত্তর স্বার্থে আমি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীপত্র প্রত্যাহার করলাম।*[২৫]

অন্যদিকে ১৯৮২ সালের ৮ জানুয়ারি সংবাদপত্রে বিএনপি চেয়ারম্যান পদে বিচারপতি আবদুস সাত্তারের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার খবরও প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'খালেদা জিয়াসহ দুজনের নাম প্রত্যাহার : সাত্তার বিএনপির চেয়ারম্যান নির্বাচিত'। এই খবরে লেখা হয়:

> *বেগম খালেদা জিয়াসহ দুজন প্রার্থীর নাম প্রত্যাহার ও একজনের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়ে যাওয়ায় প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর এই নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ এম এ মতিন আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপি চেয়ারম্যান পদে প্রেসিডেন্ট সাত্তারের এই নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন।*[২৬]

বিএনপির চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা থেকে বিরত হলেও ১৯৮২ সাল থেকেই খালেদা জিয়া বিএনপির কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে শুরু করেন এবং ১৯৮৩ সালে তিনি রাজনীতিতে পুরোপুরি সক্রিয় হন। বিএনপির রাজনীতিতে খালেদা জিয়ার সক্রিয় হওয়ার প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন সৈয়দ আবদাল আহমদ তাঁর 'নন্দিতনেত্রী খালেদা জিয়া' নামের গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন:

> *প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান যে গণতন্ত্র এদেশে চালু করেছিলেন, এরশাদের ক্ষমতা দখল ও সামরিক শাসন জারির ফলে সেই বহুদলীয় গণতন্ত্র আবার নির্বাসিত হলো। এ সংকটজনক পরিস্থিতিতে যখন দেশব্যাপী সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন আরো তীব্র ও শক্তিশালী করা জরুরী ছিল, তখন দুঃখজনকভাবেই বিএনপির নেতৃত্বের অবস্থা ছিল নাজুক। দলের চেয়ারম্যান সদ্য ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাত্তার অসুস্থ। অনেক নেতা-কর্মী কারাগারে বন্দী। অনেকে মাথায় হুলিয়া নিয়ে পলাতক জীবন কাটাচ্ছেন। আবার কিছু নেতা স্বৈরশাসকের চাটুকারের ঘৃণ্য ভূমিকায় লিপ্ত হয়ে গেছেন। বেশ কিছু নেতা-কর্মী সামরিক শাসনের ভয়ে চলে গেছেন নির্বাসনে। যে কয়জন সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার, তারাও সংগঠিত হতে পারছেন না। এ অবস্থা চলতে থাকল ১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত। এই দুঃসহনীয় অবস্থায় কি চুপ করে বসে থাকা যায়? বেগম খালেদা জিয়া বললেন, না তা হয় না। এর উচিত জবাব দিতে হবে। বেগম খালেদা জিয়া জড়িয়ে পড়লেন সক্রিয় রাজনীতিতে।*[২৭]

কিন্তু ১৯৮৩ সালের এপ্রিলে এসে বিএনপির অভ্যন্তরীণ কোন্দল আরও বেড়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে বিএনপি। একপক্ষের নেতৃত্বে বহাল থাকেন বিচারপতি আবদুস সাত্তার ও খালেদা জিয়া। অন্যদিকে বিচারপতি আবদুস সাত্তার ও বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বকে অস্বীকার করে বিএনপির আরেকটি ধারা তৈরি করেন শামসুল হুদা চৌধুরী ও ডা. এম এ মতিনসহ অন্যান্য নেতারা।

১৯৮৩ সালের ১ এপ্রিল বিএনপির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-বিরোধ নিয়ে একটি খবর প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। প্রকাশিত এই রিপোর্টে বার্তা সংস্থা এনারও বরাত দেয়া হয়। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বিএনপির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব তীব্রতর'। এই খবরে লেখা হয়:

> *বিএনপির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব গতকাল আরও তীব্রতা লাভ করে। আপোসের কয়েকটি চেষ্টা আবার ব্যর্থ হয়। ফলে পয়লা এপ্রিল ঘরোয়া রাজনীতির সূচনার প্রথম দিনে বিএনপির দ্বিধাবিভক্তি সুনিশ্চিত। ভাঙ্গন আনুষ্ঠানিকতা লাভ করবে আজ বিকেল তিনটায় ইউসুফ মার্কেটে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় নির্বাহী কমিটির বর্ধিত সভায়।*[২৮]

এরপর বিএনপির দুটি অংশ আলাদা স্থানে সভা আহ্বান করে। ২ এপ্রিল সংবাদপত্রে এ বিষয়ে খবর প্রকাশিত হয়। বিচারপতি আবদুস সাত্তার-খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন অংশের খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'নির্বাহী কমিটির সভায় সাত্তার : কেউ দল ছাড়লেও বিএনপি ভাঙ্গবে না'। এই খবরে লেখা হয়:

> *বিএনপির সম্মেলনপন্থীদের ছাড়াই জাতীয় নির্বাহী কমিটির বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হল নওয়াব ইউসুফ মার্কেটে নগর শাখা কার্যালয়ে। বৈঠকে পার্টির চেয়ারম্যান বিচারপতি সাত্তার বলেন, দলের কয়েকজন কোন কারণে চলে যেতে পারেন, কিন্তু এতে দলে ভাঙ্গন ধরবে না।*[২৯]

অপরদিকে শামসুল হুদা চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন অংশের একটি খবর ২ এপ্রিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'নয়া কমিটি হতে পারে : আজ বিএনপির সম্মেলন'। এই খবরে লেখা হয়:

> *শামসুল হুদা চৌধুরীর নেতৃত্বে বিএনপির সম্মেলনপন্থীদের সভা আজ শনিবার সকাল দশটায় মীরপুরের বিউটি সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত হবে। দলের সাবেক এমপি, নির্বাহীসহ বিভিন্ন কমিটির সদস্য, জেলা শাখা ও অঙ্গ দল সমূহের সভাপতি-সম্পাদকদেরকে সম্মেলনে যোগ দিতে বলা হয়েছে। একটি সূত্র গতকাল জানান যে, সম্মেলনে বিএনপির নয়া কমিটি গঠিত হবে।*[৩০]

পরদিন ১৯৮৩ সালের ৩ এপ্রিল সংবাদপত্রে বিএনপির শামসুল হুদা চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন অংশের নতুন কমিটি গঠনের খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বিএনপির নয়া কমিটি ॥ শামসুল হুদা চৌধুরী সভাপতি : ডা. মতিন মহাসচিব'। এতে লেখা হয়:

> *গতকাল বিএনপির সম্মেলনপন্থীদের ঘরোয়া বৈঠকে বিচারপতি সাত্তার ও প্রফেসর বদরুদ্দোজার নেতৃত্বাধীন কমিটি বাতিল করে শামসুল হুদা চৌধুরীকে সভাপতি ও প্রফেসর এম এ মতিনকে মহাসচিব নির্বাচিত করে নতুন জাতীয় নির্বাহী কমিটি গঠিত হয়। মীরপুরের বিউটি সিনেমা হলে সকালে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন বিচারপতি টি এইচ খান।*[৩১]

Dhaka University Institutional Repository

একইদিন ১৯৮৩ সালের ৩ এপ্রিল সংবাদপত্রে শামসুল হুদা চৌধুরীর নেতৃত্বে বিএনপির নতুন কমিটি গঠন প্রসঙ্গে বিচারপতি আবদুস সাত্তারের নেতৃত্বাধীন বিএনপির প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সাত্তার ও বদরুদ্দোজার প্রতিক্রিয়া'। এতে লেখা হয়:

> *বিউটি সিনেমা হলে সম্মেলনপন্থীদের ঘরোয়া বৈঠকে নতুন কমিটি গঠন সম্পর্কে গতরাতে বিএনপি (সাত্তার) এর চেয়ারম্যান বিচারপতি সাত্তার বলেন, 'আমি পার্টির নির্বাচিত চেয়ারম্যান। আমার প্রশ্ন– কোন ক্ষমতা বলে তারা বিএনপির বৈধ কমিটি বাতিল করলেন'? তার নেতৃত্বাধীন বিএনপির কমিটিকে বাতিল করে নতুন কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অভিমত জানতে বিচারপতি সাত্তার উপরোক্ত মন্তব্য করেন।*[৩২]

তবে ছয় মাসেরও কম সময় পর ১৯৮৩ সালের ২৭ নভেম্বর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের পৃষ্ঠপোষকতায় নতুন রাজনৈতিক দল 'জনদল' গঠিত হলে শামসুল হুদা চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন বিএনপির অংশটি জনদলের সঙ্গে একীভূত হয়। ১৯৮৩ সালের ২৮ নভেম্বর সংবাদপত্রে এই সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হয়।[৩৩]

অন্যদিকে বিএনপির অপর অংশের মূল চালিকাশক্তি হয়ে উঠেন বেগম খালেদা জিয়া। ১৯৮৪ সালের ১২ জানুয়ারি বেগম খালেদা জিয়া বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব লাভ করেন। ১৩ জানুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'খালেদা জিয়া বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান'। এই খবরে লেখা হয়:

> *বিচারপতি আবদুস সাত্তারের নেতৃত্বাধীন বিএনপির চেয়ারম্যানের সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব দলের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান বেগম খালেদা জিয়ার হাতে ন্যস্ত করা হইয়াছে। গতকাল (বৃহস্পতিবার) দলের ধানমন্ডিস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক বর্ধিত সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে বেগম খালেদা জিয়া দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হইয়াছেন।*[৩৪]

এর চারমাস পর ১৯৮৪ সালের ১০ মে খালেদা জিয়া বিএনপির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১১ মে এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'খালেদা জিয়া বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত'। এই খবরে লেখা হয়:

> *বেগম খালেদা জিয়া বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। গতকাল (১০ মে) বিএনপি চেয়ারম্যান নির্বাচন উপলক্ষে গঠিত নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে বেগম জিয়াকে দলীয় চেয়ারম্যান হিসাবে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করে। কমিশন ঘোষণা করে যে দলীয় চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনের জন্যে একমাত্র বেগম খালেদা জিয়া ছাড়া অন্য কেউ মনোনয়নপত্র দাখিল করেনি।*[৩৫]

প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ:

উপরের তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, ১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর থেকে ১৯৮৪ সালে বিএনপির চেয়ারম্যান হিসেবে খালেদা জিয়ার দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত বিএনপির অভ্যন্তরে নানা ধরনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ঘটনা ঘটেছে। বিভিন্ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে নেতাদের মধ্যে চরম মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। এমনকি দুইটি ভিন্ন ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে বিএনপি। এক পর্যায়ে জিয়াউর রহমানের স্ত্রী খালেদা জিয়ার রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়া এবং ধাপে ধাপে বিএনপির মূল চালিকাশক্তি হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে দলের অভ্যন্তরে বড় ধরনের দ্বন্দ্ব-বিভেদের অবসান ঘটে। ১৯৮১ সাল থেকে শুরু করে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত সময়ে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত খবরের কাগজগুলো বিশ্লেষণ করলে জিয়াউর রহমানের মৃত্যু-পরবর্তী বিএনপি ও খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ বিষয়ে প্রধানত সাত ধরনের খবরের সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলো হলো:

এক. জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর বিএনপির অভ্যন্তরীন দ্বন্দ্ব, সংঘাত, মতবিরোধ।

দুই. বিএনপি প্রার্থী হিসেবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিচারপতি আবদুস সাত্তারের জয় লাভ।

তিন. বিএনপির চেয়ারম্যান নির্বাচন নিয়ে মতবিরোধ।

চার. বিএনপির চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য খালেদা জিয়ার মনোনয়নপত্র পেশ ও প্রত্যাহার।

পাঁচ. বেগম খালেদা জিয়ার সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ।

ছয়. বিএনপির দুই অংশে বিভক্তি।

সাত. বেগম খালেদা জিয়ার বিএনপির নেতৃত্ব গ্রহণ।

উপরোক্ত বিষয়সমূহের খবরগুলো গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রে বেশ গুরুত্ব লাভ করেছে। প্রায় সব খবরই প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছে। প্রথম পৃষ্ঠায় লীড আইটেম হিসেবেও কিছু খবর প্রকাশিত হয়েছে।

বিশ্লেষণে দেখা যায়, জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার মাত্র দুই মাস পরই বিএনপির অভ্যন্তরে বড় ধরনের একটি দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ঘটনা ঘটে। ১৯৮১ সালের ২৮ জুলাই বিএনপির নির্বাহী কমিটির বর্ধিত সভায় এই ঘটনার সূত্রপাত হয়। ১৯৮১ সালের ৫ আগস্ট উল্লিখিত ঘটনা এবং এর জের নিয়ে একটি খবর প্রকাশ করে সংবাদ। এই খবরে জানানো হয়, প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান ও যুগ্ম মহাসচিব ফেরদৌস আহমদ কোরেশীর মধ্যে নির্বাহী কমিটির সভায় তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। এর জের হিসেবে ৩০

Dhaka University Institutional Repository

জুলাই বিএনপি অফিসে এক পক্ষ তালা ঝুলিয়ে দেয়। তিনদিন পর তালা ভেঙ্গে আবার অফিস খোলা হয়েছে। ১৯৮১ সালের ১০ আগস্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে জানানো হয়, ৯ আগস্ট বিএনপির ভিন্ন মতাবলম্বী সংসদ সদস্যদের একটি বৈঠকে দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল নিয়ে আলোচনা হয়। তবে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। উল্লিখিত সভা মুলতবী করা হয় ১০ আগস্ট পর্যন্ত। ১১ আগস্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, বিএনপির অভ্যন্তরে ও দেশে বিরাজমান সংকট মোকাবেলার জন্য অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের কাছে পেশকৃত সাত দফা দাবী বিএনপির ভিন্ন মতাবলম্বী এমপিরা মেনে নেয়ার আহ্বান জানিয়েছে উল্লিখিত মুলতবী সভায়।

১৯৮১ সালের ১৫ নভেম্বর দেশে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী ছিলেন দলের অস্থায়ী চেয়ারম্যান বিচারপতি আবদুস সাত্তার। ১৯৮১ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, এই নির্বাচনে প্রচার কাজ পরিচালনার জন্য বিএনপির দুটি বিরোধী গ্রুপ দুটি পাল্টা কমিটি গঠন করেছে। তবে অভ্যন্তরীণ বিরোধ থাকলেও ১৯৮১ সালের ১৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী হিসেবে বিচারপতি আবদুস সাত্তার বিজয়ী হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী ড. কামাল হোসেন।

বিএনপির চেয়ারম্যান নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ১৯৮২ সালের জানুয়ারি মাসে দলের অভ্যন্তরে আবার নতুন করে দ্বন্দ্ব ও মতভেদ সৃষ্টি হয়। এক পক্ষ চায় বিচারপতি আবদুস সাত্তার দলের চেয়ারম্যান হোক। অপরপক্ষ বেগম খালেদা জিয়াকে চেয়ারম্যান করতে উদ্যোগী হয়। ১৯৮২ সালের ১ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, বিএনপির বিদ্রোহী গ্রুপ ও দলের একটি অংশ বেগম খালেদা জিয়াকে চেয়ারম্যান করতে আগ্রহী। এ কারণে দলের অভ্যন্তরে নতুন মেরুকরণ শুরু হয়েছে। ১৯৮২ সালের ২ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির কয়েকজন নেতা বেগম খালেদা জিয়াকে দলের চেয়ারম্যান প্রার্থী হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। বেগম খালেদা জিয়া এতে তার সম্মতি জানিয়েছেন। অন্যদিকে ১৯৮২ সালের ৩ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত আরেক খবরে জানানো হয়, বিএনপির অপর পক্ষ দাবী করেছে বিএনপির চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হওয়া প্রসঙ্গে বেগম খালেদা জিয়া কোনো কথাই বলেননি।

বেগম খালেদা জিয়ার চেয়ারম্যান প্রার্থী হওয়া নিয়ে যখন বিএনপি নেতারা পরস্পর বিরোধী কথা বলছেন তখন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে সমঝোতার জন্য বৈঠক করেন। ১৯৮২ সালের ৪ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, বিচারপতি আবদুস সাত্তার বেগম খালেদা জিয়াকে চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে দলের স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যপদ গ্রহণ ও মন্ত্রিসভায় যোগদানের অনুরোধ জানিয়েছেন। কিন্তু বেগম খালেদা জিয়া উল্লিখিত অনুরোধ রক্ষায় অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন।

উল্লিখিত বৈঠকের পর বিচারপতি আবদুস সাত্তার ও বেগম খালেদা জিয়া উভয়ে চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। ১৯৮২ সালের ৫ ও ৬ জানুয়ারি সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। ১৯৮২ সালের ৭ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার ১৯৮২ সালের ৬ জানুয়ারি আবার বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়েছেন। ১৯৮২ সালের ৮ জানুয়ারি সংবাদপত্রে দেখা যায়, বেগম খালেদা জিয়া শেষ পর্যন্ত 'দলীয় স্বার্থে' মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন। অন্যদিকে ঐদিন আরেক খবরে জানানো হয়, বিচারপতি আবদুস সাত্তার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিএনপির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন।

১৯৮২ সাল থেকেই বেগম খালেদা জিয়া বিএনপির কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে শুরু করেন এবং ১৯৮৩ সালে রাজনীতিতে পুরোপুরি সক্রিয় হন। কিন্তু ১৯৮৩ সালের এপ্রিলে বিএনপির অভ্যন্তরীণ কোন্দলও বেড়ে যায়। ১৯৮৩ সালের ১ এপ্রিল সংবাদপত্রের এক খবরে জানানো হয়, বিএনপির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করেছে। দলটির দ্বিধা-বিভক্তি এখন সুনিশ্চিত।

এরপরই বিএনপির দুটি অংশ আলাদা স্থানে সভা আহ্বান করে। ১৯৮৩ সালের ২ এপ্রিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, বিচারপতি আবদুস সাত্তার ও বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন অংশের জাতীয় নির্বাহী কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অন্যদিকে ১৯৮৩ সালের ৩ এপ্রিল বিএনপির অপর গ্রুপের খবরে জানানো হয়, বিএনপি সম্মেলনপন্থীদের বৈঠকে বিচারপতি আবদুস সাত্তার ও প্রফেসর ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন কমিটি বাতিল করে শামসুল হুদা চৌধুরীকে চেয়ারম্যান ও প্রফেসর ডা. এম এ মতিনকে মহাসচিব নির্বাচিত করে নতুন জাতীয় নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে। একইদিন ১৯৮৩ সালের ৩ এপ্রিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত আরেক খবরে জানানো হয়, শামসুল হুদা চৌধুরীর নেতৃত্বে বিএনপির নতুন কমিটি গঠন সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বিএনপির অপর পক্ষের চেয়ারম্যান বিচারপতি আবদুস সাত্তার ও মহাসচিব প্রফেসর ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী ঐ কমিটি গঠনকে অবৈধ ও অগঠনতান্ত্রিক অভিহিত করেছেন।

১৯৮৩ সালের ২৮ নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, শামসুল হুদা চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন বিএনপির অংশটি অবশ্য ছয় মাসেরও কম সময়ের মধ্যে 'জনদল' নামের একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। জনদলের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সামরিক শাসক জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ।

অন্যদিকে বিএনপির অপর অংশের মূল চালিকাশক্তি হয়ে উঠেন বেগম খালেদা জিয়া। ১৯৮৪ সালের ১৩ জানুয়ারি সংবাদপত্রের খবরে জানানো হয়, বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান বেগম খালেদা জিয়াকে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান করা হয়েছে। এর চারমাস পর ১৯৮৪ সালের ১১ মে সংবাদপত্রের অপর এক খবরে জানানো হয়, খালেদা জিয়া বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিএনপির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন।

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত খবরের কাগজে জিয়াউর রহমানের মৃত্যু-পরবর্তী সময়ে বিএনপির অভ্যন্তরে নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাত-মত বিরোধ এবং বেগম খালেদা জিয়ার বিএনপির নেতৃত্ব-গ্রহণ বিষয়টি খবর হিসেবে গুরুত্ব পেলেও এ বিষয়ে কোনো সম্পাদকীয় প্রকাশিত হতে দেখা যায়নি।

জিয়াউর রহমানের মৃত্যু-পরবর্তী বিএনপি ও বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব-গ্রহণ শীর্ষক এই ইস্যুর তথ্য বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, ১৯৮১ সালের ৩০ মে জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর থেকে ১৯৮৪ সালের ১০ মে খালেদা জিয়ার বিএনপির নেতৃত্ব-গ্রহণ পর্যন্ত তিন বছর সময়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের মাধ্যমে বিএনপির অভ্যন্তরে দ্বন্দ্ব, সংঘাত, সংঘর্ষ, মতবিরোধ ও বিভক্তির ধারাবাহিক চিত্র উঠে এসেছে। এই খবরগুলো গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায় গুরুত্ব লাভ করলেও এ বিষয়ে কোনো সম্পাদকীয় প্রকাশিত না হওয়ায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংবাদপত্রগুলোর সুস্পষ্ট সম্পাদকীয় নীতি জানা যায় না। আর সে কারণেই এই সময়ে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোর সম্পাদকীয় নীতির মিল-অমিলও চিহ্নিত করা যায়নি।

তথ্যসূত্র :

১. *সংবাদ*, ৫ আগস্ট ১৯৮১, পৃ.১
২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ আগস্ট ১৯৮১, পৃ.১
৩. *সংবাদ*, ১১ আগস্ট ১৯৮১, পৃ.১
৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮১, পৃ.১
৫. *দৈনিক বাংলা*, ১৬ নভেম্বর ১৯৮১, পৃ.১
৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৬ নভেম্বর ১৯৮১, পৃ.১
৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ নভেম্বর ১৯৮১, পৃ.১
৮. *সংবাদ*, ১৬ নভেম্বর ১৯৮১, পৃ.১
৯. *দৈনিক বাংলা*, ১৭ নভেম্বর ১৯৮১, পৃ.১
১০. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৭ নভেম্বর ১৯৮১, পৃ.১
১১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ নভেম্বর ১৯৮১, পৃ.১
১২. *সংবাদ*, ১৭ নভেম্বর ১৯৮১, পৃ.১
১৩. *দৈনিক বাংলা*, ৩০ ডিসেম্বর ১৯৮১, পৃ.১
১৪. *দৈনিক বাংলা*, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮১, পৃ.১
১৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ জানুয়ারি ১৯৮২, পৃ.১
১৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ জানুয়ারি ১৯৮২, পৃ.১
১৭. *দৈনিক বাংলা*, ৩ জানুয়ারি ১৯৮২, পৃ.১
১৮. *সংবাদ*, ৪ জানুয়ারি ১৯৮২, পৃ.১
১৯. *দৈনিক বাংলা*, ৫ জানুয়ারি ১৯৮২, পৃ.১
২০. *দৈনিক বাংলা*, ৬ জানুয়ারি ১৯৮২, পৃ.১
২১. *সংবাদ*, ৭ জানুয়ারি ১৯৮২, পৃ.১
২২. *দৈনিক বাংলা*, ৭ জানুয়ারি ১৯৮২, পৃ.১
২৩. প্রাগুক্ত
২৪. প্রাগুক্ত
২৫. *দৈনিক বাংলা*, ৮ জানুয়ারি ১৯৮২, পৃ.১
২৬. প্রাগুক্ত
২৭. সৈয়দ আবদাল আহমদ, *নন্দিতনেত্রী খালেদা জিয়া*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা: ১৯৯১, পৃ. ৫৬-৫৭
২৮. *দৈনিক বাংলা*, ১ এপ্রিল ১৯৮৩, পৃ.১
২৯. *দৈনিক বাংলা*, ২ এপ্রিল ১৯৮৩, পৃ.১
৩০. প্রাগুক্ত
৩১. *দৈনিক বাংলা*, ৩ এপ্রিল ১৯৮৩, পৃ.১
৩২. প্রাগুক্ত
৩৩. *দৈনিক বাংলা*, ২৮ নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ.১
৩৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩ জানুয়ারি ১৯৮৪, পৃ.১
৩৫. *দৈনিক বাংলা*, ১১ মে ১৯৮৪, পৃ.১

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

সংবাদপত্রে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের শাসন আমলে (১৯৮২-৯০) প্রকাশিত বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুর উপস্থাপন সম্পর্কে বিশ্লেষণ

১৯৮২ সালে বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা দখল করেন হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ। তিনি তখন সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ দেশে সামরিক আইন জারি করেন তিনি এবং শাসন ক্ষমতা দখল করে নেন। 'হাজার বছরের বাংলাদেশ : ইতিহাসের অ্যালবাম' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে ড. মোহাম্মদ হাননান লিখেছেন:

> *সাত্তার সরকারের ব্যর্থতা, দুর্নীতি, সেনাবাহিনীতে অসন্তোষ ইত্যাদি সঙ্কটজনক অবস্থার মুখে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান লে: জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ বন্দুকের নলের মুখে বিনা রক্তপাতে বাংলাদেশের শাসনক্ষমতা দখল করে বসেন। তার ক্ষমতা দখলের এই নাটক ১৯৫৮ সালের জেনারেল আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের অনুকরণেই ঘটে। এরশাদ বন্দুকের নলের মুখে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তারের কাছ থেকে পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন। জিয়াহীন জাতীয়তাবাদী দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব তখন চরম কলহে রূপ নিয়েছিল। ফলে দুর্বল ব্যক্তিত্বের অধিকারী রাষ্ট্রপতি সাত্তারের পক্ষে আর শাসনক্ষমতা ধরে রাখা এবং ক্ষমতালোভী এই সেনানায়কের মোকাবেলা করা সম্ভব ছিল না। এরই অনিবার্য পরিণতি হিসেবে বাংলাদেশ আবার সামরিক শাসনের কারাগারে বন্দী হয়।*[১]

এরপর একটানা নয় বছর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় বহাল থাকেন। সামরিক আইনের মাধ্যমে দেশ শাসন শুরু করলেও পরে তিনি তার শাসনকে বেসামরিকীকরণের উদ্যোগ নেন। তবে শেষ পর্যন্ত ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর এক গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ক্ষমতাচ্যুত হন। উল্লিখিত সময়ের রাজনীতি সংবাদপত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

এই অধ্যায়ে উপরোক্ত সময়সীমার অর্থাৎ ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সময়ের সংবাদপত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উপরোক্ত সময়ের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনার মধ্য থেকে বহুল আলোচিত চারটি ইস্যু এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইস্যুগুলো হচ্ছে:

এক. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া।
দুই. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের দলীয় রাজনীতি।
তিন. এরশাদ বিরোধী আন্দোলন।
চার. নব্বই-এর গণঅভ্যুত্থান।

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উল্লিখিত ইস্যুগুলো নিচে ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. ড. মোহাম্মদ হাননান, *হাজার বছরের বাংলাদেশ : ইতিহাসের অ্যালবাম*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা : ১৯৯৫, পৃ. ১৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

এক. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ সামরিক আইন জারি করে দেশের শাসন ক্ষমতা দখল করেন। তবে ধীরে ধীরে তিনি তাঁর শাসনকে বেসামরিকীকরণের উদ্যোগ নেন। বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে প্রথমে তিনি দেশের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরে গণভোটের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাওয়ার জন্য জনগণের রায় নেন। এর মধ্য দিয়েই হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়ার প্রথম পর্যায় শেষ করেন। এই বিষয়গুলো সংবাদপত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

রিপোর্ট:

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ সামরিক আইন জারি করে ক্ষমতা দখল করেন। পরদিন ২৫ মার্চ এই খবরটি সংবাদপত্রে প্রাধান্য বিস্তার করে। দৈনিক ইত্তেফাকে এইদিন প্রথম পৃষ্ঠায় মোট ১০ টি খবর প্রকাশিত হয় এবং এর মধ্যে ৯টিই ছিল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ক্ষমতা দখল ও প্রাসঙ্গিক খবর। দৈনিক বাংলায় এইদিন প্রথম পৃষ্ঠায় ১৬টি খবর প্রকাশিত হয় এবং এরমধ্যে ১৩টি ছিল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ক্ষমতা দখল ও প্রাসঙ্গিক খবর। সংবাদে এইদিন প্রথম পৃষ্ঠায় ১৫টি খবর প্রকাশিত হয় এবং এরমধ্যে ১৪টিই ছিল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ক্ষমতা দখল ও প্রাসঙ্গিক খবর। বাংলাদেশ অবজারভার এইদিন প্রথম পৃষ্ঠায় মোট ১৪টি খবর প্রকাশ করে এবং এর মধ্যে ১২টি ছিল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ক্ষমতা দখল ও প্রাসঙ্গিক খবর।

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ক্ষমতা দখল ও প্রাসঙ্গিক কয়েকটি খবর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকায়ই প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ক্ষমতা দখলের মূল খবরটি সব ক'টি পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'সারা দেশে সামরিক আইন জারি : জেনারেল এরশাদ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক : সংবিধানের কার্যকারিতা স্থগিত : রাজনৈতিক তৎপরতা, বিক্ষোভ ও মিছিল নিষিদ্ধ ॥ দুর্নীতি দমন, উৎপাদন বৃদ্ধি ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠাই লক্ষ্য'। এই খবরে লেখা হয়:

> *সারাদেশে সামরিক আইন জারি করার দশ ঘন্টা পর জাতির উদ্দেশে বেতার ভাষণে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ দুর্নীতিকে জাতীয় শত্রু হিসেবে আখ্যায়িত করিয়া উহার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জেহাদের সংকল্প ব্যক্ত করেন। তিনি বিরতিহীন উৎপাদন এবং অপব্যয় রোধে কঠোর পদক্ষেপের অঙ্গীকারও ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠাই আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। যথাসম্ভব শীঘ্রই দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। বুধবার প্রত্যুষে সামরিক আইন জারির ঘোষণায় সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া সশস্ত্রবাহিনী প্রধান দেশের জাতীয় সংসদ ও প্রেসিডেন্টসহ মন্ত্রী পরিষদ বাতিল করিয়া দেন এবং সংবিধানের কার্যকারিতা স্থগিত ঘোষণা করেন। বেতার ভাষণে জে. এরশাদ দেশে সকল রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন।*[১]

দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'সামরিক আইন জারি : সংবিধান স্থগিত : পার্লামেন্ট ও সরকার বাতিল ॥ বিপর্যয় রোধে এই পদক্ষেপ : জাতির উদ্দেশে জে. এরশাদের ভাষণ'।[২] সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'সংবিধান স্থগিত ॥ সংসদ বাতিল ॥ রাষ্ট্রপতি বহাল নেই ॥ মন্ত্রি পরিষদ ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে : সামরিক আইন জারি ॥ দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু হল : দেশকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করাই লক্ষ্য : এরশাদ'।[৩] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'Democracy will be restored : Ershad ॥ Martial Law to save nation'.[৪]

ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারের ভাষণ বিষয়ক খবরে জানানো হয়, বেতার-টিভিতে জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার বলেছেন জাতীয় স্বার্থে সারা দেশে সামরিক আইন জারি অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সশস্ত্র বাহিনীর এই প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি : বিচারপতি সাত্তার'। এই খবরে লেখা হয়:

> *গতকাল অপরাহ্নে সাবেক প্রেসিডেন্ট আবদুস সাত্তার রেডিও-টেলিভিশনে প্রচারিত এক ভাষণে বলেন যে, দেশের আইন-শৃঙ্খলা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে যে, জাতীয় স্বার্থে সারা দেশে সামরিক আইন জারি করা অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে।*[৫]

দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারেও খবরটি ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'মার্শাল ল' অপরিহার্য ছিল: সাত্তার'।[৬] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Sattar welcomes take-over.'[৭] অন্যদিকে সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সাফল্য কামনা করি : সাত্তার'।[৮]

দু'জন উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ ও দেশকে পাঁচটি সামরিক অঞ্চলে বিভক্তি বিষয়ক খবরটি সংবাদে ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। শিরোনাম ছিল: 'সমগ্র দেশ পাঁচটি সামরিক অঞ্চলে বিভক্ত'। এই খবরে লেখা হয়:

> *প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লে: জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ নৌবাহিনীর স্টাফ প্রধান রিয়ার এডমিরাল মাহবুব আলী খান এবং বিমান বাহিনীর স্টাফ প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল সুলতান মাহমুদ বিইউকে উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করেছেন। গতকাল*

Dhaka University Institutional Repository

সকালে ইস্যুকৃত এক ঘোষণা অনুযায়ী পাঁচজন আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকের নেতৃত্বে দেশকে পাঁচটি সামরিক আইন অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে।[৯]

দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'দুজন উপ-প্রধান ও ৫ জন আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক'।[১০] দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: '৫ জন আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ'।[১১] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'DCMLAs, Zones, Zonal ML Administrators'.[১২]

এরশাদের ক্ষমতা দখল সংশ্লিষ্ট কয়েকটি খবর দৈনিক ইত্তেফাক ছাড়া অন্য তিনটি পত্রিকায় আলাদা আইটেম হিসেবে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেয়ায় হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদকে চারজন ছাত্রনেতার অভিনন্দন বিষয়ক খবরটি তিনটি পত্রিকাতেই প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'সময়োচিত ও সঠিক পদক্ষেপ'। এই খবরে লেখা হয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন ছাত্রনেতা প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল এইচ এম এরশাদ ও দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনীকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এই চার ছাত্রনেতা এক বিবৃতিতে ছাত্র সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্তকে 'সময়োচিত ও সঠিক পদক্ষেপ' বলে অভিনন্দিত করেন। বিবৃতিতে স্বাক্ষরদানকারী ছাত্রনেতৃবৃন্দ হলেন যথাক্রমে: মহসিন হল ছাত্র ইউনিয়নের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও সাধারণ সম্পাদক মুজিবুল হক চুন্নু ও জামাল উদ্দীন আহমদ, স্যার এফ রহমান হল ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মুস্তাফিজুর রহমান মাসুম ও সোহেল রানা।[১৩]

সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল: '৪ জন ছাত্রনেতার অভিনন্দন'।[১৪] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'DU students leaders hail Martial Law.'[১৫]

সামরিক আইন জারির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলায়। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আধিপত্য নয়- বিদেশী রাষ্ট্রের বন্ধুত্বই কাম্য'। এই খবরে লেখা হয়:

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লে: জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন যে, বিদেশী যে কোন রাষ্ট্রের বন্ধুত্বই আমাদের কাম্য- কারো আধিপত্য নয়। গতকাল জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে পররাষ্ট্রনীতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব কারো প্রতি বিদ্বেষ নয়, এই পররাষ্ট্র নীতিতে আমরা বিশ্বাসী। সার্বভৌম সমতা অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, সকল সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান- এই নীতিমালা হবে আমাদের পররাষ্ট্র নীতির মূল লক্ষ্য।[১৬]

সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব কারো প্রতি বিদ্বেষ নয়'।[১৭] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: ' Sovereign equality basis of foreign Policy.'[১৮]

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ক্ষমতা দখল সংশ্লিষ্ট একটি খবর সংবাদ ছাড়া বাকী তিনটি পত্রিকায় আলাদা আইটেম হিসেবে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। এই খবরটির বিষয়বস্তু ছিল: সামরিক আইন জারির ঘোষণাপত্র। এই খবরে সামরিক আইন জারি করে সেনাবাহিনী প্রধান হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ যে ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন তার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করা হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। শিরোনাম ছিল: 'সামরিক আইন জারির ঘোষণাপত্র'। এই খবরে লেখা হয়:

আমি লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাহায্য ও রহমত এবং আমাদের মহা দেশপ্রেমিক জনগণের আশীর্বাদ লইয়া, এতদ্বারা ২৪ মার্চ, ১৯৮২ বুধবার হইতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল ও সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করিতেছি এবং এ মুহূর্ত হইতে সমগ্র বাংলাদেশকে সামরিক আইনের আওতাভুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিতেছি। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণের সাথে সাথে আমি বাংলাদেশের সকল সশস্ত্র বাহিনীর পূর্ণ কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করিতেছি।[১৯]

দৈনিক বাংলায় খবরটি সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সামরিক আইনের ঘোষণা'।[২০] অন্যদিকে বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Proclamation Order.'[২১]

এরশাদের ক্ষমতা দখলের প্রেক্ষাপটে একটি খবর দৈনিক বাংলা ছাড়া বাকী তিনটি পত্রিকায় আলাদা আইটেম হিসেবে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। খবরটির বিষয়বস্তু ছিল: হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের জীবন-বৃত্তান্ত'। তিনটি পত্রিকাতেই খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত খবরটির শিরোনাম ছিল: 'জেনারেল এরশাদের

Dhaka University Institutional Repository

সংক্ষিপ্ত জীবনী'।[২২] সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'লে. জেনারেল এরশাদের জীবনী'।[২৩] আর বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Life-sketch of Ershad.'[২৪]

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ক্ষমতা দখল সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিষয়ের খবর শুধু দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদে আলাদা আইটেম হিসেবে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। এরমধ্যে সান্ধ্যআইন জারি বিষয়ক খবরটি উভয় পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'রাত ৯টা হইতে ভোর ৫টা পর্যন্ত সান্ধ্য আইন'। এই খবরে লেখা হয়:

> *প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দফতর হইতে জারিকৃত ঘোষণায় বলা হয় যে, রাত ৯টা হইতে ভোর ৫টা পর্যন্ত ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় সান্ধ্যআইন বলবৎ থাকিবে। জরুরী কার্যনির্বাহের জন্য ডাক্তার, এ্যাম্বুলেন্স, সাংবাদিক এবং জরুরী কাজে যানবাহন চলাচলের জন্য সোহরাওয়ার্দী উদ্যান পুলিশ কন্ট্রোলরুম হইতে কারফিউ পাস ইস্যু করা হইবে।*[২৫]

সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'সান্ধ্যআইন'।[২৬]

অফিস-আদালত পুনরায় চালু বিষয়ক খবরটি উভয় পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'আজ হইতে অফিসের কাজকর্ম চলিবে'। এই খবরে লেখা হয়:

> *প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দফতর হইতে জারিকৃত ঘোষণায় বলা হয় যে, আজ বৃহস্পতিবার হইতে যথারীতি সকল সরকারী, আধা-সরকারী অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেশন ও সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী কাজকর্ম চালাইয়া যাইতে হইবে। সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে সময়মত নিজ নিজ কার্যালয়ে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। নিয়ম ও শৃঙ্খলার অমান্য বা অবহেলাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।*[২৭]

সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'আজ অফিস-আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা থাকবে'।[২৮]

যানবাহন আইন কঠোরভাবে অনুসরণের নির্দেশ বিষয়ক খবরটির দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'যানবহন আইন কঠোরভাবে অনুসরণের নির্দেশ'। এই খবরে লেখা হয়:

> *প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দফতর হইতে জারিকৃত ঘোষণায় সকল যানবাহন চালককে এই মর্মে হুঁশিয়ার করিয়া দেওয়া হয় যে, তাহারা যেন চলাচলের সকল আইন-কানুন সঠিকভাবে মান্য করিয়া চলেন। গতিমাত্রা মানিয়া চলার জন্য বিশেষভাবে হুঁশিয়ার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলোকে এ ব্যাপারে কঠোর দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে।*[২৯]

সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'যানবাহন চালকদের প্রতি আইন মেনে চলার নির্দেশ'।[৩০]

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ক্ষমতা দখল সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিষয়ের খবর শুধু দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে আলাদা আইটেম হিসেবে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে নতুন বেসামরিক প্রেসিডেন্ট মনোনীত হবেন বিষয়ক খবরে জানানো হয়, হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ঘোষণা করেছেন যে রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য একজন নতুন প্রেসিডেন্ট মনোনীত করা হবে। একই সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন যে সরকার প্রধান হিসেবে তার কাজে সাহায্যের জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদও গঠন করা হবে। উভয় পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'নয়া বেসামরিক প্রেসিডেন্ট মনোনীত করা হবে : এরশাদ'। এই খবরে লেখা হয়:

> *প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লে: জেনারেল এইচ এম এরশাদ বলেন যে, রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে একজন নয়া বেসামরিক প্রেসিডেন্ট মনোনীত করা হবে। বুধবার বেতার ও টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দানকালে জেনারেল এরশাদ বলেন যে তিনি সরকার প্রধান হিসেবে তার কাজে সাহায্যের জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করবেন। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বলেন যে, দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে আমাদের আন্তরিক ও গভীর আগ্রহ রয়েছে।*[৩১]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'Civilian President to be nominated.'[৩২]

রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ বিষয়ক খবরে জানানো হয়, হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ দেশে ধর্মঘট, ঘেরাও, হরতাল সহ সব ধরনের বিক্ষোভমূলক এবং রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এই খবরটিও উভয় পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'ধর্মঘট ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ'। এই খবরে লেখা হয়:

> *দেশে ধর্মঘট, ঘেরাও, হরতাল সহ সব ধরনের বিক্ষোভমূলক এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বেতার ও টিভিতে গতকাল জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল এইচ এম এরশাদ বলেন, রাজনীতি ও শ্রমিক আন্দোলনের নামে দেশে বহু হরতাল, ধর্মঘট, ঘেরাও ও বিক্ষোভ আন্দোলন হয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, এসবের ফলে দেশে উৎপাদন মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সৃষ্টি হয়েছে এক অচলাবস্থা। দেশে সব ধরনের বিক্ষোভমূলক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে জেনারেল এরশাদ বলেন, দেশের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে এসব কার্যকলাপ আর কিছুতেই বরদাস্ত করা হবে না।*[৩৩]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'Political activities banned.'[৩৪]

Dhaka University Institutional Repository

দুর্নীতি নির্মূল অভিযান বিষয়ক খবরে জানানো হয়, হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ দুর্নীতি নির্মূল অভিযান চালানোর ঘোষণা দিয়েছেন। এই খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতিরোধ অন্যতম উদ্দেশ্য : দুর্নীতি নির্মূলের সংকল্প'। এই খবরে লেখা হয়:

> *প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল এইচ এম এরশাদ দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। দুর্নীতিকে তিনি জাতীয় শত্রু হিসেবে আখ্যায়িত করে এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। গতকাল দুপুরে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে তিনি বলেন, আমাদের আশু সমস্যাগুলোর মধ্যে প্রধান সমস্যা হল দুর্নীতি যা মারাত্মক ক্যান্সার ব্যধির মত সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে সমাজ জীবনকে কলুষিত ও বিষাক্ত করে তুলেছে।*[৩৫]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'All-out jehad against corruption.'[৩৬]

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ক্ষমতা দখল সংশ্লিষ্ট কিছু খবর শুধু সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভারে আলাদা আইটেম হিসেবে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। এরমধ্যে উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মাহবুব আলী খানের জীবন-বৃত্তান্ত বিষয়ক খবর উভয় পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'রিয়ার এডমিরাল মাহবুব আলী খানের জীবনী'।[৩৭] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'Life-sketch of M A Khan.'[৩৮]

উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক সুলতান মাহমুদের জীবন-বৃত্তান্ত বিষয়ক খবরে তার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করা হয়। উভয় পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'এয়ার ভাইস মার্শালের জীবনী'।[৩৯] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'Life-sketch of Sultan Mahamud.'[৪০]

এরশাদের ক্ষমতা দখল সংশ্লিষ্ট একটি খবর শুধু দৈনিক বাংলা ও সংবাদে আলাদা আইটেম হিসেবে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। খবরটির বিষয়বস্তু ছিল: যথাশীঘ্র সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'যথাশীঘ্র নির্বাচন'। এতে লেখা হয়:

> *প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লে: জেনারেল এইচ এম এরশাদ বুধবার বলেন যে যথাশীঘ্র সম্ভব অনুকূল পরিবেশ ফিরিয়ে এনে দেশে সুষ্ঠু সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করাই তার সরকারের প্রধান লক্ষ্য। বুধবার বিকেলে রেডিও ও টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে ভাষণে তিনি বলেন, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে যথাশীঘ্র সম্ভব দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। জেনারেল এরশাদ বলেন, বর্তমান রাজনৈতিক দুরবস্থা দূর করতে না পারলে গণতান্ত্রিক পথ সুগম ও স্থিতিশীল করা যাবে না। তাই আমাদের লক্ষ্য হল এমন এক সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ গড়ে তোলা যেখানে গণতন্ত্রের সুষ্ঠু বিকাশে কোন বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি না হয় এবং দেশ ও জাতি যেন বারবার সংকটে নিপতিত না হয়।*[৪১]

সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'যত শিগগির সম্ভব সাধারণ নির্বাচন'।[৪২]

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ক্ষমতা দখল সংশ্লিষ্ট একটি খবর শুধু দৈনিক বাংলা ও দৈনিক ইত্তেফাকে আলাদা আইটেম হিসেবে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। খবরটির বিষয়বস্তু ছিল: সামরিক আইন জারির পর ঢাকার জীবনযাত্রা স্বাভাবিক। উভয় পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'স্বাভাবিক জীবনযাত্রা'। এই খবরে লেখা হয়:

> *বুধবার ঢাকা শহরে যানবাহন চলাচল ছিল স্বাভাবিক। বিমান, রেলওয়ে ও নৌ পরিবহণও নির্ধারিত সময়ে চলাচল করেছে। জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর সূত্রে জানা গেছে যে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ সমস্ত ফ্লাইট সময়মত চলাচল করেছে। কমলাপুর রেলস্টেশন সূত্রে বলা হয়, সমস্ত স্থানীয় ও মেল ট্রেন স্বাভাবিকভাবে চলাচল করেছে। সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল সূত্রে বলা হয়েছে, সমস্ত নৌ পরিবহণ স্বাভাবিক নিয়মে ঢাকা থেকে ও ঢাকার পথে চলাচল করেছে। শহরের রাস্তায় সড়ক পরিবহণ, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ সংস্থার কোচ সার্ভিস এবং অন্যান্য বেসরকারী সংস্থার গাড়ী স্বাভাবিকভাবে চলাচল করেছে।*[৪৩]

দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'গতকালের ঢাকা'।[৪৪]

এরশাদের ক্ষমতা দখল সংশ্লিষ্ট কয়েকটি খবর শুধু সংবাদে আলাদা আইটেম হিসেবে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। এরমধ্যে সামরিক আইন জারি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রীট আবেদন করা যাবে না সংক্রান্ত খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এর শিরোনাম ছিল: 'রীট আবেদন করা যাবে না'। এতে লেখা হয়:

> *বাংলাদেশ সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীন রীট আবেদন করা যাবে না। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লে: জেনারেল এইচ এম এরশাদ কর্তৃক সামরিক আইন ঘোষণায় একথা বলা হয়। খবর এনার।*[৪৫]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ ব্যাংক বন্ধ ছিল বিষয়ক খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'গতকাল ব্যাংক বন্ধ ছিল'। এতে লেখা হয়:

> *গতকাল বুধবার বাংলাদেশ ব্যাংক, সকল তফসিলী ব্যাংক ও ব্যাংকিং কর্পোরেশন বন্ধ ছিল। খবর বাসস'র।*[৪৬]

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ক্ষমতা দখল সংশ্লিষ্ট কয়েকটি খবর শুধু দৈনিক বাংলায় আলাদা আইটেম হিসেবে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। এরমধ্যে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বিষয়ক খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এতে লেখা হয়:

> *বুধবার ভোর রাতে সারা দেশে সামরিক আইন জারি করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। নৌবাহিনীর স্টাফ প্রধান রিয়ার এডমিরাল মাহবুব আলী খান এবং বিমান বহিনীর প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল সুলতান মাহমুদ বিইউ উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত হয়েছেন।*[৪৭]

সরকারের বিশেষ কয়েকটি ঘোষণা বিষয়ক খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'কয়েকটি বিশেষ ঘোষণা'। এই খবরে লেখা হয়:

> *বুধবার প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দপ্তর হতে জারিকৃত কয়েকটি বিশেষ ঘোষণায় বলা হয়: স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মানিক মিয়া এভিনিউয়ে জাতীয় কুচকাওয়াজ ও ঢাকা স্টেডিয়ামে যে টাট্টু শো অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল তা অনুষ্ঠিত হবে না। বুধবার রাত ন'টা হতে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকবে। জরুরী কার্যনির্বাহের জন্যে ডাক্তার, এ্যাম্বুলেন্স, সাংবাদিক এবং জরুরী কাজে নিয়োজিত যানবাহন চলাচলের জন্য সোহরাওয়ার্দী উদ্যান পুলিশ কন্ট্রোল রুম থেকে কারফিউ পাস রাত আটটা পর্যন্ত ইস্যু করা হবে। আজ বৃহসপতিবার হতে যথারীতি সকল সরকারী, আধা-সরকারী অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেশন ও সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী কাজ-কর্ম চালিয়ে যেতে হবে।*[৪৮]

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ সামরিক আইন জারি করে জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে ঘোষণা করেন রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য একজন নতুন প্রেসিডেন্ট মনোনীত করা হবে। এই ঘোষণার ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায় পরদিন ২৫ মার্চ। হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ঐদিন বিচারপতি আহসান উদ্দীন চৌধুরীকে নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনীত করেন। দু'দিন পর ১৯৮২ সালের ২৭ মার্চ বিচারপতি আহসান উদ্দীন চৌধুরী নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। পরদিন এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বঙ্গভবনে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে শপথ গ্রহণ : বিচারপতি আহসান উদ্দীন নয়া প্রেসিডেন্ট'। এতে লেখা হয়:

> *বিচারপতি জনাব আবুল ফজল মোহাম্মদ আহসান উদ্দীন চৌধুরী গতকল শনিবার দেশের নয়া প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন। গতকাল বিকালে বঙ্গভবনের জিয়া হলে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে নয়া প্রেসিডেন্টকে শপথবাক্য পাঠ করান সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি কামাল উদ্দীন হোসেন। উল্লেখযোগ্য যে ইতিপূর্বে গত শুক্রবার ২৫ মার্চ রাতে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লে: জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ দেশের নয়া প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিচারপতি আহসান উদ্দীন চৌধুরীকে মনোনীত করেন।*[৪৯]

শপথ গ্রহণের একদিন পরই ১৯৮২ সালের ২৯ মার্চ নতুন প্রেসিডেন্ট আহসান উদ্দীন চৌধুরী জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। তার এই ভাষণ দেয়ার খবর ৩০ মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'জাতির উদ্দেশে প্রেসিডেন্টের ভাষণ : দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়তে সহযোগিতা করুন'। এই খবরে লেখা হয়:

> *প্রেসিডেন্ট আবুল ফজল মোহাম্মদ আহসান উদ্দীন চৌধুরী স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ এবং দুর্নীতিমুক্ত একটি সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গঠনের লক্ষ্যে সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্যে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট বলেন, সীমাহীন দুর্নীতি এবং বিশৃঙ্খলার ফলে আমাদের প্রিয়দেশ দ্রুত বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। দেশ-প্রেমিক সশস্ত্র বাহিনী এই সংকট থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যে এগিয়ে এসেছেন। দেশের জনগণের কাছে সশস্ত্র বাহিনীর দৃঢ় ভূমিকা ও পদক্ষেপ বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয়েছে।*[৫০]

এরপর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া শুরু করেন। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ১৯৮৩ সালের ১১ ডিসেম্বর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ নিজেই প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নিয়ে নেন। ১২ ডিসেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে দৈনিক বাংলায়। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'এরশাদ প্রেসিডেন্ট : মন্ত্রিসভা পুনর্বহাল'। এই খবরে লেখা হয়:

> *প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লে: জেনারেল এইচ এম এরশাদ রোববার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। বাসস পরিবেশিত এ খবরে বলা হয়, সিএমএলএ ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চের ঘোষণার একটি সংশোধনীর বিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সে সংশোধনীতে বলা হয়েছে, সিএমএলএ বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হবেন। সিএমএলএ বঙ্গভবনে আয়োজিত এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা স্বাক্ষর করেন। সিএমএলএ পরে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট পদের দায়িত্বভার গ্রহণের অপর একটি ঘোষণা স্বাক্ষর করেন।*[৫১]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Ershad becomes President.'[৫২] সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'জেনারেল এরশাদের রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ'।[৫৩] আর দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'প্রেসিডেন্ট পদে এরশাদ'।[৫৪]

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণের পর ঐদিনই অর্থাৎ ১৯৮৩ সালের ১১ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। এই খবরটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকায় গুরুত্ব পায়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'জাতির উদ্দেশে ভাষণ : গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্যেই দায়িত্ব নিয়েছি ॥ রাজনীতিকদের প্রতি আলোচনায় বসার আহ্বান'। এই খবরে লেখা হয়:

> *প্রেসিডেন্ট ও সিএমএলএ লে: জেনারেল এইচ এম এরশাদ দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সকল রাজনৈতিক দল ও নেতাদের তার সঙ্গে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে খোলা মনে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণের পর গতকাল জাতির প্রতি বেতার-টিভি ভাষণে তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, দেশে উন্নয়ন ও গণতন্ত্রে উত্তরণের পথে আমরা এ যাবত যে অগ্রগতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছি তা অব্যাহত রাখতে সকলে এগিয়ে আসবেন।*[৫৫]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Call for dialogue with politicians reiterated.'[৫৬] অন্যদিকে সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'খোলা মন নিয়ে আলোচনার জন্য রাজনীতিকদের প্রতি আমন্ত্রণ'।[৫৭] আর দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'রাজনীতিবিদদের সহিত খোলা মনে আলোচনা করিতে চাই : এরশাদ'।[৫৮]

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ তার সামরিক শাসনকে বেসামরিকীকরণের অংশ হিসেবে ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ গণভোটের আয়োজন করেন। এই গণভোটের মাধ্যমে তিনি স্থগিত সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনসমূহ অনুষ্ঠান পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাওয়ার ব্যাপারে জনগণের রায় নিয়ে নেন। এই গণভোট প্রক্রিয়ার শুরু হয় ১৯৮৫ সালের ১মার্চ। এদিন হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ গণভোটের ঘোষণা দেন। এই খবর ১৯৮৫ সালের ২ মার্চ গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকায়ই গুরুত্ব পায়। এই খবরে জানানো হয়, হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ জাতির উদ্দেশে ভাষণে ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ গণভোট অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়েছেন। দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটিতে তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। এই পত্রিকা দুটিতে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করা হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'জাতির উদ্দেশে প্রেসিডেন্টের ভাষণ : ২১শে মার্চ জনমত যাচাই ॥ প্রেসিডেন্ট এরশাদের নীতি-কর্মসূচী ও রাষ্ট্রপতি পদে অবস্থিতি সম্পর্কে জনগণের রায় গ্রহণের পদক্ষেপ'। এতে লেখা হয়:

> *প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লে: জেনারেল এইচ এম এরশাদ ঘোষণা করেছেন যে, আগামী ২১শে মার্চ সারা দেশে জনমত যাচাই করা হবে। প্রেসিডেন্টের অনুসৃত নীতি ও কর্মসূচীর প্রতি এবং স্থগিত সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনসমূহ অনুষ্ঠান পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার দায়িত্ব পালন করে যাওয়ার প্রতি জনগণের আস্থা আছে কিনা সে সম্পর্কে জনগণ ২১শে মার্চ রায় দেবেন। গতকাল ১ মার্চ রাতে বেতার ও টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে প্রেসিডেন্ট এই জনমত যাচাইয়ের ব্যাপারে তার সরকারের সিদ্ধান্তের ঘোষণা করেন।*[৫৯]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'Political activities banned : ML Courts revived ॥ Ershad seeks people's verdict on Mar 21.'[৬০] অন্যদিকে সংবাদে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল: 'জাতির উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি এরশাদের ভাষণ ॥ ২১শে মার্চ জনমত যাচাই'।[৬১] আর দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল: 'জাতির উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি এরশাদের ভাষণ ॥ ২১শে মার্চ জনমত যাচাই'।[৬২]

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের গণভোট অনুষ্ঠানের ঘোষণার ধারাবাহিকতায় ১৯৮৫ সালের ৪ মার্চ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জেনারেল এরশাদের অনুসৃত নীতি ও কর্মসূচীর প্রতি আস্থা এবং স্থগিত সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন সমূহ অনুষ্ঠান পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট পদে তার অধিষ্ঠিত থাকার ব্যাপারে সম্মতি আছে কি না তা ২১ মার্চ 'হ্যাঁ' অথবা 'না' ভোটের মাধ্যমে ব্যক্ত করার জন্য ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানায়। ৫ মার্চ এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল: 'নির্বাচন কমিশন রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করেছে : 'হ্যাঁ' বা 'না' ভোটে ২১ মার্চ রায় দেয়ার আহ্বান'। এতে লেখা হয়:

> *নির্বাচন কমিশন প্রেসিডেন্ট লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের অনুসৃত নীতি ও কর্মসূচীর প্রতি আস্থা এবং স্থগিত সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনসমূহ অনুষ্ঠান পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট পদে তার অধিষ্ঠিত থাকার ব্যাপারে সম্মতি আছে কিনা তা ২১ শে মার্চ 'হ্যাঁ' অথবা 'না'*

ভোটের মাধ্যমে ব্যক্ত করার জন্যে ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। নির্বাচন কমিশন ১৯৮৫ সালের গণভোট আদেশ (১৯৮৫ সালের ৯০ নম্বর সামরিক আইন আদেশ) অনুযায়ী গত রোববার (৪ মার্চ) প্রকাশিত সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে এই আহ্বান জানিয়েছে। ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশন গণভোট অনুষ্ঠানের জন্যে সকল জেলা প্রশাসককে নিজ নিজ এলাকার রিটার্নিং অফিসার নিযুক্ত করেছে।[৬৩]

বিরোধী রাজনৈতিক দল সমূহ যাতে এই গণভোটের বিরুদ্ধে কোনো জনমত তৈরি করতে না পারে এই জন্য ১৯৮৫ সালের ১২ মার্চ সরকার গণভোট বিরোধী প্রচারণা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। পরদিন ১৩ মার্চ এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'গণভোটের বিরুদ্ধে বক্তব্য উত্থাপন বা প্রচার নিষিদ্ধ'। এই খবরে লেখা হয়:

আগামী ২১ শে মার্চ অনুষ্ঠিতব্য গণভোটের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে কোন ধরনের বক্তব্য উত্থাপন, প্রচার বা প্রচারপত্র বিলি সর্বোতভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি বা সংবাদপত্র এই আদেশ লংঘন করেন তবে উক্ত ব্যক্তি বা সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষ সামরিক আইনের বিধান অনুযায়ী দন্ডনীয় হবেন।[৬৪]

১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। এই দিন গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সব পত্রিকায় এই বিষয়ে একটি করে খবর প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে পরিবেশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলা ও সংবাদে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'আজ গণভোট'। এই খবরে লেখা হয়:

আজ বৃহস্পতিবার ২১শে মার্চ সারা দেশে গণভোট অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট লে: জেনারেল এইচ এম এরশাদের অনুসৃত নীতি ও কর্মসূচী এবং স্থগিত সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনসমূহ অনুষ্ঠান পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি পদে তার অবস্থিতির প্রশ্নে জনমত যাচাইয়ের লক্ষ্যে এই গণভোট অনুষ্ঠান করা হচ্ছে।[৬৫]

দৈনিক ইত্তেফাকেও খবরটির শিরোনাম ছিল: 'আজ গণভোট'।[৬৬] সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'রাষ্ট্রপতি এরশাদের কর্মসূচীর প্রতি আস্থার প্রশ্নে আজ গণভোট'।[৬৭] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: '4.97 Cr. Voters : 22,984 polling stations ॥ Referendum today.'[৬৮]

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলো ১৯৮৫ সালের ২২ মার্চ গণভোটের আংশিক ফল এবং পরদিন ২৩ মার্চ পূর্ণ ফল প্রকাশ করে। প্রথম দিন ১৯৮৫ সালের ২২ মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, সর্বশেষ খবর অনুযায়ী হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ৯৩ দশমিক ৮৭ শতাংশ আস্থা ভোট পেয়েছেন। দৈনিক বাংলায় খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়। এই পত্রিকা খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'শান্তিপূর্ণভাবে সারা দেশে গণভোট সম্পন্ন : এরশাদের পক্ষে বিপুল আস্থা ভোট'। এই খবরে লেখা হয়:

গতকাল ২১মার্চ শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত গণভোটে প্রেসিডেন্ট লে: জেনারেল এইচ এম এরশাদ জনগণের বিপুল আস্থাভোট অর্জনের দিকে এগিয়ে চলেছেন। গত রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন থেকে প্রাপ্ত বেসরকারী ফলাফলে দেখা যায়: এখন পর্যন্ত গণনায় জেনারেল এরশাদ ৯৩ দশমিক ৮৭ শতাংশ আস্থা ভোট পেয়েছেন।[৬৯]

বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Ershad heading for landslide mandate.'[৭০] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সারা দেশে গণভোট সম্পন্ন'।[৭১] সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সারা দেশে গণভোট অনুষ্ঠিত ॥ এ যাবৎ প্রাপ্ত ফলাফলে এরশাদের পক্ষে ব্যাপক হ্যাঁ ভোট পড়েছে'।[৭২]

দ্বিতীয় দিন ১৯৮৫ সালের ২৩ মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, চূড়ান্ত গণনা শেষে নির্বাচন কমিশন ২২ মার্চ বেসরকারীভাবে গণভোটের ফল ঘোষণা করেছে এবং এই ঘোষণা অনুযায়ী হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ গণভোটে ৯৪ দশমিক ১৪ শতাংশ আস্থা ভোট পেয়েছেন। এই খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'এরশাদের পক্ষে ৯৪.১৪ শতাংশ ভোট'। এতে লেখা হয়:

প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল এইচ এম এরশাদ গণভোটে ৯৪ দশমিক ১৪ শতাংশ আস্থা ভোট পেয়েছেন। চূড়ান্ত গণনা শেষে নির্বাচন কমিশন গতকাল ২২ মার্চ বেসরকারীভাবে এই ফল ঘোষণা করেছে। গণভোটের ফল অনুযায়ী জেনারেল এরশাদ তার নীতি ও কর্মসূচী এবং স্থগিত সংবিধানের ভিত্তিতে জাতীয় নির্বাচনসমূহ অনুষ্ঠান পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট পদে বহাল থাকার জন্যে জনগণের বিপুল আস্থা অর্জন করেছেন।[৭৩]

দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'এরশাদের আস্থা ভোট লাভ'।[৭৪] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Yes : 94.14

Dhaka University Institutional Repository

p.c., No : 5.5 p.c. ॥ Massive support to Ershad's Policy'.[৭৪] সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'গণভোটের চূড়ান্ত ফলাফল : শতকরা ৯৪.১৪ ভাগ 'হ্যাঁ' ভোট পড়েছে'।[৭৫]

সম্পাদকীয়:

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক আইন জারি করে ক্ষমতা দখল এবং সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বেশ কিছু সংখ্যক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে। সামরিক শাসন জারির পরদিনই ১৯৮২ সালের ২৫ মার্চ গবেষণার অন্তর্ভুক্ত তিনটি পত্রিকা এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। পত্রিকা তিনটি হলো: দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভার। সংবাদও এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ২৭ মার্চ। দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায়। দৈনিক বাংলার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> *আমাদের সশস্ত্র বাহিনী বারংবার জাতীয় বিপদের মুখে জনগণের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তারা স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রাণপাত করেছে, তারা স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্যে লড়েছে, তারা গণতন্ত্র ও জনস্বার্থেও বিশ্বস্ত প্রহরী হিসেবে কাজ করেছে। আজও জাতীয় সংকট মোকাবিলায়, হতাশাগ্রস্ত দেশবাসীর মনে আস্থা ও আশা সঞ্চারে তারা সফলকাম হবে, এই বিশ্বাস আমরা রাখি।*[৭৭]

বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'Timely Action'. এতে লেখা হয়:

> *We felt reassured not only by the sense of commitment expressed in the general tone of his speech, but also by the assurance that the democratic process would be reinitiated in a far healthier renovated socio-politico-economic frame. That indeed ought to be kept in sharp focus. It is, of course, not the democratic values that have failed in this country. It is the human custodians of them that have failed. Cleansing of the Augean stables completed, let us hope the political momentum will be regenerated along lines compatible with the basic and broader interests of the nation.*[৭৮]

দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'দেশের সংকটময় অবস্থা ও বর্তমান পদক্ষেপ'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> *তিনি দুর্নীতি নির্মূল ও উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের দৃঢ় অঙ্গীকারও ব্যক্ত করিয়াছেন। সাধারণ মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও যতো শীঘ্র সম্ভব সুষ্ঠু সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথাও ঘোষণা করিয়াছেন। সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, দারিদ্র্য ও হতাশার বিষয় আমরা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। জনগণের এই দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করিয়া তাহাদের অবস্থার পরিবর্তন করিতে হইলে দেশ পরিচালনায় ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে উঠিয়া সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার পরিচয় তুলিয়া ধরিতে হইবে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, ঐতিহ্য ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রশ্নটিও সেই সঙ্গে সমান গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শেষ বিশ্লেষণে গণতন্ত্র ভিন্ন দেশ শাসনে জনগণের সংঘবদ্ধ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায় না, যায় না দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা।*[৭৯]

সংবাদে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'জেনারেল এরশাদের ঘোষণার মর্মবাণী'। এতে লেখা হয়:

> *গত কয়েক মাসের ঘটনাবলী সরকারের উপর জনগণের বিশ্বাসের ভিত টলিয়ে দিয়েছিল। এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে জনগণ উৎকণ্ঠিত প্রহর গুণছিল। দেশের বিপন্ন অস্তিত্বের সাথে সাধারণ মানুষের প্রাণধারণের উপায়ের সমস্যা জড়িয়ে গিয়েছিল। সেই অবস্থা থেকে উদ্ধারের পথ তাদের জানা ছিল না। দেশে সামরিক আইন জারি করে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক সেই অনিশ্চিত উৎকণ্ঠিত প্রহরের অবসান ঘটিয়েছেন। আর তার ঘোষণায় দেশকে কোন্ ভবিষ্যৎ লক্ষ্যে চালিত করা হবে- শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা গঠনের সংকল্প ব্যক্ত করে সেই জিজ্ঞাসার জবাব দিয়েছেন। সংকটের আবর্তে নিমজ্জিত জনগণ তার ঘোষণায় ক্ষীণ আশ্বাসের পদধ্বনি শুনেছে। তার সংকল্প সফল হোক এটিই দেশবাসীর একান্ত কামনা।*[৮০]

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ একজন বেসামরিক প্রেসিডেন্ট নিয়োগের ব্যাপারে তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিচারপতি আবুল ফজল মোহাম্মদ আহসানউদ্দীন চৌধুরীকে ১৯৮২ সালের ২৫ মার্চ প্রেসিডেন্ট মনোনীত করেন। ২৭ মার্চ নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিচারপতি আহসানউদ্দীন চৌধুরী শপথ গ্রহণ করেন। ২৮ মার্চ এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। পরদিন ২৯ মার্চ এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। শিরোনাম ছিল: 'নতুন প্রেসিডেন্ট'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> *প্রেসিডেন্ট আবুল ফজল মোহাম্মদ আহসানউদ্দীন চৌধুরী একজন বহুদর্শী ও বিচক্ষণ বিচারক। প্রশাসনেও তার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা রয়েছে। ফলে, আমাদের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের বর্তমান উদ্যোগে তিনি বিরাট অবদান রাখতে পারবেন বলে দৃঢ় আশা পোষণ করি। আমরা নতুন প্রেসিডেন্টকে অভিনন্দন জানাই এবং তার সাফল্য কামনা করি।*[৮১]

প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আহসান উদ্দীন চৌধুরী ১৯৮২ সালের ২৯ মার্চ জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। ৩০ মার্চ এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। পরদিন ৩১ মার্চ এই প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। শিরোনাম ছিল: 'প্রেসিডেন্টের আহ্বান'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

Dhaka University Institutional Repository

জাতির উদ্দেশে প্রেসিডেন্টের এই প্রথম ভাষণে জাতির এই মুহূর্তের প্রয়োজনটি যেমন সুতীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে, তেমনি দেশে ও দেশবাসীর ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালাবার তাগিদও রয়েছে তাতে। সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গড়া এবং বিশ্বদরবারে মর্যাদার আসন অর্জন করার স্বপ্ন রূপায়ণের জন্য জাতির দৃঢ়সংকল্প, ঐক্যবদ্ধ ও একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা অপরিহার্য। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, দেশ ও জাতির অস্তিত্ব রক্ষা এবং ভাগ্যোন্নয়নের তাগিদে তারা বর্তমান সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবে এবং সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত করার সবরকম উদ্যোগ এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করার কাজে আত্মনিয়োগ করবে।[৮২]

এরশাদ ১৯৮৩ সালের ১১ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেন। ১২ ডিসেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। পরদিন ১৩ ডিসেম্বর এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত তিনটি পত্রিকা। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'প্রেসিডেন্ট এরশাদের আহ্বান'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

খোলামেলা আলোচনায় সকল বিরোধ, সকল ক্ষোভ এবং সকল সমস্যারই সুরাহা হতে পারে। আলোচনার ব্যাপারে কারও মনে দ্বিধা থাকা উচিত নয়। প্রেসিডেন্ট এরশাদ যথার্থই বলেছেন, একতা ও সমঝোতার মনোভাব নিয়ে বিচক্ষণতার সঙ্গে এগিয়ে যাওয়াই এখন সবচাইতে বেশী প্রয়োজন। যিনি যে মতই পোষণ করুন দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থের ব্যাপারে সংকীর্ণ বা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের কোন অবকাশ নেই। আমরা শুধু আশা করব, শান্তিপূর্ণভাবে গণতন্ত্রে উত্তরণের স্বার্থে সবাই সমঝোতার জন্যে এগিয়ে আসবেন।[৮৩]

সংবাদে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'রাষ্ট্রপতি জেনারেল এরশাদ'। এতে লেখা হয়:

রাষ্ট্রপতি হিসেবে জেনারেল এরশাদ গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্য পুনরায় স্বীয় সংকল্প ব্যক্ত করেছেন এবং দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মতবিরোধের অবসানের জন্য রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি হিসেবে জেনারেল এরশাদ নয়া দায়িত্ব গ্রহণ করে যে পরিবর্তনের ধারা সূচনা করেছেন, সেখানে স্বীয় ইচ্ছা ও উদ্যোগের প্রতিফলন ঘটেছে। এখন রাজনীতিকদের উদ্যোগ গ্রহণের পথটা উন্মুক্ত করার মধ্য দিয়েই সমঝোতার প্রচেষ্টা এগিয়ে নেয়া সম্ভব বলে আমরা বিশ্বাস করি। এক্ষেত্রে পারস্পরিক আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি তথা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার সূত্রপাত করার ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণের যে সুযোগ তিনি সৃষ্টি করেছেন, তার সাফল্য সকলেরই কাম্য।[৮৪]

বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'President Ershad Speaks'. এতে লেখা হয়:

The most notable part of his Sunday address to the nation was the invitation he extended to political parties and leaders 'with an open mind' for a dialogue on all the national issues now exercising the national mind. For one thing, viability of democracy is ensured by institutional support that has to be built up on the basis of cooperation and collective effort. For another, it is through dialogue and a free and frank exchange of views that obstacles in the way of success in this regard can be removed. An open-minded appeoach from the administration as well as the political leadership's side to the crucial issues of the hour appears to be the only way to get out of the present difficulties. If the end is clear and shared by the parties in the prospective parleys, namely, restoration of democratic rights of the people, it can be reasonably hoped that a wellmeaning move reinforced by freedom from all inhibitions would lead to a welcome resolution of present issues.[৮৫]

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের অনুসৃত নীতি ও কর্মসূচীর প্রতি আস্থা এবং স্থগিত সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠান পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট পদে তার অধিষ্ঠিত থাকার ব্যাপারে সম্মতি আছে কি না সে ব্যাপারে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ। এই গণভোট অনুষ্ঠানের ব্যাপারে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ঘোষণা দেন ১৯৮৫ সালের ১ মার্চ। পরদিন ২ মার্চ এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ৩ মার্চ গণভোটের এই ঘোষণা সম্পর্কে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। শিরোনাম ছিল: 'জনমত যাচাই'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

আমরা মনে করি, দেশে প্রতিনিধিত্বশীল অর্থাৎ গণতান্ত্রিক সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে কোন সময়ে যে কোন পরিস্থিতিতে আলাপ-আলোচনার উপর গুরুত্ব আরোপ করা সংশ্লিষ্ট সকলেরই কর্তব্য। বস্তুত জনমত যাচাই এবং সমঝোতা প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে যথার্থ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি।[৮৬]

১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। এই দিনও দৈনিক বাংলা গণভোট সম্পর্কে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'আজ গণভোট'। এই সম্পাদকীয়তে গণভোট সম্পর্কে ১৯৮৫ সালের ৩ মার্চ প্রকাশিত সম্পাদকীয়র অনুরূপ মন্তব্য করা হয় এবং লেখা হয়:

আজকের গণভোটে প্রেসিডেন্ট এরশাদ তার নীতি ও কর্মসূচীর প্রতি ইতিবাচক সাড়া দেবার আবেদন জানিয়েছেন। আমাদের বিশ্বাস, বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী জনসাধারণ এই গণভোটে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করবেন এবং দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, শান্তি, শৃঙ্খলা ও সুখ-সমৃদ্ধির প্রশ্নে তাদের স্বাধীন গঠনমূলক রায় দেবেন।[৮৭]

গণভোটে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের আস্থা অর্জনের পর ১৯৮৫ সালের ২৩ মার্চ এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। শিরোনাম ছিল: 'প্রেসিডেন্ট এরশাদের প্রতি আস্থা'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেছেন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে গণভোট একটি মোড় পরিবর্তনের সূচনা করবে। আমরা আশা করছি, দৃঢ় পদবিক্ষেপে এখন আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হব। দেশের মানুষ শান্তি-শৃঙ্খলা ও ধারাবাহিক উন্নয়ন চায়। তাদের সেই স্বপ্ন সফল হোক। গণভোটে বিপুল আস্থা অর্জনের জন্যে প্রেসিডেন্ট এরশাদকে পুনরায় আমরা অভিনন্দন জানাই।[৮৮]

Dhaka University Institutional Repository

প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ:

উপরের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত তিন বছর সময়ে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক শাসন শুরু এবং বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়ার প্রথম পর্যায়টি সংঘটিত হয়। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের এই শাসন প্রক্রিয়া ধারাবাহিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই সময়ের সংশ্লিষ্ট খবরগুলো বিশ্লেষণ করলে প্রধানত সাতটি বিষয়ের খবরের সন্ধান পাওয়া যায়। বিষয়গুলো হলো:

এক. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক আইন জারি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ।

দুই. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ কর্তৃক বেসামরিক প্রেসিডেন্ট নিয়োগ ও বেসামরিক প্রেসিডেন্টের শপথ গ্রহণ।

তিন. বেসামরিক প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ।

চার. প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনে আস্থা অর্জনের জন্য হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের গণভোট অনুষ্ঠানের ঘোষণা।

পাঁচ. গণভোটে অংশগ্রহণের জন্য ভোটারদের প্রতি নির্বাচন কমিশনের আহ্বান।

ছয়. গণভোট বিরোধী প্রচারণা নিষিদ্ধ ঘোষণা।

সাত. গণভোট অনুষ্ঠান এবং হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের আস্থা অর্জন।

উপরোক্ত বিষয় সমূহের খবরগুলো গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায় বেশ গুরুত্ব লাভ করে। প্রায় সব খবরই প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছে। প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামেও কিছু খবর প্রকাশিত হয়েছে।

বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ সামরিক আইন জারি করে ক্ষমতা দখল করেন। পরদিন ২৫ মার্চ এই খবর এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খবর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায় প্রাধান্য পায়। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকাতেই ২৫ মার্চ প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বেশির ভাগ খবরই ছিল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ক্ষমতা দখল ও প্রাসঙ্গিক খবর। হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ক্ষমতা দখল ও প্রাসঙ্গিক তিনটি বিষয়ের খবর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকায়ই প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। খবর তিনটির বিষয়বস্তু ছিল:

এক. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ক্ষমতা দখলের মূল খবর।

দুই. ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারের ভাষণ।

তিন. দু'জন উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ ও দেশেকে পাঁচটি সামরিক অঞ্চলে বিভক্তি।

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ক্ষমতা দখলের মূল খবরটি সব ক'টি পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় ফলাও করে প্রকাশিত হয়। এই খবরে প্রধান তথ্যগুলো ছিল:

এক. সেনাবাহিনী প্রধান হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ সারা দেশে সামরিক শাসন জারি করেছেন।

দুই. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব নিয়েছেন।

তিন. প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন।

চার. মন্ত্রিপরিষদ ও জাতীয় সংসদ বাতিল করা হয়েছে।

পাঁচ. সংবিধানের কার্যকারিতা স্থগিত করা হয়েছে।

ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারের ভাষণ বিষয়ক খবরে জানানো হয়, জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার বলেছেন, জাতীয় স্বার্থে সারা দেশে সামরিক আইন জারি অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। আর দু'জন উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ ও দেশকে পাঁচটি সামরিক অঞ্চলে বিভক্তি বিষয়ক খবরে জানানো হয়, নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল মাহবুব আলী খান ও বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল সুলতান মাহমুদকে উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছে এবং পাঁচজন আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকের নেতৃত্বে দেশকে পাঁচটি সামরিক অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে।

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ক্ষমতা দখল সংশ্লিষ্ট দু'টি বিষয়ের খবর দৈনিক ইত্তেফাক ছাড়া অন্য তিনটি পত্রিকায় আল্যাদা আইটেম হিসেবে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় যার বিষয়বস্তু ছিল:

এক. রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব নেয়ায় হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদকে চারজন ছাত্রনেতার অভিনন্দন।

দুই. সামরিক আইন জারির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি।

Dhaka University Institutional Repository

একটি খবর সংবাদ ছাড়া বাকী তিনটি পত্রিকায় আলাদা আইটেম হিসেবে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় যার বিষয়বস্তু ছিল: সামরিক আইনজারির ঘোষণাপত্র। অন্যদিকে একটি খবর দৈনিক বাংলা ছাড়া বাকী তিনটি পত্রিকায় আলাদা আইটেম হিসেবে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় যার বিষয়বস্তু ছিল: হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের জীবন-বৃত্তান্ত।

তিনটি বিষয়ের খবর শুধু দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদে আলাদা আইটেম হিসেবে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় যার বিষয়বস্তু ছিল:

এক. সান্ধ্য আইন জারি।

দুই. অফিস-আদালত পুনরায় চালু।

তিন. যানবাহন আইন কঠোরভাবে অনুসরণের নির্দেশ।

অন্যদিকে তিনটি বিষয়ের খবর শুধু দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে আলাদা আইটেম হিসেবে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় যার বিষয়বস্তু ছিল:

এক. নতুন বেসামরিক প্রেসিডেন্ট মনোনীত হবেন।
দুই. রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ।
তিন. দুর্নীতি নির্মূল অভিযান।

দুটি বিষয়ের খবর শুধু সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভারে আলাদা আইটেম হিসেবে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় যার বিষয়বস্তু ছিল:
এক. উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মাহবুব আলী খানের জীবন-বৃত্তান্ত।
দুই. উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক সুলতান মাহমুদের জীবন-বৃত্তান্ত।

একটি বিষয়ের খবর শুধু দৈনিক বাংলা ও সংবাদে আলাদা আইটেম হিসেবে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় যার বিষয়বস্তু ছিল: যথাশীঘ্র সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা। অন্যদিকে অপর একটি বিষয়ের খবর শুধু দৈনিক বাংলা ও দৈনিক ইত্তেফাকে আলাদা আইটেম হিসেবে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় যার বিষয়বস্তু ছিল: সামরিক আইন জারির পর ঢাকার জীবনযাত্রা স্বাভাবিক।
দু'টি বিষয়ের খবর শুধু সংবাদে আলাদা আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয় যার বিষয়বস্তু ছিল:

এক. সামরিক আইন জারি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রীট আবেদন করা যাবে না।
দুই. ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ ব্যাংক বন্ধ ছিল।

অন্যদিকে দু'টি বিষয়ের খবর শুধু দৈনিক বাংলায় আলাদা আইটেম হিসেবে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় যার বিষয়বস্তু ছিল:

এক. হুসেইন মুহাম্মদ এরশদ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক।
দুই. সরকারের বিশেষ কয়েকটি ঘোষণা।

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৫ মার্চ বিচারপতি আহসান উদ্দীন চৌধুরীকে নতুন বেসামরিক প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনীত করেন। ২৭ মার্চ নতুন প্রেসিডেন্ট শপথ গ্রহণ করেন এবং ২৮ মার্চ এই সংক্রান্ত খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয়, বিচারপতি আবুল ফজল মোহাম্মদ আহসান উদ্দীন চৌধুরীকে নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন প্রধান বিচারপতি কামাল উদ্দীন হোসেন। শপথ গ্রহণের একদিন পর ১৯৮২ সালের ২৯ মার্চ নতুন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আহসান উদ্দীন চৌধুরী জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। পরদিন ৩০ মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, প্রেসিডেন্ট তার ভাষণে সামরিক কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।
এরপর সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ১৯৮৩ সালের ১১ ডিসেম্বর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ নিজেই প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নিয়ে নেন। ১২ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই খবরে জানানো হয়, হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ তার ঘোষণার একটি বিধানে সংশোধনী এনে প্রেসিডেন্ট পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। ঐ সংশোধনীতে বলা হয়েছে, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হবেন।
হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণের পর ঐদিনই ১৯৮৩ সালের ১১ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। পরদিন ১২ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই খবরে জানানো হয়: হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ তার ভাষণে ঘোষণা করেছেন যে, দেশকে গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্যই তিনি প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং এই লক্ষ্যে তিনি দেশের রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে আগ্রহী।
হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ তার সামরিক শাসনকে বেসামরিকীকরণের অংশ হিসেবে ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ গণভোটের আয়োজন করেন। এই গণভোটের মাধ্যমে তিনি স্থগিত সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন সমূহ অনুষ্ঠান পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন-

Dhaka University Institutional Repository

করে যাওয়ার ব্যাপারে জনগণের রায় নেন। ১৯৮৫ সালের ১ মার্চ জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ এই গণভোট অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। ২ মার্চ সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। এরশাদের ঘোষণার ধারাবাহিকতায় নির্বাচন কমিশন ১৯৮৫ সালের ৪ মার্চ প্রকাশিত এক গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে ভোটারদের গণভোটে অংশ নেয়ার আহ্বান জানায়। এই খবর পরদিন ৫ মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বিরোধী রাজনৈতিক দল সমূহ যাতে গণভোট বিরোধী কোনো জনমত তৈরি করতে না পারে সে জন্য ১৯৮৫ সালের ১২ মার্চ সরকার গণভোট বিরোধী প্রচারণা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এই খবর পরদিন ১৩ মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন ২২ মার্চ গণভোটের আংশিক এবং ২৩ মার্চ পূর্ণাঙ্গ বেসরকারী ফল নির্বাচন কমিশনের বরাত দিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই গণভোটে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের অনুসৃত নীতি ও কর্মসূচীর প্রতি এবং স্থগিত সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন সমূহ অনুষ্ঠান পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাওয়ার ব্যাপারে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ জনগণের আস্থা অর্জন করেন।

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া বিষয়ে বেশ কিছু সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায়। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে: উল্লিখিত বিষয়ে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় প্রকাশের নজীরও রয়েছে। প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় প্রকাশ অবশ্যই একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা।

বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকা সমূহে মূলত ছ'টি বিষয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। বিষয়বস্তুগুলো হচ্ছে:

এক. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক শাসন জারি ও ক্ষমতা দখল।
দুই. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ কর্তৃক বেসামরিক প্রেসিডেন্ট নিয়োগ।
তিন. বেসামরিক প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আহসান উদ্দীন চৌধুরীর আহ্বান।
চার. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ ও জাতির উদ্দেশে ভাষণে ঘোষণা।
পাঁচ. গণভোট অনুষ্ঠানের ঘোষণা।
ছয়. গণভোট অনুষ্ঠান।

এরশাদের সামরিক শাসন জারি ও ক্ষমতা গ্রহণের পরদিনই ১৯৮২ সালের ২৫ মার্চ গবেষণার অন্তর্ভুক্ত তিনটি পত্রিকা দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভার এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সংবাদও এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৮২ সালের ২৭ মার্চ। সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে:

এক. সশস্ত্র বাহিনী জাতীয় বিপদের সময় বার বার জনগণের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বিপর্যয় মোকাবেলার জন্যই আবার সশস্ত্র বাহিনী এগিয়ে এসেছে।
দুই. জাতীয় সংকট মোকাবেলা, হতাশাগ্রস্থ দেশবাসীর মনে আস্থা ও আশা সঞ্চারে সশস্ত্র বাহিনী সফল হবে।

সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ অবজারভার মন্তব্য করে:

এক. সামরিক শাসন জারি করার পর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ভাষণে জনসাধারণের মৌন দাবীর প্রতিফলন ঘটেছে।
দুই. সামরিক সরকারকে গণতন্ত্র উদ্ধারের দিকে বেশি নজর দিতে হবে।

সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে:

এক. বিএনপি সরকারের চরম ব্যর্থতাই সামরিক শাসন আসার জন্য দায়ী।
দুই. বিরাজমান সংকটজনক পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে হলে দেশ পরিচালনায় সামরিক সরকারকে ব্যক্তি স্বার্থের উর্দ্ধে উঠে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার পরিচয় দিতে হবে।
তিন. শুধু দুর্নীতি বিরোধী অভিযান চালালেই হবে না, সামরিক সরকারের গণতন্ত্রকে পুনপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে:

এক. ক্ষমতাচ্যুত বিএনপি সরকারের শেষ সময়ে অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে জনগণ উৎকণ্ঠিত প্রহর গুণছিল। দেশে সামরিক আইন জারি করে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ সেই অনিশ্চিত উৎকণ্ঠিত প্রহরের অবসান ঘটিয়েছেন।
দুই. সংকটের আবর্তে নিমজ্জমান জনগণ হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ঘোষণায় আশ্বাসের পদধ্বণি শুনেছে।
তিন. জনগণ গণতান্ত্রিক অধিকার লাভের অভীষ্ট লক্ষ্যে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ঘোষণার সঙ্গে ঐক্যমত পোষণ করবে এবং তাকে সহযোগিতা করবে।
চার. জনগণের নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ দুরূহ ও কঠিন দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ মনোনীত বেসামরিক প্রেসিডেন্ট আহসান উদ্দীন চৌধুরীর দায়িত্ব গ্রহণের পর ১৯৮২ সালের ২৯ মার্চ এই প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। এতে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে: বিচারপতি আহসান উদ্দীন চৌধুরী একজন বহুদর্শী ও বিচক্ষণ বিচারক। প্রশাসনেও তার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা রয়েছে। ফলে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের বর্তমান উদ্যোগে তিনি অবদান রাখতে পারবেন।

প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আহসান উদ্দীন চৌধুরী ১৯৮২ সালের ২৯ মার্চ জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেয়ার একদিন পর ৩১ মার্চ এই সম্পর্কে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে: প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আহসান উদ্দীন চৌধুরী সামরিক সরকারকে সহযোগিতার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। দেশ ও জাতির অস্তিত্ব রক্ষা ও ভাগ্যোন্নয়নের জন্য জনগণের উচিত এই সরকারকে সহযোগিতা করা।

১৯৮৩ সালের ১২ ডিসেম্বর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের খবর প্রকাশিত হয়। পরদিন ১৩ ডিসেম্বর এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা, সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভার। সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে:

এক. দেশের বিরাজমান সমস্যা সমাধান করতে হলে সব রাজনৈতিক দলকে একত্রে খোলামনে বসতে হবে। সকলকে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের কথাটাই আগে মনে রাখতে হবে।

দুই. প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেয়ার পর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য যে আহ্বান জানিয়েছেন, তা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে মত বিনিময়ের এবং মতভেদ দূর করার সুযোগ সৃষ্টি করবে।

প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে:

এক. প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট হিসেবে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করে যে পরিবর্তনের ধারা সূচনা করেছেন, সেখানে তার নিজের ইচ্ছা ও উদ্যোগের প্রতিফলন ঘটেছে।

দুই. সংবাদ মনে করে সহিষ্ণুতা এবং অপরের মতের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেই গণতন্ত্রের ভিত রচনা সম্ভব, সংঘাতের পথে নয়।

তাই প্রেসিডেন্ট হয়েই হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ বিভিন্ন প্রশ্নে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় উপনীত হওয়ার যে আহ্বান জানিয়েছেন নিঃসন্দেহে তা তার সদিচ্ছার পরিচায়ক।

তিন. রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার সূত্রপাত করার ব্যাপারে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ প্রেসিডেন্ট হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণের যে সুযোগ তিনি সৃষ্টি করেছেন তা সফল হতে পারে।

চার. আলোচনার উদ্যোগের ব্যাপারে কোনোরূপ পূর্বশর্ত আরোপ না করে আলোচ্য বিষয়গুলো চিহ্নিত করার যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনই আলোচনার পদ্ধতির রূপরেখাও স্পষ্ট হওয়া উচিত।

অন্যদিকে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ অবজারভার বিরাজমান পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ব্যাপারে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ঘোষণাকে ইতিবাচক হিসেবে মন্তব্য করা হয়। হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের অনুসৃত নীতি ও কর্মসূচীর প্রতি আস্থা এবং স্থগিত সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠান পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট পদে তার অধিষ্ঠিত থাকার ব্যাপারে সম্মতি আছে কি না তা যাচাই এর জন্য গণভোট অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ। ১৯৮৫ সালের ১ মার্চ জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ গণভোটের ঘোষণা দেন যা পরদিন ২ মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ৩ মার্চ এই বিষয়ে এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে:

এক. গণভোটের মাধ্যমে জনমত যাচাই এর পদ্ধতি রাজনীতিতে ও ইতিহাসে স্বীকৃত, প্রতিষ্ঠিত ও জনপ্রিয়।

দুই. দেশে ইতোপূর্বেও গণভোট অনুষ্ঠানের এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে গণতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব হয়েছে।

তিন. দেশের স্থগিত সংবিধান অনুযায়ীও গণভোট অনুষ্ঠানের এই পদ্ধতিতে প্রদত্ত রায়ই জনগণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

চার. জনমত যাচাই এর এই প্রক্রিয়া গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ আলাপ-আলোচনার পথও উন্মুক্ত রেখেছেন। বস্তুত জনমত যাচাই ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে যথার্থ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি।

১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ গণভোট অনুষ্ঠানের দিন গণভোট সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। এই সম্পাদকীয়তেও দৈনিক বাংলা গণভোট সম্পর্কে ১৯৮৫ সালের ৩ মার্চ প্রকাশিত সম্পাদকীয়র অনুরূপ মন্তব্য করে এবং একই সঙ্গে এই সম্পাদকীয়তে জনসাধারণকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গণভোটে অংশগ্রহণ ও স্বাধীনভাবে রায় দেয়ার আহ্বান জানায়।

গণভোটে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের আস্থা অর্জনের পর ১৯৮৫ সালের ২৩ মার্চ প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে:

Dhaka University Institutional Repository

এক. গণভোট দেশে গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে।
দুই. গণভোট অনুষ্ঠানের পর দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ও আলোচনার নতুন প্রেক্ষিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।
তিন. গণভোট-উত্তর পরিস্থিতি থেকে সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণভাবে এখন গণতান্ত্রিক লক্ষ্যের দিকে যাত্রা শুরু করতে হবে।
চার. রাজনীতিকদের বর্তমান নেতিবাচক মনোভাব দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় সহায়ক না। ইতিবাচক রাজনীতিই এখন বেশি প্রয়োজন।

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া শীর্ষক এই ইস্যুর তথ্য বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, ১৯৮২ সালে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ক্ষমতা দখল থেকে শুরু করে ১৯৮৫ সালে গণভোটের মাধ্যমে তার আস্থা অর্জন পর্যন্ত তিন বছর সময়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি ধারাবাহিক চিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে। হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়ার বিষয়টি সংবাদপত্রে এই সময় গুরুত্ব পূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকাশিত খবরের পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কিছু সংখ্যক সম্পাদকীয়ও প্রকাশিত হয় গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে। কিছু সম্পাদকীয় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় যা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোর কোনোটিই হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ সামরিক আইন জারি করে ক্ষমতা দখল করলে এর বিপক্ষে কোনো মত প্রকাশ করেনি। কোনো সমালোচনা করেনি। বরং পরোক্ষ সমর্থন জানিয়েছে। সেই সঙ্গে সামরিক সরকারের আশু করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দিয়েছে। হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ দেশের প্রেসিডেন্টের পদ দখল করার পরও গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোর কোনোটি এর বিরোধিতা করে মন্তব্য প্রকাশ করেনি। বরং প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে আলোচনায় বসার আহ্বান জানালে পত্রিকাগুলো তার আহ্বানকে সময়োপযোগী ও যুক্তিযুক্ত বলে মন্তব্য করেছে। তবে গণভোটের মাধ্যমে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আস্থা অর্জনের প্রক্রিয়াটিকে দৈনিক বাংলা সমর্থন করলেও অন্য পত্রিকাগুলো এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য প্রকাশ করেনি। গণভোটের ইস্যুটির ব্যাপারে মন্তব্য প্রকাশের বিষয়টি ছাড়া হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়ার অন্য কোনো বিষয়ে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রগুলোর সম্পাদকীয় নীতির মধ্যে কোনো অমিল দেখা যায়নি।

তথ্য সূত্র :

১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
২. *দৈনিক বাংলা*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
৩. *সংবাদ*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
৬. *দৈনিক বাংলা*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
৭. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
৮. *সংবাদ*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
৯. *সংবাদ*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
১০. *দৈনিক বাংলা*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
১১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
১২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
১৩. *দৈনিক বাংলা*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
১৪. *সংবাদ*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
১৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
১৬. *দৈনিক বাংলা*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
১৭. *সংবাদ*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
১৮. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
১৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
২০. *দৈনিক বাংলা*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
২১. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
২২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
২৩. *সংবাদ*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
২৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
২৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
২৬. *সংবাদ*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
২৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
২৮. *সংবাদ*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
২৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
৩০. *সংবাদ*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
৩১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
৩২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
৩৩. *দৈনিক বাংলা*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
৩৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
৩৫. *দৈনিক বাংলা*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
৩৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১

৩৭. *সংবাদ*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
৩৮. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
৩৯. *সংবাদ*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
৪০. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
৪১. *দৈনিক বাংলা*. ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
৪২. *সংবাদ*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
৪৩. *দৈনিক বাংলা*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
৪৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
৪৫. *সংবাদ*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
৪৬. *সংবাদ*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
৪৭. *দৈনিক বাংলা*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
৪৮. প্রাগুক্ত
৪৯. *দৈনিক বাংলা*, ২৮ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
৫০. *দৈনিক বাংলা*, ৩০ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
৫১. *দৈনিক বাংলা*, ১২ ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ১
৫২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১২ ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ১
৫৩. *সংবাদ*, ১২ ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ১
৫৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১২ ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ১
৫৫. *দৈনিক বাংলা*, ১২ ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ১
৫৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১২ ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ১
৫৭. *সংবাদ*, ১২ ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ১
৫৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১২ ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ১
৫৯. *দৈনিক বাংলা*, ২ মার্চ ১৯৮৫, পৃ. ১
৬০. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২ মার্চ ১৯৮৫, পৃ. ১
৬১. *সংবাদ*, ২ মার্চ ১৯৮৫, পৃ. ১
৬২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ মার্চ ১৯৮৫, পৃ. ১
৬৩. *দৈনিক বাংলা*, ৫ মার্চ ১৯৮৫, পৃ. ১
৬৪. প্রাগুক্ত
৬৫. *দৈনিক বাংলা*, ২১ মার্চ ১৯৮৫, পৃ. ১
৬৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২১ মার্চ ১৯৮৫, পৃ. ১
৬৭. *সংবাদ*, ২১ মার্চ ১৯৮৫, পৃ. ১
৬৮. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২১ মার্চ ১৯৮৫, পৃ. ১
৬৯. *দৈনিক বাংলা*, ২২ মার্চ ১৯৮৫, পৃ. ১
৭০. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২২ মার্চ ১৯৮৫, পৃ. ১
৭১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২২ মার্চ ১৯৮৫, পৃ. ১
৭২. *সংবাদ*, ২২ মার্চ ১৯৮৫, পৃ. ১
৭৩. *দৈনিক বাংলা*, ২৩ মার্চ ১৯৮৫, পৃ. ১
৭৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ মার্চ ১৯৮৫, পৃ. ১
৭৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৩ মার্চ ১৯৮৫, পৃ. ১
৭৬. *সংবাদ*, ২৩ মার্চ ১৯৮৫, পৃ. ১
৭৭. *দৈনিক বাংলা*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
৭৮. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ১
৭৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ২
৮০. *সংবাদ*, ২৭ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ৪
৮১. *দৈনিক বাংলা*, ২৯ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ৫
৮২. *দৈনিক বাংলা*, ৩১ মার্চ ১৯৮২, পৃ. ৫
৮৩. *দৈনিক বাংলা*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ৫
৮৪. *সংবাদ*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ৪
৮৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ৫
৮৬. *দৈনিক বাংলা*, ৩ মার্চ ১৯৮৫, পৃ. ১
৮৭. *দৈনিক বাংলা*, ২১ মার্চ ১৯৮৫, পৃ. ১
৮৮. *দৈনিক বাংলা*, ২৩ মার্চ ১৯৮৫, পৃ. ১

দুই. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের দলীয় রাজনীতি

১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ অনুষ্ঠিত গণভোটে স্থগিত সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাওয়ার ব্যাপারে আস্থা অর্জনের মধ্য দিয়ে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়ার প্রথম পর্যায় শেষ হয়। তবে তাঁর দলীয় রাজনীতির প্রক্রিয়া শুরু হয় আরো আগে ১৯৮৩ সালের ২৭ নভেম্বর নতুন রাজনৈতিক দল জনদল প্রতিষ্ঠায় পৃষ্ঠপোষকতার মধ্য দিয়ে। গণভোটের পর তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৮৫ সালের ১৬ আগস্ট গঠিত হয় জাতীয় ফ্রন্ট। এরপর ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি তিনি নতুন রাজনৈতিক দল জাতীয় পার্টি গঠন করেন। জাতীয় পার্টি ১৯৮৬ সালের ৭ মে তৃতীয় জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে ও সরকার গঠন করে। ১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ জাতীয় পার্টির প্রার্থী হিসেবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ অনুষ্ঠিত চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও জাতীয় পার্টি সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং সরকার গঠন করে। তবে তার আগেই ১৯৮৬ সালের ১০ ডিসেম্বর সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হয়। এই ভাবেই হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ দলীয় রাজনীতির মধ্য দিয়ে পর্যায়ক্রমে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়ায় চূড়ান্তভাবে প্রবেশ করেন। এই বিষয়গুলো সংবাদপত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

রিপোর্ট:

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ সামরিক আইন জারি করে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে পরদিন ২৫ মার্চ তিনি বিচারপতি আবুল ফজল মোহাম্মদ আহসান উদ্দীন চৌধুরীকে প্রেসিডেন্ট মনোনীত করেন। দেড় বছর পর ১৯৮৩ সালের ২৭ নভেম্বর বিচারপতি আহসান উদ্দীন চৌধুরীর নেতৃত্বে গড়ে উঠে নতুন রাজনৈতিক দল জনদল। পরদিন ২৮ নভেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আহসান উদ্দীন চৌধুরী চেয়ারম্যান : জনদল গঠিত ॥ প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই লক্ষ্য'। এতে লেখা হয়:

> *গতকাল বিকেলে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে প্রেসিডেন্ট বিচারপতি এ এফ এম আহসান উদ্দীন চৌধুরী দেশে গঠনমূলক রাজনীতির নতুন ধারা সৃষ্টির লক্ষ্যে নতুন রাজনৈতিক দল 'জনদল' গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। দলের মূল স্তম্ভ হচ্ছে চারটি: জাতীয়তাবাদ, ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ, গণতন্ত্র এবং প্রগতি।*[১]

দেশের রাজনীতিতে শক্তিশালী অবস্থান তৈরির লক্ষ্যে জনদল সমমনা অন্যান্য রাজনৈতিক দল নিয়ে একটি রাজনৈতিক জোট গঠন করে ১৯৮৫ সালের ১৬ আগস্ট। তবে প্রায় আট মাস আগেই এই জোট গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। বার্তা সংস্থা এনার বরাত দিয়ে ১৯৮৫ সালের ৯ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে এই জোট গঠনের আভাস দেয়া হয়। সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'জনদল ফ্রন্ট গঠনের কথা ভাবছে : মিজান চৌধুরী'। এই খবরে লেখা হয়:

> *জনদলের মহাসচিব মিজানুর রহমান চৌধুরী আসন্ন সংসদ নির্বাচন এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের লক্ষ্যে সমমনা পার্টিগুলো নিয়ে একটি রাজনৈতিক ফ্রন্ট গঠনের সম্ভাবনার আভাস দিয়েছেন। জনাব চৌধুরী বলেছেন, কোন রাজনৈতিক দল এই ফ্রন্টে যোগদান করতে চাইলে স্বাগত জানানো হবে।*[২]

১৯৮৫ সালের ১৭ আগস্ট উল্লিখিত রাজনৈতিক জোট গঠন হয়েছে বলে সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব পায়। এই দুটি পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'এরশাদ অনুসৃত নীতি ও কর্মসূচীর সঙ্গে একাত্মতা ॥ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় ফ্রন্ট গঠিত'। এই খবরে লেখা হয়:

> *দেশের পাঁচটি রাজনৈতিক দল প্রেসিডেন্ট এরশাদের অনুসৃত নীতি ও কর্মসূচীর সঙ্গে একাত্মতা ব্যক্ত করে একটি রাজনৈতিক ফ্রন্ট গঠন করেছে। নবগঠিত ফ্রন্টের নাম জাতীয় ফ্রন্ট।*[৩]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'Jatiya Front formally launched : Polls under suspended constitution aimed at'.[৪] দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'মন্ত্রিসভায় অংশগ্রহণকারী ৫টি দল নিয়ে জাতীয় ফ্রন্ট গঠিত'।[৫] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'পাঁচ দলের সমন্বয়ে জাতীয় ফ্রন্ট গঠন'।[৬]

এর একমাস পর ১৯৮৫ সালের ২০ সেপ্টেম্বর খবরের কাগজে প্রকাশিত এক খবরে জানানো হয়, জাতীয় ফ্রন্টের শরিক দলগুলো থেকে কয়েকজনকে মন্ত্রী করা হবে। সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। শিরোনাম ছিল: 'জাতীয় ফ্রন্টের শরিক দলগুলো থেকে কয়েকজন মন্ত্রী হচ্ছেন'। এই খবরে লেখা হয়:

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় ফ্রন্টের শরিক দলগুলো থেকে কয়েকজন সদস্যকে খুব শিগগিরই বর্তমান মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। এই পর্যায়ে বিএনপি শাহ আজিজ গ্রুপ থেকে আনোয়ার জাহিদ পূর্ণ মন্ত্রী ও ইউনাইটেড পিপলস পার্টি থেকে মোস্তফা জামাল হায়দার প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে যাচ্ছেন।[৮]

এর দুই সপ্তাহ পর ১৯৮৫ সালের ৮ অক্টোবর ফ্রন্ট গঠন ও এর সঙ্গে নিজের সম্পৃক্ততা সম্পর্কে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের বক্তব্যভিত্তিক একটি খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'অবাধ রাজনীতির নামে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে দেয়া হবে না ॥ জাতীয় ফ্রন্টের সবাই আমার দলের লোক : এরশাদ'। এই খবরে লেখা হয়:

রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদ বলেছেন, জাতীয় ফ্রন্টের সবাই আমার দলের লোক। আমি অবশ্যই ফ্রন্টের নেতৃত্ব গ্রহণ করবো। ফ্রন্টের মাধ্যমে আগামী দিনে একটি বড় রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং এর ভিত্তি ইতিমধ্যে রচনা করা হয়েছে। গতকাল বিকালে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সচিবালয় প্রাঙ্গণে জাতীয় ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় এবং জেলা স্টিয়ারিং কমিটির কর্মকর্তা ও সদস্যদের এক সমাবেশে বক্তৃতাকালে রাষ্ট্রপতি এরশাদ একথা বলেছেন।[৯]

গঠনের দুই মাসের মধ্যেই নির্বাচন ও নেতৃত্ব নিয়ে জাতীয় ফ্রন্টের অভ্যন্তরে বিরোধ সৃষ্টি হয়। ১৯৮৫ সালের ২ নভেম্বর সংবাদে এই প্রসঙ্গে একটি খবর প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল: 'নির্বাচন ও নেতৃত্বের প্রশ্নে জাতীয় ফ্রন্ট দ্বিধা-বিভক্ত'। এই খবরে লেখা হয়:

নির্বাচন এবং নেতৃত্বের প্রশ্নে জাতীয় ফ্রন্ট দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়েছে। ফ্রন্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে দুটো প্রশ্নে যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে তা মিটিয়ে ফেলার জন্য সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে চাপ দেয়া হচ্ছে। জাতীয় ফ্রন্টের একটি অংশ অবিলম্বে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষপাতি।[৯]

অভ্যন্তরীণ বিরোধ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব চলতে থাকলেও ১৯৮৫ সালের ১০ নভেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনে এরশাদ জাতীয় ফ্রন্টকে এক দলে পরিণত করার ঘোষণা পুনর্ব্যক্ত করেন। ১১ নভেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'জাতীয় ফ্রন্ট একদল হবে : সব দলের সঙ্গে আলোচনা করে নির্বাচন : এরশাদ'। এতে লেখা হয়:

গতকাল ১০ নভেম্বর সকালে সিএমএলএ এর সচিবালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে নির্বাচন প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে প্রেসিডেন্ট দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যাওয়ার জন্যে নির্বাচন হবেই। জাতীয় ফ্রন্টের ৫টি দলকে একত্রিত করে একটি দল করার উদ্যোগ সার্ক সম্মেলনের আগে হচ্ছে না বলে প্রেসিডেন্ট জানান। এই প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, যে উদ্দেশ্যে দলগুলো ফ্রন্টে যোগ দিয়েছে তা আরো ফলপ্রসূ ও কার্যকরী করার জন্যেই একদল করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।[১০]

অভ্যন্তরীণ মত বিরোধ ও অনৈক্য থাকা সত্ত্বেও জাতীয় ফ্রন্ট গঠনের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। ১৯৮৫ সালের ১৭ নভেম্বর এই বিষয়ে একটি খবর প্রকাশিত হয় সংবাদে। শিরোনাম ছিল: 'জাতীয় ফ্রন্টকে একদলে পরিণত করার কাজ এগিয়ে চলছে'। এতে লেখা হয়:

অভ্যন্তরীণ তীব্র মতানৈক্যের মধ্য দিয়ে সরকারের কর্মসূচীর সমর্থক রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় ফ্রন্টকে একদলে পরিণত করার কাজ এগিয়ে চলছে। প্রস্তাবিত এই নতুন রাজনৈতিক দলের নাম 'ন্যাশনাল পার্টি' হবে বলে ফ্রন্টের একটি সূত্রে জানা গেছে।[১১]

১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি জাতীয় ফ্রন্টভুক্ত দলগুলো একীভূত হয়ে নতুন রাজনৈতিক দল জাতীয় পার্টি গঠিত হয়। এই দল গঠনের দুদিন আগে ১৯৮৫ সালের ২৯ ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেফাক নতুন দলের রূপরেখা প্রসঙ্গে একটি খবর প্রকাশ করে। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'নূতন দলের রূপরেখা চূড়ান্ত'। এই খবরে লেখা হয়:

জাতীয় ফ্রন্টের শরিকদের একীভূত করার প্রস্তাবিত রাজনৈতিক দলের ঘোষণাপত্র, গঠনতন্ত্র ও নাম চূড়ান্ত করা হইয়াছে। শুক্রবার রাতে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে পার্টির অন্তর্বর্তীকালীন রূপরেখাও চূড়ান্ত করা হয়। পহেলা জানুয়ারি সকালে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে দলটির আত্মপ্রকাশ ঘটিবে।[১২]

১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি জাতীয় ফ্রন্ট গঠিত হয় এবং পরদিন ২ জানুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয় দৈনিক বাংলায়। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'নির্বাচিত সরকার আশু লক্ষ্য : ১৮ সদস্যের প্রেসিডিয়াম : মতিন মহাসচিব : জাহিদ সদস্য-সচিব ॥ নয়া রাজনৈতিক দল জাতীয় পার্টি গঠিত'। এই খবরে লেখা হয়:

সরকার সমর্থক জাতীয় ফ্রন্টের ৫টি শরীক দল একত্রিত হয়ে 'জাতীয় পার্টি' নামে আত্মপ্রকাশ করছে। পার্টি প্রেসিডেন্ট এরশাদের নীতি ও কর্মসূচীর প্রতি সমর্থন দেবে। নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা পার্টির আশু কর্মসূচীর একটি। আগামী এপ্রিলের মধ্যে জাতীয় নির্বাচনসমূহ অনুষ্ঠান করতে পার্টি দাবী জানিয়েছে।[১৩]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Five components merge into one : Jatiyo Party launched'.[১৪] অন্যদিকে দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদে খবরটি ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'পাঁচ দলের সমন্বয়ে নয়া দল জাতীয় পার্টি'।[১৫] সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'সরকারী ফ্রন্ট বিলুপ্ত : জাতীয় পার্টি জন্ম নিল'।[১৬]

তবে একই দিন ১৯৮৬ সালের ২ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে জানানো হয়, লুপ্ত রাজনৈতিক জোট জাতীয় ফ্রন্টের অন্যতম শরীক দল বিএনপি (শাহ) এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে জাতীয় ফ্রন্ট বা জাতীয় পার্টি কোনোটির সঙ্গেই তাদের কোন সম্পর্ক

Dhaka University Institutional Repository

নেই। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'জাতীয় পার্টির সঙ্গে আমার দলের সম্পর্ক নেই : শাহ আজিজ'। এই খবরে লেখা হয়:

বিএনপি (শাহ) প্রধান শাহ আজিজুর রহমান বলেছেন: অধুনালুপ্ত জাতীয় ফ্রন্ট ও নবগঠিত জাতীয় পার্টির সঙ্গে তার দলের কোন সম্পর্ক নেই। তিনি আজ এখানে যশোর ও কুষ্টিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত শান্তিডাঙ্গা দুলালপুর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ময়দানে এক জনসভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন।[১৭]

১৯৮৬ সালের ১২ জানুয়ারি ঢাকায় জাতীয় পার্টির প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং এই সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ। ১৩ জানুয়ারি এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় এই খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ঢাকায় জাতীয় পার্টির বিশাল জনসভায় এরশাদ : গণতন্ত্রের জন্য নির্বাচনে আসুন'। এতে লেখা হয়:

প্রেসিডেন্ট লেফটেন্যান্ট জেনারেল এইচ এম এরশাদ বলেছেন, নবগঠিত জাতীয় পার্টি দেশের রাজনৈতিক আকাশে উদীয়মান সূর্য। তিনি জানান, নতুন এই দলের কর্মসূচীর মধ্যে তার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেছে। প্রেসিডেন্ট গতকাল ১২ জানুয়ারি জাতীয় পার্টি আয়োজিত প্রথম জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দেন।[১৮]

এর এক মাস পর ১৯৮৬ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় জাতীয় পার্টির এক সমাবেশে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ঘোষণা করেন যে, ১৯৮৬ সালের প্রথমার্ধেই জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। পরদিন ১৪ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ঢাকায় বিশাল সমাবেশে এরশাদ : নির্বাচন বিরোধীরা প্রত্যাখ্যাত হবে ॥ এ বছরের প্রথমার্ধেই নির্বাচন হবে'। এই খবরে লেখা হয়:

জনগণের নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠার ওয়াদা পুনরায় ব্যক্ত করে প্রেসিডেন্ট ও সিএমএলএ লে. জেনারেল এইচ এম এরশাদ বলেছেন যে, বর্তমান বছরের প্রথমার্ধে নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকার তিনি প্রতিষ্ঠা করবেন। গতকাল ১৩ ফেব্রুয়ারি বায়তুল মোকাররমে জাতীয় পার্টির এক বিরাট সমাবেশে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বিরোধী দলগুলোর প্রতি নির্বাচনে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন, আসুন, দেশ ও জাতির সুখ-সমৃদ্ধির জন্যে জনগণের রায় যাচাই করুন।[১৯]

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের নির্বাচন সংক্রান্ত ঘোষণার দুই সপ্তাহ পর ১৯৮৬ সালের ২ মার্চ নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। ১৯৮৬ সালের ৩ মার্চ সংবাদপত্রে নির্বাচন কমিশনের এই ঘোষণা সংক্রান্ত খবর দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: '২৬শে এপ্রিল সংসদ নির্বাচন : ইলেকশন কমিশন'। এই খবরে লেখা হয়:

আগামী ২৬শে এপ্রিল সারা দেশে জাতীয় সংসদের তিনশ' আসনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ আগামী ২২শে মার্চ। গতকাল ২ মার্চ নির্বাচন কমিশনের এক গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের এই তারিখসহ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিস্তারিত কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছে।[২০]

পরে ১৯৮৬ সালের ২২ মার্চ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ২৬ এপ্রিলের পরিবর্তে ৭ মে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনের তারিখ পুনর্নির্ধারণ করে। ২৩ মার্চ এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Last date for nomination filing Apr 6 : Polls now May 7.' এই খবরে লেখা হয়:

The Election Commission on Saturday announced shifting of the date for Jatiya Sangsad elections to May 7 next from April 26. The commission also announced revised time schedule for holding the elections to the Jatiyo Sangsad for convenience of the intending candidates'.[২১]

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের এক সপ্তাহ আগে ১৯৮৬ সালের ২৯ এপ্রিল রাতে সামরিক আইন আদেশ জারী করে সরকার নির্বাচন বিরোধী তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। বার্তা সংস্থা বিএসএস এর বরাত দিয়ে এই খবর ৩০ এপ্রিল প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'নির্বাচন বিরোধী তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা'। এই খবরে বলা হয়:

সরকার নির্বাচন বিরোধী সকল তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়া গতকাল ২৯ এপ্রিল রাতে সামরিক আইনের আদেশ জারী করিয়াছেন। এই আদেশ তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করা হইয়াছে।[২২]

১৯৮৬ সলের ৭ মে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন ৭ মে নির্বাচন অনুষ্ঠান সংক্রান্ত খবর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। খবরটি দৈনিক বাংলায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'আজ জাতীয় সংসদ নির্বাচন'। এতে লেখা হয়:

আজ দেশের তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন। চার কোটিরও বেশি ভোটার সংসদের ৩০০ আসনে আজ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন। নির্বাচিত সদস্যদের ভোটে পরে মহিলাদের সংরক্ষিত ৩০টি আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।[২৩]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Nation goes to polls'.[২৪] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আজ

Dhaka University Institutional Repository

সংসদ নির্বাচন'।[২৫] সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আজ জাতীয় সংসদ নির্বাচন'।[২৬]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচনের প্রাক্কালে ১৯৮৬ সালের ৬ মে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন এরশাদ। বার্তা সংস্থা বিএসএস এর বরাত দিয়ে এই খবর ৭ মে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'প্রশাসন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করছে : প্রেসিডেন্ট এরশাদ ॥ এই নির্বাচন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নয়া অধ্যায়'। এতে লেখা হয়:

প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ বলেছেন, ৭ই মে'র বহু প্রতীক্ষিত সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দেশে স্থায়ী গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি প্রবর্তনের নতুন অধ্যায় সূচিত হবে। আজকের সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে গতকাল ৬ মে বেতার ও টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রেসিডেন্ট বলেন, নির্বাচন যাতে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। গোটা প্রশাসন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে চলেছে এবং করবে।[২৭]

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরদিন ১৯৮৬ সালের ৮ মে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট খবর প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। এইসব খবরে নির্বাচনের আংশিক ফল ছাড়াও ব্যাপক কারচুপি, বোমাবাজি ও হাঙ্গামায় হতাহত, গোলযোগের কারণে বিপুল সংখ্যক ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ স্থগিতসহ বিভিন্ন তথ্য পরিবেশিত হয়। সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ ॥ ১৫ জন নিহত ॥ জাতীয় পার্টি এগিয়ে ॥ সারা দেশে সন্ত্রাস হাঙ্গামা ও বোমাবাজির মধ্য দিয়ে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত'। এই খবরে লেখা হয়:

গতকাল বুধবার সারাদেশে সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। ভোট গ্রহণের সময় প্রায় সর্বত্র ব্যাপক সন্ত্রাস, কারচুপি ও বোমাবাজির অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসব ঘটনার জন্য বিরোধীদলগুলো সরকার সমর্থিত জাতীয় পার্টিকে দায়ী করেছেন। গোলযোগ ও হাঙ্গামার ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানে ১৭৩টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ স্থগিত রাখা হয়েছে বলে গতরাতে এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত জানা গেছে। হাঙ্গামায় দেশের বিভিন্ন স্থানে ১৫ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।[২৮]

দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল: '১৯ জন নিহত ॥ ২৮৪ টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ স্থগিত ॥ কারচুপির অভিযোগ ॥ সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি অগ্রগামী'।[২৯] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'JP Leading in polls'.[৩০] দৈনিক বাংলা খবরটিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'প্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠায় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন : ৮১টি আসনের চূড়ান্ত ফল'।[৩১]

১৯৮৬ সালের ২১ মে ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯৯ টি আসনের বেসরকারীভাবে ঘোষিত ফল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: ২৯৯টি আসনের ফল ঘোষণা'। এতে লেখা হয়:

মঙ্গলবার ২০ মে পর্যন্ত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ২৯৯টি আসনের বেসরকারী ফল ঘোষণা করা হয়েছে। তিনশ আসন বিশিষ্ট জাতীয় সংসদের ঘোষিত এই ২৯৯টি আসনের নির্বাচনী ফলাফল অনুযায়ী জাতীয় পার্টি পেয়েছে ১৫২টি আসন। আওয়ামী লীগ পেয়েছে ৭৫টি আসন। জামায়াতে ইসলামী ১০, সিপিবি ৫, এনএপি ৫, মুসলিম লীগ ৪, জাসদ (রব) ৪, বাকশাল ৩, ওয়ার্কার্স পার্টি ৩, জাসদ (সি) ৩, ন্যাপ (মো) ২ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা পেয়েছেন ৩৩টি আসন। বাকী একটি আসনের ফলাফল ঘোষণা করা হবে ভোট পুনর্গণনা কিংবা পুনর্নির্বাচনের পর।[৩২]

তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হন। তার জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৯৮৬ সালের ৩০ আগস্ট। এইদিন জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে হুসেইস মুহাম্মদ এরশাদকে এই দলের চেয়ারম্যান হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। পরদিন ৩১ আগস্ট সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। শিরোনাম ছিল: 'নির্বাহী কমিটির জরুরী সভা : এরশাদের প্রতি জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হওয়ার আহ্বান'। এতে লেখা হয়:

জাতীয় পার্টির কার্যনির্বাহী কমিটি প্রেসিডেন্ট লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদকে আনুষ্ঠানিকভাবে পার্টির প্রাথমিক সদস্য হয়ে তাকে এই পার্টির চেয়ারম্যান নির্বাচন করার ব্যাপারে সম্মতি দেয়ার আহ্বান জানিয়েছে। কার্যনির্বাহী কমিটির এক জরুরী সভায় গতকাল ৩০ আগস্ট এই আহ্বান জানিয়ে লে. জেনারেল এরশাদকে জাতীয় পার্টির স্থপতি বলে বর্ণনা করা হয়।[৩৩]

১৯৮৬ সলের ১ সেপ্টেম্বর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ জাতীয় পার্টিতে যোগদান করেন। পরদিন ২ সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশের সুখ-সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনবো : এরশাদের জাতীয় পার্টিতে যোগদান'। এতে লেখা হয়:

প্রেসিডেন্ট এইচ এম এরশাদ গতকাল ১ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পার্টিতে যোগদান করেছেন। গতকাল সিএমএলএ সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় পার্টির এক বিশাল কর্মী সমাবেশে প্রেসিডেন্ট এরশাদ জাতীয় পার্টিতে তার যোগদানের কথা ঘোষণা করেন।[৩৪]

জাতীয় পার্টিতে যোগদানের পরদিন ১৯৮৬ সালের ২ সেপ্টেম্বর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ পার্টির চেয়ারম্যান হন। ৩ সেপ্টেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম ছিল: 'এরশাদ জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান নির্বাচিত : ৫টি নীতি ঘোষণা ॥ রাজনীতিতে নতুন ধারা সৃষ্টি করুন'। এই খবরে লেখা হয়:

> *গতকাল ২ সেপ্টেম্বর জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর দেয়া ভাষণে প্রেসিডেন্ট এরশাদ জাতীয় রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন সাধনের আহ্বান জানান। পুরানো সংসদ ভবনের সবুজ চত্বরে অনুষ্ঠিত জাতীয় পার্টির বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশনে প্রেসিডেন্ট এরশাদ এই পার্টির প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।*[৩৫]

জাতীয় পার্টিতে প্রত্যক্ষভাবে যোগদানের আগে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেন। তবে তার অবসর নেয়ার খবরটি জাতীয় পার্টিতে যোগদানের পরে প্রকাশ করা হয়। ১৯৮৬ সালের ৫ সেপ্টেম্বর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেয়ার খবর প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস এর বরাত দিয়ে এই খবর দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'এরশাদের সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ'। এতে লেখা হয়:

> *লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ গত ১লা সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন বলে গতকাল ৪ সেপ্টেম্বর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের গেজেট নোটিফিকেশনের উদ্ধৃতি দিয়ে বাসস জানায়। লে: জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ স্বেচ্ছায় এই অবসর নেন। তিনি গত ৩১শে আগস্ট সেনাবাহিনী স্টাফ প্রধানের দায়িত্ব ত্যাগ করেন।*[৩৬]

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের জাতীয় পার্টিতে যোগদান এবং পার্টির চেয়ারম্যান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তৎপরতাও শুরু হয়ে যায়। ১৯৮৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ১৫ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঘোষণা দেয়। ২ সেপ্টেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: '১৫ই অক্টোবর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন'। এই খবরে লেখা হয়:

> *আগামী ১৫ই অক্টোবর বুধবার দেশে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন কমিশনের এক বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল ১ সেপ্টেম্বর একথা ঘোষণা করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন গতকাল এক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময়সূচীও ঘোষণা করেছে।*[৩৭]

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য ১৯৮৬ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র পেশ করেন। ১৮ সেপ্টেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'এবারের নির্বাচনে মোট ১৬ জন প্রার্থী : প্রেসিডেন্ট পদে এরশাদের মনোনয়নপত্র পেশ'। এই খবরে লেখা হয়:

> *আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান প্রেসিডেন্ট এইচ এম এরশাদের মনোনয়নপত্রসহ মোট ১৬ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র গতকাল ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধান নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে রিটার্নিং অফিসারের কাছে দাখিল করা হয়েছে। ষোলজন প্রার্থীর মধ্যে একজন মহিলা প্রার্থী রয়েছেন।*[৩৮]

১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সব খবরের কাগজে এই খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'গণতন্ত্রে উত্তরণে আজ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন'। এতে লেখা হয়:

> *আজ ১৫ অক্টোবর দেশে তৃতীয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আজকের এই নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের দেয়া প্রতিশ্রুতির শেষ ধাপ সম্পন্ন হয়। দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক ও নির্বাহী পদের জন্যে আজকের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদসহ মোট ১২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।*[৩৯]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Presidential Polls today.'[৪০] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আজ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন'।[৪১]

১৯৮৬ সালের ১৬ এবং ১৭ অক্টোবর সংবাদপত্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হয়। ১৬ অক্টোবর আংশিক এবং ১৭ অক্টোবর পুরো ফল প্রকাশ করা হয়। প্রথম দিন ১৬ অক্টোবর খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সারা দেশে শান্তিপূর্ণভাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সম্পন্ন'। এতে লেখা হয়:

> *গতকাল ১৫ অক্টোবর সারা দেশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাত ১২টা পর্যন্ত ঘোষিত আংশিক বেসরকারী ফলে জাতীয় পার্টির প্রার্থী বর্তমান প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে বিপুল ভোটে এগিয়ে ছিলেন।*[৪২]

বাংলাদেশ অবজারভারেও খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Ershad poised for big win'.[৪৩] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এরশাদ অগ্রগামী'।[৪৪]

১৯৮৬ সালের ১৬ অক্টোবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বিষয়ক খবরে বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে ভোটারদের নগণ্য উপস্থিতি ও কারচুপির তথ্য প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে এই খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এই খবরে বিবিসিকেও উদ্ধৃত করা হয়। খবরের শিরোনাম ছিল: 'রাজধানীর ভোট কেন্দ্রে'। এতে লেখা হয়:

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের স্টাফ রিপোর্টার নগরীর বিভিন্ন এলাকার ভোট কেন্দ্রের খবর সংগ্রহ করেন। বিভিন্ন কেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতি ছিল কম। কিছু সংখ্যক তরুণকে কোন কোন ভোট কেন্দ্রে নিজেরাই ব্যালট পেপারে সীল মারিতে দেখা যায়। ডেমরা, সূত্রাপুর, কোতোয়ালী, লালবাগ, মতিঝিল, মিরপুর থানার বিভিন্ন ভোট কেন্দ্র ঘুরিয়া খুব একটা মহিলা ভোটারের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নাই। ভোট কেন্দ্রে লাঙ্গলের ব্যাজধারী তরুণদের উপস্থিতি ছাড়া অন্য কোন প্রার্থীর কর্মী দেখা যায় নাই। অধিকাংশ কেন্দ্রে অন্য প্রার্থীদের পোলিং এজেন্ট ছিল না।[৪০]

দ্বিতীয় দিন ১৯৮৬ সালের ১৭ অক্টোবর প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। এই খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলায়। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'এরশাদ বিপুল ভোটে প্রসিডেন্ট নির্বাচিত'। এতে লেখা হয়:

জাতীয় পার্টির প্রার্থী হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বিপুল ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচন কমিশন থেকে ঘোষিত বেসরকারী ফলে প্রেসিডেন্ট এরশাদ পেয়েছেন ২ কোটি ১৭ লাখ ১৭ হাজার ৭৭৪ ভোট। এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দেশে ভোটার সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৭৯ লাখ ১২ হাজার ৪৪৩।[৪৬]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'Massive victory for Ershad'.[৪৭] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'এরশাদ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত'।[৪৮]

১৯৮৬ সালের ১৬ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনোত্তর এক সাংবাদিক সম্মেলনে এরশাদ ঘোষণা করেন যে ১৫ নভেম্বরের মধ্যেই দেশ থেকে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হবে। ১৭ অক্টোবর সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'নির্বাচনোত্তর সাংবাদিক সম্মেলনে এরশাদ : ১৫ নভেম্বরের মধ্যে সামরিক আইন তুলে নেয়া হবে'। এতে লেখা হয়:

আগামী ১৫ই নভেম্বরের মধ্যেই সামরিক আইন তুলে নেয়া হবে বলে প্রেসিডেন্ট এরশাদ আশা প্রকাশ করেছেন। গতকাল ১৬ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনোত্তর এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার শপথ গ্রহণের এক পক্ষকালের মধ্যে জাতীয় সংসদের অধিবেশন ডাকা হবে এবং এই অধিবেশনে সামরিক আইন তোলার লক্ষ্যে ইনডেমনিটি বিল (অনুমোদন বিল) পেশ করা হবে।[৪৯]

সামরিক আইন প্রত্যাহার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সংবিধানের সপ্তম সংশোধনীর মাধ্যমে ইনডেমনিটি বিল জাতীয় সংসদে থেকে পাস করানো হয়। এই উপলক্ষে ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করা হয়। এই অধিবেশন শুরুর খবর ১০ নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সপ্তম সংশোধনী বিল পেশ করা হচ্ছে : আজ জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু'। এই খবরে লেখা হয়:

আজ ১০ নভেম্বর সকাল ১০টায় বাংলাদেশের তৃতীয় জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই অধিবেশন হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সামরিক শাসন থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণের সর্বশেষ পর্যায়ে সংবিধানের ঐতিহাসিক সপ্তম সংশোধনী বিল পেশ করা হবে এই অধিবেশনে।[৫০]

জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনের প্রথম দিনই ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী বিল পাস হয়। পরদিন ১১ নভেম্বর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সব সংবাদপত্রে এই সংক্রান্ত খবর গুরুত্ব পায়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: '১৩জন বিরোধী দলীয় ও ২ জন স্বতন্ত্র সদস্যের পক্ষে ভোট দান ॥ সংসদে সপ্তম সংশোধনী বিল পাস'। এই খবরে লেখা হয়:

গতকাল ১০ নভেম্বর জাতীয় সংসদে দুই তৃতীয়াংশেরও বেশি ভোটে সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী বিল পাস হয়। বিলের পক্ষে ২২৩ জন সদস্য ভোট দেন। স্পীকার কর্তৃক ভোটের ফলাফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সদস্যরা মৃদু টেবিল চাপড়ে হর্ষধ্বনি করে বিল পাসের ঘোষণাকে অভিনন্দন জানান। বিলের বিপক্ষে কেউ ভোট দেননি এবং ভোটদানেও কেউ বিরত থাকেননি। সপ্তম সংশোধনী বিলে ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ তারিখের ফরমান এবং উক্ত ফরমান দ্বারা ঘোষিত সামরিক আইন বলবৎ থাকাকালীন প্রণীত সকল ফরমান, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের আদেশ, সামরিক প্রবিধান, সামরিক আইন আদেশ, নির্দেশ, অধ্যাদেশ ও অন্যান্য আইন অনুমোদন করা হল।[৫১]

দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সামরিক আইন প্রত্যাহার'।[৫২] সংবাদে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনমে লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল: 'সামরিক আইন প্রত্যাহার ॥ সংবিধান পুনরুজ্জীবিত'।[৫৩] অন্যদিকে বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। শিরোনাম ছিল: '7th Amendment Bill passed'.[৫৪]

জাতীয় সংসদে ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী বিল পাসের পর পরই জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ সামরিক আইন প্রত্যাহার করে নেন। ১১ নভেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই খবরটিও গবেষণার অন্তর্ভুক্ত খবরের কাগজে গুরুত্ব লাভ করে। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'জাতির উদ্দেশে প্রেসিডেন্ট এরশাদের ঐতিহাসিক ভাষণ : সংবিধান পুনরুজ্জীবিত ॥ সামরিক আইন প্রত্যাহার'। এই খবর লেখা হয়:

Dhaka University Institutional Repository

প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ গতকাল ১০ নভেম্বর দেশ থেকে সামরিক আইন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এর ফলে স্থগিত সংবিধানের পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে দেশে পূর্ণাঙ্গ সাংবিধানিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হল। প্রেসিডেন্ট গতকাল সামরিক আইন প্রত্যাহার সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ফরমানে স্বাক্ষর দান করেছেন। গতকাল সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত এক বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে প্রেসিডেন্ট এরশাদ একথা ঘোষণা করেন।[৫৫]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Suspended Constitution revived ॥ Martial Law goes'.[৫৬] সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'জাতিকে দেয়া অঙ্গীকার পূরণ হলো : রাষ্ট্রপতি'।[৫৭] দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'আসুন, দেশ ও জাতিকে সকলের উর্ধ্বে স্থান দেই'।[৫৮]

সামরিক শাসন প্রত্যাহার করার পর বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলের আন্দোলনের মুখে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ তার সরকারকে গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে পুনরায় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। এই লক্ষ্যেই ১৯৮৭ সালের ৬ ডিসেম্বর তিনি তৃতীয় জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেন। এই খবর পরদিন ৭ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত খবরটির শিরোনাম ছিল: 'জাতীয় সংসদ বাতিল'। এতে লেখা হয়:

প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ রোববার রাতে (৬ ডিসেম্বর) জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দিয়েছেন। সংবিধানের ৭২(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তাকে দেয়া ক্ষমতাবলে প্রেসিডেন্ট জাতীয় সংসদ বাতিল করেছেন। উল্লেখ্য, ৩৩০ সদস্য বিশিষ্ট দেশের তৃতীয় জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৬ এর ৭ই মে।[৫৯]

জাতীয় সংসদ বাতিল করার মাস খানেক পর ১৯৮৮ সালের ১ জানুয়ারি জারি করা এক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে। ২ জানুয়ারি সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সব রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা চাই : নির্বাচন কমিশন ॥ ২৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন'। এতে লেখা হয়:

আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন কমিশন গতকাল ১ জানুয়ারি এক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জাতীয় সংসদের এই সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়সূচী ঘোষণা করেছেন।[৬০]

পরে নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ পুনর্নির্ধারণ করে। ১৯৮৮ সালের ১৯ জানুয়ারি সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'মনোনয়নপত্র পেশের শেষ দিন ২৩শে জানুয়ারি : ৩রা মার্চ জাতীয় সংসদ নির্বাচন'। এই খবরে লেখা হয়:

জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ চারদিন পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। নতুন তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী তেসরা মার্চ। সোমবার (১৮ই জানুয়ারি) নির্বাচন কমিশনের এক গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের এই নতুন তারিখ ঘোষণা করা হয়।[৬১]

১৯৮৮ সালের ২৫ জানুয়ারি এক আদেশে সরকার নির্বাচন বিরোধী সব তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ২৬ জানুয়ারি এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল: 'সরকারের নয়া আদেশ জারি : নির্বাচন বিরোধী সব তৎপরতা নিষিদ্ধ'। এতে লেখা হয়:

সব রকম মিছিল, বিক্ষোভ, সভা ও সমাবেশ অনুষ্ঠান বা তাতে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করে স্বারাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২৭শে নভেম্বরের আদেশ বাতিল করে সরকার জননিরাপত্তা ও জনশৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে নিম্ন লিখিত আদেশ জারি করেছেন। এক তথ্য বিবরণীতে সোমবার (২৫শে জানুয়ারি) রাতে একথা বলা হয়।[৬২]

১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ চতুর্থ জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন অর্থাৎ ৩ মার্চ গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে এই বিষয়ে খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: '৪টি পৌর কর্পোরেশনের কমিশনার পদে ভোট ॥ আজ সংসদ নির্বাচন'। এই খবরে লেখা হয়:

আজ বৃহস্পতিবার ৩ মার্চ দেশের চতুর্থ জাতীয় সংসদ এবং ৪টি পৌর কর্পোরেশনের কমিশনার পদে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ভোট গ্রহণ শুরু হবে সকাল ৯টায়। একটানা ভোট গ্রহণ চলবে বিকাল ৫টা পর্যন্ত। ৬ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ বাতিল হওয়ায় সাংবিধানিক প্রয়োজন অনুসারে এই নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়।[৬৩]

দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আজ জাতীয় সংসদ নির্বাচন'।[৬৪] সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'আজ চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন'।[৬৫] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'JS Polls Today.'[৬৬]

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরদিন ১৯৮৮ সালের ৪ মার্চ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই সব খবরে নির্বাচনের আংশিক ফল ছাড়াও হাঙ্গামা, হতাহত হওয়ার ঘটনা এবং গোলযোগের কারণে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ স্থগিত করাসহ বিভিন্ন তথ্য পরিবেশিত হয়। নির্বাচন বিষয়ক মূল খবরটি দৈনিক বাংলায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ

Dhaka University Institutional Repository

করে। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: '২৮১ আসনের মধ্যে ৩২টির চূড়ান্ত বেসরকারী ফল : নির্বাচনে জাতীয় পার্টি এগিয়ে'। এই খবরে লেখা হয়:

দেশের চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন গতকাল ৩ মার্চ সম্পন্ন হয়েছে। সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, ক্ষমতাসীন জাতীয় পার্টির প্রার্থীরা অধিকাংশ আসনে বিপুল ভোটে এগিয়ে রয়েছেন।[৬৭]

দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি অগ্রগামী'।[৬৮] অন্যদিকে বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'Several killed : Voting postponed in 170 centres ॥ JS Polls held amidst widespread violence'.[৬৯] সংবাদে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল: 'রাজধানীসহ বিভিন্ন স্থানে হাঙ্গামা ॥ ৭ জন নিহত : সংসদ ও পৌর কর্পোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত'।[৭০]

নির্বাচনী হাঙ্গামার একাধিক খবর সব ক'টি পত্রিকায় আলাদা আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সালের ৪ মার্চ। এইসব খবরে বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে হতাহতের খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে এই বিষয়ক মূল খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ভোট কেন্দ্রে সংঘর্ষে কমপক্ষে ৭ জন নিহত ॥ আহত কয়েক শত'। এতে লেখা হয়:

রাজধানী ঢাকা শহর ও আশেপাশে নির্বাচনী হাঙ্গামায় গতকাল কমপক্ষে ৭ জন প্রাণ হারাইয়াছে। নির্বাচনী সংঘর্ষ নয়াবাজারে ও মিরপুরে বন্দুকযুদ্ধে রূপ নেয়। শরীরচর্চা কলেজ কেন্দ্রে ৩৫টিরও বেশি বোমার বিস্ফোরণ, পুলিশের গুলীবর্ষণ ও সংঘর্ষে ২৫ জন আহত হইয়াছে। রাজধানীতে কয়েকটি হাসপাতালে প্রায় একশত আহতকে ভর্তি করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ৩৩ জন বুলেটবিদ্ধ।[৭১]

হাঙ্গামা বিষয়ক মূল খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সারা দেশে ভোটগ্রহণ : হাঙ্গামায় ৭জন নিহত'।[৭২] সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'রাজধানীতে সংঘর্ষে আহত ৬৭জন হাসপাতালে ভর্তি'।[৭৩] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: '60 hurt in Citg.'[৭৪]

১৯৮৮ সালের ৬ মার্চ সংবাদপত্রে নির্বাচনে জাতীয় পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভের খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: '২৭৯ টি আসনের ফল : জাতীয় পার্টি ২৩৮ : কপ ১৫ ॥ তিন চতুর্থাংশ আসনে জাতীয় পার্টি জয়ী'। এই খবরে লেখা হয়:

জাতীয় পার্টি ৩রা মার্চ অনুষ্ঠিত চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিপুল বিজয় অর্জন করে তিন চতুর্থাংশেরও বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। নির্বাচন কমিশন প্রকাশিত প্রাথমিক ফলাফলে এ খবর জানা গেছে।[৭৫]

দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ'।[৭৬] বাংলাদেশ অবজারভার ও সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Jatiya Party bags 238 seats.'[৭৭] সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'জাতীয় পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ'।[৭৮]

নব্বই এর গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ জাতীয় পার্টিকে ভিত্তি করেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সম্পাদকীয়:

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের দলীয় রাজনীতি প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকা সমূহে। ১৯৮৫ সালের ১৬ আগস্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের অনুসৃত নীতি ও কর্মসূচীর সঙ্গে একাত্মতা ব্যক্ত করে পাঁচটি রাজনৈতিক দল মিলে একটি রাজনৈতিক জোট গঠন করে। ১৭ আগস্ট এই জোট গঠনের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই জোট গঠনের এক সপ্তাহ পর ১৯৮৫ সালের ২৩ আগস্ট এই প্রসঙ্গে একটি উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকে। এটি লিখেন দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি মইনুল হোসেন। শিরোনাম ছিল: 'গোঁজামিলের পথ আর কতদিন?' এই উপ-সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

আজ রাজনৈতিক দলগুলি ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা করিয়া রাজনৈতিক নেতাদের ক্রয়-বিক্রয়ের সামগ্রীতে রূপান্তরিত করিয়া নির্বাচনের কথা, গণতন্ত্রে উত্তরণের কথা বলা হইতেছে। দল ভাঙ্গাভাঙ্গি করিয়া সরকারী জাতীয় ফ্রন্ট গঠিত হইবার পর নির্বাচন হইলেও হইতে পারে। দুর্মুখ লোকেরা বলিতেছে, এই ফ্রন্ট গঠনে বিলম্ব হইবার কারণেই নির্বাচন অনুষ্ঠানে বিলম্ব হইতেছিল। যাহারা দল ভাঙ্গিয়া, দল ত্যাগ করিয়া, সরকারী ফ্রন্টে সামিল হইয়াছেন তাহারা যে কোনো আদর্শিক প্রেরণায় উহা করেন নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। আজ যেমন তাহারা নিজেদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া ক্ষমতার কেন্দ্রে ভিড় জমাইয়াছেন তেমনি বিপদের আশঙ্কা দেখিলে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়া পড়িতেও বিলম্ব করিবেন না। এই কার্যক্রমে তাহাদের একমাত্র ভরসা যে, বার বার তাহাদেরই খোঁজ করা হইবে। আর সর্বদা নিরাপত্তাহীন অবস্থায় থাকিবেন অন্যরা।[৭৯]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি জাতীয় ফ্রন্ট ভুক্ত দলগুলো একীভূত হয়ে নতুন রাজনৈতিক দল জাতীয় পার্টি গঠন করে। ২ জানুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ৩ জানুয়ারি এই প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। শিরোনাম ছিল: 'রাজনীতির ধারা'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

পার্টির ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদই আমাদের অস্তিত্বের উৎস। এই পার্টিতে অনেক উল্লেখযোগ্য ও প্রাজ্ঞ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সমাবেশ ঘটেছে। আমরা মনে করি, দেশকে গণতন্ত্রে উত্তরণের প্রক্রিয়ায় এবং জনগণের ব্যাপক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় নবগঠিত জাতীয় পার্টিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।[৮০]

১৯৮৬ সালের ১২ জানুয়ারি ঢাকায় জাতীয় পার্টির প্রথম সভায় হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ অচিরেই জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার আভাস দেন। পরে ১৯৮৬ সালের ২ মার্চ নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে। ১৯৮৬ সালের ১৪ জানুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকে জাতীয় পার্টি গঠন ও নির্বাচন প্রসঙ্গে একটি উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। উপ-সম্পাদকীয়টি লিখেন দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি মইনুল হোসেন। শিরোনাম ছিল: 'সুবিধাবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া তুলুন'। এতে লেখা হয়:

বর্তমানে যে অবস্থায় সামরিক সরকারকে দলীয় সরকারে রূপান্তরিত করিয়া দেশকে নির্বাচনের দিকে লইয়া যাইবার প্রচেষ্টা চলিতেছে উহাতে সংকট বাড়িবে বই কমিবে না, ইহাই আমার আশঙ্কা। কারণ জাতীয়-নির্বাচন জাতিকে লইয়া, জনগণকে লইয়া, সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল হিসেবে, রাজনীতিক হিসেবে কে বা কাহারা উল্লেখিত নীল-নকশা মোতাবেক কিভাবে কেনা-বেচার কাতারে সামিল হইল তাহা মোটেও বড় কথা নয়।[৮১]

১৯৮৬ সালের ২ মার্চ নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে। ৩ মার্চ এই খবর প্রকাশিত হয়। পরদিন ৪ মার্চ নির্বাচন প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। শিরোনাম ছিল: 'সংসদ নির্বাচনের তারিখ'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

দেশে স্থায়ী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচন প্রয়োজন। একথা ঠিক যে, স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম ও তা চালু রাখার পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। বিশৃঙ্খলা এবং কখনও কখনও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিকূল সিদ্ধান্ত গণতন্ত্রকে স্থায়ী হতে দেয়নি। আমরা আশা করি, বর্তমান নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে স্থায়ী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে। জনগণ নির্বাচন চায় এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে নির্বাচনে গিয়ে জনগণের রায় নেয়া ছাড়া কোন বিকল্প নেই।[৮২]

১৯৮৬ সালের ৭ মে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই দিন নির্বাচন সম্পর্কে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। শিরোনাম ছিল: 'ঐতিহাসিক সংসদ নির্বাচন'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

আমরা আশা করব, আজকের ঐতিহাসিক জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণ যে রায় দেবেন, তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল পক্ষ, সকল রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মীরা। এভাবেই দেশে স্থায়ী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া সুদৃঢ় করা যাবে। আমাদের আরও আশা, আজকের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রে উত্তরণের যে শুভ সূচনা ঘটছে, দেশের সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে উত্তরোত্তর তার বিকাশ ঘটবে।[৮৩]

নির্বাচনের দিন ১৯৮৬ সালের ৭ মে সংবাদে নিয়মিত কলাম 'হালচালে' নির্বাচন সম্পর্কে কিছু অভিমত প্রকাশ করা হয়। 'দর্শক' ছদ্মনামে লেখা এই কলামে লেখা হয়:

মনে রাখা দরকার নির্বাচনই নির্বাচন অনুষ্ঠানের সার্থকতা নয়। নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক, অবাধে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা রাষ্ট্রপরিচালনার যথার্থ অধিকার লাভ করুন এটাই কাম্য। সত্যি যদি অতীতের ভুলভ্রান্তি ঝেড়ে ফেলে গণতন্ত্রের পথে আমরা যাত্রা শুরু করতে চাই তাহলে ব্যক্তিগত ক্ষমতা বা দলীয় স্বার্থবুদ্ধির উর্ধ্বে উঠেই বিষয়টা বিবেচনা করতে হবে। আর সামরিক শাসনকে একটি বেসামরিক লেবাস পরানোই যদি নির্বাচনের উদ্দেশ্য হয় তাহলে এসব না ভাবলেও চলবে। সেক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহই বাংলাদেশকে হেফাজত করতে পারেন।[৮৪]

সংসদ নির্বাচনের পর নির্বাচন সম্পর্কে সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাক। ১৯৮৬ সালের ১০ মে সংবাদে প্রকাশিত নির্বাচন সংক্রান্ত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'সংসদ নির্বাচন'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

ক্ষমতার লোভ ও ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি দেশকে আজ এরূপ একটি অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির দিকেই ঠেলে দিচ্ছে। এটাই দেশ ও জাতির জন্য সবচেয়ে দুর্ভাগ্য ও বিপদের কথা। এই পরিস্থিতি থেকে দেশ ও জাতিকে কীভাবে উদ্ধার করা যায় দলমত নির্বিশেষে সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের আজ তাই চিন্তা করে দেখার সময় এসেছে।[৮৫]

দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৮৬ সালের ১৮ মে নির্বাচন বিষয়ে একটি উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এটি লিখেন দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি মইনুল হোসেন। শিরোনাম ছিল: 'নির্বাচনেও জনগণ প্রতারিত হইল'। এতে লেখা হয়:

যাহারা দেশের মঙ্গলচিন্তা করেন, যাহারা এখনও ব্যবসায়িক স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা রাজনীতিকে কলুষিত করার কথা ভাবেন না, দেশের স্বার্থকে যাহারা ব্যক্তিস্বার্থের চাইতে বড় করিয়া দেখেন তাহাদেরই আজ চিন্তা-ভাবনা করিয়া দেখিতে হইবে জনগণ যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নাই, করিতেও দেওয়া হয় নাই, তেমন একটি নির্বাচনকে টিকাইয়া রাখা হইলে উহা দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য কি দৃষ্টান্ত হইয়া থাকিবে। পার্লামেন্টের ভিতরে এবং বাহিরে যে রাজনৈতিক কোন্দলের আশঙ্কা দেখিতেছি তাহাতে জনসমর্থনহীন বর্তমান পার্লামেন্টকে টিকাইয়া রাখিতে চাহিলেও রাখা যাইবে কিনা তাহাও ভাবিয়া দেখিতে বলি।[৮৬]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশন এক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ১৫ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঘোষণা দেয়। এই নির্বাচনের ঘোষণা প্রসঙ্গে ৩ সেপ্টেম্বর একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। শিরোনাম ছিল: 'প্রেসিডেন্ট নির্বাচন'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> *আমরা দৃঢ় আশা ব্যক্ত করছি আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনও সর্বাত্মকভাবে সফল হয়ে উঠবে এবং দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ এই নির্বাচনে অংশ নিয়ে দেশে স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েমে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন। ১৫ই অক্টোবরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সর্বাত্মক সফল করে তোলার জন্য আমরা সকলের প্রতি আহ্বান জানাই।*[৮৭]

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাক্কালে ১৯৮৬ সালের ৯ সেপ্টেম্বর নির্বাচন প্রসঙ্গে একটি উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক। এটি লিখেন দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি মইনুল হোসেন। শিরোনাম ছিল: 'নির্বাচনী দুর্নীতিই সকল রাষ্ট্রীয় দুর্নীতির সহায়ক'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> *নির্বাচনের পবিত্রতা এমনভাবে নষ্ট করা হইয়াছে যে, কি সংসদ নির্বাচন কি প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচন, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী কাহাকেও ক্ষমতায় রাখিয়া নির্বাচন নিরপেক্ষ হইবার নহে। আমাদের দেশের সমস্যার প্রকৃতি যেহেতু ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, সেইহেতু সমাধানের চিন্তাও সমস্যার আলোকে হইতে হইবে।*[৮৮]

১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। নির্বাচনের দিন দৈনিক বাংলা নির্বাচন সম্পর্কে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'আজ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন'। এতে লেখা হয়:

> *গত চার বছরে প্রেসিডেন্ট এরশাদ যে উন্নয়ন কর্মকান্ড শুরু করেছেন, জনকল্যাণে যে পদক্ষেপ নিয়েছেন প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে যে কল্যাণ নিশ্চিত করেছেন, তার ধারাবাহিকতার ওপর দেশের কল্যাণ অনেকখানি নির্ভরশীল। আমরা বিশ্বাস করি, জনসাধারণ উন্নয়নের সেই ধারাবাহিকতার পক্ষেই রায় দেবেন। আজকের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন আর স্থিতিশীল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় জনগণের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে বলেই আমরা বিশ্বাস করি।*[৮৯]

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর এই নির্বাচন ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সংবাদের নিয়মিত কলাম 'হালচাল' এ কিছু অভিমত তুলে ধরা হয়। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালের ২২ অক্টোবর। 'দর্শক' ছদ্মনামে লেখা এই কলামে লেখা হয়:

> *অসামরিক সরকার মানেই কি গণতান্ত্রিক সরকার? যে নির্বাচন হয়ে গেল তাতে কি আসবে বহু প্রত্যাশিত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা? সন্দেহ নেই, সামরিক আইন উঠে গিয়ে সংবিধান পুনর্বহাল হলে সাধারণ মানুষ মৌলিক অধিকার ফিরে পাবেন। সামরিক শাসনের শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা কাটবে। সংসদে জনপ্রতিনিধিরা দুটো কথা বলতে পারবেন। কিন্তু গণতন্ত্র মানে কি শুধু এটুকুই? গণতন্ত্রের যে মূল কথা অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের শাসন- সে শর্তটি পূরণ হচ্ছে কি? নির্বাচিত জাতীয় সংসদ ও নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি যেখানে রয়েছেন সেখানে এ প্রশ্ন ওঠা উচিত ছিল না। তবু ওঠে উভয় নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন থেকে যাওয়ায়।*[৯০]

১৯৮৬ সালের ২৮ অক্টোবর দৈনিক ইত্তেফাক প্রেসিডেন্ট নির্বাচন প্রসঙ্গে একটি উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এটি লিখেন দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকমন্ডলীর সভাপাতি মইনুল হোসেন। শিরোনাম ছিল: 'নীরব নিঃশব্দ প্রতিবাদ'। এই উপ-সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> *গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রদর্শনে সরকারের লেজিটিম্যাসি হইল জনসমর্থন। যেসব দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত সেখানে নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থী শতকরা কতভাগ ভোট পাইল শুধু সেটাই দেখা হয় না, সরকারের লেজিটিম্যাসির প্রশ্নে বিভিন্ন ইস্যুতে জনমতের উঠা-নামাও পর্যবেক্ষণ করা হয় গুরুত্ব সহকারে। এবারের প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনে ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে না আসিয়া যে ভাষায় নীরবে-নিঃশব্দে তাহাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিয়াছে তাহার অর্থ আজ সরকারী কর্তাব্যক্তিদের বোঝার চেষ্টা করিতে হইবে। চাটুকারিতায় মানুষ বিভ্রান্ত হয়- জানি, কিন্তু তাহারও তো একটা সীমা রহিয়াছে।*[৯১]

১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর তৃতীয় জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়। এই অধিবেশনেই সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী বিল পাস হয়। এর ধারাবাহিকতায় প্রত্যাহার করা হয় সামরিক আইন। ১০ নভেম্বর এই সংসদ অধিবেশন সম্পর্কে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। শিরোনাম ছিল: 'ঐতিহাসিক অধিবেশন'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> *জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে সপ্তম সংশোধনী বিল গৃহীত হবে। বিল গৃহীত হওয়ার পর দেশে সাংবিধানিক বিধি-ব্যবস্থা কায়েম হবে এবং গণতন্ত্রের ভিত্তি মজবুত হয়ে উঠবে এটাই আমরা আশা করছি এবং জনগণেরও তা প্রত্যাশা। ক্ষমতা গ্রহণের পর দেশবাসীকে প্রেসিডেন্ট এরশাদ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে দেশে তিনি স্থায়ী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন। দেশবাসীও সে দিনটির জন্যে অপেক্ষা করে আছে। জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনের মাঝ দিয়ে আজ দেশে গণতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করতে যাচ্ছে।*[৯২]

১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বরেই সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হয়। সামরিক আইন প্রত্যাহার প্রসঙ্গে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলো সম্পাদকীয়-উপসম্পাদকীয় প্রকাশ করে। ১১ নভেম্বর এ প্রসঙ্গে দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'মার্শাল ল' প্রত্যাহার : গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> *গণতন্ত্রে বিরোধী দলের দায়িত্ব সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই। সমর্থন ও বিরোধিতা উভয়ই মানুষের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার। গঠনমূলক ভূমিকা গ্রহণের মাধ্যমে আমাদের দেশের বিরোধী দলগুলো দেশের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখবেন এবং সরকার বিরোধী দলের অভিমত ও সমালোচনার পরিপূর্ণ মর্যাদা দেবেন, এটাই আমরা আশা করি। সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী বিল পাসে সহায়তা করে বিরোধী দলীয় ও স্বতন্ত্র সদস্যরা নিঃসন্দেহে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করেছেন।*[৯৩]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ অবজারভার সামরিক আইন প্রত্যাহার প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৮৬ সালের ১২ নভেম্বর। শিরোনাম ছিল: 'An Opportunity and A Challenge'. এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> *The Seventh Amendment to the Constitution validating all proclamation orders of the Martial Law period from March 24 '82 having been passed by the parliament on Monday. Martial Law was withdrawn and the suspended Constitution revived. This brings to a close formally; the transition which the universal demand was the ending of Martial Law. As expected by the people and as visualized in the Monday-evening speech by the President, what should follow is the beginning of democratic evolution. Martial Law had come formidably in its way stalemating political progress. What the nation at this moment finds itself face to face with is both an opportunity and a challenge. A full three-decade-long-history for Bangladesh has been one of lost opportunities for democracy to ever get a chance to grow. Hence the challenge.*[৯৮]

সামরিক শাসন প্রত্যাহার প্রসঙ্গে দৈনিক ইত্তেফাক একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৮৬ সালের ১৩ নভেম্বর। শিরোনাম ছিল: 'সামরিক শাসনের অবসান'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> *দেশে সামরিক শাসনের অবসান ঘটা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তবে মনে রাখা দরকার, সামরিক শাসন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মৌলিক বিধানসমূহ অবলুপ্ত ও অকেজো হইয়া পড়ে, ঠিক একইভাবে সামরিক শাসন অবসানের সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল, ইহাও সকল অবস্থায় সঠিক নয়। তবে গণতন্ত্রের একটি সূচনা হইতে পারে। গণতন্ত্রে যারা বিশ্বাস করেন, গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা যারা গড়িয়া তুলিতে চান- তাহাদের সকলের জন্য একটি পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে মাত্র।*[৯৫]

১৯৮৬ সালের ১৬ নভেম্বর সংবাদ সামরিক আইন প্রত্যাহার বিষয়ে একটি উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'সামরিক শাসনের অবসানে'। 'ভাষ্যকার' ছদ্মনামে লেখা এই উপ-সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> *এবারের সামরিক শাসন ছিল সবচেয়ে দীর্ঘ। এবারের সামরিক শাসনবিরোধী সংগ্রামও ছিল সবচেয়ে তীব্র। বিরোধীদলগুলো ছিল সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ। সরকার ছিল হতাশাজনকভাবে জনবিচ্ছিন্ন। তবু বিরোধীদলগুলো জনগণের সংগ্রামকে সফল পরিণতিতে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হলো কেন?*[৯৬]

সামরিক শাসন প্রত্যাহারের পর সরকারের করণীয় সম্পর্কে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ ১৯৮৬ সালের ১৮ নভেম্বর। শিরোনাম ছিল: 'গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়ে তুলতে হলে'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> *সামরিক শাসনের অবসানে দেশ ও প্রশাসন নতুন একটি সন্ধিক্ষণে উপনীত। গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়ে তুলতে হলে হুমকি-ধমকি বা কনফ্রন্টেশনের ভাষার বদলে সমঝোতা ও সহনশীলতার পথ ধরেই এগোবার চেষ্টা করা উচিত।*[৯৭]

১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ চতুর্থ জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন নির্বাচন প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। শিরোনাম ছিল: 'আজ নির্বাচন'। এতে লেখা হয়:

> *গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে শাসনতন্ত্রের চাহিদা পূরণের কোনো বিকল্প নেই। আজকের নির্বাচন আমাদের ইতিহাসে গণতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত করুক এই আমাদের কামনা। আমাদের ভুললে চলবে না, অনেক রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার মৌলপ্রেরণা ছিল একটি গণতান্ত্রিক জীবনেরই স্বপ্ন।*[৯৮]

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর ১৯৮৮ সালের ৭ মার্চ এই নির্বাচন প্রসঙ্গে একটি উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক। লিখেছিলেন দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি মইনুল হোসেন। শিরোনাম ছিল: 'জনগণের কাজ জনগণ করিয়াছে'। এতে লেখা হয়:

> *বর্তমান সরকার যে সম্পূর্ণ গণবিচ্ছিন্ন, সকলকে ইহা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ সরকারই করিয়া দিয়াছেন। কারণ, ভোট কে কাহাকে দিয়াছে তাহা গোপন ব্যাপার, কিন্তু ভোট কেন্দ্রে কত লোক গিয়াছে তাহতো সকলে দেখিয়াছেন। সরকারও নিশ্চয় আশ্চর্য হইয়াছেন, এমনটি কেমন করিয়া হইল। জনগণের কাজ জনগণ করিয়াছে। সরকার জনমতের প্রতি, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি চরম অবজ্ঞা দেখাইয়াছেন, আর একটি মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে জনগণ ভোটকেন্দ্রে না গিয়া এই ন্যক্কারজনক পরিস্থিতির সমুচিত জবাব দিয়াছেন।*[৯৯]

সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে সংবাদও একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৮৮ সালের ৮ মার্চ। এর শিরোনাম ছিল: 'সংসদ নির্বাচন ও রাজনৈতিক সংকট'। এতে লেখা হয়:

> *রাজনৈতিক সংকটের মুখে সরকার সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে অন্তর্বর্তী নির্বাচন ঘোষণা করেছিলেন। নতুন করে জনগণের ম্যান্ডেট গ্রহণের উদ্দেশ্যে এ ধরনের ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে বহুল প্রচলিত। সে অবস্থায় নির্বাচনে বিজয়ী পক্ষের মতামত পরাজিত পক্ষ মেনে নেয়। মুখে যে যাই বলুন এ নির্বাচন সেশর্ত পূরণ করতে পেরেছে একথা সরকারী মহলও আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন বলে মনে করা কঠিন। গত জাতীয় সংসদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে যদি প্রশ্ন উঠে থাকে তো নয়া জাতীয় সংসদের বিশ্বাসযোগ্যতার সংকট হবে শতগুণ বেশি।*[১০০]

চিঠিপত্র:

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের দলীয় রাজনীতি প্রসঙ্গে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পাত্রিকায় পাঠকের চিঠিও প্রকাশিত হয়। ১৯৮৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সংবাদে রাজনৈতিক নেতাদের দল পরিবর্তন সম্পর্কে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'দল বদল'। চিঠিটি লিখেন ঢাকার ২৬৩ তেজগাঁও শিল্প এলাকা থেকে রেজাউল করিম হেলাল। এই চিঠিতে লেখা হয়:

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক দল পরিবর্তন এখন বাংলাদেশে একটি ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। লোভী রাজনীবিদগণ সুযোগ-সুবিধা একটু বেশি পেলেই দল বদল করতে এতটুকুও দ্বিধা করে না। এতে দেশের তথা জাতির যথেষ্ট ক্ষতি হচ্ছে এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার গতি ত্বরান্বিত করছে। একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, রাজনৈতিক অস্থিরতা বর্তমানে আমাদের উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়। এই ঘোষণা নিঃসন্দেহে দেশের জন্য সুফল বয়ে আনবে। আমি এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং ভারতের মত বাংলাদেশেও রাজনৈতিক দল বদল নিষিদ্ধ ঘোষণা করার সবিনয় নিবেদন জানাচ্ছি।[১০১]

এরশাদের অনুসৃত নীতি ও কর্মসূচির প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করে পাঁচটি রাজনৈতিক দল মিলে ১৯৮৫ সালের ১৬ আগস্ট জাতীয় ফ্রন্ট নামে একটি রাজনৈতিক জোট গঠন করে। এই রাজনৈতিক জোটের কর্মসূচিতে কিছু সংশোধনীর পরামর্শ দিয়ে একটি চিঠি প্রকাশিত হয় সংবাদে ১৯৮৫ সালের ২৩ আগস্ট। চিঠির শিরোনাম ছিল: 'ফ্রন্ট্রের কর্মসূচিতে সংযোজন করা প্রয়োজন'। এই চিঠির লেখক তার নাম প্রকাশ করেননি। এই চিঠিতে লেখা হয়:

গত ১৮ তারিখের 'সংবাদ'-এ জাতীয় ফ্রন্টের ঘোষণাপত্র পড়লাম। নীতি নির্ধারণ মোটামুটি ভালই হয়েছে। আমাদের জাতীয় সমস্যা মোটামুটি সবই স্থান পেয়েছে। কিন্তু ৩ এর (দ) নং অংশটুকু পড়ে আমার মনে হয় কিছুটা যেন অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। সেখানে ভারতের সঙ্গে সমস্যার সমস্ত কথাই প্রায় উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু পাকিস্তানের সঙ্গে সমস্যার উল্লেখে অপ্রতুলতা রয়ে গেছে। সেখনে মনে হয়, পাকিস্তানীদের ফিরিয়ে নেয়া, স্বাধীনতা পূর্বকালের সম্পদের অংশ এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য আমাদের ক্ষতি পূরণের টাকার সমস্যাটা স্থান পাওয়া উচিৎ ছিল।[১০২]

১৯৮৬ সালের ৭ মে তৃতীয় জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে কারচুপি সম্পর্কে একটি চিঠি প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালের ১৯ মে সংবাদে। চিঠির শিরোনাম ছিল: 'চট্টগ্রাম-১০ নির্বাচনী এলাকার আকুবদন্ডী কেন্দ্রে যা দেখিয়াছি'। এই চিঠির লেখক তার নাম প্রকাশ করেননি। চিঠি লেখক চট্টগ্রামের একটি ভোট কেন্দ্রে ভোট দিতে গিয়ে জাতীয় পার্টির সশস্ত্র কর্মীদের ভোট কেন্দ্র দখল ও জাল ভোট দেয়ার যে ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন তার বিবরণ তুলে ধরেছেন তার চিঠিতে। চিঠিতে লেখা হয়:

আকুবদন্ডী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সকাল ৮টায় ভোট গ্রহণ শুরু হয়। ৮-৩০ মি: এর দিকে কিছু সংখ্যক সশস্ত্র যুবকের সাহায্যে ১৫-২০ জন মহিলা এবং পুরুষ ভোটার একসাথে ভোট কেন্দ্রে ঢুকিয়া ১০-৩০ মি: পর্যন্ত বাহির না হইয়া একনাগাড়ে লাঙ্গল মার্কা প্রতীকে জাল ভোট দিতে থাকে। ১৫ দলীয় প্রার্থী আবুল কালামের এজেন্টগণ তাহার প্রতিবাদ করিলে উক্ত সশস্ত্র ব্যক্তিরা অস্ত্রের হুমকি দেখাইয়া তাহাদেরকে বাহির করিয়া দেয় এবং কয়েক ব্যক্তি কিছু ব্যালট পেপার এবং সীল লইয়া বাহিরে চলিয়া যায়। সীল হারাইয়া যাওয়ার দরুন প্রিসাইডিং অফিসার সকাল ১০-৩০ মি: এর সময় ভোট গ্রহণ বন্ধ করিয়া দেন। ফলে সাধারণ ভোটারগণ নিরাশ হইয়া বাড়ি ফিরিয়া যায়। এর কিছুক্ষণ পর উক্ত লোকগুলো স্থানীয় জাতীয় পার্টির কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তির নেতৃত্বে পুনরায় উক্ত সীল ও ব্যালট পেপার লইয়া ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করে এবং ভোট কেন্দ্রের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া প্রিসাইডিং অফিসারকে বাধ্য করাইয়া লাঙ্গল মার্কায় তাহাদের ইচ্ছামত জাল ভোট প্রদান করিতে থাকে। ১০-৩০ মি: এর পর কোন আসল ভোটারকে উক্ত কেন্দ্রে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। পরবর্তী সময় জানিতে পারিলাম ১০ নং নির্বাচনী এলাকার প্রায় সব কেন্দ্রেই জাতীয় পার্টির লোকজন এই ভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করিয়া জাল ভোট প্রদান করিয়া তাহাদের প্রার্থী মজুর মোরশেদকে তথাকথিত বিজয়ী ঘোষণা করিয়াছেন।[১০৩]

১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনের ঘোষণা দেয়ার পর এই নির্বাচন বিষয়ে একটি চিঠি প্রকাশিত হয় সংবাদে ১৯৮৬ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর। চিঠির শিরোনাম ছিল: 'রাষ্ট্রপতি নির্বাচন'। লিখেছিলেন ঢাকার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এমএসএস চূড়ান্ত পর্বের ছাত্র হাবিবুর রহমান বাদল। এই চিঠিতে লেখা হয়:

গত নির্বাচন ও উপনির্বাচনে প্রমাণিত হয়েছে যে বিরোধী দলের যত সমর্থনই থাক না কেন সরকারী দল নির্বাচনে কারচুপি, ভোট ডাকাতি ও মিডিয়া ক্যু করবেই। জনসমর্থন থাক বা না থাক ক্ষমতাসীনরা কোনক্রমেই পরাজয় স্বীকার করতে রাজী নয়। সর্বশেষ পরিস্থিতিতে প্রতীয়মান হয় যে, যতই গণতন্ত্রের বুলি কপচানো হোক না কেন নির্বাচন তথা ভোটাভুটি নিয়মতান্ত্রিক ক্ষমতা হস্তান্তরের হাতিয়ার হিসেবে মূল্য হারিয়ে ফেলেছে। উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আগামী রাষ্ট্রপতি নির্বাচন থেকে সকল বিরোধী দল ও গোটা জাতির শান্তিপূর্ণ বিরত থাকাই হবে সঠিক, সময়োপযোগী ও ঐতিহাসিক কর্তব্য।[১০৪]

প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ:

উপরের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ১৯৮৩ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত ছয় বছর সময়ে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের দলীয় কর্মকান্ড শুরু এবং এর মাধ্যমে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়ায় পুরোপুরি উত্তরণ ঘটে। উল্লিখিত সময়ে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের দলীয় রাজনৈতিক তৎপরতার চিত্র ধারাবাহিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই সময়ের সংশ্লিষ্ট খবরগুলো বিশ্লেষণ করলে প্রধানত এগারটি বিষয়ের খবরের সন্ধান পাওয়া যায়। বিষয়গুলো হলো:

এক. জনদল গঠন।

দুই. জাতীয় ফ্রন্ট গঠন।

তিন. জাতীয় পার্টি গঠন।

চার. তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা।

পাঁচ. তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান ও ফলাফল।

Dhaka University Institutional Repository

ছয়. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের জাতীয় পার্টিতে যোগদান ও চেয়ারম্যান হওয়া।
সাত. প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঘোষণা।
আট. প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠান ও ফলাফল।
নয়. সামরিক শাসন প্রত্যাহার।
দশ. চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা।
এগার. চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান ও ফলাফল।

উপরোক্ত বিষয়ে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত খবরের কাগজে প্রকাশিত রিপোর্টগুলো বেশ গুরুত্ব লাভ করে। সংশ্লিষ্ট সব খবরই প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে এবং খবরগুলোকে ভাল ট্রিটমেন্ট দেয়া হয়েছে। বেশ কিছু সংখ্যক রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামেও প্রকাশিত হয়েছে।

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণের দেড় বছরের মধ্যে রাজনৈতিক দলীয় তৎপরতা শুরু করেন। তবে শুরুতে তার দলীয় তৎপরতা ছিল পরোক্ষ। জনদল গঠনের মধ্য দিয়ে এই তৎপরতার শুরু। হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ সামরিক আইন জারি করে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে পরদিন ২৫ মার্চ তিনি বিচারপতি আবুল ফজল মোহাম্মদ আহসান উদ্দীন চৌধুরীকে প্রেসিডেন্ট মনোনীত করেন। ১৯৮৩ সালের ২৭ নভেম্বর বিচারপতি আহসান উদ্দীন চৌধুরীর নেতৃত্বেই গড়ে তোলা হয় নতুন রাজনৈতিক দল 'জনদল'। পরদিন ২৮ নভেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

জনদল গঠনের পর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ দেশের রাজনীতিতে তার পক্ষের শক্তিকে আরও মজবুত করার চিন্তা করেন। এই চিন্তা-ভাবনা থেকেই ১৯৮৫ সালের ১৬ আগস্ট জনদলসহ পাঁচটি রাজনৈতিক দল মিলে গড়ে তোলা হয় একটি রাজনৈতিক জোট। জাতীয় ফ্রন্ট নামে এই রাজনৈতিক জোট গঠনের খবর প্রকাশিত হয় পরদিন ১৭ আগস্ট।

জনদল ও জাতীয় ফ্রন্ট গঠন করা পর্যন্ত দলীয় রাজনীতিতে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের উপস্থিতি ছিল পরোক্ষ। জাতীয় ফ্রন্ট গঠনের পর পর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই লক্ষ্যে তিনি জাতীয় ফ্রন্টের পাঁচটি দলকে একীভূত করে জাতীয় পার্টি গঠন করেন। ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ জাতীয় পার্টিতে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদানের আগেই তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করেন। ১৯৮৬ সালের ৭ মে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং এই নির্বাচনে জাতীয় পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে সরকার গঠন করে। ১৯৮৬ সালের ২১ মে সংবাদপত্রে প্রকাশিত বেসরকারী ফলাফলে জানানো হয় জাতীয় পার্টি ৩০০ আসনের মধ্যে ১৫২টি আসন লাভ করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে।

জাতীয় পার্টি সরকার গঠনের পর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ১৯৮৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর জাতীয় পার্টিতে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেন এবং পরদিন ২ সেপ্টেম্বর তিনি দলের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেন। সংবাদপত্রে এই খবর যথাক্রমে ১৯৮৬ সালের ২ও ৩ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়।

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ জাতীয় পার্টিতে যোগদানের দিনই ১৯৮৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশন এক গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে ১৫ অক্টোবরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঘোষণা দেয়। ১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী হিসেবে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ বিজয়ী হন। ১৭ অক্টোবর সংবাদপত্রে তার বিজয়ী হওয়ার খবর প্রকাশিত হয়।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ সামরিক আইন তুলে নেয়ার উদ্যোগ নেন। এই জন্য ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর জাতীয় সংসদে সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী বিল পাস করানো হয়। পরদিন ১১ নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত এ সংক্রান্ত খবরে জানানো হয়: সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী বিল পাসের মধ্য দিয়ে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চের সামরিক ফরমান এবং ঐ ফরমান দ্বারা ঘোষিত সকল আদেশ, নির্দেশ, প্রবিধান, অধ্যাদেশসহ সকল আইন বৈধতা পেয়েছে। সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী বিল পাসের পর ঐদিনই ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ সামরিক আইন প্রত্যাহার করেন। এই খবরও ১১ নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

সামরিক শাসন তুলে নেয়ার এক মাসের মধ্যেই হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ তার সরকারকে গ্রহণযোগ্যতা দেয়ার জন্য পুনরায় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ চতুর্থ জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং এই

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনেও জাতীয় পার্টিই সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে সরকার গঠন করে। ১৯৮৮ সালের ৬ মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়: নির্বাচনে ২৩৮টি আসন পেয়ে জাতীয় পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনসহ দু'টি সংসদ নির্বাচনেই ভোটারদের স্বল্প উপস্থিতি, ব্যাপক কারচুপি, জালভোট প্রদান, হাঙ্গামা ও হতাহতের ঘটনা ঘটে। সংবাদপত্রে এসব খবরও প্রকাশিত হয়। শুধু তাই না সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায়, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো যাতে কারচুপির সম্ভাবনাপূর্ণ নির্বাচনের ব্যাপারে পূর্বাহ্নেই জনমত গঠন করতে না পারে সেই জন্য নির্বাচনগুলোর আগে সামরিক আইন আদেশ জারী করে সরকার নির্বাচন বিরোধী তৎপরতা বন্ধ করে দেন।

বিশ্লেষণ করে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের দলীয় রাজনীতি সংশ্লিষ্ট ৯টি বিষয়ে সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও নিয়মিত কলামের সন্ধান পাওয়া যায়। বিষয়গুলো হলো:

এক. জাতীয় ফ্রন্ট গঠন।
দুই. জাতীয় পার্টি গঠন।
তিন. তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা।
চার. তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান।
পাঁচ. প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঘোষণা।
ছয়. প্রেসিডেন্ট নির্বাচন।
সাত. সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী বিল পাস।
আট. সামরিক শাসন প্রত্যাহার।
নয়. চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন।

১৯৮৫ সালের ১৬ আগস্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের অনুসৃত নীতি ও কর্মসূচীর সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে জনদলসহ পাঁচটি রাজনৈতিক দল মিলে রাজনৈতিক জোট জাতীয় ফ্রন্ট গঠন করে। ১৭ আগস্ট এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই ফ্রন্ট গঠনের সমালোচনা করে দৈনিক ইত্তেফাকে ২৩ আগস্ট একটি উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এতে মন্তব্য করা হয়:

এক. সামরিক শাসনের কারণে দেশে রাজনীতি নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় রাজনৈতিক জোট গঠন জাতির সামনে এক বিরাট প্রশ্ন হয়ে উঠেছে।

দুই. কোনো আদর্শিক কারণে নয়, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিভিন্ন দলের রাজনীতিকরা জাতীয় ফ্রন্টে যোগ দিয়েছেন।

তিন. জনগণের আস্থা নিয়ে ক্ষমতার ভিত রচনাই সৎ রাজনীতির প্রকৃত পথ।

জাতীয় ফ্রন্টভুক্ত দলগুলো একীভূত হয়ে ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি জাতীয় পার্টি গঠিত হয়। ২ জানুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশের পরেরদিন ৩ জানুয়ারি এই প্রসঙ্গে প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে: দেশে গণতন্ত্র উত্তরণের প্রক্রিয়ায় এবং জনগণের ব্যাপক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় নবগঠিত জাতীয় পার্টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

জাতীয় পর্টি গঠনের মাত্র ১২ দিন পরই এরশাদ জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনের আভাস দেন। জাতীয় পার্টি গঠন ও নির্বাচন প্রসঙ্গে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের নীতির তীব্র সমালোচনা করে দৈনিক ইত্তেফাক। ১৯৮৬ সালের ১৪ জানুয়ারি এক উপ-সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে:

এক. সামরিক শাসনের মধ্যে রাজনৈতিক দল গঠন এবং কারচুপির মাধ্যমে নবগঠিত দলকে নির্বাচনে জয়লাভ করানো দেশে এক নতুন ট্রেডিশনে পরিণত হয়েছে।

দুই. সামরিক শাসনের মধ্যে রাজনৈতিক দল গঠন করে নীল নকশা অনুযায়ী নির্বাচনে বিজয়ের এই ট্রেডিশেন বিগত সরকার অর্থাৎ জিয়াউর রহমানের আমলে চালু হয়েছে।

তিন. সামরিক শাসনের সুযোগে কিছু ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রহসনমূলক নির্বাচন রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য কাম্য হতে পরে না।

চার. সামরিক সরকারকে দলীয় সরকারে রূপান্তর করার জন্য নির্বাচন করা হলে রাজনৈতিক সংকট আরো বাড়বে।

পাঁচ. জাতীয় নির্বাচনে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

নির্বাচন প্রসঙ্গে দৈনিক ইত্তেফাকের বিপরীত মন্তব্য প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে। ১৯৮৬ সালের ২ মার্চ নির্বাচন কমিশন তৃতীয় জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে। ৩ মার্চ এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশের পরদিন ৪ মার্চ নির্বাচন প্রসঙ্গে এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে:

এক. অতীতে অর্থাৎ জিয়াউর রহমানের আমলেও সামরিক আইনের অধীনে নির্বাচনের নজীর রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দুই. আসন্ন সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে স্থায়ী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে।

তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিনও ১৯৮৬ সালের ৭ মে নির্বাচন প্রসঙ্গে এক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। এই সম্পাদকীয়তেও ১৯৮৬ সলের ৩ মার্চ নির্বাচন প্রসঙ্গে প্রকাশিত অপর সম্পাদকীয়র সুর প্রতিধ্বনিত হয়। এতে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে:

এক. গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় প্রতিনিধিত্বশীল সরকার কায়েমের জন্য নির্বাচনের বিকল্প নেই।

দুই. তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে প্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার যে প্রক্রিয়া শুরু হলো তার মধ্য দিয়ে দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে।

তিন. জনগণের রায় মেনে নেয়াই গণতন্ত্রের মূল্যবোধ।

নির্বাচনের দিনই ১৯৮৬ সালের ৭ মে সংবাদের এক নিয়মিত কলামে নির্বাচন সম্পর্কে প্রকাশিত অভিমতে কারচুপির আশংকা লক্ষ্য করা যায়। এই কলামে সংবাদের মন্তব্য ছিল:

এক. নির্বাচনে জনগণের মতামতের যথাযথ প্রতিফলনের উপর নির্ভর করে নির্বাচনের সফলতা।

দুই. অস্ত্রের মুখে ভোটকেন্দ্র দখল করে জাল ভোট দিয়ে বিজয় ছিনতাইয়ের ঘটনা ইদানীং বেড়েছে।

তিন. সাধারণ মানুষ চায় অর্থপূর্ণ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঐতিহ্য গড়ে উঠুক।

চার. সামরিক শাসনকে বেসামরিক লেবাস পরানোই যেন নির্বাচনের উদ্দেশ্য না হয়।

সংবাদের আশংকাই বাস্তবে পরিণত হয় তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে। সংসদ নির্বাচনের পর এই নির্বাচনে কারচুপি ও হাঙ্গামা সম্পর্কে প্রকাশিত সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয়তে সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাকে একই ধরনের মন্তব্য দেখা যায়। ১৯৮৬ সালের ১০ মে সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে:

এক. সারা দেশে ব্যাপক সন্ত্রাস ও খুন-খারাবি দ্বারা জাতীয় সংসদ নির্বাচন কলুষিত হয়েছে।

দুই. দূরবর্তী ও উন্নত যোগাযোগ সুবিধা বর্জিত এলাকার ফল দ্রুত ঘোষণা এবং ঢাকা মহানগরীর ফল ঘোষণায় অস্বাভাবিক বিলম্ব পুরো নির্বাচনী ফলের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করেছে।

তিন. অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে ব্যর্থতার ফলে গণতন্ত্র ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা বাধাগ্রস্থ হবে।

১৯৮৬ সালের ১৮ মে এক উপ-সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে:

এক. তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যে কারচুপির ঘটনা ঘটেছে তা দেশের নির্বাচনের ইতিহাসে নজীর বিহীন।

দুই. এই নির্বাচনে পেশীশক্তি প্রদর্শনের মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে, জনমতের কোনো প্রতিফলন ঘটেনি।

তিন. এই নির্বাচন নতুন রাজনৈতিক সংকটের জন্ম দিয়েছে।

চার. এই নির্বাচনকে টিকিয়ে রাখা দেশ ও জাতির ভবিষ্যত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য শুভ হবে না।

পাঁচ. নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে হলে তা নির্দলীয় অস্থায়ী সরকারের অধীনে করার সাংবিধানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৯৮৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর এক গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে নির্বাচন কমিশন ১৫ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঘোষণা দেয়। এই ঘোষণার পর ৩ সেপ্টেম্বর দৈনিক বাংলা এই প্রসঙ্গে প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে:

এক. প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঘোষণা দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

দুই. প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঘোষণার মধ্য দিয়ে জাতির কাছে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ হতে যাচ্ছে।

তিন. বিরোধী রাজনৈতিক দল সমূহের উচিত এই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ নিয়ে দেশে স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েমে তাদের ভূমিকা রাখা।

কিন্তু প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাক্কালে ১৯৮৬ সালের ৯ সেপ্টেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক উপ-সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলার উপরোক্ত মন্তব্য সমূহের বিপরীত কিছু মন্তব্য উঠে আসে। একই সঙ্গে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কারচুপির আশংকা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। এই উপ-সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে:

এক. সাম্প্রতিক জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির কারণে জনগণ নির্বাচনের ব্যাপারে আস্থা হারিয়ে ফেলেছে।

দুই. বর্তমান অবস্থায় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীদের ক্ষমতায় রেখে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়।

তিন. আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনই শুধু নয়, ভবিষ্যতের সব নির্বাচনই দল নিরপেক্ষ কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে করার জন্য সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাক্কালে এই নির্বাচনের নিরপেক্ষতা ও কারচুপির আশংকা বাস্তবে রূপ নেয়। তবে নির্বাচনের দিন ১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবর দৈনিক বাংলা এক সম্পাদকীয়তে এই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও স্থায়ী রূপ দেয়ার জন্য অত্যন্ত কার্যকরী বলে অভিমত প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে:

এক. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ওয়াদা অনুযায়ী অনুষ্ঠিতব্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার শেষ ধাপ সম্পন্ন হবে।

দুই. এই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন আর স্থিতিশীল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় জনগণের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে।

তিন. দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন ও তাকে স্থায়ী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠার জন্য বিরোধী রাজনৈতিক দলসহ সকলের সহযোগিতা অপরিহার্য।

অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর ১৯৮৬ সালের ২২ অক্টোবর প্রকাশিত এক কলামে সংবাদ মন্তব্য করে:

এক. তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গেছে।

দুই. অগ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সরকারের দ্বারা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করা সম্ভব নয়।

১৯৮৬ সালের ২৮ অক্টোবর দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক উপ-সম্পাদকীয়তে সংবাদের অনুরূপ অভিমত ও মন্তব্য লক্ষ্য করা যায়। এতে মন্তব্য করা হয়: প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত না হয়ে এই নির্বাচনের বিরুদ্ধে নীরব-নিঃশব্দ প্রতিবাদ জানিয়েছে।

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সাড়ে চার বছরের সামরিক শাসনকে বৈধতা দেয়ার জন্য ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর তৃতীয় জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী বিল পাস করা হয়। এই দিনই ১০ নভেম্বর প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী বিল পাস হওয়াকে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাইল ফলক হিসেবে অভিহিত করে। এতে মন্তব্য করে:

এক. তৃতীয় জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

দুই. তৃতীয় জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী বিল গৃহীত হওয়ার পর দেশে সাংবিধানিক বিধি-ব্যবস্থা কায়েম হবে এবং এর মাধ্যমে গণতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ রূপ পাবে ও গণতন্ত্রের ভিত্তি মজবুত হবে।

১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বরেই হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ সামরিক আইন প্রত্যাহার করেন। পরদিন ১১ নভেম্বর এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে:

এক. সামরিক আইন প্রত্যাহার ও স্থগিত সংবিধান পুনরুজ্জীবিত করে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ তার অঙ্গীকার পূরণ করেছেন।

দুই. সামরিক আইন প্রত্যাহার ও সংবিধানের পুনরুজ্জীবন দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা করলো।

তিন. নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে জাতি আজ গণতন্ত্র অর্জন করলো। তাই দেশবাসীর জন্য আজ পরম আনন্দের দিন।

চার. সামরিক আইন প্রত্যাহার ও সংবিধান পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পর দেশের গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থাকে কার্যকর করার জন্য বিরোধী দলগুলোকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

অন্যদিকে সামরিক আইন প্রত্যাহার মানেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা নয়– এ ধরনের অভিমত দিয়েছে সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাক ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর সামরিক আইন তুলে নেয়ার পর এই প্রসঙ্গে প্রকাশিত উপ-সম্পাদকীয়তে। ১৯৮৬ সালের ১৩ নভেম্বর এক উপ-সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে:

এক. সামরিক শাসনের অবসান দেশের রাজনীতিতে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

দুই. সামরিক শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়নি; গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে মাত্র।

আর ১৯৮৬ সালের ১৬ নভেম্বর প্রকাশিত এক উপ-সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে: সামরিক শাসন প্রত্যাহারের দাবী ছিল বহু প্রতীক্ষিত। কিন্তু সামরিক শাসনের অবসানে মানুষের মধ্যে কোনো আলোড়ন সৃষ্টি হয়নি। কারণ সামরিক শাসন প্রত্যাহার হলেও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে কিনা সে নিয়ে সংশয় কাটেনি।

১৯৮৬ সালের ১২ নভেম্বর প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ অবজারভার মন্তব্য করে: সামরিক আইন প্রত্যাহারের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ প্রত্যাশিত একটি দাবী পূরণ হয়েছে।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সামরিক শাসন প্রত্যাহারের পর সরকারের করণীয় সম্পর্কে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ। ১৯৮৬ সালের ১৮ নভেম্বর প্রকাশিত এই সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে:

এক. সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হলেও সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে কঠোর ও দমনমূলক নীতি অব্যাহত রাখা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দুই. সামরিক আইনহীন অবস্থায় দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করতে হলে সরকারকে উদার, সহনশীল ও সমঝোতামুখী হতে হবে।

১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন ৩ মার্চ নির্বাচন সম্পর্কে এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে:

এক. গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

দুই. এই সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে গণতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত হবে।

এই সংসদ নির্বাচনেও ব্যাপক কারচুপির খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। নির্বাচনের পর ১৯৮৮ সালের ৭ মার্চ এক উপ-সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে:

এক. ভোটারবিহীন জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রমান করেছে এই সরকারের কোনো জনসমর্থন নেই।

দুই. নির্বাচনের দিন ভোট কেন্দ্রে না গিয়ে ভোটাররা এই সরকারের শাসনতান্ত্রিক ধারাবাহিকতার নামে অর্থহীন নির্বাচনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

সংবাদেও ১৯৮৮ সালের ৮ মার্চ প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাকের অনুরূপ অভিমত প্রকাশিত হয়। এতে সংবাদ মন্তব্য করে:

এক. চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটারহীনতা এই নির্বাচনকে অর্থবহ করতে পারবে না।

দুই. প্রধান বিরোধী দল সমূহ অংশগ্রহণ না করায় এই জাতীয় সংসদ প্রতিনিধিত্বশীল বলে দাবী করা যাবে না।

তিন. তৃতীয় জাতীয় সংসদের তুলনায় চতুর্থ জাতীয় সংসদের বিশ্বাসযোগ্যতার সংকট বহুগুণ বেশি।

বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের দলীয় রাজনীতি সংশ্লিষ্ট চারটি বিষয়ে চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়েছে। বিষয়গুলো হলো:

এক. রাজনৈতিক নেতাদের দল বদল।

দুই. জাতীয় ফ্রন্ট সংশ্লিষ্ট।

তিন. তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন।

চার. প্রেসিডেন্ট নির্বাচন।

১৯৮৫ সালের ২১ ফেরুয়ারি সংবাদে রাজনৈতিক নেতাদের দল পরিবর্তন সম্পর্কে এক চিঠিতে মন্তব্য করা হয়:

এক. বাংলাদেশে রাজনৈতিক নেতাদের দল পরিবর্তন একটি রোগে পরিণত হয়েছে। এতে রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়ছে।

দুই. রাজনৈতিক নেতাদের দল বদল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা উচিত।

১৯৮৫ সালের ১৬ আগস্ট জাতীয় ফ্রন্ট গঠিত হয়। এই ফ্রন্টের ঘোষণাপত্রে পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক প্রশ্নে একটি সংশোধনী আনার পরামর্শ দেয়া হয় ১৯৮৫ সালের ২৩ আগস্ট সংবাদে প্রকাশিত এক চিঠিতে। পরামর্শটি ছিল: জাতীয় ফ্রন্টের ঘোষণাপত্রে পাকিস্তানের কাছে বাংলাদেশে আটকেপড়া পাকিস্তানীদের ফিরিয়ে নেয়া, স্বাধীনতা-পূর্বকালে সম্পদের অংশ ফেরত চাওয়া ও স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য বাংলাদেশের ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকা উচিত।

১৯৮৬ সালের ৭ মে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কারচুপি প্রসঙ্গে ১৯ মে সংবাদে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। এই চিঠির লেখক চট্টগ্রামের একটি ভোট কেন্দ্রে ভোট দিতে গিয়ে জাতীয় পার্টির সশস্ত্র কর্মীদের ভোট কেন্দ্র দখল ও জাল ভোট দেয়ার যে ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন তার বিবরণ তুলে ধরেছেন।

নির্বাচন কমিশন ১৯৮৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ১৫ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঘোষণা দেয়। এই ঘোষণার পর ১৯৮৬ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর সংবাদে প্রকাশিত এক চিঠিতে এই নির্বাচন সম্পর্কে যে সব মন্তব্য ও পরামর্শ দেয়া হয় তা ছিল:

এক. সাম্প্রতিক তৃতীয় জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনে সরকারী দল জাতীয় পার্টির ভোট ডাকাতি, সন্ত্রাস, ব্যালট বাক্স ছিনতাইসহ নির্বাচনী দুর্নীতি ছিল নজীরবিহীন।

দুই. আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনও শান্তিপূর্ণ, অবাধ ও নিরপেক্ষ হওয়ার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

তিন. সরকারী দলের নির্বাচনী দুর্নীতির বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ হিসেবে বিরোধী রাজনৈতিক দল ও গোটা জাতির প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকা উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের দলীয় রাজনীতি শীর্ষক এই ইস্যুর তথ্য বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, ১৯৮৩ সাল থেকে ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের দলীয় রাজনৈতিক তৎপরতা সংবাদপত্রে গুরুত্বের সঙ্গে ও ধারাবাহিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। উল্লিখিতসময়ে তিনি রাজনৈতিক দল ও জোট গঠন করে একদিকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করতে সচেষ্ট হয়েছেন। অন্যদিকে নির্বাচনের মাধ্যমে তার গঠিত রাজনৈতিক দলকে দিয়ে সরকার গঠন করিয়েছেন। নানামুখী রাজনৈতিক দলের নেতাদের একত্রিত করে রাজনৈতিক দল ও জোট গঠন করায় হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের রাজনৈতিক দল ও জোটে অন্তর্দ্বন্দ্ব বিদ্যমান ছিল। হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের দল জাতীয় পার্টি তৃতীয় ও চতুর্থ জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করলেও এই নির্বাচন দু'টিতে ব্যাপক হাঙ্গামা, কারচুপি, জালভোট প্রদান, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, ভোটকেন্দ্র দখলের ঘটনা ঘটে এবং এসব কাজে জড়িত ছিল জাতীয় পার্টি। জাতীয় পার্টির প্রার্থী হিসেবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ এবং এই নির্বাচনেও উপোরোক্ত সংসদ নির্বাচনের মতই ঘটনা ঘটে। তিনটি নির্বাচনেই ভোটারদের স্বল্প উপস্থিতি ছিল। এই সব বিষয়েই সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হয়েছে।

শুধু খবর নয়, উল্লিখিত সময়ের সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয়, নিয়মিত কলাম এমনকি পাঠকের চিঠিতেও হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের দলীয় রাজনৈতিক তৎপরতার বিষয়টি এসেছে। হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের রাজনৈতিক জোট গঠন, দল গঠন, নির্বাচন এবং প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর সামরিক শাসন প্রত্যাহারসহ প্রায় প্রতিটি পর্যায়েই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রগুলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিজেদের অভিমত, মন্তব্য ও সুপারিশ প্রদান করেছে। হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের দলীয় রাজনীতির ব্যাপারে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোর সম্পাদকীয় নীতিতে বেশ অমিল দেখা গেছে। বিশেষ করে দৈনিক বাংলা যেখানে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের রাজনৈতিক কর্মকান্ডগুলোকে দেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ইতিবাচক বলেই অভিহিত করেছে, সেখানে সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাকের অবস্থান ছিল বিপরীত। সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাক হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের যে সব রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সমালোচনা করেছে তার মধ্যে ছিল:

এক. সামরিক শাসনের মধ্যে রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও সরকারী উদ্যোগে রাজনৈতিক দল/জোট গঠন।

দুই. সামরিক শাসনের সুযোগে কিছু ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রহসনমূলক নির্বাচন।

তিন. সামরিক সরকারকে দলীয় সরকারে রূপান্তরের জন্য নির্বাচন করা।

চার. ব্যাপক সন্ত্রাস, খুন-খারাবি, কারচুপি, ভোট কেন্দ্র দখল, জাল ভোট দেয়া, ব্যালট বাক্স ছিনতাইসহ বিভিন্নভাবে নির্বাচনকে কলুষিত করা।

পাঁচ. নির্বাচনের প্রতি আস্থা হারানোর কারণে ভোট কেন্দ্রে স্বল্প সংখ্যক ভোটারের উপস্থিতি।

ছয়. গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার ক্ষমতাসীন না হওয়ায় সামরিক আইন প্রত্যাহারের পরও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার আশংকা।

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের আমলে সব নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম ও কারচুপির প্রেক্ষাপটে দৈনিক ইত্তেফাক পরবর্তী সব নির্বাচন নিরপেক্ষ করার স্বার্থে নির্দলীয় অস্থায়ী সরকারের অধীনে নির্বাচন করার সুপারিশ করেছে। এজন্যে প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক ব্যবস্থা গ্রহণেরও সুপারিশ করে দৈনিক ইত্তেফাক।

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের আমলে নির্বাচন প্রসঙ্গে প্রকাশিত পাঠকের চিঠিতেও দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদের সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয়র অনুরূপ অভিমত ও মন্তব্যের প্রকাশ ঘটেছে।

তথ্য সূত্র :

১. *দৈনিক বাংলা*, ২৮ নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ১
২. *সংবাদ*, ৯ জানুয়ারি ১৯৮৫, পৃ. ১
৩. *দৈনিক বাংলা*, ১৭ আগস্ট ১৯৮৫, পৃ. ১
৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৭ আগস্ট ১৯৮৫, পৃ. ১
৫. *সংবাদ*, ১৭ আগস্ট ১৯৮৫, পৃ. ১
৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ আগস্ট ১৯৮৫, পৃ. ১
৭. *সংবাদ*, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫, পৃ. ১
৮. *সংবাদ*, ৮ অক্টোবর ১৯৮৫, পৃ. ১
৯. *সংবাদ*, ২ নভেম্বর ১৯৮৫, পৃ. ১
১০. *দৈনিক বাংলা*, ১১ নভেম্বর ১৯৮৫, পৃ. ১
১১. *সংবাদ*, ১৭ নভেম্বর ১৯৮৫, পৃ. ১
১২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৮৫, পৃ. ১
১৩. *দৈনিক বাংলা*, ২ জানুয়ারি ১৯৮৬, পৃ. ১
১৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২ জানুয়ারি ১৯৮৬, পৃ. ১

১৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ জানুয়ারি ১৯৮৬, পৃ. ১
১৬. *সংবাদ*, ২ জানুয়ারি ১৯৮৬, পৃ. ১
১৭. *দৈনিক বাংলা*, ২ জানুয়ারি ১৯৮৬, পৃ. ১
১৮. *দৈনিক বাংলা*, ১৩ জানুয়ারি ১৯৮৬, পৃ. ১
১৯. *দৈনিক বাংলা*, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬, পৃ. ১
২০. *দৈনিক বাংলা*, ৩ মার্চ ১৯৮৬, পৃ. ১
২১. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৩ মার্চ ১৯৮৬, পৃ. ১
২২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩০ এপ্রিল ১৯৮৬, পৃ. ১
২৩. *দৈনিক বাংলা*, ৭ মে ১৯৮৬, পৃ. ১
২৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৭ মে ১৯৮৬, পৃ. ১
২৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ মে ১৯৮৬, পৃ. ১
২৬. *সংবাদ*, ৭ মে ১৯৮৬, পৃ. ১
২৭. *দৈনিক বাংলা*, ৭ মে ১৯৮৬, পৃ. ১
২৮. *সংবাদ*, ৮ মে ১৯৮৬, পৃ. ১
২৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ মে ১৯৮৬, পৃ. ১
৩০. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৮ মে ১৯৮৬, পৃ. ১
৩১. *দৈনিক বাংলা*, ৮ মে ১৯৮৬, পৃ. ১
৩২. *দৈনিক বাংলা*, ২১ মে ১৯৮৬, পৃ. ১
৩৩. *দৈনিক বাংলা*, ৩১ আগস্ট ১৯৮৬, পৃ. ১
৩৪. *দৈনিক বাংলা*, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ১
৩৫. *দৈনিক বাংলা*, ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ১
৩৬. *দৈনিক বাংলা*, ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ১
৩৭. *দৈনিক বাংলা*, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ১
৩৮. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ১
৩৯. *দৈনিক বাংলা*, ১৫ অক্টোবর ১৯৮৬, পৃ. ১
৪০. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৫ অক্টোবর ১৯৮৬, পৃ. ১
৪১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৫ অক্টোবর ১৯৮৬, পৃ. ১
৪২. *দৈনিক বাংলা*, ১৬ অক্টোবর ১৯৮৬, পৃ. ১
৪৩. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৬ অক্টোবর ১৯৮৬, পৃ. ১
৪৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ অক্টোবর ১৯৮৬, পৃ. ১
৪৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ অক্টোবর ১৯৮৬, পৃ. ১
৪৬. *দৈনিক বাংলা*, ১৭ অক্টোবর ১৯৮৬, পৃ. ১
৪৭. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৭ অক্টোবর ১৯৮৬, পৃ. ১
৪৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ অক্টোবর ১৯৮৬, পৃ. ১
৪৯. *দৈনিক বাংলা*, ১৭ অক্টোবর ১৯৮৬, পৃ. ১
৫০. *দৈনিক বাংলা*, ১০ নভেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ১
৫১. *দৈনিক বাংলা*, ১১ নভেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ১
৫২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১ নভেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ১
৫৩. *সংবাদ*, ১১ নভেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ১
৫৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১১ নভেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ১
৫৫. *দৈনিক বাংলা*, ১১ নভেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ১
৫৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১১ নভেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ১
৫৭. *সংবাদ*, ১১ নভেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ১
৫৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১ নভেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ১
৫৯. *দৈনিক বাংলা*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ১
৬০. *দৈনিক বাংলা*, ২ জানুয়ারি ১৯৮৮, পৃ. ১
৬১. *দৈনিক বাংলা*, ১৯ জানুয়ারি ১৯৮৮, পৃ. ১
৬২. *দৈনিক বাংলা*, ২৬ জানুয়ারি ১৯৮৮, পৃ. ১
৬৩. *দৈনিক বাংলা*, ৩ মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ১
৬৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ১
৬৫. *সংবাদ*, ৩ মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ১
৬৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৩ মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ১
৬৭. *দৈনিক বাংলা*, ৪ মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ১
৬৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ১
৬৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৪ মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ১
৭০. *সংবাদ*, ৪ মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ১
৭১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ১
৭২. *দৈনিক বাংলা*, ৪ মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ১
৭৩. *সংবাদ*, ৪ মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ১
৭৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৪ মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ১
৭৫. *দৈনিক বাংলা*, ৬ মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ১
৭৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

৭৭. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৬ মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ১
৭৮. *সংবাদ*, ৬ মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ১
৭৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ আগস্ট ১৯৮৫, পৃ. ২
৮০. *দৈনিক বাংলা*, ৩ জানুয়ারি ১৯৮৬, পৃ. ৫
৮১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৪ জানুয়ারি ১৯৮৬, পৃ. ২
৮২. *দৈনিক বাংলা*, ৪ মার্চ ১৯৮৬, পৃ. ৫
৮৩. *দৈনিক বাংলা*, ৭ মে ১৯৮৬, পৃ. ৫
৮৪. *সংবাদ*, ৭ মে ১৯৮৬, পৃ. ৪
৮৫. *সংবাদ*, ১০ মে ১৯৮৬, পৃ. ৪
৮৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ মে ১৯৮৬, পৃ. ২
৮৭. *দৈনিক বাংলা*, ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ৫
৮৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ২
৮৯. *দৈনিক বাংলা*, ১৫ অক্টোবর ১৯৮৬, পৃ. ৫
৯০. *সংবাদ*, ২২ অক্টোবর ১৯৮৬, পৃ. ৪
৯১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৮ অক্টোবর ১৯৮৬, পৃ. ২
৯২. *দৈনিক বাংলা*, ১০ নভেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ৫
৯৩. *দৈনিক বাংলা*, ১১ নভেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ৫
৯৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১২ নভেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ৫
৯৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩ নভেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ২
৯৬. *সংবাদ*, ১৬ নভেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ৪
৯৭. *সংবাদ*, ১৮ নভেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ৪
৯৮. *দৈনিক বাংলা*, ৩ মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ৫
৯৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ২
১০০. *সংবাদ*, ৮ মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ৪
১০১. *সংবাদ*, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫, পৃ. ৪
১০২. *সংবাদ*, ১৬ আগস্ট ১৯৮৫, পৃ. ৪
১০৩. *সংবাদ*, ৯ মে ১৯৮৬, পৃ. ৪
১০৪. *সংবাদ*, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ৪

Dhaka University Institutional Repository

তিন. এরশাদ বিরোধী আন্দোলন

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ সামরিক আইন জারি করে ক্ষমতা দখল করেন। ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই তার এই তৎপরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় ছাত্রসমাজ। এরপর ধীরে ধীরে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন শুরু করে রাজনৈতিক দলগুলো। হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ দীর্ঘ প্রায় নয় বছর ক্ষমতাসীন ছিলেন। এই পুরোটা সময় জুড়েই এরশাদ বিরোধী আন্দোলন চলে। আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে এক গণঅভ্যুত্থানে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ পদচ্যুত হন। ১৯৯০ সালের ৫ ডিসেম্বর তিনি পদত্যাগ করেন।

রিপোর্ট:

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক আইন জারির বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ জানায় ছাত্র সমাজ। তবে এই প্রতিবাদ সংক্রান্ত সব তথ্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি। ড. মোহাম্মদ হাননান তার 'বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস : এরশাদের সময়কাল' শীর্ষক গ্রন্থে এই সম্পর্কে লিখেছেন:

> *সামরিক শাসন জারির প্রতিবাদে ২৪ মার্চ রাতেই ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সকাল বেলায়ই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলো আক্রান্ত হয়। খোদ সামরিক বাহিনীই হলগুলোতে চলে আসে। প্রচন্ড ত্রাস সৃষ্টি করে সেনাবাহিনীর সদস্যরা।*[১]

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক শাসনের মধ্যে রাজপথে প্রকাশ্যে প্রথম মিছিল করে ছাত্ররাই। প্যালেস্টাইনে ইসরাইলি হামলার প্রতিবাদে ১৯৮২ সালের জুলাই মাসে এই মিছিলটি বের করা হয়। সামরিক আইন অনুযায়ী তখন রাজনৈতিক তৎপরতাসহ মিছিল-মিটিং নিষিদ্ধ। ছাত্রনেতারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মধুর কেন্টিনে বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেন, সামরিক আইন অমান্য করে জুমাতুল বিদার দিন জুমার নামাজের পর বায়তুল মোকাররম থেকে আমেরিকান দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হবে। এই প্রসঙ্গে ড. মোহাম্মদ হাননান উপরোক্ত গ্রন্থে লিখেছেন:

> *ছাত্ররা তাদের বিজয় হয়েছে ভেবে স্লোগান দিতে দিতে মতিঝিল থেকে দৈনিক বাংলা হয়ে শিশু একাডেমীর পাশ দিয়ে আবার মধুর কেন্টিনে ফিরে যাচ্ছিল। এই সময় বাঁশি বাজাতে বাজাতে সেনাবাহিনী ভর্তি কতকগুলো গাড়ি শাহবাগ-ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র-হাইকোর্ট রাস্তা দিয়ে আসছিল। সেনাবাহিনীর গাড়িগুলোও এমন বন্ধের দিনে এবং সামরিক আইনের মধ্যেও এমন একটি মিছিল দেখে প্রথমে একেবারে আশ্চর্যই হয়ে পড়ে এবং সকল গাড়ির চাকাই মিছিলটির পাশ ঘেঁসে থেমে যায়। ছাত্ররা দেখতে পায় গাড়িতে বসে আছেন স্বয়ং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ।*[২]

সামরিক আইন জারির পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের দেয়াল লিখনগুলো ক্রমাগত মুছে ফেলা হচ্ছিল। দেয়াল থেকে সব পোস্টারও তুলে ফেলা হচ্ছিল। কিন্তু এরই মধ্যে পাল্টা পোস্টারও পড়ে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে। ১৯৮২ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর এই ধরনের পোস্টার লাগাতে গিয়ে গ্রেফতার হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন ছাত্র। পরে সামরিক আইন আদালত তাদের সাত বছর করে কারাদন্ড প্রদান করে। বার্তা সংস্থা বিএসএস এর বরাত দিয়ে এই খবর ১৯৮২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে এই খবর প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'রাষ্ট্র ও সরকার বিরোধী পোস্টার লাগানোর দায়ে ৩ জন ছাত্র দন্ডিত'। এই খবরে লেখা হয়:

> *সরকারি সূত্রের বরাত দিয়া গতকাল বাসস জানায়, সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্টারিং করার সময় যে ৩ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করা হইয়াছিল ১নং সংক্ষিপ্ত সামরিক আইন-আদালত তাহাদিগকে ৭ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করিয়াছেন। গত ১৬ সেপ্টেম্বর রাত্রে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রাষ্ট্র ও সরকার বিরোধী পোস্টার লাগাইবার সময় নিরাপত্তা প্রহরী এবং কর্তব্যরত পুলিশ এই ছাত্রদের গ্রেফতার করে। দন্ডপ্রাপ্ত ছাত্ররা হইতেছে শিবলী কাইউম, হাবিবুর রহমান ও আবদুল আলী।*[৩]

পোস্টার লাগাতে গিয়ে যারা গ্রেফতার হন তাদের মুক্তি চেয়ে প্রধান প্রধান ছাত্র সংগঠনগুলো একটি বিবৃতি দেয়। কিন্তু হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সরকার তা পরদিন সংবাদপত্রে প্রকাশ করতে দেয়নি। পিআইডি থেকে সংবাদপত্রে এ সম্পর্কে 'প্রেস অ্যাডভাইস' দেয়া হয়।[৪]

এই পরিস্থিতিতে ছাত্র সংগঠনগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়। এরশাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৪টি ছাত্র সংগঠন ১৯৮২ সালের সেপ্টেম্বরে ঐক্যবদ্ধ হয়। তারা এরশাদ বিরোধী বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানায়। এই প্রসঙ্গে ড. মোহাম্মদ হাননান উপরোক্ত গ্রন্থে লিখেছেন:

> *শত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পরও ১৪টি ছাত্র সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হয়। ১৪ সংগঠনের একটি বিবৃতি সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সংবাদপত্রে প্রকাশার্থে দেওয়া হয়। এরশাদ বিরোধী বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে এটাই প্রথম বিবৃতি। বিবৃতিতে ছাত্রদের বৃহত্তর ঐক্যের আহ্বান জানানো হয়েছিল।*[৫]

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সরকার নতুন একটি শিক্ষানীতি দেয়ার ঘোষণা দেয়। সেই অনুযায়ী তার সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ড. আবদুল মজিদ খান শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেন। ১৯৮২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর এই শিক্ষানীতি ঘোষণা করা হয়। পরদিন ২৪ সেপ্টেম্বর এই শিক্ষানীতি ঘোষণার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'নয়া শিক্ষানীতি ঘোষণা : বেকারত্ব হ্রাস ও নিরক্ষরতা দূরীকরণই লক্ষ্য'। এতে লেখা হয়:

> *নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপের লক্ষ্যে সরকার ১৯৮২-৮৭ সালের জন্য নূতন শিক্ষানীতি ও কর্মসূচি ঘোষণা করিয়াছে। আগামী জানুয়ারি মাস হইতে এই নীতি বাস্তবায়ন শুরু হইবে। শিক্ষামন্ত্রী ড. আবদুল মজিদ খান গতকাল শিক্ষানীতি ঘোষণা উপলক্ষে সচিবালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, নূতন শিক্ষানীতি অনুযায়ী শিক্ষার চারটি স্তর থাকিবে।*[৬]

Dhaka University Institutional Repository

১৪টি ছাত্র সংগঠন এ শিক্ষানীতির বিরোধিতা করে। এ প্রসঙ্গে তারা একটি বিবৃতি প্রদান করে। বিবৃতিতে বলা হয়:

> *১৯৮২-৮৭ সালের জন্যে ঘোষিত নতুন শিক্ষানীতি ও কর্মসূচিতে প্রাথমিক শিক্ষার শুরুতেই দুটি বিদেশী ভাষা বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হয়েছে। শিশু বয়সে একসাথে তিনটি ভাষা শেখানোর প্রচেষ্টা শুধু অবৈজ্ঞানিক নয়- শিশু মনোবিজ্ঞানের নীতিবিরোধীও বটে। এ ছাড়া নতুন শিক্ষানীতিতে দ্বাদশ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবার পর মাধ্যমিক সার্টিফিকেট দেবার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষার ঔপনিবেশিক কাঠামো বজায় রেখে এ ধরনের নীতি গ্রহণ করা হলে অভিভাবকদের পক্ষে মৌলিক সার্টিফিকেট লাভের জন্য তাদের সন্তানদের দু'বছর বাড়তি পড়ানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।*[৭]

শিক্ষানীতি ঘোষণার পর থেকেই ছাত্রদের এরশাদ বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করে। বিপরীত দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পুলিশী তৎপরতাও বাড়তে থাকে। ১৯৮২ সালের ৮ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের সংঘর্ষের পর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়। জাসদ ছাত্রলীগের মিছিল থেকে এই সংঘর্ষের সূত্রপাত হলেও পরে ১৪টি ছাত্র সংগঠনের কর্মীরাও পুলিশী তৎপরতা প্রতিরোধে অংশ নেয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'দুঃখজনক ঘটনায় সরকারের উদ্বেগ ॥ তদন্তের নির্দেশ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ ॥ দেড় শতাধিক আহত ॥ ৩৮ জন গ্রেফতার'। এই খবরে লেখা হয়:

> *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের অভ্যন্তরে একটি ছাত্র মিছিলকে কেন্দ্র করিয়া গতকাল সকাল সোয়া ১০টা হইতে বিকাল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত ছাত্র-পুলিশের উপর্যুপরি সংঘর্ষে পুলিশের লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস ও রাইফেলের কুঁদোর আঘাতে দেড়শত ছাত্র-শিক্ষক আহত হন।*[৮]

এই ঘটনার দুই সপ্তাহের মধ্যে ১৪টি ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গড়ে উঠে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। ১৯৮২ সালের ২১ নভেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে এর ঘোষণা দেয়া হয়। এই সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষানীতিকে কুখ্যাত সনদ অভিহিত করা হয় এবং সামরিক শাসন প্রত্যাহারের দাবী জানানো হয়।[৯]

রাজনৈতিক দলগুলোর এরশাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলায় উদ্যোগী ভূমিকা নেয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। ১৯৮৩ সালের ১৪ ফেরুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সামরিক আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সচিবালয় ঘেরাও করে। এই কর্মসূচীতে একাত্মতা প্রকাশ করেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এক ব্যক্তি নিহত ও অর্ধশাধিক ব্যক্তি আহত হন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাসহ প্রায় দেড় হাজার লোককে গ্রেফতার করা হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবরটি দৈনিক বাংলায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ : প্রেসনোট ॥ এক ব্যক্তি নিহত ও পঞ্চাশ জন পুলিশ আহত'। এই খবরে লেখা হয়:

> *সোমবার ঢাকায় এক প্রেসনোটের বরাত দিয়ে বাসসর খবরে বলা হয়: তথাকথিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, যা ১৪টি রাজনৈতিক দলের ছাত্র শাখাগুলোর একটি সংমিশ্রণ- একথা ঘোষণা করেছিল যে তারা সরকারী নীতিসমূহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সচিবালয় অবরোধ করবে। বেলা ১১টায় তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হয় এবং বক্তারা সামরিক আইন অগ্রাহ্য করে ছাত্রদের প্রতি তাদের নিজেদের হাতে আইন তুলে নেয়ার আহ্বান জানিয়ে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেয়। ছাত্র নামধারী এই পেশাদার বিক্ষোভকারীদের প্ররোচনায় ছাত্ররা একটি মিছিল নিয়ে বেরোয় এবং তাও সামরিক আইনে নিষিদ্ধ।*[১০]

১৯৮৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয়। বার্তাসংস্থা বিএসএস এর বরাত দিয়ে ১৬ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ঢাকা ও চট্টগ্রামের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২৭শে ফেরুয়ারি পর্যন্ত বন্ধ : রাজধানীতে সন্ধ্যা-সকাল কার্ফু'। এই খবরে লেখা হয়:

> *ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ২৭শে ফেরুয়ারি পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে। মঙ্গলবার ঢাকায় এক সরকারী ঘোষণায় একথা বলা হয়। অপর এক ঘোষণায় বলা হয়, মঙ্গলবার থেকে সমগ্র মেট্রোপলিটন ঢাকা এলাকায় সন্ধ্যা ৬টা হতে সকাল ৬টা পর্যন্ত সান্ধ্যআইন বলবৎ থাকবে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম মহানগরী এলাকার অন্যান্য সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আগামী ২৭শে ফেরুয়ারি পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।*[১১]

১৯৮৩ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারির সংবাদপত্রে সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে গ্রেফতার করা রাজনৈতিক নেতাদের একটি তালিকা সংবলিত খবর প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস এর বরাত দিয়ে এই খবরটি দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'রাজধানীর জীবনযাত্রা স্বাভাবিক : রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ ১৯ জন গ্রেফতার'। এই খবরে লেখা হয়:

> *গতকাল ঢাকা মহানগরীতে জীবন-যাত্রা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল এবং নগরীর কোথাও কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নাই বলিয়া সরকারী তথ্য বিবরণীতে জানানো হইয়াছে। দেশের অবশিষ্ট এলাকায় বড় ধরনের কোন ঘটনার খবর পাওয়া যায় নাই। এদিকে সরকার কর্তৃক ঢাকায় গত ১৪ ও ১৫ ফেরুয়ারির ঘটনার সহিত জড়িত আটক রাজনৈতিক নেতা ও অন্যদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হইয়াছে।*[১২]

পরদিন ১৯৮৩ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে সরকারী প্রেসনোটের বরাত দিয়ে প্রকাশিত এক খবরে জানানো হয়: সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সারা দেশে মোট ১৩৩১ জনকে গ্রেফতার করা হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'রাজনীতিবিদদের প্ররোচনায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হইয়াছিল : প্রেসনোট ॥ ১০২১ জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, এখনো ৩১০ জন আটক'। এই খবরে লেখা হয়:

> *গতকাল এক সরকারি প্রেসনোটে বলা হয় যে, গত ১৪ ও ১৫ ফেরুয়ারি ঢাকাসহ সারা দেশে ১৩৩১ ব্যক্তিকে আটক করা হয়। উহার মধ্যে ১০২১ জনকে ইতিমধ্যেই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানে ৩১০ জন আটক রহিয়াছে। চূড়ান্ত জিজ্ঞাসাবাদ ও তদন্তের পর যাহারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী নহে বলিয়া সনাক্ত হইবে তাহাদেরকেও ছাড়িয়া দেয়া হইবে।*[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় একুশে ফেব্রুয়ারিকে সামনে রেখে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের লক্ষ্যে দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো মিলে দু'টি পৃথক রাজনৈতিক জোট গঠিত হয়। একটি পনের দলীয় জোট এবং অপরটি সাত দলীয় জোট। পনের দলীয় জোটের শরিক দলগুলো ছিল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (হাসিনা), গণআজাদী লীগ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (মিজান), বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (দেওয়ান ফরিদ গাজী), বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ (মোজাফ্ফর), ন্যাপ (হারুন), জাতীয় একতা পার্টি, জাসদ, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল (নগেন) ও মজদুর পার্টি। আর সাত দলীয় জোটের শরিক দলগুলো ছিল: বিএনপি, ইউনাইটেড পিপলস পার্টি, ন্যাপ (আবু জাফর), ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগ, ইউপিপি (আরেফিন), ইউপিপি (সাদেক) ও জাতীয় লীগ। উভয় জোটের বেশ কিছু সংখ্যক নেতা এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে স্বপক্ষ ত্যাগ করে এরশাদের সঙ্গে যোগ দেন।[১৪]

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল সমূহের জোটবদ্ধ হওয়াকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন। আন্দোলনকে স্তিমিত করার লক্ষ্যে তিনি ১৯৮৩ সালের ১ এপ্রিল থেকে দেশে ঘরোয়া রাজনীতি শুরুর অনুমতি দেন। ১ এপ্রিল সংবাদপত্রে ঘরোয়া রাজনীতি শুরুর খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বিশটি দলের কমিটি বৈঠক : ঘরোয়া রাজনীতি আজ শুরু'। এই খবরে লেখা হয়:

> *ঘরোয়া রাজনীতির মাধ্যমে আজ পয়লা এপ্রিল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সীমিত রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু হল। দেশের ৬০টি দলের মধ্যে প্রায় বিশটি দল আজই 'দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি' সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনার জন্যে জাতীয় বা নির্বাহী কমিটির বৈঠক ডেকেছে।*[১৫]

১৯৮৩ সালের ১ এপ্রিল ঘরোয়া রাজনীতি চালুর পর রাজনৈতিক জোট দু'টির এরশাদ বিরোধী আন্দোলন অব্যাহত থাকে। আন্দোলনকে আরো সংগঠিত করার জন্য জোট হিসেবে আলাদা হলেও পনের দলীয় জোট ও সাত দলীয় জোট ১৯৮৩ সালের ২ সেপ্টেম্বর অভিন্ন পাঁচ দফা দাবীনামা ঘোষণা করে। পরদিন ৩ সেপ্টেম্বর সংবদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'পনের ও সাত দলের অভিন্ন ৫ দফা'। এতে লেখা হয়:

> *গতকাল ১৫ দল এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (সাত্তার) সহ সাত দল পৃথক দুটি বিবৃতিতে পাঁচ দফা অভিন্ন দাবীনামা ঘোষণা করেছে। দুটি বিবৃতিতেই এই পাঁচ দফা অভিন্ন দাবী আদায়ের লক্ষ্যে আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী দাবী দিবস পালনের কথা বলা হয়। ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে এসব দাবী পূরণ না হলে উক্ত দিনের সমবেশে পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।*[১৬]

পনের ও সাত দলীয় জোটের অভিন্ন পাঁচ দফা দাবী সমূহ ছিল:

১. *অবিলম্বে সামরিক আইনের শাসন প্রত্যাহার করতে হবে এবং সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে।*
২. *অবিলম্বে দেশে জনগণের সকল মৌলিক অধিকারসহ গণতান্ত্রিক পরিবেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং রাজনৈতিক তৎপরতার উপর থেকে সকল বিধিনিষেধ তুলে নিতে হবে।*
৩. *নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের তত্ত্বাবধানে দেশে অন্য যে কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগেই কেবলমাত্র সার্বভৌম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে এবং সংবিধান সংক্রান্ত যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কেবলমাত্র জনগণের নির্বাচিত সার্বভৌম জাতীয় সংসদেরই থাকবে। অন্য কারো নয়।*
৪. *রাজনৈতিক কারণে আটক বিচারাধীন এবং সামরিক আইনে দণ্ডিত সকল রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে এবং সকল রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের হয়রানি ও গ্রেফতার বন্ধ করতে হবে।*
৫. *১৯৮৩ সালের মধ্য-ফেব্রুয়ারিতে সংঘটিত ছাত্রহত্যাসহ সামরিক শাসন বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এ যাবৎকাল ছাত্র-শ্রমিক রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের হত্যার তদন্ত, বিচার ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি, নিহত-আহতদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে ও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ছাত্র-শিক্ষক, শ্রমিক-কর্মচারী, কৃষক-ক্ষেতমজুরসহ সকলের দাবী প্রতিষ্ঠা করতে হবে।*[১৭]

১৯৮৩ সালের ২ সেপ্টেম্বরের ঘোষণা অনুযায়ী ৩০ সেপ্টেম্বর উভয় জোটের দাবী দিবস পালিত হয়। পরদিন ১ অক্টোবর সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় পনের দলীয় জোটের খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: '১৫ দলের দাবী দিবস'। এতে লেখা হয়:

> *দেশের রাজনৈতিক সংকট সমাধানের লক্ষ্যে ১৫ দল পুনরায় ৫ দফা দাবী মেনে নেয়ার আহ্বান জানিয়েছে সরকারের কাছে। দাবী দিবস পালন উপলক্ষে গতকাল বিকালে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে অনুষ্ঠিত সমাবেশে ১৫ দলের ঘোষণাপত্রে বলা হয়, সরকার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি।*[১৮]

অন্যদিকে সাতদলীয় জোটের খবরটিও দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সাত দলের দাবী দিবস'। এতে লেখা হয়:

> *গতকাল নবাব ইউসুফ মার্কেটে সাত দল আহুত দাবী দিবসের সভায় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে ধাপে ধাপে বিকশিত করার লক্ষ্যে আগামী ১লা নভেম্বর দেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান বেগম খালেদা জিয়ার সভানেত্রীত্বে পাঁচ দফা দাবীর ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত এই সভায় যে কোন মূল্যের বিনিময়ে এসব দাবী আদায়ের সংকল্প ব্যক্ত করা হয়।*[১৯]

১৯৮৩ সালের ১ অক্টোবরের ঘোষণা অনুযায়ী পাঁচ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে ১ নভেম্বর পনের দলীয় জোটের বিক্ষোভ দিবস ও সাত দলীয় জোটের প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। ২ নভেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় উভয় জোটের খবর প্রথম

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। পনের দলীয় জোটের খবরটির শিরোনাম ছিল: '১৫ দলের জনসভা : ৮ই নভেম্বরের মধ্যে ৫ দফা মানার আহ্বান'। এতে লেখা হয়:

গতকাল বিকালে স্টেডিয়াম গেটে ১৫ দলের এক বিরাট জনসভায় আগামী ৮ই নভেম্বরের মধ্যে সামরিক আইন প্রত্যাহারসহ ৫ দফা দাবী মেনে নেয়ার আহ্বান জানানো হয়। এ সময়ের মধ্যে উক্ত দাবী পূরণ না হলে ১৫ দল তা আদায়ের উদ্দেশ্যে পুনরায় প্রত্যক্ষ আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করবে বলে জনসভায় ঘোষণা করা হয়।[২০]

অন্যদিকে সাত দলীয় জোটের খবরটির শিরোনাম ছিল : 'সাত দলের গণসমাবেশ : ৭ দিনের মধ্যে দাবী মেনে নিন'। এতে লেখা হয়:

মঙ্গলবার সাত দল আহূত নওয়াব ইউসুফ মার্কেটের গণসমাবেশে নেতৃবৃন্দ গতকালের হরতালকে বর্তমান শাসনের প্রতি জনগণের অনাস্থার বহিঃপ্রকাশ বলে মন্তব্য করেছেন। সাত দলীয় ঐক্যজোটের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া গতকালের হরতালকে পাঁচ দফা দাবীর পক্ষে গণরায় বলে উল্লেখ করে বলেন, আগামী সাত দিনের মধ্যে সরকার এই পাঁচ দফা দাবী মেনে না নিলে সাত দল আরো কঠোর এবং ব্যাপক আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করবে।[২১]

উভয় রাজনৈতিক জোটের চাপের মুখে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ১৯৮৩ সালের ১৪ নভেম্বর জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে আংশিক দাবী মানার নাম করে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঘোষণা দেন। একই সঙ্গে ঐদিন থেকেই প্রকাশ্য রাজনৈতিক তৎপরতা শুরুর অনুমতি প্রদান করেন। পরদিন ১৫ নভেম্বর খবরটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'জাতির উদ্দেশে এরশাদের ভাষণ : ২৫শে নভেম্বর সংসদ নির্বাচন ॥ প্রকাশ্য রাজনীতি : ২৪ মে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন'। এই খবরে লেখা হয়:

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল এইচ এম এরশাদ ১৯৮৪ সালের ২৪শে মে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং একই বছর ২৫শে নভেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে এখন থেকে প্রকাশ্য রাজনীতির অনুমতি দেয়ার কথাও ঘোষণা করেন। জেনারেল এরশাদ গত সন্ধ্যায় বেতার ও টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত এক ভাষণে এই ঘোষণা দেন।[২২]

একই দিন অর্থাৎ ১৯৮৩ সালের ১৪ নভেম্বর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ভাষণ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানায় উভয় জোট। ১৫ নভেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। উভয় জোটের খবর দৈনিক বাংলা প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে আলাদা আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। পনের দলীয় জোটের খবরটির শিরোনাম ছিল : '১লা নভেম্বরের রায় উপেক্ষা করা হয়েছে : ১৫ দল'। এই খবরে লেখা হয়:

গত রাতে জাতির উদ্দেশে জেনারেল এরশাদের ভাষণের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে ১৫ দলীয় জোট বলে যে, প্রকাশ্য রাজনীতির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার জনগণের আংশিক বিজয়।[২৩]

অন্যদিকে সাত দলীয় জোটের খবরটির শিরোনাম ছিল: 'আলোচনার পথ বন্ধ হল : ৭ দল'। এই খবরে লেখা হয়:

সাত দলীয় ঐক্যজোট গতকাল জেনারেল এরশদের ভাষণ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে যে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের ভাষণে জাতীয় ৫ দফা দাবীকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে।[২৪]

বিরোধী রাজনৈতিক দলের আন্দোলন প্রশমনের জন্য হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোর সঙ্গে আলোচনার বসার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ১৯৮৪ সালের শুরুতে এই লক্ষ্যে তৎপরতা শুরু হয়। পনের দলীয় জোট, সাত দলীয় জোট ও জামায়াতে ইসলামী ছাড়া বেশ কিছু রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক শেষে ১৯৮৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি ২৭ মে একই দিনে প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। ১৯৮৪ সালের ১ মার্চ সংবাদপত্রে এই সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই খবরটি দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: '২৭ মে প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচন'। এতে লেখা হয়:

প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লে. জেনারেল এইচ এম এরশাদ আগামী ২৭ মে একই সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস হইতে অবাধ রাজনীতির অনুমতি প্রদান করা হইবে বলিয়াও তিনি জানান। গতকাল সন্ধ্যায় রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচারিত জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত এক ভাষণে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, ৫২টি রাজনৈতিক দলের ২৯৯ জন নেতার সঙ্গে মাসব্যাপী তাহার সংলাপের ভিত্তিতেই একই দিনে প্রেসিডেন্ট ও সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।[২৫]

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ধারাবাহিক আলোচনার অংশ হিসেবে ১৯৮৪ সালের ২৮ মার্চ আলোচনায় বসার জন্য পনের ও সাত দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামীকে আমন্ত্রণ জানান। ১৯৮৪ সালের ২৫ মার্চ এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: '৭ ও ১৫ দলীয় জোট এবং জামায়াতের কাছে আমন্ত্রণলিপি : ২৮শে মার্চ বৈঠক : আলোচনায় সবই হতে পারে : এরশাদ'। এতে লেখা হয়:

প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল এইচ এম এরশাদ বলেছেন, সাত দল, পনের দল ও জামায়াতে ইসলামীকে নির্বাচন ও সংবিধানসহ বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তার সঙ্গে ২৮শে মার্চ আলোচনায় বসার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষর করা আমন্ত্রণপত্র গতকাল সন্ধ্যায় বঙ্গভবন থেকে উল্লিখিত দুটি জোট ও জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের কাছে পাঠানো হয়।[২৬]

Dhaka University Institutional Repository

একইদিন ১৯৮৪ সালের ২৫ মার্চ সংবাদপত্রে প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারী এ আর ইউসুফকে উদ্ধৃত করে জানানো হয়: হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ বিরোধী রাজনৈতিক জোট সমূহের পাঁচ দফা দাবী নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত আছেন। বার্তা সংস্থা এনা এই খবর পরিবেশন করে। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: ' ৫ দফা নিয়ে আলোচনা করতে সরকার প্রস্তুত : ইউসুফ'। এই খবরে লেখা হয়:

প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারী এ আর ইউসুফ ২৪ মার্চ রাতে এখানে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন যে, প্রেসিডেন্ট এরশাদ ও বিরোধী দলীয় ঐক্য জোটের মধ্যে প্রস্তাবিত সংলাপে সরকার বিরোধী দলীয় জোটের পাঁচ দফা দাবী নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত। বিরোধী দলীয় ঐক্যজোটের পাঁচ দফা দাবী প্রস্তাবিত সংলাপের ভিত্তি হবে কি না এই প্রশ্নের উত্তরে এ আর ইউসুফ এনাকে একথা জানান।[২৭]

বিভিন্ন অজুহাতে পনের ও সাত দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামী পূর্ব নির্ধারিত ১৯৮৪ সালের ২৮ মার্চের সংলাপে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে। ২৮ মার্চ হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সঙ্গে দুই জোট ও জামায়াতে ইসলামীর পূর্ব নির্ধারিত সংলাপ স্থগিত হওয়ার কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় দুই জোটের সংলাপে না যাওয়ার খবর প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। শিরোনাম ছিল: 'আজ সাত ও পনের দল সংলাপে যাচ্ছে না'। এই খবরে লেখা হয়:

সাত দল ও পনের দল আজ ২৮ মার্চ সংলাপে যাচ্ছে না। পনের দল ৩রা এপ্রিলের পর বৈঠকের তারিখ ঠিক করতে সরকারকে প্রস্তাব দিয়েছে। সাত দল কবে সংলাপে যেতে পারে তা আগামী ১লা এপ্রিলের বায়তুল মোকাররমের সমাবেশে জানাবে। সংলাপের ব্যাপারে ৭ ও ১৫ দল অভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে বলে জোট দুটির বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে।[২৮]

অন্যদিকে সংলাপে না যাওয়া সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামীর খবরটিও দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'জামায়াতও নয়'। এই খবরে লেখা হয়:

জামায়াতে ইসলামী আজ ২৮ মার্চ সংলাপে যাচ্ছে না। এ কথা জামায়াত সরকারকে জানিয়ে দিয়েছে। জামায়াতের সঙ্গে প্রেসিডেন্টের আলোচনায় বসার কথা ছিল দুপুর তিনটায় বঙ্গভবনে।[২৯]

পরে দুই রাজনৈতিক জোট ও জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের রাজনৈতিক সংলাপ শুরু হয় ১৯৮৪ সালের এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে। ৯ এপ্রিল প্রথম বৈঠক হয় সাত দলীয় জোটের সঙ্গে। তবে ৯ এপ্রিল ছাড়াও ১২ এপ্রিল এবং ২০ এপ্রিলেও হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সঙ্গে সাত দলীয় জোটের সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম বৈঠকের খবর পরদিন ১০ এপ্রিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বঙ্গভবনে সাত দল : দাবীনামা পেশ'। এই খবরে লেখা হয়:

গতকাল সন্ধ্যায় সাত দল ও সরকারের মধ্যে সংলাপের নির্ধারিত সময়ে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে সাত দল বঙ্গভবনে যান এবং সরকারের কাছে একটি দাবীনামা পেশ করে প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের উপস্থিতিতে আলোচনা চালাতে অস্বীকৃতি জানিয়ে চলে আসেন। রাতে সাড়ে দশটায় বঙ্গভবনে সংলাপ প্রসঙ্গে সরকারের মুখপাত্র জানান যে, সাত দল সংলাপে এসেছিলেন। ৩৩ দফা দাবী সংবলিত একটি স্মারকলিপি বেগম খালেদা জিয়া জোটের পক্ষ থেকে পেশ করেছেন।[৩০]

সাত দলীয় জোটের সঙ্গে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সংলাপের দ্বিতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৪ সালের ১২ এপ্রিল। পরদিন ১৩ এপ্রিল সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'এরশাদ-খালেদা জিয়া বৈঠক : ৫ দফা নিয়ে আলোচনা'। এই খবরে লেখা হয়:

বৃহস্পতিবার বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লে. জেনারেল এইচ এম এরশাদ এবং সাত দলীয় জোটের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মধ্যে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় একঘন্টা স্থায়ী এই বৈঠকে প্রেসিডেন্ট এরশাদ ও বেগম খালেদা জিয়া গত ৯ই এপ্রিল সরকারের কাছে প্রদত্ত সাত দলীয় জোটের পাঁচ দফা দাবীর বাস্তবায়ন সম্পর্কে খোলাখুলি মত বিনিময় করেন।[৩১]

সাত দলীয় জোটের সঙ্গে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের তৃতীয় দফা সংলাপ অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৪ সালের ২০ এপ্রিল। পরদিন ২১ এপ্রিল সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: '৭ দলের সঙ্গে আলোচনায় এরশাদ : প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচনের তারিখ প্রশ্নে মতৈক্যের আহ্বান'। এতে লেখা হয়:

সর্বাগ্রে পার্লামেন্ট নির্বাচন দাবীর জবাবে প্রেসিডেন্ট ও সিএমএলএ লে. জে. এইচ এম এরশাদ গতকাল বঙ্গভবনে সাত দলের নেতাদের বলেছেন যে, প্রেসিডেন্ট বা পার্লামেন্ট নির্বাচনের যে কোন একটি আগে অনুষ্ঠানের ব্যাপারে নীতিগতভাবে তার কোনো আপত্তি নেই।[৩২]

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সঙ্গে তৃতীয় দফা সংলাপের পর ১৯৮৪ সালের ২০ এপ্রিল এক প্রেস ব্রিফিং-এ সাত দলীয় জোটের পক্ষ থেকে জানানো হয়: হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ সামরিক আইন প্রত্যাহার ও সর্বপ্রথম সংসদ নির্বাচনের ব্যাপারে নীতিগতভাবে একমত হয়েছেন এবং পাঁচ দফা দাবীও বিবেচনা ও পরীক্ষা করে দেখছেন। এই খবরটি ২১ এপ্রিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'প্রেসিডেন্ট আগে সংসদ নির্বাচনে নীতিগতভাবে রাজী : ৭ দল'। এতে লেখা হয়:

মূল পাঁচ দফা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ হিসেবে সাত দলীয় ঐক্যজোট সরকারের কাছে যে ৩৩ দফা পেশ করেছিল, প্রেসিডেন্ট এরশাদ জানিয়েছেন তা সক্রিয়ভাবে বিবেচনা ও পরীক্ষা করা হচ্ছে। সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচনের ব্যাপারেও তিনি নীতিগতভাবে সম্মত হন। সাত দলীয় ঐক্য জোট তাদের প্রেস ব্রিফিং-এ গতকালের সংলাপ সম্পর্কে এ সব তথ্য জানিয়েছে।[৩৩]

Dhaka University Institutional Repository

পনের দলীয় জোটের সঙ্গে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সংলাপ তিনটি পর্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্ব অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৪ সালের ১১ এপ্রিল। পরদিন ১২ এপ্রিল সংবাদপত্রে এই সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হয়। খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আন্তরিক ও সুষ্ঠু পরিবেশে আলোচনা হয়েছে : ইউসুফ ॥ পনের দলের সঙ্গে সংলাপ শুরু : ১৪ জন ছাত্রের দন্ড মওকুফ'। এতে লেখা হয়:

গতকাল সকালে শেখ হাসিনা ওয়াজেদের নেতৃত্বে ১৫ দলের ৩৮ জন নেতা প্রেসিডেন্ট ও সিএমএলএ লে. জে. এইচ এম এরশাদের আহ্বানে বঙ্গভবনে রাজনৈতিক সংলাপে যোগ দেন। সংলাপ প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা চলার পর আগামী শনিবার সকাল দশটা পর্যন্ত মুলতবী ঘোষণা করা হয়।[৩৪]

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সঙ্গে পনের দলীয় জোটের দ্বিতীয় পর্বের সংলাপ অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৪ সালের ১৫ এপ্রিল। পরদিন ১৬ এপ্রিল সংবাদপত্রে এই সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় এই খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: '১৫ দলের সঙ্গে বৈঠকে এরশাদ : সংলাপের কাঠামো স্থগিত সংবিধানের বাইরে হতে পারে না'। এই খবরে লেখা হয়:

শনিবার (১৫ এপ্রিল) ১৫ দলের সঙ্গে সংলাপে প্রেসিডেন্ট ও সিএমএলএ লে. জেনারেল এইচ এম এরশাদ বলেছেন যে, সংলাপের কাঠামো স্থগিত সংবিধানের বাইরে যেতে পারে না বলে তিনি মনে করেন। এই কাঠামোর মধ্যে থেকে জাতীয় পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট ও সংসদ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করার ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।[৩৫]

দ্বিতীয় দিনের সংলাপ শেষে ঐদিন অর্থাৎ ১৯৮৪ সালের ১৫ এপ্রিল এক সংবাদ সম্মেলনে পনের দলীয় জোটের পক্ষ থেকে জানানো হয়, হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ তার নীতিতে অটল রয়েছেন। ১৬ এপ্রিল এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'পুরানো ধারণারই প্রতিফলন : ১৫ দল'। এই খবরে লেখা হয়:

পনের দলের সঙ্গে শনিবারের (১৫ এপ্রিল) সংলাপে প্রেসিডেন্ট জেনারেল এরশাদ যে লিখিত বক্তব্য দেন, পনের দল তাকে সরকারের পুরানো ধারণারই প্রতিফলন বলে বর্ণনা করেছে। সংলপের পর জাতীয় প্রেসক্লাবে এসে পনের দলের নেতৃবৃন্দ একটি বিবৃতি দেন।[৩৬]

পনের দলীয় জোটের সঙ্গে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের তৃতীয় দফা সংলাপ অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৪ সালের ২১ এপ্রিল। পরদিন ২২ এপ্রিল সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: '১৫ দলের সঙ্গে সংলাপ : যৌথ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত ॥ সামরিক আইন প্রত্যাহার ও সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচনে সরকার রাজী'। এই খবরে লেখা হয়:

গতকাল বঙ্গভবনে ১৫ দলের সঙ্গে আলোচনাকালে সরকার সামরিক আইন তুলে নিতে রাজী হয়েছেন। নীতিগতভাবে সর্বাগ্রে সার্বভৌম সংসদ নির্বাচনেও সরকার সম্মত হয়েছেন। সামরিক আইন তুলে নেয়ার উপায় নির্ধারণ ও সংসদের সার্বভৌমত্ব নিরূপন করার ব্যাপারেও সরকার নীতিগতভাবে রাজী হয়েছেন।[৩৭]

তৃতীয় দফা সংলাপ শেষে ঐদিনই অর্থাৎ ১৯৮৪ সালের ২১ এপ্রিল এক প্রেস ব্রিফিং-এ পনের দল জানায়, সংলাপে তারা একই দিনে জাতীয় সংসদ ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচন কিংবা দু'টি নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। একই সঙ্গে তারা সামরিক আইন প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়ার দাবী জানিয়েছে। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: '১৫ দলের প্রেস ব্রিফিং : এক সঙ্গে দু'টি নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান'। এতে লেখা হয়:

একই দিন সংসদ ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠান কিংবা একই সঙ্গে দু'টি নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার সরকারী প্রস্তাব গতকালের সংলাপে ১৫ দল প্রত্যাখ্যান করেছে। সংলাপ সম্পর্কে গতকাল সন্ধ্যায় ১৫ দলের প্রেস ব্রিফিং-এ একথা জানানো হয়।[৩৮]

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীরও দুই দফা সংলাপ হয়। প্রথম সংলাপ হয় ১৯৮৪ সালের ১০ এপ্রিল। পরদিন ১১ এপ্রিল সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সংলাপে জামায়াত : দাবী বিবেচনায় দ্বিপক্ষীয় কমিটি'। এতে লেখা হয়:

গত রাতে (১০ এপ্রিল) বঙ্গভবনে জামায়াতে ইসলামীর সাত সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল প্রেসিডেন্ট ও সিএমএলএ লে. জেনারেল এইচ এম এরশাদের সঙ্গে রাজনৈতিক সংলাপ শেষে প্রেসিডেন্টের বিশেষ উপদেষ্টা ব্যারিস্টার এ আর ইউসুফ সাংবাদিকদের জানান যে, আলোচনাকালে সংলাপে জামায়াত প্রদত্ত দাবী-দাওয়া সমূহ পরীক্ষা করে দেখার জন্যে উভয় পক্ষই ৬ সদস্যের একটি কমিটি গঠনে সম্মত হয়েছেন।[৩৯]

জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের দ্বিতীয় দফা সংলাপ অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৪ সালের ১৭ এপ্রিল। পরদিন ১৮ এপ্রিল সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। শিরোনাম ছিল: 'দ্বিতীয় দফা সংলাপে জামায়াত : স্থগিত সংবিধানের ভিত্তিতে সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচন দাবী'। এই খবরে লেখা হয়:

গত রাতে (১৭ এপ্রিল) বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্ট ও সিএমএলএ লে. জে. এইচ এম এরশাদের সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দের আড়াই ঘন্টাব্যাপী রাজনৈতিক সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। সংলাপে জামায়াতে ইসলামী স্থগিত সংবিধান মোতাবেক সর্বাগ্রে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানিয়েছেন।[৪০]

এরশাদের সঙ্গে সংলাপ-উত্তর প্রেক্ষাপটে উভয় জোট আবার এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। পনের ও সাত দলীয় জোটের লিয়াজোঁ কমিটির সভায়ও এই বিষয়ে আলোচনা হয়। পরদিন ১১ মে এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সামরিক শাসন প্রত্যাহার প্রশ্নে ১৫ ও ৭ দলের অভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা'। এই খবরে লেখা হয়:

গতকাল রাতে ১৫ ও ৭ দলের লিয়াজোঁ কমিটির দুই ঘন্টাব্যাপী বৈঠকে উভয় পক্ষ সামরিক শাসন প্রত্যাহার ও ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতিগত প্রশ্নে এক সঙ্গে কাজ করে যাওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বৈঠকে উভয় পক্ষ একমত হন যে, বৃহত্তর ও যুগপৎ আন্দোলনের স্বার্থে উভয় জোটের মধ্যে বিদ্যমান মতানৈক্য অপসারিত হওয়া দরকার এবং সামরিক শাসন অবসানের অভিন্ন লক্ষ্যে উভয় পক্ষকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।[৪১]

পরদিন ১৯৮৪ সালের ১২ মে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। তবে উভয় জোটের পাঁচ দফা দাবী সম্পর্কে কোনো ঘোষণা ঐ ভাষণে ছিল না। এই খবরটি ১৩ মে বেশ গুরুত্বের সঙ্গে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পাত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'স্থগিত সংবিধানের ভিত্তিতে পরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন : আগামী শীতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন'। এই খবরে লেখা হয়:

প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লে. জেনারেল এইচ এম এরশাদ চলতি বছরের শীতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। এই নির্বাচনের তারিখ ও তফসিল নির্বাচন কমিশন নির্ধারণ করবে।[৪২]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Presidential Polls on Suspended Constitution basis ॥ JS Polls next winter.'[৪৩] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'জাতির উদ্দেশে এরশাদের ভাষণ : শীত মৌসুমে পার্লামেন্ট ও পরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন'।[৪৪] সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আরও আলাপ-আলোচনার পর স্থগিত সংবিধানের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে : এরশাদ ॥ চলতি বছরের শীত মৌসুমে জাতীয় সংসদ নির্বাচন'।[৪৫]

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের এই ভাষণে পাঁচ দফা দাবীর প্রতিফলন না ঘটায় উভয় জোট তা প্রত্যাখ্যান করে। হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ভাষণ সম্পর্কে পনের দলীয় জোটের প্রতিক্রিয়ার খবর ১৯৮৪ সালের ১৪ মে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'প্রেসিডেন্টের ঘোষণা গ্রহণযোগ্য নয় : ১৫ দল'। এই খবরে লেখা হয়:

১৫ দল প্রেসিডেন্টের ভাষণ পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ভাষণের প্রতিবাদ ও ৫ দফা বাস্তবায়নের জন্য আগামী ১৯ মে দেশব্যাপী সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচী পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রেসিডেন্টের ভাষণে ৫ দফাকে নাকচ ও জোটের বক্তব্যকে বিকৃত করা হয়েছে বলেও ১৫ দল অভিযোগ করেছে।[৪৬]

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ভাষণ সম্পর্কে সাত দলীয় জোটের প্রতিক্রিয়ার খবর ১৯৮৪ সালের ১৫ মে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। শিরোনাম ছিল: 'প্রেসিডেন্টের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয় : ৭ দল'। এতে লেখা হয়:

প্রেসিডেন্টের ভাষণে জাতীয় দাবী ৫ দফার প্রতিফলন ঘটেনি বলে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে সাত দল বলেছে যে, জেনারেল এরশাদের বক্তব্য ৭ দলীয় ঐক্যজোট তথা গোটা জাতির নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। প্রেসিডেন্টের ভাষণ জনগণকে হতাশ ও ক্ষুব্ধ করেছে বলে মন্তব্য করা হয়। প্রেসিডেন্টের ভাষণের পর সাত দল এই প্রথম কথা বলল।[৪৭]

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ভাষণ সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামীও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ১৯৮৪ সালের ১৪ মে সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই সংক্রান্ত খবরে জানানো হয়, এই ভাষণে জামায়াতে ইসলামীর দাবীর প্রতিফলন ঘটেনি। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সামরিক শাসন দীর্ঘায়িত করা হচ্ছে : জামায়াত'। এতে লেখা হয়:

প্রেসিডেন্টের ভাষণ সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ গতকাল (১৩ মে) এক বিবৃতিতে বলেছে, সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান ও সামরিক আইন প্রত্যাহার ছিল জনগণের দাবী। প্রথম দাবীটি মেনে নেয়ার কথা বলা হলেও একটি অরাজনৈতিক কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে কিছুই বলা হয়নি।[৪৮]

১৯৮৪ সালের ১৯ মে পনের ও সাত দলীয় জোট সর্ব প্রথম সংসদ নির্বাচন ও সামরিক শাসন প্রত্যাহারসহ পাঁচ দফা দাবী আদায়ের জন্য এরশাদ বিরোধী যুগপৎ আন্দোলন কর্মসূচী অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। দুই জোটের লিয়াজোঁ কমিটির সভায় এই সিদ্ধান্ত হয়। ২০ মে এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: '১৫ ও ৭ দল : যুগপৎ কর্মসূচী অব্যাহত রাখার প্রশ্নে মতৈক্য'। এতে লেখা হয়:

গতকাল পনের ও সাত দলীয় ঐক্যজোটের লিয়াজোঁ কমিটির এক বৈঠকে সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচন ও সামরিক শাসন প্রত্যাহারসহ ৫ দফা দাবী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যুগপৎভাবে ভবিষ্যৎ কর্মসূচী অব্যাহত রাখার প্রশ্নে উভয় জোটের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে ভবিষ্যৎ সংসদ ও সরকার কাঠামোর প্রশ্নে উভয় জোটের নেতাদের মধ্যে বিস্তৃত ও খোলাখুলি আলোচনা হয় ও এই ব্যাপারে মতৈক্যে পৌঁছার লক্ষ্যে আলোচনা চালিয়ে যাবার ব্যাপারে উভয়পক্ষ এক মত হয়।[৪৯]

Dhaka University Institutional Repository

দুই জোটের লিয়াজোঁ কমিটির এই সিদ্ধান্তের পর পুনরায় এরশাদ বিরোধী আন্দোলন চলতে থাকে। এই আন্দোলনের মধ্যেই ১৯৮৪ সালের ৩ অক্টোবর নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদের তফসিল ঘোষণা করে। তফসিল অনুযায়ী ৮ ডিসেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়। ৪ অক্টোবর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল: 'নির্বাচনী কর্মসূচী ঘোষণা ॥ ১লা নভেম্বর মনোনয়নপত্র দাখিল ॥ ৮ই ডিসেম্বর ভোট গ্রহণ'। এতে লেখা হয়:

> *প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এ কে এম নূরুল ইসলাম বুধবার (৩ অক্টোবর) সন্ধ্যায় রেডিও-টেলিভিশনে দেয়া ভাষণে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিস্তারিত কর্মসূচী ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, ৮ ডিসেম্বর দেশব্যাপী জাতীয় সংসদের তিন শ' আসনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।*[৫০]

১৯৮৪ সালের ৪ অক্টোবর উভয় জোটের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, পাঁচ দফা দাবী না মানা হলে তারা নির্বাচনে যাবেন না। নির্বাচনে না যাওয়া সম্পর্কে উভয় জোটের এই ঘোষণা ৫ অক্টোবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দু'টি জোটের এই সংক্রান্ত খবর দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। পনের দলীয় জোটের খবরটির শিরোনাম ছিল: 'পাঁচ দফা না মানলে নির্বাচন প্রতিহত করা হবে : ১৫ দল'। এতে লেখা হয়:

> *পনের দল গতকাল এক বিবৃতিতে বলেছে, ৫ দফা উপেক্ষা করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের যে কোন প্রচেষ্টা দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করা হবে। বিবৃতিতে বলা হয়, জনগণের দাবী উপেক্ষা করে প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে জনদলীয় সরকারকে বৈধ করার নীলনকশা প্রণয়ন করা হয়েছে।*[৫১]

অন্যদিকে সাত দলীয় জোটের খবরটির শিরোনাম ছিল: 'পরিবেশ সৃষ্টি না করলে নির্বাচনে যাব না : খালেদা'। এতে লেখা হয়:

> *বিএনপির চেয়ারম্যান বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনে যাওয়া সম্ভব নয়। ওয়াপদা মিলনায়তনে এক শ্রমিক সমাবেশে বেগম জিয়া নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠা এবং গ্রেফতারকৃত রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের মুক্তির জন্যে আন্দোলন অব্যাহত রাখার সংকল্প ব্যক্ত করেন।*[৫২]

ঘোষিত নির্বাচন প্রতিরোধ করার জন্য ১৯৮৪ সালের ১৩ অক্টোবর দুই জোট ২৭ অক্টোবর থেকে প্রতিরোধ পক্ষ পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। উভয় জোটের লিয়াজোঁ কমিটির সভায় এই সিদ্ধান্ত হয়। পরদিন ১৪ অক্টোবর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: '৭ ও ১৫ দলের লিয়াজোঁ কমিটির সভা'। এতে লেখা হয়:

> *গভীর রাতে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, সাবেক একজন মন্ত্রীর বাসভবনে গত রাতে ৭ দল ও ১৫ দলের অভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণের জন্যে দুই জোটের লিয়াজোঁ কমিটি চূড়ান্ত বৈঠকে মিলিত হয়। সকালে কমিটির চার ঘণ্টা বৈঠকে উভয়ের মতৈক্যে একটি খসড়া কর্মসূচী তৈরী করা হয়। কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে প্রতিরোধ পক্ষ পালন যা ২৭ অক্টোবর থেকে শুরু হবে।*[৫৩]

বিরোধী দুই রাজনৈতিক জোটের আন্দোলন কর্মসূচীর প্রেক্ষাপটে ১৯৮৪ সালের ২৭ অক্টোবর নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করে সরকার। পরদিন ২৮ অক্টোবর এই খবর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সব পত্রিকায় গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'সংসদ নির্বাচন স্থগিত'। এতে লেখা হয়:

> *৮ই ডিসেম্বর নির্ধারিত সংসদ নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে। শনিবার (২৭ অক্টোবর) এক সরকারী ঘোষণায় বলা হয়: দেশে বিরাজমান পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত সংসদ নির্বাচন স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।*[৫৪]

বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Parliamentary Polls Postponed'.[৫৫] অন্যদিকে দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি তিন কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সংসদ নির্বাচন স্থগিত'।[৫৬] আর সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সংসদ নির্বাচন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত'।[৫৭]

নির্বাচন স্থগিত ঘোষণার পর ১৯৮৪ সালের ২৮ অক্টোবর পনের ও সাত দলীয় জোট প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে জানায়: নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করায় হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের প্রহসনের একটি অধ্যায় শেষ হয়েছে। উভয় জোট পাঁচ দফার ভিত্তিতে নির্বাচন দাবী করে। পরদিন ২৯ অক্টোবর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: '১৫ ও ৭ দলের প্রতিক্রিয়া : নির্বাচন ব্যতীত সংকট নিরসনের পথ নেই'। এতে লেখা হয়:

> *১৫ দল ও ৭ দল নির্বাচন স্থগিত ঘোষণার সরকারী সিদ্ধান্তের সমালোচনা করিয়া বলিয়াছে, নির্বাচন ব্যতীত সংকট নিরসনের পথ নাই। ৮ই ডিসেম্বরের নির্বাচনের আয়োজনকে উভয় জোট প্রহসন হিসেবে বর্ণনা করিয়া জানায়, স্থগিত ঘোষণায় প্রহসনেরই অধ্যায় ঘুচিয়াছে। সামরিক শাসন প্রলম্বিত করার চেষ্টা পরিহার করিয়া দুই জোট অবিলম্বে ৫ দফার ভিত্তিতে নির্বাচন দাবী করে।*[৫৮]

১৯৮৪ সালের ৩০ অক্টোবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের বিশেষ সহকারী ব্যারিস্টার এ আর ইউসুফ সাংবাদিকদের বলেছেন, শীঘ্রই আবার জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করবে সরকার। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'শীঘ্রই নির্বাচনের তারিখ ঠিক করা হবে : বিরোধী দলের ইচ্ছানুসারেই নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে'। এতে লেখা হয়:

Dhaka University Institutional Repository

প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারী ব্যারিস্টার এ আর ইউসুফ বলেছেন যে, সংসদ নির্বাচন স্থগিত করে প্রেসিডেন্ট বিরোধী দলের বিশেষ করে ১৫ দল, ৭ দল ও জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচন বর্জনের ইচ্ছাই পূরণ করেছেন। বঙ্গভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনাকালে ব্যারিস্টার ইউসুফ শীঘ্রই সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঠিক করা হবে বলে আশা প্রকাশ করে বলেন যে, জাতির স্বার্থে সরকার, বিরোধী দল ও জোটগুলো জাতীয় নির্বাচনের একটি সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণে ঐক্যমতে পৌছবেন।[৫৯]

অন্যদিকে বিরোধী দুই রাজনৈতিক জোট তাদের পাঁচ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালের ৪ ডিসেম্বর যৌথ কর্মসূচি ঘোষণা করে। পরদিন ৫ ডিসেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: '১৫ দল ও ৭ দলের যৌথ কর্মসূচী ঘোষণা'। এতে লেখা হয়:

সাত দল ও পনের দল তাদের পরবর্তী আন্দোলনের যুগপৎ কর্মসূচী গতকাল (৪ ডিসেম্বর) ঘোষণা করেছে। কর্মসূচীতে ৮ই ডিসেম্বর সকাল ৬টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টা হরতাল এবং ৯ই ডিসেম্বর থেকে অসহযোগের প্রথম পর্যায় শুরুর কথা বলা হয়েছে।[৬০]

বিরোধী দুই জোটের পাঁচ দফা দাবীর বিপরীতে ১৯৮৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদও পাঁচ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন। এই কর্মসূচিতে ১৯৮৫ সালের এপ্রিলের প্রথমার্ধে জাতীয় সংসদ নির্বাচনেরও ঘোষণা দেন তিনি। জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে এই ঘোষণা দেয়া হয়। পরদিন ১৬ ডিসেম্বর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সব পত্রিকা গুরুত্বের সঙ্গে এই খবর প্রকাশ করে। তবে দৈনিক বাংলা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: '৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে স্থগিত সংবিধান আংশিক পুনরুজ্জীবন : মন্ত্রীরা নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না : সংসদ ডাকার পর সংবিধান পুরো পুনরুজ্জীবন : এপ্রিলের প্রথমার্ধে সংসদ নির্বাচন ॥ ভেদাভেদ ভুলে ঐক্য গড়ে তুলুন : জাতির উদ্দেশে প্রেসিডেন্টের ভাষণ'। এই খবরে লেখা হয়:

প্রেসিডেন্ট এরশাদ আগামী এপ্রিলের প্রথমার্ধে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। প্রেসিডেন্ট দেশের রাজনৈতিক সংকট নিরসন এবং গণতন্ত্রে উত্তরণের লক্ষ্যে ৫ দফা কর্মসূচীও ঘোষণা করেছেন। বিজয় দিবস উপলক্ষে শনিবার (১৫ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে রেডিও ও টেলিভিশনে দেয়া ভাষণে প্রেসিডেন্ট তার এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন।[৬১]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Fundamental rights write to be restored by Jan 15 : JS polls by med-April'.[৬২] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি চার কলাম শিরোনমে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সংঘাতের স্থলে আসুন সমঝোতার পরিবেশ গড়িয়া তুলি : এরশাদ ॥ এপ্রিলের প্রথমার্ধে সংসদ নির্বাচন'।[৬৩] আর সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সামরিক প্রশাসন পর্যায়ক্রমে গুটিয়ে নেয়া হবে ॥ জনদলীয় মন্ত্রীরা আগামী মাসে বাদ পড়েবেন ॥ এপ্রিলে সংসদ নির্বাচন'।[৬৪]

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ঘোষিত উল্লিখিত পাঁচ দফা কর্মসূচীতে দুই রাজনৈতিক জোটের পাঁচ দফা দাবী পূরণ না হওয়ায় তারা আন্দোলন কর্মসূচী অব্যাহত রাখে। দুই জোট তাদের পূর্ব ঘোষিত ১৯৮৪ সালের ২২ ও ২৩ ডিসেম্বরের হরতাল কর্মসূচী যথারীতি বহাল রাখে। এই প্রেক্ষাপটে ২০ ডিসেম্বর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ সামরিক আইন আদেশ জারি করে ২২ ও ২৩ ডিসেম্বরের হরতালসহ সব রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। পরদিন ২১ ডিসেম্বর প্রকাশিত এই খবরটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সব পত্রিকায় গুরুত্ব লাভ করে। দৈনিক বাংলা, সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'সামরিক আইন আদেশ জারি : লংঘনের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ॥ ২২ ও ২৩ তারিখে হরতালসহ সব রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ'। এই খবরে লেখা হয়:

সরকার ২২ ও ২৩শে ডিসেম্বর হরতাল, মিছিল, পিকেটিং, জনসভা ও লাউড স্পীকারের ব্যবহারসহ সকল রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করে একটি সামরিক আইন আদেশ জারি করেছেন। সরকার এক প্রেসনোটে সংশ্লিষ্ট সকলকে সামরিক আইন আদেশের পরিপন্থী তৎপরতা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।[৬৫]

সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'সরকারী প্রেসনোট ॥ ২২-২৩শে ডিসেম্বর হরতাল, পিকেটিং, জনসভা, মিছিল ও লাউড স্পীকার ব্যবহারসহ রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করে সামরিক আইন আদেশ জারি'।[৬৬] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Martial Law order promulgated : Ban on political activities hartal on Dec 22, 23'.[৬৭] অন্যদিকে দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সামরিক আইন আদেশ জারি : ২২ ও ২৩শে ডিসেম্বর হরতালসহ রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ'।[৬৮]

১৯৮৪ সালের ২০ ডিসেম্বর পুনরায় সামরিক আইন আদেশ জারির মাধ্যমে রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণার সমালোচনা করে পনের ও সাত দলীয় জোট। উভয় জোটের এই সমালোচনার খবর ১৯৮৪ সালের ২১ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল: 'নিষেধাজ্ঞায় ১৫ ও ৭ দলের প্রতিক্রিয়া'। এতে লেখা হয়:

সরকার আগামী ২২শে ও ২৩শে ডিসেম্বর সব রকম রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করায় বিভিন্ন রাজনৈতিক জোট, দল ও সংগঠন তার সমালোচনা করেছে। সাত দলীয় ঐক্যজোটের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই নিষেধাজ্ঞার সমালোচনা করে বলা হয়েছে, সরকারের এই নিষেধাজ্ঞা প্রধান সামরিক

Dhaka University Institutional Repository

আইন প্রশাসকের ১৫ই ডিসেম্বরের ঘোষণার পরিপন্থী। ৭ দল অবিলম্বে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছেন। পনের দলের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সরকারের এই ঘোষণা আকস্মিক হলেও এতে তারা আশ্চর্য হননি।[৬৯]

সরকারের প্রচন্ড প্রতিরোধের মুখেও ১৯৮৪ সালের ২২ ও ২৩ ডিসেম্বর দুই রাজনৈতিক জোটের আহ্বানে সারা দেশে ৪৮ ঘণ্টা একটানা হরতাল পালিত হয়। প্রথম দিন ২২ ডিসেম্বরের হরতালের খবর পরদিন ২৩ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বিরোধী দুই জোট ও শ্রমিক সংগঠনের আহূত ৪৮ ঘণ্টা হরতালের প্রথম দিন অতিবাহিত : সারা দেশে হরতাল ॥ রাজশাহীতে পুলিশের গুলীতে ২ জন নিহত'। এতে লেখা হয়:

রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশের ছোট-বড় শহরগুলোতে গতকাল শনিবার স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। এর আগে সরকার একটি সামরিক আইন আদেশ জারি করে ২২ ও ২৩শে ডিসেম্বর হরতাল, ধর্মঘট, মিটিং-মিছিলসহ সব রকমের রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।[৭০]

দ্বিতীয় দিন ২৩ ডিসেম্বরও সারা দেশে হরতাল পালিত হয়। পরদিন ২৪ ডিসেম্বর হরতাল পালনের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদে এই দিনও খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: '৪৮ ঘণ্টা হরতাল পালিত'। এই খবরে লেখা হয়:

১৫ দল, ৭ দল, শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্যজোট ও জামায়াতে ইসলামীর ডাকে গতকাল রোববারও সারাদেশে স্বতঃস্ফূর্ত ও শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালিত হয়। ৪৮ ঘণ্টাব্যাপী হরতাল-ধর্মঘট কর্মসূচীর গতকাল ছিল দ্বিতীয় দিন।[৭১]

হরতাল পালনের এক সপ্তাহের মধ্যে পাঁচ দফা দাবী আদায়ের আন্দোলন তীব্র করার জন্য দুই জোট অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করে। এই খবর ১৯৮৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: '১৫ ও ৭ দলের অসহযোগের অভিন্ন কর্মসূচী'। এই খবরে লেখা হয়:

সামরিক আইন পুরোপুরি প্রত্যাহার এবং অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে পাঁচ দফার আন্দোলনকে আরো তীব্র করতে ১৫ দল ও ৭ দল অসহযোগের অভিন্ন কর্মসূচী দিয়েছে। নতুন করে সামরিক বিধি জারি ও রাজশাহীতে হরতালের সময় গুলীবর্ষণের প্রতিবাদে গতকাল ১৫ দল বায়তুল মোকাররম চত্বরে ও ৭ দল গুলিস্তানের সামনে গণসমাবেশের আয়োজন করে। এই দুটি গণসমাবেশ থেকেই গতকাল অসহযোগের অভিন্ন কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়।[৭২]

বিপরীত দিকে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ তার পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৮৫ সালের এপ্রিলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা পুনর্ব্যক্ত করেন ১৯৮৪ সালের ২৯ ডিসেম্বরের এক জনসভায়। পরদিন ৩০ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'গণতন্ত্রে উত্তরণে আর দেরি করা যায় না : এরশাদ ॥ এপ্রিলেই নির্বাচন'। এতে লেখা হয়:

প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লে: জেনারেল এইচ এম এরশাদ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আগামী এপ্রিলে নির্বাচন অনুষ্ঠানে তার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। এক বিশাল জনসভায় ভাষণকালে প্রেসিডেন্ট বলেন, জাতির কাছে প্রদত্ত ওয়াদা পূরণের জন্য গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় তিনি নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছেন । তিনি বলেন, গণতন্ত্রে উত্তরণে আর দেরি করা যায় না ।[৭৩]

১৯৮৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ঘোষণার ধারাবাহিকতায় ১৯৮৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে জেলা সামরিক আইন প্রশাসক ও উপ-আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকের পদ ও দফতর বিলুপ্ত করা হয়। ১৯৮৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর সরকারের এই ঘোষণার খবর পরদিন ১৯৮৫ সালের ১ জানুয়ারি প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বিশেষ সামরিক আইন ট্রাইব্যুনাল উঠে গেল : জেলা উপ-আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকের পদ বিলোপ'। এই খবরে লেখা হয়:

জেলা সামরিক আইন প্রশাসক, ডিসিএমএলএ ও উপ-আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকের (এসজেডএমএলএ) পদ ও দফতর বিলুপ্ত করা হয়েছে। এই বিলুপ্তি অবিলম্বে কার্যকর বলে গণ্য হবে। সোমবার (৩১ ডিসেম্বর) ঢাকায় সরকারীভাবে একথা ঘোষণা করা হয়।[৭৪]

একই সঙ্গে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তৎপরতাও সরকার অব্যাহত রাখে। ১৯৮৫ সালের ১৫ জানুয়ারি জাতির উদ্দেশে এক ভাষণের মাধ্যমে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ৬ এপ্রিল জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করার ঘোষণা দেন। পরদিন ১৬ জানুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'কর্মসূচি ঘোষণা : ৬ এপ্রিল সংসদ নির্বাচন'। এই খবরে লেখা হয়:

আগামী ৬ই এপ্রিল জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ ২৪শে ফেব্রুয়ারি। মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ ২৫শে ফেব্রুয়ারি। প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ৪ঠা মার্চ। প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এ কে এম নূরুল ইসলাম ৫ এপ্রিল সন্ধ্যায় রেডিও-টেলিভিশনে দেয়া এক ভাষণে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের এই কর্মসূচী ঘোষণা করেন।[৭৫]

১৯৮৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ঘোষণার ধারাবাহিকতায় ১৯৮৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকের দফতর বিলুপ্ত হওয়ার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ঐদিনই দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল: 'জেডএমএলএ দফতর আজ থেকে কার্যকর থাকবে না'। এতে লেখা হয়:

আজ ১ ফেব্রুয়ারি থেকে আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকদের (জেডএমএলএ) দফতর কার্যকর থাকবে না। সরকারীভাবে এই ঘোষণা দেয়া হয়েছে।[৭৬]

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু বিরোধী দুই জোট তাদের পাঁচ দফা দাবী পূরণ না হওয়ায় সরকার ঘোষিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। জামায়াতে ইসলামীও একই ধরনের মনোভাব প্রকাশ করে। সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে সাত দলীয় জোটের মনোভাব নিয়ে একটি খবর ১৯৮৫ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি : ৭ দল'। এতে লেখা হয়:

> *অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সরকারের সদিচ্ছা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে সাত দলীয় ঐক্যজোটের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এই অবস্থায় একটি প্রহসনমূলক নির্বাচনে অংশগ্রহণের কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ থাকতে পারে বলে জোট মনে করে না।*[৭৭]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে পনের দলীয় জোটের প্রতিক্রিয়া নিয়ে একটি রিপোর্ট ১৯৮৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'প্রহসনের নির্বাচনে যাব না : ১৫ দল'। এই খবরে লেখা হয়:

> *গতকাল ১১ ফেব্রুয়ারি ১৫ দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে নির্বাচনের নামে কোনো প্রহসনমূলক নির্বাচনে ১৫ দল অংশগ্রহণ করবে না বা প্রহসনমূলক কোনো নির্বাচনও ১৫ দল হতে দেবে না। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সভানেত্রীত্বে ১৫ দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের বৈঠকে সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর আলোচনা শেষে সরকারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হয় যে, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবীকে উপেক্ষা করে নির্বাচনের নামে প্রহসন অনুষ্ঠানের অপচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।*[৭৮]

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আয়োজন সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামীর মতামত নিয়ে একটি রিপোর্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'নিরপেক্ষ নির্বাচনের সম্ভাবনা নেই : জামায়াত'। এতে লেখা হয়:

> *জামায়াতে ইসলামী বলেছে, বর্তমান নেতৃত্বে পরিচালিত সরকার দিয়ে নিরপেক্ষ নির্বাচনের সামান্যতম সম্ভাবনাও নেই। জামায়াত রাজনৈতিক সংকট মোচনের জন্য প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত অরাজনৈতিক কেয়ারটেকার সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানায়।*[৭৯]

বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলের এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের এই পর্যায়ে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তি তৈরি করার জন্য গণভোটের আয়োজন করে। ১৯৮৫ সালের ১ মার্চ জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ স্থগিত সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন সমূহ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাওয়া এবং তার নীতি ও কর্মসূচির প্রতি আস্থা যাচাইয়ের জন্য ২১ মার্চ গণভোট অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। একই সঙ্গে এই ভাষণে তিনি পুনরায় রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক, জেলা সামরিক প্রশাসকের পদ ও সামরিক আইন আদালত পুনর্বহাল করেন। পরদিন ২ মার্চ এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদে খবরটি দুইটি আলাদা আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। গণভোট বিষয়ক খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'জাতির উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি এরশাদের ভাষণ ॥ ২১শে মার্চ জনমত যাচাই'। এতে লেখা হয়:

> *প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লে. জেনারেল এইচ এম এরশাদ ঘোষণা করেছেন যে, আগামী ২১শে মার্চ সারা দেশে জনমত যাচাই করা হবে। প্রেসিডেন্টের অনুসৃত নীতি ও কর্মসূচির প্রতি এবং স্থগিত সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনসমূহ অনুষ্ঠান পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার দায়িত্ব পালন করে যাওয়ার প্রতি জনগণের আস্থা আছে কিনা সে সম্পর্কে জনগণ ২১শে মার্চ রায় দেবেন।*[৮০]

রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ সংক্রান্ত খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ'। এই খবরে লেখা হয়:

> *রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লে. জেনারেল এরশাদ দেশে সকল প্রকার রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তিনি গতরাতে জাতির উদ্দেশে ভাষণে বলেন, এই ব্যাপারে এখন থেকে সামরিক আইনের বিধানসমূহ কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করা হবে।*[৮১]

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ঘোষণার ধারাবাহিকতায় ১৯৮৫ সালের ১ মার্চেই নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদ নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করে। ৩ মার্চ এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সংসদ নির্বাচনের সময়সূচী বাতিল'। এতে লেখা হয়:

> *প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের ১লা মার্চের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়সূচী বাতিল করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন গত ১৫ই জানুয়ারী জারীকৃত এক গেজেট অতিরিক্ত বিজ্ঞপ্তিতে জাতীয় সংসদের নির্বাচনের সময়সূচী ঘোষণা করেছিল।*[৮২]

১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ অনুষ্ঠিত গণভোটে প্রেসিডেন্ট পদে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের অবস্থিতি এবং তার নীতি ও কর্মসূচি আস্থা অর্জন করে। গণভোটের পরও বিরোধী রাজনৈতিক জোটদ্বয় ও জামায়াতে ইসলামীর এরশাদ বিরোধী আন্দোলন অব্যাহত থাকে। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৮৫ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ১৯৮৫ সালের ১ অক্টোবর থেকে ঘরোয়া রাজনীতি চালু করার অনুমতি সংক্রান্ত ঘোষণা দেন। সেই অনুযায়ী ১ অক্টোবর আবার ঘরোয়া রাজনীতি শুরু হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আজ হইতে ঘরোয়া রাজনীতি'। এতে লেখা হয়:

Dhaka University Institutional Repository

পহেলা মার্চ রাজনীতির উপর ঘোষিত নিষেধাজ্ঞা শিথিল করিয়া আজ মঙ্গলবার দেশে ঘরোয়া রাজনীতি শুরু হইতেছে। ঘরোয়া রাজনীতির প্রথম দিনে জনদল, বিএনপি (শাহ), জামায়াতে ইসলামী, যুব মুসলিম লীগ, প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দলসহ বিভিন্ন সংগঠন কর্মী সভা ও আলোচনা সভার কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছে।[৮৩]

ঘরোয়া রাজনীতি চালু হওয়ার দেড় মাস পর ১৯৮৫ সালের ১৫ ডিসেম্বর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ঘোষণা করেন যে, ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে পুনরায় খোলা রাজনীতি চালু হবে।[৮৪] সেই অনুযায়ী ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে প্রকাশ্য রাজনীতি চালু হয়। একই দিন হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের তত্ত্বাবধানে সরকারী দল হিসেবে জাতীয় পার্টিও আত্মপ্রকাশ করে। ১ জানুয়ারি এই সংক্রান্ত খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আজ বিরোধী জোটের সমাবেশ : সরকারী দলের আত্মপ্রকাশ'। এতে লেখা হয়:

১৯৮৬ সালের প্রথম দিনেই প্রধান প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলগুলোর জনসমাবেশের মধ্য দিয়ে রাজধানীসহ সারাদেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া সরগরম হয়ে উঠতে যাচ্ছে। আজ বুধবার ১৫ দল ও ৭ দল এবং জামায়াতে ইসলামী রাজধানীতে ব্যাপক জনসমাবেশের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সামরিক শাসন প্রত্যাহারের দাবী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করবে।[৮৫]

১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি প্রকাশ্য রাজনীতি শুরুর সঙ্গে সঙ্গে আবার দুই জোট ও জামায়াতে ইসলামীর এরশাদ বিরোধী আন্দোলনও শুরু হয়ে যায়। পরদিন ২ জানুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: '১৫ ও ৭ দলের সম্মিলিত কর্মসূচি ঘোষণা'। এতে লেখা হয়:

১৫ ও ৭ দল আগামী ৫ই জানুয়ারি রোববার ভোর ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ঢাকা মহানগরীতে কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। সামরিক শাসন প্রত্যাহারসহ ৫ দফা দাবীতে এবং ধর্মঘটী পাটকল শ্রমিক ও অন্যদের সাথে সংহতি প্রকাশের জন্য এই কর্মসূচী নেয়া হয়েছে।[৮৬]

জামায়াতে ইসলামীও প্রকাশ্য রাজনীতির প্রথম দিনই ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবীতে গণ-আন্দোলনের ডাক দেয়। পরদিন ২ জানুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার চাই : জামায়াত'। এতে লেখা হয়:

জামায়াতে ইসলামী বর্তমান সংকট উত্তরণের পথ হিসেবে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবিলম্বে সংসদ নির্বাচন ও একটি জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে। দুর্নীতি প্রতিরোধ দিবস পালন উপলক্ষে বায়তুল মোকাররম উত্তর পাশের গেটের সামনে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে জামায়াতে ইসলামের অস্থায়ী আমীর আব্বাস আলী খান এই আহ্বান জানান।[৮৭]

বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দল আন্দোলন অব্যাহত রাখলেও ১৯৮৬ সালের ২ মার্চ জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ পুনরায় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। পরদিন ৩ মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়: হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ১৯৮৬ সালের এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়েছেন। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বিরোধী দল অংশ নিলে নির্বাচন-প্রার্থী মন্ত্রীরা পদত্যাগ করবেন ॥ আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক ও তার নিচের সব পদ বিলুপ্ত হবে ॥ সামরিক আদালত থাকবে না : জাতির উদ্দেশে ভাষণ : নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে : এরশাদ'। এতে লেখা হয়:

প্রেসিডেন্ট লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ আগামী এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। গতকাল ২ মার্চ সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে রেডিও ও টেলিভিশন ভাষণে প্রেসিডেন্ট জানান, বিরোধী দলগুলো নির্বাচনে অংশ নিলে মন্ত্রিসভার কোন সদস্য নির্বাচনে প্রার্থী হলে তিনি পদত্যাগ করবেন।[৮৮]

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ভাষণ সম্পর্কে পনের ও সাত দলীয় জোটের প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালের ৪ মার্চের সংবাদপত্রে। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: '৭ দল ও ১৫ দলীয় সংগঠনের প্রতিক্রিয়া : নির্বাচন নিরপেক্ষ হতে পারে না'। এতে লেখা হয়:

সাত দলীয় ঐক্যজোট প্রেসিডেন্টের ভাষণ সম্পর্কে গতকাল ৩ মার্চ প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছে, জাতি এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের স্বার্থে জোট ঘোষিত নির্বাচন মেনে নিতে পারে না। পনের দল রোববার ২ মার্চ রাতেই প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছে, প্রেসিডেন্টের ভাষণ অস্পষ্ট এবং অর্থবহ নয়।[৮৯]

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ভাষণ সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামীও দুই জোটের অনুরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ১৯৮৬ সালের ৫ মার্চ এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'অবাধ নির্বাচনের পরিবেশ হয়নি : জামায়াত'। এতে লেখা হয়:

জামায়াতে ইসলামী নির্বাচন ঘোষণা সংক্রান্ত প্রেসিডেন্টের ভাষণের ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছে যে, প্রেসিডেন্টের ভাষণ নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবেশ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিরোধী দল ও জোটগুলো নিরপেক্ষ নির্বাচন দাবীর প্রধান শর্ত অগ্রাহ্য করে তাদের নির্বাচনে না যাবার পথে ঠেলে দেয়া হয়েছে।[৯০]

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের নির্বাচন সংক্রান্ত ঘোষণা সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার পর এরশাদ বিরোধী আন্দোলন প্রশ্নে দুই জোটের শীর্ষ নেত্রী শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়ার মধ্যে দুইবার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৬ সালের ১০ মার্চ এবং দ্বিতীয় বৈঠক হয় তিনদিন পর ১৩ মার্চ। সংবাদপত্রে তাদের বৈঠকের খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় প্রথম

Dhaka University Institutional Repository

বৈঠকের খবরটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালের ১১ মার্চ প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল: 'হাসিনার সঙ্গে আলাপ হয়েছে : খালেদা'। এতে লেখা হয়:

বিএনপি চেয়ারম্যান বেগম খালেদা জিয়া গতকাল ১০ মার্চ রাতে ঢাকার বনানীর একটি বাড়িতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে চার ঘন্টাব্যাপী আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনার কথা স্বীকার করেন। আজ কক্সবাজারে এই ব্যাপারে বেগম খালেদা জিয়াকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, দেশ ও জনগণের জন্য এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষিতে এই আলোচনা হয়।[৮১]

দ্বিতীয় বৈঠকের খবরটি দৈনিক বাংলায় ১৪ মার্চ প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'খালেদা-হাসিনা আবার বৈঠক'। এতে লেখা হয়:

দুই বিরোধী রাজনৈতিক জোটের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা ওয়াজেদ গতকাল ১৩ মার্চ রাতে পুনরায় বৈঠকে মিলিত হন। পাঁচ দিনের মধ্যে এটি তাদের দ্বিতীয় দফা বৈঠক। তবে কোথায় তারা বৈঠকে বসেছিলেন কোন সূত্র থেকেই তা জানানো হয়নি।[৮২]

এরপর ১৯৮৬ সালের ১৭ মার্চে পনের ও সাত দলীয় জোটের লিয়াজোঁ কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, উভয় জোট আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জন করবে এবং পাঁচ দফা ভিত্তিক আন্দোলন অব্যাহত রাখবে। পরদিন ১৮ মার্চ এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বাইশ দলের যৌথ বৈঠক : এ নির্বাচনে অংশ নিলে জাতি ক্ষমা করবে না'। এই খবরে লেখা হয়:

গতকাল সোমবার অনুষ্ঠিত বাইশ দলের বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, সরকার ঘোষিত নির্বাচনে গণতন্ত্রকামী আন্দোলনকারী রাজনৈতিক দলগুলোর অংশগ্রহণের কোন সুযোগ নেই এবং যে নির্বাচন সামরিক সরকারের অপকর্ম ও অবৈধ ক্ষমতাকে বৈধ করার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা সকলের জাতীয় কর্তব্য।[৮৩]

এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের এই পর্যায়ে হঠাৎ দুই জোটের মধ্যে দ্বিধা-বিভক্তি দেখা দেয়। এই দ্বিধা-বিভক্তির কারণ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পনের দলীয় জোটের শরিক আটটি সংগঠনের অংশগ্রহণের অংশগ্রহণ। পনের দলের শরিক আটটি দলের নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৯৮৬ সালের ১৯ মার্চ বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) একটি প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে। ১৯ মার্চ সিপিবির জনসভায় এক প্রস্তাবে পনের ও সাত দলীয় জোটকে ঐক্যবদ্ধভাবে তিনশ আসনে প্রার্থী দিয়ে নির্বাচনকে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করার আহ্বান জানানো হয়। পরদিন ২০ মার্চ এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'নির্বাচনী চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন : ১৫ দল ও ৭ দলের প্রতি সিপিবি'। এতে লেখা হয়:

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি দেশের দুই বিরোধী জোট ১৫ দল ও ৭ দলকে ঐক্যবদ্ধভাবে তিনশ আসনেই প্রার্থী দিয়ে নির্বাচনকে গণভোটে পরিণত করা ও নির্বাচনী চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছে। গতকাল ১৯ মার্চ বিকালে পল্টনে সিপিবি ঢাকা মহানগরী শাখার উদ্যোগে আয়োজিত এক জনসভায় বলা হয় উভয় জোটের পক্ষ থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনী চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা প্রয়োজন।[৮৪]

সিপিবির এই আহ্বানের একদিন পর ১৯৮৬ সালের ২১ মার্চ সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ঐ রাতের মধ্যেই (২১ মার্চ) রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে সুস্পষ্ট ঘোষণা দেয়া এবং নির্বাচন বিরোধী সব কর্মসূচি প্রত্যাহারের আহ্বার জানান। একই সঙ্গে তিনি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুবিধার্থে মনোনয়নপত্র পেশের সময় বৃদ্ধি, নির্বাচনের তারিখ পেছানো, মনোনয়নপ্রার্থী মন্ত্রীদের পদত্যাগসহ চারটি পদক্ষেপের প্রতিশ্রুতি দেন। পরদিন ২২ মার্চ এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'নির্বাচনে অংশ নেয়ার জন্য বিরোধী দলের প্রতি রাষ্ট্রপতির পুনরায় আহ্বান'। এই খবরে লেখা হয়:

রাষ্ট্রপতি লে. জে. এইচ. এম এরশাদ ঘোষণা করেছেন যে, আসন্ন সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলো অংশ নিলে এবং আজকের হরতালসহ ঘোষিত নির্বাচন বিরোধী সকল কর্মসূচী প্রত্যাহার করলে সরকার নির্বাচনের সময়সূচী পুনর্বিন্যাসসহ কতকগুলো ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত আছেন। এতে শুক্রবার রাতের মধ্যে সাড়া না পাওয়া গেলে শংকামুক্ত পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের স্বার্থে আজ শনিবার ভোর ৫টা থেকে নির্বাচন বিরোধী এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচন বিঘ্নিত করতে পারে এমন সকল তৎপরতা ও কর্মকান্ড নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হবে।[৮৫]

১৯৮৬ সালের ২১ মার্চ হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের উল্লিখিত ভাষণের অব্যবহিত পরেই পনের দলীয় জোটের অন্যতম শরিক দল সিপিবি নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করার জন্য পুনরায় পনের ও সাত দলীয় জোটের প্রতি আহ্বান জানায়। এই খবর পরদিন ২২ মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'নির্বাচনী চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন : সিপিবি'। এতে লেখা হয়:

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) গতকাল ২১ মার্চ সন্ধ্যায় দেয়া প্রেসিডেন্ট এরশাদের ভাষণকে আন্দোলনের বিজয় বলে অভিহিত করেছে। গতকাল ২১ মার্চ রাতে সিপিবি কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলী এক বিবৃতিতে প্রেসিডেন্টের ভাষণের প্রেক্ষাপটে ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নির্বাচনী চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে ১৫ ও ৭ দলীয় জোটের প্রতি আহ্বান জানায়।[৮৬]

Dhaka University Institutional Repository

একইদিন অর্থাৎ ১৯৮৬ সালের ২২ মার্চের সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, পনের দলীয় জোট ও জামায়াতে ইসলামী শেষ পর্যন্ত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সংবাদে পনের দলীয় জোটের নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্তের খবর প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: ' ১৫ দল নির্বাচনে অংশ নেবে'। এতে লেখা হয়:

> *পনের দল আসন্ন সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গতরাতে কেন্দ্রীয় ১৫ দলের সভায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ধানমন্ডি ৩২নং সড়কে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সভানেত্রীত্বে ১৫ দলের সভা অনুষ্ঠিত হয়।*[৯৭]

জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্তের খবর সংবাদে প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'জামায়াতে ইসলামী নির্বাচনে যাবে'। এতে লেখা হয়:

> *সামরিক শাসনের অবসানের জন্য আন্দোলনের অংশ হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাকে জামায়াতে ইসলামীর কর্ম-পরিষদ সমীচীন মনে করছে। গতকাল রাত ২টা ৩৫ মিনিটে জামায়াতে ইসলামীর প্রচার সম্পাদক কামরুজ্জামান টেলিফোনে এই সংবাদ জানান।*[৯৮]

অন্যদিকে ১৯৮৬ সালের ২২ মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়: সাত দলীয় জোট এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না। সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'পরিবেশ সৃষ্টি হলে ৭ দল নির্বাচনে যেতে পারে'। এতে লেখা হয়:

> *৭ দলীয় জোটের সভাশেষে রাত ৩টা ১০ মিনিটে উপস্থিত সাংবাদিকদের কাছে বেগম খালেদা জিয়া ঘোষণা করেন যে, রাষ্ট্রপতি এরশাদের প্রস্তাবিত পদক্ষেপ সমূহ এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। জনগণের মৌলিক অধিকার, সকল রাজবন্দীর মুক্তি এবং সামরিক আদালতে দন্ডপ্রাপ্ত রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের দন্ডাদেশ মওকুফ, রাজনৈতিক মামলা ও হুলিয়া প্রত্যাহার করলে নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে ৭ দলীয় ঐক্যজোট নির্বাচনে যেতে পারে।*[৯৯]

পনের দলীয় জোটের শরিক পাঁচটি দল নির্বাচনে অংশগ্রহণের জোটগত সিদ্ধান্তের বিরোধী ছিল। এই বিরোধের প্রেক্ষাপটেই শেষ পর্যন্ত পনের দলীয় জোট থেকে পাঁচটি দল বেরিয়ে এসে পাঁচ দলীয় জোট গঠন করে। নির্বাচনে পনের দলীয় জোটের অংশগ্রহণ প্রশ্নে ১৯৮৬ সালের ২৩ মার্চ পাঁচ দলের একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। এই বিবৃতিতে পাঁচটি দল নির্বাচন প্রশ্নে তাদের অবস্থান তুলে ধরে। সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'পাঁচ দলের বিবৃতি'। এতে লেখা হয়:

> *পনের দলের অন্তর্ভুক্ত পাঁচটি রাজনৈতিক দল ছাত্র-শ্রমিক-আইনজীবী প্রভৃতি শ্রেণী, পেশা ও সংস্থাসমূহের মতামতের ভিত্তিতে নির্বাচনের ব্যাপারে ২২ দলের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত প্রকাশের জন্য ১৫ ও ৭ দলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। শুক্রবার রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত ভাষণের প্রেক্ষিতে ১৫ দলের বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে বলা হয়, রাষ্ট্রপতির ভাষণের প্রেক্ষিতে ১৫ দল নির্বাচন সম্পর্কে যে মতামত দিয়েছে সে সম্পর্কে আমরা ঐ বৈঠকেই আমাদের সুস্পষ্ট নীতিগত বিরোধিতার কথা উল্লেখ করেছি।*[১০০]

এই নির্বাচনে অংশগ্রহণকে কেন্দ্র করে পনের দলীয় জোটের অন্যতম শরিক দল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। নির্বাচনের পক্ষে অবস্থান নেয় দলের সভাপতি শাজাহান সিরাজ এবং বিপক্ষে অবস্থান নেন হাসানুল হক ইনু। তারা পৃথক বিবৃতি দিয়ে দলীয় সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ১৯৮৬ সালের ৩ এপ্রিল সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রশ্নে জাসদ ভাঙলো'। এতে লেখা হয়:

> *নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রশ্নে মতবিরোধকে কেন্দ্র করে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) আরেক দফা ভাঙলো। গতকাল বুধবার দলীয় সভাপতি শাজাহান সিরাজ নির্বাচনে অংশগ্রহণের পক্ষে এবং সাধারণ সম্পাদক হাসানুল হক ইনু নির্বাচনে অংশ নেয়ার বিপক্ষে পৃথক পৃথকভাবে দলীয় সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন।*[১০১]

সাত দলীয় জোট ও পাঁচ দলীয় জোট নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়ার পর ১৯৮৬ সালের ৩ এপ্রিল পুনরায় পাঁচ দফা ভিত্তিক আন্দোলনের জন্য নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করে। পরদিন ৪ এপ্রিল এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: '৭ ও ৫ দলের আন্দোলন কর্মসূচি'। এই খবরে লেখা হয়:

> *গতকাল বৃহসপতিবার ৩ এপ্রিল মধ্যরাতে ৭ দল ৫ দফার আন্দোলন আগাইয়া নেয়ার লক্ষ্যে ১০ই এপ্রিল দেশব্যাপী সভা, সমাবেশ ও বিক্ষোভের কর্মসূচীর মাধ্যমে পাঁচ দফা দিবস পালন এবং ১২ই এপ্রিল হইতে পনের দিনব্যাপী গণসংযোগ পক্ষ পালনের কর্মসূচী ঘোষণা করিয়াছে। সাত দলীয় বৈঠক শেষে ঘোষিত এই কর্মসূচীতে সর্বস্তরের জনগণকে আন্দোলনের কর্মসূচী বাস্তবায়নের আহ্বান জানানো হয়।*
>
> *পাঁচ দল: গতকাল ৩ এপ্রিল জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ৫ দলের নেতৃবৃন্দ আগামী ১০ই এপ্রিল যুগপৎ আন্দোলনের ধারা অনুসারে সভা, সমাবেশ ও মিছিলের মাধ্যমে ৫ দফা দিবস পালনের আহ্বান জানাইয়া ১৫ দলের ৫ দফা আন্দোলনের পতাকা সমুন্নত রাখার প্রত্যয় ঘোষণা করেন এবং ১২ হইতে ২৭শে এপ্রিল পর্যন্ত দেশব্যাপী ৫ দফা দাবী পক্ষ পালনেরও কর্মসূচী ঘোষণা করিয়াছে।*[১০২]

অন্যদিকে পনের দলীয় জোটের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ৮টি দল নির্বাচনী মোর্চা গঠন করে প্রার্থী মনোনয়ন দেয়। ১৯৮৬ সালের ১২ এপ্রিল এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আওয়ামী লীগ ২৩৩ : অন্যান্য ৬১ ॥ ৮ দলীয় নির্বাচনী মোর্চার প্রার্থী তালিকা'। এতে লেখা হয়:

> *গত ৫ দিন যাবৎ একটানা বহু বৈঠক শেষে ১৫ দলের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ৮টি দল মোর্চা গঠন করিয়া ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে মোট ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯৪টি আসনে মোর্চার মনোনীত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করিয়াছে।*[১০৩]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৬ সালের ৭ মে তৃতীয় জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে সরকারী রাজনৈতিক দল জাতীয় পার্টি ৩০০ আসনের মধ্যে ১৫২টি আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।[১০৪] তবে এই নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি, হাঙ্গামা ও গোলযোগের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।[১০৫] এই প্রেক্ষাপটে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী আট দলীয় জোট, সাত দলীয় জোট, পাঁচ দলীয় জোট ও জামায়াতে ইসলামী আবার এরশাদ বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। ১৯৮৬ সালের ৯ মে নির্বাচনে কারচুপির প্রতিবাদ ও সামরিক শাসনের অবসানের দাবীতে ৮ দলীয় জোট নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করে। পরদিন ১০ মে এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: '১৪ই মে ৮ দলের অর্ধদিবস হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা'। এতে লেখা হয়:

আওয়ামী লীগ ও ৮ দলীয় নির্বাচনী মোর্চা সংসদ নির্বাচনে 'ভোট-ডাকাতির' প্রতিবাদে ও সামরিক শাসনের অবসান ঘটাইয়া জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠনের দাবীতে আগামী ১৪ই মে সকাল ৬টা হইতে দুপুর ১২টা পর্যন্ত দেশব্যাপী অর্ধদিবস হরতাল পালনের কর্মসূচী ঘোষণা করিয়াছে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও মোর্চা নেত্রী শেখ হাসিনা গতকাল শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে হরতালের কর্মসূচী ঘোষণা করেন।[১০৬]

একই দিন অর্থাৎ ১৯৮৬ সালের ৯ মে সাত দলীয় জোটের শরিক দল বিএনপি, পাঁচ দলীয় জোট ও জামায়াতে ইসলামীও নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ করে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, বিএনপি পাঁচ দফার ভিত্তিতে নতুন নির্বাচন দাবী করেছে। খবরটি দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: '৫ দফার ভিত্তিতে নূতন নির্বাচন চাই : বিএনপি'। এই খবরে লেখা হয়:

বিএনপি ৭ই মে'র সংসদ নির্বাচন বাতিল করিয়া ৫ দফার ভিত্তিতে নূতন নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানাইয়াছে। গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিএনপির নেতা কে এম ওবায়দুর রহমান বলেন, এই নির্বাচনে ১০ ভাগ লোকও ভোট দেয় নাই। এই নির্বাচন যে নির্বাচন নহে, তাহার প্রমাণ হঠাৎ করিয়া ১১৬টি আসনের ফলাফল স্থগিত রাখা।[১০৭]

সংবাদপত্রে প্রকাশিত পাঁচ দলীয় জোটের খবরে জানানো হয়, এই নির্বাচনে অংশগ্রহণের ফলে আন্দোলনের ক্ষতি হয়েছে বলে পাঁচ দলীয় জোট অভিমত প্রকাশ করেছে এবং গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের সঙ্গে মিলে তারা নতুন আন্দোলন কর্মসূচী ঘোষণা করবে। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ভোট কেন্দ্রে ১০ হইতে ১৫ ভাগ ভোটার উপস্থিত ছিলেন'। এতে লেখা হয়:

৫ দল বলিয়াছে, নির্বাচনী প্রহসনের ফলে সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের সহিত আলোচনা করিয়া ২/৩ দিনের মধ্যে আন্দোলনের নূতন কর্মসূচী দেওয়া হইবে বলিয়া ৫ দল জানাইয়াছে। ৫ দলের পক্ষে গতকাল অপরাহ্নে জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন মাহমুদুর রহমান।[১০৮]

সংবাদপত্রে প্রকাশিত জামায়াতে ইসলামীর খবরে জানানো হয়: নির্বাচনে কারচুপির প্রতিবাদে জামায়াতে ইসলামী বিক্ষোভ মিছিল বের করে। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিল'। এতে লেখা হয়:

নির্বাচনে কারচুপির প্রতিবাদে জামায়াতে ইসলামী গতকাল শুক্রবার নগরীতে একটি বিক্ষোভ মিছিল বাহির করে। বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ শেষে প্রেসক্লাবের সম্মুখে জামায়াতের কর্মীরা এক সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশে বক্তৃতাকালে জামায়াতে ইসলামীর অস্থায়ী প্রধান আব্বাস আলী খান বলেন, ৭ই মে নজিরবিহীন ব্যালট ডাকাতি হয়েছে।[১০৯]

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর রাজনৈতিক জোট সমূহ ও জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলন যখন ধীরে ধীরে আবার দানা বাঁধতে শুরু করছে তখন ১৯৮৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশন ১৫ অক্টোবরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়।[১১০] বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলগুলো এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ১৯৮৬ সালের ৭ সেপ্টেম্বর সাত দলীয় জোট ও পাঁচ দলীয় জোটের লিয়াজোঁ কমিটির সভায় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। পরদিন ৮ সেপ্টেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: '৭ দল ও ৫ দল নির্বাচনে যাচ্ছে না'। এই খবরে লেখা হয়:

সাত ও পাঁচ দলের লিয়াজোঁ কমিটির বৈঠক: গতকাল (৭ সেপ্টেম্বর) ব্যারিস্টার আবদুস সালাম তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সাত দল ও পাঁচ দলীয় জোটের লিয়াজোঁ কমিটির এক বৈঠকে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়। পাঁচ দলীয় জোট ১৫ই অক্টোবর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে সংসদ বাতিল, সামরিক শাসন প্রত্যাহার, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সার্বভৌম সংসদ নির্বাচনের দাবীতে সকল দল ও জোটকে ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান জানিয়েছে।[১১১]

১৯৮৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়: আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অংশ নেবে না'। এতে লেখা হয়:

আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বর্তমান সরকারের অধীনে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে যাবে না। শেখ হাসিনার সভানেত্রীত্বে দলের কার্যনির্বাহী সংসদের দু'দিনব্যাপী বৈঠক শেষে গতকাল ৭ সেপ্টেম্বর এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।[১১২]

Dhaka University Institutional Repository

এর আগেই ১৯৮৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়: জামায়াতে ইসলামীও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সম্পর্কে জামায়াত'। এতে লেখা হয়:

জামায়াতে ইসলামীর অস্থায়ী আমীর আব্বাস আলী খান আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ নেয়া থেকে বিরত থাকবার দলীয় সিদ্ধান্তের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। শুক্রবার ৫ সেপ্টেম্বর দলীয় দাবী সপ্তাহের শেষ দিনে ঢাকার শাহজাহানপুর চৌরাস্তায় অনুষ্ঠিত এক গণজমায়েতে তিনি বক্তৃতা দিচ্ছিলেন।[১১৩]

বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলের দাবী উপেক্ষা করে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন আয়োজনের প্রতিবাদে রাজনৈতিক জোট দল সমূহ ১৯৮৬ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর আলাদা আলাদাভাবে সমাবেশ করে এবং এই সমাবেশগুলো থেকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন ১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবর হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।[১১৪] বিরোধী রাজনৈতিক দল ও জোট সমূহের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করা ও এই নির্বাচনের বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৫ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনকে নির্বিঘ্ন করার জন্য ১৯৮৬ সালের ১৩ অক্টোবর আট দলীয় জোট নেত্রী শেখ হাসিনা ও সাত দলীয় জোট নেত্রী খালেদা জিয়াকে নিজ নিজ বাসভবনে অন্তরীণ করে রাখা হয়। পরদিন ১৪ অক্টোবর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। শিরোনাম ছিল: 'শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া অন্তরীণ'। এতে লেখা হয়:

৮ দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা এবং ৭ দলীয় নেত্রী ও বিএনপি চেয়ারম্যান বেগম খালেদা জিয়াকে গতকাল ১৩ অক্টোবর স্ব স্ব বাসভবনে অন্তরীণ রাখা হইয়াছে। এদিকে বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দকে ধর-পাকড় ও গ্রেফতার অব্যাহত রহিয়াছে।[১১৫]

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী হিসেবে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ জয় লাভ করেন।[১১৬] তবে এই নির্বাচনে ভোটারদের নগণ্য উপস্থিতি ও ব্যাপক কারচুপির তথ্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।[১১৭] এই নির্বাচনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দল সমূহ ১৯৮৬ সালের ২৩ অক্টোবর 'কালো দিবস' পালন করে এবং এই দিবস উপলক্ষে জোট ও দলগুলো আলাদা আলাদা সমাবেশ থেকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানায়। সংবাদপত্রে এই খবর ২৪ অক্টোবর প্রকাশিত হয়। আট দলীয় জোটের খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: '৮ দলের সমাবেশ : ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান'। এতে লেখা হয়:

আওয়ামী লীগ সভাপতি মন্ডলীর সদস্য আবদুল মান্নান জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে দল-মত-নির্বিশেষে সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। গতকাল ২৩ অক্টোবর আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে ৮ দলীয় ঐক্যজোট ঘোষিত 'কালো দিবসে' অনুষ্ঠিত এক জনসমাবেশে বক্তৃতাকালে তিনি এই আহ্বান জানান।[১১৮]

সাত দলীয় জোটের খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'স্ববিরোধী বক্তব্য দিয়ে কিছু দল বিভ্রান্ত করছে : খালেদা জিয়া'। এতে লেখা হয়:

'কালো দিবস' পালন উপলক্ষে বৃহসপতিবার ২৩ অক্টোবর বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গনে সাত দল আয়োজিত সমাবেশে দলের চেয়ারম্যান বেগম খালেদা জিয়া দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, সামরিক আইন প্রত্যাহার ও নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবীতে রাজনৈতিক দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।[১১৯]

জামায়াতে ইসলামীর খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'জামায়াতের সমাবেশ : ঐক্যের আহ্বান'। এতে লেখা হয়:

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান জনগণের প্রতি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। বৃহসপতিবার ২৩ অক্টোবর বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটে তাদের 'কালো দিবস' উপলক্ষে জামায়াত আয়োজিত এক সমাবেশে তিনি এই আহ্বান জানান।[১২০]

অন্যদিকে ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর জাতীয় সংসদে সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী বিল পাসের ধারাবাহিকতায় ঐদিনই এরশাদ সামরিক শাসন প্রত্যাহার করেন।[১২১] পরের বছর ১৯৮৭ সালের ২৪ মার্চ আড়ম্বরপূর্ণভাবে এরশাদ তার ক্ষমতা দখলের পাঁচ বছর পূর্তি উদযাপন করেন। ক্ষমতা দখলের পাঁচ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৯৮৭ সালের ২৩ মার্চ এক বাণীতে এরশাদ তার বিভিন্ন সাফল্য গাথা তুলে ধরেন। ২৪ মার্চ এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সরকারের পাঁচ বছর পূর্তি উপলক্ষে এরশাদের বাণী : স্থবিরতা কাটিয়ে জাতি আজ প্রগতির পথে'। এতে লেখা হয়:

প্রেসিডেন্ট এইচ এম এরশাদ দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করেছেন যে, দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃশ্যপটে তার সরকারের পাঁচ বছর স্থবিরতা থেকে গতিময়তা, নৈরাশ্য থেকে উদ্দীপনা, অবক্ষয় থেকে সজীবতা এবং অধোগতি থেকে উন্নয়নে উত্তরণের সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।[১২২]

বিপরীত দিকে ১৯৮৭ সালের ২৪ মার্চ হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ক্ষমতা দখলের দিনটিকে 'কালো দিবস', 'বিক্ষোভ দিবস' ও 'গণতন্ত্র হত্যা দিবস' হিসেবে পালন করে বিরোধী তিন রাজনৈতিক জোট ও জামায়াতে ইসলামী। পরদিন ২৫ মার্চ এই সংক্রান্ত খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। আট দলীয় জোটের খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আট দলের সমাবেশ : সংসদের ভেতরে বাইরে আন্দোলন চলবে'। এতে লেখা হয়:

আট দলীয় নেতৃবৃন্দ জনগণের অধিকার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জাতীয় সংসদের ভেতরে এবং বাইরে যুগপৎ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। মঙ্গলবার ২৪ মার্চ আট দল আহূত কালো দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক গণসমাবেশে তারা বক্তৃতা করছিলেন। বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্মুখে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন আবদুল মালেক উকিল।[১২৩]

Dhaka University Institutional Repository

সাত দলীয় জোটের খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: '২৪ মার্চের সমাবেশ'। এতে লেখা হয়:

'বর্তমান সরকারকে দিয়ে দেশের কোন উন্নতি হতে পারে না।' বেগম জিয়া গতকাল ২৪ মার্চ বিকেলে সাত দলের কালো দিবস পালনের কর্মসূচী হিসেবে ঢাকার নবাব ইউসুফ মার্কেট প্রাঙ্গণে আয়োজিত সমাবেশে ভাষণদানকালে উপরোক্ত মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত তাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।[১২৫]

পাঁচ দলীয় জোটের খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সংসদ বাতিল করুন : ৫ দল'। এতে লেখা হয়:

২৪ মার্চ উপলক্ষে জাসদ-বাসদ কার্যালয় প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত পাঁচদলের সমাবেশে বক্তৃতা করেন হাসানুল হক ইনু ও ঘোষণাপত্র পাঠ করেন আবদুল্লাহ সরকার। ঘোষণায় বর্তমান সংসদ বাতিল করাসহ বিভিন্ন দাবীতে এপ্রিল মাসব্যাপী সমাবেশ ও বিক্ষোভ কর্মসূচীর কথা জানানো হয়।[১২৫]

জামায়াতে ইসলামীর খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আপোসহীন সংগ্রাম চলছে : জামায়াত'। এই খবরে লেখা হয়:

জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম জয়যুক্ত করার জন্য দল-মত-নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। গতকাল ২৪ মার্চ জামায়াতে ইসলামী আহূত 'গণতন্ত্র হত্যা দিবস' পালন উপলক্ষে শেরেবাংলা নগর রফতানী মেলা মাঠে সংগঠনের ঢাকা মহানগরী শাখা আয়োজিত জনসভায় তিনি প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন।[১২৬]

১৯৮৭ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে আট, সাত ও পাঁচ দলীয় জোট এরশাদ বিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু করে। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের প্রশ্নে পুনরায় তিন জোটের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার খবর প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালের ১৮ জুন। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল: 'ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সম্পর্কে ৮ দল, ৭ দল ও ৫ দলের আলোচনা'। এই খবরে লেখা হয়:

আওয়ামী লীগ ও বিএনপিসহ আট দল, সাত দল এবং পাঁচ দলীয় জোটের শরিকরা ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে আলোচনা চালাচ্ছে। ইতোমধ্যে তারা একটি ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী গ্রহণের প্রশ্নে ঐক্যমতে পৌছেছে।[১২৭]

এরপর হরতালসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে তিন রাজনৈতিক জোট এরশাদ বিরোধী আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যায়। ১৯৮৭ সালের নভেম্বরে এই আন্দোলন তীব্রতর হয়। নভেম্বরের এই আন্দোলনের প্রক্রিয়া শুরু হয় আগস্ট মাস থেকেই। ১৯৮৭ সালের ১৭ আগস্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয় তিন রাজনৈতিক জোট ৭ অক্টোবর 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। তিন জোটের কর্মসূচির সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীও একাত্মতা ঘোষণা করেছে। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: '৭ অক্টোবর বিরোধী দলের ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি'। এতে লেখা হয়:

পাঁচ দল, সাত দল, আট দল ও জামায়াতে ইসলামী ৭ই অক্টোবর 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। সরকারের পদত্যাগ দাবীতে সারা দেশ থেকে রাজধানীতে লোক আনার জন্য দেড় মাসের বেশি প্রস্তুতি কর্মসূচীও দেয়া হয়েছে। অভিন্ন অবরোধ কর্মসূচীতে পাঁচ দল, সাত দল ও জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে আট দলের কিছু অমিল রয়েছে।[১২৮]

১৯৮৭ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়: 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচি ৭ অক্টোবরের পরিবর্তে ১০ নভেম্বর করা হয়েছে। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। শিরোনাম ছিল: 'বিরোধী দল ঢাকা অবরোধ কর্মসূচির তারিখ পিছিয়েছে'। এই খবরে লেখা হয়:

সাত দল, আট দল ও পাঁচ দল বন্যা পরিস্থিতির কারণে তাদের ৭ই অক্টোবরের 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচীর তারিখ পরিবর্তন করেছে। ঢাকা অবরোধ এর পরিবর্তিত তারিখ ধার্য করা হয়েছে ১০ই নভেম্বর।[১২৯]

সরকার বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দল সমূহের আহূত ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি প্রতিহত করার ব্যবস্থা নেয়। সংবাদপত্রে এর নজীর দেখা যায়, ১৯৮৭ সালের ২৪ অক্টোবর জারি করা এক প্রেসনোটের মাধ্যমে। ২৫ অক্টোবর এই প্রেসনোট সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ঘেরাও ও অবরোধ সম্পর্কে প্রেসনোট'। এতে লেখা হয়:

গতকাল শনিবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ইংরেজী ভাষায় একটি প্রেসনোট জারি করা হয়েছে। প্রেসনোটে বলা হয়: 'সরকার উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করেছেন যে, কয়েকটি রাজনৈতিক দল ঢাকা ও দেশের অন্যান্য স্থানে 'ঘেরাও' এবং 'অবরোধ' করার হুমকি দিচ্ছে। এ ধরনের হুমকির খবর সংবাদপত্রেও ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে। যারা এই ধরনের 'ঘেরাও' ও 'অবরোধ' সংগঠন ও অংশগ্রহণে জড়িত এবং যারা এ ধরনের বেআইনী তৎপরতা প্রচার করছে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।[১৩০]

তবে সরকারী প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করেই ১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বরের ঢাকা অবরোধ কর্মসূচির প্রস্তুতি চলতে থাকে। এই কর্মসূচিকে সফল করার লক্ষ্যে ১৯৮৭ সালের ২৮ অক্টোবর আট দলীয় জোট নেত্রী শেখ হাসিনা ও সাত দলীয় জোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া আকস্মিকভাবে এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠক শেষে তারা এক যুক্ত বিবৃতিতে এরশাদ সরকারের পতনের লক্ষ্যে ১০ নভেম্বরের ঢাকা অবরোধ কর্মসূচিসহ সকল কর্মসূচি ঐক্যবদ্ধভাবে সফল করার ঘোষণা দেন। পরদিন ২৯ অক্টোবর এই খবর

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'খালেদা-হাসিনা ঘন্টাব্যাপী বৈঠক ॥ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত'। এই খবরে লেখা হয়:

শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়ার মধ্যে গতকাল রাতে বৈঠক হইয়াছে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী এবং বিএনপি চেয়ারম্যান ও ৭ দলীয় নেত্রীর মধ্যে মধ্যে ৫৮ মিনিটব্যাপী রুদ্ধদ্বার বৈঠকের পর এক যুক্ত বিবৃতিতে 'সরকারের পতনের লক্ষ্যে আগামী ১লা ও ১০ই নভেম্বরের কর্মসূচীসহ সকল কর্মসূচী ঐক্যবদ্ধভাবে সফল করিয়া তোলার' কথা ঘোষণা করা হয়।[১৩১]

১৯৮৭ সালের ৩০ অক্টোবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়: জামায়াতে ইসলামী দুই নেত্রীর বৈঠককে অভিনন্দিত করেছে এবং একই সঙ্গে জামায়াতে ইসলামী বলেছে দুই নেত্রী সকল কর্মসূচি ঐক্যবদ্ধভাবে পালনের ঘোষণা দিয়ে সময়ের দাবী পূরণ করেছেন। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'খালেদা-হাসিনার প্রতি জামায়াতের অভিনন্দন'। এতে লেখা হয়:

জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার বৈঠককে অভিনন্দিত করেছেন। গতকাল ২৯ অক্টোবর এই বিবৃতিতে জামায়াত নেতা বলেন, দুই নেত্রী সকল কর্মসূচী ঐক্যবদ্ধভাবে পালনের ঘোষণা দিয়ে সময়ের দাবী পূরণ করেছেন।[১৩২]

বিরোধী দল ও জোট সমূহের ঢাকা অবরোধ প্রতিহত করার জন্য সরকারী প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। এই লক্ষ্যেই ১৯৮৭ সালের ৯ নভেম্বর থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত ঢাকা মহানগরী এলাকায় সভা, শোভাযাত্রা, মিছিল, বিক্ষোভ প্রদর্শন, অস্ত্রশস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য ও লাঠিসোটা বহন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ৯ নভেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল: 'ঢাকায় পাঁচ বা ততোধিক লোকের সমাবেশ ও মিছিল নিষিদ্ধ'। এতে লেখা হয়:

আজ ৯ নভেম্বর হইতে আগামী ১৫ই নভেম্বর পর্যন্ত ঢাকা মহানগরী এলাকায় সভা, শোভাযাত্রা, মিছিল, বিক্ষোভ প্রদর্শন ও সকল প্রকাশ অস্ত্রশস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য ও লাঠিসোটা বহন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে। প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার মহানগরী পুলিশ অধ্যাদেশের ২৮ ও ২৯ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন।[১৩৩]

বিপরীত দিকে ১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর সংবাদপত্রে দুই রাজনৈতিক জোটের শীর্ষ নেত্রী শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়ার এক যুক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হয়। ৯ নভেম্বর তাদের মধ্যে এক বৈঠক শেষে দেয়া এই বিবৃতিতে ঐক্যবদ্ধভাবে ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি সফল করার আহ্বান জানানো হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। শিরোনাম ছিল: 'খালেদা-হাসিনা বৈঠক শেষে যুক্ত বিবৃতি'। এই খবরে লেখা হয়:

প্রধান দুই বিরোধী জোট সাত দলের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও আট দলের নেত্রী শেখ হাসিনা গতকাল ৯ নভেম্বর এক বৈঠক শেষে প্রদত্ত যুক্ত বিবৃতিতে ঐক্যবদ্ধভাবে কর্মসূচী সফল করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্যে দেশবাসীর প্রতি তারা আহ্বান জানান।[১৩৪]

সরকারী প্রতিরোধ উপেক্ষা করে ১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দল সমূহ আহূত ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি পালিত হয়। ঐদিন ঢাকায় ব্যাপক হাঙ্গামা হয়। ১১ নভেম্বর সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ঢাকা কর্মসূচী পালনকালে ব্যাপক সংঘর্ষ ও পুলিশের গুলীবর্ষণ ॥ নিহত ৬, আহত শতাধিক ও প্রায় ৩শ' গ্রেফতার'। এতে লেখা হয়:

রাজধানীতে গতকাল ১০ নভেম্বর সারাদিন তিনটি বিরোধী জোট ও কয়েকটি দলের মিছিলের চেষ্টা, পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ, গুলী, বোমা, লাঠিচার্জ ও অগ্নি সংযোগের একাধিক ঘটনার ফলে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করে। একাধিক স্থানে পুলিশের গুলীতে ছয় ব্যক্তি নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।[১৩৫]

ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি চলাকালে পুলিশী নির্যাতন ও পুলিশের গুলীতে নিহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দল সমূহের আহ্বানে ১৯৮৭ সালের ১১ থেকে ১৭ নভেম্বর, ২১ থেকে ২৪ নভেম্বর এবং ২৯ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। সরকারও বিরোধী জোট ও দল সমূহের আন্দোলন দমনের প্রচেষ্টা আব্যাহত রাখে। এর অংশ হিসেবে দুই রাজনৈতিক জোটের শীর্ষ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাকে ১৯৮৭ সালের ১১ নভেম্বর অন্তরীণ করা হয়। সংবাদপত্রে এই খবর ১২ নভেম্বর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'খালেদা-হাসিনা অন্তরীণ'। এতে লেখা হয়:

বিরোধী দলীয় দুই নেত্রী শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়াকে গতকাল ১১ নভেম্বর তাদের বাসভবনে অন্তরীণ করা হয়।[১৩৬]

বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দল সমূহের আন্দোলন দমনের লক্ষ্যে সরকার ১৯৮৭ সালের ১২ নভেম্বর জারি করা এক প্রেসনোটে নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত দেখলে সঙ্গে সঙ্গে গুলী করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেয়া হয় এবং নাশকতামূলক কাজের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড উল্লেখ করা হয়। পরদিন ১৩ নভেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করা হয়। শিরোনাম ছিল: 'নাশকতামূলক কাজের জন্য শাস্তি মৃত্যুদন্ড'। এতে লেখা হয়:

Dhaka University Institutional Repository

অগ্নিসংযোগ, লুট, ভাঙ্গচুর ও বোমাবাজিতে লিপ্ত ব্যক্তিদের দেখামাত্র গুলী করার জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার ১২ নভেম্বর রাতে সরকার এক প্রেসনোটে একথা বলেন। এইসব নাশকতামূলক কাজের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বলে প্রেসনোটে উল্লেখ করা হয়।[১৩৭]

বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দল সমূহের আন্দোলন বন্ধ করার লক্ষ্যে দমন-পীড়নের পাশাপাশি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ সমঝোতার প্রস্তাব দেন। এই জন্য ১৯৮৭ সালের ২৮ নভেম্বর জাতির উদ্দেশে দেয়া এক ভাষণে এরশাদ বিরোধী রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রতি রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনার আহ্বান জানান। এই ভাষণে বিরাজমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য চারটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবও দেন। ২৯ নভেম্বর এই খবর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সন্ত্রাসের কাছে নতি স্বীকার নয় : আলোচনায় আসুন : সমঝোতা হলে আগেই নির্বাচন ॥ বিরোধী দলের প্রতি প্রেসিডেন্টের প্রস্তাব : জাতির উদ্দেশে ভাষণ'। এতে লেখা হয়:

প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ বলেছেন, আলোচনার পথে দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দৃঢ়তর করার জন্য তিনি যে কোন সৎ পরামর্শ গ্রহণ করতে প্রস্তুত। কিন্তু কোন অন্যায় ও অগণতান্ত্রিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করবেন না। শনিবার ২৮ নভেম্বর জাতির উদ্দেশে বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে প্রেসিডেন্ট বর্তমান পরিস্থিতিতে একটি সন্তোষজনক ও জাতীয় স্বার্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মীমাংসায় পৌছানোর লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট চারটি প্রস্তাব দেন।[১৩৮]

দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারেও খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'জাতির উদ্দেশে এরশাদের ভাষণ : নির্ধারিত সময়ের আগে নির্বাচন প্রশ্নে আলোচনা করা যাইতে পারে'।[১৩৯] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'No Surrender to undemocratic pressure : Ershad ready for fresh polls thru' consensus.'[১৪০] সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'জাতির উদ্দেশে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ॥ বিরোধী দলগুলোর সাথে একক বা সম্মিলিতভাবে যুক্তিসঙ্গত প্রশ্নে আলোচনায় বসতে প্রস্তুত আছি'।[১৪১]

১৯৮৭ সালের ২৮ নভেম্বর জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণের ধারাবাহিকতায় নতুন জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনের লক্ষ্যে ১৯৮৭ সালের ৬ ডিসেম্বর এরশাদ তৃতীয় জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন।[১৪২] ১৯৮৭ সালের ১০ ডিসেম্বর দুই জোটের শীর্ষ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাকে মুক্তি দেয়া হয়।[১৪৩] ঘরোয়া রাজনীতির উপর থেকেও নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয় ১৯৮৭ সালের ১২ ডিসেম্বর থেকে।[১৪৪] কিন্তু এরশাদের এই সব আপোস উদ্যোগ বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দল সমূহের আন্দোলনকে স্তিমিত করতে পারেনি। ১৯৮৭ সালের ১১ ডিসেম্বর তিন জোটের লিয়াজোঁ কমিটি সরকারের সঙ্গে কোনো ধরনের আলোচনা বা মতবিনিময় না করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ১৩ ডিসেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। শিরোনাম ছিল: 'সংলাপের অবকাশ নেই : লিয়াজোঁ কমিটি'। এতে লেখা হয়:

আট দল, সাত দল ও পাঁচ দলের লিয়াজোঁ কমিটি বলেছে সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা বা মতবিনিময়ের কোন অবকাশ নেই। শনিবার ১১ ডিসেম্বর লিয়াজোঁ কমিটির সভায় গৃহীত প্রস্তাবে দেশের সংবিধানের সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী সাংবিধানিক ধারা অব্যাহত রাখতে অবিলম্বে সরকারের পদত্যাগ দাবী করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, আন্দোলনরত তিন জোটের কাছে গ্রহণযোগ্য একজন নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় ব্যক্তির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।[১৪৫]

তৃতীয় জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণার ধারাবাহিকতায় চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়। তিন রাজনৈতিক জোট এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং ১৯৮৮ সালের ৩ জানুয়ারি তিন জোটের লিয়াজোঁ কমিটির সভায় নির্বাচন প্রত্যাখ্যান ও সরকারের পদত্যাগের দাবীতে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ৪ জানুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। শিরোনাম ছিল: 'তিন জোটের কর্মসূচি ঘোষণা'। এই খবরে লেখা হয়:

তিন জোটের লিয়াজোঁ কমিটি ৫ই জানুয়ারি থেকে ২১শে জানুয়ারি পর্যন্ত ১৫ দিনের আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। আট দল, সাত দল ও পাঁচ দল গতকাল ৩রা জানুয়ারি বিকেলে এই কর্মসূচি ঘোষণা করে।[১৪৬]

এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের এই পর্যায়ে দেশের বিভিন্ন পেশাজীবীরা একটি প্ল্যাটফর্মে একত্রিত হয় এবং তিন রাজনৈতিক জোটের চলমান আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে। আইনজীবী সমন্বয় পরিষদ এই ক্ষেত্রে উদ্যোগী ভূমিকা নেয়। ১৯৮৮ সালের ২০ জানুয়ারি এই সংক্রান্ত একটি খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'পেশাজীবীদের যৌথ সভা : চূড়ান্ত বিজয় না হওয়া পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম অব্যাহত রাখার সংকল্প ঘোষণা'। এতে লেখা হয়:

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের এক সভায় দেশ ও সমাজ-জীবনে গণতান্ত্রিক নীতিমালার স্থায়ী প্রতিফলন ঘটানোর লক্ষ্যে আন্দোলনরত সকল গণতান্ত্রিক শক্তি, তিন জোট ও বিশেষভাবে দুই নেত্রীর মধ্যে কর্মসূচিগত দৃঢ় ঐক্য কামনা করা হয়। আইনজীবী সমন্বয় পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত এই সভায় গৃহীত ঘোষণায় গণতন্ত্রের দাবীতে ও জাতির দুর্গতি মোচনের লক্ষ্যে পেশাজীবীদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলা হয়, চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।[১৪৭]

Dhaka University Institutional Repository

পরে ১৯৮৮ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি পেশাজীবীদের এক সমাবেশে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবী করা হয়।[১৪৮] এই সমাবেশে ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী ১৯৮৮ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে পেশাজীবী দাবী দিবস পালিত হয়। ২৮ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে জানানো হয় পেশাজীবীরা আন্দোলনরত রাজনৈতিক জোট সমূহকে দৃঢ় ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান জানায়। সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'পেশাজীবীদের দাবী দিবস পালন ॥ আন্দোলনরত জোটগুলোর কর্মসূচি ভিত্তিক দৃঢ়তর ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান'। এতে লেখা হয়:

> *গতকাল শনিবার বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত পেশাজীবী সমাবেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য দেশবাসীর চলমান ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করা হয়। সারা দেশে পেশাজীবী দাবী দিবস পালন উপলক্ষে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়।*[১৪৯]

নির্বাচন প্রতিহত করার জন্য বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দল সমূহের একের পর এক হরতালসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের পরও ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ চতুর্থ জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনেও সরকারী দল জাতীয় পার্টি সংখ্যা গরিষ্ঠ আসন লাভ করে।[১৫০] নির্বাচনে স্বল্প ভোটারের উপস্থিতি এবং ব্যাপক কারচুপি ও হাঙ্গামা সংক্রান্ত খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।[১৫১] নির্বাচনের পর ১৯৮৮ সালের ১০ মার্চ তিন রাজনৈতিক জোট এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করে। পরদিন ১১ মার্চ এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: '৩ জোটের নয়া কর্মসূচি'। এতে লেখা হয়:

> *তিন জোটের লিয়াজোঁ কমিটি সরকারকে পদত্যাগ করানোর লক্ষ্যে চলমান আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করেছে। বৃহসপতিবার ১০ মার্চ লিয়াজোঁ কমিটির সভায় আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।*[১৫২]

পাশাপাশি পেশাজীবীদের এরশাদ বিরোধী আন্দোলন কর্মসূচিও চলতে থাকে। এই লক্ষ্যে ১৯৮৮ সালের ১৭ মার্চ সম্মিলিত পেশাজীবী সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ১৮ মার্চ এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সম্মিলিত পেশাজীবী সংগ্রাম পরিষদ গঠিত'। এতে লেখা হয়:

> *দেশের বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গতকাল ১৭ মার্চ সম্মিলিত পেশাজীবী সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছে। এই সংগ্রাম পরিষদ অচিরেই পেশাজীবীদের আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করবে। গতকাল সুপ্রীম কোর্ট বার সমিতি মিলনায়তনে সকল পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের এক যৌথ বৈঠকে এই সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়।*[১৫৩]

ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম ঘোষণার ইস্যুটি চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করে। ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম করার জন্য ১৯৮৮ সালের ১১ মে জাতীয় সংসদে একটি বিল উত্থাপন করা হয়। একে সংবিধানের (অষ্টম সংশোধনী) বিল ১৯৮৮ হিসেবে অভিহিত করা হয়। পরদিন ১২ মে এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম করার লক্ষ্যে সংসদে বিল উত্থাপন'। এতে লেখা হয়:

> *ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম করার লক্ষ্যে গতকাল ১১ মে জাতীয় সংসদে বিল উত্থাপিত হইয়াছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কতিপয় বিধানের অধিকতর সংশোধনকল্পে আনীত এই বিল সংবিধানের ৮ম সংশোধনী হিসেবে পরিগণিত হইবে। উত্থাপিত বিলের শিরোনাম হইল: 'সংবিধানের (অষ্টম সংশোধন) বিল ১৯৮৮'।*[১৫৪]

বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দল সমূহ এই বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় যা ১৯৮৮ সালের ১২ মে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'রাষ্ট্রীয় ধর্ম বিলের প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও সমাবেশ'। এতে লেখা হয়:

> *জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রীয় ধর্ম সংক্রান্ত বিল উত্থাপনের প্রতিবাদে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোট গতকাল বিক্ষোভ, সমাবেশ ও মিছিল করেছে। আজও প্রতিবাদ সমাবেশ ও মিছিল আহ্বান করা হয়েছে। গতকালের কর্মসূচি পালনের সময় সন্ধ্যায় গুলিস্তান এলাকায় বিক্ষুব্ধ জনতা ৭টি যানবাহনের ক্ষতি সাধন করে।*[১৫৫]

১৯৮৮ সালের ৭ জুন রাষ্ট্রীয় ধর্ম বিল জাতীয় সংসদে পাস হয়। পরদিন ৮ জুন এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ঢাকার বাইরে হাই কোর্টের ৬টি স্থায়ী বেঞ্চ ॥ ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম : সংসদে বিল পাস'। এতে লেখা হয়:

> *ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করা ও ঢাকার বাইরে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের ৬টি স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপনের উদ্দেশ্যে আনীত সংবিধান (অষ্টম সংশোধন) বিল গতকাল ৭ই জুন জাতীয় সংসদে পাস হয়। বিলের পক্ষে ২৫৪ জন সদস্য ভোট দেন। বিপক্ষে কেউ ভোট দেননি।*[১৫৬]

ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার জন্য সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী বিল পাসের প্রতিবাদে তিন রাজনৈতিক জোট পৃথক কর্মসূচি ঘোষণা করে। ১৯৮৮ সালের ৯ জুন এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। শিরোনাম ছিল: '৩ জোটের পৃথক কর্মসূচি ॥ ১২ই জুন অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান'। এতে লেখা হয়:

> *আট দল, সাত দল ও পাঁচ দলীয় ঐক্যজোট সংসদে অষ্টম সংশোধনী এবং রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বিল পাসের প্রতিবাদে আন্দোলনের পৃথক পৃথক কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। আগামী ১২ই জুন দেশব্যাপী সকাল ৬টা থেকে ২টা পর্যন্ত অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করা হয়েছে।*[১৫৭]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৮ সালের জুন মাসে দুই রাজনৈতিক জোটের শীর্ষনেত্রী শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়ার পরস্পর বিরোধী বক্তব্যকে কেন্দ্র করে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন হঠাৎ দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৮৮ সালের ১৪ জুন সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রসহ মুক্তিযুদ্ধের সমস্ত মূল্যবোধ এই দেশ থেকে নির্বাসিত হয়েছে। বিবৃতিতে তিনি ১৯৭২ সালের সংবিধানে বিশ্বাসীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশের জন্মকালীন চেহারা আর নেই : হাসিনা'। এতে লেখা হয়:

আট দলের গণসংযোগ সপ্তাহ শুরুর প্রাক্কালে দেয়া এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রসহ মুক্তিযুদ্ধের সমস্ত মূল্যবোধ এই দেশ থেকে নির্বাসিত হয়েছে। শেখ হাসিনা বর্তমান চরম সংকট থেকে বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ ও ৭২-এর সংবিধানে বিশ্বাসীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।[১৫৮]

অন্যদিকে ১৯৮৮ সালের ১৩ জুন বিএনপির চেয়ারম্যান বেগম খালেদা জিয়া এক জনসভায় ১৯৮৮ সালের সংবিধানের ভিত্তিতে নির্বাচন দাবী করেন। পরদিন ১৪ জুন সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: '৮২ সালের সংবিধানের ভিত্তিতে নির্বাচন চাই : খালেদা'। এই খবরে লেখা হয়:

বিএনপি চেয়ারম্যান বেগম খালেদা জিয়া '৮২ সালের সংবিধানের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানিয়েছেন। তিনি কারও নাম উল্লেখ না করে বলেছেন, যারা সরকার ব্যবস্থা পরিবর্তন এবং ৭২ সালের সংবিধান চালুর কথা বলেন তাদেরকে জনগণের রায় নিয়েই তা করতে হবে।[১৫৯]

দুইনেত্রীর পরস্পর বিরোধী বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে পাঁচ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে দেয়া এক বিবৃতি ১৯৮৮ সালের ১৫ জুন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই বিবৃতিতে অহেতুক সংবিধানের বিতর্ক টেনে না এনে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনকে বিজয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। শিরোনাম ছিল: 'সংবিধানের বিতর্ক টেনে বিভেদ জিইয়ে রাখা হচ্ছে : ৫ দল'। এতে লেখা হয়:

১৪ই জুন দেয়া বিবৃতিতে পাঁচ দল অভিযোগ করে যে জনগণের ঐক্যবদ্ধতার পরেও নেতৃত্বের পর্যায়ে অনৈক্য অব্যাহত রয়েছে। ১২ই জুনের হরতালের পরেও বক্তব্য-বক্তৃতায় সংবিধানের বিতর্ক টেনে এনে অনৈক্য ও বিভেদ জিইয়ে রাখা হচ্ছে।[১৬০]

১৯৮৮ সালের জুন থেকে পরবর্তী প্রায় দুই বছর তিন রাজনৈতিক জোট ও দলসমূহ বিচ্ছিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করে। ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি সময় আবার তিন রাজনৈতিক জোটের ঐক্যবদ্ধ এরশাদ বিরোধী আন্দোলন প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৯০ সালের ২৯ জুন সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়: তিন রাজনৈতিক জোট সরকারের পদত্যাগ দাবীতে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বিভিন্ন জোট ও দলের যুগপৎ কর্মসূচি ঘোষণা'। এতে লেখা হয়:

গতকাল ২৮ জুন আট দল, সাত দল, পাঁচ দল, ছয় দল, জামায়াতে ইসলামী, ভাষানী ন্যাপ, মুসলিম লীগ, জাগপা, সাম্যবাদী দল, কমিউনিস্ট লীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক জোট ও দল সরকারের পদত্যাগের দাবীতে আগামী ২৯শে জুলাই দেশব্যাপী 'গণবিক্ষোভ দিবস' পালনের যুগপৎ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।[১৬১]

১৯৯০ সালের ২৫ জুলাই হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ঘোষণা করেন। এই স্বাস্থ্যনীতি ঘোষণার ইস্যুটি এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করে। ২৬ জুলাই সংবাদপত্রে স্বাস্থ্যনীতি ঘোষণার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'জাতির উদ্দেশে প্রেসিডেন্টের ভাষণ ॥ জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ঘোষণা'। এই খবরে লেখা হয়:

প্রেসিডেন্ট এইচ এম এরশাদ গতকাল জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ঘোষণা করেন। রেডিও ও টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে স্বাস্থ্যনীতি ঘোষণা করে তিনি বলেন, এর প্রধান ভিত্তি হচ্ছে গণতন্ত্র এবং জনগণের অংশগ্রহণ।[১৬২]

১৯৯০ সালের ২৬ জুলাই অনুমোদনের জন্য স্বাস্থ্যনীতি জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হয়। বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন (বিএমএ)সহ রাজনৈতিক জোট ও দলসমূহ ঘোষিত স্বাস্থ্যনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। স্বাস্থ্যনীতির প্রতিবাদে বিএমএ ১৯৯০ সালের ২৮ জুলাই থেকে অবিরাম ধর্মঘট শুরু করে। পরে ১৯৯০ সলের ১৫ আগস্ট এক প্রেসনোটের বরাত দিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়: সরকার সর্বজনস্বীকৃত নতুন স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এই লক্ষ্যে একটি কমিটি করা হবে। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আলোচনার মাধ্যমে নয়া স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়নে কমিটি হবে : প্রেসনোট'। এতে লেখা হয়:

গতকাল এক প্রেসনোটে বলা হয়, সরকারের প্রস্তাবিত জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির রূপরেখা নিয়ে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার অবসান হওয়া প্রয়োজন। প্রেসিডেন্ট এরই মধ্যে ৫ই আগস্ট চিকিৎসক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে একটি নতুন স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।[১৬৩]

সরকারের এই ঘোষণার প্রেক্ষাপটে বিএমএ'র আহ্বানে ডাক্তারদের একটানা ১৮ দিন ধর্মঘটের অবসান ঘটে। ১৯৯০ সালের ১৬ আগস্ট এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। শিরোনাম ছিল: 'ডাক্তার ধর্মঘটের অবসান'। এতে লেখা হয়:

চিকিৎসকদের আঠার দিন স্থায়ী ধর্মঘটের গতকাল ১৫ আগস্ট অবসান ঘটে। বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন জনস্বার্থে কাজে যোগ দেয়ার জন্যে চিকিৎসকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।[১৬৪]

১৯৯০ সালের শেষ দিকে ছাত্র সংগঠনগুলো সম্মিলিতভাবে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন জোরদার করে। ১৯৯০ সালের ২ অক্টোবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়: ডাকসু আয়োজিত এক ছাত্র কনভেনশনে সরকারের কাছে ১২ দফা দাবী পেশ করা হয়েছে এবং দাবী আদায়ের জন্য মাসব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। শিরোনাম ছিল: 'ডাকসু আয়োজিত ছাত্র কনভেনশন : এক মাসের আন্দোলন কর্মসূচি'। এতে লেখা হয়:

ডাকসুর ছাত্র কনভেনশনে দলীয় সংকীর্ণতা পরিহার করে একটি কার্যকর ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সকল মহলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। গতকাল ১ অক্টোবর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই কনভেনশনে ১২ দফা দাবী পেশ করা হয় এবং এক মাসব্যাপী আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।[১৬৫]

ছাত্র সংগঠনগুলো নিজেদের আন্দোলনের পাশাপাশি জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি এরশাদ বিরোধী বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য রাজনৈতিক জোট ও দল সমূহের উপর চাপ সৃষ্টি করে। ১৯৯০ সালের ১৩ অক্টোবর এই ধরনের একটি খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান ॥ ঐক্যবদ্ধ না হলে অফিসের সামনে অবস্থান : সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য'। এই খবরে লেখা হয়:

গতকাল ১২ অক্টোবর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক সমাবেশে বক্তাগণ ছাত্র সমাজের মত বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তুলতে জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, সংগ্রামের বর্তমান পর্যায়ে কোন বিভেদ ছাত্র-জনতা মেনে নেবে না।[১৬৬]

১৯৯০ সালের ১৬ অক্টোবর তিন রাজনৈতিক জোট এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে আবার অভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করে যা ১৭ অক্টোবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'তিন জোটের পরবর্তী কর্মসূচি'। এতে লেখা হয়:

আট দল, সাত দল ও পাঁচ দলসহ বিভিন্ন বিরোধী জোট ও রাজনৈতিক দল চলমান আন্দোলনের পরবর্তী অভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। মঙ্গলবার ১৬ অক্টোবর অর্ধদিবস হরতাল পালন শেষে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন জোট ও দলের সমাবেশে এই অভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।[১৬৭]

এরপর উপর্যুপরি হরতাল ও অবরোধ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে তিন রাজনৈতিক জোটের এরশাদ বিরোধী আন্দোলন চলতে থাকে। ১৯৯০ সালের ১৯ নভেম্বর তিন জোট এরশাদ সরকারের পদত্যাগ ও নির্দলীয় নিরপেক্ষ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অভিন্ন রূপরেখা ঘোষণা করে। ২০ নভেম্বর সংবাদপত্রে এই রূপরেখা প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা'। এতে লেখা হয়:

গতকাল তিনজোট নির্দলীয় নিরপেক্ষ অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অভিন্ন রূপরেখাও ঘোষণা করেছে। এই রূপরেখা অনুযায়ী অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল দায়িত্ব হবে তিন মাসের মধ্যে একটি সার্বভৌম জাতীয় সংসদের অবাধ ও নিরপক্ষে নির্বাচনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা।[১৬৮]

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অভিন্ন রূপরেখা ঘোষণার পর তিন রাজনৈতিক জোট এরশাদ সরকারের পতনের আন্দোলন জোরদার করে। এইজন্য ১৯৯০ সালের ২১ নভেম্বর তিন জোট অভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করে। ২২ নভেম্বর এই কর্মসূচির খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: '৩ জোটের পরবর্তী কর্মসূচি'। এতে লেখা হয়:

আট দল, সাত দল, পাঁচ দল, জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন জোট ও দল আগামী ২৬শে নভেম্বর সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য আহূত হরতালের প্রতি সমর্থন এবং আগামী ১০, ১১ ও ১২ই ডিসেম্বর দেশব্যাপী সর্বাত্মক অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। সরকারের অপসারণ ও ক্ষমতা হস্তান্তরের লক্ষ্যে তিনজোট ঘোষিত অভিন্ন রূপরেখার ভিত্তিতে চলমান আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচি হিসেবে এই কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।[১৬৯]

১৯৯০ সালের ২৬ নভেম্বর ছিল সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য আহূত পূর্ব নির্ধারিত হরতাল কর্মসূচি। কিন্তু সংগঠন বিরোধী কাজের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কয়েকজন নেতাকে বহিস্কার করাকে কেন্দ্র করে ২৪ ও ২৫ নভেম্বর হঠাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে হাঙ্গামার ঘটনা ঘটে। এই ঘটনার ধারাবাহিকতায় সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের পূর্ব নির্ধারিত হরতালের দিন ২৬ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ব্যাপক হাঙ্গামা হয়। এই খবর পরদিন ২৭ নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'থমথমে পরিস্থিতি : সিন্ডিকেটের সভা ॥ ভার্সিটিতে আবার গোলাগুলী : একজন নিহত : আহত ৭'। এই খবরে লেখা হয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গতকালও (২৬শে নভেম্বর) প্রচন্ড গোলাগুলী হয়েছে। গুলীতে নিমাই (১৮) নামে একজন যুবক নিহত হয়েছেন এবং আহত হয়েছেন আরও সাতজন। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য অভিযোগ করেছে যে গাড়ির আরোহী সশস্ত্র যুবকরা ছিল জতীয়তাবাদী ছাত্রদলের 'নীরু-অভি' গ্রুপের সমর্থক।[১৭০]

১৯৯০ সালের ২৬ নভেম্বরেই সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য সরকার পতনের লক্ষ্যে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করে। ২৭ নভেম্বর সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের কর্মসূচি ঘোষণা'। এতে লেখা হয়:

Dhaka University Institutional Repository

সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পয়লা ডিসেম্বর থেকে সপ্তাহব্যাপী আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। কর্মসূচিতে রয়েছে দেশব্যাপী বিক্ষোভ প্রদর্শন, ঘেরাও, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-বাসাবাড়ি ও যানবাহনে কালো পতাকা উত্তোলন, ঢাকায় শহীদ পরিবারের সমাবেশ।[৭১]

অন্যদিকে ১৯৯০ সালের ২৭ নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত তিন রাজনৈতিক জোটের এক বিবৃতিতে ১০ থেকে ১২ ডিসেম্বর ৭২ ঘণ্টার পূর্বনির্ধারিত অবরোধ কর্মসূচির মাধ্যমে সরকারের পদত্যাগ ত্বরান্বিত করার আহ্বান জানানো হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'তিন জোটের যুক্ত বিবৃতি : অবরোধসহ ৭২ ঘণ্টার কর্মসূচি সফল করার আহ্বান'। এই খবরে লেখা হয়:

গতকাল ২৬ নভেম্বর সিপিবি কার্যালয়ে তিন জোটের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের বৈঠকে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া আগামী ১০ হইতে ১২ ডিসেম্বর সারা দেশে ৭২ ঘণ্টার সর্বাত্মক অবরোধসহ সকল কর্মসূচি সফল করিয়া তোলার মাধ্যমে সরকারের পদত্যাগ ত্বরান্বিত করার আহ্বান জানানো হয়।[৭২]

১৯৯০ সালের ২৭ নভেম্বর বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলের আন্দোলন দমনের লক্ষ্যে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি আন্দোলন দমন করতে পরেননি। বরং তিনি আন্দোলনের মুখে ১৯৯০ সালের ৫ ডিসেম্বর পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

১৯৯০ সালের ২৭ নভেম্বর জরুরী অবস্থা ঘোষণার মাধ্যমে সংবাদপত্রে আন্দোলনের খবর প্রকাশের উপর সেন্সরশীপ আরোপ করা হয়। এর প্রতিবাদে সাংবাদিকরা হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের পদত্যাগ না করা পর্যন্ত অবিরাম ধর্মঘট শুরু করেন।[৭৩] ধর্মঘটের ফলে ২৮ নভেম্বর থেকে সংবাদপত্রের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। একটানা আটদিন দেশে কোনো পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। গণঅভ্যুত্থানে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের পদত্যাগের পর ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর পুনরায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়।

সম্পাদকীয়:

এরশাদ বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে বেশ কিছু সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। নিয়মিত কলামেও স্থান পেয়েছে বিষয়টি। হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ তার শাসনকে বেসামরিকীকরণের লক্ষ্যে দুইটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং একবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আয়োজন করেন। এই নির্বাচনগুলো আয়োজন করতে গিয়ে এরশাদ নিরপেক্ষতার প্রশ্নে বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলের আন্দোলনের মুখে পড়েন। তবে শেষ পর্যন্ত নির্বাচন আয়োজনে সফল হন। ১৯৮৩ সালে তিনি প্রথম নির্বাচনের আয়োজনের প্রচেষ্টা চালান। ১৯৮৩ সালের ১৪ নভেম্বর জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে এরশাদ ১৯৮৪ সালের ২৪ মে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং একই বছর ২৫ নভেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। তার এই নির্বাচন করার প্রচেষ্টা সম্পর্কে ১৯৮৩ সালের ১৬ নভেম্বর একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। শিরোনাম ছিল: 'নির্বাচনী সময়সূচি'। এতে লেখা হয়:

আমরা বিশ্বাস করি গণতন্ত্রে উত্তরণের বর্তমান প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণভাবে এবং অবাধে অগ্রসর হবে। যথাসময়ে প্রেসিডেন্ট ও সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে এবং দেশে প্রতিনিধিত্বশীল সরকার পুনরায় কায়েম হবে।[৭৪]

১৯৮৪ সালের শুরুতে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলের আন্দোলন প্রশমনের লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ শুরু করেন। তবে প্রধান রাজনৈতিক জোট ও দলগুলোর সঙ্গে কোন সংলাপ না করে বরং তিনি অখ্যাত ৫২টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপ করেন। পরে তিনি ১৯৮৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে ২৭ মে একই দিন জাতীয় সংসদ ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঘোষণা দেন। এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৪ সালের ২ মার্চ দৈনিক বাংলা একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'নির্বাচনের নয়া সময়সূচি'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

আমরা মনে করি, রাজনীতি ক্ষেত্রে মত ও পথের ব্যবধান যত ব্যাপকই হোক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে তা অবশ্যই দূর করা এবং এইভাবে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ক্রিয়াকে মসৃণ করে তোলা অবশ্যই সম্ভব।[৭৫]

পরে ১৫ ও ৭ দলীয় জোট ও জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গেও হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের রাজনৈতিক সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত সংলাপের পর ১৯৮৪ সালের ১২ মে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে পুনরায় ঘোষণা করেন ঐ বছরের শীতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। পরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে। এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৪ সালের ১৪ মে দৈনিক বাংলা একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'প্রেসিডেন্টের ঘোষণা'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

জাতীয় সংকট সমাধানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দলের অধিকাংশ দাবী-দাওয়া মেনে নেয়া হয়েছে। গোটা প্রক্রিয়ায় সরকার আন্তরিকতা ও সমঝোতামূলক মনোভাবের এক অনন্য নজির স্থাপন করেছেন। বিরোধী পক্ষও শান্তিপূর্ণ উপায়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের আগ্রহের এবং গঠনমূলক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সরকারের সদিচ্ছার পর্যাপ্ত প্রতিফলন রয়েছে প্রেসিডেন্টের ভাষণে।[৭৬]

এই প্রসঙ্গে দৈনিক ইত্তেফাকও ১৯৮৪ সালের ২১ মে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'জেনারেল এরশাদের ভাষণ প্রসঙ্গে'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

আমরা বিশ্বাস করি, নিয়মতান্ত্রিক ধারার রাজনীতি এবং গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতির উত্তরণ যাহাদের কাম্য তাহারা গণতন্ত্রের স্বার্থেই নির্বাচনের পথকে অধিকার ও দাবী আদায়ের বৃহত্তর সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত শ্রেয়জ্ঞান করিতে প্রস্তুত হন। গণতন্ত্রের উত্তরণ প্রক্রিয়া চালু ও বাস্তবায়িত-উজ্জীবিত হউক, ইহাই আমরা প্রত্যাশা করিব। ক্ষমতার অপপ্রয়োগ বন্ধ এবং নাগরিক অধিকার রক্ষার পরিবেশ সৃষ্টিতে একান্তভাবে সহায়ক হইবে, –এই বিবেচনা

Dhaka University Institutional Repository

সামনে রাখিয়া প্রেসিডেন্টের ঘোষণানুযায়ী কালবিলম্ব না করিয়াই স্থগিত সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারায় পুনরুজ্জীবন ঘটাইয়া হাইকোর্টের রীট এখতিয়ার পুনর্বহাল করা বাঞ্ছনীয়।[১৭৭]

১৯৮৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে এরশাদ তৃতীয় বারের মত নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের এই ঘোষণার ধারাবাহিকতায় নির্বাচন কমিশন ৬ এপ্রিল জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান সংক্রান্ত তফসিল ঘোষণা করে ১৯৮৫ সালের ১৫ জানুয়ারি। পরে ১৭ জানুয়ারি এই বিষয়ে এক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। শিরোনাম ছিল: 'গণতন্ত্রে উত্তরণের সময়সূচি'। এতে লেখা হয়:

আমরা মনে করি আগামী এপ্রিল মাসে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রশ্নে সরকারের আন্তরিকতা সম্পর্কে এরপর কোন সংশয় থাকা উচিত নয়। এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হলে দেশে গণতন্ত্র ফিরে আসবে না। সামরিক আইন অব্যাহতই থাকবে। আমরা তাই সংশ্লিষ্ট সকলকে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং গণতন্ত্রে উত্তরণের এই প্রক্রিয়াকে সফল করে তুলতে অনুরোধ করছি।[১৭৮]

বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলের আন্দোলনের মুখে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রচেষ্টার পাশাপাশি নানা ধরনের আপোস উদ্যোগও নেন। ১৯৮৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশে ভাষণে তিনি বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলগুলোর প্রতি এক আপোস ফর্মূলা হিসেবে পাঁচ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার পরিপ্রক্ষিতে ১৯৮৪ সালের ১৮ ডিসেম্বর একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। শিরোনাম ছিল: 'আমাদের সবার দায়িত্ব'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবারের বিজয় দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান মসৃণ করা এবং নির্বাচনে সকল দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার স্বার্থে পাঁচ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। দেশের বাস্তব পরিস্থিতিতে এসব পদক্ষেপ নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি এবং সকল রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনে অংশ নিতে সম্মত করতে সহায়ক হবে বলে আমরা আশা করি।[১৭৯]

১৯৮৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর এরশাদের ঘোষিত আপোস ফর্মূলা অনুযায়ী ৩১ ডিসেম্বর জেলা ও উপ-আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকের পদ ও দফতর বিলুপ্ত করা হয়। বিশেষ সামরিক আইন ট্রাইব্যুনালগুলোও তুলে দেয়া হয়। এই খবর ১৯৮৫ সালের ১ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। পরদিন ২ জানুয়ারি এই বিষয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। শিরোনাম ছিল: 'গণতন্ত্রে উত্তরণের পথে'। এতে লেখা হয়:

গণতন্ত্রে উত্তরণের প্রশ্নে সরকার যে আন্তরিক এবং সংকল্পবদ্ধ প্রেসিডেন্ট এরশাদের ঘোষণা এবং সে অনুযায়ী গৃহীত পদক্ষেপই তার উজ্জ্বল প্রমাণ। দেশবাসীও আজ এই আস্থা ও বিশ্বাসের অধিকারী হয়েছেন যে প্রেসিডেন্ট এরশাদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই পটভূমিতে যে প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই উঠেছে তাহল দেশের বিরোধী দলগুলো এখন কি পদক্ষেপ নেবেন। এই ব্যাপারে বিরোধী দলগুলো ইতিবাচক পদক্ষেপ নেবেন, এটাই দেশবাসীর আশা।[১৮০]

১৯৮৫ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ তৃতীয় বারের মত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি দানের ঘোষণা দেন এবং ঘোষণা অনুযায়ী ১ অক্টোবর থেকে ঘরোয়া রাজনীতি চালু হয়। ১৭ সেপ্টেম্বরে ঘরোয়া রাজনীতির ঘোষণা প্রদানের পর ১৯ সেপ্টেম্বর এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। শিরোনাম ছিল: 'ঘরোয়া রাজনীতি'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

আমরা সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে গণতন্ত্রে উত্তরণের লক্ষ্য পূরণে আন্তরিক ভূমিকা রাখতে আহ্বান জানাচ্ছি। দেশবাসী আশা করে অর্থনৈতিক জীবন প্রবাহের ধারা নির্বিঘ্ন রেখে রাজনৈতিক দলগুলো পারস্পরিক সহনশীলতা ও শৃঙ্খলার মনোভাব প্রদর্শন করে দেশে খোলা রাজনীতি ও সাধারণ নির্বাচনের পরিবেশ গড়ে তুলবেন।[১৮১]

১৯৮৫ সালের ১ অক্টোবর ঘরোয়া রাজনীতি চালু হওয়ার দিন আবার এই প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। শিরোনাম ছিল: 'ঘরোয়া রাজনীতি'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য কেবল মাত্র সরকারের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব নয়– বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোসহ গোটা জাতিকেই এই প্রক্রিয়া সফল করতে এগিয়ে আসতে হবে। আমরা মনে করি, অসহিষ্ণুতা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব আমাদের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রাকে বারবার ব্যাহত করেছে। গণতন্ত্র শুধু শ্লোগান নয়, গণতন্ত্র আচরণবিধিও বটে। বহুদলীয় গণতন্ত্র যেমন সবার কথা বলার অধিকার নিশ্চিত করে তেমনি সবার কথা শোনারও অধিকার দেয়। এর আগেও দেশে ঘরোয়া ও খোলা রাজনীতি চালু হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারিনি।[১৮২]

১৯৮৫ সালের ১৫ ডিসেম্বর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ঘোষণা করেন যে ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে পুনরায় প্রকাশ্য রাজনীতি চালু হবে। ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি প্রকাশ্য রাজনীতি চালু হওয়ার পর ৩ জানুয়ারি এই বিষয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। শিরোনাম ছিল: 'রাজনীতির ধারা'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

দেশে গণতন্ত্রে উত্তরণের যে নবতর প্রক্রিয়া বুধবার থেকে শুরু হয়েছে, তার সাফল্যের জন্য প্রয়োজন ব্যাপকভিত্তিক জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা। দেশে প্রতিটি রাজনৈতিক দলই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। সে আগ্রহ রাজনৈতিক তৎপরতার মধ্যে প্রতিফলিত করা প্রয়োজন।[১৮৩]

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলের সঙ্গে আপোসের জন্য আরেকটি ফর্মূলা তুলে ধরেন ১৯৮৭ সালের ২৮ নভেম্বর জাতির উদ্দেশে দেয়া এক ভাষণে। এই ভাষণে তিনি বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলের কাছে চারটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাব দেয়ার পর ৩০ নভেম্বর এই প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। শিরোনাম ছিল: 'আলোচনার আহ্বান'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

Dhaka University Institutional Repository

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, নির্বাচনের মাধ্যমেই জনমত যথার্থভাবে প্রতিফলিত হতে পারে এবং জাতীয় সংসদে জনমতকে সার্বভৌমিক ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া যেতে পারে। প্রেসিডেন্ট তার ঘোষণায় নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানেরও সুস্পষ্ট ফর্মূলা প্রদান করেছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে একথা নিশ্চয়ই আশা করা যায় যে, যাবতীয় রাজনৈতিক প্রশ্নের মীমাংসায় আলোচনার পথই অনুসৃত হবে। আমরাও আলোচনা ও সমঝোতার পথের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে চাই। কারণ আমরা মনে করি, শান্তিপূর্ণ পন্থায়ই দেশের সর্বাধিক মঙ্গল সাধিত হতে পারে।[১৮৪]

১৯৮৭ সালের ১১ ডিসেম্বর তিন রাজনৈতিক জোটের লিয়াজোঁ কমিটি সরকার তথা হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সঙ্গে কোন ধরনের আলোচনা বা মত বিনিময় না করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৮ ডিসেম্বর একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। শিরোনাম ছিল: 'সময়ের দাবী'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

দেশ আর জাতির ভবিষ্যৎ কোন অবস্থায়ই খেয়ালখুশীর বিষয় হতে পারে না। যদি কখনো হয়, তারও পরিণাম বিপর্যয় এমন নজিরও আমাদের ইতিহাসেই আছে। সমঝোতা, সহনশীলতা আর আলোচনার মাঝেই কেবল মতের সমন্বয় সম্ভব। আমরা এই ক্ষুদ্র চাহিদা পূরণের প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।[১৮৫]

এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে সরকার ও বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলের করণীয় সম্পর্কে বেশ কিছু পরামর্শ ও সুপারিশ তুলে ধরা হয় গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয়তে। ১৯৮৪ সালের ২২ মার্চ সংবাদে এই ধরনের একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এই সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল: 'সরকারের সঙ্গে বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দল সমূহের আলাপ-আলোচনার আবশ্যকতা প্রসঙ্গ'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

জনগণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে, বিরোধী দলের দাবীও তাই। সরকারও গণতন্ত্রের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন বলে দাবী করছেন। সুতরাং একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণের পক্ষে কোথাও দ্বিমত নেই। শুধু প্রয়োজন এই ব্যাপারে সরকার ও বিরোধী দলগুলোর মধ্যে একটা সুষ্ঠু ও সম্মত প্রক্রিয়া নির্ধারণ। রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে সরকার এবং বিরোধী দলগুলো একটা উপায় খুঁজে বের করবেন দেশবাসী এই প্রত্যাশা করে।[১৮৬]

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ এবং বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দল সমূহের মধ্যে রাজনৈতিক সংলাপ শুরু হয় ১৯৮৪ সালের ৯ এপ্রিল। এর প্রাক্কালে ৮ এপ্রিল এই প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ। শিরোনাম ছিল: 'গণতন্ত্রে উত্তরণের ধাপগুলো'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ প্রসঙ্গে অর্থাৎ বর্তমান অবস্থা থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণের প্রক্রিয়া নিয়ে সরকার ও বিরোধী ২২ দলের দুটো জোটের মধ্যে মতভেদ নিরসনের প্রয়োজনীয়তা সবাই স্বীকার করে নিয়েছেন। উভয়পক্ষের গ্রহণযোগ্য একটা ব্যবস্থার জন্যই সংলাপের প্রয়োজনও সর্বজনস্বীকৃত। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে দ্বিমত নেই। শুধু পথ খোঁজা নিয়ে জট পাকানো চলছে, এই অবস্থাটাকে উত্তাপ দিয়ে জীইয়ে রাখা কল্যাণকর হতে পারে না দেশের পক্ষে। এই উপলব্ধিটা দু'দিকে ক্রমেই প্রবল হচ্ছে।[১৮৭]

বিরোধী দুই রাজনৈতিক জোটের আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ১৯৮৪ সালের ৮ ডিসেম্বর নির্ধারিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২৭ অক্টোবর সরকার স্থগিত ঘোষণা করে। এই প্রেক্ষাপটে দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৮৪ সালের ৬ নভেম্বর একটি উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। লিখেছিলেন দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি মইনুল হোসেন। শিরোনাম ছিল: 'রাজনীতিকে নির্বাচনমুখী করিতে হইবে'। এই উপ-সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্র তৈরীর কাজে সরকার অনেক পথ আগাইয়া আসিয়াছে। নানারূপ উত্তাপ-উত্তেজনা এবং হতাশার মধ্যেও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ মোটামুটিভাবে যথেষ্ট সংযম ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জনদলের মোহমুক্ত হইয়া বর্তমান সামরিক সরকার নির্দলীয় রূপ পরিগ্রহ করিলেই শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পথে তেমন একটা অসুবিধা থাকিবে না।[১৮৮]

বিরোধী রাজনৈতিক জোটের নেতৃত্ব এবং সরকার পক্ষের অর্থহীন নির্বাচন করার প্রচেষ্টা সম্পর্কে আরো একটি উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক ১৯৮৪ সালের ১৩ ডিসেম্বর। এটি লিখেছিলেন দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি মইনুল হোসেন। শিরোনাম ছিল: 'গণতন্ত্রের সংগ্রাম অপরাজেয়'। এই উপ-সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

সেই অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবিশেষের আশ্বাসই যথেষ্ট নয়। এই জন্য ব্যবস্থাগত কি গ্যারান্টি থাকিতেছে তাহা দেখা দরকার। এই লক্ষ্যে সরকার কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন তাহার উপরই নির্ভর করিতেছে রাজনীতি নির্বাচনমুখী হওয়া না হওয়া। বিরোধী মহলও অবাধ-নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাগত গ্যারান্টি না পাওয়া পর্যন্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত লইতে পারিতেছেন না।[১৮৯]

১৯৮৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ১৯৮৫ সালের এপ্রিলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা দেন এবং পাঁচ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এই প্রেক্ষাপট নিয়ে ১৯৮৪ সালের ২৭ ডিসেম্বর একটি উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এটি লিখেছিলেন দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি মইনুল হোসেন। শিরোনাম ছিল: 'সরকার দল নিরপেক্ষ থাকুন : জনগণ নির্বাচন চায়'। এই উপ-সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

১৫ই ডিসেম্বরের ঘোষণায় প্রেসিডেন্ট এরশাদ সামরিক শাসনের পর্যায়ক্রমিক অবসান, সরকারকে নির্দলীয় করিবার জন্য জনদলীয় মন্ত্রীপরিষদ বাতিল এবং সীমিত মৌলিক অধিকার ও হাইকোর্টের রীট এখতিয়ার পুনঃপ্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করেন। উল্লেখ্য যে, কোন জোটই নির্বাচন নিরপেক্ষ করার লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহকে সরাসরি নাকচ করিয়া দেয় নাই। কিন্তু সরকারের নিরপেক্ষতা এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আন্তরিকতা সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হইল তখনই যখন প্রেসিডেন্ট এরশাদ এই ঘোষণার একদিন পর পূর্বের ন্যায় জনদলকে তাহার নিজের দল বলিয়া আখ্যায়িত করিলেন।[১৯০]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি সরকারী দল হিসেবে জাতীয় পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরু থেকেই এই দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার কারণে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন আরো প্রশ্ন সাপেক্ষ হয়ে উঠে। এই প্রসঙ্গে একটি উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৮৬ সালের ১৭ মার্চ। এটি লিখেছিলেন দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি মইনুল হোসেন। শিরোনাম ছিল: 'সমস্যাটি আসলে জটিল নয়'। এই উপ-সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

সহজ কথা হইল বর্তমান সামরিক শাসন জাতীয় পার্টির সঙ্গে যুক্ত হইবার কারণে নিরপেক্ষ চরিত্র হারাইয়া ফেলিয়াছে। এই নিরপেক্ষতা নষ্ট হইবার ফলেই সৃষ্টি হইয়াছে যতো সমস্যা। তাই সমস্যার সমাধান খুঁজিতে হইলে উৎস মুখে যাইতে হইবে। জাতীয় পার্টির সঙ্গে সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষ সম্পর্ক ছিন্ন করিলে নির্বাচনের পথে অন্য কিছু বাঁধা হইয়া দাঁড়াইতে পারে বলিয়া আমি মনে করি না।[১১]

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের জাতীয় পার্টিতে যোগদান এবং জাতীয় পার্টির প্রার্থী হিসেবে তার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর নির্বাচন বিষয়ে একটি উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৮৬ সালের ১৮ ডিসেম্বর। লিখেছিলেন দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি মইনুল হোসেন। শিরোনাম ছিল: 'দুইটি লক্ষ্যকে সামনে রাখিয়া'। এই উপ-সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

শাসনতন্ত্রের মারপ্যাঁচ এবং নির্বাচনী কারচুপির ভিসাস সার্কেলের অশুভ পরিণতির হাত হইতে দেশকে বাঁচাইতে হইলে দলের সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট নয়, দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে একটি জাতীয় ফোরাম গঠন ছাড়া অন্য কোন পথ আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না। এই ফোরাম বা মুভমেন্টে জাতীয়ভিত্তিক ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন জ্ঞানী-গুণী, আইনজীবী, শিক্ষক, ডাক্তার, বুদ্ধিজীবী সকলেই থাকিতে পারেন। যাহারা রাজনীতির ডামাডোল হইতে দূরে থাকিতে চান বা রাজনীতিবিদ নন, অথচ দেশের প্রয়োজনে দায়িত্ব ও ভূমিকা পালনে প্রস্তুত আছেন তাহারা সহজেই এই প্রচেষ্টায় সামিল হইতে পারিবেন। মোট কথা, গণতন্ত্রের স্বার্থে দলীয় রাজনীতির পথ প্রশস্ত করার জন্য জাতীয় কেয়ারটেকার সরকার।[১২]

বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলের উপর সরকারী দমন-পীড়নের বিষয়ে বেশ কিছু সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায়। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে বিরোধী রাজনৈতিক জোট সমূহ ১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি পালন করে। এই অবরোধ কর্মসূচি চলাকালে পুলিশী নির্যাতন ও পুলিশের গুলীতে নিহত হওয়ার প্রতিবাদে পরে হরতাল কর্মসূচি পালিত হয়। বিরোধী জোট সমূহের আন্দোলনকে দমন করার লক্ষ্যে প্রেসনোটে নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত দেখলে সঙ্গে সঙ্গে গুলী করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেয়া হয়। এই প্রসঙ্গে ১৫ নভেম্বর একটি উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক। এটি লিখেছিলেন দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি মইনুল হোসেন। শিরোনাম ছিল: 'সমস্যার যেখানে সহজ সমাধান রহিয়াছে'। এই উপ-সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

মানুষ মারার এমন ঢালাও লাইসেন্স প্রদানের ভয়াবহ সরকারী নির্দেশ যে আইনের শাসন ও ন্যায় বিচারের সম্পূর্ণ পরিপন্থী তাহা হয়তো কেহ ভাবিয়া দেখার প্রয়োজনও বোধ করেন নাই। নাকি, সরকার প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন যে, জনগণের ভোটের দাবী যাহা যেকোন মূল্যে প্রতিহত করিতে হইবে- শাসনতন্ত্র বা আইন-কানুনের তোয়াক্কা করিয়া লাভ নাই।[১৩]

সংবাদও এই প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৮৭ সলের ১৬ নভেম্বর। শিরোনাম ছিল: 'দেখামাত্র গুলীর নির্দেশ'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

গত প্রায় সপ্তাহকাল যাবৎ ঢাকা ও অন্যত্র যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তার মূলে রয়েছে রাজনৈতিক সমস্যা এবং কেবলমাত্র রাজনৈতিকভাবেই এর সমাধান করা সম্ভব। সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে যেমন সভা-সমাবেশ ঠেকানো যায়নি বরং উত্তেজনা বৃদ্ধি ও পরিবেশ উত্তপ্ততর হয়েছে, তেমনি দেখামাত্র গুলী করার নির্দেশ খোদা নাখাস্তা কার্যকরী করতে গেলে পরিস্থিতিকে আরও গুরুতর অবনতির দিকেই ঠেলে দেয়া হবে মাত্র। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কোন মানুষ নিশ্চয়ই তা কামনা করবেন না।[১৪]

এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সফলতার জন্য রাজনৈতিক জোট সমূহের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বেশ কিছু সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে। ১৯৮৫ সালের ২৩ ডিসেম্বর এই ধরনের একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় সংবাদে। শিরোনাম ছিল: 'গণতন্ত্রের জন্যে চাই ঐক্য'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

একথা সত্য যে, ১৫ ও ৭ দলীয় জোটের মধ্যে বিভিন্ন প্রশ্নে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্য ১৫ দল ও ৭ দলীয় জোটের অঙ্গদলগুলোর মধ্যেও রয়েছে। কিন্তু এসব কর্মসূচিগত পার্থক্য সত্ত্বেও গণতন্ত্র ও অবাধ নির্বাচনের বৃহত্তর লক্ষ্য সামনে রেখে ঐক্য গড়ে তোলা যে প্রয়োজন ও সম্ভব তার প্রমাণ তো গত দু'তিন বছরের আন্দোলনের ইতিহাসেই রয়েছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সফলতার স্বার্থে এই দুটি জোটকে অভিন্ন বক্তব্য নিয়ে আলাদা নয় একই মঞ্চে দাঁড়ানো দরকার।[১৫]

১৯৮৬ সালের শুরুতে এই ধরনের আরও দুটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ। প্রথমটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালের ২৩ জানুয়ারি। শিরোনাম ছিল: 'আন্দোলনের ঐক্য'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

দুই জোটের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও সমঝোতার কাঠামোটিকে জোরদার করা প্রয়োজন। প্রয়োজন ১৫ ও ৭ দলীয় জোটের লিয়াজোঁ ব্যবস্থাকে আরও সক্রিয় ও কার্যকর করে তোলা। যুগপৎ আন্দোলনের ধারাটিকে আরও বলিষ্ঠ ও বেগবান করে তোলা। বিশেষ করে হরতাল, ধর্মঘট প্রভৃতি যেসব কর্মসূচিতে ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণের প্রশ্ন রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যুগপৎ ঘোষণাই বাঞ্ছনীয়।[১৬]

দ্বিতীয় সম্পাদকীয়টি প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালের ২৪ ফেরুয়ারি। শিরোনাম ছিল: 'গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঐক্যের স্বার্থে'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

Dhaka University Institutional Repository

দু'টি জোটের মধ্যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকতে পারে, সেটা অস্বাভাবিকও নয়। কিন্তু মূল লক্ষ্য অর্জনের জন্য পার্থক্যটাকে বড় করে দেখা নয়, যেটুকু মিল আছে তার ওপর ভিত্তি করেই এগিয়ে যাওয়া উচিত। গণতন্ত্রের সংগ্রাম শুধু রাজনৈতিক দল বা জোটের ব্যাপার নয়, দেশ ও জনসাধারণের ভাগ্য এর সাথে জড়িত। কাজেই দলীয় বা জোটের স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে উভয় জোট তাদের কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতি স্থির করবেন এটা প্রত্যাশিত। উভয় জোটের কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতিকে কী করে আবারও অভিন্ন খাতে ও যুগপৎ ধারায় প্রবাহিত করা যায় সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য লিয়াজোঁ কমিটির ওপর সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছেড়ে না দিয়ে ১৫ ও ৭ দলের শীর্ষ স্থানীয় নেতারা সরাসরি আলোচনায় বসুন। এই ব্যাপারে দ্বিধা বা কুণ্ঠার কোন অবকাশ নেই।[১৯৭]

১৯৮৬ সালের ৭ মে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনে পনের দলীয় জোট ও জামায়াতে ইসলামী অংশ নেয়। ১৯৮৬ সালের ২২ মার্চ সংবাদপত্রে পনের দলীয় জোট ও জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্তের খবর প্রকাশিত হয়। পনের দলীয় জোটের নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষাপটে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা ও সংবাদ। ১৯৮৬ সালের ২৯ মার্চ দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'গণতন্ত্রের পথে'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

আগামী ৭ই মে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ। প্রেসিডেন্ট এরশাদের নেতৃত্বে দেশ এখন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। প্রেসিডেন্ট এরশাদ বহুবার বলেছেন দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে নির্বাচন ছাড়া পথ নেই এবং বিরোধী দলকে যুক্তিসঙ্গত সুযোগ-সুবিধা দিতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত নন। বিরোধী দলগুলো যে শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের অনিবার্যতা উপলব্ধি করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে শরিক হয়েছেন সেজন্যে সাধুবাদ তাদের অবশ্যই প্রাপ্য।[১৯৮]

সংবাদে সম্পাদকীয়টি প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালের ২৬ এপ্রিল। শিরোনাম ছিল: 'আসন্ন নির্বাচন ও নিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতি'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

জাতীয় সংসদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিয়ে বিরোধী দলসমূহের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। ফলে নির্বাচন নিয়ে কিছু কিছু বিভ্রান্তি বিরাজ করছে। মতভেদের কারণ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে কিনা। আসন্ন নির্বাচন যদি সত্যিকার অর্থে নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠান করা না যায়, তাহলে এতে নির্বাচনের ফলাফলের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠবে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনসাধারণের আস্থা নষ্ট হবে যা পরিণামে কেবল দেশে অশান্তিই বাড়াবে।[১৯৯]

ক্ষমতা দখলের পাঁচ বছরপূর্তি উপলক্ষে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সরকারের কর্মকান্ডের মূল্যায়ন করে বেশ ক'টি সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায়। ১৯৮৭ সালের ২৪ মার্চ এই ধরনের একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। শিরোনাম ছিল: 'পাঁচ বছরের সাফল্য'। এতে লেখা হয়:

একটি দেশের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যে পাঁচ বছর খুবই কম সময়। তবু এই সময়ের মধ্যে যে আশার সঞ্চার হয়েছে, যে অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠেছে আর একই সঙ্গে সাধিত হয়েছে যে অভিজ্ঞতারাশি, আমরা আশা করবো তার পূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের সামনের দিনগুলো সাফল্যের আলোয় উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে। সাফল্যের এই পাঁচ বছরের জন্যে প্রেসিডেন্ট এরশাদ ও তার সরকারকে অভিনন্দন জানাই।[২০০]

১৯৮৭ সালের ২৫ মার্চ সংবাদের ধারাবাহিক নিয়মিত কলাম 'হালচাল'এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়। 'দর্শক' ছদ্মনামে লেখা এই কলামে বলা হয়:

বর্তমান সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পাঁচ বছর পূর্ণ হলো। বাংলাদেশের অস্থির রাজনীতিতে পাঁচ বছর বড় কম সময় নয়। এই কালপর্বকে আমরা কীভাবে বিচার করবো? রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সূচনা, যা সরকার দাবী করছেন? না সামরিক শাসকদের নিজ ক্ষমতা অটুট রেখে বেসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার পরীক্ষা-নিরীক্ষার আরেকটি পর্যায়? এই পাঁচ বছরকালকে রাজনীতিকরা নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্নভাবে মূল্যায়ণ করছেন। যে কোন শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা চূড়ান্ত বিচারে নির্ভর করে জনসাধারণের সম্মতি ও সম্পৃক্ততা তথা গ্রহণ করা না করার উপর।[২০১]

১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনের উদ্যোগ ও গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নে একটি উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ ১৯৮৮ সালের ২৩ জানুয়ারি। শিরোনাম ছিল: 'এ সংকটের শেষ কোথায়?' দর্শক ছদ্মনামে লেখা উপ–সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

জনগণের ম্যান্ডেটবিহীন ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার জন্য কেবল একের পর এক অর্থহীন নির্বাচন অনুষ্ঠান করে গেলে গণতন্ত্র বা স্থিতিশীলতা কোনটাই আসবে না। রাজনৈতিক সংকট দিনদিন আরও ঘনীভূতই হতে থাকবে যার চড়া মূল্য শেষ পর্যন্ত দিতে হবে দেশ ও জাতিকেই।[২০২]

১৯৮৮ সালের শুরুতে বিভিন্ন পেশাজীবীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এরশাদ বিরোধী চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনে রাজনৈতিক জোট ও দলসমূহের প্রতি সমর্থন জানায়। ১৯৮৮ সালের ২৭ জানুয়ারি সংবাদের নিয়মিত কলাম 'হালচাল'এ এই বিষয়টি স্থান পায়। 'দর্শক' ছদ্মনামে লেখা এই কলামে লেখা হয়:

জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্রান্তিলগ্নে, যথা ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতিতে বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীরা বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন। সেগুলো কোন দল বা গোষ্ঠী বিশেষের আন্দোলন ছিল না। এবারের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনও যে সঙ্কীর্ণ অর্থে 'রাজনীতি'র গন্ডি ছাড়িয়ে জাতীয় গণআন্দোলনের রূপ নিয়েছে, বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীদের নিরপেক্ষতার নির্মোক ছেড়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ তারই একটা অভ্রান্ত লক্ষণ।[২০৩]

১৯৮৮ সালের ৭ জুন ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম করে জাতীয় সংসদে একটি বিল পাশ হয়। এর আগে ১১ মে এই বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হয়। এই বিল উত্থাপনের পর এই প্রসঙ্গে উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক ১৯৮৮ সালের ২৫ মে।

Dhaka University Institutional Repository

লিখেছিলেন দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি মইনুল হোসেন। শিরোনাম ছিল: 'দেশের সমস্যা ধর্ম নয়'। এই উপ-সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

ধর্মের নামে রাজনৈতিক ভাওতাবাজি এদেশের মানুষ কখনই ক্ষমার চোখে দেখে নাই। দেশ জনগণের; তাই সরকারকে অবশ্যই জনসমর্থনের ভিত্তিতে দেশ শাসনের এবং শাসনতন্ত্র সংশোধনের বৈধতা অর্জন করিতে হইবে। এদেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ। দেশের সমস্যা ধর্ম নয়। রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত না হইলে নীতিহীন, ধর্মহীনদের দৌরাত্ম্য বাড়িয়াই চলিবে। সকল দেশপ্রেমিককে আজ এই সত্য উপলব্ধি করিতে হইবে।[২০৪]

১৯৮৮ সালের মাঝামাঝি আট ও সাত দলীয় জোটের পরস্পর বিরোধী বক্তব্যকে কেন্দ্র করে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়ে। আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠে। এই প্রেক্ষাপট নিয়ে দৈনিক ইত্তেফাকে 'স্থান কাল পাত্র' শীর্ষক নিয়মিত কলামে কিছু মন্তব্য তুলে ধরা হয় ১৯৮৮ সালের ৪ জুন। 'লুব্ধক' ছদ্মনামে এই কলামে লেখা হয়:

জনমনে, আপাতঃ দৃষ্টিতে হলেও এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, বিরোধী দল ও জোট সমূহের এতদিনের আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। জনগণের এই ধারণার আরো কারণ বিদ্যমান। কেননা, রাজনীতিতে সাম্প্রতিককালে বিরোধী দল ও জোট সমূহের সরকার বিরোধী আন্দোলন জনগণের যতটা দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, তার চেয়েও তাদের দৃষ্টি ও মনোযোগ বেশি আকর্ষণ করছে বিরোধী দল ও জোটসমূহের পরস্পর কাদা ছোঁড়াছুড়ি এবং একের বিরুদ্ধে অপরের বিষোদগার। এক কথায়, দেশের গণতন্ত্রে উত্তরণের রাজনীতি যত স্বল্পকালের জন্যই হোক না কেন, একটা হতাশাব্যঞ্জক অবস্থায় নিপতিত হয়েছে।[২০৫]

এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের এই পরিস্থিতিতে আন্দোলনের সাফল্য ও ব্যর্থতা বিষয়ে সংবাদ দেশের রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মতামত প্রকাশের উদ্যোগ নেয়। 'মুক্ত আলোচনা' শিরোনামে এই মতামতগুলো প্রকাশিত হয়। 'মুক্ত আলোচনা' সংক্রান্ত ঘোষণা সংবাদে প্রকাশিত হয়, ১৯৮৮ সালের ৮ মে এবং ঐদিন থেকেই এই সংক্রান্ত লেখাগুলো প্রকাশিত হতে শুরু করে। এই ঘোষণায় বলা হয়:

দল মত নির্বিশেষে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এই আলোচনায় অংশগ্রহণে। মতামত হবে লেখকের নিজস্ব, 'সংবাদ'-এর কোন পক্ষপাত বা দায়-দায়িত্ব থাকবে না। রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, চিন্তাশীল সাধারণ নাগরিক সবার অংশগ্রহণে সফল হোক আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।[২০৬]

১৯৮৮ সালের ৮ মে থেকে শুরু করে ২২ জুন পর্যন্ত সময়ে মোট ১২টি 'মুক্ত আলোচনা' প্রকাশিত হয়। এই সব আলোচনায় মূলত একটি বিষয় উঠে আসে। তা হলো: ব্যাপক জনসমর্থন সত্ত্বেও বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলসমূহ এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে সফল হতে পারেনি। আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ায় জনমনে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে।

১৯৯০ সালের মাঝামাঝি সময় আবার তিন রাজনৈতিক জোটের এরশাদ বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দল সমূহের করণীয় সম্পর্কে সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। ১৯৯০ সালের ৯ জুলাই এই ধরনের একটি উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ। শিরোনাম ছিল: 'হরতাল ও বিরোধী দলীয় ঐক্য'। এতে লেখা হয়:

একথা আজকে প্রায় সকলে স্বীকার করেন যে, দল, মত, কর্মসূচির বিভিন্নতা সত্ত্বেও দেশে একটি ন্যূনতম নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশের সকল গণতন্ত্রকামী শক্তির মধ্যে একটি সমঝোতা প্রতিষ্ঠা দরকার। বর্তমান অবস্থায় এটা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। এই সত্য, এই বাস্তবতা যত বেশি করে গ্রহণ করা সম্ভব হবে আন্দোলনকারী শক্তির জন্য তা হবে ততই শুভ।[২০৭]

১৯৯০ সালের ২৫ জুলাই এরশাদ জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ঘোষণা করেন। বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দল এবং চিকিৎসকদের সংগঠন বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন এই স্বাস্থ্যনীতির বিরোধিতা করে। এই সম্পর্কে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা ১৯৯০ সালের ২৭ জুলাই। শিরোনাম ছিল: 'জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি'। এতে লেখা হয়:

আমরা বিশ্বাস করি, নয়া স্বাস্থ্যনীতির রূপরেখা জানার পর সংশ্লিষ্ট সকল মহলেই তা অভিনন্দিত হবে। সফল হবে গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার স্বপ্ন। সব মিলিয়ে প্রস্তাবিত স্বাস্থ্যনীতিতে চিকিৎসক আর চিকিৎসার্থী উভয় পক্ষের চাহিদা ও প্রয়োজনের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থায় বহুকাম্য পরিবর্তন আনার নিশ্চিত উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। জাতীয় সংসদ এই নীতি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন বলেই আমরা আশা করছি। নয়া স্বাস্থ্যনীতি আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থায় নতুন যুগের সূত্রপাত ঘটাক।[২০৮]

১৯৯০ সালের নভেম্বরে এসে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। ১৯ নভেম্বর তিন রাজনৈতিক জোট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের পদত্যাগ প্রক্রিয়া কি হবে এবং কিভাবে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার গঠিত হবে সে সম্পর্কে একটি অভিন্ন রূপরেখা প্রকাশ করে। তবে তার আগে থেকে চলমান গণআন্দোলন গণভ্যুত্থানে পরিণত হওয়ার জল্পনা-কল্পনা চলতে থাকে। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক উপ-সম্পাদকীয়তেও এর প্রকাশ ঘটে। ১৯৯০ সলের ১২ নভেম্বর এই উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। লিখেছিলেন দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি মইনুল হোসেন। 'নিরপেক্ষ সরকারের বিকল্প নেই' শীর্ষক এই উপ-সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

অবাধ নির্বাচনের দাবীকে নিয়া গণঅভ্যুত্থান হইতে হইবে কেন? গণঅভ্যুত্থান একটি হালকা ব্যাপার নাকি? গণঅভ্যুত্থানের অর্থ আমাদের দেশের মানুষকেই রক্ত দিতে হইবে, আমাদেরকেই উদ্ভূত নৈরাজ্যের চরম মূল্য দিতে হইবে। বাহিরের কাহাকেও নয়। এই কথাটি আমাদের কাহারও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। তাহা ছাড়া এতদিনে রক্তপাত কি কম হইয়াছে?[২০৯]

১৯৯০ সালের ১৯ নভেম্বর সংবাদে প্রকাশিত একটি উপ-সম্পাদকীয়তেও গণঅভ্যুত্থানের জল্পনা-কল্পনার প্রকাশ ঘটে। 'বিরোধী দলের লক্ষ্য দ্রুত সাফল্য, সরকারের শক্ত নীতি' শীর্ষক এই উপ-সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতির সাথে যুক্ত অনেক কিছুর কারণে মানুষের মধ্যে রয়েছে একটি বিচ্ছিন্নতাবোধ। ফলে, অনেক সময় মনে হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যেন রয়েছে দর্শকের ভূমিকায়। আর সেখানটাতেই সরকারের ভরসা। তারা জনসাধারণের এই অবস্থানটাকে টিকিয়ে রাখতে অত্যন্ত সজাগ ও তৎপর। কিন্তু মানুষের এই অবস্থাকে পরিবর্তন করে মিছিলে, জামায়েতে এবং আন্দোলনে নামিয়ে আনার উপরই চূড়ান্ত বিজয় নির্ভর করছে। এই অভিজ্ঞতাই আমাদের হয়েছিল উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে।[২১০]

চিঠিপত্র:

এরশাদ বিরোধী আন্দোলন সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু চিঠি প্রকাশিত হয় গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায়। সামরিক আইনে সাজাপ্রাপ্ত এক রাজনৈতিক নেতার মুক্তির আবেদন সংক্রান্ত একটি চিঠি সংবাদে প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ সালের ৩০ মার্চ। কুমিল্লার মৌলভীপাড়া থেকে উল্লিখিত রাজনৈতিক নেতার স্ত্রী মনোয়ারা জলিল চিঠিটি লিখেন। শিরোনাম ছিল: 'মানবিক কারণে মুক্তির আবেদন'। এই চিঠিতে লেখা হয়:

আমার স্বামী কুমিল্লা পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং কুমিল্লা জাতীয়তাবাদী দলের শহর শাখার সভাপতি আবদুল জলিল দেশে সামরিক আইন জারি হওয়ার পরপরই সামরিক আদালতে দন্ডপ্রাপ্ত হন। এই দীর্ঘদিন কারাবাসের ফলে তাহার স্বাস্থ্যের অবনতি হইতেছে এবং বিভিন্ন প্রকার জটিল রোগ-ব্যাধি দেখা দিয়েছে। উপার্জনশীল আর কোন লোক না থাকায় আমরা এক অসহায় অবস্থায় উপনীত হইয়াছি। একটি পরিবারকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করার জন্য এবং আমার স্বামীকে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে সরকারের নিকট আকুল আবেদন জানাইতেছি।[২১১]

১৯৮৬ সালের ২৪ নভেম্বর সংবাদে 'গণতন্ত্র ও বাক-স্বাধীনতা' শীর্ষক একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। চিঠিটি লিখেন মানিকগঞ্জের বান্দুটিয়া থেকে শাহাদৎ হোসেন সেলিম। এই চিঠিতে লেখা হয়:

গত ১০ই নভেম্বর বাংলাদেশ থেকে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হয়েছে। এরপর থেকেই সরকার দাবী করে আসছেন যে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সকল পদক্ষেপ সম্পন্ন হয়েছে, সংবিধান পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে তথা জনগণের মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। সরকারের এই দাবী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দেশে এখন পূর্ণ গণতন্ত্র বিরাজ করছে। অথচ আজ বহুদিন যাবৎ 'যায় যায় দিন' ও 'একতা' সহ বেশ কিছু পত্রিকার প্রকাশনা নিষিদ্ধ রয়েছে। কিন্তু একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এমনটিতো হবার কথা নয়। আশা করছি, সরকার এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে তারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আরো এগিয়ে যাবেন, নচেৎ গণতন্ত্রের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আমাদের কি সংশয় থেকে যাবে না?[২১২]

এরশাদ বিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে সফল করার জন্য এক প্ল্যাটফর্ম থেকে আন্দোলন পরিচালনার জন্য বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলের প্রতি আহ্বান জানানো হয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত চিঠিতে। এই ধরনের একটি চিঠি সংবাদে প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালের ৬ জুলাই। শিরোনাম ছিল: 'হাসিনা-খালেদার প্রতি খোলা চিঠি'। লিখেছিলেন সিলেটের শ্রীমঙ্গলস্থ ভাড়াউড়া চা বাগান থেকে টয় চৌধুরী। এই চিঠিতে লেখা হয়:

আজ সময় এসেছে আমাদের বৃহত্তর ঐক্যের। থাকুক মতপার্থক্য, শুধুমাত্র ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে আজ হাসিনা-খালেদাসহ রাজনৈতিক, সামাজিক, ছাত্র-শ্রমিক সংগঠনসহ সকলের প্রতি অনুরোধ ঐক্যবদ্ধ হোন, একই মঞ্চে আসুন। হরতাল, মিছিল, মিটিং না করে একাত্তরের মতো অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিন। মার্শালম্যানদের শাসন থেকে হতাশাগ্রস্ত মানুষদের রক্ষা করুন। দ্বিধাবিভক্ত হয়ে আন্দোলনের কোন সুফল আসবে না।[২১৩]

১৯৯০ সালের ১২ আগস্ট এই ধরনের আরেকটি চিঠি প্রকাশিত হয় সংবাদে। শিরোনাম ছিল: 'রাজনীতির নীতি নির্ধারণ'। লিখেছিলেন ঢাকার ধানমন্ডি থেকে করবী মজুমদার। এতে লেখা হয়:

অবস্থার প্রেক্ষিতে দেশের সামনে আজ একটি বিকল্পই খোলা। সমগ্র দেশবাসীকে নিয়ে স্বৈরাচার, ভাঁওতাবাজি এবং সুবিধাবাদী লুটেরাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। ক্ষমতালাভের রাজনীতি, দলীয় রাজনীতি পরিত্যাগ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিবেক ও প্রজ্ঞার রাজনীতি করতে হবে। এই জন্য দেশব্যাপী ঐক্য প্রয়োজন। তা না হলে সুযোগ সন্ধানীরা সবকিছুই রাতারাতি ভন্ডুল করে দেবে। মনে হয় রাজনৈতিক দলগুলো এই পথে ধীরে ধীরে এগুচ্ছেন। আমি রাজনীতিকদের কাছে আকুল আহ্বান জানাচ্ছি, হালুয়া-রুটির লোভ জনগণের সার্বিক কল্যাণের স্বার্থে ত্যাগ করে ঐক্যবদ্ধ হোন, গণতন্ত্র এবং নৈতিকতা দেশে ফিরিয়ে আনুন। তারপরে নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে আসন গ্রহণ করুন- ন্যায়নীতির পথ ধরে।[২১৪]

জানমালের ক্ষয়ক্ষতি ও জনগণের ভোগান্তির কথা বিবেচনা করে বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দল সমূহের প্রতি এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে হরতালের বিকল্প কর্মসূচি দেয়ার আহ্বান জানানো হয় খবরের কাগজে প্রকাশিত চিঠিতে। এই ধরনের একটি চিঠি দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালের ১০ আগস্ট। 'হরতাল প্রসঙ্গে' শীর্ষক এই চিঠিটি লিখেন ঢাকার পোস্তা এলাকার ১৯/১ কাজী রিয়াজ উদ্দিন রোড থেকে আমিনুর রহমান (আমিন)। এই চিঠিতে লেখা হয়:

ইদানীং দেশে যেভাবে ঘন ঘন হরতাল হইতেছে, তাহাতে মনে হয় দেশ অচিরেই রসাতলে যাইবে। আমরা গরীব দেশের জনগণ। হরতালে যে কোটি কোটি টাকা নষ্ট হয় তাহা কি করিয়া পূরণ হইবে? হরতালে লাখ লাখ শ্রমিক, মজুর, কৃষক ও রিকশাওয়ালাদের পরিবার অনাহারে থাকে। কোন রাজনৈতিক নেতা কি এই খবর রাখেন? মনে রাখা উচিত সকলের চাইতে দেশ বড়। তাই দেশের কথা আগে ভাবুন।[২১৫]

হরতাল প্রসঙ্গে দৈনিক ইত্তেফাকে আরেকটি চিঠি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ৪ নভেম্বর। শিরোনাম ছিল: 'হরতাল ও রাস্তার ময়লা আবর্জনা'। লিখেছিলেন ঢাকার ফ্রীস্কুল স্ট্রীট থেকে আ অ আমানুল্লাহ। এই চিঠিতে লেখা হয়:

হরতাল চলাকালীন মিউনিসিপ্যালিটির আবর্জনা অপসারণের গাড়িগুলো রাস্তায় চলাচল করিতে না পারার ফলে ডাস্টবিনের সামনে আবর্জনার স্তুপ জমিয়া থাকে। বিশেষ করিয়া, ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় গলিপথের মোড়ে ময়লা-আবর্জনার বিরাট স্তুপ গড়িয়া উঠে। লাগাতার হরতাল চলাকালে এই শোচনীয় অবস্থা চরমে পৌছে। ইহা ছাড়া ময়লা-আবর্জনা হইতে নির্গত দুর্গন্ধ জনস্বাস্থ্যের প্রতি বিরাট হুমকির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। তাই হরতাল চলাকালীন

Dhaka University Institutional Repository

মিউনিসিপ্যালিটির আবর্জনা অপসারণের গাড়িগুলো যাহাতে অবাধে রাস্তায় চলাচল করিতে পারে তাহার জন্য নেতৃবৃন্দ ও মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।[২১৬]

সংবাদে হরতাল প্রসঙ্গে একটি চিঠি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ১৯ নভেম্বর। শিরোনাম ছিল: 'বিরোধী দলগুলোর প্রতি'। লিখেছিলেন ঢাকার ৮০/১ পশ্চিম ধোলাইপাড় থেকে শেখ শামিম রহমান। এই চিঠিতে লেখা হয়:

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে যখন দেশের সকল স্কুল-কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের বাৎসরিক/টেস্ট পরীক্ষা পরিচালিত হইয়া থাকে তখন ঘন ঘন হরতাল আহ্বান করা হয়। ফলে ছাত্র-ছাত্রী তথা জাতির মৌলিক স্বার্থ দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হয় এবং অভিভাবক ও অনেক ছাত্র-ছাত্রী হতাশাগ্রস্থ হইয়া পড়েন। অতএব, বৃহত্তর আন্দোলনের স্বার্থে এবং আরও অধিক জনসমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে সকল বিরোধী রাজনৈতিক নেতা/নেত্রীবৃন্দ এবং সম্মিলিত ছাত্র ঐক্যের নিকট আবেদন এই যে, তাহারা যেন বৎসরের এই সময়টা অন্ততঃপক্ষে ১৫ই নভেম্বর হইতে ২০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত হরতালের আওতা বহির্ভূত রাখেন।[২১৭]

১৯৮৮ সালের ১১ মে জাতীয় সংসদে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার ব্যাপারে বিল উত্থাপন করা হয়। ১৯৮৮ সালের ২৯ মে সংবাদে প্রকাশিত এক চিঠিতে এই বিল উত্থাপনের প্রতিবাদ জানানো হয়। রাষ্ট্রধর্ম প্রসঙ্গে এই চিঠিতে জানানো হয়: হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক মদিনাতে প্রতিষ্ঠিত প্রথম মুসলিম রাষ্ট্রেও ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম করা হয়নি। এই চিঠির শিরোনাম ছিল: 'রাষ্ট্রীয় ধর্ম'। লিখেছিলেন সাতক্ষীরা জজকোর্ট থেকে এডভোকেট শেখ শামসুর রহমান। এই চিঠিতে লেখা হয়:

রাষ্ট্র মানুষের সৃষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান। নবী করিম হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যখন মদিনাতে প্রথম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন তখন মদিনা সনদ রচনা করেছিলেন। মদিনা সনদের প্রথম কথা ছিল মুসলমান, ইহুদী, নাসারা এবং পৌত্তলিক সম্প্রদায়সমূহ সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করবে এবং একটি সাধারণ উম্মাহ বা জাতি গঠন করবে। সনদের ২নং ধারায় ছিল মুসলমান এবং অমুসলমান বিভিন্ন সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। মুসলমানদের শিরোমণি হওয়া সত্ত্বেও তিনি ইসলামী রাষ্ট্র বা ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম করেননি। প্রিয় নবীকে অনুসরণ করা বাংলাদেশের মুসলমানদের কর্তব্য নয় কি?[২১৮]

১৯৯০ সালের ২৫ জুলাই হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ঘোষণা করেন এবং এর ধারাবাহিকতায় ২৬ জুলাই জাতীয় সংসদে স্বাস্থ্যনীতি উত্থাপন করা হয়। সংবাদপত্রে এই স্বাস্থ্যনীতি প্রসঙ্গে বেশ কিছু চিঠিও প্রকাশিত হয়। এই সব চিঠিতে নয়া স্বাস্থ্যনীতির কিছু দোষত্রুটি তুলে ধরা হয় এবং তা সংশোধনের পরামর্শ দেয়া হয়। স্বাস্থ্যনীতি প্রসঙ্গে দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৯০ সালের ২ আগস্ট দুটি চিঠি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'স্বাস্থ্যনীতি : ডাক্তারের অভিমত'। প্রথম চিঠিটি লিখেন কুমিল্লার ম্যাটার্নিটি রোডের বাদুরতলা থেকে ডাঃ মুজাহিদ রফিক। এতে লেখা হয়:

স্বাস্থ্যনীতিতে স্বাস্থ্য বিভাগকে মোট ১০টি অঞ্চলে বিভক্ত করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। বর্তমানে অনেক চিকিৎসকই তাহার পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূর-দূরান্তে চাকুরী করিতেছেন। তাই কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, স্বাস্থ্যনীতি বাস্তবায়নের পূর্বে চিকিৎসকদের স্থায়ী ঠিকানার উপর ভিত্তি করিয়া সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে তাহাদের যেন বদলী করা হয়। ইহাতে সকলেরই কল্যাণ হইবে।[২১৯]

অপর চিঠিটি লিখেন চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার কেরানীহাট থেকে ডাঃ মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন। এতে লেখা হয়:

এই দেশে অনেক কিছুই সামন্তবাদের কবলে পড়িয়াছে। এখন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাও সামন্তবাদের কবলে পড়িয়াছে। ডাক্তাররা রাতদিন খাটিয়া যেই অর্থ উপার্জন করেন, তাহা সামন্তদের চক্ষুশূল হইয়া দেখা দিয়াছে। আমরা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যনীতিকে সামন্তবাদ হইতে মুক্ত দেখিতে চাই।[২২০]

প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ:

উপরের তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, ১৯৮২ সাল থেকে শুরু করে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত যে নয় বছর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ক্ষমতাসীন ছিলেন তার পুরোটা সময় জুড়েই এরশাদ বিরোধী আন্দোলন অব্যাহত ছিল। উল্লিখিত সময়ের সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয়, নিয়মিত কলাম ও চিঠিপত্রে এর প্রতিফলন ঘটেছে।

এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের খবরগুলো ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে এই বিষয়ে প্রধানত নয় ধরনের খবর প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো হচ্ছে:

এক. সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজের প্রতিবাদ।
দুই. ছাত্র সংগঠনগুলোর ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং আন্দোলন শুরু।
তিন. এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের লক্ষ্যে পনের ও সাত দলীয় জোট গঠন।
চার. পনের ও সাত দলীয় জোটের অভিন্ন পাঁচ দফা ভিত্তিক আন্দোলন।
পাঁচ. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সঙ্গে বিরোধী জোট ও দলসমূহের রাজনৈতিক সংলাপ।
ছয়. রাজনৈতিক সংলাপ-উত্তর আন্দোলন।
সাত. তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকে কেন্দ্র করে পনের দলে ভাঙ্গন ও সাত দলের সঙ্গে বিরোধ।
আট. আট, সাত ও পাঁচ দলীয় জোটের আন্দোলন।
নয়. আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত বিষয়ে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত খবরের কাগজে প্রকাশিত রিপোর্টগুলো বেশ গুরুত্ব লাভ করে। উল্লিখিত প্রায় সব খবরই প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে এবং খবরগুলোকে ভাল ট্রিটমেন্ট দেয়া হয়েছে। বেশ কিছু খবর লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। কিছু খবর প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামেও প্রকাশিত হয়েছে।

খবর বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক শাসন জারির দিনই ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ জানায় ছাত্র সমাজ। সামরিক আইন অমান্য করে ঢাকার রাজপথে প্রথম মিছিলও বের করে ছাত্ররাই। নিষেধাজ্ঞার কারণে খবর দুটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত না হলেও পরে বিভিন্ন গ্রন্থে এই তথ্য প্রকাশিত হয়। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পোস্টার লাগানোর অভিযোগে ১৯৮২ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর গ্রেফতার হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন ছাত্র। ১৯৮২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, উল্লিখিত তিন ছাত্রকে সাত বছর করে সশ্রম কারাদন্ড দেয়া হয়েছে।

১৯৮২ সালের সেপ্টেম্বরে ১৪টি ছাত্র সংগঠন এরশাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয় এবং এরশাদ বিরোধী বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বিবৃতি প্রদান করে। এই সময় হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সরকার নতুন শিক্ষানীতি ঘোষণা করে। ১৯৮২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে এই শিক্ষানীতি ঘোষণার খবর প্রকাশিত হয় এবং ১৪টি ছাত্র সংগঠন এই শিক্ষানীতির নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরে বিবৃতি প্রদান করে। শিক্ষানীতি ঘোষণার পর থেকেই ছাত্রদের এরশাদ বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করে। ১৯৮২ সালের নভেম্বরে ১৪টি ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গড়ে উঠে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। ১৯৮২ সালের ২১ নভেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে এর ঘোষণা দেয়া হয়।

রাজনৈতিক দলগুলোকে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে নামানোর ক্ষেত্রে উদ্যোগী ভূমিকা নেয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। ১৯৮৩ সালের ১৪ ফেরুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সামরিক আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচি দেয়। এই কর্মসূচিতে একাত্মতা প্রকাশ করে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে এটাই ছিল প্রথম বড় ধরনের কর্মসূচি। এই কর্মসূচি পালনকে কেন্দ্র করে এক ব্যক্তি নিহত ও অর্ধশতাধিক আহত হন। গ্রেফতার হন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রায় দেড় হাজার নেতা-কর্মী। পরদিন ১৫ ফেরুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

১৯৮৩ সালের ১৪ ফেরুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় এরশাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২১শে ফেরুয়ারিকে সামনে রেখে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো মিলে দু'টো পৃথক রাজনৈতিক জোট গঠন করে। এর একটি ছিল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পনের দলীয় জোট এবং অপরটি ছিল বিএনপির নেতৃত্বে সাত দলীয় জোট।

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল সমূহের জোটবদ্ধ হওয়াকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে। আন্দোলনকে স্তিমিত করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক অধিকার আংশিক ফিরিয়ে দেয়ার নামে তিনি ১৯৮৩ সালের ১ এপ্রিল থেকে দেশে ঘরোয়া রাজনীতি চালু করার অনুমতি দেন। এই খবর ১৯৮৩ সালের ১ এপ্রিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ঘরোয়া রাজনীতির সুযোগে দুই জোটের আন্দোলন আরো সংগঠিত হয়। জোট দু'টি ১৯৮৩ সালের ২ সেপ্টেম্বর অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার ও নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচনসহ পাঁচ দফা অভিন্ন দাবীনামা ঘোষণা করে যা পরদিন ৩ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়।

পাঁচ দফা দাবী আদায়ের জন্য বিরোধী দুই জোট একের পর এক আন্দোলন কর্মসূচি পালন করতে থাকে। এই প্রেক্ষাপটে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ১৯৮৩ সালের ১৪ নভেম্বর জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে প্রথমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও পরে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা দেন এবং ভাষণ প্রদানের দিন থেকে প্রকাশ্য রাজনীতির অনুমতি প্রদান করেন। পরদিন ১৫ নভেম্বর সংবাদপত্রে খবরটি প্রকাশিত হয়। ভাষণ সম্পর্কে ১৫ নভেম্বরেই সংবাদপত্রে দুই জোটের প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয় এবং এতে জানানো হয়, উভয় জোট বলেছে ভাষণে তাদের পাঁচ দফাকে উপেক্ষা করা হয়েছে।

বিরোধী রাজনৈতিক দলের দাবী-দাওয়ার ব্যাপারে আলোচনার জন্য হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ১৯৮৪ সালের শুরুতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপে বসেন। তবে এই পর্যায়ে অখ্যাত ৫২টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক শেষে ১৯৮৪ সালের ২৮ ফেরুয়ারি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ঘোষণা করেন: ২৭ মে একই দিনে প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই খবর পরদিন ১ মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

নির্বাচনের ব্যাপারে এই ঘোষণার প্রায় এক মাস পর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ প্রধান দুই রাজনৈতিক জোট ও জামায়াতে ইসলামীকে তার সঙ্গে সংলাপে বসার আমন্ত্রণ জানান। এই খবর ১৯৮৪ সালের ২৫ মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংলাপে বসা না বসা নিয়ে উভয় জোট ও জামায়াতে ইসলামী প্রথমে কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগে। পরে ১৯৮৪ সালের ৯ এপ্রিল এই সংলাপ শুরু হয়। হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ পনের ও সাত দলীয় জোটের সঙ্গে আলাদাভাবে তিন দফা সংলাপে বসেন এবং জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে সংলাপ

Dhaka University Institutional Repository

হয় দুই দফা। দুই জোট এই সংলাপে মূলত তাদের পাঁচ দফা দাবী তুলে ধরে। জামায়াতে ইসলামীও পাঁচ দফার অনুরূপ দাবী নিয়ে আলোচনা করে। প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে এই সংলাপ চলে। সংবাদপত্রে সংলাপ অনুষ্ঠানের খবর প্রকাশিত হয়।

সংলাপ শেষ হওয়ার প্রায় এক মাস পরে ১৯৮৪ সালের ১২ মে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে পুনরায় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা দিলেও দুই জোটের পাঁচ দফা দাবীর ব্যাপারে কোনো সুস্পষ্ট ঘোষণা দেননি। পরদিন ১৩ মে এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই ভাষণে পাঁচ দফা দাবীর প্রতিফলন না ঘটায় উভয় জোট তা প্রত্যাখ্যান করে। ভাষণ সম্পর্কে পনের দলীয় জোটের প্রতিক্রিয়ার খবর ১৪ মে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে ১৯৮৪ সালের ১৪ মে সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, এই ভাষণে জামায়াতে ইসলামীর দাবীরও প্রতিফলন ঘটেনি।

১৯৮৪ সালের ১৯ মে পনের ও সাত দলীয় জোট সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচন ও সামরিক আইন প্রত্যাহার সহ পাঁচ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে এরশাদ বিরোধী যুগপৎ আন্দোলন কর্মসূচি অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। এই খবর ২০ মে খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়।

অন্যদিকে ১৯৮৪ সালের ৩ অক্টোবর নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করে ৮ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই খবর ৪ অক্টোবর প্রকাশিত হয়। আর ৫ অক্টোবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, পাঁচ দফা দাবী না মানা হলে দুই জোট নির্বাচনে যাবে না।

১৯৮৪ সালের ১৪ অক্টোবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, নির্বাচন প্রতিহত করার জন্য দুই জোট ২৭ অক্টোবর থেকে প্রতিরোধ পক্ষ পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিরোধী জোট সমূহের আন্দোলন কর্মসূচির প্রেক্ষাপটে ২৭ অক্টোবর নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করে সরকার। নির্বাচন স্থগিত ঘোষণার পর ১৯৮৪ সালের ২৯ অক্টোবর সংবাদপত্রে দুই জোটের প্রতিক্রিয়ায় জানানো হয়: নির্বাচন স্থগিত হওয়ায় হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের প্রহসনের একটি অধ্যায় শেষ হয়েছে। উভয় জোট পাঁচ দফার ভিত্তিতে নির্বাচন দাবী করে।

দুই জোটের পাঁচ দফা ভিত্তিক আন্দোলনের বিপরীতে ১৯৮৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদও পাঁচ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এই কর্মসূচিতে ১৯৮৫ সালের এপ্রিলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা দেন তিনি। জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের এই ঘোষণার খবর ১৬ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ঘোষিত উল্লিখিত পাঁচ দফা কর্মসূচিতে দুই রাজনৈতিক জোটের পাঁচ দফা দাবী পূরণ না হওয়ায় তারা আন্দোলন কর্মসূচি অব্যাহত রাখে। ধারাবাহিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে দুই জোট তাদের পূর্ব ঘোষিত ১৯৮৪ সালের ২২ ও ২৩ ডিসেম্বর হরতাল কর্মসূচি বহাল রাখে। এই প্রেক্ষাপটে ২০ ডিসেম্বর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ সামরিক আইন আদেশ জারি করে ২২ ও ২৩ ডিসেম্বরের হরতাল সহ সব রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। পরদিন ২১ ডিসেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। কিন্তু সরকারের প্রচন্ড প্রতিরোধের মুখেও ১৯৮৪ সালের ২২ ও ২৩ ডিসেম্বর দুই জোট আহূত ৪৮ ঘন্টার একটানা হরতাল পালিত হয়। এই হরতাল কর্মসূচির প্রথম দিন রাজশাহীতে পুলিশের গুলীতে দুইজন নিহত হয়। এই হরতাল পালনের এক সপ্তাহ পর ১৯৮৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, পাঁচ দফা দাবী আদায়ের জন্য দুই জোট অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।

বিপরীত দিকে ১৯৮৪ সালের ১৫ ডিসেম্বরে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ঘোষণার ধারাবাহিকতায় ১৯৮৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে জেলা সামরিক আইন প্রশাসক ও উপ-আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকের পদ ও দফতর বিলুপ্ত করা হয় এবং ১৯৮৫ সালের ১ ফেরুয়ারি থেকে আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকের দফতর বিলুপ্ত করা হয়। একই সঙ্গে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তৎপরতাও অব্যাহত রাখা হয়। ১৯৮৫ সালের ১৬ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ৬ এপ্রিল জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। কিন্তু বিরোধী দুই জোট তাদের পাঁচ দফা দাবী পূরণ না হওয়ায় ঘোষিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং নির্বাচনে অংশ না নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে জামায়াতে ইসলামীও প্রশ্ন তোলে এবং অরাজনৈতিক কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচনের ব্যবস্থা করার দাবী জানায়।

বিরোধী জোট ও দল সমূহের আন্দোলনের এই পর্যায়ে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার অবস্থিতি এবং তার নীতি ও কর্মসূচির প্রতি আস্থা অর্জনের জন্য গণভোট অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। ১৯৮৫ সালের ২ মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়: ১ মার্চ জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ২১ মার্চ গণভোট অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়েছেন এবং একই সঙ্গে তিনি পুনরায় রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ, আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক, জেলা সামরিক প্রশাসকের পদ ও সামরিক আইন আদালত পুনর্বহাল করেন। হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ঘোষণার ধারাবাহিকতায় ১ মার্চেই নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদ নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করে। ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ অনুষ্ঠিত গণভোটে আস্থা অর্জনের পর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ১ অক্টোবর থেকে ঘরোয়া রাজনীতি এবং ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে প্রকাশ্য রাজনীতির অনুমতি প্রদান করেন। প্রকাশ্য রাজনীতি চালুর দিনই হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বাবধানে সরকারী দল হিসেবে জাতীয় পার্টি আত্মপ্রকাশ করে। অন্যদিকে প্রকাশ্য রাজনীতি চালুর দিনই দুই জোট সম্মিলিত আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করে। আর জামায়াতে ইসলামীও এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করে। সংবাদপত্রে এই ঘটনাগুলোর খবর প্রকাশিত হয়।

১৯৮৬ সালের ৩ মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, ২ মার্চ জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে পুনরায় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছেন। এই ভাষণ সম্পর্কে দুই জোটের প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালের ৪ মার্চের সংবাদপত্রে। এতে জানানো হয়: উভয় জোট মনে করে বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচন নিরপেক্ষ হতে পারে না এবং দুই জোটই এরশাদ বিরোধী আন্দোলন অব্যাহত রাখবে। ভাষণ সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামীও দুই জোটের অনুরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে যা ৫ মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। নির্বাচন সংক্রান্ত ঘোষণা সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার পর এরশাদ বিরোধী আন্দোলন প্রশ্নে দুই জোটের শীর্ষ নেত্রীদ্বয়ের মধ্যে দুই বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১০ মার্চ ও ১৩ মার্চ অনুষ্ঠিত দুই দফা বৈঠকের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

১৯৮৬ সালের ২১ মার্চ সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ঐ রাতের মধ্যেই নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে সুস্পষ্ট ঘোষণা প্রদান এবং নির্বাচন বিরোধী সব কর্মসূচি প্রত্যাহারের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানান। এই ভাষণে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের আহ্বানের প্রেক্ষাপটে দুই জোট দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৮৬ সালের ২২ মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, পনের দলীয় জোট ও জামায়াতে ইসলামী নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অপর খবরে জানানো হয়, সাত দলীয় জোট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না।

নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রশ্নে পনের দলীয় জোটের শরিক পাঁচটি দল জোটগত সিদ্ধান্তের বিরোধী ছিল। এই বিরোধের প্রেক্ষাপটেই শেষ পর্যন্ত পনের দলীয় জোট থেকে পাঁচটি দল বেরিয়ে এসে পাঁচ দলীয় জোট গঠন করে। ১৯৮৬ সালের ২৩ মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে পাঁচ দলীয় জোট নির্বাচন প্রশ্নে তাদের অবস্থান তুলে ধরে।

১৯৮৬ সালের ৪ এপ্রিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, সাত ও পাঁচ দলীয় জোট নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়ার পর পুনরায় পাঁচ দফা ভিত্তিক আন্দোলনের জন্য নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। অন্যদিকে ১২ এপ্রিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, পনের দলীয় জোটের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ৮টি দল নির্বাচনী মোর্চা গঠন করে প্রার্থী মনোনয়ন দিয়েছে।

১৯৮৬ সালের ৭ মে অনুষ্ঠিত তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সরকারী দল জাতীয় পার্টি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। তবে এই নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি, হাঙ্গামা ও গোলযোগের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই প্রেক্ষাপটে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী আট দলীয় জোট, সাত দলীয় জোট , পাঁচ দলীয় জোট ও জামায়াতে ইসলামী আবার এরশাদ বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর রাজনৈতিক জোট সমূহ ও জামায়াতে ইসলামীর এরশাদ বিরোধী আন্দোলন যখন আবার দানা বাঁধতে শুরু করেছে তখন ১৯৮৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করে যে, ১৫ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বিরোধী জোট ও দলগুলো সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষতার প্রশ্নে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ১৯৮৬ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রতিবাদে ১৭ সেপ্টেম্বর বিরোধী জোট ও দল সমূহের আলাদা আলাদা সমাবেশ থেকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দিন ১৫ অক্টোবর হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। বিরোধী জোট ও দল সমূহের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করা ও এই নির্বাচনে বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৫ অক্টোবর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী হিসেবে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ জয়লাভ করেন। তবে এই নির্বাচনেও ভোটারদের নগণ্য উপস্থিতি ও ব্যাপক কারচুপির তথ্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই নির্বাচনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে বিরোধী জোট ও দল সমূহ বিচ্ছিন্নভাবে নানা কর্মসূচি পালন করে। অন্যদিকে ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর সামরিক শাসন প্রত্যাহারের মধ্যদিয়ে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ তার শাসনের বেসামরিকীকরণের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখেন।

১৯৮৭ সালের ১৮ জুন সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, এরশাদ বিরোধী আন্দোলন প্রশ্নে পুনরায় তিন জোট ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। এরপর হরতালসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে তিন জোট এরশাদ বিরোধী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ১৯৮৭ সালের নভেম্বরে এই আন্দোলন তীব্রতর হয়। ১১ নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়: সরকারী প্রতিরোধ উপেক্ষা করে ১০ নভেম্বর বিরোধী জোট ও দল সমূহ আহূত ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি পালিত হয়। ঐদিন ঢাকায় ব্যাপক হাঙ্গামা হয় এবং পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে ছয় জন নিহত হয়। ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি চলাকালে পুলিশী নির্যাতন ও পুলিশের গুলীতে নিহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিরোধী রাজনৈতিক জোট সমূহ ১১ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই ২১ দিনের মধ্যে ১৩ দিন হরতাল পালন করে। সরকারও বিরোধী জোট ও দলের আন্দোলন দমনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। এর অংশ হিসেবে দুই জোটের শীর্ষ নেত্রীদ্বয়কে ১১ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত অন্তরীণ করে রাখে।

বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দল সমূহের আন্দোলন বন্ধ করার জন্য দমন-পীড়নের পাশাপাশি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ সমঝোতার প্রস্তাবও দেন। ১৯৮৬ সালের ২৯ নভেম্বর প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, ২৮ নভেম্বর জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে হুসেইন মুহাম্মদ

Dhaka University Institutional Repository

এরশাদ রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য বিরোধী জোট ও দলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন এবং এই ভাষণে বিরাজমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে তিনি চারটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিয়েছেন। এই ভাষণের ধারাবাহিকতায় তিনি ৬ ডিসেম্বর তৃতীয় জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। ১২ ডিসেম্বর থেকে ঘরোয়া রাজনীতির উপর নিষেধাজ্ঞাও তুলে নেয়া হয়। কিন্তু হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের এই সব আপোস-উদ্যোগ বিরোধী জোট ও দল সমূহের আন্দোলনকে স্তিমিত করতে পারেনি। ১৩ ডিসেম্বর প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, তিন জোট সরকারের সঙ্গে কোনো ধরনের আলোচনা বা মত বিনিময় না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

নির্বাচন প্রতিহত করার জন্য বিরোধী জোট ও দল সমূহের একের পর এক হরতালসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের পরও ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ চতুর্থ জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে সরকারী দল জাতীয় পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে। এই নির্বাচনেও স্বল্প ভোটারের উপস্থিতি এবং ব্যাপক কারচুপি ও হাঙ্গামা সংক্রান্ত খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

নির্বাচনের পর তিন জোট এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করে। আন্দোলনের এই পর্যায়ে দেশের বিভিন্ন পেশাজীবীরা একটি প্ল্যাটফর্মে একত্রিত হয় এবং তিন জোটের চলমান আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে। ১৯৮৭ সালের ১৮ মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, ১৭ মার্চ দেশের সকল পেশাজীবী সংগঠনের যৌথ বৈঠকে সম্মিলিত পেশাজীবী সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়েছে।

১৯৮৮ সালের ১১ মে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা সংক্রান্ত একটি বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হয়। পরে ৮ জুন সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, এই বিল সংসদে পাস হয়েছে। ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণার ইস্যুটি এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করে। তবে ১৯৮৮ সালের জুনেই হঠাৎ করে আট ও সাত দলীয় জোটের শীর্ষ নেত্রীদ্বয়ের পরস্পর বিরোধী বক্তব্যকে কেন্দ্র করে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়ে। দুই নেত্রীর পরস্পর বিরোধী বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে পাঁচ দলীয় জোটের এক বিবৃতি ১৯৮৮ সালের ১৫ জুন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই বিবৃতিতে দুই নেত্রীকে অহেতুক সংবিধানের বিতর্ক টেনে না এনে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনকে বিজয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

১৯৮৮ সালের জুন থেকে পরবর্তী প্রায় দুই বছর তিন রাজনৈতিক জোট ও দল সমূহ বিচ্ছিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করে। ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি সময় আবার তিন জোটের ঐক্যবদ্ধ এরশাদ বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৯০ সালের ২৯ জুন সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়: তিন রাজনৈতিক জোট সরকারের পদত্যাগের দাবীতে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।

এই পর্যায়ে ১৯৯০ সালের ২৫ জুলাই হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ঘোষণা করেন। ২৬ জুলাই অনুমোদনের জন্য স্বাস্থ্যনীতি জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হয়। এই স্বাস্থ্যনীতি ঘোষণার ইস্যুটিও এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক জোট ও দল এবং বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন (বিএমএ) ঘোষিত স্বাস্থ্যনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। স্বাস্থ্যনীতির প্রতিবাদে বিএমএ ১৯৯০ সালের ২৮ জুলাই থেকে অবিরাম ধর্মঘট শুরু করে। পরে ১৯৯০ সালের ১৫ আগস্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়: সরকার সর্বজন স্বীকৃত নতুন স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এই লক্ষ্যে একটি কমিটি করা হবে। ১৬ আগস্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়: সরকারের ঘোষণার প্রেক্ষাপটে বিএমএর আহ্বানে ডাক্তারদের ১৯ দিনের ধর্মঘটের অবসান ঘটেছে।

১৯৯০ সালের শেষ দিকে ছাত্র সংগঠনগুলো সম্মিলিতভাবে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন জোরদার করে। ২ অক্টোবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়: ডাকসু আয়োজিত এক ছাত্র কনভেনশনে সরকারের কাছে ১২ দফা দাবী পেশ করা হয়েছে এবং দাবী আদায়ের জন্য মাসব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। ছাত্র সংগঠনগুলো নিজেদের আন্দোলনের পাশাপাশি জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি এরশাদ বিরোধী বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য রাজনৈতিক জোট ও দল সমূহের উপর চাপ সৃষ্টি করে। ১৯৯০ সালের ১৩ অক্টোবর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

১৯৯০ সালের মধ্য অক্টোবর থেকে উপর্যুপরি হরতাল ও অবরোধ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে তিন রাজনৈতিক জোটের এরশাদ বিরোধী আন্দোলন চলতে থাকে। ১৯ নভেম্বর তিন জোট এরশাদ সরকারের পদত্যাগ ও নির্দলীয় নিরপেক্ষ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অভিন্ন রূপরেখা ঘোষণা করে। ২০ নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই রূপরেখায় বলা হয়: অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল দায়িত্ব হবে তিন মাসের মধ্যে একটি সার্বভৌম জাতীয় সংসদের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অভিন্ন রূপরেখা ঘোষণার পর তিন জোট এরশাদ সরকারের পতনের আন্দোলন জোরদার করে। এই লক্ষ্যে ২১ নভেম্বর তিন জোট অভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করে যা ২২ নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। জামায়াতে ইসলামীও সমান্তরালভাবে আন্দোলন কর্মসূচি পালন করে। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যও এই সময় জোড়ালো আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৯০ সালের নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে সম্মিলিত তীব্র এরশাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠে। আর আন্দোলন প্রতিহত করতে ২৭ নভেম্বর জরুরী অবস্থা ঘোষণার পাশাপাশি সংবাদপত্রে আন্দোলনের খবর প্রকাশের উপর

Dhaka University Institutional Repository

সেন্সরশীপ আরোপ করা হয়। এর প্রতিবাদে সাংবাদিকরা হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের পদত্যাগ না করা পর্যন্ত অবিরাম ধর্মঘট শুরু করেন। যে কারণে ২৮ নভেম্বর থেকে সংবাদপত্র প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায় এবং গণঅভ্যুত্থানের পর ৬ ডিসেম্বর পুনরায় সংবাদপত্র প্রকাশনা শুরু হয়।

এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকাশিত খবরের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বেশ কিছু সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। নিয়মিত কলামগুলোতেও প্রসঙ্গটি এসেছে। এগুলো বিশ্লেষণ করে প্রধানত ১৪টি বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলো হচ্ছে:

এক. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের নির্বাচন করার প্রচেষ্টা।
দুই. বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলের সঙ্গে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের আপোসের উদ্যোগ।
তিন. সরকার এবং বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলের করণীয় সম্পর্কে পরামর্শমূলক।
চার. বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলের বিরুদ্ধে সরকারের দমননীতি।
পাঁচ. রাজনৈতিক জোট সমূহের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা।
ছয়. তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পনের দলীয় জোটের অংশগ্রহণ প্রসঙ্গ।
সাত. ক্ষমতা দখলের পাঁচ বছর পূর্তিতে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের কর্মকান্ডের মূল্যায়ন।
আট. চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের উদ্যোগ ও গ্রহণযোগ্যতা।
নয়. এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে পেশাজীবীদের একাত্মতা।
দশ. ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার ঘোষণা।
এগার. এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সাফল্য-ব্যর্থতা।
বার. এরশাদ সরকারের পতনের আন্দোলনে বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলের করণীয়।
তের. স্বাস্থ্যনীতি ঘোষণা।
চৌদ্দ. গণঅভ্যুত্থানের আভাস।

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ তার নয় বছরের শাসনামলে দুই বার জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং একবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আয়োজন করেন। এরমধ্যে ১৯৮৬ সালের ৭ মে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এরপর ১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ আবার জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই সব নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠান এবং বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলসমূহের অংশগ্রহণ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। তাই এই নির্বাচনগুলো বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলের আন্দোলনের মুখে কয়েক দফা পিছিয়ে উল্লিখিত দিনগুলোতে অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সময় হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের নির্বাচন প্রচেষ্টা চালানো নিয়ে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলো সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। ১৯৮৩ সালের ১৪ নভেম্বর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ঘোষণা দেন, ১৯৮৪ সালের ২৪ মে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও ২৫ নভেম্বর সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তার এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৩ সালের ১৬ নভেম্বর এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে:

এক. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের নির্বাচন সংক্রান্ত এই ঘোষণা দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথে প্রশংসনীয় পদক্ষেপ।
দুই. রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ গ্রহণ করা।
তিন. ঘোষিত নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে প্রতিনিধিত্বশীল সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।

১৯৮৪ সালের শুরুতে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ প্রধান দুই রাজনৈতিক জোট ছাড়া দেশের অখ্যাত ৫২টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপ করেন। এরপর ১৯৮৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি তিনি ঘোষণা করেন যে, এই বছর ২৭ মে একইদিন জাতীয় সংসদ ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৪ সালের ২ মার্চ এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে:

এক. বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচনের নতুন সময়সূচি ঘোষণা একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ।
দুই. প্রধান রাজনৈতিক জোট ও দল সমূহের উচিত আলোচনার মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করা।

পরে ১৫ ও ৭ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে সংলাপের পর ১৯৮৪ সালের ১২ মে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ঘোষণা করেন ঐ বছর শীতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৪ সালের ১৪ মে এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে:

এক. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের নির্বাচন সংক্রান্ত ঘোষণায় তার রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে।
দুই. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সঙ্গে আলোচনায় বিরোধী পক্ষও রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে গঠনমূলক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে।

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৪ সালের ২১ মে এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে:

এক. রাজনৈতিক সংকট উত্তরণের জন্য বিচ্ছিন্নভাবে শুধু নির্বাচনকে রক্ষাকবচ মনে করা সরকারের উচিত নয়।

দুই. বিরোধী রাজনৈতিক পক্ষের উচিত নিয়মতান্ত্রিক ধারার রাজনীতি এবং গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতিতে উত্তরণে নির্বাচনকেই অধিকার ও দাবী আদায়ের শেষ ধাপ মনে করা।

১৯৮৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ তৃতীয়বারের মত নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার ধারাবাহিকতায় নির্বাচন কমিশন ১৯৮৫ সালের ১৫ জানুয়ারি ঘোষণা করে যে, ৬ এপ্রিল জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই বিষয়ে ১৭ জানুয়ারি এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে:

এক. অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ তার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণ করেছেন।

দুই. জাতীয় সংসদের আসন্ন নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রশ্নে সরকারের আন্তরিকতা সম্পর্কে আর কোন সংশয় থাকা উচিত না।

তিন. গণতন্ত্রে উত্তরণ প্রক্রিয়া সফল করতে সংশ্লিষ্ট সকলের এই নির্বাচনে অংশ নেয়া উচিত।

১৯৮৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলগুলোর প্রতি আপোস ফর্মূলা হিসেবে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ পাঁচ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ১৮ ডিসেম্বর এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে:

এক. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ যে বিরোধী দলীয় দাবী সম্পর্কে সচেতন, পাঁচ দফা প্রস্তাব তারই প্রমান।

দুই. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের পাঁচ দফা কর্মসূচি সকলকেই ভাবাবেগ বর্জিত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে।

আপোস ফর্মূলার আলোকে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ১৯৮৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর জেলা ও উপ-আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকের পদ ও দফতর বিলুপ্ত করেন এবং বিশেষ সামরিক আইন ট্রাইব্যুনালগুলোও তুলে দেন। ১৯৮৫ সালের ২ জানুয়ারি এই সম্পর্কে এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে:

এক. গণতন্ত্রে উত্তরণের প্রশ্নে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ যে আন্তরিক ও সংকল্পবদ্ধ তার ঘোষণা ও সে অনুযায়ী গৃহীত পদক্ষেপই তার প্রমান।

দুই. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ঘোষণা অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধী দলগুলোর ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়া উচিত।

১৯৮৫ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর এক ঘোষণায় হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ১ অক্টোবর থেকে ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি প্রদান করেন। ১৯ সেপ্টেম্বর এই প্রসঙ্গে এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে:

এক. ১৯৮৫ সালের ১ অক্টোবর থেকে ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি প্রদান করে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ তার পূর্ব প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন।

দুই. ঘরোয়া রাজনীতির সুযোগ নিয়ে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে গণতন্ত্রে উত্তরণের লক্ষ্য পূরণে আন্তরিক ভূমিকা রাখতে হবে।

১৯৮৫ সালের ১ অক্টোবর ঘরোয়া রাজনীতি চালু হওয়ার দিন এই প্রসঙ্গে এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে:

এক. ১৯৮৫ সালের ১ অক্টোবর থেকে যে রাজনৈতিক কার্যক্রম শুরু হচ্ছে তা জাতীয় নির্বাচন সমূহ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ার অংশ।

দুই. অসহিষ্ণুতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব গণতান্ত্রিক অভিযাত্রাকে বারবার ব্যাহত করেছে।

তিন. গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য কেবল সরকারের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব নয়, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকেও এই প্রক্রিয়া সফল করতে এগিয়ে আসতে হবে।

১৯৮৫ সালের ১৫ ডিসেম্বর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের এক ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে পুনরায় প্রকাশ্য রাজনীতি চালু হওয়ার পর ৩ জানুয়ারি এই বিষয়ে এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে:

এক. হটকারী কার্যকলাপ ও বিশৃঙ্খলা গণতান্ত্রিক পরিবেশকে বারবার নস্যাৎ করেছে। তাই প্রকাশ্য রাজনীতিকে সফল করার জন্য সকল মহলকে ধৈর্য্যশীল ও সহনশীল হতে হবে।

দুই. দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক দলই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। সে আগ্রহ রাজনৈতিক তৎপরতার মধ্যে প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন।

আরেকটি আপোস উদ্যোগ হিসেবে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ১৯৮৭ সালের ২৮ নভেম্বর বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলের প্রতি চার দফা প্রস্তাব পেশ করেন। ৩০ নভেম্বর এই সম্পর্কে এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে:

এক. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ তার ঘোষণায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সাংবিধানিক পন্থায় তার আস্থা, বিশ্বাস ও অঙ্গীকারের কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে ব্যক্ত করেছেন।

দুই. বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দল সমূহের উচিত আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে রাজনৈতিক সংকটের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করা।

Dhaka University Institutional Repository

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৭ সালের ১১ ডিসেম্বর তিন জোটের লিয়াজোঁ কমিটি তার সঙ্গে আলোচনা বা মতবিনিময়ের প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৮ ডিসেম্বর এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে:

এক. দেশ ও জাতির ভবিষ্যত কোন অবস্থাতেই খেয়ালখুশীর বিষয় হতে পারে না। যদি কখনো হয়, তার পরিণাম বিপর্যয়। এমন নজির আমাদের ইতিহাসে আছে।

দুই. জাতীয় সংকট নিরসনে পদ্ধতির প্রশ্নে সরকার ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে মতভেদ আছে। সমঝোতা, সহনশীলতা আর আলোচনার মাধ্যমেই কেবল মতের সমন্বয় সম্ভব।

এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে সরকার ও বিরোধী দলের করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদান করে সংবাদপত্রগুলো। ১৯৮৪ সালের ২২ মার্চ এক সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে: সরকার ও বিরোধী উভয় পক্ষের উচিত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উত্তরণ ঘটানো। ১৯৮৪ সালের ৯ এপ্রিল বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলের সঙ্গে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সংলাপ শুরু হয়। এর প্রাক্কালে ৮ এপ্রিল এই প্রসঙ্গে এক সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে:

এক. দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সরকার ও বিরোধী উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য একটা ব্যবস্থার জন্য সংলাপের প্রয়োজনীয়তা সর্বজনস্বীকৃত।

দুই. গণতন্ত্রে উত্তরণের পদ্ধতি নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্ব টিকিয়ে রাখা কল্যাণকর হতে পারে না।

বিরোধী দুই রাজনৈতিক জোটের আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ১৯৮৪ সালের ৮ ডিসেম্বর নির্ধারিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২৭ অক্টোবর স্থগিত ঘোষণা করা হয়। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৮৪ সালের ৬ নভেম্বর এক উপ-সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে:

এক. সামরিক সরকার নির্দলীয় রূপ পরিগ্রহ করলে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে অসুবিধা থাকবে না।

দুই. সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমেই কেবল জনগণের কাছে আস্থাশীল নেতৃত্ব তৈরি করা সম্ভব।

বিরোধী রাজনৈতিক জোটের নেতৃত্ব এবং সরকার পক্ষের অর্থহীন নির্বাচন করার প্রচেষ্টা সম্পর্কে ১৯৮৪ সালের ১৩ ডিসেম্বর এক উপ-সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে:

এক. সামান্য ভুলের কারণে এরশাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন লক্ষ্যচ্যুত হতে পারে। তাই এই আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদানে সব সময় সতর্ক থাকতে হবে।

দুই. গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে সরকারের উচিত সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। এই জন্য শুধু আশ্বাস দেয়াই যথেষ্ট নয়।

১৯৮৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ১৯৮৫ সালের এপ্রিলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা দেন এবং পাঁচ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৮৪ সালের ২৭ ডিসেম্বর এক উপ-সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে:

এক. ১৯৮৪ সালের ১৫ ডিসেম্বরের ঘোষণার পর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের কর্মতৎপরতা সরকারের নিরপেক্ষতা ও নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আন্তরিকতা সম্পর্কে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করেছে।

দুই. ১৯৮৪ সালের ১৫ ডিসেম্বরের ঘোষিত পদক্ষেপ সমূহ বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালিত হলে শেষ পর্যন্ত প্রধান প্রধান দলসহ সকল দলই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতো।

১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি সরকারী দল হিসেবে জাতীয় পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরু থেকেই এই দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার কারণে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন আরো প্রশ্ন সাপেক্ষ হয়ে উঠে। ১৯৮৬ সালের ১৭ মার্চ এই প্রসঙ্গে এক উপ-সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে:

এক. জাতীয় পার্টির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কারণেই বিরাজমান সামরিক শাসন এবং হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ নিরপেক্ষতা হারিয়েছেন।

দুই. জাতীয় পার্টির শক্তি বলে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ক্ষমতাসীন না। তাই নিরপেক্ষতার স্বার্থে তার উচিত জাতীয় পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা।

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের জাতীয় পার্টিতে যোগদান এবং জাতীয় পার্টির প্রার্থী হিসেবে তার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর নির্বাচন বিষয়ে ১৯৮৬ সালের ১৮ ডিসেম্বর প্রকাশিত এক উপ-সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে:

এক. নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতায় রেখে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আর সম্ভব নয়।

দুই. নিরপেক্ষ কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানই এখন গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের একমাত্র পথ।

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলের উপর সরকারের দমন-পীড়নের সমালোচনা করে সংবাদপত্রগুলো। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে বিরোধী জোট সমূহর ১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি চলাকালে পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে উপর্যুপরি হরতাল কর্মসূচি পালিত হয়। বিরোধী জোটের আন্দোলন দমনের লক্ষ্যে ১৯৮৭ সালের ১২ নভেম্বর সরকার পুলিশকে দেখামাত্র গুলী করার নির্দেশ দেয়। এই প্রসঙ্গে ১৫ নভেম্বর এক উপ-সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে:

এক. পুলিশকে দেখামাত্র গুলী করার নির্দেশ দেয়া হলেও কোন আইনের বরাত দিয়ে সরকার এই নির্দেশ জারি করেছেন তা উল্লেখ করা হয়নি।

দুই. মানুষ মারার এই ভয়াবহ নির্দেশ আইনের শাসন ও ন্যায় বিচারের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ।

১৯৮৭ সালের ১৬ নভেম্বর এই প্রসঙ্গে এক সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে:

এক. রাজনৈতিক বিক্ষোভ মোকাবেলার জন্য দেখামাত্র গুলী করার নির্দেশ অযৌক্তিক এবং আইন সঙ্গতও নয়।

দুই. দেখামাত্র গুলী করার নির্দেশ কার্যকরী করতে গেলে পরিস্থিতির আরও অবনতি হবে।

এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সফলতার জন্য রাজনৈতিক জোট সমূহের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ওপর গুরুত্বারোপ করে পত্রিকাগুলো। ১৯৮৫ সালের ২৩ ডিসেম্বর এক সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে:

এক. এরশাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সফলতার স্বার্থে ১৫ ও ৭ দলীয় জোটকে অভিন্ন বক্তব্য নিয়ে একই মঞ্চে দাঁড়াতে হবে।

দুই. অতীতে যখনই অগণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে তখনই গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছে এবং বিজয় অর্জিত হয়েছে।

১৯৮৬ সালের ২৩ জানুয়ারি আরেক সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে:

এক. ১৫ ও ৭ দলীয় জোটের দুই নেত্রী একই মঞ্চ থেকে আন্দোলন পরিচালনা করুক এই প্রত্যাশা এখন সময়ের দাবী।

দুই. দুই রাজনৈতিক জোটের যুগপৎ আন্দোলনের ধারাটিকে আরও বলিষ্ঠ ও বেগবান করা উচিত এবং বিভিন্ন কর্মসূচিতে যুগপৎ ঘোষণাই বাঞ্ছনীয়।

১৯৮৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি অপর এক সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে:

এক. এরশাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামের সঙ্গে দেশ ও জনসাধারণের ভাগ্য জাড়িত। তাই জোটের স্বার্থের উর্ধে উঠে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন পরিচালনা করতে হবে।

দুই. আন্দোলন কর্মসূচি নির্ধারণের দায়িত্ব লিয়াজোঁ কমিটির উপর ছেড়ে না দিয়ে দুই জোটের শীর্ষ নেতাদের সরাসরি আলোচনা করতে হবে।

১৯৮৬ সালের ৭ মে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পনের দলীয় জোট ও জামায়াতে ইসলামীর অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণার প্রেক্ষাপটে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা ও সংবাদ। ১৯৮৬ সালের ২৯ মার্চ প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে:

এক. বিরোধী দলগুলো শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের অনিবার্যতা উপলব্ধি করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে শরিক হয়েছে সে জন্য তাদের সাধুবাদ প্রাপ্য।

দুই. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ধৈর্য, বিচক্ষণতা ও নেতৃত্বগুণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে যে সুনির্দিষ্ট রূপ দিয়েছে তা বিরোধী দলগুলো অস্বীকার করতে পারবে না।

১৯৮৬ সালের ২৬ এপ্রিল প্রকাশিত এই সম্পর্কিত সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে:

এক. অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে বিরোধী দলগুলো নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। তাই প্রতিশ্রুতি পূরণ বাঞ্ছনীয়।

দুই. আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ না হলে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনগণের আস্থা নষ্ট হবে। এতে দেশে অশান্তি বাড়বে।

ক্ষমতা দখলের পাঁচ বছর পূর্তিতে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সরকারের কর্মকান্ডের মূল্যায়ন করে সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। ১৯৮৭ সালের ২৪ মার্চ এই সম্পর্কিত এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে:

এক. পাঁচ বছরে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সরকার অকল্পনীয় সাফল্য অর্জন করেছে।

দুই. তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পাঁচ বছরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ সাধনে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের অঙ্গীকার পূরণ হয়েছে।

তিন. আগামী দিনে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সরকারের সাফল্য অব্যাহত থাকবে।

১৯৮৭ সালের ২৫ মার্চ ধারাবাহিক এক কলামে সংবাদ মন্তব্য করে:

Dhaka University Institutional Repository

এক. অগণতান্ত্রিক শাসন যত দীর্ঘস্থায়ীই হোক না কেন এর ধ্বংসের বীজ নিহিত থাকে নিজেরই গর্ভে।
দুই. ব্যাপক জনসমর্থন না থাকলে অগণতান্ত্রিক শাসন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা তৈরি করতে পারে না।
তিন. নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা ছাড়া হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সরকার দেশবাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ অনুষ্ঠিত চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের উদ্যোগ ও গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নে অভিমত প্রকাশ করে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকা। ১৯৮৮ সালের ২৩ জানুয়ারি প্রকাশিত এক উপ-সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে:
এক. বর্তমান সরকারের উপর জনসাধারণের কোনো আস্থা নেই।
দুই. জনসাধারণের আস্থাহীন এই সরকার একের পর এক অর্থহীন নির্বাচন অনুষ্ঠান করে গেলেই গণতন্ত্র বা স্থিতিশীলতা আসবে না।

১৯৮৮ সালের শুরুতে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে পেশাজীবীদের ঐক্যবদ্ধ সমর্থনের বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্র। ১৯৮৮ সালের ২৭ জানুয়ারি এক নিয়মিত কলামে সংবাদ এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করে:
এক. এরশাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে পেশাজীবীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া চলমান আন্দোলনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।
দুই. এরশাদ বিরোধী আন্দোলন জাতীয় গণআন্দোলনে রূপ নেয়ায় পেশাজীবীরা তাদের নিরপেক্ষ অবস্থান ত্যাগ করে আন্দোলনে শরিক হয়েছে।

১৯৮৮ সালের ১১ মে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপনের প্রেক্ষাপটে অভিমত প্রকাশ করে সংবাদপত্র। ১৯৮৮ সালের ২৫ মে এক উপ-সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে:
এক. ধর্মের নামে ভালো ভালো কথা বললেই দেশের মানুষ ক্ষমতাসীনদের অপকর্ম ভুলে যাবে মনে করা উচিত নয়।
দুই. দেশের বিরাজমান সমস্যা ধর্ম নয়। সরকারের উচিত যথাযথ জনসমর্থন নিয়ে সংবিধান সংশোধনের বৈধতা অর্জন করা।

১৯৮৮ সালের মাঝামাঝি সময় আট দল ও সাত দলীয় জোটের পরস্পর বিরোধী বক্তব্যকে কেন্দ্র করে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়লে এই সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করে সংবাদপত্র। ১৯৮৮ সালের ৪ জুন এক নিয়মিত কলামে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে:
এক. বিরোধী রাজনৈতিক জোট সমূহের মধ্যে ঐক্যের পরিবর্তে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য চলমান আন্দোলনকে হতাশাব্যঞ্জক অবস্থায় নিপতিত করেছে।
দুই. জনমনে আপাত দৃষ্টিতে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, বিরোধী দল ও জোট সমূহের এরশাদ বিরোধী আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে।

দুই জোটের পরস্পর বিরোধী বক্তব্যের প্রেক্ষাপটে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সাফল্য ও ব্যর্থতার বিষয়ে দেশের রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা সংবাদের সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় 'মুক্ত আলোচনা' নামে একটি বিভাগে নিজস্ব অভিমত তুলে ধরেন। ১৯৮৮ সালের ৮ মে থেকে ২২ জুন পর্যন্ত সময়ে প্রকাশিত এইসব অভিমতে মূলত একটি বিষয় উঠে আসে। তা হলো: ব্যাপক জনসমর্থন সত্ত্বেও বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দল সমূহ এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে সফল হতে পারেনি। আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ায় জনমনে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে।

১৯৯০ সালের মাঝামাঝি আবার তিন জোটের এরশাদ বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করলে জোট সমূহের করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দেয় সংবাদপত্র। ১৯৯০ সালের ৯ জুলাই এক সম্পাদকীয়তে সংবাদ পরামর্শ দেয়:
এক. অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নিজেদের সামর্থ, শক্তি ও মানুষের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী তিন জোটের যুগপৎ আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে হবে।
দুই. নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশের সকল গণতন্ত্রকামী শক্তির মধ্যে একটি সমঝোতা প্রতিষ্ঠা জরুরী হয়ে পড়েছে।

১৯৯০ সালের ২৫ জুলাই হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ঘোষণা করলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটসহ নানা মহল থেকে এর বিরোধিতা করা হয়। এই সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করে সংবাদপত্র। ১৯৯০ সালের ২৭ জুলাই এই সম্পর্কে এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে:
এক. নয়া স্বাস্থ্যনীতি জাতীয় সংসদে গৃহীত হলে দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে।
দুই. নয়া স্বাস্থ্যনীতির রূপরেখা সম্পর্কে অজ্ঞতাই ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করেছে। যে কারণে বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দল এবং সংশ্লিষ্ট অন্যরা এর বিরোধিতা করছে।
তিন. জাতীয় সংসদের উচিত নয়া স্বাস্থ্যনীতি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া।

১৯৯০ সালের নভেম্বরে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হতে পারে বলে জল্পনা-কল্পনা চলতে থাকে। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৯০ সালের ১২ নভেম্বর এক উপ-সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে:
এক. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ সম্প্রতি ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের কথা স্মরণ করেছেন।
দুই. নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠান হলে গণঅভ্যুত্থানের আশংকা থাকে না।
অন্যদিকে ১৯৯০ সালের ১৯ নভেম্বর এক উপ-সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে:
এক. সরকার তীব্র আন্দোলনে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। ইতোমধ্যে সরকারের ভেতরে ভীতির সৃষ্টি হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দুই. রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত অনেক কিছুর কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা কাজ করে। এই অবস্থাটা পরিবর্তন করে সাধারণ মানুষকে আন্দোলনে নামানোর উপরই চূড়ান্ত বিজয় নির্ভরশীল। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে এমনটাই ঘটেছিল।

এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে সংবাদপত্র পাঠকরা চিঠি লিখে আন্দোলন সম্পর্কে তাদের অভিমত ও মন্তব্য তুলে ধরেন। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রধানত ছয় ধরনের চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো হচ্ছে:

এক. রাজনৈতিক নেতা-কর্মীর মুক্তির আবেদন।

দুই. সরকারী নীতির সমালোচনা।

তিন. এরশাদ বিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন।

চার. হরতালের বিকল্প কর্মসূচি।

পাঁচ. ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করা।

ছয়. জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি।

এরশাদ বিরোধী আন্দোলন শীর্ষক এই ইস্যুর তথ্য বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের শাসনামলের পুরোটা সময়ই চলে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ তিনি ক্ষমতা দখল করেন এবং ১৯৯০ সালের ৫ ডিসেম্বর তিনি পদত্যাগ করেন। এই দীর্ঘ নয় বছর জুড়ে বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলসমূহ এরশাদ বিরোধী যে আন্দোলন গড়ে তোলে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রে তা গুরুত্বের সঙ্গে ও ধারাবাহিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এরশাদ বিরোধী আন্দোলন প্রথম গড়ে তোলে ছাত্র সংগঠনগুলো। পরে রাজনৈতিক দলগুলো জোটবদ্ধ হয়ে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করে। দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো পনের ও সাত দলীয় জোট গঠন করে এবং দুই জোট অভিন্ন পাঁচ দফা ভিত্তিক এরশাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৮৬ সালে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকে কেন্দ্র করে পনের দলীয় জোটে ভাঙ্গন এবং সাত দলীয় জোটের সঙ্গে পনের দলীয় জোটের বিরোধ সৃষ্টি হয়। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা না করাকে কেন্দ্র করে পনের দলীয় জোট ভাঙ্গার পর আট ও পাঁচ দলীয় জোটে পরিণত হয়। নির্বাচনের পর পুনরায় উল্লিখিত তিন জোট এরশাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৮৮ সালের মাঝামাঝি সময় আট ও সাত দলীয় জোটের মধ্যে পরস্পর বিরোধী বক্তব্যকে কেন্দ্র করে আন্দোলন কিছুটা দ্বিধা-বিভক্ত হলেও ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি আবার আন্দোলন চাঙ্গা হয়। ১৯৯০ সালের নভেম্বরে এসে তিন জোট এরশাদ বিরোধী ঐক্যবদ্ধ তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। বিরোধী জোট সমূহের এরশাদ বিরোধী আন্দোলন চলাকালে জামায়াতে ইসলামীও সমান্তরাল কর্মসূচি মধ্য দিয়ে আন্দোলনে শরিক থাকে। ১৯৯০ সালের শেষ দিকে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে শরিক হয় এবং বিরোধী জোট ও দলের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে। বিপরীত দিকে আন্দোলনকে প্রতিহত ও স্তিমিত করার জন্য হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ নানা কৌশল অবলম্বন করেন। এই কৌশলের অংশ হিসেবে কখনো কঠোর দমননীতি গ্রহণ করেন, আবার কখনো আপোস ফর্মূলা হিসেবে নানা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এই সব বিষয়েও সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হয়েছে।

শুধু খবর নয়, এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয়, নিয়মিত কলাম ও পাঠকের চিঠিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিমত, মন্তব্য ও সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের ব্যাপারে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোর সম্পাদকীয় নীতিতে বেশ অমিল দেখা গেছে। বিশেষ করে দৈনিক বাংলা যেখানে সব সময় বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলের এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের অসারতা প্রমানের চেষ্টা করেছে এবং হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের নীতি ও কর্মকান্ডকে সমর্থন করেছে, সেখানে অন্য পত্রিকাগুলোর অবস্থান ছিল প্রায় বিপরীত। দৈনিক বাংলা ছাড়া অন্য পত্রিকাগুলো সব সময় বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলের আন্দোলনের যথার্থতা তুলে ধরার চেষ্টা করেছে এবং আন্দোলনে অনুপ্রেরণা যোগাতে চেয়েছে। আন্দোলনে সফলতার জন্য তিন জোটকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পরামর্শ দিয়েছে। একই সঙ্গে বিরোধী জোট ও দলের নির্দলীয়-নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের যৌক্তিকতা সমর্থনও করেছে।

তথ্য সূত্র :

১. ড. মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস : এরশাদের সময়কাল*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃ. ১৯
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২
৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮২, পৃ. ১
৪. ড. মোহাম্মদ হাননান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২০
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৪
৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮২, পৃ. ১
৭. ড. মোহাম্মদ হাননান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫
৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ নভেম্বর ১৯৮২, পৃ. ১
৯. ড. মোহাম্মদ হাননান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮
১০. *দৈনিক বাংলা*, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩, পৃ. ১
১১. *দৈনিক বাংলা*, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩, পৃ. ১
১২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩, পৃ. ১
১৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩, পৃ. ১
১৪. ড. মোহাম্মদ হাননান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫-৩৮

Dhaka University Institutional Repository

১৫. *দৈনিক বাংলা*, ১ এপ্রিল ১৯৮৩, পৃ. ১
১৬. *দৈনিক বাংলা*, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ১
১৭. ড. মোহাম্মদ হাননান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮-৩৯
১৮. *দৈনিক বাংলা*, ১ অক্টোবর ১৯৮৩, পৃ. ১
১৯. প্রাগুক্ত
২০. *দৈনিক বাংলা*, ২ নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ১
২১. প্রাগুক্ত
২২. *দৈনিক বাংলা*, ১৫ নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ১
২৩. প্রাগুক্ত
২৪. প্রাগুক্ত
২৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ মার্চ ১৯৮৪, পৃ. ১
২৬. *দৈনিক বাংলা*, ২৫ মার্চ ১৯৮৪, পৃ. ১
২৭. প্রাগুক্ত
২৮. *দৈনিক বাংলা*, ২৮ মার্চ ১৯৮৪, পৃ. ১
২৯. প্রাগুক্ত
৩০. *দৈনিক বাংলা*, ১০ এপ্রিল ১৯৮৪, পৃ. ১
৩১. *দৈনিক বাংলা*, ১৩ এপ্রিল ১৯৮৪, পৃ. ১
৩২. *দৈনিক বাংলা*, ২১ এপ্রিল ১৯৮৪, পৃ. ১
৩৩. প্রাগুক্ত
৩৪. *দৈনিক বাংলা*, ১২ এপ্রিল ১৯৮৪, পৃ. ১
৩৫. *দৈনিক বাংলা*, ১৬ এপ্রিল ১৯৮৪, পৃ. ১
৩৬. প্রাগুক্ত
৩৭. *দৈনিক বাংলা*, ২২ এপ্রিল ১৯৮৪, পৃ. ১
৩৮. প্রাগুক্ত
৩৯. *দৈনিক বাংলা*, ১১ এপ্রিল ১৯৮৪, পৃ. ১
৪০. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ এপ্রিল ১৯৮৪, পৃ. ১
৪১. *সংবাদ*, ১১ মে ১৯৮৪, পৃ. ১
৪২. *দৈনিক বাংলা*, ১৩ মে ১৯৮৪, পৃ. ১
৪৩. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৩ মে ১৯৮৪, পৃ. ১
৪৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩ মে ১৯৮৪, পৃ. ১
৪৫. *সংবাদ*, ১৩ মে ১৯৮৪, পৃ. ১
৪৬. *দৈনিক বাংলা*, ১৪ মে ১৯৮৪, পৃ. ১
৪৭. *দৈনিক বাংলা*, ১৫ মে ১৯৮৪, পৃ. ১
৪৮. *দৈনিক বাংলা*, ১৪ মে ১৯৮৪, পৃ. ১
৪৯. *সংবাদ*, ২০ মে ১৯৮৪, পৃ. ১
৫০. *সংবাদ*, ৪ অক্টোবর ১৯৮৪, পৃ. ১
৫১. *দৈনিক বাংলা*, ৫ অক্টোবর ১৯৮৪, পৃ. ১
৫২. প্রাগুক্ত
৫৩. *দৈনিক বাংলা*, ১৪ অক্টোবর ১৯৮৪, পৃ. ১
৫৪. *দৈনিক বাংলা*, ২৮ অক্টোবর ১৯৮৪, পৃ. ১
৫৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৮ অক্টোবর ১৯৮৪, পৃ. ১
৫৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৮ অক্টোবর ১৯৮৪, পৃ. ১
৫৭. *সংবাদ*, ২৮ অক্টোবর ১৯৮৪, পৃ. ১
৫৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ অক্টোবর ১৯৮৪, পৃ. ১
৫৯. *দৈনিক বাংলা*, ৩০ অক্টোবর ১৯৮৪, পৃ. ১
৬০. *দৈনিক বাংলা*, ৫ ডিসেম্বর ১৯৮৪, পৃ. ১
৬১. *দৈনিক বাংলা*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৪, পৃ. ১
৬২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৪, পৃ. ১
৬৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৪, পৃ. ১
৬৪. *সংবাদ*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৪, পৃ. ১
৬৫. *দৈনিক বাংলা*, ২১ ডিসেম্বর ১৯৮৪, পৃ. ১
৬৬. *সংবাদ*, ২১ ডিসেম্বর ১৯৮৪, পৃ. ১
৬৭. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২১ ডিসেম্বর ১৯৮৪, পৃ. ১
৬৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২১ ডিসেম্বর ১৯৮৪, পৃ. ১
৬৯. *দৈনিক বাংলা*, ২১ ডিসেম্বর ১৯৮৪, পৃ. ১
৭০. *সংবাদ*, ২৩ ডিসেম্বর ১৯৮৪, পৃ. ১
৭১. *সংবাদ*, ২৪ ডিসেম্বর ১৯৮৪, পৃ. ১
৭২. *দৈনিক বাংলা*, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৮৪, পৃ. ১
৭৩. *দৈনিক বাংলা*, ৩০ ডিসেম্বর ১৯৮৪, পৃ. ১
৭৪. *দৈনিক বাংলা*, ১ জানুয়ারি ১৯৮৫, পৃ. ১
৭৫. *দৈনিক বাংলা*, ১৬ জানুয়ারি ১৯৮৫, পৃ. ১
৭৬. *দৈনিক বাংলা*, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫, পৃ. ১
৭৭. *দৈনিক বাংলা*, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫, পৃ. ১
৭৮. *দৈনিক বাংলা*, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫, পৃ. ১
৭৯. *দৈনিক বাংলা*, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫, পৃ. ১
৮০. *সংবাদ*, ২ মার্চ ১৯৮৫, পৃ. ১
৮১. প্রাগুক্ত
৮২. *দৈনিক বাংলা*, ৩ মার্চ ১৯৮৫, পৃ. ১
৮৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ অক্টোবর ১৯৮৫, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

৮৪. *দৈনিক বাংলা*, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৮৫, পৃ. ১
৮৫. *সংবাদ*, ১ জানুয়ারি ১৯৮৬, পৃ. ১
৮৬. *সংবাদ*, ২ জানুয়ারি ১৯৮৬, পৃ. ১
৮৭. *দৈনিক বাংলা*, ২ জানুয়ারি ১৯৮৬, পৃ. ১
৮৮. *দৈনিক বাংলা*, ৩ মার্চ ১৯৮৬, পৃ. ১
৮৯. *দৈনিক বাংলা*, ৪ মার্চ ১৯৮৬, পৃ. ১
৯০. *দৈনিক বাংলা*, ৫ মার্চ ১৯৮৬, পৃ. ১
৯১. *দৈনিক বাংলা*, ১১ মার্চ ১৯৮৬, পৃ. ১
৯২. *দৈনিক বাংলা*, ১৪ মার্চ ১৯৮৬, পৃ. ১
৯৩. *সংবাদ*, ১৮ মার্চ ১৯৮৬, পৃ. ১
৯৪. *দৈনিক বাংলা*, ২০ মার্চ ১৯৮৬, পৃ. ১
৯৫. *সংবাদ*, ২২ মার্চ ১৯৮৬, পৃ. ১
৯৬. *দৈনিক বাংলা*, ২২ মার্চ ১৯৮৬, পৃ. ১
৯৭. *সংবাদ*, ২২ মার্চ ১৯৮৬, পৃ. ১
৯৮. প্রাগুক্ত
৯৯. প্রাগুক্ত
১০০. *সংবাদ*, ২৩ মার্চ ১৯৮৬, পৃ. ১
১০১. *সংবাদ*, ৩ এপ্রিল ১৯৮৬, পৃ. ১
১০২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ এপ্রিল ১৯৮৬, পৃ. ১
১০৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১২ এপ্রিল ১৯৮৬, পৃ. ১
১০৪. *দৈনিক বাংলা*, ২১ মে ১৯৮৬, পৃ. ১
১০৫. *সংবাদ*, ৮ মে ১৯৮৬, পৃ. ১
১০৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ মে ১৯৮৬, পৃ. ১
১০৭. প্রাগুক্ত
১০৮. প্রাগুক্ত
১০৯. প্রাগুক্ত
১১০. *দৈনিক বাংলা*, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ১
১১১. *দৈনিক বাংলা*, ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ১
১১২. প্রাগুক্ত
১১৩. *দৈনিক বাংলা*, ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ১
১১৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ১
১১৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৪ অক্টোবর ১৯৮৬, পৃ. ১
১১৬. *দৈনিক বাংলা*, ১৭ অক্টোবর ১৯৮৬, পৃ. ১
১১৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ অক্টোবর ১৯৮৬, পৃ. ১
১১৮. দৈনিক বাংলা, ২৪ অক্টোবর ১৯৮৬, পৃ. ১
১১৯. প্রাগুক্ত
১২০. প্রাগুক্ত
১২১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১ নভেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ১
১২২. *দৈনিক বাংলা*, ২৪ মার্চ ১৯৮৭, পৃ. ১
১২৩. *দৈনিক বাংলা*, ২৫ মার্চ ১৯৮৭, পৃ. ১
১২৪. প্রাগুক্ত
১২৫. প্রাগুক্ত
১২৬. প্রাগুক্ত
১২৭. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ জুন ১৯৮৭, পৃ. ১
১২৮. *দৈনিক বাংলা*, ১৭ আগস্ট ১৯৮৭, পৃ. ১
১২৯. *দৈনিক বাংলা*, ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭, পৃ. ১
১৩০. *সংবাদ*, ২৫ অক্টোবর ১৯৮৭, পৃ. ১
১৩১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ অক্টোবর ১৯৮৭, পৃ. ১
১৩২. *দৈনিক বাংলা*, ৩০ অক্টোবর ১৯৮৭, পৃ. ১
১৩৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ নভেম্বর ১৯৮৭, পৃ. ১
১৩৪. *দৈনিক বাংলা*, ১০ নভেম্বর ১৯৮৭, পৃ. ১
১৩৫. *সংবাদ*, ১১ নভেম্বর ১৯৮৭, পৃ. ১
১৩৬. *দৈনিক বাংলা*, ১২ নভেম্বর ১৯৮৭, পৃ. ১
১৩৭. *দৈনিক বাংলা*, ১৩ নভেম্বর ১৯৮৭, পৃ. ১
১৩৮. *দৈনিক বাংলা*, ২৯ নভেম্বর ১৯৮৭, পৃ. ১
১৩৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ নভেম্বর ১৯৮৭, পৃ. ১
১৪০. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৯ নভেম্বর ১৯৮৭, পৃ. ১
১৪১. সংবাদ, ২৯ নভেম্বর ১৯৮৭, পৃ. ১
১৪২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৮৭, পৃ. ১
১৪৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১ ডিসেম্বর ১৯৮৭, পৃ. ১
১৪৪. *দৈনিক বাংলা*, ১২ ডিসেম্বর ১৯৮৭, পৃ. ১
১৪৫. *দৈনিক বাংলা*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৮৭, পৃ. ১
১৪৬. *দৈনিক বাংলা*, ৪ জানুয়ারি ১৯৮৮, পৃ. ১
১৪৭. *সংবাদ*, ২০ জানুয়ারি ১৯৮৮, পৃ. ১
১৪৮. *সংবাদ*, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮, পৃ. ১
১৪৯. *সংবাদ*, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮, পৃ. ১
১৫০. *দৈনিক বাংলা*, ৬ মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ১
১৫১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ১
১৫২. *দৈনিক বাংলা*, ১১ মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

১৫৩. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ১
১৫৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১২ মে ১৯৮৮, পৃ. ১
১৫৫. *সংবাদ*, ১২ মে ১৯৮৮, পৃ. ১
১৫৬. *দৈনিক বাংলা*, ৮ জুন ১৯৮৮, পৃ. ১
১৫৭. *দৈনিক বাংলা*, ৯ জুন ১৯৮৮, পৃ. ১
১৫৮. *দৈনিক বাংলা*, ১৪ জুন ১৯৮৮, পৃ. ১
১৫৯. প্রাগুক্ত
১৬০. *দৈনিক বাংলা*, ১৫ জুন ১৯৮৮, পৃ. ১
১৬১. *দৈনিক বাংলা*, ২৯ জুন ১৯৯০, পৃ. ১
১৬২. *দৈনিক বাংলা*, ২৬ জুলাই ১৯৯০, পৃ. ১
১৬৩. *দৈনিক বাংলা*, ১৫ আগস্ট ১৯৯০, পৃ. ১
১৬৪. *দৈনিক বাংলা*, ১৬ আগস্ট ১৯৯০, পৃ. ১
১৬৫. *দৈনিক বাংলা*, ২ অক্টোবর ১৯৯০, পৃ. ১
১৬৬. *দৈনিক বাংলা*, ১৩ অক্টোবর ১৯৯০, পৃ. ১
১৬৭. *দৈনিক বাংলা*, ১৭ অক্টোবর ১৯৯০, পৃ. ১
১৬৮. *দৈনিক বাংলা*, ২০ নভেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১৬৯. *দৈনিক বাংলা*, ২২ নভেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১৭০. *দৈনিক বাংলা*, ২৭ নভেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১৭১. প্রাগুক্ত
১৭২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৭ নভেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১৭৩. ড. গোলাম রহমান ও কামরুল হক, *সংবাদপত্রে সমকালীন রাজনীতির উপস্থাপন*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, যুক্ত সংখ্যা: ৭০-৭২, জুন ২০০১-অক্টোবর ২০০১-ফেব্রুয়ারি ২০০২, পৃ. ৪৯
১৭৪. *দৈনিক বাংলা*, ১৬ নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ৫
১৭৫. *দৈনিক বাংলা*, ২ মার্চ ১৯৮৪, পৃ. ৫
১৭৬. *দৈনিক বাংলা*, ১৪ মে ১৯৮৪, পৃ. ৫
১৭৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২১ মে ১৯৮৪, পৃ. ২
১৭৮. *দৈনিক বাংলা*, ১৭ জানুয়ারি ১৯৮৫, পৃ. ৫
১৭৯. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৮৪, পৃ. ৫
১৮০. *দৈনিক বাংলা*, ২ জানুয়ারি ১৯৮৫, পৃ. ৫
১৮১. *দৈনিক বাংলা*, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫, পৃ. ৫
১৮২. *দৈনিক বাংলা*, ১ অক্টোবর ১৯৮৫, পৃ. ৫
১৮৩. *দৈনিক বাংলা*, ৩ জানুয়ারি ১৯৮৬, পৃ. ৫
১৮৪. *দৈনিক বাংলা*, ৩০ নভেম্বর ১৯৮৭, পৃ. ৫
১৮৫. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৮৭, পৃ. ৫
১৮৬. *সংবাদ*, ২২ মার্চ ১৯৮৪, পৃ. ৪
১৮৭. *সংবাদ*, ৮ এপ্রিল ১৯৮৪, পৃ. ৪
১৮৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ নভেম্বর ১৯৮৪, পৃ. ২
১৮৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৮৪, পৃ. ২
১৯০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৭ ডিসেম্বর ১৯৮৪, পৃ. ২
১৯১. *দৈনিক ইত্তেফাক*. ১৭ মার্চ ১৯৮৬, পৃ. ২
১৯২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ২
১৯৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৫ নভেম্বর ১৯৮৭, পৃ. ২
১৯৪. *সংবাদ*, ১৬ নভেম্বর ১৯৮৭, পৃ. ৪
১৯৫. *সংবাদ*, ২৩ ডিসেম্বর ১৯৮৫, পৃ. ৪
১৯৬. *সংবাদ*, ২৩ জানুয়ারি ১৯৮৬, পৃ. ৪
১৯৭. *সংবাদ*, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬, পৃ. ৪
১৯৮. *দৈনিক বাংলা*, ২৯ মার্চ ১৯৮৬. পৃ. ৫
১৯৯. *সংবাদ*, ২৬ এপ্রিল ১৯৮৬, পৃ. ৪
২০০. *দৈনিক বাংলা*, ২৪ মার্চ ১৯৮৭, পৃ. ৫
২০১. *সংবাদ*, ২৫ মার্চ ১৯৮৭, পৃ. ৪
২০২. *সংবাদ*, ৩ মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ৪
২০৩. *সংবাদ*, ২৭ জানুয়ারি ১৯৮৮, পৃ. ৪
২০৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ মে ১৯৮৮, পৃ. ২
২০৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ জুন ১৯৮৮, পৃ. ২
২০৬. *সংবাদ*, ৮ মে ১৯৮৮, পৃ. ৪
২০৭. *সংবাদ*, ৯ জুলাই ১৯৯০, পৃ. ৪
২০৮. *দৈনিক বাংলা*, ২৭ জুলাই ১৯৯০, পৃ. ৫
২০৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১২ নভেম্বর ১৯৯০, পৃ. ২
২১০. *সংবাদ*, ১৯ নভেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
২১১. *সংবাদ*, ৩০ মার্চ ১৯৮৪, পৃ. ৪
২১২. *সংবাদ*, ২৪ নভেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ৪
২১৩. *সংবাদ*, ৬ জুলাই ১৯৮৭, পৃ. ৪
২১৪. *সংবাদ*, ১২ আগস্ট ১৯৯০, পৃ. ৪
২১৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ আগস্ট ১৯৮৭, পৃ. ২
২১৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ নভেম্বর ১৯৯০, পৃ. ২
২১৭. *সংবাদ*, ১৯ নভেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
২১৮. *সংবাদ*, ২৯ মে ১৯৮৮, পৃ. ৪
২১৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ আগস্ট ১৯৯০, পৃ. ২
২২০. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

চার. নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান

১৯৯০ সালের ৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে এই দিন রাতে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ পদত্যাগের ঘোষণা দেন। পরদিন ৫ ডিসেম্বর তিন রাজনৈতিক জোটের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদকে ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনীত করা হয়। ৬ ডিসেম্বর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ আনুষ্ঠানিকভাবে বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। পরে ১২ ডিসেম্বর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদকে অন্তরীণ করা হয়। এই গণঅভ্যুত্থান ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সংবাদপত্রে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রে গণঅভ্যুত্থানের প্রতিফলন যাচাই করার জন্য ঘটনার পরদিন ৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু করে পরবর্তী দশ দিনের পত্রিকার আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়। উল্লেখ্য, ১৯৯০ সলের ২৭ নভেম্বর জরুরী অবস্থা জারির প্রতিবাদে ২৮ নভেম্বর থেকে দেশে সংবাদপত্র প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায় এবং গণঅভ্যুত্থানের পর ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর পুনরায় সংবাদপত্র প্রকাশনা শুরু হয়।

রিপোর্ট :

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকাতেই গণঅভ্যুত্থানের পরদিন ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট খবর প্রাধান্য লাভ করে। এইদিন চারটি পত্রিকাতেই প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট রিপোর্টের মধ্যে কয়েকটির বিষয় ছিল অভিন্ন এবং এই রিপোর্টগুলোই তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব লাভ করে।

এর মধ্যে এরশাদের পদত্যাগের ঘোষণা ও বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ ভাইস-প্রেসিডেন্ট মনোনীত বিষয়ক খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রে। খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'এরশাদের পদত্যাগ : জনতার বিজয়োল্লাস ॥ বিচারপতি শাহাবুদ্দীন সর্বসম্মত ভাইস-প্রেসিডেন্ট'। এই খবরে লেখা হয়:

> *উত্তাল গণআন্দোলনের মুখে প্রেসিডেন্ট এরশাদ ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার পর বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ দেশের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করছেন। তিনিই বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলের প্রস্তাবিত নিরপেক্ষ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসেবে আসন্ন নির্বাচন পরিচালনা করবেন। গতকাল সারাদিন বৈঠক শেষে সন্ধ্যায় তিন জোট সর্বসম্মতিক্রমে প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদকে ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনয়ন দানের কথা ঘোষণা করে।*[১]

দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'এরশাদের পদত্যাগ ॥ জনতার বিজয় উল্লাস'।[২] সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'তিন জোটের ঘোষণা : উপ-রাষ্ট্রপতি পদে প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীন মনোনীত ॥ এরশাদের পদত্যাগ'।[৩] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Justice Shahabuddin nominated as Vice-President : Emergency goes ॥ Ershad To Step Down.'[৪]

শেখ হাসিনার বক্তব্যভিত্তিক অভিন্ন খবরটি দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'মন্ত্রিপরিষদ ও সংসদ বাতিল করতে হবে : শেখ হাসিনা'। এই খবরে লেখা হয়:

> *আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও ৮ দলীয় জোট নেত্রী শেখ হাসিনা বুধবার বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় ভাষণদানকালে এরশাদ সরকারের পদত্যাগ এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি মন্ত্রিসভা ও সংসদ বাতিল করার আহ্বান জানান।*[৫]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল : 'Hasina asks Ershad to dissolve Cabinet, JS.'[৬] দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'জনতার বিজয়কে সুসংহত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ থাকুন : শেখ হাসিনা'।[৭] সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'অবিলম্বে মন্ত্রিপরিষদ ও সংসদ ভেঙ্গে দিতে হবে : হাসিনা'।[৮]

খালেদা জিয়ার বক্তব্যভিত্তিক অভিন্ন খবরটি দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'জনগণের বিজয় সংহত করে সুন্দর ভবিষ্যত গড়তে হবে : খালেদা জিয়া'। এতে লেখা হয়:

> *সাত দলীয় জোট নেত্রী ও বিএনপি চেয়ারম্যান বেগম খালেদা জিয়া জনসমুদ্রে ঘোষণা করেছেন, এরশাদ জনগণের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। গণহত্যা, সম্পদ পাচার ও দুর্নীতির দায়ে তার বিচার করা হবে। তিনি বলেন, জনগণ যে বিজয় ছিনিয়ে এনেছে তাকে সংহত করতে হবে একটি সুন্দর ভবিষ্যত তৈরি করার জন্য।*[৯]

বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল : 'Remain alert against conspiracy : Khaleda'.[১০] দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'বিজয় নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কর্মসূচী অব্যাহত থাকবে : খালেদা জিয়া'।[১১] সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'সতর্ক থাকুন, ষড়যন্ত্র এখনও শেষ হয়নি : খালেদা'।[১২]

জনতার আনন্দ-উল্লাস বিষয়ক অভিন্ন খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'জন সমুদ্রে নেমেছে জোয়ার'। এতে লেখা হয়:

> *১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীনতা লাভের পর ঢাকায় মানুষের যে ঢল নেমেছিল, কেবল তারই সঙ্গে গতকালের গণজোয়ারের তুলনা চলে। মঙ্গলবার রাত দশটা তেরো মিনিটে টেলিভিশনে এরশাদের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণার খবর প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে উল্লসিত জনতা বিজয়-উৎসবে মেতে ওঠে। ঘর ছেড়ে হাজার হাজার মানুষ নেমে পড়ে রাজপথে। রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়।*[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আনন্দ উল্লাসে মুখরিত মহানগরী'। এতে লেখা হয়:

রাষ্ট্রপতি এরশাদ অবিলম্বে পদত্যাগ করতে রাজী হয়েছেন- মঙ্গলবার রাতে এ কথা ঘোষিত হবার পর অসংখ্য জনতা রাস্তায় নেমে এসে গভীররাত পর্যন্ত উল্লাস শেষে ঘরে ফিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু গতকাল বুধবার ভোর থেকে তারা দ্বিগুণ হয়ে আবার রাস্তায় নেমে এলে দুপুর নাগাদ পুরো রাজধানী জনসমুদ্রে পরিণত হয়। এ যেন একাত্তর সালের দখলদার মুক্ত হওয়ার সময়কার আনন্দ উল্লাসের পুনরাবৃত্তি।[১৪]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Unprecedented Jubilation.' এই খবরে লেখা হয়:

Hundreds of thousands of people who streamed to the city streets soon after President Ershad's decision to step down on Tuesday night continued their jubilation till the time of writing this report at 10 p.m. on Wednesday. Scores of processions bearing the national flags marched the city with the tune of bands. The avalance of people which included men, women and children danced to tune of bands on the streets and frequently chanted slogans demanding trial of President Ershad, his cabinet colleagues and collaborator of his regim.[১৫]

দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'উল্লাস মুখরিত নগরী'। এই খবরে লেখা হয়:

গতকাল বুধবার রাজধানী ঢাকা মহানগরী আনন্দ-উল্লাসে মুখরিত হইয়া উঠে। মিছিলে মিছিলে সয়লাব হইয়া যায় রাজপথ। গণতন্ত্রের বিজয় গাথায় চারিদিক ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে। মঙ্গলবার রাতে প্রেসিডেন্ট এরশাদের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় হাজারো মানুষ কারফিউর কথা ভুলিয়া রাস্তায় নামিয়া পড়ে।[১৬]

পাঁচ দলীয় জোটের বক্তব্যভিত্তিক খবরটি আলাদা আইটেম হিসেবে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় সংবাদ ছাড়া বাকী তিনটি পত্রিকায়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'এখনো অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে : পাঁচ দল'। এতে লেখা হয়:

পাঁচ দল, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগ ও ঐক্য প্রক্রিয়ার নেতৃবৃন্দ বলেছেন আন্দোলনের চূড়ান্ত বিজয় এখনও অর্জিত হয়নি। অভীষ্ট লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। গতকাল (৫ ডিসেম্বর) বিকেলে জাসদ বাসদ কার্যালয় প্রাঙ্গনে আয়োজিত এক জনসভায় তারা বক্তৃতা করেন। জনসভায় বলা হয়, এখনও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে।[১৭]

দৈনিক ইত্তেফাকেও খবরটি সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সন্ত্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে সতর্ক থাকুন : পাঁচ দল'।[১৮] অন্যদিকে বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Five-Party to Continue movement.'[১৯]

জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্যভিত্তিক খবরটিও আলাদা আইটেম হিসেবে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় সংবাদ ছাড়া বাকী তিনটি পত্রিকায়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'যেন আর স্বৈরাচারের জন্ম না হয় : জামায়াত'। এই খবরে লেখা হয়:

জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান বলেছেন, স্বৈরাচারের পতনের ফলে দেশের মানুষ আজ মুক্তির আলো দেখছে। তবে বিজয়ের এই সন্ধিক্ষণে আমাদের এই শিক্ষাই নিতে হবে যাতে বাংলাদেশে আগামী দিনে আর কোন স্বৈরাচারের জন্ম না হয়।[২০]

দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারেও খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'যে কোন মূল্যে শান্তি ও আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখুন : জামায়াতে ইসলামী'।[২১] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'Abbas appeals for restraint.'[২২]

সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যর বক্তব্যভিত্তিক খবর বাংলাদেশ অবজারভার ও সংবাদ ছাড়া বাকী দুটি পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় আলাদা আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ছাত্রঐক্য : ছাত্র জনতার বিজয়কে সংহত করতে হবে'। এই খবরে লেখা হয়:

গণআন্দোলনে বিজয়ের পর আজ সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের নেতারা বললেন, এই বিজয় ঐতিহাসিক। এই বিজয় ছাত্র জনতার। এই মুহূর্তের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ছাত্র জনতার এই ঐতিহাসিক বিজয়কে সুসংহত করা। ছাত্র গণঅভ্যুত্থানের নায়করা আজ এভাবে তাদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।[২৩]

দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আন্দোলনে বিজয়কে অর্থবহ করিতে হইবে : ছাত্রঐক্য'।[২৪]

১৯৯০ সালের ৭ ডিসেম্বরেও গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকায় গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট খবর প্রাধান্য বিস্তার করে। এই দিন চারটি পত্রিকাতেই প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট রিপোর্টের মধ্যে কয়েকটির বিষয় ছিল অভিন্ন এবং এই রিপোর্টগুলো তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব লাভ করে। এর মধ্যে বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের কাছে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ক খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে। খবরটি দৈনিক বাংলা, সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভারে প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে ব্যানার আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'মন্ত্রিসভা ও সংসদ বাতিল : এরশাদের আনুষ্ঠানিক পদত্যাগ : শাহাবুদ্দীন ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট'। এতে লেখা হয়:

Dhaka University Institutional Repository

> *প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ গতকাল বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। ব্যাপক গণআন্দোলনের মুখে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ পদত্যাগ করার পর তিনি এই দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এর আগে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য প্রেসিডেন্ট মন্ত্রিসভা ও জাতীয় সংসদ বাতিল করেন। প্রেসিডেন্ট সংবিধান অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেন।*[২৫]

সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত সাংবিধানিক পন্থায় ক্ষমতা হস্তান্তর ॥ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের দায়িত্ব গ্রহণ'।[২৬] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'Parliament, Cabinet dissolved : Ershad goes : Justice Shahabuddin takes over as Acting President'.[২৭] অন্যদিকে দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'এরশাদের পদত্যাগ ॥ অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট শাহাবুদ্দীন আহমদের দায়িত্ব গ্রহণ'।[২৮]

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের বক্তব্যভিত্তিক অভিন্ন খবরটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকাতেই প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় শিরোনাম ছিল: 'শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার আহ্বান: অবাধ-নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তা করুন : ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট'। এই খবরে লেখা হয়:

> *যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ বলেছেন, দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে নতুন সুযোগ এসেছে তাকে কাজে লাগাতে হবে। তিনি অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সবার সহযোগিতা কামনা করেন। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে শপথ গ্রহণের পর বঙ্গভবনে এক সমাবেশে বক্তৃতাকালে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বলেন, প্রেসিডেন্ট এরশাদের পদত্যাগ গণতন্ত্রের জন্যে একটি বিজয়।*[২৯]

দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তা করুন ॥ শান্তি বজায় রাখুন : অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট'।[৩০] সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'শান্তি-শৃঙ্খলা-সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বলেছেন : এরশাদের পদত্যাগ গণতন্ত্রের বিজয়'।[৩১] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Restore law and order for free, fair polls : Shahabuddin.'[৩২]

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদকে অভিনন্দন বিষয়ক অভিন্ন খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বিভিন্ন দল ও সংগঠনের অভিনন্দন'। এই খবরে লেখা হয়:

> *দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক, ছাত্র, যুবক, শ্রমিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ সর্বস্তরের জনসাধারণ দেশের অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করায় বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার পৃথক পৃথক বিবৃতিতে এই সব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন: দেশে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং একটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার গুরুদায়িত্ব তার উপর অর্পিত হয়েছে। জনগণ তার উপর যে আস্থা স্থাপন করেছেন তিনি তা সুচারুরূপে পালন করতে সক্ষম হবেন।*[৩৩]

অন্য তিনটি পত্রিকায়ও খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের প্রতি বিভিন্ন দল ও সংগঠনের অভিনন্দন'।[৩৪] সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'অভিনন্দন'।[৩৫] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Political parties greet Justice Shahabuddin.'[৩৬]

তিন জোটের আন্দোলন কর্মসূচি স্থগিত বিষয়ক অভিন্ন খবরটি চারটি পত্রিকায়ই প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় শিরোনাম ছিল: 'তিন জোটের কর্মসূচি স্থগিত : সকল অফিস-আদালত চালু করার আহ্বান'। এই খবরে লেখা হয়:

> *আট দল, সাত দল ও পাঁচ দলীয় ঐক্য জোট আন্দোলনের কর্মসূচী স্থগিত করেছে। গতকাল জোটের এক যুক্ত ঘোষণায় উক্ত কর্মসূচী স্থগিতের কথা ঘোষণা করে অবিলম্বে অফিস-আদালত, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, সকল যানবাহন এবং প্রশাসনিক সকল কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবে চালু করার আহ্বান জানানো হয়।*[৩৭]

দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'তিন জোটের আন্দোলনের কর্মসূচি স্থগিত ঘোষণা'।[৩৮] সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'আন্দোলনের সকল কর্মসূচি স্থগিত ॥ অফিস-আদালতসহ সর্বত্র পুনরায় স্বাভাবিক কাজকর্ম চালুর আহ্বান'।[৩৯] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Alliances call off programms.'[৪০]

শেখ হাসিনার বক্তব্য ও কর্মতৎপরতা সংশ্লিষ্ট অভিন্ন খবরটি দৈনিক বাংলা ও সংবাদে প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় শিরোনাম ছিল: 'ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টকে অভিনন্দন : অন্তর্বর্তী সরকারকে সহযোগিতা করুন : শেখ হাসিনা'। এই খবরে লেখা হয়:

> *৮ দলীয় জোট নেত্রী শেখ হাসিনা আশা প্রকাশ করেন যে বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার অবাধ ও নিরপেক্ষ সংসদ নির্বাচন নিশ্চিত করবেন। ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিচারপতি শাহাবুদ্দীনকে অভিনন্দন জানিয়ে শেখ হাসিনা গতকাল বঙ্গভবনে সাংবাদিকদের বলেন, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সবার সহযোগিতা করা উচিত। খবর ইউএনবি'র।*[৪১]

সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে চাই : শেখ হাসিনা'।[৪২] অন্যদিকে দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'বঙ্গভবনে নেতা-নেত্রীদের প্রতিক্রিয়া'।[৪৩] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Caretaker govt. to ensure free, fair polls : Hasina.'[৪৪]

Dhaka University Institutional Repository

খালেদা জিয়ার বক্তব্য ও কর্মতৎপরতা সংশ্লিষ্ট অভিন্ন খবরটি দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদে প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় শিরোনাম ছিল: 'গণতান্ত্রিক লক্ষ্য অর্জনে জনগণকে সতর্ক থাকতে হবে : খালেদা জিয়া'। এই খবরে লেখা হয়:

> *৭ দলীয় নেত্রী ও বিএনপি প্রধান বেগম খালেদা জিয়া অনেক ত্যাগ ও দুঃখ-দুর্দশার বিনিময়ে অর্জিত জনগণের বিজয় সুসংহত কারার আহ্বান জানান। বৃহস্পতিবার বিকালে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের শপথগ্রহণের পর বঙ্গভবনের দরবার হলে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনাকালে বেগম জিয়া বলেন, জনগণের ৯ বছরের দীর্ঘ সংগ্রামের পর স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই বিজয় অর্জিত হয়েছে। তিনি তাদের প্রতি দেশে একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান। খবর বাসস'র।*[৪৫]

দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'জনগণের বিজয় সংহত করিতে হইবে : খালেদা জিয়া'।[৪৬] সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'গণতন্ত্রের বিজয় নিশ্চিত হতে চলেছে : খালেদা'।[৪৭] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Khelida for Ershad's trial.'[৪৮]

সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যর বক্তব্য ও কর্মতৎপরতা সংশ্লিষ্ট অভিন্ন খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না ॥ এরশাদ ও সহযোগীদের বিচার হবে : ছাত্রঐক্য'। এতে লেখা হয় :

> *সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, জেনারেল এরশাদ এবং তার সকল সহযোগীদের বিচার বাংলার মাটিতে অনুষ্ঠিত হবে। এদের কাউকে ক্ষমা করা হবে না। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের নেতৃবৃন্দ এ ঘোষণা দেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, তবে কেউ আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না। দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী এদের সকল অপকর্মের বিচার হবে।*[৪৯]

দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'বিজয় সংহত করার জন্য সজাগ থাকিতে হইবে : ছাত্রঐক্য'।[৫০] সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'ছাত্রঐক্যের আহ্বান ॥ গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রার শুভসূচনা নস্যাতের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করুন'।[৫১] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'APSU demands trial of Ershad, allies.'[৫২]

জনতার আনন্দ-উল্লাস বিষয়ক অভিন্ন খবরটি দৈনিক বাংলা ও সংবাদে প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় শিরোনাম ছিল: 'ঢাকা সহ সারা দেশে বিজয় মিছিল : সমাবেশ'। এতে লেখা হয়:

> *গণআন্দোলনের বিজয়ে রাজধানী ঢাকা এখনো উল্লাসমুখর। উৎফুল্ল জনতার বিজয়োল্লাস চলছে রাস্তার মোড়ে মোড়ে, পাড়ায় মহল্লায়। জারিগান, পালাগান, নৃত্য-আবৃত্তি চলছে এই নগরীতে। একই সঙ্গে চলছে বর্ণাঢ্য মিছিল আর রং খেলার আনন্দ। মঙ্গলবার রাতে টিভিতে এরশাদের পদত্যাগের খবর প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাজধানী উল্লাসমুখর হয়ে উঠে। লাখো জনতা নেমে পড়ে রাজপথে। সেই উল্লাসের রেশ গতকালও ছিল।*[৫৩]

সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'এখনো আনন্দ উৎসবের জোয়ার বইছে'।[৫৪] অন্যদিকে দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'বিভিন্ন স্থানে সমাবেশ ॥ আনন্দ মিছিল অব্যাহত'।[৫৫] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Thousands pour in Democracy Road.'[৫৬]

জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্যভিত্তিক খবর সংবাদ ছাড়া বাকী তিনটি পত্রিকায় আলাদা আইটেম হিসেবে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। তিনটি পত্রিকায়ই খবরটি সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় শিরোনাম ছিল: 'এরশাদ চক্র কয়েক হাজার কোটি টাকা লুট করেছে : জামায়াত'। এই খবরে লেখা হয়:

> *জামায়াতে ইসলামী মহানগরীর আমীর আবদুল কাদের মোল্লা বৃহস্পতিবার প্রেসিডেন্ট এরশাদ ও তার সহযোগীদের বিচার করার দাবী জানিয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেন, তারা কয়েক হাজার কোটি টাকার জাতীয় সম্পদ লুট করেছে। ঢাকায় বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর দিকের গেটে অনুষ্ঠিত পার্টির এক সমাবেশে তিনি বক্তৃতা করছিলেন। খবর বাসস'র।*[৫৭]

দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'জামায়াতের শোকরানা দিবস'।[৫৮] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Jamaat for trial of Ershad.'[৫৯]

১৯৯০ সালের ৮ ডিসেম্বরেও গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকায় গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট খবর প্রাধান্য বিস্তার করে। এই দিন চারটি পত্রিকাতেই প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট রিপোর্টের মধ্যে কয়েকটির বিষয় ছিল অভিন্ন এবং এই রিপোর্টগুলো তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব লাভ করে। এরমধ্যে জাতির উদ্দেশে বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের ভাষণ বিষয়ক খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায়। খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে ব্যানার আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানই মুখ্য দায়িত্ব : শাহাবুদ্দীন ॥ গণতন্ত্র কায়েমে সবাই অবদান রাখুন'। এতে লেখা হয়:

> *ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্যে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন। গতকাল রাতে রেডিও-টেলিভিশনে দেয়া জাতির উদ্দেশে প্রথম ভাষণে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট বলেন, তার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান কর্তব্য হলো দেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।*[৬০]

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'স্বাস্থ্যনীতি, শিক্ষা অর্ডিন্যান্স ও বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল করা হবে : অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ॥ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করুন'।[৬১] দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'বিতর্কিত স্বাস্থ্যনীতি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বাতিল করা হইবে ॥ রাজনৈতিক দলগুলো চাহিলে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করা হইবে ॥ জাতির উদ্দেশে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ : আসুন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া সকলে একযোগে কাজ করি'।[৬২] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Election Commissions likely to be recast : Free, fair polls Govt.'s main task : Shahabuddin'.[৬৩]

তিন জোটের সভায় হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ও তার সহযোগীদের গ্রেফতার দাবী বিষয়ক অভিন্ন খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'যে কোন ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় সতর্ক থাকুন ॥ এরশাদ ও তার সহযোগীদের গ্রেফতার ও বিচার চাই : ৩ জোট'। এতে লেখা হয়:

> *আটদল, সাতদল ও পাঁচদলীয় জোট অবিলম্বে এরশাদ, রওশন এরশাদ, এরশাদ সরকারের ভাইস-প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, উপ-প্রধানমন্ত্রী, সকল দুর্নীতিবাজ ও ক্ষমতার অপব্যবহারকারী মন্ত্রী, এমপি, আ স ম আবদুর রব এবং তাদের সহযোগীদের গ্রেফতার ও বিচার করার জন্যে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। তিন জোট তাদের দেশ ত্যাগ নিষিদ্ধ করারও দাবী জানায়।*[৬৪]

অন্য তিনটি পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'তিন জোটের যৌথ সভা ॥ এরশাদ ও সহযোগীদের বিচার দাবী'।[৬৫] সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'দেশত্যাগ নিষিদ্ধ ও ব্যাংক একাউন্ট ফ্রীজ করার দাবী ॥ এরশাদ ও তার সহযোগীদের গ্রেফতার করুন : ৩ জোট'।[৬৬] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Alliances demand Ershad's detention.'[৬৭]

শেখ হাসিনার কর্মতৎপরতা ও বক্তব্য বিষয়ক অভিন্ন খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'জাতীয় পার্টি নেতাদের দলে না নেয়ার আহ্বান ॥ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখুন : শেখ হাসিনা'। এতে লেখা হয়:

> *আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা স্বৈরাচারী এরশাদের জাতীয় পার্টির নেতাদের আশ্রয় না দেয়ার জন্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, নইলে ঐসব দল স্বৈরাচারী এরশাদের দোসর হিসেবে চিহ্নিত হবে।*[৬৮]

দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সহযোগিতা করুন : শেখ হাসিনা'।[৬৯] সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জিত বিজয় সংহত করতে ঐক্যবদ্ধ থাকুন : হাসিনা'।[৭০] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় এবং শিরোনাম ছিল: 'Maintain law and order at all costs : Hasina'.[৭১]

খালেদা জিয়ার কর্মতৎপরতা ও বক্তব্য বিষয়ক অভিন্ন খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় এবং শিরোনাম ছিল: 'শহীদ জিয়ার মাজারে খলেদা জিয়ার পুষ্পস্তবক অর্পণ'। এতে লেখা হয়:

> *সাত দল নেত্রী ও বিএনপির চেয়ারম্যান বেগম খালেদা জিয়া গতকাল সকালে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার মাজার জেয়ারত ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। মাজার জেয়ারতের সময় বেগম জিয়া বেশ কিছুটা আবেগ প্রবণ হয়ে পড়েন। স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে গত নয় বছর বেগম জিয়া আপোসহীন ও অনমনীয় আন্দোলন চালান।*[৭২]

অন্য তিনটি পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'জিয়ার মাজারে বেগম জিয়া'।[৭৩] সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'জিয়ার কবর জিয়ারতে খালেদা জিয়া'।[৭৪] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Khaleda visits Zia's mazar.'[৭৫]

সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যর বক্তব্য বিষয়ক অভিন্ন খবরটি দৈনিক ইত্তেফাক ছাড়া তিনটি পত্রিকাতে প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় শিরোনাম ছিল: 'সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের আহ্বান : এরশাদের সহযোগীদের কোনো দল বা সংগঠনে আশ্রয় দেবেন না'। এতে লেখা হয়:

> *সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য ক্ষমতাচ্যুত স্বৈরাচারী এরশাদ সরকার ও তার সহযোগীদের কোন গণতান্ত্রিক দল ও সংগঠনে আশ্রয় না দেয়ার আহ্বান জানিয়েছে। গতকাল এক বিবৃতিতে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য এ আহ্বান জানায়।*[৭৬]

সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'এদের কোন দলে স্থান দেবেন না : ছাত্রঐক্য'।[৭৭] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'APSU call not to give shelter to Ershad's collaborators.'[৭৮] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় এবং শিরোনাম ছিল: 'দেশবাসীর প্রতি ছাত্রঐক্য : দায়িত্বশীল আচরণ ও ভূমিকা পালন করুন'।[৭৯]

জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্যভিত্তিক খবর সংবাদ ছাড়া বাকী তিনটি পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় আলাদা আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। তিনটি পত্রিকাতেই খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় শিরোনাম ছিল: 'গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হোন : আব্বাস'। এতে লেখা হয়:

> *জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান দেশে একটি সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে দলমত নির্বিশেষে সবাইকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। শুক্রবার এক বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, জনগণের অধিকার খর্ব করার যেকোন তৎপরতা প্রতিরোধ করতে হবে।*[৮০]

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'প্রয়োজন ধৈর্য, সংযম ও সহনশীলতা : জামায়াত'।[৮১] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Abbas urges people to be alert against anarchy.'[৮২]

১৯৯০ সালের ৯ ডিসেম্বর গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট খবর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায় বেশ গুরুত্ব পায়। এর মধ্যে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ও তার সহযোগীদের তিন জোটে আশ্রয় না দেয়ার সিদ্ধান্ত বিষয়ক খবরে জানানো হয়, তিন জোটের যুক্ত সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সরকারের কাউকে আট, সাত ও পাঁচ দলীয় জোটের অন্তর্ভুক্ত কোনো দলে আশ্রয় দেয়া হবে না। খবরটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত তিনটি পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় আলাদা আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'তিন জোটের যুক্ত সভায় সিদ্ধান্ত ॥ এরশাদ সরকারের কাউকে দলে নেওয়া হবে না'। এতে লেখা হয় :

ক্ষমতাচ্যুত স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সংসদ সদস্য অথবা জাতীয় পার্টির গণধিকৃত যে কোন পর্যায়ের নেতা, কর্মী বা সদস্য কিংবা এই দলের সহযোগী কোন সংগঠনের নেতা বা কর্মীকে আট দল, সাত দল ও পাঁচ দলীয় জোট অথবা তিন জোটের কোন দল বা অঙ্গ সংগঠনে আশ্রয় দেয়া হবে না। আবদুস সামাদ আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত তিন জোটের এক যুক্ত সভায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।[৮৩]

অন্তর্বর্তী সরকারের ছয় উপদেষ্টার নাম ঘোষণা বিষয়ক খবরটি দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ছয় উপদেষ্টার নাম ঘোষণা'। এই খবরে লেখা হয় :

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ গতকাল শনিবার রাতে ৬জন উপদেষ্টার নিয়োগ ঘোষণা করিয়াছেন। উপদেষ্টারা হইতেছেন: সাবেক অর্থসচিব কফিলউদ্দিন মাহমুদ, সাবেক পররাষ্ট্র সচিব ফখরুদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের সভাপতি ডা. এম এ মাজেদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, পুলিশের সাবেক আইজি জি কিবরিয়া ও বিআইডব্লিউটিসির সাবেক চেয়ারম্যান মেজর (অব:) রফিকুল ইসলাম বীরউত্তম।[৮৪]

সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যর বিজয় উৎসব বিষয়ক খবরটি দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ছাত্রঐক্যর আনন্দমুখর বিজয় উৎসব পালন'। এই খবরে লেখা হয়:

গতকাল শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ছিল অভূতপূর্ব উৎসবের আমেজে ভরপুর। প্রায় ১২ ঘণ্টাব্যাপী এই বিজয় উৎসবে ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন-পোস্টারে, প্যারোডি গানের সুরে, হৈ হুল্লোড় ও স্বৈরাচার বিরোধী বিভিন্ন শ্লোগানে, খন্ড খন্ড মিছিলে, রংয়ের হোলিখেলা, বিজয় মঞ্চে একটানা প্রায় দশঘন্টার জমজমাট আবৃত্তি-সংগীত-অভিনয় অনুষ্ঠান, কয়েকটি খন্ড খন্ড পোস্টার, কার্টুন ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মচারী ও সাধারণ মানুষের এই সমাবেশ এক ব্যতিক্রমী পরিবেশ বিরাজ করে। গণঅভ্যুত্থানে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতনের পর সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য ক্যাম্পাসে এই বিজয় উৎসবের আয়োজন করে।[৮৫]

১৯৯০ সালের ১০ ডিসেম্বর গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট কয়েকটি খবর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায় বেশ গুরুত্ব পায়। এর মধ্যে সাত দলীয় জোটের বিজয় মিছিল বিষয়ক খবরটি দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: '৭ দলের বিরাট বিজয় মিছিল ॥ এরশাদের বিচার দাবী'। এই খবরে লেখা হয়:

গতকাল রবিবার বিকালে ৭ দলীয় জোটের উদ্যোগে বায়তুল মোকাররম চত্বর হইতে এক বিরাট বিজয় মিছিল বাহির করা হয়। মিছিলের পূর্বে আয়োজিত সমাবেশে ৭ দলীয় জোট নেতা ও বিএনপির মহাসচিব ব্যারিস্টার আবদুস সালাম তালুকদার বলেন, জনগণের আন্দোলনের মুখে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের বিজয় সূচিত হইয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যে গণতন্ত্র হত্যা করার পাঁয়তারা আবার নতুন করিয়া শুরু হইয়াছে।[৮৬]

আরও তিনজন উপদেষ্টা নিয়োগ বিষয়ক খবরটি দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আরও ৩ জন উপদেষ্টা নিয়োগ'। এতে লেখা হয়:

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ গতকাল রবিবার আরও ৩ জন উপদেষ্টা নিয়োগের মাধ্যমে তাহার উপদেষ্টা পরিষদ সম্প্রসারণ করিয়াছেন। উপদেষ্টা পরিষদের নূতন সদস্যগণ হইতেছেন প্রবীন আইনজীবী ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ, প্রবীন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহান এবং হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুল খালেক।[৮৭]

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সাক্ষাৎকার বিষয়ক একটি খবর বিবিসি রেডিও এর বরাত দিয়ে প্রকাশিত হয়। সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বিবিসির সঙ্গে সাক্ষাৎকার ॥ আমি দুঃখিত নই : এরশাদ'। এতে লেখা হয়:

বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি জেনারেল এরশাদ বলেছেন, ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার জন্য তিনি আন্দোলন শুরু করবেন। ঢাকা সেনানিবাস থেকে গতকাল বিবিসির সাথে এক টেলিফোন সাক্ষাৎকারে জেনারেল এরশাদ বলেছেন, আগামী তিন মাসের মধ্যে যে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা তাতে তিনি অংশ নেবেন। আর জয়ী হলে আগামী বছর অনুষ্ঠেয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তিনি বলেন, রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় তিনি পদত্যাগ করেছেন। তবে তার কৈফিয়ত দেবার মত কিছু নেই এবং এর জন্য তিনি দুঃখিত নন।[৮৮]

গণঅভ্যুত্থানের ঘটনার ধারাবাহিকতায় ১৯৯০ সালের ১০ ডিসেম্বর তিন রাজনৈতিক জোট সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যসহ বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে পৃথকভাবে বৈঠক করে এবং এইসব বৈঠকেও হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ও তার সহযোগীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবী জানানো হয়। পরদিন ১১ ডিসেম্বর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সব পত্রিকায় খবরটি প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: '৩ জোটের সঙ্গে ছাত্রঐক্যসহ বিভিন্ন সংগঠনের বৈঠক ॥ এরশাদ ও তার সহযোগীদের অবিলম্বে গ্রেফতার দাবী'। এতে লেখা হয়:

সোমবার ১০ ডিসেম্বর আট, সাত ও পাঁচ দলীয় জোটের নেতৃবৃন্দ সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ, যুব সংগ্রাম পরিষদ, ১৭ টি কৃষক ক্ষেতমজুর সংগঠন, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট এবং আন্দোলনকারী বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে বৈঠক

Dhaka University Institutional Repository

করেন। এইসব বৈঠকে গণসংগ্রাম ও দেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি এবং করণীয় প্রভৃতি বিষয়ে মত বিনিময় করা হয়। বৈঠকে জেনারেল এরশাদ, তার সব সহযোগী ও বেগম রওশন এরশাদ এবং সাবেক সরকার ও জাতীয় পার্টির সদস্যদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও বিচার দাবী করা হয়।[৮৯]

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ও তার সহযোগীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবী অব্যাহত থাকার প্রতিফলন দেখা যায় ১৯৯০ সালের ১২ ডিসেম্বরের খবরের কাগজে। এই বিষয়ে একাধিক খবর প্রকাশিত হয় এইদিন। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'লক্ষ্য অর্জনে এক থাকতে হবে : তিন জোট'। এতে লেখা হয়:

তিন জোটের নেতৃবৃন্দ এরশাদ ও তার সহযোগীদের বিচারের দাবী জানিয়ে বলেছেন, জনগণের এই পরাজিত শত্রুরা এখনও সক্রিয় রয়েছে। তারা বলেন, ষড়যন্ত্র এখনও চলছে। এই ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করে গণতন্ত্রের সংগ্রামকে অভীষ্ঠ লক্ষ্যে এগিয়ে নিতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। তিন জোটের নেতৃবৃন্দ গতকাল ১১ই ডিসেম্বর সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।[৯০]

তিন রাজনৈতিক জোট ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের পক্ষ থেকে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ও তার সহযোগীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবীভিত্তিক একটি খবর ১২ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'এরশাদের গ্রেফতার ও বিচার দাবীতে বিভিন্ন সংগঠন'। এই খবরে লেখা হয়:

বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন গতকাল মঙ্গলবার সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদকে গ্রেফতার এবং বিচারের দাবী অব্যাহত রাখিয়াছে। সম্মিলিত পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদ গতকাল অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে জেনারেল এরশাদ এবং তাহার সহযোগীদের গ্রেফতার এবং কাল বিলম্ব না করিয়া তাহাদের বিচারের দাবী জানাইয়াছে।[৯১]

অবশেষে ১৯৯০ সালের ১২ ডিসেম্বর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদকে অন্তরীণ করা হয় এবং তার ১৫ জন সহযোগীর বিরুদ্ধে আটকাদেশ জারী করা হয়। ১৩ ডিসেম্বর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সব ক'টি পত্রিকায় খবরটি গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ অবজারভার ছাড়া বাকী তিনটি পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে ব্যানার আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ অবজারভারে প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'মওদুদ, জাফরসহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে আটকাদেশ ॥ এরশাদ অন্তরীণ'। এই খবরে লেখা হয়:

ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট এরশাদকে গতকাল বুধবার দুপুরে অন্তরীণ করা হয়েছে। তাকে গুলশানের একটি বাড়ীতে রাখা হয়েছে বলে সরকারীভাবে জানানো হয়েছে। তার সঙ্গে তার স্ত্রী রওশন এরশাদ ও ছেলে শাদও রয়েছে। ইউএনবি আরও জানায়, অন্তর্বর্তী সরকার মঙ্গলবার ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন মোতাবেক সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদসহ ১৬ ব্যক্তিকে গ্রেফতার এবং ১২০ দিন আটক রাখার আদেশ জারী করেছেন। ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ৩ ধারার (১)ক-এর অধীনে ১৬ ব্যক্তিকে গ্রেফতারের আদেশ দেন বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঘনিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। এ সরকারী আদেশে 'যেখানে তাদের পাওয়া যাবে সেখান থেকেই' গ্রেফতার করার বিশেষ নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[৯২]

দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'এরশাদ অন্তরীণ'।[৯৩] সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'গুলশানের একটি বাড়িতে স্থানান্তর ॥ এরশাদ অন্তরীণ ॥ মওদুদ জাফর মোয়াজ্জেমসহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি'।[৯৪] অন্যদিকে বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Ershad interned'.[৯৫]

১৩ ডিসেম্বরের খবরের কাগজে গণঅভ্যুত্থানে এরশাদ সরকারের পতন উপলক্ষে আওয়ামী লীগের বিজয় মিছিল সংক্রান্ত একটি খবরও প্রকাশিত হয়। খবরটি দৈনিক ইত্তেফাকে ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'চূড়ান্ত বিজয় না হওয়া পর্যন্ত ঐক্য বজায় রাখিতে হইবে- শেখ হাসিনা'। এই খবরে লেখা হয়:

মহানগর আওয়ামী লীগ গতকাল বুধবার ঢাকায় এক বিশাল বর্ণাঢ্য বিজয় মিছিল বাহির করে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও ৮ দলীয় জোট নেত্রী শেখ হাসিনা মিছিলকারীদের উদ্দেশে বলেন, এ বিজয় জনতার বিজয়। কিন্তু চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত জনতার এই ঐক্য ধরিয়া রাখিতে হইবে।[৯৬]

সম্পাদকীয় :

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকায় গণঅভ্যুত্থান ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী নিয়ে সম্পাদকীয়ও প্রকাশিত হয়। গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক নেতা, ছাত্র, জনতাকে অভিনন্দন জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হতে দেখা যায়। দৈনিক বাংলায় এই ধরনের একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর প্রথম পৃষ্ঠায়। শিরোনাম ছিল: 'গণতন্ত্রের জয় জনতার জয়'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকৃত জনপ্রতিনিধিরা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। আজকের বিজয়কে সংহত করে আমাদের সুন্দর এক ভবিষ্যত নির্মাণ করতে হবে। আমরা আজ ছাত্র-জনতাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আমরা দুই জননেত্রী এবং অন্যান্য জোট ও দলের নেতৃবৃন্দকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এদেশের গণতান্ত্রিক সংগ্রামে যারা আত্মাহুতি দিয়েছেন আমরা তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করি। যারা নির্যাতন নিপীড়নের শিকার হয়েছেন তাদের প্রতি হৃদয়ের গভীর সমবেদনা জানাই।[৯৭]

গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে অর্জিত বিজয়কে চূড়ান্ত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য করণীয় সম্পর্কে বেশ ক'টি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে। দৈনিক বাংলায় এ ধরনের একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর। শিরোনাম ছিল: 'বিজয় সংহত করতে হবে'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

আমাদের আজ মনে রাখতে হবে, বিশৃঙ্খলার ছিদ্রপথ দিয়েই কেবল কুচক্র তার কালো থাবা বিস্তারের সুযোগ পায়। আর জনতার বিজয় ছিনিয়ে নেয়ার কুচক্রের কখনো অভাব ঘটেনি। এখন কিংবা অদূর ভবিষ্যতেও যে হবে না এমন কথা জোর করে বলার উপায় নেই। আমরা তাই দুই নেত্রীর আহ্বানের প্রতি সকল শ্রেণীর নাগরিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। অর্জিত বিজয়কে তার চূড়ান্ত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে হলে এই আহ্বানের সচেতন ও সতর্ক প্রতিপালন অপরিহার্য।[৯৮]

Dhaka University Institutional Repository

এই প্রসঙ্গে দৈনিক ইত্তেফাক একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর। শিরোনাম ছিল: 'গণতান্ত্রিক বিজয়ের এই সূচনায়'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> *এই মুহূর্তে সকল রকম ভাবাবেগের উর্ধ্বে উঠিয়া গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে চালু রাখিবার উপরেই তাহারা উভয়ে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। একটি চরম পরিস্থিতির মধ্যে সরকারের পতন হইয়াছে। যতটা অরাজক অবস্থার আশঙ্কা করা হইয়াছিল সেই তুলনায় কিছুই হয় নাই। আমরা আশা করি, ধৈর্য ও সহনশীলতার এই প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত বজায় রাখা হইবে। বস্তুত সকল রকম দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠিয়া এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু রাখার ব্যাপারটাই দলমত নির্বিশেষে সকলের পবিত্র দায়িত্ব। আমরা এই দায়িত্ব পালনের জন্যই আজ সচেতন দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাইতেছি।*[৯৯]

সংবাদ এই প্রসঙ্গে দু'টি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। একটি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর। শিরোনাম ছিল: 'স্বৈরশাসনমুক্ত স্বদেশে বিজয়ী ছাত্র-জনতার প্রতি'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

> *বিজয়ের মুহূর্তে অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে বিভেদের শক্তি মাথাচাড়া দেয় শুভার্থীর ছদ্মবেশে। ঠিক যেমন শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে জঙ্গী রূপ দেয়ার অজুহাত দেখিয়ে উস্কানিদাতা চরেরা উত্তেজনা সৃষ্টি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে সহিংসতার পথে চালিত করার চেষ্টা করে। আমাদের মনোজগতে বিভেদের প্রাচীর তোলে বিদ্বেষের বিষবাষ্পে। তাই সর্বপ্রকার অশুভশক্তির চক্রান্ত সম্পর্কে সতর্ক থেকে এই বৃহত্তর ঐক্যকে আরও মজবুত করতে হবে।*[১০০]

১৯৯০ সালের ৮ ডিসেম্বর প্রকাশিত অপর সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল: 'আগে প্রয়োজন সাফল্যকে সংহত করা'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> *দাবী-দাওয়ার নামে কোন চক্রান্ত বা উস্কানি যেন দেশবাসীকে বিপথে চালিত করার সুযোগ না পায়, কোনরূপ উচ্ছৃংখলতা নিয়মের স্থান দখল না করে, তার জন্য সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। আগেই বলা হয়েছে একটি জবাবদিহিমূলক নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠাই অস্থায়ী সরকার প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীনের একমাত্র দায়িত্ব। সর্বত্র সর্বক্ষেত্রে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে সুষ্ঠুভাবে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করেই আমরা রাষ্ট্রপতিকে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করতে পারি।*[১০১]

বাংলাদেশ অবজারভারও এ প্রসঙ্গে দু'টি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। একটি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর প্রথম পৃষ্ঠায়। শিরোনাম ছিল: 'The Need of The Hour'. এতে লেখা হয়:

> *Administratively, the maintenance of law and order comes first, and the alliances leaders will certainly help keep it by their active guidance and cooperation until a constitutionally formed government is put in place, which we hope, will not take long to come.*[১০২]

অপরটি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ৮ ডিসেম্বরে। শিরোনাম ছিল: 'Restoring Democracy'. এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> *General (Retd.) H M Ershad has resigned. The euphoria over his fall has run its due course. The country must now come down to brasstacks.The task facing Justice Shahabuddin the unanimous choice as President of the caretaker government is formidable. This is not least because of the time constraint of 90 days imposed by the constitution to fulfill his mandate. The key goal of the mandate is to provide for free and fair elections.*
>
> *The unanimous appointment of Justice Shahabuddin is the first welcome step towards the restoration of ture democracy and the nation's self-respect. We must do everything in our ability to assist him in fulfilling his crucial mandate.*[১০৩]

গণঅভ্যুত্থানের অব্যবহিত পর অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করায় বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদকে অভিনন্দন জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলো। ১৯৯০ সালের ৭ ডিসেম্বর এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদ। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'আমাদের অভিনন্দন'। এতে লেখা হয় :

> *প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ বাংলাদেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে নিযুক্তি লাভের পর পরই প্রেসিডেন্ট পদ থেকে জেনারেল এরশাদের পদত্যাগপত্র ও অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের এই দায়িত্ব গ্রহণ এ জাতির ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনা। আমরা দেশের সংগ্রামী গণমানুষের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তাকে স্বাগত আর প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাই।*[১০৪]

দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'সফলতা কামনা করি'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> *বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের সরকার অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। তাহার এবং তাহার সরকারের মূল দায়িত্ব হইতেছে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দেশে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন প্রদান এবং যে নির্বাচনের উপর হইতে দেশবাসীর আস্থা নির্মূল হইয়া পড়িয়াছিল সেই আস্থার পুনরুজ্জীবন। যথাসময়ে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যে রাজনৈতিক পরিবেশ, আইন-শৃঙ্খলাজনিত যে স্থিতিশীল পরিস্থিতি অপরিহার্য, সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সার্বিক সাহায্য ও সহযোগিতা তাহাকে দিতে হইবে।*[১০৫]

সংবাদে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'আমাদের অভিনন্দন'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> *প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানরূপে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। আমাদের অভিনন্দন। দুর্বার গণআন্দোলনের জোয়ারে এরশাদশাহী ভেসে যাওয়ার লগ্নে তিন বিরোধী জোট অন্তর্বর্তীকালীন রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য তাকে মনোনীত করে। তার প্রধান দায়িত্ব-সার্বভৌম সংসদের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। এই গুরুদায়িত্ব পালনে আমরা তার সাফল্য কামনা করি।*[১০৬]

গণঅভ্যুত্থানের অব্যবহিত পর আনন্দ-উচ্ছ্বাস প্রকাশের নামে আইন নিজের হাতে তুলে না নেয়ার এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে জনগণের প্রতি তিন জোট এবং জোটের শীর্ষ নেত্রীদের আহ্বান বিষয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে গবেষণাভুক্ত পত্রিকা। দৈনিক বাংলা এ ধরনের একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৯০ সালের ৭ ডিসেম্বর। শিরোনাম ছিল: 'তিন জোটের আহ্বান'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

Dhaka University Institutional Repository

চলমান আন্দোলনের চূড়ান্ত সাফল্যের জন্য সবাইকে অবশ্যই শান্ত থাকতে হবে, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে হবে এবং গোলযোগ ও নৈরাজ্য সৃষ্টির যে কোন অপচেষ্টা সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকতে হবে। ধৈর্য, সংযম ও সহনশীলতাই হবে আমাদের এই মুহূর্তে কর্তব্য। তিন জোট কাউকে নিজের হাতে আইন তুলে না নেয়ার যে আহ্বান জানিয়েছে এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা তাতে সাড়া দেয়ার জন্য দেশের প্রতিটি নাগরিকের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।[১০৭]

এই বিষয়ে দৈনিক বাংলা ১৯৯০ সালের ৮ ডিসেম্বর আরও একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'দুই নেত্রীর আহ্বান'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

গণবিরোধী শক্তিগুলো চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে। বাধা আসতে পারে যথার্থ গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার পথে। প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে নানাভাবে। তবে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, গোলমাল বাঁধিয়ে, জনমনে ভীতি সঞ্চার করার মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক লক্ষ্য অর্জনের পথে অন্তরায় সৃষ্টির আশঙ্কা সব চাইতে প্রবল। মনে রাখা দরকার যে অশুভ শক্তি এখনও তৎপর রয়েছে। তারা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে। শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিনষ্ট করে নতুন সংকট সৃষ্টি করতে পারে।[১০৮]

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ ১৯৯০ সালের ৭ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশে প্রথম ভাষণ দেন। পরদিন ৮ ডিসেম্বর এই খবর প্রকাশের পর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায় এই ভাষণ প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। ১৯৯০ সালের ৯ ডিসেম্বর এ বিষয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। শিরোনাম ছিল: 'গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় দায়িত্ব'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

বিচারপতি শাহাবুদ্দীন দায়িত্ব গ্রহণ করে প্রথম সুযোগেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংসদের অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেছেন। আশা করা যায়, সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। দেশবাসী পাবে তাদের ভোটে নির্বাচিত একটি সার্বভৌম ও কার্যকর জাতীয় সংসদ এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি সরকার।[১০৯]

১৯৯০ সলের ১২ ডিসেম্বর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদকে অন্তরীণ করা হয়। এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায়। দৈনিক ইত্তেফাক এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৯০ সালের ১৩ ডিসেম্বর। শিরোনাম ছিল: 'সেফ কাস্টোডিতে এরশাদ'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

পদত্যাগকারী প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদকে গ্রেফতার করা হইয়াছে, তিনি আর কেন্টনমেন্টে বাস করিতেছেন না। এই সিদ্ধান্তের ফলে সেনানিবাসে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এরশাদের অবস্থানকে কেন্দ্র করিয়া সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিল। সামরিক বাহিনীর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হইল।[১১০]

চিঠিপত্র :

গণঅভ্যুত্থান প্রসঙ্গে চিঠি লিখে পাঠকরা তাদের অভিমত তুলে ধরেন। গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে করণীয় সম্পর্কে ১৯৯০ সালের ১৩ ডিসেম্বর একটি চিঠি প্রকাশ করে সংবাদ। শিরোনাম ছিল: 'গণঅভ্যুত্থান ৯০ এবং জাতীয় কর্তব্য'। এই চিঠিটি লিখেছিলেন চট্টগ্রাম জজকোর্ট থেকে এডভোকেট শংকর প্রসাদ দে। এই চিঠিতে লেখা হয়:

সাম্প্রতিক গণঅভ্যুত্থানের জোয়ারে স্বৈরশাসকের পতন হলেও স্বৈরতান্ত্রিক গোষ্ঠী ও এর বিকাশের আর্থ-সামাজিক ধারার পতন হয়নি। জেনালের এরশাদ গত দশকে গড়ে ওঠা ২০০০ লুটেরা ধনিকের প্রতিভূ ছিলেন মাত্র। একক কোন দলের পক্ষে যেমন একনায়ক এরশাদের পতন ঘটানো সম্ভব হয়নি তেমনি একক কোন দলের পক্ষে ইতিমধ্যে বিকশিত স্বৈরতান্ত্রিক ধারার উচ্ছেদ কঠিন ব্যাপার। স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে আপামর জনতার ঐক্য ও ঐকমত্য যেমন বিজয় এনেছে তেমনি জনতার ঐক্যের প্রতিভূ তিন জোটের ঐক্যই পারে পুনরুত্থিত মূল্যবোধকে ধরে রাখতে ও স্বৈরশাসনের আর্থ-সামাজিক ভিত্তিকে উৎখাত করতে। তিন জোটের ঐক্যবদ্ধ নির্বাচন আজ যুগোপযোগী রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হতে পারে।[১১১]

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদকে ক্ষমতসীন রাখার ব্যাপারে সহযোগীদের বিচার প্রসঙ্গে ১৯৯০ সালের ১৫ ডিসেম্বর একটি চিঠি প্রকাশিত হয় সংবাদে। শিরোনাম ছিল: 'জেনারেল এরশাদ : একারই কি বিচার হবে'। চিঠিটি লিখেছিলেন মাগুরার শ্রীপুরস্থ সাচিলাপুরের তখলপুর গ্রাম থেকে কাজী ফয়জুর রহমান। এই চিঠিতে লেখা হয়:

ছাত্র-জনতার চাপে জেনারেল এরশাদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। তাকে বিচারের দাবী উঠেছে- কৃতকর্মের বিচার হওয়াই দরকার। কিন্তু এই লগ্নে আরো কিছু কাজ আছে। যারা তাকে 'গণতান্ত্রিক' সাজিয়ে রেখেছিলেন, যারা তাকে এবং তার পরিষদবর্গকে 'গণতান্ত্রিক'ভাবে ভোট কেটে জিতিয়ে দিয়েছিলেন- তাদের কী হবে? জেনারেল এরশাদ আটষট্টি হাজার গ্রামের ভোট কেন্দ্রগুলোতে যাননি। তাকে ভোট কেটে দিল কে বা কারা? প্রিজাইডিং অফিসারদের শতকরা ৬০/৭০ টি ভোট দিয়ে দিতে বললো কে বা কারা? যারা বললো এবং যারা নির্বাচন কমিশনে বানোয়াট ফলাফল পাঠালো তারা কারা? তারা ঐ বানোয়াট ফলাফল না পাঠালে তাদের কি শাস্তি হতো? এসব প্রশ্ন আজ সংগ্রামী জাতীয় চেতনা থাকতে থাকতেই নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করা দরকার। এই দালালী অভ্যাস সর্বস্তর হতে বিলোপ করবার বাস্তব ব্যবস্থা নেয়া দরকার।[১১২]

প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ :

উপরের তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে এরশাদ বিরোধী গণঅভ্যুত্থানের অব্যবহিত পরে সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট ঘটনা প্রবাহের একটি চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। এ বিষয়ে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নানা অভিমত ও মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। চিঠিপত্র লিখে পাঠকরা গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ তুলে ধরেছেন।

গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট খবরগুলোর বিষয়বস্তু প্রধানত ছিল :

এক. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের পদত্যাগের ঘোষণা।

দুই. প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদকে ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে সর্বসম্মত মনোনয়ন।

তিন. বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের কাছে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ক্ষমতা হস্তান্তর।

Dhaka University Institutional Repository

চার. বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের বক্তব্য ও ভাষণ।
পাঁচ. দায়িত্ব গ্রহণ করায় বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদকে বিভিন্ন মহলের অভিনন্দন।
ছয়. জনতার উল্লাস ও বিজয় উৎসব।
সাত. তিন জোটের আন্দোলন কর্মসূচি স্থগিত।
আট. শেখ হাসিনার কর্মতৎপরতা ও বক্তব্য।
নয়. খালেদা জিয়ার কর্মতৎপরতা ও বক্তব্য।
দশ. পাঁচ দলীয় জোটের কর্মতৎপরতা ও বক্তব্য।
এগার. জামায়াতে ইসলামীর কর্মতৎপরতা ও বক্তব্য।
বার. সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যর কর্মতৎপরতা ও বক্তব্য।
তের. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের বক্তব্য।
চৌদ্দ. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ও তার সহযোগীদের গ্রেফতার ও বিচার দাবী।
পনের. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ অন্তরীণ ও তার ১৫ জন সহযোগীর বিরুদ্ধে আটকাদেশ।

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোর গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী দশদিনের আধেয় বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট খবরগুলো সংবাদপত্রে গুরুত্ব লাভ করেছে। গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী তিনদিনের সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট খবরই প্রাধান্য বিস্তার করে। এই তিনদিনই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায় গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট খবর প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে অথবা লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। উল্লিখিত তিনদিন এবং পরবর্তী দিনগুলোতেও গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক প্রায় সব খবরই প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছে। তবে গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের অন্তরীণ হওয়ার খবর বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত তিনটি পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে এবং একটি পত্রিকায় ছয় কলাম শিরোনামে লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়।

বিশ্লেষণে দেখা গেছে, গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী তিনদিন গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকায় গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট অভিন্ন বিষয়বস্তুর কিছু খবর তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব লাভ করে। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর চারটি পত্রিকায় অভিন্ন বিষয়বস্তুর খবরগুলো ছিল:

এক. এরশাদের পদত্যাগের ঘোষণা ও বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ ভাইস-প্রেসিডেন্ট মনোনীত।
দুই. শেখ হাসিনার বক্তব্য ও কর্মতৎপরতা।
তিন. খালেদা জিয়ার বক্তব্য ও কর্মতৎপরতা।
চার. জনতার উল্লাস।

এরশাদের পদত্যাগের ঘোষণা ও বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ ভাইস-প্রেসিডেন্ট মনোনীত বিষয়ক খবরটি চারটি পত্রিকায়ই গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট অন্য সব খবরের তুলনায় বেশি গুরুত্ব লাভ করে এবং তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভারে। এই খবরে জানানো হয়, ব্যাপক গণঅভ্যুত্থানের মুখে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ১৯৯০ সালের ৫ ডিসেম্বর ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছেন। আট, সাত ও পাঁচ দলীয় জোট প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদকে ভাইস-প্রেসিডেন্ট মনোনীত করেছেন। ৬ ডিসেম্বর তার কাছে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন।

বাকী তিনটি খবরের মধ্যে শেখ হাসিনার বক্তব্য ও কর্মতৎপরতার খবরে জানানো হয়, তিনি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ক্ষমতা হস্তান্তর না করা পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখার এবং গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে অর্জিত বিজয়কে সংহত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। আর খালেদা জিয়ার বক্তব্য ও কর্মতৎপরতা বিষয়ক খবরে জানানো হয়, তিনি বলেছেন গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে অর্জিত বিজয়কে সংহত করে সুন্দর ভবিষ্যত গড়তে হবে। তিনি বিজয়-উচ্ছ্বাসের নামে আইন নিজের হাতে তুলে না নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। অন্যদিকে জনতার উল্লাস বিষয়ক খবরে জানানো হয়: হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের পদত্যাগের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসে ফেটে পড়ে নানা শ্রেণী পেশার মানুষ। রাজধানীর মানুষ ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমে পড়ে। আনন্দে উল্লসিত জনতা রাজপথ মিছিল-শ্লোগানে মুখর করে তোলে। আনন্দ-উল্লাসে বিচ্ছিন্ন ছিল না শিশু কিংবা মহিলা, নবীন কিংবা প্রবীণ কেউই।

পাঁচ দলীয় জোট ও জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্যও ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর আলাদা আইটেম হিসেবে তিনটি পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। পাঁচ দলীয় জোটের বক্তব্যভিত্তিক খবরে জানানো হয়, এই জোটের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের চূড়ান্ত বিজয় এখনো অর্জিত হয়নি। লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তারা আন্দোলন অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্যভিত্তিক খবরে জানানো হয়, জামায়াতে ইসলামীও বলেছে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের চূড়ান্ত সাফল্য এখনো আসেনি। কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পর এই সাফল্য আসবে। অপরদিকে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যর বক্তব্যভিত্তিক খবর ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর আলাদা আইটেম হিসেবে দু'টি

Dhaka University Institutional Repository

পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। এতে জানানো হয়, সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের বিজয়কে অর্থবহ করার জন্য বিজয়কে সুসংহত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

১৯৯০ সালের ৭ ডিসেম্বর চারটি পত্রিকায় গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট অভিন্ন বিষয়বস্তুর খবরগুলো ছিল:

এক. বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের কাছে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ক্ষমতা হস্তান্তর।

দুই. বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের বক্তব্য।

তিন. বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদকে বিভিন্ন মহলের অভিনন্দন।

চার. তিন জোটের আন্দোলন কর্মসূচি স্থগিত।

পাঁচ. শেখ হাসিনার বক্তব্য ও কর্মতৎপরতা।

ছয়. খালেদা জিয়ার বক্তব্য ও কর্মতৎপরতা।

সাত. সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যর বক্তব্য ও কর্মতৎপরতা।

আট. জনতার আনন্দ-উল্লাস।

বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের কাছে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ক খবরটি তিনটি পত্রিকায় ফলাও করে প্রকাশিত হয় এবং পত্রিকা তিনটি হলো দৈনিক বাংলা, সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভার। অন্যদিকে দৈনিক ইত্তেফাক হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের পদত্যাগ বিষয়ক খবরটিকে ফলাও করে প্রকাশ করে। তিনটি পত্রিকায় ফলাও করে প্রকাশিত উক্ত খবরে জানানো হয়: ব্যাপক গণঅভ্যুত্থানের মুখে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের পদত্যাগের পর বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

বাকী ছয়টি খবরের মধ্যে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের বক্তব্যভিত্তিক খবরে জানানো হয়: তিনি যত দ্রুত সম্ভব একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়েছেন এবং এজন্য সবার সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের পদত্যাগকে গণতন্ত্রের জন্য বিজয় হিসেবে অভিহিত করেন। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদকে অভিনন্দন বিষয়ক খবরে জানানো হয়, অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করায় তাকে রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতা ও সর্বস্তরের মানুষ অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিন জোটের আন্দোলন কর্মসূচি স্থগিত বিষয়ক খবরে জানানো হয়, আট, সাত ও পাঁচ দলীয় জোটের এক যুক্ত ঘোষণায় এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সকল কর্মসূচি স্থগিত করা হয়েছে। শেখ হাসিনার বক্তব্য ও কর্মতৎপরতা বিষয়ক খবরে জানানো হয়, তিনি আশা প্রকাশ করেছেন বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন সরকার অবাধ ও নিরপেক্ষ সংসদ নির্বাচনে সক্ষম হবে। তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান। অন্যদিকে খালেদা জিয়ার বক্তব্য ও কর্মতৎপরতা বিষয়ক খবরে জানানো হয়, তিনি এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের বিজয়কে সুসংহত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন, গণতান্ত্রিক লক্ষ্য অর্জনে জনগণকে সর্তক থাকতে হবে। তিনি এরশাদ ও তার সহযোগীদের বিচার দাবী করেন। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের বক্তব্যভিত্তিক খবরে জানানো হয়, তারা আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ করতে গিয়ে আইন নিজের হাতে তুলে না নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তারা হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ও তার সহযোগীদের বিচার দাবী করেছেন। অপরদিকে জনতার আনন্দ-উল্লাস বিষয়ক খবরে জানানো হয়, গণঅভ্যুত্থানের মুখে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের পদত্যাগের প্রেক্ষাপটে সারা দেশে আনন্দ-উৎসব ও বিজয়-উল্লাস প্রকাশ অব্যাহত রয়েছে। ঐদিন অর্থাৎ ৭ ডিসেম্বর জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্যভিত্তিক খবর তিনটি পত্রিকায় আলাদা আইটেম হিসেবে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয়: এই দল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ও তার সহযোগীদের বিচার দাবী করেছে।

১৯৯০ সালের ৮ ডিসেম্বর চারটি পত্রিকায় গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট অভিন্ন বিষয়বস্তুর খবরগুলো ছিল:

এক. জাতির উদ্দেশে বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের ভাষণ।

দুই. তিন জোটের সভায় হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ও তার সহযোগীদের গ্রেফাতার দাবী।

তিন. শেখ হাসিনার বক্তব্য ও কর্মতৎপরতা।

চার. খালেদা জিয়ার বক্তব্য ও কর্মতৎপরতা।

পাঁচ. সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যর বক্তব্য ও কর্মতৎপরতা।

জাতির উদ্দেশে বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের ভাষণ বিষয়ক খবরটি চারটি পত্রিকায়ই গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট অন্য সব খবরের তুলনায় বেশি গুরুত্ব পায় এবং সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে দৈনিক বাংলায়। এই খবরে জানানো হয়, জাতির উদ্দেশে প্রথম ভাষণে বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সবাইকে এক যোগে কাজ করার জন্য সর্বস্তরের জনগণের প্রতি তিনি আহ্বান জানান।

বাকী চারটি খবরের মধ্যে তিন জোটের সভায় হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ও তার সহযোগীদের গ্রেফতার দাবী বিষয়ক খবরে জানানো হয়, আট, সাত ও পাঁচ দলীয় জোটের যৌথ সভায় হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ও তার সহযোগীদের গ্রেফতার ও বিচার

Dhaka University Institutional Repository

এবং তাদের দেশ ত্যাগ নিষিদ্ধ করার দাবী জানিয়েছে। শেখ হাসিনার কর্মতৎপরতা ও বক্তব্য বিষয়ক খবরে জানানো হয় : তিনি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের নেতৃত্বাধীন দল জাতীয় পার্টি নেতাদের আশ্রয় না দেয়ার জন্য এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে জড়িত দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানান। একই সঙ্গে তিনি জনগণকে যে কোনো মূল্যে শান্তি ও আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার আহ্বান জানান। অন্যদিকে খালেদা জিয়ার কর্মতৎপরতা ও বক্তব্য বিষয়ক খবরে জানানো হয় : এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে বিজয় উপলক্ষে তিনি বিএনপির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে নিয়ে জিয়াউর রহমানের মাজার জিয়ারত করেছেন। অপর দিকে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যর বক্তব্য ও কর্মতৎপরতা বিষয়ক খবরে জানানো হয়: তারাও হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ও তার সহযোগীদের কোনো গণতান্ত্রিক দলে আশ্রয় না দেয়ার আহ্বান জানিয়েছে। ঐদিন অর্থাৎ ৮ ডিসেম্বর জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্যভিত্তিক খবরে জানানো হয়, তারা সংসদের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সকলকে ধৈর্য্য, সংযম ও সহনশীলতার সঙ্গে একটি সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টিতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

১৯৯০ সালের ৯ ডিসেম্বর গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট তিনটি খবর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায় বেশ গুরুত্ব পায় যার বিষয়বস্তু ছিল :

এক. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ও তার সহযোগীদের তিন জোটে আশ্রয় না দেয়ার সিদ্ধান্ত।

দুই. অন্তর্বর্তী সরকারের ছয় উপদেষ্টার নাম ঘোষণা।

তিন. সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যর বিজয় উৎসব।

এরশাদ ও তার সহযোগীদের তিন জোটে আশ্রয় না দেয়ার সিদ্ধান্ত বিষয়ক খবরে জানানো হয়, তিন জোটের যুক্ত সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে এরশাদের সরকারের কাউকে আট, সাত ও পাঁচ দলীয় জোটের অন্তর্ভুক্ত কোনো দলে আশ্রয় দেয়া হবে না। অন্তর্বর্তী সরকারের ছয় উপদেষ্টার নাম ঘোষণা বিষয়ক খবরে জানানো হয়: অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের জন্য ছয় জন উপদেষ্টার নাম ঘোষণা করেছেন। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের বিজয় উৎসব বিষয়ক খবরে জানানো হয়, গণঅভ্যুত্থানের মুখে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ পদত্যাগ করায় সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দিনব্যাপী বিজয় উৎসব পালন করে।

১৯৯০ সালের ১০ ডিসেম্বরেও গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট তিনটি খবর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায় বেশ গুরুত্ব পায় যার বিষয়বস্তু ছিল:

এক. সাতদলীয় জোটের বিজয় মিছিল।

দুই. আরও তিন উপদেষ্টা নিয়োগ।

তিন. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সাক্ষাৎকার।

সাতদলীয় জোটের বিজয় মিছিল বিষয়ক খবরে জানানো হয় : গণঅভ্যুত্থানে এরশাদ সরকারের পতন উপলক্ষে সাত দলীয় জোট বিজয় মিছিল বের করে। আরও তিন উপদেষ্টা নিয়োগ বিষয়ক খবরে জানানো হয় : অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে আরও তিনজন উপদেষ্টা নিয়োগ করেছেন। বিবিসি রেডিওর বরাত দিয়ে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, এক সাক্ষাৎকারে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ বলেছেন গণঅভ্যুত্থানের মুখে পদত্যাগে বাধ্য হলেও তিনি তার অতীত কৃতকর্মের জন্য দুঃখিত নন। ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার জন্য তিনি আন্দোলন শুরু করবেন।

বিভিন্ন মহল থেকে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ও তার সহযোগীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবী সোচ্চার হতে থাকে। সংবাদপত্রের খবরে এর প্রতিফলন দেখা যায়। ১১ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, ১০ ডিসেম্বর তিন রাজনৈতিক জোট সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য সহ বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে পৃথকভাবে বৈঠক করেছে এবং এইসব বৈঠকে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ও তার সহযোগীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও বিচারের দাবী জানানো হয়। পরদিন ১২ ডিসেম্বর প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়কালেও তিন জোট নেতৃবৃন্দ হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ও তার সহযোগীদের গ্রেফাতার ও বিচারের দাবী পুনর্ব্যক্ত করেছেন। এই দিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত অপর এক খবরে জানানো হয়, তিন জোট ছাড়াও অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন শ্রেণীর সংগঠনের পক্ষ থেকে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ও তার সহযোগীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবী জানানো হয়েছে।

অবশেষে ১২ ডিসেম্বর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদকে অন্তরীণ করা হয় এবং তার ১৫ জন সহযোগীর বিরুদ্ধে আটকাদেশ জারী করা হয়। ১৩ ডিসেম্বর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সব ক'টি পত্রিকায় খবরটি গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়।

শুধু খবর প্রকাশের ক্ষেত্রেই গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী গুরুত্ব লাভ করে না, পাশাপাশি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকায় এই বিষয়ে বেশ কিছু সংখ্যক সম্পাদকীয়ও প্রকাশিত হয়। এই সব সম্পাদকীয় বিশ্লেষণ করে প্রধানত ছয় ধরনের বিষয়বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় :

এক. রাজনৈতিক নেতা ও ছাত্র-জনতাকে অভিনন্দন।

দুই. গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে অর্জিত বিজয়কে চূড়ান্ত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য করণীয়।

তিন. বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদকে অভিনন্দন।

Dhaka University Institutional Repository

চার. আইন নিজের হাতে তুলে না নেয়ার আহ্বান।

পাঁচ. জাতির উদ্দেশে বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের ভাষণ।

ছয়. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের অন্তরীণ হওয়া।

গণঅভ্যুত্থানে কৃতীত্বপূর্ণ অবদানের জন্য রাজনৈতিক নেতা, ছাত্র, জনতাকে অভিনন্দন জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে :

এক. গণতন্ত্রের জন্য এরশাদ বিরোধী আন্দোলন জাতীয় ইতিহাসে উজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে অভিহিত হবে।

দুই. গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে অর্জিত বিজয়কে সংহত করতে হবে।

তিন. গণঅভ্যুত্থানের ধারাবাহিকতায় দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকৃত জনপ্রতিনিধিরা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেবেন।

গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে অর্জিত বিজয়কে চূড়ান্ত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য করণীয় সম্পর্কে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর এ বিষয়ে এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা পরামর্শ দেয় :

এক. বিশৃঙ্খলার সুযোগে কুচক্রিমহল জনতার বিজয়কে ছিনিয়ে নিতে পারে। তাই সকল স্তর আর পর্যায়ে সুশৃঙ্খল থাকতে হবে।

দুই. অর্জিত বিজয়কে চূড়ান্ত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে হলে সকল শ্রেণীর নাগরিকদের সচেতন ও সতর্ক থাকতে হবে।

এই প্রসঙ্গে ৬ ডিসেম্বরেই প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক পরামর্শ দেয় :

এক. গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে অর্জিত বিজয়কে ধরে রাখতে হলে সবাইকে ধৈর্য্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিতে হবে।

দুই. অর্জিত বিজয়কে কেউ যাতে বিপথগামী না করতে পারে সে জন্য আন্দোলনরত সকল রাজনৈতিক ও ছাত্র সংগঠনকে সতর্ক থাকতে হবে।

সংবাদ এ প্রসঙ্গে দু'টি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। ৬ ডিসেম্বর প্রকাশিত প্রথম সম্পাদকীয়তে সংবাদ পরামর্শ দেয়:

এক. গণঅভ্যুত্থানে বিজয় অর্জিত হওয়ায় শান্ত ও সুশৃঙ্খলভাবে আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ করতে হবে।

দুই. গণঅভ্যুত্থানের ধারাবাহিকতায় গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার কার্যক্রমের প্রতিটি পর্যায়ে দল মত নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।

৮ ডিসেম্বর প্রকাশিত এ প্রসঙ্গের দ্বিতীয় সম্পাদকীয়তে সংবাদ পরামর্শ দেয় :

এক. গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে গঠিত অস্থায়ী সরকারের মূল দায়িত্ব অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান। তাই এই সরকারের কাছে অন্য কোনো দাবী-দাওয়া পেশ করা উচিত হবে না।

দুই. দাবী-দাওয়ার নামে কোনো চক্রান্ত বা উস্কানি যেন দেশবাসীকে বিপথে চালিত না করতে পারে সেজন্য সতর্ক থাকতে হবে।

এ প্রসঙ্গে ৮ ডিসেম্বর প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ অবজারভার পরামর্শ দেয় :

এক. গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হিসেবে নিয়োগ করার বিষয়টি গণতন্ত্রে উত্তরণের প্রথম ধাপ।

দুই. সকলের উচিত নিজ নিজ সামর্থ ও অবস্থান থেকে বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের কর্মতৎপরতায় সহযোগিতা করা।

গণঅভ্যুত্থানের অব্যবহিত পর অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করায় বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদকে অভিনন্দন জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ৭ ডিসেম্বর । এ প্রসঙ্গে এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে:

এক. গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ জাতির ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা।

দুই. কর্মের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার মাধ্যমে বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ দেশের মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। জাতির ক্রান্তিলগ্নে দুরূহ দায়িত্ব পালনের জন্যে নিষ্ঠা ও দৃঢ়তাই দরকার।

তিন. দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের উচিত বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা।

এই প্রসঙ্গে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে :

এক. তিন রাজনৈতিক জোটসহ যে সব রাজনৈতিক মহল বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদকে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালনের জন্য মনোনীত করেছে, এখন তাদের সবার উচিত দেশ পরিচালনায় তাকে সহযোগিতা করা।

দুই. যথাসময়ে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সবার উচিত বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদকে সাহায্য-সহায়তা দেয়া।

Dhaka University Institutional Repository

তিন. ভবিষ্যতে দেশের সকল নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে করার নীতি ও পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত।

এ প্রসঙ্গে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে :

এক. অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ তার প্রধান দায়িত্ব জাতীয় সংসদের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সফল হবেন।

দুই. বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অস্থায়ী হলেও জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতীক। তাই এই সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপে দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটা উচিত।

গণঅভ্যুত্থানের অব্যবহিত পর আনন্দ-উচ্ছ্বাস প্রকাশের নামে আইন নিজের হাতে তুলে না নেয়া এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে জনগণের প্রতি আহ্বান জানায় তিন জোট নেতারা। এই আহ্বানকে সমর্থন করে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এ প্রসঙ্গে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে :

এক. গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে আইন নিজের হাতে তুলে না নেয়ার ব্যাপারে তিন জোটের আহ্বান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী।

দুই. দেশের প্রতিটি নাগরিকের উচিত তিন জোটের আহ্বানে সাড়া দেয়া।

এই বিষয়ে ৮ ডিসেম্বর অপর এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে :

এক. গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে গণতন্ত্রের অভিযাত্রায় প্রাথমিক সাফল্য এসেছে ঠিকই, কিন্তু আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটিয়ে গণবিরোধী শক্তিগুলো চূড়ান্ত সাফল্যে বাধার সৃষ্টি করতে পারে।

দুই. গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও অন্তর্বর্তী সরকারকে সহযোগিতার ব্যাপারে দুই জোটের শীর্ষ নেত্রীদ্বয়ের আহ্বান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ ১৯৯০ সালের ৭ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। এই ভাষণ প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। ৯ ডিসেম্বর এ প্রসঙ্গে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে:

এক. বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ স্বল্পতম সময়ে জাতীয় সংসদের অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে সক্ষম হবেন।

দুই. জাতীয় সংসদের অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা করা উচিত।

১৯৯০ সালের ১২ ডিসেম্বর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদকে অন্তরীণ করার পর এ প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। ১৩ ডিসেম্বর এ বিষয়ে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে :

এক. দেশের ক্ষমতা ও দলীয় রাজনীতির সঙ্গে সেনাবাহিনীকে জড়িত করা উচিত নয়।

দুই. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ তার সামরিক ও বেসামরিক শাসনকালে ক্যান্টনমেন্টে বসবাস করে বোঝাতে চেয়েছেন যে সামরিক বাহিনী তার সঙ্গে একাত্ম রয়েছে।

তিন. ক্যান্টনমেন্টের বাইরে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদকে অন্তরীণ করায় স্পষ্ট হয়েছে যে তিনি সামরিক বাহিনীর আশ্রয়ে নেই। এতে সামরিক বাহিনীর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে।

চার. গণঅভ্যুত্থানের মূল বক্তব্যই ছিল– ভবিষ্যতে কোনো স্বৈরশাসক যেন সেনাবাহিনীর মদদপুষ্ট হয়ে ক্যান্টনমেন্টের সুরক্ষিত এলাকায় বসে অপশাসন চালাতে না পারে।

গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট খবর ও সম্পাদকীয়র পাশাপাশি এ প্রসঙ্গে চিঠি লিখে পাঠকরা তাদের অভিমত তুলে ধরেন। প্রকাশিত চিঠিগুলোর বিষয়বস্তু ছিল :

এক. গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে করণীয়।

দুই. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদকে ক্ষমতাসীন রাখায় সহযোগিতাকারীদের বিচার।

গণঅভ্যুত্থানের প্রক্ষাপটে করণীয় প্রসঙ্গে সংবাদে ১৯৯০ সালের ১৩ ডিসেম্বর প্রকাশিত এক চিঠিতে অভিমত প্রকাশ করা হয়:

এক. গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে দলীয় স্বার্থের ঊর্ধে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে।

দুই. স্বৈরশাসনের আর্থসামাজিক ভিত্তিকে উৎখাত করার জন্য তিন জোটের উচিত ঐক্যবদ্ধ নির্বাচন করে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা।

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদকে ক্ষমতাসীন রাখার ব্যাপারে সহযোগিতাকারীদের বিচার প্রসঙ্গে সংবাদে ১৯৯০ সালের ১৫ ডিসেম্বর প্রকাশিত এক চিঠিতে অভিমত রাখা হয়: শুধু হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের বিচার করলেই হবে না, তাকে নির্বাচনে বিজয়ী করার জন্য যারা কারচুপিতে সহায়তা করেছিল তাদেরও বিচার হওয়া দরকার।

Dhaka University Institutional Repository

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক এই ইস্যুর সার্বিক বিশ্লেষণ শেষে দেখা যায়, গণঅভ্যুত্থানের অব্যবহিত পরে সংশ্লিষ্ট ঘটনা সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছিল। ব্যাপক গণঅভ্যুত্থানের মুখে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ১৯৯০ সালের ৪ ডিসেম্বর রাতে পদত্যাগের ঘোষণা দেন। এই ঘোষণার পর উল্লাসে ফেটে পড়ে সারা দেশের মানুষ। জনতার এই উল্লাস ও বিজয়-উৎসব চলতে থাকে কয়েকদিন ধরে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিজয় মিছিল বের করে ঘটনার ধারাবাহিকতায়। হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার ঘোষণার পর ৫ ডিসেম্বর তিন রাজনৈতিক জোট প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদকে সর্বসম্মতভাবে ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনীত করেন। ৬ ডিসেম্বর বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের কাছে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ক্ষমতা গ্রহণের কয়েক দিনের মধ্যেই বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করেন। হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ক্ষমতা হস্তান্তরের পর পরই ৬ ডিসেম্বর তিন জোট আন্দোলন কর্মসূচি স্থগিত করে। ৭ ডিসেম্বর তিন জোটের যৌথ সভায় হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ও তাঁর সহযোগীদের গ্রেফতারের দাবী জানানো হয়। এরপর বিভিন্ন মহল থেকে এই দাবী সোচ্চার হয়। অবশেষে ১২ ডিসেম্বর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদকে অন্তরীণ করা হয় এবং তাঁর ১৫ জন সহযোগীর বিরুদ্ধে আটকাদেশ জারী করা হয়। পরবর্তীতে তারা বিচারের সম্মুখীন হন। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত খবরের কাগজে গণঅভ্যুত্থান ও সংশ্লিষ্ট ঘটনা সমূহ ধারাবাহিকভাবে প্রতিফলিত হয় এবং ব্যাপক গুরুত্ব লাভ করে। প্রকাশিত খবরের সংখ্যা ও ট্রিটমেন্ট উভয় দিক থেকেই তা উল্লেখ করার মত।

শুধু খবরের ক্ষেত্রেই নয়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায় সম্পাদকীয় প্রকাশের ক্ষেত্রেও গণঅভ্যুত্থানের ঘটনা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। যে কারণে স্বাভাবিক নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক সম্পাদকীয় প্রথম পৃষ্ঠায়ও স্থান পায়। শুধু তাই না, একই দিন এই বিষয়ে একাধিক সম্পাদকীয় প্রকাশের নজিরও দেখা যায়। এই সব সম্পাদকীয়তে গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্বদানকারীদের ও সাধারণ মানুষকে অভিনন্দন জানানো হয়। অভিনন্দন জানানো হয় বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদকে জাতির ক্রান্তিলগ্নে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করায়। সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে তাঁর সাফল্য কামনার পাশাপাশি বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদকে সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা করার আহ্বান জানানো হয়। গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে অর্জিত বিজয়কে চূড়ান্ত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য করণীয় সম্পর্কে বিভিন্ন পরামর্শ দেয়া হয় সম্পাদকীয়গুলোতে। সার্বিকভাবে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোর পরস্পরের মধ্যে গণঅভ্যুত্থান ইস্যুতে সম্পাদকীয় নীতির কোনো অমিল দেখা যায়নি। তবে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এরশাদ বিরোধী আন্দোলন চলাকালে দৈনিক বাংলা তার সম্পাদকীয়গুলোতে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের নীতির পূর্ণ সমর্থন করলেও গণঅভ্যুত্থানের পর এ ক্ষেত্রে একেবারেই বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করে।

তথ্য সূত্র :

১. *দৈনিক বাংলা*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৩. *সংবাদ*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৫. *দৈনিক বাংলা*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৮. *সংবাদ*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৯. *দৈনিক বাংলা*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১০. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১২. *সংবাদ*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১৩. *দৈনিক বাংলা*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১৪. *সংবাদ*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১৭. *দৈনিক বাংলা*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
২০. *দৈনিক বাংলা*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
২১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
২২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
২৩. *দৈনিক বাংলা*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
২৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
২৫. *দৈনিক বাংলা*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
২৬. *সংবাদ*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
২৭. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
২৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
২৯. *দৈনিক বাংলা*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৩০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৩১. *সংবাদ*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৩২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৩৩. *দৈনিক বাংলা*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৩৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৩৫. *সংবাদ*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৩৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৩৭. *দৈনিক বাংলা*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১

৩৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৩৯. *সংবাদ*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৪০. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৪১. *দৈনিক বাংলা*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৪২. *সংবাদ*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৪৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৪৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৪৫. *দৈনিক বাংলা*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৪৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৪৭. *সংবাদ*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৪৮. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৪৯. *দৈনিক বাংলা*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৫০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৫১. *সংবাদ*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৫২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৫৩. *দৈনিক বাংলা*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৫৪. *সংবাদ*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৫৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৫৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৫৭. *দৈনিক বাংলা*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৫৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৫৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৬০. *দৈনিক বাংলা*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৬১. *সংবাদ*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৬২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৬৩. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৬৪. *দৈনিক বাংলা*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৬৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৬৬. *সংবাদ*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৬৭. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৬৮. *দৈনিক বাংলা*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৬৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৭০. *সংবাদ*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৭১. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৭২. *দৈনিক বাংলা*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৭৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৭৪. *সংবাদ*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৭৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৭৬. *দৈনিক বাংলা*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৭৭. *সংবাদ*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৭৮. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৭৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৮০. *দৈনিক বাংলা*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৮১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৮২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৮৩. *দৈনিক বাংলা*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৮৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৮৫. প্রাগুক্ত
৮৬. দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৮৭. প্রাগুক্ত
৮৮. *সংবাদ*, ১০ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৮৯. *দৈনিক বাংলা*, ১১ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৯০. *দৈনিক বাংলা*, ১২ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৯১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১২ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৯২. *দৈনিক বাংলা*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৯৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৯৪. *সংবাদ*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৯৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৯৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৯৭. *দৈনিক বাংলা*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫
৯৯. দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ২
১০০. *সংবাদ*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
১০১. *সংবাদ*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
১০২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১০৩. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
১০৪. *দৈনিক বাংলা*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
১০৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ২
১০৬. *সংবাদ*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
১০৭. *দৈনিক বাংলা*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
১০৮. *দৈনিক বাংলা*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
১০৯. *দৈনিক বাংলা*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
১১০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ২
১১১. *সংবাদ*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
১১২. *সংবাদ*, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

গবেষণা প্রশ্নের ফলাফল বিশ্লেষণ

সংবাদপত্র ও রাজনীতির আন্তসম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য এই গবেষণায় সুনির্দিষ্ট কিছু গবেষণা প্রশ্ন যাচাই করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের আলোকে গবেষণা প্রশ্নগুলো বিশ্লেষণ করে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

তিনটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই গবেষণা কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। উদ্দেশ্যসমূহ হলো:

এক. ১৯৭২ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সময়ে রাজনীতি ও সংবাদপত্রের মধ্যে আন্ত-সম্পর্ক ও মিথষ্ক্রিয়ার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতা বিশ্লেষণ করা।

দুই. ১৯৭২ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সময়ে সংবাদপত্রে সমকালীন তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যুর উপস্থাপন প্রবণতা ও এ ব্যাপারে সম্পাদকীয় নীতির প্রতিফলন বিশ্লেষণ করা।

তিন. ১৯৭২ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সময়ে সংবাদপত্রে সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের প্রতিফলন বিশ্লেষণ করা।

উল্লেখ করা হয়েছে যে এই গবেষণার নির্ধারিত সময়সীমা হচ্ছে ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৯০ সাল। রাজনৈতিক ইতিহাসে উল্লিখিত উনিশ বছর বিশাল একটি সময়। তাই গবেষণার কাজ সুনির্দিষ্ট করার জন্য উল্লিখিত উনিশ বছর সময়সীমা থেকে বহুল আলোচিত তাৎপর্যপূর্ণ ইস্যুগুলোকে এই গবেষণায় বিশ্লেষণের জন্য বাছাই করা হয়েছে। বাছাইকৃত ইস্যুর সংখ্যা বিশটি। ইস্যুগুলো হচ্ছে:

এক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।

দুই. মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী : বীরাঙ্গনা, দালাল ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গ।

তিন. স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক

চার. সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকরকরণ

পাঁচ. প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

ছয়. দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি

সাত. আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি

আট. জরুরী অবস্থা ঘোষণা, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন ও বাকশাল গঠন

নয়. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকান্ড ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন

দশ.জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া

এগার. জিয়াউর রহমানের দলীয় রাজনীতি

বার. জিয়াউর রহমানের দু'টি আলোচিত কর্মসূচি : খাল খ-নন ও গ্রাম সরকার

তের. জিয়াউর রহমানের হত্যাকান্ড

চৌদ্দ. জেল হত্যাকান্ড

পনের. পঁচাত্তর পরবর্তী আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার নেতৃত্ব গ্রহণ

ষোল. জিয়াউর রহমানের মৃত্যু-পরবর্তী বিএনপি ও খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ

সতের. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া

আঠার. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের দলীয় রাজনীতি

উনিশ. এরশাদ বিরোধী আন্দোলন

বিশ. নব্বই-এর গণঅভ্যুত্থান

প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নয়টি গবেষণা প্রশ্নের ভিত্তিতে এই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। নিচে এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে উল্লিখিত গবেষণা প্রশ্নগুলো যাচাই ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে:

গবেষণা প্রশ্নসমূহ যাচাই:

গবেষণা প্রশ্ন এক:

সংবাদপত্রে রাজনৈতিক খবর প্রকাশিত হওয়ার ব্যাপ্তি অর্থাৎ কতদিন ধরে খবরটি প্রকাশিত হয় তা কি রাজনৈতিক ইস্যুর গুরুত্বের উপর নির্ভর করে এবং উপস্থাপনার ক্ষেত্রে তা কি বিশেষ গুরুত্ব পায় ?

বিশ্লেষণ:

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, এই গবেষণায় বিশ্লেষণের জন্য যে ২০টি ইস্যুকে চিহ্নিত করা হয়েছিল সেগুলো সংবাদপত্রে বেশ গুরুত্ব লাভ করেছিল। সেই কারণেই ইস্যুগুলো দীর্ঘদিন ধরে সংবাদপত্রে ফলো-আপ করা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দিনের পর দিন বা

Dhaka University Institutional Repository

মাসের পর মাসই শুধু না, বছরের পর বছর এই সব ইস্যুর ধারাবাহিকতা সংবাদপত্রে খুঁজে পাওয়া যায়। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকার রিপোর্ট প্রকাশের দিনগুলো হিসাব করে দেখা গেছে যে, দৈনিক বাংলায় ৬১১ দিন, দৈনিক ইত্তেফাকে ৬৪২ দিন, সংবাদে ৬০৩ দিন ও বাংলাদেশ অবজারভারে ৫৭০ দিন ধরে রিপোর্টগুলো প্রকাশিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সব ক্ষেত্রেই রিপোর্টগুলো একটানা প্রতিদিন প্রকাশিত হয়নি। একাধিক দিন বা কিছু দিনের বিরতি দিয়ে রিপোর্টগুলো প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রাপ্ত তথ্য নিচে টেবিল-১ এ উপস্থাপন করা হয়েছে। এই টেবিলে দিন অনুযায়ী কোন্ ইস্যু কোন্ পত্রিকায় কতদিন ধরে প্রকাশিত হয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে।

বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, 'এরশাদ বিরোধী আন্দোলন' ইস্যু সম্পর্কিত রিপোর্ট সব পত্রিকায় অন্যান্য ইস্যুর তুলনায় সবচেয়ে বেশি দিন ধরে প্রকাশিত হয়েছে। এই ইস্যু সবচেয়ে বেশি দিন ধরে প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশ অবজারভারে। ক্রমানুপাতিক হার বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, বাংলাদেশ অবজারভারের এর চেয়ে কম দিন ধরে সংবাদ, সংবাদের চেয়ে কম দিন ধরে দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক ইত্তেফাকের চেয়ে কম দিন ধরে দৈনিক বাংলা এই ইস্যু সম্পর্কিত রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। বিশ্লেষণ করে আরও দেখা গেছে, 'এরশাদ বিরোধী আন্দোলন' ছাড়া অন্য যে ইস্যুগুলো তুলনামূলকভাবে বেশি দিন ধরে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো হলো: 'স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক', 'সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকরকরণ', 'প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন', 'দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি', 'আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি' ও 'জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া' ইস্যু উল্লেখযোগ্য।

প্রাপ্ত তথ্যে আরো দেখা গেছে, রাজনৈতিক ইস্যুর খবর সংবাদপত্রে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। দুটি মাপকাঠিতে খবর উপস্থপনার বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মাপকাঠি দু'টি হচ্ছে: এক. খবরটি কোন্ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। দুই. খবরটি কত কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রচলিত নিয়মে পৃষ্ঠা অনুযায়ী সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ খবর প্রথম পৃষ্ঠায়, কম গুরুত্বপূর্ণ খবর শেষ পৃষ্ঠায় এবং ভেতরের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামের খবরটি পত্রিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর। এর পর গুরুত্বের ক্রম অনুযায়ী সংবাদপত্রে সাত কলাম লীড, ছয় কলাম লীড, পাঁচ কলাম লীড ইত্যাদি প্রকাশিত হয়ে থাকে। এর পর গুরুত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন শিরোনামে খবর প্রকাশিত হয়ে থাকে।

রাজনৈতিক ইস্যুর খবর সংবাদপত্রে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে গুরুত্ব লাভের বিষয়টি বিশ্লেষণের জন্য নিচে টেবিল-২, টেবিল-৩, টেবিল-৪, টেবিল-৫ ও টেবিল-৬ এ তুলে ধরা হয়েছে। টেবিল-২ এ গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকার রিপোর্ট বিভিন্ন পৃষ্ঠায় প্রকাশের হার উপস্থাপন করা হয়েছে। টেবিল-৩, ৪, ৫ ও ৬ এ গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকার রিপোর্টগুলো প্রথম পৃষ্ঠায় কলাম অনুযায়ী উপস্থাপনের হার তুলে ধরা হয়েছে।

বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকায় বেশির ভাগ ইস্যুর রিপোর্টই প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকা অনুযায়ী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বাংলাদেশ অবজারভারের একটি ইস্যুর ৯৯ শতাংশ প্রথম পৃষ্ঠায় এবং মাত্র ১ শতাংশ রিপোর্ট শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। বাকী উনিশটি ইস্যুর সবই প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। (টেবিল-২ দ্রষ্টব্য)

দৈনিক বাংলার ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিশটি ইস্যুর মধ্যে ১৫টি ইস্যুর সব রিপোর্টই প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। বাকি পাঁচটি ইস্যুর মধ্যে একটি ইস্যুর ৯৭ শতাংশ প্রথম পৃষ্ঠায় ও বাকি ৩ শতাংশ শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। একটি ইস্যুর ৯৬ শতাংশ প্রথম পৃষ্ঠায় ও বাকি ৪ শতাংশ শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। একটি ইস্যুর ৯৪ শতাংশ প্রথম পৃষ্ঠায় এবং বাকি ৬ শতাংশের মধ্যে ২ শতাংশ শেষ পৃষ্ঠায় ও ৪ শতাংশ ভেতরের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। একটি ইস্যুর ৯৭ শতাংশ প্রথম পৃষ্ঠায় ও বাকি ৩ শতাংশ ভেতরের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। একটি ইস্যুর ৯০ শতাংশ প্রথম পৃষ্ঠায় এবং বাকি ১০ শতাংশ শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাকের ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিশটি ইস্যুর মধ্যে ১৭ টি ইস্যুর সব রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। বাকি ৪ টি ইস্যুর মধ্যে একটি ইস্যুর ৯৮ শতাংশ প্রথম পৃষ্ঠায় ও ২ শতাংশ শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। একটি ইস্যুর ৯০ শতাংশ প্রথম পৃষ্ঠায় ও ১০ শতাংশ শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। একটি ইস্যুর ৯০ শতাংশ প্রথম পৃষ্ঠায় এবং বাকি ১০ শতাংশের মধ্যে ৩ শতংশ প্রথম পৃষ্ঠায় ও ৭ শতাংশ ভেতরের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। একটি ইস্যুর ৯৮ শতাংশ প্রথম পৃষ্ঠায় ও ২ শতাংশ ভেতরের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে।

সংবাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিশটি ইস্যুর মধ্যে ১৫ টি ইস্যুর সব রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। বাকি ৫ টি ইস্যুর মধ্যে একটি ৯৮ শতাংশ রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় ও ২ শতাংশ শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। একটি ইস্যুর ৯৪ শতাংশ রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় ও ৬ শতাংশ শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। একটি ইস্যুর ৯৮ শতাংশ রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় ও বাকি ২ শতাংশের মধ্যে ১ শতাংশ শেষ পৃষ্ঠায় ও ১ শতাংশ ভেতরের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। একটি ইস্যুর ৯৬ শতাংশ রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় এবং বাকি ৪ শতাংশের মধ্যে ২ শতাংশ শেষ পৃষ্ঠায় ও ২ শতাংশ ভেতরের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে।

বিশ্লেষণ করে আরও দেখা গেছে, চারটি পত্রিকায়ই প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম ও ডাবল কলাম শিরোনামে বেশির ভাগ রিপোর্ট প্রকাশিত হলেও রিপোর্টগুলোর উল্লেখযোগ্য একটি অংশ আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। (টেবিল-৩, ৪, ৫ ও ৬ দ্রষ্টব্য)

পত্রিকা অনুযায়ী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দৈনিক বাংলায় সবচেয়ে বেশি হারে (৫০ শতাংশ) আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে 'জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া' ইস্যু সংক্রান্ত রিপোর্ট । এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে 'জেল হত্যাকান্ড' ইস্যু সংক্রান্ত রিপোর্ট (৩৫ শতাংশ), তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে 'জরুরী অবস্থা ঘোষণা, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন ও বাকশাল গঠন' ইস্যু সংক্রান্ত রিপোর্ট (২৯ শতংশ) এবং চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে 'সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকরকরণ' ইস্যু সংক্রান্ত রিপোর্ট (২২ শতাংশ)।

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক ইত্তেফাকে সবচেয়ে বেশি হারে (২০ শতংশ) আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে 'জেল হত্যাকান্ড' ইস্যু সংক্রান্ত রিপোর্ট। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে 'মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী : বীরাঙ্গনা, দালাল ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গ' ইস্যু সংক্রান্ত রিপোর্ট (১৯ শতাংশ), যৌথভাবে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে 'মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী : বীরাঙ্গনা, দালাল ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গ' ও 'জেল হত্যাকান্ড' ইস্যু সংক্রান্ত রিপোর্ট (১০ শতংশ) এবং চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে 'জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া' ইস্যু সংক্রান্ত রিপোর্ট (৯ শতাংশ)।

সংবাদে সবচেয়ে বেশি হারে (১৮ শতংশ) আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে 'জরুরী অবস্থা ঘোষণা, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন ও বাকশাল গঠন' ইস্যু সংক্রান্ত রিপোর্ট। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে 'নব্বই-এর গণঅভ্যুত্থান' ইস্যু সংক্রান্ত রিপোর্ট (১৬ শতাংশ), তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে 'জেল হত্যাকান্ড' ইস্যু সংক্রান্ত রিপোর্ট (১১ শতংশ) এবং যৌথভাবে চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন' ও 'জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া' ইস্যু সংক্রান্ত রিপোর্ট (৯ শতাংশ)।

বাংলাদেশ অবজারভারে যৌথভাবে সবচেয়ে বেশি হারে (৩১ শতংশ) আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে 'জেল হত্যাকান্ড' ও 'জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া' ইস্যু সংক্রান্ত রিপোর্ট। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে 'জরুরী অবস্থা ঘোষণা, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন ও বাকশাল গঠন' ইস্যু সংক্রান্ত রিপোর্ট (২৬ শতাংশ), তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে 'সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকরকরণ' ইস্যু সংক্রান্ত রিপোর্ট (২২ শতংশ) এবং চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে 'মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী : বীরাঙ্গনা, দালাল ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গ' ইস্যু সংক্রান্ত রিপোর্ট (১৯ শতাংশ)।

গবেষণা প্রশ্ন দুই :

রাজনৈতিক ইস্যুর গুরুত্বের উপর কি সম্পাদকীয় প্রকাশের বিষয়টি নির্ভর করে ?

বিশ্লেষণ:

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক ইস্যুগুলো সংবাদপত্রে গুরুত্ব পাওয়ার কারণেই এই বিষয়গুলো নিয়ে সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও কলাম প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, বিশটি রাজনৈতিক ইস্যুর মধ্যে সতেরটি ইস্যু নিয়ে সব পত্রিকায়ই সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ইস্যু নিয়ে পাঁচ ধরনের সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো হলো:

এক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তির দাবী।

দুই. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তিদানে বিলম্ব নিয়ে হতাশা, উদ্বেগ, সন্দেহ।

তিন. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তির খবরে আনন্দ-উচ্ছ্বাস।

চার. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাগত ও অভিনন্দন জানানো।

পাঁচ. স্বাধীন দেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর আদর্শ ও স্বপ্ন বাস্তবায়নের আহ্বান।

মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী : বীরাঙ্গনা, দালাল ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গ ইস্যুটি তিনটি পর্বে বিভক্ত। সম্পাদকীয় প্রকাশের ক্ষেত্রে বীরাঙ্গনা প্রসঙ্গটি গুরুত্ব লাভ করে। এই সম্পাদকীয়গুলোতে মূলত বীরাঙ্গনাদের পুনর্বাসনের বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়।

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে সম্পাদকীয় প্রকাশের ক্ষেত্রে দালাল প্রসঙ্গটিও গুরুত্ব লাভ করে। এই প্রসঙ্গে প্রকাশিত সম্পাদকীয়র বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে:

এক. দালালদের বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল।

দুই. দালালদের কার্যক্রম অব্যাহত থাকা।

তিন. দালাল সরকারী কর্মচারী চিহ্নিত করার জন্য স্ক্রীনিং বোর্ড গঠন।

চার. মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণকারী দূতাবাস কর্মকর্তা বরখাস্ত।

পাঁচ. দালাল আইন সংশোধন।

ছয়. দালালদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা।

সম্পাদকীয়গুলোতে একদিকে স্বাধীনতা-উত্তরকালেও তৎপরতা অব্যাহত রাখা দালালদের ব্যাপারে সরকারকে সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দেয়া হয় এবং অন্যদিকে দালালদের বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের আদেশ জারির পর এই আদেশ কার্যকর করার দায়িত্বপ্রাপ্তদের নিরপেক্ষতা, দক্ষতা ও ন্যায় বিচারের প্রতি লক্ষ্য রাখার আহ্বান জানানো হয়। পাশাপাশি দালাল সরকারী কর্মচারী চিহ্নিত করার জন্য স্ক্রীনিং বোর্ড গঠন এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণকারী দূতাবাস কর্মকর্তা বরখাস্ত করার সরকারী সিদ্ধান্তের প্রশংসাও করে। ন্যায় বিচারের স্বার্থে দালাল আইনের ত্রুটি দূর করার জন্য সরকারের কাছে সুপারিশও করে। দালালদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করা হলে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় সরকারকে অভিনন্দন জানায় পত্রিকাগুলো তাদের সম্পাদকীয় নিবন্ধে।

সম্পাদকীয় প্রকাশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গটিও গুরুত্ব লাভ করে। এইসব সম্পাদকীয়র বিষয়বস্তু ছিল:

এক. বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রাপ্তি প্রসঙ্গ।

দুই. বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের ব্যাপারে মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডির আহ্বান।

Dhaka University Institutional Repository

তিন. সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বীকৃতি
চার. ইংল্যান্ডের স্বীকৃতি
পাঁচ. যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি
ছয়. পাকিস্তানের স্বীকৃতি
সাত. সৌদী আরবের স্বীকৃতি
আট. চীনের স্বীকৃতি

১৯৭২ সাল থেকে শুরু করে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময় নানা দেশের স্বীকৃতি প্রদানের প্রেক্ষিতে সংবাদপত্রগুলো সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইংল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, পাকিস্তান ও সৌদী আরব স্বীকৃতি প্রদানের পরপর এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলো। সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইংল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র ও চীন স্বীকৃতি প্রদানের প্রেক্ষাপটে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে একই ধরনের মন্তব্য প্রতিফলিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বীকৃতিকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করে সংবাদপত্রগুলো এবং এই স্বীকৃতি বৃহৎ শক্তিগুলোকে বাংলাদেশকে দ্রুত স্বীকৃতি প্রদানে প্রভাবিত করবে বলে মন্তব্য করা হয়। এই মন্তব্য আংশিক সত্য প্রমাণিত হয় যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বীকৃতির তিন মাসেরও কম সময়ের মধ্যে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ইংল্যান্ড বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের পর পত্রিকাগুলো সম্পদাকীয়তে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন তখনো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান না করার বিষয়টিকে দুঃখজনক বলে বর্ণনা করে। একই সঙ্গে বাংলাদেশকে বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের অন্তরায় সৃষ্টির অপচেষ্টার সমালোচনা করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদপত্রগুলো আশা প্রকাশ করে এই স্বীকৃতির ধারাবাহিকতায় চীন ও পাকিস্তানও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে। সংবাদপত্রগুলোতে আরও মন্তব্য করা হয় যে, যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি প্রাপ্তির ব্যাপারে সে দেশের জনমত ও সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পাকিস্তানের স্বীকৃতিকে সত্যের জয় ও বাস্তবতার স্বীকৃতি হিসেবে অভিহিত করে সংবাদপত্রগুলো। চীনের স্বীকৃতিকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন–পরবর্তী সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতার ফসল হিসেবে বর্ণনা করা হয়।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক ইস্যু নিয়ে যেসব সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোর বিষয়বস্তু হচ্ছে:
এক. পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের দুর্দশা এবং তাদের উদ্ধারে বন্ধু রাষ্ট্র, জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক রেডক্রসের সাহায্য কামনা।
দুই. পাকিস্তানে আটকেপড়া সরকারী কর্মচারীদের পোষ্যদের জন্য খোরাকী ভাতা।
তিন. পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের বিচার।
চার. পাকিস্তান আটকেপড়া নিরীহ বাঙ্গালীদের বিচার-প্রক্রিয়া।
পাঁচ. পাকিস্তানে বাঙ্গালীদের বিচারের নামে গণগ্রেফতার।
ছয়. যুদ্ধাপরাধী বিচার প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক আদালতে পাকিস্তানের আবেদন খারিজ।
সাত. পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দী ও বেসামরিক নাগরিকদের পরিবার পরিজনকে মুক্তিদানের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বাংলাদেশ-ভারত যুক্ত প্রস্তাব।
আট. পাকিস্তানে আটক বাঙ্গালীদের বিনিময়ে ১৯৫ জন পাকিস্তনী যুদ্ধাপরাধী ছাড়া সকল যুদ্ধবন্দী ও আটক বেসামরিক পাকিস্তানীদের ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাব।
নয়. বাংলাদেশ-পাকিস্তানের নাগরিক বিনিময়ের ব্যাপারে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে চুক্তি।
দশ. বাংলাদেশ-পাকিস্তান নাগরিক বিনিময় শুরু।
এগার. বাংলাদেশ-পাকিস্তানের পারস্পরিক স্বীকৃতি প্রদান,
বার. ১৯৫ জন পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীকে অনুকম্পা প্রদর্শন।

এই সব সম্পাদকীয়তে লক্ষণীয় বিষয় ছিল, বাঙ্গালীদের পাকিস্তানে আটকে রাখা ও তাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারের নীতির বিরুদ্ধে সংবাদপত্রগুলো জোরালো অবস্থান নেয়। বিশেষ করে পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকারের আচরণকে অন্যায় হিসেবে অভিহিত করে সংবাদপত্রগুলো এর তীব্র সমালোচনা করে। বিপরীত দিকে পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের প্রত্যাবাসন, পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের বিচার প্রক্রিয়া এবং পরে ক্ষমা প্রদর্শনে বাংলাদেশ সরকারের নীতিকে সমর্থন করে সংবাদপত্রগুলো।

সম্পাদকীয় প্রকাশের ক্ষেত্রে সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকরকরণ ইস্যুটি গুরুত্ব লাভ করে। সম্পাদকীয়গুলোতে মূলত দুই ধরনের অভিমত প্রতিফলিত হয়েছে। প্রথমতঃ সংবিধান প্রণয়নকালে সংবিধান কেমন হওয়া উচিত, কি কি বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া উচিত– এসব প্রসঙ্গে পরামর্শ। দ্বিতীয়তঃ খসড়া সংবিধান প্রণয়ন সমাপ্ত ও গণপরিষদে পেশের পর এর দোষ-ত্রুটি দূর করার পরামর্শ এবং রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন মহলের সংশোধনী প্রস্তাব বিবেচনার সুপারিশ।
প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ইস্যু নিয়ে দশ ধরনের সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। এই সব সম্পাদকীয়র বিষয়গুলো হচ্ছে :
এক. ভোটার তালিকা প্রণয়ন।
দুই. নির্বাচন কমিশনের প্রতি পরামর্শ।
তিন. নির্বাচনে সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতকরণে সরকারী উদ্যোগ।

Dhaka University Institutional Repository

চার. নির্বাচনী নীতিমালা প্রসঙ্গ।
পাঁচ. নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দ প্রসঙ্গ।
ছয়. মনোনয়নপত্র দাখিলে বাধা।
সাত. নির্বাচনী হাঙ্গামা।
আট. নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের নিরপেক্ষতা প্রসঙ্গ।
নয়. নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শাসক দলের কর্মকান্ডের সমালোচনা।
দশ. নির্বাচন অনুষ্ঠান ও আওয়ামী লীগের বিজয়।

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলো প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও নিয়মিত কলামসমূহে ভোটার তালিকা প্রণয়নে দায়িত্বশীল হওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনকে পরামর্শ দেয় এবং খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর নির্বাচন কমিশনকে অভিনন্দন জানায়। নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনকে কিছু পরামর্শও দেয় সংবাদপত্রগুলো। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনী পরিবেশ নিশ্চিতকরণে সরকারী বিভিন্ন উদ্যোগ সম্পর্কেও সংবাদপত্রগুলো মন্তব্য প্রকাশ করে। পাশাপাশি সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়নের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে সব দলের অভিমত ও সম্মতির ভিত্তিতে নীতিমালা প্রণয়নের জন্য সুপারিশ করে সংবাদপত্র। অন্যদিকে সংবাদপত্রগুলো নির্বাচনী হাঙ্গামায় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে। একই সঙ্গে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শাসক দলের বিভিন্ন কর্মকান্ডের সমালোচনাও করে। নির্বাচন অনুষ্ঠান ও আওয়ামী লীগের বিজয় প্রসঙ্গেও মন্তব্য প্রকাশ করে সংবাদপত্রগুলো।

দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি ইস্যুটি সম্পাদকীয় প্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্ব লাভ করে। সম্পাদকীয়সমূহ বিশ্লেষণ করে মোট ১২ ধরনের বিষয় চিহ্নিত করা যায়। এগুলো হলো :
এক. নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি।
দুই. খাদ্যের সংকটজনক পরিস্থিতি।
তিন. নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও খাদ্যসামগ্রীর মজুতদারী এবং কালোবাজারী।
চার. ন্যায্যমূল্যের দোকান প্রসঙ্গ।
পাঁচ. দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি।
ছয়. রংপুরে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা।
সাত. লঙ্গরখানা প্রসঙ্গ।
আট. দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় সরকারী কার্যক্রমের সমালোচনা।
নয়. রাজনৈতিক দলগুলোকে দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় একযোগে কাজ করার আহ্বান।
দশ. দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় জাতিসংঘের তৎপরতা প্রসঙ্গ।
এগার. ঢাকা মহানগরীতে বেওয়ারিশ লাশ প্রসঙ্গ।
বারো. দুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যা নিয়ে জাতীয় সংসদে খাদ্যমন্ত্রীর বিবৃতি প্রসঙ্গ।

পত্রিকাগুলো প্রথম দিকে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি উদ্ভবের আশংকা প্রকাশ করে সরকারকে সতর্ক করে আসছিল। দুর্ভিক্ষ ভয়াবহ রূপ নিলে তা মোকাবেলায় সরকার ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতি তাদের করণীয় সম্পর্কে নানা সুপারিশ ও পরামর্শ তুলে ধরে সবক'টি পত্রিকা।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ইস্যুটি সম্পাদকীয় প্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্ব লাভ করে এবং এই ইস্যু নিয়ে যে সব বিষয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো হলো :

এক. আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়নে করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ ও মতামত।
দুই. আইন-শৃঙ্খলার অবনতি রোধে সরকারের ব্যর্থতা সম্পর্কে মন্তব্য।
তিন. দুষ্কৃতকারী নির্মূল অভিযান।
চার. চোরাচালান রোধে সীমান্ত এলাকায় সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন।
পাঁচ. রক্ষীবাহিনীর তৎপরতা।
ছয়. বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার অভিযান।
সাত. লালবাহিনী প্রসঙ্গ।
আট. হাইজ্যাক, রাহাজানি, ছিনতাই, ডাকাতি।
নয়. ব্যাংক লুট।
দশ. থানা থেকে অস্ত্র লুট।
এগার. বেসামরিক প্রশাসনকে সাহায্যের জন্য সশস্ত্র বাহিনী নিয়োগ।

লক্ষণীয় যে, সংবাদপত্রগুলো দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল। সেই জন্যই আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়নে করণীয় সম্পর্কে একের পর এক সুপারিশ ও মতামত তুলে ধরেছে। আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপকে স্বাগত

Dhaka University Institutional Repository

জানিয়েছে। অন্যদিকে, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি রোধে সরকারের ব্যর্থতা সম্পর্কেও মন্তব্য প্রকাশ করে সরকারকে দিক-নির্দেশনা দেয়ার প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

জরুরী অবস্থা ঘোষণা, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন ও বাকশাল গঠন ইস্যু নিয়ে চারটি বিষয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে এবং সেগুলো হলো:

এক. জরুরী অবস্থা ঘোষণা সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ও জরুরী অবস্থা ঘোষণা।

দুই. প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন ও বাকশাল গঠন।

তিন. আইন-শৃঙ্খলা উন্নয়ন ও দুস্কৃতকারী প্রতিরোধে সরকারী উদ্যোগ।

চার. আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অব্যাহত অবনতি।

লক্ষণীয় যে, সংবাদপত্রগুলো জরুরী অবস্থা ঘোষণা, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন ও বাকশাল গঠন, সংবাদপত্রের ডিক্লারেশন বাতিল অধ্যাদেশ জারি সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারী নীতির কোনো সমালোচনা করেনি, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অভিনন্দন জানিয়েছে। অন্যদিকে আইন-শৃঙ্খলা উন্নয়ন ও দুস্কৃতকারী প্রতিরোধে সরকারী উদ্যোগের প্রশংসা করে। তবে জরুরী অবস্থা বলবৎ থাকার মধ্যেও দেশের প্রশাসন কেন্দ্রের জনাকীর্ণ এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং প্রশাসনের অন্যতম হাতিয়ার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর হামলা সরকারের কর্তৃত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জের সামিল বলে অভিহিত করে। একই সঙ্গে জনগণের শান্তি ও স্বস্তি বিঘ্নিত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত সশস্ত্র দুর্বৃত্তদের যে কোনো মূল্যে প্রতিহত করার জন্য সরকারকে পরামর্শ দেয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকান্ড ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ইস্যু নিয়ে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায় চারটি বিষয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় এবং সেগুলো ছিল :

এক. ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের ঘটনা ও পটপরিবর্তন সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ও অভিমত।

দুই. নয়া সরকারের পররাষ্ট্রনীতি।

তিন. নয়া সরকারের প্রতি জনসাধারণের আচরণ।

চার. নয়া সরকারকে সৌদী আরবের স্বীকৃতি।

সম্পাদকীয়গুলোতে এমন মন্তব্য প্রতিফলিত হয়েছে যে, দেশ ও জাতির ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে সশস্ত্র বাহিনী সরকারের ক্ষমতা গ্রহণে বাধ্য হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ট রাজনৈতিক সহকর্মী খন্দকার মোশতাক আহমদ বঙ্গবন্ধুর নৃংশস হত্যাকারীদের চরম নিষ্ঠুরতাকে মেনে নিতে কুণ্ঠা বোধ না করলেও সংবাদপত্রসমূহে রাজনৈতিক নেতা হিসেবে খন্দকার মোশতাক আহমদ সম্পর্কে প্রশংসাসূচক মন্তব্য করা হয়।

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের অব্যবহিত পরে জাতির উদ্দেশে নয়া প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদের বক্তৃতায় নয়া সরকারের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত বক্তব্যের প্রশংসা করা হয়। আর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে ও নয়া সরকারকে সৌদী আরবের স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টি খুবই উৎসাহব্যঞ্জক ও তাৎপর্যপূর্ণ বলে অভিহিত করা হয়।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার হৃদয়বিদারক ঘটনায় পুরো জাতি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। মর্মান্তিক শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়ে। কিন্তু গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্য ছিল যে, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সময় দেশের মানুষ শান্তি ও স্বাভাবিকতা বজায় রেখে ঐতিহাসিক দায়িত্বের প্রতি তাদের পরম সচেতনতার পরিচয় দিয়েছে।

বিশ্লেষণে দেখা গেছে, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রগুলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করা সম্পর্কে কোনো মন্তব্যই করেনি। এর কারণ হতে পারে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের হৃদয়বিদারক ঘটনার পর দেশের শাসনভার পরোক্ষভাবে বিভ্রান্ত একদল সেনা সদস্যর হাতে চলে যায়। এই সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল বিভ্রান্তিকর ও ভীতিকর। এই পরিস্থিতিতে কোনো সংবাদপত্রের পক্ষেই স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন করা সম্ভব ছিল না। স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগও হয়তো ছিল না।

জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া ইস্যুটি সম্পাদকীয় প্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্ব লাভ করে এবং এই ইস্যুতে নয়টি বিষয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। এ গুলো হচ্ছে :

এক. অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে সেনাবাহিনীর প্রধান পদে জিয়াউর রহমানের প্রত্যাবর্তন।

দুই. উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে সরকারী নীতি নির্ধারণমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ।

তিন. প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করা।

চার. গণভোটের ঘোষণা।

পাঁচ. ১৯ দফা কর্মসূচী ঘোষণা।

ছয়. গণভোটের তৎপর্য।

সাত. ১৯ দফা কর্মসূচীর ব্যাপারে জিয়াউর রহমানের জনসমর্থন প্রত্যাশা।

আট. গণভোট অনুষ্ঠান।

নয়. গণভোটের ফল।

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষণীয় যে, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত কোনো পত্রিকার সম্পাদকীয়তেই জিয়াউর রহমানের কর্মতৎপরতার সমালোচনা বা বিরোধিতা করা হয়নি। বরং সমর্থন ও অভিনন্দন জানানো হয়েছে। এর কারণ হতে পারে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সামরিক শাসন চলতে থাকলে সংবাদপত্রের স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ থাকে না।

জিয়াউর রহমানের দলীয় রাজনীতি ইস্যুটিও সম্পাদকীয় প্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্ব পায় এবং এই ইস্যু নিয়ে প্রকাশিত সম্পাদকীয়র বিষয়গুলো হচ্ছে :

এক. বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গ।
দুই. জিয়াউর রহমানের জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট গঠনের ঘোষণা।
তিন. প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পদক্ষেপ।
চার. রাজনৈতিক তৎপরতার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার।
পাঁচ. প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে জিয়াউর রহমানের জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট গঠন।
ছয়. প্রেসিডেন্ট নির্বাচন প্রশ্নে সরকারী নীতির সমালোচনা।
সাত. প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠান।
আট. প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল।
নয়. জাগদলের বিলুপ্তি ও বিএনপি গঠন।
দশ. রাজনৈতিক দলবিধি বাতিল।
এগার. জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা।
বার. বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত।
তের. জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের শর্তে বিরোধী দলসমূহের দাবী মানা।
চৌদ্দ. বিরোধী দলসমূহের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত।
পনের. জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান।
ষোল. জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফল।
সতের. জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন।
আঠার. সামরিক আইন প্রত্যাহার।

লক্ষণীয় যে, জিয়াউর রহমান ১৯৭৫ সালের নভেম্বর নিজেই বলেছিলেন সামরিক বাহিনীর রাজনীতির সঙ্গে জড়ানো উচিত নয়। অথচ ১৯৭৭ সালের মে মাসে গণভোটের পর থেকে তিনি ধীরে ধীরে দলীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। দলীয় প্রার্থী হিসেবে নিজেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করেন। এই নির্বাচনে অংশগ্রহণের এখতিয়ার জিয়াউর রহমানের আছে কিনা তা নিয়ে শুধু দৈনিক ইত্তেফাকই প্রশ্ন তুলে। জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক তৎপরতা নিয়ে আর কোনো পত্রিকাই কঠোর সমালোচনা করেনি। অন্যদিকে জাতীয় সংসদে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ব্যাপারে শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধানের পর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠান করা উচিত বলে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করলেও দৈনিক বাংলা সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গণতন্ত্রে উত্তরণের পথে মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা বলে মন্তব্য করে।

জিয়াউর রহমানের দুটি আলোচিত কর্মসূচী : খাল খনন ও গ্রাম সরকার ইস্যুটিও সম্পাদকীয় প্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্ব পায়। এই ইস্যুর খাল খনন সম্পর্কে যেসব সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোর বিষয় ছিলো :

এক. খাল খনন কর্মসূচী ঘোষণা প্রসঙ্গ।
দুই. প্রথম পর্যায়ের খাল খনন কর্মসূচী সম্পর্কিত।
তিন. দ্বিতীয় পর্যায়ের খাল খনন কর্মসূচী সম্পর্কিত।
চার. খাল খনন কর্মসূচীর মূল্যায়ন।

গ্রাম সরকার সম্পর্কে যেসব সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোর বিষয় ছিলো :

এক. গ্রাম সরকার গঠনের ঘোষণা।
দুই. গ্রাম সরকার উদ্বোধন।
তিন. গ্রাম সরকার প্রতিনিধি সম্মেলন।
চার. গ্রাম সরকারের মূল্যায়ন।

জিয়াউর রহমানের দুটি আলোচিত কর্মসূচী : খাল খনন ও গ্রাম সরকার ইস্যুটির ক্ষেত্রে দেখা গেছে, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোর সম্পাদকীয়তে মূলত দুই ধরনের অভিমত প্রতিফলিত হয়েছে। দৈনিক বাংলা খাল খনন ও গ্রাম সরকার উভয় কর্মসূচীর ইতিবাচক দিকগুলোকেই প্রাধান্য দিয়েছে। যেমন খাল খনন কর্মসূচী সম্পর্কে দৈনিক বাংলার অভিমত ছিল :

এক. খাল খননের ফলে ব্যাপক সুফল পাওয়া যাচ্ছে।
দুই. ফসল উৎপাদন বেড়ে গেছে।

গ্রাম সরকার কর্মসূচী সম্পর্কে দৈনিক বাংলায় অভিমত ছিল:

Dhaka University Institutional Repository

এক. গ্রাম সরকার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও সুচিন্তিত পদক্ষেপ।
দুই. সমস্যা থাকলেও চলমান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রাম সরকারের সকল সমস্যা সমাধান সম্ভব।
তিন. স্বার্থান্বেষী মহল গ্রাম সরকারের সমালোচনা করছে।

উভয় ইস্যুর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অবজারভারের অভিমতও দৈনিক বাংলার অনুরূপ।

বিপরীত দিকে দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদ উভয় কর্মসূচীর ইতিবাচক দিক অস্বীকার না করলেও বেশকিছু নেতিবাচক অভিমত প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে খাল খনন কর্মসূচী সম্পর্কে অভিমতগুলোর মধ্যে ছিল:
এক. খাল খনন কর্মসূচী স্বেচ্ছাশ্রমভিত্তিক বলা হলেও বেশির ভাগ হয়েছে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায়।
দুই. গভীরতা কম হওয়ায় অনেক খালে সব ঋতুতে পানি থাকে না।
তিন. খাল খনন অভিযানে কাজের চেয়ে প্রচার-প্রপাগান্ডা বেশি।
চার. খাল খনন রাজনৈতিক ফায়দা লোটার উপকরণ।
পাঁচ. খাল খনন কর্মসূচী উদ্বোধনের নামে অহেতুক অর্থ অপচয় হচ্ছে।
গ্রাম সরকার কর্মসূচী সম্পর্কে অভিমত ছিল :
এক. গ্রাম সরকার গঠন প্রণালী ও কার্যপদ্ধতি অস্পষ্ট।
দুই. ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে গ্রাম সরকারের সম্পর্ক কী হবে তা অস্পষ্ট।
তিন. গ্রাম সরকারের অর্থের উৎস সম্পর্কে কোনো ধারণা দেয়া হয়নি।
চার. প্রচলিত গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় গ্রাম সরকার কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থরক্ষা করবে এবং টাউট-বাটপাড় তৈরি করবে।
জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ইস্যু নিয়ে প্রকাশিত সম্পাদকীয়গুলোর বিষয়বস্তু ছিল :
এক. জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার ঘটনায় শোক প্রকাশ।
দুই. জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনার প্রেক্ষাপটে করণীয়।
তিন. জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের অবস্থান।
চার. চট্টগ্রামে সেনা বিদ্রোহ দমন করতে পারায় সশস্ত্র বাহিনীকে অভিনন্দন।
পাঁচ. জিয়াউর রহমানের শেষ কৃত্য।
দেখা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোর সম্পাদকীয়তে জিয়াউর রহমানের এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় শোক ও দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে। পত্রিকাগুলো জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ তুলে ধরেছে। একই সঙ্গে এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির প্রতি আস্থা প্রকাশ করায় গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রগুলো স্বস্তি প্রকাশ করেছে।
বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, জেল হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে গবেষাণার অন্তর্ভুক্ত দুটি পত্রিকা সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। পত্রিকা দুটি হচ্ছে দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদ। সম্পাদকীয়তে উভয় পত্রিকা মূলত দুটি বিষয়ে মন্তব্য করে। বিষয় দুটি ছিল:
এক. জেল হত্যাকাণ্ড জাতির জন্য একটি দুঃখজনক ঘটনা।
দুই. জেল হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে করণীয়।
লক্ষণীয় যে, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোর সম্পাদকীয়তে জেল হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় একদিকে যেমন শোক ও দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে। অন্যদিকে এই হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে করণীয় সম্পর্কেও সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে।
হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া ইস্যু নিয়ে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকা সমূহে ছ'টি বিষয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। বিষয়বস্তুগুলো হচ্ছে:
এক. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক শাসন জারি ও ক্ষমতা দখল।
দুই. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ কর্তৃক বেসামরিক প্রেসিডেন্ট নিয়োগ।
তিন. বেসামরিক প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আহসান উদ্দীন চৌধুরীর আহ্বান।
চার. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ ও জাতির উদ্দেশে ভাষণে ঘোষণা।
পাঁচ. গণভোট অনুষ্ঠানের ঘোষণা।
ছয়. গণভোট অনুষ্ঠান।
দেখা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোর কোনোটিই হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ সামরিক আইন জারি করে ক্ষমতা দখল করলে এর বিপক্ষে কোনো মত প্রকাশ করেনি। কোনো সমালোচনা করেনি। বরং পরোক্ষ সমর্থন জানিয়েছে। সেই সঙ্গে সামরিক সরকারের আশু করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দিয়েছে। হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ দেশের প্রেসিডেন্টের পদ দখল করার পরও গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোর কোনোটি এর বিরোধিতা করে মন্তব্য প্রকাশ করেনি। শুধু তাই না, প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে আলোচনায় বসার আহ্বান জানালে পত্রিকাগুলো তার আহ্বানকে সময়োপযোগী ও যুক্তিযুক্ত বলে মন্তব্য করেছে। তবে গণভোটের মাধ্যমে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আস্থা অর্জনের প্রক্রিয়াটিকে দৈনিক বাংলা সমর্থন করলেও অন্য পত্রিকাগুলো এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য প্রকাশ করেনি। এর কারণ হতে পারে, দেশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সামরিক আইনের আওতায় থাকায় সংবাদপত্র তার মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারেনি।

Dhaka University Institutional Repository

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের দলীয় রাজনীতি ইস্যু নিয়ে প্রকাশিত সম্পাদকীয়সমূহের বিষয়গুলো হলো:
এক. জাতীয় ফ্রন্ট গঠন।
দুই. জাতীয় পার্টি গঠন।
তিন. তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা।
চার. তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান।
পাঁচ. প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঘোষণা।
ছয়. প্রেসিডেন্ট নির্বাচন।
সাত. সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী বিল পাস।
আট. সামরিক শাসন প্রত্যাহার।
নয়. চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন।

লক্ষণীয় যে, হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের রাজনৈতিক জোট গঠন, দল গঠন, নির্বাচন এবং প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর সামরিক শাসন প্রত্যাহারসহ প্রায় প্রতিটি পর্যায়েই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রগুলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিজেদের অভিমত, মন্তব্য ও সুপারিশ প্রদান করেছে।

এরশাদ বিরোধী আন্দোলন ইস্যুটিও সম্পাদকীয় প্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্ব লাভ করে। চৌদ্দটি বিষয়ে সম্পাদকীয়গুলো প্রকাশিত হয়:
এক. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের নির্বাচন করার প্রচেষ্টা।
দুই. বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলের সঙ্গে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের আপোসের উদ্যোগ।
তিন. সরকার এবং বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলের করণীয় সম্পর্কে পরামর্শমূলক।
চার. বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলের বিরুদ্ধে সরকারের দমননীতি।
পাঁচ. রাজনৈতিক জোট সমূহের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা।
ছয়. তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পনের দলীয় জোটের অংশগ্রহণ প্রসঙ্গ।
সাত. ক্ষমতা দখলের পাঁচ বছর পূর্তিতে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের কর্মকান্ডের মূল্যায়ন।
আট. চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের উদ্যোগ ও গ্রহণযোগ্যতা।
নয়. এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে পেশাজীবীদের একাত্মতা।
দশ. ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার ঘোষণা।
এগার. এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সাফল্য-ব্যর্থতা।
বার. এরশাদ সরকারের পতনের আন্দোলনে বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলের করণীয়।
তের. স্বাস্থ্যনীতি ঘোষণা।
চৌদ্দ. গণঅভ্যুত্থানের আভাস।

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান ইস্যু নিয়ে প্রকাশিত সম্পাদকীয়সমূহের বিষয়গুলো ছিল:
এক. রাজনৈতিক নেতা ও ছাত্র-জনতাকে অভিনন্দন।
দুই. গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে অর্জিত বিজয়কে চূড়ান্ত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য করণীয়।
তিন. বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদকে অভিনন্দন।
চার. আইন নিজের হাতে তুলে না নেয়ার আহ্বান।
পাঁচ. জাতির উদ্দেশে বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের ভাষণ।
ছয়. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের অন্তরীণ হওয়া।

লক্ষণীয় যে, এই সব সম্পাদকীয়তে গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্বদানকারীদের ও সাধারণ মানুষকে অভিনন্দন জানানো হয়। অভিনন্দন জানানো হয় বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদকে জাতির ক্রান্তিলগ্নে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করায়। সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে তার সাফল্য কামনার পাশাপাশি বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদকে সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা করার আহ্বান জানানো হয়। গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে অর্জিত বিজয়কে চূড়ান্ত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য করণীয় সম্পর্কে বিভিন্ন পরামর্শ দেয়া হয় সম্পাদকীয়গুলোতে।

দুই নম্বর গবেষণা প্রশ্ন যাচাইয়ের জন্য নিচে টেবিলে-৭ এ কোন্ কোন্ ইস্যুতে কোন্ কোন্ পত্রিকায় সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে তার একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। টেবিল-৭ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী : বীরাঙ্গনা, দালাল ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গ, স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক, সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকরকরণ, প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, জরুরী অবস্থা ঘোষণা, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন ও বাকশাল গঠন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকান্ড ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া, জিয়াউর রহমানের দলীয় রাজনীতি, জিয়াউর রহমানের দু'টি আলোচিত কর্মসূচি : খাল খনন ও গ্রাম সরকার, জিয়াউর রহমানের হত্যাকান্ড, হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক

Dhaka University Institutional Repository

থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া, হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের দলীয় রাজনীতি, এরশাদ বিরোধী আন্দোলন ও নব্বই-এর গণঅভ্যুত্থান ইস্যু নিয়ে সব ক'টি পত্রিকায় সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। জেল হত্যাকান্ড ইস্যু নিয়ে শুধু দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদ পত্রিকায় সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। পঁচাত্তর পরবর্তী আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার নেতৃত্ব গ্রহণ এবং জিয়াউর রহমানের মৃত্যু-পরবর্তী বিএনপি ও খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ ইস্যু নিয়ে কোনো পত্রিকায়ই সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়নি।

তিন নম্বর গবেষণা প্রশ্ন যাচাইয়ের জন্য নিচে টেবিল- ৮ এ বিভিন্ন ইস্যুতে বিভিন্ন পত্রিকায় সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয়, কলাম প্রকাশের হারও বিশ্লেষণ করা হয়েছে । দেখা গেছে, সব পত্রিকায় সম্পাদকীয় প্রকাশের হার তুলনামূলকভাবে বেশি।

গবেষণা প্রশ্ন তিন:

একই রাজনৈতিক ইস্যুতে কি একাধিক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হতে পারে ? স্বাভাবিকভাবে সংবাদপত্রে নির্দিষ্ট পাতায় সম্পাদকীয় প্রকাশিত হলেও কোনো কোনো রাজনৈতিক ঘটনার বিষয়ে কি প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় প্রকাশিত হতে পারে ?

বিশ্লেষণ:

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, চারটি পত্রিকায়ই বেশির ভাগ ইস্যুতে একাধিক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্লেষণে দেখা যায়, দৈনিক বাংলা ও সংবাদে ষোলটি ইস্যুতে একাধিক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারে তেরটি ইস্যুতে একাধিক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। এই সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য নিচে টেবিল-৯ এ তুলে ধরা হলো।

প্রাপ্ত তথ্যে আরো দেখা গেছে, চারটি পত্রিকায়ই বেশ কিছু ইস্যুতে প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্লেষণে দেখা যায়, দৈনিক বাংলায় নয়টি ইস্যুতে প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে একটি ইস্যুর সব সম্পাদকীয়ই প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে আর এই ইস্যুটি হচ্ছে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকান্ড ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন'। এছাড়া 'সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকরকরণ' ও 'জরুরী অবস্থা ঘোষণা, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন ও বাকশাল গঠন' ইস্যুতে প্রকাশিত সম্পাদকীয়গুলোর উল্লেখযোগ্য অংশ প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। দৈনিক ইত্তেফাকে দু'টি ইস্যুতে প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে একটি ইস্যুর সম্পাদকীয়গুলোর অর্ধেকই প্রকাশিত হয়েছে প্রথম পৃষ্ঠায়। সংবাদে একটি ইস্যুতে প্রকাশিত সব সম্পাদকীয়ই প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ অবজারভারে পাঁচটি ইস্যুতে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে একটি ইস্যুতে সব সম্পাদকীয় এবং দু'টি ইস্যুর সম্পাদকীয়গুলোর অর্ধেক প্রকাশিত হয়েছে প্রথম পৃষ্ঠায়। এই সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য নিচে টেবিল-১০ এ তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণা প্রশ্ন চার:

রাজনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশিত সম্পাদকীয় ঐ বিষয়কে কি সমর্থন, বিরোধিতা, সমালোচনা করে কিংবা কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে ?

বিশ্লেষণ:

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, চারটি পত্রিকায়ই বেশির ভাগ রাজনৈতিক ইস্যু সমর্থন করে সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছে। সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক ইস্যুকে সমর্থন বা বিরোধিতা করা হয়েছে এমন সম্পাদকীয়গুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, দৈনিক বাংলা ষোলটি রাজনৈতিক ইস্যু সমর্থন বা বিরোধিতা করে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে বারটি ইস্যুতে প্রকাশিত সবগুলো এবং দুটি ইস্যুতে প্রকাশিত বেশির ভাগ সম্পাদকীয়তে উল্লিখিত ইস্যুকে সমর্থন করা হয়েছে। বিপরীত দিকে একটি মাত্র ইস্যুতে প্রকাশিত সবগুলো সম্পাদকীয়তে উল্লিখিত ইস্যুকে বিরোধিতা করা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাকে পনেরটি রাজনৈতিক ইস্যু সমর্থন বা বিরোধিতা করে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে ছটি ইস্যুতে প্রকাশিত সবগুলো এবং তিনটি ইস্যুতে প্রকাশিত বেশির ভাগ সম্পাদকীয়তে উল্লিখিত ইস্যুকে সমর্থন করা হয়েছে। বিপরীত দিকে চারটি ইস্যুতে প্রকাশিত সবগুলো এবং একটি ইস্যুতে প্রকাশিত বেশির ভাগ সম্পাদকীয়তে উল্লিখিত ইস্যুকে বিরোধিতা করা হয়েছে। সংবাদে ষোলটি রাজনৈতিক ইস্যু সমর্থন বা বিরোধিতা করে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে আটটি ইস্যুতে প্রকাশিত সবগুলো এবং একটি ইস্যুতে প্রকাশিত বেশির ভাগ সম্পাদকীয়তে উল্লিখিত ইস্যুকে সমর্থন করা হয়েছে। বিপরীত দিকে চারটি ইস্যুতে প্রকাশিত সবগুলো এবং দুটি ইস্যুতে প্রকাশিত বেশির ভাগ সম্পাদকীয়তে উল্লিখিত ইস্যুকে বিরোধিতা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ অবজারভারে তেরটি রাজনৈতিক ইস্যু সমর্থন বা বিরোধিতা করে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে বারটি ইস্যুতে প্রকাশিত সবগুলো এবং একটি ইস্যুতে প্রকাশিত বেশির ভাগ সম্পাদকীয়তে উল্লিখিত ইস্যুকে সমর্থন করা হয়েছে। এই সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য নিচে টেবিল-১১ এ তুলে ধরা হয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্যে আরো দেখা গেছে, চারটি পত্রিকায় বেশির ভাগ রাজনৈতিক ইস্যুতে প্রকাশিত সম্পাদকীয় আনন্দ-উচ্ছ্বাস কিংবা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার প্রকাশ ঘটেনি। সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক ইস্যুতে আনন্দ-উচ্ছ্বাস বা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা হয়েছে এমন সম্পাদকীয়গুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, চারটি পত্রিকায়ই 'জিয়াউর রহমানের হত্যাকান্ড' ইস্যুতে প্রকাশিত সবগুলো সম্পাদকীয়তে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা হয়েছে। দৈনিক বাংলা ও দৈনিক ইত্তেফাকে 'দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি' ইস্যুতে প্রকাশিত সবগুলো সম্পাদকীয়তে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা হয়েছে। আর শুধু দৈনিক ইত্তেফাকে 'স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক' ইস্যুতে প্রকাশিত সবগুলো সম্পাদকীয়তে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা হয়েছে। বিপরীত দিকে তিনটি পত্রিকায় একটি ইস্যুতে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে আনন্দ-উচ্ছ্বাস প্রকাশিত হয়েছে। ইস্যুটি হচ্ছে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও

Dhaka University Institutional Repository

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন'। উল্লিখিত তিনটি পত্রিকার মধ্যে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত সবগুলো এবং দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে বেশির ভাগ 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন' ইস্যু সংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয়তে আনন্দ-উচ্ছ্বাসের প্রকাশ ঘটেছে। এই সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য নিচে টেবিল-১২ এ তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণা প্রশ্ন পাঁচ:

রাজনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে কি ঐ বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ, দাবি বা আহ্বান জানানো হয় কিংবা আশাবাদের প্রকাশ ঘটে ?

বিশ্লেষণ:

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, চারটি পত্রিকাই বেশির ভাগ রাজনৈতিক ইস্যুতে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছে। সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক ইস্যুতে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ, দাবি-আহ্বান জানানো ও আশাবাদ প্রকাশ করা হয়েছে এমন সম্পাদকীয়গুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, দৈনিক বাংলা বারটি রাজনৈতিক ইস্যুতে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে চারটি ইস্যুতে প্রকাশিত সবগুলো এবং পাঁচটি ইস্যুতে প্রকাশিত বেশির ভাগ সম্পাদকীয়তে উল্লিখিত ইস্যুতে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাকে দশটি রাজনৈতিক ইস্যুতে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে সাতটি ইস্যুতে প্রকাশিত সবগুলো এবং একটি ইস্যুতে প্রকাশিত বেশির ভাগ সম্পাদকীয়তে উল্লিখিত ইস্যুতে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

সংবাদে বারটি রাজনৈতিক ইস্যুতে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে পাঁচটি ইস্যুতে প্রকাশিত সবগুলো এবং তিনটি ইস্যুতে প্রকাশিত বেশির ভাগ সম্পাদকীয়তে উল্লিখিত ইস্যুতে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ অবজারভারে সাতটি রাজনৈতিক ইস্যুতে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে ছ'টি ইস্যুতে প্রকাশিত সবগুলো এবং একটি ইস্যুতে প্রকাশিত বেশির ভাগ সম্পাদকীয়তে উল্লিখিত ইস্যুতে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য নিচে টেবিল-১৩ এ তুলে ধরা হলো।

গবেষণা প্রশ্ন ছয়:

বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে বিভিন্ন সংবাদপত্র কী সম্পাদকীয় নীতি গ্রহণ করে ?

বিশ্লেষণ:

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, বেশির ভাগ রাজনৈতিক ইস্যুতে চারটি সংবাদপত্র পৃথক কোনো সম্পাদকীয় নীতি গ্রহণ করেনি (নিচে টেবিল-১৪ দ্রষ্টব্য)। তবে কিছু ইস্যুর ক্ষেত্রে পৃথক সম্পাদকীয় নীতি গ্রহণের নজীর রয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে সম্পাদকীয় নীতি পরিবর্তনের নজীরও রয়েছে।

পৃথক সম্পাদকীয় নীতি গ্রহণের নজীর:

বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, দৈনিক বাংলা পাঁচটি ইস্যুর ব্যাপারে অন্য সংবাদপত্র থেকে পৃথক সম্পাদকীয় নীতি গ্রহণ করেছে। ইস্যুগুলো হচ্ছে: 'জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া', 'জিয়াউর রহমানের দু'টি আলোচিত কর্মসূচি : খাল খনন ও গ্রাম সরকার', 'হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া', 'হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের দলীয় রাজনীতি' ও 'এরশাদ বিরোধী আন্দোলন'। দৈনিক বাংলার সঙ্গে অন্য তিনটি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নীতির চিহ্নিত পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ:

এক. 'জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া' ইস্যুতে একটি বিষয়ে দৈনিক বাংলার সঙ্গে অন্য সংবাদপত্রগুলোর সম্পাদকীয় নীতির অমিল দেখা যায়। বিষয়টি হচ্ছে: গণভোট ও ১৯ দফা কর্মসূচীর প্রতি দৈনিক বাংলার সমর্থন।

১৯৭৬ সালের ৩০ নভেম্বর জিয়াউর রহমানের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হওয়ার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পাশাপাশি ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণের পরদিন ১৯৭৭ সালের ২২ এপ্রিল জাতির উদ্দেশে বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে তাঁর প্রতি জনসাধারণের আস্থা আছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য ১৯৭৭ সালের ৩০ মে গণভোট অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। এরপর ১৯৭৭ সালের ৩০ এপ্রিল জেনারেল জিয়াউর রহমান রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য ১৯ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন।

১৯৭৭ সালের ৩০ মে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। দৈনিক বাংলা গণভোটে জিয়াউর রহমানকে সমর্থন জানানোর জন্য ভোটারদের প্রতি সরাসরি আহ্বান জানায়। এর নজীন এখানে তুলে ধরা হলো:

গণভোট অনুষ্ঠানের তিনদিন আগে ১৯৭৭ সালের ২৭ মে জিয়াউর রহমান বেতার ও টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে এক ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠিতব্য গণভোটে তাঁর পূর্বঘোষিত ১৯ দফা কর্মসূচীর প্রতি জনগণের সমর্থন প্রত্যাশা করেন। এই খবর ২৮ মে খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়। পরদিন ১৯৭৭ সালের ২৯ মে দৈনিক বাংলা এই প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'উনিশ দফা কর্মসূচীর প্রতি আস্থা'। এতে লেখা হয়:

Dhaka University Institutional Repository

প্রেসিডেন্ট জিয়ার এই নীতি এবং দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিটি দেশাত্মবোধসম্পন্ন মানুষের অন্তর স্পর্শ করেছে। এ কারণেই তাঁর বিচক্ষণ ও গতিশীল নেতৃত্বের প্রতি সবারই অগাধ আস্থা। তিনি জাতির সিদ্ধান্ত ও মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আমরা বিশ্বাসী, ৩০শে মের গণভোটে ব্যালটের মাধ্যমে সর্বসম্মত রায় ঘোষণা করে জাতিও একইভাবে তাঁর নেতৃত্ব ও নীতির প্রতি প্রদর্শন করবে অবিচল শ্রদ্ধা।

গণভোট অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৭ সালের ৩০ মে। গণভোট অনুষ্ঠানের দিন দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভার এ প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'আজ ঐতিহাসিক গণভোট'। এতে লেখা হয়:

গণভোটের মাধ্যমে উনিশ দফা নীতি ও কর্মসূচীর প্রতি জনগণের আস্থা ও সমর্থন রাষ্ট্রপতি জিয়ার নেতৃত্বে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপায়ন সুনিশ্চিত করে তুলবে। আজ ঐতিহাসিক গণভোটে অংশ নিয়ে নাগরিকের মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করে এই নির্ভুল রায় প্রদানের মাধ্যমে সমৃদ্ধির পথে আমাদের অভিযাত্রা সফল করে তোলার জন্য দেশবাসীর প্রতি আমরা আহ্বান জানাই।

অন্য তিনটি পত্রিকা দৈনিক বাংলার এই নীতির অনুসারী হয়নি।

দুই. 'জিয়াউর রহমানের দু'টি আলোচিত কর্মসূচি : খাল খনন ও গ্রাম সরকার' ইস্যুতে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোর সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় ও কলামে মূলত দুই ধরনের অভিমত প্রতিফলিত হয়েছে। দৈনিক বাংলা খাল খনন ও গ্রাম সরকার উভয় কর্মসূচীর ইতিবাচক দিকগুলোকেই প্রাধান্য দিয়েছে। যেমন খাল খনন কর্মসূচী সম্পর্কে দৈনিক বাংলার অভিমত :

- খাল খননের ফলে ব্যাপক সুফল পাওয়া যাচ্ছে।
- ফসল উৎপাদন বেড়ে গেছে।

গ্রাম সরকার কর্মসূচী সম্পর্কে দৈনিক বাংলায় অভিমত:

- গ্রাম সরকার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও সুচিন্তিত পদক্ষেপ।
- সমস্যা থাকলেও চলমান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রাম সরকারের সকল সমস্যা সমাধান সম্ভব।
- স্বার্থান্বেষী মহল গ্রাম সরকারের সমালোচনা করছে।

বিপরীত দিকে দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদ উভয় কর্মসূচীর ইতিবাচক দিক অস্বীকার না করলেও বেশকিছু নেতিবাচক অভিমত প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে খাল খনন কর্মসূচী সম্পর্কে অভিমতগুলোর মধ্যে ছিল :

- খাল খনন কর্মসূচী স্বেচ্ছাশ্রমভিত্তিক বলা হলেও বেশির ভাগ হয়েছে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায়।
- গভীরতা কম হওয়ায় অনেক খালে সব ঋতুতে পানি থাকে না।
- খাল খনন অভিযানে কাজের চেয়ে প্রচার-প্রপাগান্ডা বেশি।
- খাল খনন রাজনৈতিক ফায়দা লোটার উপকরণ।
- খাল খনন কর্মসূচী উদ্বোধনের নামে অহেতুক অর্থ অপচয় হচ্ছে।

গ্রাম সরকার কর্মসূচী সম্পর্কে অভিমত ছিল :

- গ্রাম সরকার গঠন প্রণালী ও কার্যপদ্ধতি অস্পষ্ট।
- ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে গ্রাম সরকারের সম্পর্ক কী হবে তা অস্পষ্ট।
- গ্রাম সরকারের অর্থের উৎস সম্পর্কে কোনো ধারণা দেয়া হয়নি।
- প্রচলিত গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় গ্রাম সরকার কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থরক্ষা করবে এবং টাউট-বাটপাড় তৈরি করবে।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে বলা যায়, খাল খনন ও গ্রাম সরকার প্রসঙ্গে দৈনিক বাংলার সম্পাদকীয় নীতির সঙ্গে অন্য সংবাদপত্রগুলো অমিল রয়েছে।

তিন. 'হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া' ইস্যুতে একটি বিষয়ে দৈনিক বাংলার সঙ্গে অন্য সংবাদপত্রগুলোর সম্পাদকীয় নীতির অমিল দেখা যায়। বিষয়টি হচ্ছে: গণভোট।

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ সামরিক আইন জারি করে ক্ষমতা দখল করেন এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন। তিনি বিচারপতি আবুল ফজল মোহাম্মদ আহসানউদ্দীন চৌধুরীকে ১৯৮২ সালের ২৫ মার্চ প্রেসিডেন্ট মনোনীত করেন। এরপর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া শুরু করেন। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ১৯৮৩ সালের ১১ ডিসেম্বর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ নিজেই প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নিয়ে নেন। হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ তার সামরিক শাসনকে বেসামরিকীকরণের অংশ হিসেবে ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ গণভোটের আয়োজন করেন। এই গণভোটের মাধ্যমে তিনি স্থগিত সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনসমূহ অনুষ্ঠান পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাওয়ার ব্যাপারে জনগণের রায় নিয়ে নেন।

গণভোটের মাধ্যমে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আস্থা অর্জনের প্রক্রিয়াটিকে দৈনিক বাংলা সমর্থন করলেও অন্য পত্রিকাগুলো এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য প্রকাশ করেনি। এর নজীন এখানে তুলে ধরা হলো:

Dhaka University Institutional Repository

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ১৯৮৫ সালের ১ মার্চ গণভোট অনুষ্ঠানের ব্যাপারে ঘোষণা দেন। পরদিন ২ মার্চ এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ৩ মার্চ গণভোটের এই ঘোষণা সম্পর্কে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। শিরোনাম ছিল: 'জনমত যাচাই'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> *প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল এইচ এম এরশাদ আগামী ২১ শে মার্চ সারা দেশে জনমত যাচাই করা হবে বলে গত শুক্রবার ঘোষণা করেছেন। প্রেসিডেন্টের অনুসৃত নীতি ও কর্মসূচীর প্রতি এবং স্থগিত সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনসমূহ অনুষ্ঠান পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার দায়িত্ব পালন করে যাওয়ার প্রতি জনগণের আস্থা আছে কিনা তারা ঐদিন সে সম্পর্কে রায় দেবে।*
>
> *জনমত যাচাই এর পদ্ধতি রাজনীতিতে ও ইতিহাসে স্বীকৃত, প্রতিষ্ঠিত ও জনপ্রিয়। আমাদের স্থগিত সংবিধান মোতাবেকও এই পদ্ধতিতে প্রদত্ত রায়ই জনগণেরর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। প্রেসিডেন্টের ভাষণেও একথা বলা হয়েছে। তাছাড়া ইতিপূর্বেও দেশে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে গণতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব হয়েছে। তবে জনমত যাচাই এর এই প্রক্রিয়া গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্ট আলাপ-আলোচনার পথও উন্মুক্ত রেখেছেন এবং পুনরুল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, আমারা নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গণতন্ত্রে উত্তরণে বদ্ধপরিকর। কিন্তু এই মহৎ কাজে দলমত নির্বিশেষে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা, সমর্থন ও সক্রিয় অংশগ্রহণ আমাদের কাম্য। তাই তিনি আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ঐক্যমত ও সমঝোতায় উপনীত হওয়ার ব্যাপারে তার সরকার প্রস্তুত আছেন বলে জানিয়েছেন।*
>
> *আমরা মনে করি, দেশে প্রতিনিধিত্বশীল অর্থাৎ গণতান্ত্রিক সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে কোন সময়ে যে কোন পরিস্থিতিতে আলাপ-আলোচনার উপর গুরুত্ব আরোপ করা সংশ্লিষ্ট সকলেরই কর্তব্য। বস্তুত জনমত যাচাই এবং সমঝোতা প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে যথার্থ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি।*

১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। এই দিনও দৈনিক বাংলা গণভোট সম্পর্কে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'আজ গণভোট'। এই সম্পাদকীয়তে গণভোট সম্পর্কে ১৯৮৫ সালের ৩ মার্চ প্রকাশিত সম্পাদকীয়র অনুরূপ মন্তব্য করা হয় এবং লেখা হয়:

> *জনমত যাচাই এর পদ্ধতিকে সাধারণ নির্বাচনের বিকল্প হিসেবে গণ্য করা না গেলেও তা একটি স্বীকৃত, প্রতিষ্ঠিত ও জনপ্রিয় পদ্ধতি হিসেবে পরিগণিত। আমাদের স্থগিত সংবিধানেও এই পদ্ধতি প্রয়োগের বিধান রয়েছে এবং তাতে এর রায়কে জনগণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া ইতিপূর্বেও দেশে গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্য এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। এই কারণেই প্রেসিডেন্ট এরশাদ বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গণতন্ত্রের এই স্বীকৃত পদ্ধতিই প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।*
>
> *জনমত যাচাই এর অনুষ্ঠানের পাশাপাশি প্রেসিডেন্ট এরশাদ আলাপ-আলোচনার পথ খোলা রেখেছেন। নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গণতন্ত্রে উত্তরণের সংকল্প পুনর্ব্যক্ত করেছেন এবং এই মহৎ লক্ষ্যে দল-মত-নির্বিশেষে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা, সমর্থন ও সক্রিয় অংশগ্রহণ কামনা করেছেন। আজকের গণভোটে প্রেসিডেন্ট এরশাদ তার নীতি ও কর্মসূচীর প্রতি ইতিবাচক সাড়া দেবার আবেদন জানিয়েছেন। আমাদের বিশ্বাস, বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী জনসাধারণ এই গণভোটে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করবেন এবং দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, শান্তি, শৃঙ্খলা ও সুখ-সমৃদ্ধির প্রশ্নে তাদের স্বাধীন গঠনমূলক রায় দেবেন।*

গণভোটের ইস্যুটির ব্যাপারে মন্তব্য প্রকাশের বিষয়টি ছাড়া হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়ার অন্য কোনো বিষয়ে দৈনিক বাংলার সঙ্গে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত অন্য তিনটি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নীতির মধ্যে কোনো অমিল দেখা যায়নি।

চার. 'হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের দলীয় রাজনীতি' ইস্যুতেও দৈনিক বাংলার সঙ্গে অন্য সংবাদপত্রগুলোর সম্পাদকীয় নীতির অমিল দেখা যায়। দৈনিক বাংলা সব ক্ষেত্রেই হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের রাজনৈতিক কর্মকান্ডগুলোকে দেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ইতিবাচক বলে অভিহিত করেছে। কোনো বিষয়েই কখনো কোনো সমালোচনা করেনি। কিন্তু সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাকের অবস্থান ছিল বিপরীত। সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাক হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের যে সব রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সমালোচনা করেছে তার মধ্যে ছিল:

- সামরিক শাসনের মধ্যে রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও সরকারী উদ্যোগে রাজনৈতিক দল/জোট গঠন।
- সামরিক শাসনের সুযোগে কিছু ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রহসনমূলক নির্বাচন।
- সামরিক সরকারকে দলীয় সরকারে রূপান্তরের জন্য নির্বাচন করা।
- ব্যাপক সন্ত্রাস, খুন-খারাবি, কারচুপি, ভোট কেন্দ্র দখল, জাল ভোট দেয়া, ব্যালট বাক্স ছিনতাইসহ বিভিন্নভাবে নির্বাচনকে কলুষিত করা।
- নির্বাচনের প্রতি আস্থা হারানোর কারণে ভোট কেন্দ্রে স্বল্প সংখ্যক ভোটারের উপস্থিতি।
- গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার ক্ষমতাসীন না হওয়ায় সামরিক আইন প্রত্যাহারের পরও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার আশংকা।

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের আমলে সব নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম ও কারচুপির প্রেক্ষাপটে দৈনিক ইত্তেফাক পরবর্তী সব নির্বাচন নিরপেক্ষ করার স্বার্থে নির্দলীয় অস্থায়ী সরকারের অধীনে নির্বাচন করার সুপারিশ করেছে। এজন্যে প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক ব্যবস্থা গ্রহণেরও সুপারিশ করে দৈনিক ইত্তেফাক।

পাঁচ. 'এরশাদ বিরোধী আন্দোলন' ইস্যুতেও দৈনিক বাংলার সঙ্গে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত অন্য সংবাদপত্রগুলোর সম্পাদকীয় নীতিতে বেশ অমিল দেখা গেছে। বিশেষ করে দৈনিক বাংলা যেখানে সব সময় বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলের এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের অসারতা প্রমানের চেষ্টা করেছে এবং হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের নীতি ও কর্মকান্ডকে সমর্থন করেছে, সেখানে অন্য পত্রিকাগুলোর অবস্থান ছিল প্রায় বিপরীত। দৈনিক বাংলা ছাড়া অন্য পত্রিকাগুলো সব সময় বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলের আন্দোলনের যথার্থতা তুলে ধরার চেষ্টা করেছে এবং আন্দোলনে অনুপ্রেরণা যোগাতে চেয়েছে। আন্দোলনে সফলতার জন্য তিন রাজনৈতিক জোটকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পরামর্শ দিয়েছে। একই সঙ্গে বিরোধী জোট ও দলের নির্দলীয়-নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের যৌক্তিকতা সমর্থনও করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক ইত্তেফাকও তিনটি রাজনৈতিক ইস্যুর ব্যাপারে অন্য পত্রিকা থেকে পৃথক সম্পাদকীয় নীতি গ্রহণ করেছে। ইস্যুগুলো হলো: 'মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী : বীরাঙ্গনা, দালাল ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গ', 'প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন', 'জিয়াউর রহমানের দলীয় রাজনীতি'। দৈনিক ইত্তেফাকের সঙ্গে অন্য তিনটি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নীতির চিহ্নিত পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ:

এক. 'মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী : বীরাঙ্গনা, দালাল ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গ' ইস্যুর বীরাঙ্গনা ও বাংলাদেশকে বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নীতির মিল দেখা গেলেও দালাল প্রসঙ্গে দৈনিক ইত্তেফাকের সঙ্গে অন্য তিনটি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নীতির বেশ অমিল দেখা যায়। দৈনিক ইত্তেফাক শুরু থেকেই দালালদের জন্য ক্ষমা প্রদর্শনের পক্ষপাতি ছিল। দৈনিক ইত্তেফাকের বিভিন্ন রিপোর্ট, সম্পাদকীয়, নিবন্ধ ও চিঠিপত্রে এর প্রতিফলন ঘটে। শুধু তাই না, দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর ১৯৭৩ সালের ২ ডিসেম্বর প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক সরাসরি ও নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছে:

> *আমরা বার বার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছি। এই ব্যাপারে কোনো কোনো মহল আমাদের ভুলও বুঝিয়াছে। কিন্তু সত্যের বিজয় শেষ পর্যন্ত অনিবার্য হইয়াছে।*

অন্যদিকে দালালদের বিচারের পক্ষে দৈনিক বাংলার অবস্থান ছিল স্পষ্ট। তাই দালালদের যখন বিচার শুরু হয় তখন দালাল আইনের ফাঁক-ফোকর ও অসঙ্গতি তুলে ধরে দৈনিক বাংলা স্পেশাল আইটেম প্রকাশ করে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যে কারণে পরে দালাল আইন সংশোধিতও হয়। আর দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর এ প্রসঙ্গে ১৯৭৩ সালের ২ ডিসেম্বর প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে সংবাদ সরকারের এই সিদ্ধান্তে কিছুটা দ্বিধান্বিত হয়ে প্রশ্ন রেখেছে: দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার সরকারী সিদ্ধান্ত সঠিক হয়েছে কিনা।

আবার ১৯৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) বাতিল অর্ডিন্যান্স ১৯৭৫ জারি হওয়ার পর ১৯৭৬ সালের ২ জানুয়ারি প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে দ্ধান্তে কিছুটা দ্বিধান্বিত হয়ে প্রশ্ন রেখেছে: দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার সরকারী সিদ্ধান্ত সঠিক হয়েছে কিনা। দৈনিক ইত্তেফাক পুনরায় দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করে:

> *আমরা ইত্তেফাকের পৃষ্ঠায় একাধিকবার এই আইন বাতিলের দাবী জানাইয়া আসিয়াছি। এই বিষয়ে অতীতে অনেকেই আমাদের ভুল বুঝিয়াছেন। কিন্তু আমাদের সেই দাবী যে সত্যের সপক্ষে ছিল, সে বিষয়ে আমরা আগাগোড়াই নিঃসন্দেহ ছিলাম।*

দুই. 'প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন' ইস্যুতে দৈনিক ইত্তেফাকের সঙ্গে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত অন্য সংবাদপত্রগুলোর সম্পাদকীয় নীতির কিছু অমিল লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষ করে দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদ-এর সম্পাদকীয় নীতি ছিল বিপরীত। উভয় পত্রিকা তাদের স্বপক্ষের বক্তব্যের সমর্থনে নানা যুক্তি তুলে ধরে।

নির্বাচনের প্রাক্কালে নির্বাচনে নিরপক্ষতা ও দায়িত্বশীলতার প্রশ্নে ক্ষমতাসীন দলের কর্মতৎপরতাকে সমর্থন জানিয়ে সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও কলাম প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকে। এর নমুনা নিচে তুলে ধরা হলো:

১৯৭৩ সালের ৯ জানুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাক এ ধরনের একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। 'গণতন্ত্রের পথ' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> *সাবেক গণপরিষদ বলতে গেলে ছিল বিরোধী দলহীন পরিষদ। আওয়ামী লীগ ইচ্ছা করিলে এই গণপরিষদকে জাতীয় সংসদে রূপান্তরিত করিয়া অনায়াসেই আগামী ৫ বছরের জন্য দেশ শাসন করিতে পারিত। কিন্তু নিজস্ব সংগ্রামী ঐতিহ্য এবং গণমুখী সংগ্রামী ভূমিকাই আওয়ামী লীগকে সে পথ হইতে নিবৃত্ত রাখিয়াছে। ইহার দ্বারা গণতন্ত্রেরই বিজয় সূচিত হইয়াছে। তখন জনসাধারণকেই ঠিক করিতে হইবে তাঁহারা কোন দলের কোন মতের এবং কি চরিত্রের লোক দ্বারা শাসিত হইতে চাহেন এবং কিভাবে দেশের ভবিষ্যত গড়িয়া তুলিতে চাহেন। নির্বাচনী কমিশনার নির্বাচন অনুষ্ঠানে পরিপূর্ণ নিরপেক্ষতা ও সততা বজায় রাখার আশ্বাস দিয়াছেন। এক্ষণে দেশের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল এবং প্রতিটি ভোটার যদি স্ব স্ব বিবেক অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক পন্থায় দেশের এই প্রথম সাধারণ নির্বাচনকে সাফল্যমণ্ডিত করার চেষ্টা চালান, তবেই দেশের সার্বিক কল্যাণের পথ ত্বরান্বিত হইবে।*

১৯৭৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি 'স্পষ্টভাষী' ছদ্মনামে লেখা 'মঞ্চে-নেপথ্যে' কলামে বলা হয়:

> *নির্বাচনের সুষ্ঠুতা রক্ষার দায়িত্ব বিভিন্ন দল, প্রার্থী, কর্মী ও জনসাধারণের তো আছেই, কিন্তু সরকার তথা সরকারী কর্মচারীদের দায়িত্ব আরও অধিক। পাকিস্তানী আমলে সরকারী কর্মচারীগণকে সরকারী দলের পক্ষে কাজ করিতে বাধ্য করা হইত। ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচনী স্বার্থে বাছিয়া বাছিয়া সরকারের পোঁ-ধরা উচ্চাভিলাষী অফিসারগণকে বদলী করিয়া বিভিন্ন স্থানে গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল করা হইত। সুখের বিষয়, আওয়ামী লীগ সরকার নির্বাচন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত কর্মচারী বদলী সাধারণভাবে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। নির্বাচন দিবার সাথে সাথে সরকার এ কথাও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, নির্বাচন অবাধ, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হইবে, প্রশাসনযন্ত্র কাহারও প্রতি কোন পক্ষপাতিত্ব করিবে না। আমরা বিশ্বাস করি, সরকারের এই মনোভাব সরকারী অফিসাররা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, অতএব তাঁহারা নির্বাচনে প্রশাসনযন্ত্রের নিরপেক্ষতা নিরঙ্কুশভাবে রক্ষা করিয়া চলিবেন।*
>
> *গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচনের সময় ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অকারণ ইলজাম লাগানোর দৃষ্ট বিরল নয়। এটা যেন অপজিশনের একটা 'গণতান্ত্রিক অধিকার'। কিন্তু আসলে গণতন্ত্র অমন অবাধ অধিকার কাহাকেও দেয় নাই। যদি কেহ সেরূপ করেন তবে সেটা গণতান্ত্রিক অধিকারের অপব্যবহারের নামান্তর। নির্বাচনী তৎপরতা চলাকালে দেশের কোথাও কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে বা দুস্কৃতিকারীরা কোথাও কিছু একটা দুর্ঘটনা ঘটাইয়া বসিলেই উহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব চাপানো হয় সরকারের ঘাড়ে। প্রচারণার জোরে ইহাই প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করা হয় যে, ক্ষমতাসীন সরকারই উহা অপজিশনের কণ্ঠরোধের মতলবে করাইয়াছেন। কারচুপি, কণ্ঠরোধ কোথাও কোথাও হইয়া থাকা একেবারে বিচিত্র নয়, এমন সবদেশেই একটু আধটু হইয়া থাকে যদিও না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু একটা গণতান্ত্রিক দেশের সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল কেবল কারসাজি, কারচুপি-কণ্ঠরোধ করিয়া জিতিয়া যায় বা যাইতে পারে এটা অসম্ভব ব্যাপার। কোন ক্ষমতাসীন দলের যখন ডুবার পালা আসে তখন তাহারা নিজেদের কৃতকর্ম ও পাপের ভারেই ডুবিয়া যায়।*
>
> *দেশবাসীর কাছে আওয়ামী লীগের যে ইমেজ রহিয়াছে, বাঙ্গালী জাতির মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর যে ক্যারিসমা রহিয়াছে তাহার প্রেক্ষিতে অন্ততঃ আওয়ামী লীগের যে কোন কারসাজি-কারচুপির আশ্রয় গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে না, অপজিশনের যাহারা মাঠে নামিয়াছেন তাহারাও আশাকরি এই কয়েক দিনেই তাহা আঁচ করিতে পারিতেছেন।*

Dhaka University Institutional Repository

বিপরীত দিকে সংবাদ এই সময় নির্বাচনে নিরপেক্ষতার প্রশ্নে ক্ষমতাসীন দলের কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা ও সমালোচনা করে সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও কলাম প্রকাশ করে। এর নমুনা নিচে তুলে ধরা হলো:

১৯৭৩ সালের ২২ জানুয়ারি সংবাদ-এ এই ধরনের একটি উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। শিরেনাম ছিল: 'নির্বাচনী হালচাল : বল এখন শাসক দলের কোর্টে'। 'দর্শক' ছদ্মনামে লেখা এই উপ-সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

> *নির্বাচনের নামে প্রহসন এবং এই প্রহসনমূলক নির্বাচনে জয়-পরাজয় সমান অর্থহীন। কাজেই শাসক দল মনস্থির করুন, নির্বাচন চান, না প্রহসন চান। দেশবাসীর প্রতি যদি আস্থা থাকে তাহলে অবাধে তাদেরকে মতামত ব্যক্ত করতে দিন। তাদের রায় সরকারী দল বিরোধী দল সবাইকে মেনে নিতে হবে। সুষ্ঠু নির্বাচন করতে চাইলে বিরোধী দলের সহযোগিতা অবশ্যই পাবেন। আর যদি প্রহসন করতে চান, যদি নিজেদের পছন্দসই কন্ট্রোল্ড ডেমোক্রেসি দেশের উপর চাপিয়ে দিতে চান (যে অভিযোগ ইতিমধ্যেই বিরোধী দলের তরফ থেকে উঠেছে) তাহলে স্বতন্ত্র কথা। ভয় দেখিয়ে দেশবাসীকে বোকা বানিয়ে রেখে নির্বাচনে জেতা হয়ত বা যায়, কিন্তু জনগণের আস্থা অর্জন করা যায় না। শাসক দল মনস্থির করুন। বল এখন আপনাদের কোর্টে।*

১৯৭৩ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি সংবাদ-এ এই ধরনের একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। 'কথা নয়, কাজে প্রমাণ দিন' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

> *শাসক দলের নেতৃবর্গ হরহামেশা বলছেন, নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দল স্বাধীনভাবে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করতে পাবেন। কথাগুলো অতি উত্তম। এ ধরনের সুখশ্রাব্য কথাবার্তা আমরা শাসক দলীয় নেতৃবৃন্দের মুখে এর আগেও বহুবার শুনেছি। কিন্তু শাসক দল বিরোধী দলগুলোকে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের সুযোগটা দিচ্ছেন কোথায়?*
>
> *অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রশ্নে সরকারের কাছে আমাদের বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার। নির্বাচনের সুষ্ঠুতা বিধান করতে হলে বিরোধী দলগুলোকে জাতীয় প্রচার মাধ্যমগুলোতে যথোপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা দিন। আর তাদের কর্মীদের ঠেঙানো এবং জনসভা পন্ড করা থেকে বিরত থাকুন। তা নাহলে শুধু যে এবারের নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না তাই নয়। বরং দেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যতও অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।*

তিন. 'জিয়াউর রহমানের দলীয় রাজনীতি' ইস্যুতেও দৈনিক ইত্তেফাকের সঙ্গে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত অন্য সংবাদপত্রগুলোর সম্পাদকীয় নীতির অমিল লক্ষ্য করা গেছে।

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের পর উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে টেলিভিশন ও বেতারের মাধ্যমে জাতির উদ্দেশে ভাষণে জিয়াউর রহমান বলেছিলেন সামরিক বাহিনীর রাজনীতির সঙ্গে জড়ানো উচিত নয়। ১২ নভেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকে এই ভাষণের খবরটির শিরোনাম ছিল : 'দেশবাসীর উদ্দেশে জেনারেল জিয়া : ষড়যন্ত্রকারীদের উপর দৃষ্টি রাখুন ॥ রাষ্ট্রবিরোধীদের চক্রান্ত নস্যাৎ করিয়া দিন ॥ স্বার্থান্বেষী মহলের প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হইবেন না'। এই খবরে লেখা হয় :

> *সর্বস্তরের জনগণ এবং সশস্ত্র বাহিনীর বীর সেনানীদেরকে কোন স্বার্থান্বেষী মহলের প্ররোচনায় বিভ্রান্ত না হইবার উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছে জেনারেল জিয়াউর রহমান। গতকাল মঙ্গলবার রাত্রে দেশবাসীর উদ্দেশে টেলিভিশন ও বেতার হইতে প্রদত্ত এক ভাষণে তিনি বলিয়াছেন, তিনি একজন সৈনিক এবং রাজনীতির সঙ্গে তাহার আদৌ কোনো সম্পর্ক নাই। সৈনিক হিসেবে রাজনীতির সঙ্গে তাহার কোন রকম সংশ্রব থাকিতে পারে না। বর্তমান সরকারও সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক এবং নির্দলীয়।*

অথচ ১৯৭৭ সালের মে মাসে গণভোটের পর থেকে তিনি ধীরে ধীরে দলীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। দলীয় প্রার্থী হিসেবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করেন। এই নির্বাচনে অংশগ্রহণের এখতিয়ার জিয়াউর রহমানের আছে কিনা তা নিয়ে শুধু দৈনিক ইত্তেফাকই প্রশ্ন তুলে। এর একটি নমুনা এখানে তুলে ধরা হলো:

১৯৭৮ সালের ৩ জুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মনোনয়নপত্র পেশের পর এই নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকারের নীতি এবং নির্বাচনে জিয়াউর রহমানের অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে একটি উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক। উপ-সম্পাদকীয়টি লিখেন দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি মইনুল হোসেন। ১৯৭৮ সালের ৬ মে প্রকাশিত এই উপ-সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল : 'নির্বাচনী জটিলতা'। উপ-সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

> *অনেক আশা-নিরাশার অবসান ঘটিয়ে দেশে প্রকাশ্য রাজনীতি শুরু হয়েছে। প্রকাশ্য রাজনীতি শুরু হতে না হতেই ঘোষণা করা হয়েছে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তারিখ। মাত্র ৩০/৪০ দিন সময়ের ব্যবধানে এই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করায় রাজনৈতিক মহল থেকে বিস্ময়, সন্দেহ এবং সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে। দেশের জনগণ নির্বাচন দাবী করেছিল শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাজনৈতিক সংকট নিরসনের স্বার্থে, দ্বন্দ্ব সংঘাতপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজনে নয়। কিন্তু যে পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তাতে রাজনৈতিক সংকট আরো ঘনীভূত হবার সম্ভাবনাই আমি প্রত্যক্ষ করছি।— নির্বাচনের ব্যাপারে অন্য সুযোগ-সুবিধার কথা বাদ দিলেও কোন অবস্থায় সামরিক বাহিনী প্রধানের সাথে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রশ্নই উঠতে পারে না– এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আর এই বিশ্বাস নিয়েই আমি সকলের শুভ বুদ্ধির নিকট আবেদন করি জাতির সামনে এ ধনের দৃষ্টান্ত স্থাপন না করার জন্য।*

জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক তৎপরতা নিয়ে আর কোনো পত্রিকাই কঠোর সমালোচনা করেনি।

সম্পাদকীয় নীতি পরিবর্তনের নজীর:

এক. আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ইস্যুতে একটি বিষয়ে একই পত্রিকায় সময়ের ব্যবধানে সম্পাদকীয় নীতির কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। পত্রিকাটি হচ্ছে: সংবাদ। চোরাচালান রোধে সীমান্তে সামরিক বাহিনী নিয়োগ সম্পর্কে এক মাসের ব্যবধানে দু'টি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ। সম্পাদকীয় দু'টিতে সামরিক বাহিনী নিয়োগ সম্পর্কে বিপরীত মন্তব্য প্রকাশিত হয়। ১৯৭২ সালের ১ নভেম্বর প্রকাশিত প্রথম সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে : চোরাচালান রোধে সশস্ত্র বাহিনী প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছে। তবে অনির্দিষ্টকালের জন্য এই কাজে সশস্ত্র বাহিনীকে নিয়োজিত রাখলে তাদের মধ্যে দুর্নীতি প্রবেশ করতে পারে। অন্যদিকে ১৯৭২ সালের ৩০ নভেম্বর এই সম্পর্কে আরেক সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে: সীমান্তে সামরিক বাহিনী নিয়োগের ফলে চোরাচালান আংশিক দমন হওয়ায় বাজারে দ্রব্যমূল্য কিছুটা কমেছে। দ্রব্যমূল্য পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ না হওয়া পর্যন্ত সীমান্ত থেকে সশস্ত্র বাহিনী প্রত্যাহার করা উচিত হবে না।

দুই. জরুরী অবস্থা ঘোষণা, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন ও বাকশাল গঠন ইস্যুতেও একটি বিষয়ে একটি পত্রিকায় সময়ের ব্যবধানে সম্পাদকীয় নীতির কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই পত্রিকাটিও সংবাদ। এই পত্রিকা ১৯৭৩ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর জরুরী অবস্থা জারির বিধান সংবলিত আইন পাশ করায় সরকারের তীব্র সমালোচনা করে। তবে ১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর দেশে জরুরী অবস্থা জারির পর ২৯ ডিসেম্বর প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে, সরকারকে বাধ্য হয়েই প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলায় চরম অস্ত্র হিসেবে জরুরী অবস্থা জারি করতে হয়েছে।

তিন. এরশাদ বিরোধী আন্দোলন চলাকালে দৈনিক বাংলা তার সম্পাদকীয়গুলোতে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের নীতির পূর্ণ সমর্থন করলেও নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর এই ক্ষেত্রে একেকারেই বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করে।

গবেষণা প্রশ্ন সাত:

দেশে কোনো রাজনৈতিক ইস্যু তৈরি হলে সেই প্রসঙ্গে সংবাদপত্রে প্রকাশিত পাঠকদের চিঠির বিষয়বস্তু কিভাবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে স্পর্শ করে? রাজনৈতিক ইস্যুতে সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও কলামের বক্তব্য সম্পর্কে পাঠকের অভিমত কি প্রকাশিত হয় ?

বিশ্লেষণ:

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, চারটি পত্রিকাতেই বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, বিশটি ইস্যুর মধ্যে বারটি ইস্যু নিয়ে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ইস্যু নিয়ে চিঠি প্রকাশিত হয়েছে সংবাদে। এই পত্রিকায় নয়টি ইস্যু নিয়ে চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। দৈনিক বাংলা ও দৈনিক ইত্তেফাকে ছ'টি ইস্যু নিয়ে চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ অবজারভারে একটি ইস্যু নিয়ে চিঠি প্রকাশিত হয়েছে।

বিশ্লেষণে আরো দেখা যায়, তিনটি রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে বেশি সংখ্যক পত্রিকায় চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। ইস্যু তিনটি হচ্ছে: 'মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী : বীরাঙ্গনা, দালাল ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গ', 'স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক' ও 'দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি'। আর পত্রিকা তিনটি হচ্ছে দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদ। এই সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য নিচে টেবিল-১৫ এ তুলে ধরা হয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্যে আরো দেখা গেছে, চারটি পত্রিকায়ই বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে প্রকাশিত বেশির ভাগ চিঠির বিষয়বস্তু বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে স্পর্শ করেছে। ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে চিঠি প্রকাশের হার কম। বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, সংবাদে নয়টি ইস্যুতে প্রকাশিত চিঠিগুলোর মধ্যে ছ'টি ইস্যুর সব চিঠি ও তিনটি ইস্যুর বেশির ভাগ চিঠির বিষয়বস্তু বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে স্পর্শ করেছে। দৈনিক বাংলার ছ'টি ইস্যুতে প্রকাশিত চিঠিগুলোর মধ্যে পাঁচটি ইস্যুর সব চিঠি ও একটি ইস্যুর বেশির ভাগ চিঠির বিষয়বস্তু বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে স্পর্শ করেছে। দৈনিক ইত্তেফাকে ছ'টি ইস্যুতে প্রকাশিত চিঠিগুলোর মধ্যে চারটি ইস্যুর সব চিঠি ও দুটি ইস্যুর বেশির ভাগ চিঠির বিষয়বস্তু বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে স্পর্শ করেছে। বাংলাদেশ অবজারভারে একটি ইস্যুতে প্রকাশিত চিঠিগুলোর সব চিঠির বিষয়বস্তুই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে স্পর্শ করেছে। এই সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য নিচে টেবিল-১৬ এ তুলে ধরা হলো।

অন্যদিকে প্রাপ্ত তথ্যে আরো দেখা গেছে, চারটি পত্রিকার মধ্যে তিনটি পত্রিকার বেশ কিছু চিঠিতে বিভিন্ন রিপোর্ট, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও কলামের বক্তব্য সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, দৈনিক বাংলায় ছ'টি ইস্যুতে প্রকাশিত চিঠিগুলোর মধ্যে একটি ইস্যুর সবগুলো চিঠি ও একটি ইস্যুর অর্ধেক পরিমাণ চিঠিতে বিভিন্ন রিপোর্ট, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও কলামের বক্তব্য সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। দৈনিক ইত্তেফাকে ছ'টি ইস্যুতে প্রকাশিত চিঠিগুলোর মধ্যে একটি ইস্যুর বেশির ভাগ চিঠিতে বিভিন্ন রিপোর্ট, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও কলামের বক্তব্য সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। সংবাদে নয়টি ইস্যুতে প্রকাশিত চিঠিগুলোর মধ্যে তিনটি ইস্যুর চিঠিতে বিভিন্ন রিপোর্ট, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও কলামের বক্তব্য সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। এই বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য নিচে টেবিল-১৭ এ তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণা প্রশ্ন আট:

সংবাদপত্রে প্রকাশিত চিঠির মাধ্যমে পাঠকরা কি রাজনৈতিক ইস্যুতে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন ?

বিশ্লেষণ:

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত চিঠিতে পাঠকরা প্রধানত বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যু সংশ্লিষ্ট দাবী ও আহ্বান জানান, বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিবাদ করেন এবং পরামর্শ প্রদান করেন। বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, তিনটি রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে দাবি-আহ্বান ভিত্তিক চিঠি তুলনামূলকভাবে বেশি প্রকাশিত হয়েছে। ইস্যু তিনটি হচ্ছে: 'মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী : বীরাঙ্গনা, দালাল ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গ', 'স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক' ও 'দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি'। বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে এমন চিঠি প্রকাশের হারও উল্লেখযোগ্য। দৈনিক বাংলায় যে ছ'টি ইস্যুতে চিঠি প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে তিনটি ইস্যুতে প্রকাশিত চিঠিগুলো পরামর্শ ভিত্তিক এবং এই তিনটি ইস্যুর মধ্যে দুটি ইস্যুর সব চিঠি ও একটি ইস্যুর বেশির ভাগ চিঠি পরামর্শ ভিত্তিক। ইস্যু তিনটি হচ্ছে যথাক্রমে 'জিয়াউর রহমানের দু'টি আলোচিত কর্মসূচি : খাল খনন ও গ্রাম সরকার', 'জিয়াউর রহমানের হত্যাকান্ড' ও 'মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী : বীরাঙ্গনা, দালাল ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গ'।

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক ইত্তেফাকে যে ছ'টি ইস্যুতে চিঠি প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে চারটি ইস্যুতে প্রকাশিত চিঠিগুলো পরামর্শ ভিত্তিক। এর মধ্যে দুটি ইস্যুর সব চিঠি এবং একটি ইস্যুতে প্রকাশিত চিঠিগুলো উল্লেখযোগ্য অংশ পরামর্শ ভিত্তিক। ইস্যুগুলো হচ্ছে যথাক্রমে 'এরশাদ বিরোধী আন্দোলন', 'আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি' ও 'মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী : বীরাঙ্গনা, দালাল ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গ'।

সংবাদে যে ন'টি ইস্যুতে চিঠি প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে চারটি ইস্যুতে প্রকাশিত চিঠিগুলো পরামর্শ ভিত্তিক। এর মধ্যে দুটি ইস্যুর সব চিঠি, একটি ইস্যু বেশির ভাগ এবং একটি ইস্যুতে প্রকাশিত চিঠিগুলোর অর্ধেকাংশ পরামর্শ ভিত্তিক। ইস্যুগুলো হচ্ছে: 'এরশাদ বিরোধী আন্দোলন', 'নব্বই-এর গণঅভ্যুত্থান', 'আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি' ও 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন'।

বাংলাদেশ অবজারভারে একটি ইস্যুতে চিঠি প্রকাশিত হয়েছে এবং ইস্যুটি হচ্ছে: 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন'। এই ইস্যুতে প্রকাশিত সব চিঠিই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ভিত্তিক। এই বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য নিচে টেবিল-১৮ এ তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণা প্রশ্ন নয়:

সংবাদপত্রে প্রকাশিত পাঠকের চিঠিভিত্তিক দাবী, আহ্বান, প্রতিবাদ ও পরামর্শ কি রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণে প্রভাব ফেলতে পারে ?

বিশ্লেষণ:

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, চিঠির মাধ্যমে পাঠকের দাবী, আহ্বান বা পরামর্শ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পর নির্দিষ্ট কিছু ইস্যুতে রাজনৈতিক বা সরকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয়েছে যে সংবাদপত্রে প্রকাশিত চিঠির মাধ্যমে পাঠকরা যে দাবী ও আহ্বান জানান এবং পরামর্শ দেন তা রাজনৈতিক বা সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব ফেলতে পারে। এর কয়েকটি নজির দেখা যেতে পারে।

প্রথমত: স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ১৯৭২ সালের ৬ সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক চিঠিতে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্যের মধ্য থেকে যুদ্ধাপরাধী ছাড়া বাকীদের মুক্তিদানের পরামর্শ দেয়া হয়। এই চিঠি প্রকাশের দেড় মাসের মধ্যে বাংলাদেশ পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দী ও বেসামরিক নাগরিকদের পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। পরে বাংলাদেশ পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের বিনিময়ে ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধী ছাড়া সকল পাকিস্তানি নাগরিককে ফিরিয়ে দেয়ার প্রস্তাব দেয়।

দ্বিতীয়ত: ১৯৭২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি সংবাদে প্রকাশিত এক চিঠিতে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেনি অথচ স্বাধীন বাংলাদেশের বিদেশী মিশনে কর্মরত আছেন– এমন সরকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। এই চিঠি প্রকাশের চার মাস পর ১৯৭২ সালের ৬ জুন সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়: মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করার অভিযোগে চারজন রাষ্ট্রদূতসহ আটজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

তৃতীয়ত: মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে অনেক বাঙালি পরিবারের উপার্জনকারী ব্যক্তি পাকিস্তানে আটকেপড়ায় দেশে তাদের স্বজনদের জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে পড়ে। এমনই এক ভুক্তভোগী সরকারী কর্মচারীর স্ত্রীর চিঠি ১৯৭২ সালের ১৬ মে সংবাদ-এ প্রকাশিত হয়। এই চিঠিতে পরিবারের উপার্জনকারী ব্যক্তি পাকিস্তানে আটকেপড়ায় দেশে তার স্বজনদের আর্থিক সংকটের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়। জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করতে আটকেপড়া সরকারী কর্মচারীদের পোষ্যদের ভাতা প্রদানের জন্য সরকারের কাছে দাবী জানানো হয়। এই চিঠিতে প্রকাশিত তথ্যের সমর্থনে দৈনিক ইত্তেফাকে একটি খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ১৯ মে। পরে সরকার পাকিস্তানে আটকেপড়া সরকারী কর্মচারীদের পোষ্যদের জন্য খোরাকী ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করে।

গবেষণা প্রশ্নগুলো যাচাই করার জন্য প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের আলোকে উপর্যুক্ত বিশ্লেষণ করা হয়। এই আলোচনায় সংবাদপত্র ও রাজনীতির আন্তসম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল-১

যে কয়দিন ধরে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে

	ইস্যু	দৈনিক বাংলা	দৈনিক ইত্তেফাক	সংবাদ	বাংলাদেশ অবজারভার
এক.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন	৯	১০	২	১০
দুই.	মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী : বীরাঙ্গনা, দালাল ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গ	৯	১০	২	১০
তিন.	স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক	৫৯	৫৬	৪৯	৪৯
চার.	সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকরকরণ	৩৭	৩৭	৩৮	৩৬
পাঁচ.	প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন	৪৬	৪৮	৫২	৪২
ছয়.	দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি	৭৭	৮৬	৯০	৬২
সাত.	আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি	৭৯	৯৪	৮৪	৭৩
আট.	জরুরী অবস্থা ঘোষণা, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন ও বাকশাল গঠন	২৪	২৫	১৮	১৯
নয়.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকান্ড ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন	৩	৩	৩	৩
দশ.	জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া	২৯	৩০	২৭	২৯
এগার.	জিয়াউর রহমানের দলীয় রাজনীতি	৩৮	৩৫	৩৫	৩৩
বার.	জিয়াউর রহমানের দু'টি আলোচিত কর্মসূচি : খাল খনন ও গ্রাম সরকার	১০	৮	৮	৬
তের.	জিয়াউর রহমানের হত্যাকান্ড	৪	৪	৪	৪
চৌদ্দ.	জেল হত্যাকান্ড	৬	৬	৬	৬
পনের.	পঁচাত্তর পরবর্তী আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার নেতৃত্ব গ্রহণ	২১	২১	২১	২১
ষোল.	জিয়াউর রহমানের মৃত্যু-পরবর্তী বিএনপি ও খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ	১৫	১৪	১৪	১৪
সতের.	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া	১০	৬	৬	৬
আঠার.	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের দলীয় রাজনীতি	৩১	৩০	২৮	২৬
উনিশ.	এরশাদ বিরোধী আন্দোলন	৯৬	১১১	১০৮	১১৩
বিশ.	নব্বই-এর গণঅভ্যুত্থান	৮	৮	৮	৮
	মোট	৬১১	৬৪২	৬০৩	৫৭০

I:\Newspaper & Politics\Chapter-8 a Tables.doc

টেবিল-২

বিভিন্ন পৃষ্ঠায় রিপোর্ট প্রকাশের হার

	ইস্যু	দৈনিক বাংলা			দৈনিক ইত্তেফাক			সংবাদ			বাংলাদেশ অবজারভার		
		প্রথম পৃষ্ঠা (সংখ্যা) (%)	শেষ পৃষ্ঠা (সংখ্যা) (%)	ভেতরেরপৃষ্ঠা (সংখ্যা) (%)	প্রথম পৃষ্ঠা (সংখ্যা) (%)	শেষ পৃষ্ঠা (সংখ্যা) (%)	ভেতরেরপৃষ্ঠা (সংখ্যা) (%)	প্রথম পৃষ্ঠা (সংখ্যা) (%)	শেষ পৃষ্ঠা (সংখ্যা) (%)	ভেতরেরপৃষ্ঠা (সংখ্যা) (%)	প্রথম পৃষ্ঠা (সংখ্যা) (%)	শেষ পৃষ্ঠা (সংখ্যা) (%)	ভেতরেরপৃষ্ঠা (সংখ্যা) (%)
এক.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন	৩৫ ৯৭	১ ৩	-	২৩ ১০০	-	-	১১ ১০০	-	-	৩৭ ১০০	-	-
দুই.	মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী : বীরাঙ্গনা, দালাল ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গ	৫০ ৯৪	১ ২	২ ৪	২৬ ৯০	১ ৩	২ ৭	৯ ৯১	-	২ ৯	১৬ ১০০	-	-
তিন.	স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক	৩০ ১০০	-	-	২৫ ১০০	-	-	৪৭ ৯৬	১ ২	১ ২	১৮ ১০০	-	-
চার.	সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকরকরণ	৩৬ ৯৭	-	১ ৩	৩৭ ১০০	-	-	২৮ ১০০	-	-	১৩ ১০০	-	-
পাঁচ.	প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন	৪৬ ১০০	-	-	৪৮ ৯৮	১ ২	-	৫২ ৯৮	১ ২	-	৪২ ১০০	-	-
ছয়.	দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি	৪৩ ১০০	-	-	৪২ ৯৮	-	১ ২	৭১ ১০০	-	-	১১ ১০০	-	-
সাত.	আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি	৭৯ ১০০	-	-	৯৪ ১০০	-	-	৮২ ৯৮	১ ১	১ ১	৭৫ ৯৯	১ ১	-
আট.	জরুরী অবস্থা ঘোষণা, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন ও বাকশাল গঠন	২৪ ১০০	-	-	২৫ ১০০	-	-	১৭ ৯৪	১ ৬	-	১৯ ১০০	-	-
নয়.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকান্ড ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন	৩৮ ১০০	-	-	৩৫ ১০০	-	-	-	-	-	৪২ ১০০	-	-
দশ.	জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া	২৯ ১০০	-	-	২২ ১০০	-	-	১৮ ১০০	-	-	২০ ১০০	-	-
এগার.	জিয়াউর রহমানের দলীয় রাজনীতি	৩৮ ১০০	-	-	১৭ ১০০	-	-	১৬ ১০০	-	-	১৪ ১০০	-	-
বার.	জিয়াউর রহমানের দু'টি আলোচিত কর্মসূচি : খাল খনন ও গ্রাম সরকার	৯ ৯০	১ ১০	-	১১ ১০০		-	৮ ১০০	-	-	৭ ১০০	-	-
তের.	জিয়াউর রহমানের হত্যাকান্ড	৪৪ ১০০	-	-	৫৫ ১০০	-	-	৫২ ১০০	-	-	৪৩ ১০০	-	-
চৌদ্দ.	জেল হত্যাকান্ড	৬ ১০০	-	-	৭ ১০০	-	-	৭ ১০০	-	-	৭ ১০০	-	-
পনের.	পঁচাত্তর পরবর্তী আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার নেতৃত্ব গ্রহণ	২২ ৯৬	১ ৪	-	২১ ১০০	-	-	২৩ ১০০	-	-	২১ ১০০	-	-
ষোল.	জিয়াউর রহমানের মৃত্যু-পরবর্তী বিএনপি ও খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ	২৪ ১০০	-	-	২৩ ১০০	-	-	২৩ ১০০	-	-	২২ ১০০	-	-
সতের.	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া	২২ ১০০	-	-	২৫ ১০০	-	-	২০ ১০০	-	-	১৮ ১০০	-	-
আঠার.	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের দলীয় রাজনীতি	৩৫ ১০০	-	-	৩৪ ১০০	-	-	৩২ ১০০	-	-	৩৩ ১০০	-	-
উনিশ.	এরশাদ বিরোধী আন্দোলন	৯৬ ১০০	-	-	১১১ ১০০	-	-	১০৮ ১০০	-	-	১১৩ ১০০	-	-
বিশ.	নব্বই-এর গণঅভ্যুত্থান	২৬ ১০০	-	-	২৯ ১০০	-	-	১৯ ১০০	-	-	২২ ১০০	-	-

* ০.৫% এর বেশি হলে পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে

I:\Newspaper & Politics\Chapter-6 \\ Tables.doc

টেবিল-৩
দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত রিপোর্টের ট্রিটমেন্ট

	ইস্যু	আটকলাম ব্যানার (সংখ্যা) (%)	আট কলাম (সংখ্যা) (%)	সাতকলাম লিড (সংখ্যা) (%)	সাত কলাম (সংখ্যা) (%)	ছয়কলাম লিড (সংখ্যা) (%)	ছয় কলাম (সংখ্যা) (%)	পাঁচকলাম লিড (সংখ্যা) (%)	পাঁচ কলাম (সংখ্যা) (%)	চারকলাম লিড (সংখ্যা) (%)	চার কলাম (সংখ্যা) (%)	তিনকলাম লিড (সংখ্যা) (%)	তিন কলাম (সংখ্যা) (%)	ডাবল কলাম (সংখ্যা) (%)	সিঙ্গেল কলাম (সংখ্যা) (%)	মোট (সংখ্যা) (%)
এক.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন	২ ৫	-	১ ৩	-	১ ৩	-	-	-	-	১ ৩	-	৪ ১১	৪ ১১	২২ ৬৪	৩৫ ১০০
দুই.	মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী : বীরাঙ্গনা, দালাল ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গ	৬ ১২	-	৭ ১৪	-	৫ ১০	-	-	-	-	-	-	২ ৪	১৬ ৩২	১৪ ২৮	৫০ ১০০
তিন.	স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক	৬ ১০	-	৪ ৭	-	৪ ৭	-	-	-	-	৪ ৭	-	২ ৩	১৪ ২৪	২৫ ৪২	৫৯ ১০০
চার.	সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকরকরণ	৮ ২২	১ ৩	১ ৩	-	৩ ৮	-	-	-	-	-	-	-	৬ ১৭	১৭ ৪৭	৩৬ ১০০
পাঁচ.	প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন	৪ ৯	-	৪ ৯	-	৬ ১২	-	১ ২	-	-	-	-	৩ ৬	১২ ২৫	১৮ ৩৭	৪৮ ১০০
ছয়.	দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি	-	-	-	১ ১	৭ ৯	২ ৩	-	১ ১	-	-	-	৯ ১২	৩০ ৩৮	২৮ ৩৬	৭৮ ১০০
সাত.	আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি	৫ ৬	-	২ ৩	১ ১	১ ১	৬ ৮	-	-	-	-	১ ১	-	৪০ ৫১	২৩ ২৯	৭৯ ১০০
আট.	জরুরী অবস্থা ঘোষণা, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন ও বাকশাল	৭ ২৯	-	-	-	২ ৮	৩ ১৩	-	১ ৪	-	১ ৪	-	-	৩ ১৩	৭ ২৯	২৪ ১০০
নয়.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকান্ড ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন	১ ৩	-	১ ৩	-	১ ৩	-	-	১ ৩	-	১ ৩	-	৪ ১০	৬ ১৫	২৩ ৬০	৩৮ ১০০
দশ.	জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া	১০ ৩৫	-	২ ৭	-	২ ৭	-	১ ৩	-	১ ৩	১ ৩	-	২ ৭	৮ ২৮	২ ৭	২৯ ১০০
এগার.	জিয়াউর রহমানের দলীয় রাজনীতি	১৯ ৫০	-	১ ৩	-	১ ৩	-	-	-	৩ ৮	১ ৩	-	-	৫ ১৩	৮ ২১	৩৮ ১০০
বার.	জিয়াউর রহমানের দু'টি আলোচিত কর্মসূচি : খাল খনন ও গ্রাম সরকার	২ ২২	-	-	-	১ ১১	-	-	-	৪ ৪৫	-	-	-	-	২ ২২	৯ ১০০
তের.	জিয়াউর রহমানের হত্যাকান্ড	৪ ৯	-	-	-	-	১ ৩	-	১ ৩	-	১ ৩	-	৩ ৬	৯ ২০	২৫ ৫৬	৪৪ ১০০
চৌদ্দ.	জেল হত্যাকান্ড	-	-	১ ১৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৩ ৫০	২ ৩৩	৬ ১০০
পনের.	পঁচাত্তর পরবর্তী আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার নেতৃত্ব গ্রহণ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১ ৫	২১ ৯৫	২২ ১০০
ষোল.	জিয়াউর রহমানের মৃত্যু-পরবর্তী বিএনপি ও খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ	২ ৯	-	-	-	-	-	-	-	-	১ ৪	-	-	১ ৪	২০ ৮৩	২৪ ১০০
সতের.	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া	২ ৯	-	-	-	৩ ১৪	-	২ ৯	-	-	১ ৫	১ ৫	২ ৯	২ ৯	৯ ৪০	২২ ১০০
আঠার.	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের দলীয় রাজনীতি	৫ ১৪	-	-	-	৭ ২০	-	১ ৩	-	১০ ২৯	৪ ১১	-	১ ৩	৪ ১১	৩ ৯	৩৫ ১০০
উনিশ.	এরশাদ বিরোধী আন্দোলন	২ ২	-	-	-	৩ ৩	-	-	-	১৩ ১৪	১ ১	৪ ৪	১ ১	২৫ ২৬	৪৭ ৪৯	৯৬ ১০০
বিশ.	নব্বই-এর গণঅভ্যুত্থান	৩ ১২	-	-	-	১ ৪	-	-	-	১ ৪	২ ৮	-	৫ ১৯	৮ ৩০	৬ ২৩	২৬ ১০০

- ০.৫% এর বেশি হলে পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে

I:\Newspaper & Politics\Chapter 4 \ Tables doc

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল-৪

দৈনিক ইত্তেফাক প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত রিপোর্টের ট্রিটমেন্ট

	ইস্যু	আটকলাম ব্যানার (সংখ্যা) (%)	আট কলাম (সংখ্যা) (%)	সাতকলাম লিড (সংখ্যা) (%)	সাত কলাম (সংখ্যা) (%)	ছয়কলাম লিড (সংখ্যা) (%)	ছয় কলাম (সংখ্যা) (%)	পাঁচকলাম লিড (সংখ্যা) (%)	পাঁচ কলাম (সংখ্যা) (%)	চারকলাম লিড (সংখ্যা) (%)	চার কলাম (সংখ্যা) (%)	তিনকলাম লিড (সংখ্যা) (%)	তিন কলাম (সংখ্যা) (%)	ডাবল কলাম (সংখ্যা) (%)	সিঙ্গেল কলাম (সংখ্যা) (%)	মোট (সংখ্যা) (%)
এক.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন	২ ৮	-	১ ৪	-	১ ৪	-	১ ৪	১ ৪	-	-	-	২ ৮	২ ৮	১৪ ৬০	২৪ ১০০
দুই.	মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী : বীরাঙ্গনা, দালাল ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গ	৫ ১৯	১ ৪	-	-	৩ ১১	-	১ ৪	১ ৪	১ ৪	-	-	১ ৪	৬ ২৩	৭ ২৭	২৬ ১০০
তিন.	স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক	৬ ১০	-	২ ৪	-	২ ৪	-	-	-	২ ৪	-	২ ৪	৫ ৯	১৫ ২৬	২২ ৩৯	৫৬ ১০০
চার.	সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকরকরণ	১ ৩	-	-	১ ৩	৩ ৮	২ ৫	-	১ ৩	-	-	১ ৩	-	৫ ১৩	২৩ ৬২	৩৭ ১০০
পাঁচ.	প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন	৪ ৮	-	-	-	৩ ৬	-	১ ২	-	১ ২	১ ২	১ ২	৪ ৮	৮ ১৭	২৬ ৫৩	৪৯ ১০০
ছয়.	দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি	১ ১	-	১ ১	-	২ ২	-	৩ ৪	-	১ ১	২ ২	৩ ৪	৭ ৮	৩৬ ৪২	৩০ ৩৫	৮৬ ১০০
সাত.	আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি	-	-	১ ১	১ ১	২ ২	১ ১	২ ২	-	৩ ৩	-	৪ ৪	১২ ১৩	৫০ ৫৪	১৮ ১৯	৯৪ ১০০
আট.	জরুরী অবস্থা ঘোষণা, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন ও বাকশাল গঠন	৫ ২০	-	-	-	-	-	১ ৪	-	২ ৮	২ ৮	-	-	৬ ২৪	৯. ৩৬	২৫ ১০০
নয়.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকান্ড ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন	১ ৩	-	-	-	১ ৩	-	-	-	১ ৩	-	-	১ ৩	৬ ১৭	২৫ ৭১	৩৫ ১০০
দশ.	জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া	৩ ১০	-	-	-	৩ ১০	-	৪ ১৩	-	২ ৭	২ ৭	-	-	৪ ১৩	১২ ৪০	৩০ ১০০
এগার.	জিয়াউর রহমানের দলীয় রাজনীতি	৩ ৯	-	-	-	-	-	-	-	৬ ১৭	১ ৩	২ ৬	১ ৩	৮ ২২	১৪ ৪০	৩৫ ১০০
বার.	জিয়াউর রহমানের দু'টি আলোচিত কর্মসূচি : খাল খনন ও গ্রাম সরকার	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২ ১৮	৮ ৭৩	১ ৯	১১ ১০০
তের.	জিয়াউর রহমানের হত্যাকান্ড	-	-	১ ২	-	২ ৪	-	-	১ ২	-	১ ২	-	২ ৪	৭ ১২	৪১ ৭৪	৫৫ ১০০
চৌদ্দ.	জেল হত্যাকান্ড	-	-	-	-	১ ১৪	-	১ ১৪	-	-	-	১ ১৪	১ ১৪	-	৩ ৪৪	৭ ১০০
পনের.	পঁচাত্তর পরবর্তী আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার নেতৃত্ব গ্রহণ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১ ৫	২০ ৯৫	২১ ১০০
ষোল.	জিয়াউর রহমানের মৃত্যু-পরবর্তী বিএনপি ও খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ	-	-	-	-	১ ৪	-	-	-	১ ৪		-	-	২ ৯	১৯ ৮৩	৩২ ১০০
সতের.	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া	১ ৭	-	-	-	-	-	-	-	৩ ২০	-	২ ১৩	-	৩ ২০	৬ ৪০	১৫ ১০০
আঠার.	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের দলীয় রাজনীতি	-	-	-	-	-	-	১ ৩	১ ৩	২ ৬	-	৬ ১৮	১ ৩	১২ ৩৫	১১ ৩২	৩৪ ১০০
উনিশ.	এরশাদ বিরোধী আন্দোলন	-	-	-	-	-	-	-	-	৩ ৩	-	৩ ৩	৩ ৩	৩৮ ৩৪	৬৪ ৫৭	১১১ ১০০
বিশ.	নব্বই-এর গণঅভ্যুত্থান	২ ৭	-	-	-	-	-	১ ৩	-	-	২ ৭	-	১ ৩	৯ ৩২	১৪ ৪৮	২৯ ১০০

- ০.৫% এর বেশি হলে পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে

টেবিল-৫

সংবাদের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত রিপোর্টের ট্রিটমেন্ট

	ইস্যু	আটকলাম ব্যানার (সংখ্যা) (%)	আট কলাম (সংখ্যা) (%)	সাতকলাম লিড (সংখ্যা) (%)	সাত কলাম (সংখ্যা) (%)	ছয়কলাম লিড (সংখ্যা) (%)	ছয় কলাম (সংখ্যা) (%)	পাঁচকলাম লিড (সংখ্যা) (%)	পাঁচ কলাম (সংখ্যা) (%)	চারকলাম লিড (সংখ্যা) (%)	চার কলাম (সংখ্যা) (%)	তিনকলাম লিড (সংখ্যা) (%)	তিন কলাম (সংখ্যা) (%)	ডাবল কলাম (সংখ্যা) (%)	সিঙ্গেল কলাম (সংখ্যা) (%)	মোট (সংখ্যা) (%)
এক.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন	১ ৯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২ ১৮	৩ ২৭	৫ ৪৬	১১ ১০০
দুই.	মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী : বীরাঙ্গনা, দালাল ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গ	-	-	-	-	১ ৫	-	২ ১১	১ ৫	২ ১১	-	১ ৫	১ ৫	৯ ৪৭	২ ১১	১৯ ১০০
তিন.	স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক	১ ২	-	১ ২	-	৪ ৮	-	১ ২	-	৩ ৬	৩ ৬	১ ২	৫ ১০	১৪ ২৯	১৬ ৩৩	৪৯ ১০০
চার.	সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকরকরণ	১ ৩	-	১ ৩	-	৪ ১০	১ ৩		-	২ ৫	-	-	৬ ১৬	৮ ২১	১৫ ৩৯	৩৮ ১০০
পাঁচ.	প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন	১ ২	-	-	-	৫ ৯	-	১ ২	-	৬ ১১	২ ৪	২ ৪	৫ ১০	১৪ ২৬	১৭ ৩২	৫৪ ১০০
ছয়.	দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি	-	-	২ ২	-	২ ২	-	১ ১	-	২ ২	-	২ ২	১৫ ১৭	৩১ ৩৪	৩৬ ৪০	৯১ ১০০
সাত.	আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি	১ ১	-	১ ১	-	৩ ৪	১ ১	-	-	৩ ৪	১ ১	৪ ৫	৯ ১১	৩০ ৩৭	২৯ ৩৫	৮২ ১০০
আট.	জরুরী অবস্থা ঘোষণা, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন ও বাকশাল গঠন	৩ ১৮	-	-	-	-	-	১ ৬	-	১ ৬	২ ১২	২ ১২	-	৪ ২৩	৪ ২৩	১৭ ১০০
নয়.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকান্ড ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
দশ.	জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া	৩ ১১	-	-	-	৫ ১৯	-	১ ৪	-	৩ ১১	-	-	২ ৭	৫ ১৯	৮ ২৯	২৭ ১০০
এগার.	জিয়াউর রহমানের দলীয় রাজনীতি	৩ ৯	-	২ ৬	-	১ ৩	-	-	-	১ ৩	-	১ ৩	৫ ১৪	৬ ১৭	১৬ ৪৫	৩৫ ১০০
বার.	জিয়াউর রহমানের দু'টি আলোচিত কর্মসূচি : খাল খনন ও গ্রাম সরকার	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১ ১৩	৫ ৬২	২ ২৫	৮ ১০০
তের.	জিয়াউর রহমানের হত্যাকান্ড	১ ২	-	-	-	-	-	-	-	-	১ ২	-	১ ২	১১ ২১	৩৮ ৭৩	৫২ ১০০
চৌদ্দ.	জেল হত্যাকান্ড	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৪ ৫৭	৩ ৪৩	৭ ১০০
পনের.	পঁচাত্তর পরবর্তী আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার নেতৃত্ব গ্রহণ	-	-	-	-	-	-	১ ৪	-	-	-	-	-	-	২২ ৯৬	২৩ ১০০
ষোল.	জিয়াউর রহমানের মৃত্যু-পরবর্তী বিএনপি ও খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ	-	-	-	-	-	-	১ ৪	-	-	-	-	১ ৪	৩ ১৪	১৮ ৭৮	২৩ ১০০
সতের.	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া	১ ৫	-	-	-	-	-	২ ১০	-	-	-	-	২ ১০	৩ ১৫	১২ ৬০	২০ ১০০
আঠার.	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের দলীয় রাজনীতি	-	-	-	-	-	-	১ ৩	-	-	-	২ ৬	১ ৩	১৪ ৪৪	১৪ ৪৪	৩২ ১০০
উনিশ.	এরশাদ বিরোধী আন্দোলন	-	-	-	-	-	-	১ ১	-	২ ২	২ ২	৬ ৭	২ ২	৪০ ৩৭	৫৫ ৫১	১০৮ ১০০
বিশ.	নব্বই-এর গণঅভ্যুত্থান	৩ ১৬	-	-	-	১ ৫	-	-	-	-	১ ৫	-	১ ৫	৮ ৪২	৫ ২৭	১৯ ১০০

- ০.৫% এর বেশি হলে পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে

I:Newspaper & Politics\Chapter 4 b Tables.doc

টেবিল-৬

বাংলাদেশ অবজারভার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত রিপোর্টের ট্রিটমেন্ট

	ইস্যু	আটকলাম ব্যানার (সংখ্যা) (%)	আট কলাম (সংখ্যা) (%)	সাতকলাম লিড (সংখ্যা) (%)	সাত কলাম (সংখ্যা) (%)	ছয়কলাম লিড (সংখ্যা) (%)	ছয় কলাম (সংখ্যা) (%)	পাঁচকলাম লিড (সংখ্যা) (%)	পাঁচ কলাম (সংখ্যা) (%)	চারকলাম লিড (সংখ্যা) (%)	চার কলাম (সংখ্যা) (%)	তিনকলাম লিড (সংখ্যা) (%)	তিন কলাম (সংখ্যা) (%)	ডাবল কলাম (সংখ্যা) (%)	সিঙ্গেল কলাম (সংখ্যা) (%)	মোট (সংখ্যা) (%)
এক.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন	৩ ৮	-	১ ৩	-	১ ৩	-	-	-	-	২ ৫	-	২ ৫	৩ ৮	২৫ ৬৮	৩৭ ১০০
দুই.	মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী : বীরাঙ্গনা, দালাল ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গ	৩ ১৯	-	-	-	২ ১২	-	১ ৬	-	১ ৬	-	-	-	৭ ৪৫	২ ১২	১৬ ১০০
তিন.	স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক	৫ ১০	-	১ ২	১ ২	৩ ৬	-	৫ ১০	-	২ ৪	-	১ ২	২ ৪	৯ ১৯	২০ ৪১	৪৯ ১০০
চার.	সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকরকরণ	৮ ২২	-	১ ৩	-	-	-	২ ৬	-	-	১ ৩	-	-	৩ ৮	২১ ৫৮	৩৬ ১০০
পাঁচ.	প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন	৫ ১২	-	-	-	১ ৩	-	২ ৪	-	-	-	-	-	১২ ২৮	২৩ ৫৩	৪৩ ১০০
ছয়.	দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি	-	-	-	-	১ ২	-	-	-	২ ৩	২ ৩	-	৩ ৫	২৯ ৪৭	২৫ ৪০	৬২ ১০০
সাত.	আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি	৩ ৪	-	-	-	২ ৩	-	২ ৩	-	-		-	৪ ৬	৪৭ ৬৪	১৭ ২৩	৭৫ ১০০
আট.	জরুরী অবস্থা ঘোষণা, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন ও বাকশাল গঠন	৫ ২৬	-	-	-	-	-	৩ ১৬	-	-	২ ১১	-	৩ ১৬	১ ৫	৫ ২৬	১৯ ১০০
নয়.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকান্ড ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন	১ ৩	-	-	-	-	-	২ ৫	-	-	২ ৫	-	১ ৩	৫ ১১	৩১ ৭৩	৪২ ১০০
দশ.	জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া	৯ ৩১	-	১ ৩	-	১ ৩	-	-	-	২ ৮	-	-	২ ৭	৫ ১৭	৯ ৩১	২৯ ১০০
এগার.	জিয়াউর রহমানের দলীয় রাজনীতি	১০ ৩১	-	-	-	১ ৩	-	২ ৬	-	-	-	১ ৩	-	৬ ১৮	১৩ ৩৯	৩৩ ১০০
বার.	জিয়াউর রহমানের দু'টি আলোচিত কর্মসূচি : খাল খনন ও গ্রাম সরকার	১ ১৪	-	-	-	-	-	-	-	২ ২৯	-	-	৩ ৪৩	১ ১৪	-	৭ ১০০
তের.	জিয়াউর রহমানের হত্যাকান্ড	৩ ৭	-	-	-	১ ৩	-	-	-	-	১ ৩	১ ৩	-	৬ ১৪	৩১ ৭২	৪৩ ১০০
চৌদ্দ.	জেল হত্যাকান্ড	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১ ১৪	-	৩ ৪৩	৩ ৪৩	৭ ১০০
পনের.	পঁচাত্তর পরবর্তী আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার নেতৃত্ব গ্রহণ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১ ৫	২০ ৯৫	২১ ১০০
ষোল.	জিয়াউর রহমানের মৃত্যু-পরবর্তী বিএনপি ও খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ	২ ৯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২ ৯	১৮ ৮২	২২ ১০০
সতের.	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া	১ ৬	-	-	-	২ ১১	-	-	-	৩ ১৬	-	-	২ ১১	১ ৬	৯ ৫০	১৮ ১০০
আঠার.	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের দলীয় রাজনীতি	-	-	-	-	৬ ১৮	-	-	-	২ ৬	-	২ ৬	-	১৩ ৪০	১০ ৩০	৩৩ ১০০
উনিশ.	এরশাদ বিরোধী আন্দোলন	-	-	-	-	১ ১	-	১ ১	-	৩ ৩	-	-	-	৩১ ২৭	৭৭ ৬৮	১১৩ ১০০
বিশ.	নব্বই-এর গণঅভ্যুত্থান	২ ৯	-	-	-	১ ৫	-	১ ৫	-	-	১ ৫	-	২ ৯	৪ ১৯	১১ ৫০	২২ ১০০

- ০.৫% এর বেশি হলে পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে

টেবিল-৭

কোন্ কোন্ ইস্যুতে বিভিন্ন পত্রিকায় সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে

ইস্যু		দৈনিক বাংলা	দৈনিক ইত্তেফাক	সংবাদ	বাংলাদেশ অবজারভার
এক.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন	√	√	√	√
দুই.	মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী : বীরাঙ্গনা, দালাল ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গ	√	√	√	√
তিন.	স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক	√	√	√	√
চার.	সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকরকরণ	√	√	√	√
পাঁচ.	প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন	√	√	√	√
ছয়.	দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি	√	√	√	√
সাত.	আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি	√	√	√	√
আট.	জরুরী অবস্থা ঘোষণা, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন ও বাকশাল গঠন	√	√	√	√
নয়.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকান্ড ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন	√	√	√	√
দশ.	জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া	√	√	√	√
এগার.	জিয়াউর রহমানের দলীয় রাজনীতি	√	√	√	√
বার.	জিয়াউর রহমানের দু'টি আলোচিত কর্মসূচি : খাল খনন ও গ্রাম সরকার	√	√	√	√
তের.	জিয়াউর রহমানের হত্যাকান্ড	√	√	√	√
চৌদ্দ.	জেল হত্যাকান্ড	X	√	√	X
পনের.	পঁচাত্তর পরবর্তী আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার নেতৃত্ব গ্রহণ	X	X	X	X
ষোল.	জিয়াউর রহমানের মৃত্যু-পরবর্তী বিএনপি ও খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ	X	X	X	X
সতের.	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া	√	√	√	√
আঠার.	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের দলীয় রাজনীতি	√	√	√	√
উনিশ.	এরশাদ বিরোধী আন্দোলন	√	√	√	√
বিশ.	নব্বই-এর গণঅভ্যুত্থান	√	√	√	√

টেবিল-৮

বিভিন্ন ইস্যুতে বিভিন্ন পত্রিকায় সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয়, কলাম প্রকাশের হার

	ইস্যু	দৈনিক বাংলা			দৈনিক ইত্তেফাক			সংবাদ			বাংলাদেশ অবজারভার		
		সম্পাদকীয় (সংখ্যা) (%)	উপসম্পাদকীয় (সংখ্যা) (%)	কলাম (সংখ্যা) (%)	সম্পাদকীয় (সংখ্যা) (%)	উপসম্পাদকীয় (সংখ্যা) (%)	কলাম (সংখ্যা) (%)	সম্পাদকীয় (সংখ্যা) (%)	উপসম্পাদকীয় (সংখ্যা) (%)	কলাম (সংখ্যা) (%)	সম্পাদকীয় (সংখ্যা) (%)	উপসম্পাদকীয় (সংখ্যা) (%)	কলাম (সংখ্যা) (%)
এক.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন	৫ ১০০	-	-	২ ১০০	-	-	১ ১০০	-	-	৫ ১০০	-	-
দুই.	মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী : বীরাঙ্গনা, দালাল ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গ	১৩ ১০০	-	-	১২ ৮৮	-	২ ১২	৭ ৮৮	১ ১২	-	৭ ১০০	-	-
তিন.	স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক	১০ ১০০	-	-	৭ ১০০	-	-	১২ ১০০	-	-	৭ ১০০	-	-
চার.	সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকরকরণ	৫ ৮৩	১ ১৭	-	৫ ১০০	-	-	৪ ১০০	-	-	২ ১০০	-	-
পাঁচ.	প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন	৫ ১০০	-	-	৪ ৬৭	-	২ ৩৩	৯ ৬৯	৪ ৩১	-	২ ১০০	-	-
ছয়.	দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি	১২ ৭১	৪ ২৩	১ ৬	১২ ৭৫	-	৪ ২৫	১৭ ৮৯	২ ১১	-	২ ১০০	-	-
সাত.	আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি	৮ ৮৯	১ ১১	-	১১ ৯১	-	১ ৯	১৮ ৯৫	১ ৫	-	৩ ১০০	-	-
আট.	জরুরী অবস্থা ঘোষণা, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন ও বাকশাল গঠন	৭ ৮৮	১ ১২	-	৬ ৮৬	১ ১৪	-	৪ ৮০	১ ২০	-	৬ ১০০	-	-
নয়.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকান্ড ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন	১ ১০০	-	-	৪ ১০০	-	-	-	-	-	১ ১০০	-	-
দশ.	জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া	১২ ১০০	-	-	৬ ১০০	-	-	৫ ১০০	-	-	৮ ১০০	-	-
এগার.	জিয়াউর রহমানের দলীয় রাজনীতি	১৭ ৯৪	১ ৬	-	৫ ৮৩	১ ১৭	-	৩ ৬০	২ ৪০	-	১২ ১০০	-	-
বার.	জিয়াউর রহমানের দু'টি আলোচিত কর্মসূচি : খাল খনন ও গ্রাম সরকার	৭ ১০০	-	-	১ ৫০	-	১ ৫০	৫ ১০০	-	-	৩ ১০০	-	-
তের.	জিয়াউর রহমানের হত্যাকান্ড	৬ ১০০	-	-	২ ১০০	-	-	২ ১০০	-	-	৪ ১০০	-	-
চৌদ্দ.	জেল হত্যাকান্ড	-	-	-	১ ১০০	-	-	১ ১০০	-	-	-	-	-
পনের.	পঁচাত্তর পরবর্তী আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার নেতৃত্ব গ্রহণ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ষোল.	জিয়াউর রহমানের মৃত্যু-পরবর্তী বিএনপি ও খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সতের.	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া	৭ ১০০	-	-	১ ১০০	-	-	২ ১০০	-	-	২ ১০০	-	-
আঠার.	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের দলীয় রাজনীতি	৮ ১০০	-	-	১ ১৪	৬ ৮৬	-	৩ ৫০	১ ১৭	২ ৩৩	১ ১০০	-	-
উনিশ.	এরশাদ বিরোধী আন্দোলন	১৪ ১০০	-	-	১ ১০	৮ ৮০	১ ১০	৭ ৫৮	৩ ২৫	২ ১৭	-	-	-
বিশ.	নব্বই-এর গণঅভ্যুত্থান	৬ ১০০	-	-	৩ ১০০	-	-	৩ ১০০	-	-	১ ১০০	-	-

* ০.৫% এর বেশি হলে পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল-৯

একই রাজনৈতিক ইস্যুতে একাধিক সম্পাদকীয় প্রকাশের হার

	ইস্যু	দৈনিক বাংলা		দৈনিক ইত্তেফাক		সংবাদ		বাংলাদেশ অবজারভার	
		একটি	একাধিক	একটি	একাধিক	একটি	একাধিক	একটি	একাধিক
এক.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন	-	√	-	√	√	-	-	√
দুই.	মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী : বীরাঙ্গনা, দালাল ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গ	-	√	-	√	-	√	-	√
তিন.	স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক	-	√	-	√	-	√	-	√
চার.	সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকরকরণ	-	√	-	√	-	√	-	√
পাঁচ.	প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন	-	√	-	√	-	√	-	√
ছয়.	দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি	-	√	-	√	-	√	-	√
সাত.	আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি	-	√	-	√	-	√	-	√
আট.	জরুরী অবস্থা ঘোষণা, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন ও বাকশাল গঠন	-	√	-	√	-	√	-	√
নয়.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকান্ড ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন	√	-	-	√	-	-	√	-
দশ.	জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া	-	√	-	√	-	√	-	√
এগার.	জিয়াউর রহমানের দলীয় রাজনীতি	-	√	-	√	-	√	-	√
বার.	জিয়াউর রহমানের দু'টি আলোচিত কর্মসূচি : খাল খনন ও গ্রাম সরকার	-	√	√	-	-	√	-	√
তের.	জিয়াউর রহমানের হত্যাকান্ড	-	√	-	√	-	√	-	√
চৌদ্দ.	জেল হত্যাকান্ড	-	-	√	-	√	-	-	-
পনের.	পঁচাত্তর পরবর্তী আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার নেতৃত্ব গ্রহণ	-	-	-	-	-	-	-	-
ষোল.	জিয়াউর রহমানের মৃত্যু-পরবর্তী বিএনপি ও খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ	-	-	-	-	-	-	-	-
সতের.	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া	-	√	√	-	-	√	-	√
আঠার.	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের দলীয় রাজনীতি	-	√	√	-	-	√	√	-
উনিশ.	এরশাদ বিরোধী আন্দোলন	-	√	√	-	-	√		
বিশ.	নব্বই-এর গণঅভ্যুত্থান	-	√	-	√	-	√	√	

I:\Newspaper & Politics\Chapter-6 b Tables doc

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল-১০
প্রথম পৃষ্ঠা বনাম নির্ধারিত পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় প্রকাশের হার

	ইস্যু	দৈনিক বাংলা		দৈনিক ইত্তেফাক		সংবাদ		বাংলাদেশ অবজারভার	
		প্রথম পৃষ্ঠায় (সংখ্যা) (%)	নির্ধারিত পৃষ্ঠায় (সংখ্যা) (%)	প্রথম পৃষ্ঠায় (সংখ্যা) (%)	নির্ধারিত পৃষ্ঠায় (সংখ্যা) (%)	প্রথম পৃষ্ঠায় (সংখ্যা) (%)	নির্ধারিত পৃষ্ঠায় (সংখ্যা) (%)	প্রথম পৃষ্ঠায় (সংখ্যা) (%)	নির্ধারিত পৃষ্ঠায় (সংখ্যা) (%)
এক.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন	১ ২০	৪ ৮০	১ ৫০	১ ৫০	১ ১০০	-	১ ২০	৪ ৮০
দুই.	মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী : বীরাঙ্গনা, দালাল ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গ	-	১৩ ১০০	-	১২ ১০০	-	৬ ১০০	-	৭ ১০০
তিন.	স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক	-	১০ ১০০	-	৭ ১০০	-	১২ ১০০	-	৭ ১০০
চার.	সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকরকরণ	২ ৪০	৩ ৬০	-	৫ ১০০	-	৪ ১০০	-	২ ১০০
পাঁচ.	প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন	-	৫ ১০০	-	৪ ১০০	-	৯ ১০০	-	২ ১০০
ছয়.	দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি	-	১২ ১০০	-	১২ ১০০	-	১৭ ১০০	-	২ ১০০
সাত.	আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি	-	৮ ১০০	-	১১ ১০০	-	১৮ ১০০	-	৩ ১০০
আট.	জরুরী অবস্থা ঘোষণা, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন ও বাকশাল গঠন	৩ ৪৩	৪ ৫৭	-	৬ ১০০	-	৪ ১০০	২ ৩৩	৪ ৬৭
নয়.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকান্ড ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন	১ ১০০	-	১ ২৫	৩ ৭৫	-	-	১ ১০০	-
দশ.	জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া	৩ ২৫	৯ ৭৫	-	৬ ১০০	-	৫ ১০০	১ ১৩	৭ ৮৭
এগার.	জিয়াউর রহমানের দলীয় রাজনীতি	১ ৬	১৬ ৯৪	-	৫ ১০০	-	৩ ১০০	-	১২ ১০০
বার.	জিয়াউর রহমানের দু'টি আলোচিত কর্মসূচি : খাল খনন ও গ্রাম সরকার	-	৭ ১০০	-	১ ১০০	-	৩ ১০০	-	৩ ১০০
তের.	জিয়াউর রহমানের হত্যাকান্ড	১ ১৭	৫ ৮৩	-	২ ১০০	-	২ ১০০	-	৪ ১০০
চৌদ্দ.	জেল হত্যাকান্ড	-	-	-	১ ১০০	-	১ ১০০	-	-
পনের.	পঁচাত্তর পরবর্তী আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার নেতৃত্ব গ্রহণ	-	-	-	-	-	-	-	-
ষোল.	জিয়াউর রহমানের মৃত্যু-পরবর্তী বিএনপি ও খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ	-	-	-	-	-	-	-	-
সতের.	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া	১ ১৪	৬ ৮৬	-	১ ১০০	-	২ ১০০	১ ৫০	১ ৫০
আঠার.	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের দলীয় রাজনীতি	-	৮ ১০০	-	১ ১০০	-	৩ ১০০	-	১ ১০০
উনিশ.	এরশাদ বিরোধী আন্দোলন	-	১৪ ১০০	-	১ ১০০	-	৭ ১০০	-	-
বিশ.	নব্বই-এর গণঅভ্যুত্থান	১ ১৭	৫ ৮৩	-	৩ ১০০	-	৩ ১০০	১ ৫০	১ ৫০

* ০.৫% এর বেশি হলে পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল-১১
সম্পাদকীয়তে বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুর সমর্থন বা বিরোধিতার হার

	ইস্যু	দৈনিক বাংলা		দৈনিক ইত্তেফাক		সংবাদ		বাংলাদেশ অবজারভার	
		সমর্থন (সংখ্যা) (%)	বিরোধিতা (সংখ্যা) (%)	সমর্থন (সংখ্যা) (%)	বিরোধিতা (সংখ্যা) (%)	সমর্থন (সংখ্যা) (%)	বিরোধিতা (সংখ্যা) (%)	সমর্থন (সংখ্যা) (%)	বিরোধিতা (সংখ্যা) (%)
এক.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন	-	-	-	-	-	-	-	-
দুই.	মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী: বীরাঙ্গনা, দালাল ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গ	৮ ৮৯	১ ১১	৭ ৭৮	২ ২২	৪ ১০০	-	৬ ১০০	-
তিন.	স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক	৩ ৫০	৩ ৫০	৩ ৭৫	১ ২৫	৬ ৬৭	৩ ৩৩	৪ ৮০	১ ২০
চার.	সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকরকরণ	২ ১০০	-	১ ১০০	-	১ ১০০	-	১ ১০০	-
পাঁচ.	প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন	১ ১০০	-	৫ ১০০	-	২ ২৮	৫ ৭২	১ ১০০	-
ছয়.	দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি	২ ৬৭	১ ৩৩	১ ২৫	৩ ৭৫	১ ১০০	-	-	-
সাত.	আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি	-	১ ১০০	১ ৫০	১ ৫০	৪ ৫০	৪ ৫০	১ ১০০	-
আট.	জরুরী অবস্থা ঘোষণা, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন ও বাকশাল গঠন	৫ ১০০	-	৪ ৮০	১ ২০	১ ৩৩	২ ৬৭	১ ১০০	-
নয়.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকান্ড ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন	১ ১০০	-	৪ ১০০	-	-	-	১ ১০০	-
দশ.	জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া	৯ ১০০	-	৪ ১০০	-	৫ ১০০	-	৬ ১০০	-
এগার.	জিয়াউর রহমানের দলীয় রাজনীতি	১৩ ১০০	-	১ ১০০	-	১ ১০০	-	১০ ১০০	-
বার.	জিয়াউর রহমানের দু'টি আলোচিত কর্মসূচি : খাল খনন ও গ্রাম সরকার	৭ ১০০	-	-	২ ১০০	-	৪ ১০০	৩ ১০০	-
তের.	জিয়াউর রহমানের হত্যাকান্ড	২ ১০০	-	১ ১০০	-	১ ১০০	-	২ ১০০১	-
চৌদ্দ.	জেল হত্যাকান্ড	-	-	-	১ ১০০	-	১ ১০০	-	-
পনের.	পঁচাত্তর পরবর্তী আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার নেতৃত্ব গ্রহণ	-	-	-	-	-	-	-	-
ষোল.	জিয়াউর রহমানের মৃত্যু-পরবর্তী বিএনপি ও খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ	-	-	-	-	-	-	-	-
সতের.	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া	৫ ১০০	-	-	-	২ ১০০	-	১ ১০০	-
আঠার.	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের দলীয় রাজনীতি	৮ ১০০	-	-	৬ ১০০	-	৩ ১০০	১ ১০০	-
উনিশ.	এরশাদ বিরোধী আন্দোলন	৯ ১০০	-	-	৫ ১০০	-	৩ ১০০	-	-
বিশ.	নব্বই-এর গণঅভ্যুত্থান	৩ ১০০	-	-	-	১ ১০০	-	-	-

* ০.৫% এর বেশি হলে পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে

I Newspaper & Political\Chapter-8 b Tables doc

টেবিল-১২
সম্পাদকীয়তে বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে আনন্দ-উচ্ছ্বাস ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশের হার

	ইস্যু	দৈনিক বাংলা		দৈনিক ইত্তেফাক		সংবাদ		বাংলাদেশ অবজারভার	
		আনন্দ-উচ্ছ্বাস (সংখ্যা) (%)	উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা (সংখ্যা) (%)	আনন্দ-উচ্ছ্বাস (সংখ্যা) (%)	উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা (সংখ্যা) (%)	আনন্দ-উচ্ছ্বাস (সংখ্যা) (%)	উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা (সংখ্যা) (%)	আনন্দ-উচ্ছ্বাস (সংখ্যা) (%)	উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা (সংখ্যা) (%)
এক.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন	৩ ৭৫	১ ২৫	১ ১০০	-	-	-	৩ ৭৫	১ ২৫
দুই.	মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী : বীরাঙ্গনা, দালাল ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান	-	-	-	-	-	-	-	-
তিন.	স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক	-	-	-	১ ১০০	-	-	-	-
চার.	সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকরকরণ	-	-	-	-	-	-	-	-
পাঁচ.	প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন	-	-	-	-	-	-	-	-
ছয়.	দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি	-	১ ১০০	-	৩ ১০০	-	-	-	-
সাত.	আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি	-	-	-	-	-	-	-	-
আট.	জরুরী অবস্থা ঘোষণা, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন ও বাকশাল গঠন	-	-	-	-	-	-	-	-
নয়.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকান্ড ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন	-	-	-	-	-	-	-	-
দশ.	জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া	-	-	-	-	-	-	-	-
এগার.	জিয়াউর রহমানের দলীয় রাজনীতি	-	-	-	-	-	-	-	-
বার.	জিয়াউর রহমানের দু'টি আলোচিত কর্মসূচি : খাল খনন ও গ্রাম সরকার	-	-	-	-	-	-	-	-
তের.	জিয়াউর রহমানের হত্যাকান্ড	-	১ ১০০	-	১ ১০০	-	১ ১০০	-	১ ১০০
চৌদ্দ.	জেল হত্যাকান্ড	-	-	-	-	-	-	-	-
পনের.	পঁচাত্তর পরবর্তী আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার নেতৃত্ব গ্রহণ	-	-	-	-	-	-	-	-
ষোল.	জিয়াউর রহমানের মৃত্যু-পরবর্তী বিএনপি ও খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ	-	-	-	-	-	-	-	-
সতের.	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া	-	-	-	-	-	-	-	-
আঠার.	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের দলীয় রাজনীতি	-	-	-	-	-	-	-	-
উনিশ.	এরশাদ বিরোধী আন্দোলন	-	-	-	-	-	-	-	-
বিশ.	নব্বই-এর গণঅভ্যুত্থান	-	-	-	-	-	-	-	-

* ০.৫% এর বেশি হলে পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল-১৩

সম্পাদকীয়তে বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ, দাবি ও আহ্বান জানানো এবং আশাবাদ প্রকাশের হার

ইস্যু		দৈনিক বাংলা			দৈনিক ইত্তেফাক			সংবাদ			বাংলাদেশ অবজারভার		
		পরামর্শ (সংখ্যা) (%)	দাবি-আহ্বান (সংখ্যা) (%)	আশাবাদ (সংখ্যা) (%)	পরামর্শ (সংখ্যা) (%)	দাবি-আহ্বান (সংখ্যা) (%)	আশাবাদ (সংখ্যা) (%)	পরামর্শ (সংখ্যা) (%)	দাবি-আহ্বান (সংখ্যা) (%)	আশাবাদ (সংখ্যা) (%)	পরামর্শ (সংখ্যা) (%)	দাবি-আহ্বান (সংখ্যা) (%)	আশাবাদ (সংখ্যা) (%)
এক.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন	-	১ ১০০	-	-	১ ১০০	-	১ ৫০	১ ৫০	-	-	-	-
দুই.	মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী : বীরাঙ্গনা, দালাল ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গ	২ ৫০	১ ২৫	১ ২৫	১ ২০	৩ ৬০	১ ২০	২ ৫০	১ ২৫	১ ২৫	-	-	১ ১০০
তিন.	স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক	৩ ৫০	১ ১৭	২ ৩৩	-	১ ৩৩	২ ৬৭	-	-	২ ১০০	-	-	৩ ১০০
চার.	সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকরকরণ	৩ ৭৫	-	১ ২৫	৪ ১০০	-	-	৩ ১০০	-	-	-	-	১ ১০০
পাঁচ.	প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন	৩ ৭৫	১ ২৫	-	১ ৫০	-	১ ৫০	৬ ১০০	-	-	-	-	১ ১০০
ছয়.	দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি	১২ ৯২	১ ৮	-	৯ ১০০	-	-	১৬ ৮৯	২ ১১	-	২ ১০০	-	-
সাত.	আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি	৫ ৬৩	-	৩ ৩৭	৯ ৯০	১ ১০	-	১০ ৯১	-	১ ৯	২ ১০০	-	-
আট.	জরুরী অবস্থা ঘোষণা, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন ও বাকশাল গঠন	১ ৩৩	-	২ ৬৭	২ ১০০	-	-	১ ৫০	-	১ ৫০	২ ৬৭	-	১ ৩৩
নয়.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকান্ড ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
দশ.	জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া	-	২ ৬৭	১ ৩৩	-	২ ১০০	-	-	-	-	-	২ ১০০	-
এগার.	জিয়াউর রহমানের দলীয় রাজনীতি	৩ ৬০	-	২ ৪০	৫ ১০০	-	-	২ ৫০	-	২ ৫০	২ ১০০	-	-
বার.	জিয়াউর রহমানের দু'টি আলোচিত কর্মসূচি : খাল খনন ও গ্রাম সরকার	-	-	-	-	-	-	১ ১০০	-	-	-	-	-
তের.	জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ড	৩ ১০০	-	-	-	-	-	-	-	-	১ ১০০	-	-
চৌদ্দ.	জেল হত্যাকাণ্ড	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
পনের.	পঁচাত্তর পরবর্তী আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার নেতৃত্ব গ্রহণ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ষোল.	জিয়াউর রহমানের মৃত্যু-পরবর্তী বিএনপি ও খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সতের.	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া	২ ১০০	-	-	১ ১০০	-	-	-	-	-	১ ১০০	-	-
আঠার.	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের দলীয় রাজনীতি	-	-	-	-	-	১ ১০০	২ ৬৭	-	১ ৩৩	-	-	-
উনিশ.	এরশাদ বিরোধী আন্দোলন	৩ ১০০	-	-	৫ ১০০	-	-	৯ ১০০	-	-	-	-	-
বিশ.	নব্বই-এর গণঅভ্যুত্থান	৩ ১০০	-	-	৩ ১০০	-	-	২ ১০০	-	-	১ ১০০	-	-

*০.৫% এর বেশি হলে পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল-১৪

বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে অভিন্ন সম্পাদকীয় নীতি গ্রহণ বনাম পৃথক সম্পাদকীয় নীতি গ্রহণ

	ইস্যু	অভিন্ন সম্পাদকীয় নীতি গ্রহণ করেছে				পৃথক সম্পাদকীয় নীতি গ্রহণ করেছে			
		দৈনিক বাংলা	দৈনিক ইত্তেফাক	সংবাদ	বাংলাদেশ অবজারভার	দৈনিক বাংলা	দৈনিক ইত্তেফাক	সংবাদ	বাংলাদেশ অবজারভার
এক.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন	√	√	√	√	–	–	–	–
দুই.	মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী : বীরাঙ্গনা, দালাল ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান	√	–	√	√	–	√	–	–
তিন.	স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক	√	√	√	√	–	–	–	–
চার.	সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকরকরণ	√	√	√	√	–	–	–	–
পাঁচ.	প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন	√	–	√	–	–	√	–	–
ছয়.	দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি	√	√	√	√	–	–	–	–
সাত.	আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি	√	√	√	√	–	–	–	–
আট.	জরুরী অবস্থা ঘোষণা, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন ও বাকশাল গঠন	√	√	√	√	–	–	–	–
নয়.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকান্ড ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন	√	√	√	√	–	–	–	–
দশ.	জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া	–	√	√	√	√	–	–	–
এগার.	জিয়াউর রহমানের দলীয় রাজনীতি	√		√	√		–	–	–
বার.	জিয়াউর রহমানের দু'টি আলোচিত কর্মসূচি : খাল খনন ও গ্রাম সরকার	–	√	√	√	√	–	–	–
তের.	জিয়াউর রহমানের হত্যাকান্ড	√	√	√	√	–	√	–	–
চৌদ্দ.	জেল হত্যাকান্ড	–	√	√	–	–	–	–	–
পনের.	পঁচাত্তর পরবর্তী আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার নেতৃত্ব গ্রহণ	–	–	–	–	–	–	–	–
ষোল.	জিয়াউর রহমানের মৃত্যু-পরবর্তী বিএনপি ও খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ	–	–	–	–	–	–	–	–
সতের.	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া	–	√	√	√	√	–	–	–
আঠার.	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের দলীয় রাজনীতি	–	√	√	√	√	–	–	–
উনিশ.	এরশাদ বিরোধী আন্দোলন	–	√	√	√	√	–	–	–
বিশ.	নব্বই-এর গণঅভ্যুত্থান	√	√	√	√	–	–	–	–

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল-১৫
যে সব রাজনৈতিক ইস্যুতে চিঠি প্রকাশিত হয়েছে

ইস্যু		দৈনিক বাংলা	দৈনিক ইত্তেফাক	সংবাদ	বাংলাদেশ অবজারভার
এক.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন	-	-	√	√
দুই.	মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী : বীরাঙ্গনা, দালাল ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান	√	√	√	-
তিন.	স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক	√	√	√	-
চার.	সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকরকরণ	-	-	√	-
পাঁচ.	প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন	-	-	-	-
ছয়.	দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি	√	√	√	-
সাত.	আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি	-	√	√	-
আট.	জরুরী অবস্থা ঘোষণা, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন ও বাকশাল গঠন	-	-	-	-
নয়.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকান্ড ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন	-	-	-	-
দশ.	জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া	-	-	-	-
এগার.	জিয়াউর রহমানের দলীয় রাজনীতি	-	-	-	-
বার.	জিয়াউর রহমানের দু'টি আলোচিত কর্মসূচি : খাল খনন ও গ্রাম সরকার	√	√	-	-
তের.	জিয়াউর রহমানের হত্যাকান্ড	√	-	-	-
চৌদ্দ.	জেল হত্যাকান্ড	-	-	-	-
পনের.	পঁচাত্তর পরবর্তী আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার নেতৃত্ব গ্রহণ	-	-	-	-
ষোল.	জিয়াউর রহমানের মৃত্যু-পরবর্তী বিএনপি ও খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ	-	-	-	-
সতের.	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া	-	-	-	-
আঠার.	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের দলীয় রাজনীতি	-	-	√	-
উনিশ.	এরশাদ বিরোধী আন্দোলন	-	√	√	-
বিশ.	নব্বই-এর গণঅভ্যুত্থান	-	-	√	-

I:\Newspaper & Politics\Chapter 4 & Tables.doc

টেবিল-১৬
কোন্ ধরনের চিঠি বেশি প্রকাশিত হয়েছে

	ইস্যু	দৈনিক বাংলা		দৈনিক ইত্তেফাক		সংবাদ		বাংলাদেশ অবজারভার	
		বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে স্পর্শকারী বিষয় (সংখ্যা) (%)	ব্যক্তিগত বিষয় (সংখ্যা) (%)	বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে স্পর্শকারী বিষয় (সংখ্যা) (%)	ব্যক্তিগত বিষয় (সংখ্যা) (%)	বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে স্পর্শকারী বিষয় (সংখ্যা) (%)	ব্যক্তিগত বিষয় (সংখ্যা) (%)	বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে স্পর্শকারী বিষয় (সংখ্যা) (%)	ব্যক্তিগত বিষয় (সংখ্যা) (%)
এক.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন	-	-	-	-	১ ১০০	-	১ ১০০	-
দুই.	মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী : বীরাঙ্গনা, দালাল ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গ	৪ ১০০	-	১০ ৭৭	৩ ২৩	৪ ৬৭	২ ৩৩	-	-
তিন.	স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক	২ ১০০	-	৩ ১০০	-	৩ ৭৫	১ ২৫	-	-
চার.	সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকরকরণ	-	-	-	-	১ ১০০	-	-	-
পাঁচ.	প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন	-	-	-	-	-	-	-	-
ছয়.	দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি	৩ ৭৫	১ ২৫	৫ ৮৩	১ ১৭	২ ১০০			
সাত.	আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি	-	-	২ ১০০	-	৩ ১০০	-	-	-
আট.	জরুরী অবস্থা ঘোষণা, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন ও বাকশাল গঠন	-	-	-	-	-	-	-	-
নয়.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকান্ড ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন	-	-	-	-	-	-	-	-
দশ.	জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া	-	-	-	-	-	-	-	-
এগার.	জিয়াউর রহমানের দলীয় রাজনীতি	১ ১০০	-	-	-	-	-	-	-
বার.	জিয়াউর রহমানের দু'টি আলোচিত কর্মসূচি : খাল খনন ও গ্রাম সরকার	১ ১০০	-	২ ১০০	-	-	-	-	-
তের.	জিয়াউর রহমানের হত্যাকান্ড	৩ ১০০	-	-	-	-	-	-	-
চৌদ্দ.	জেল হত্যাকান্ড	-	-	-	-	-	-	-	-
পনের.	পঁচাত্তর পরবর্তী আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার নেতৃত্ব গ্রহণ	-	-	-	-	-	-	-	-
ষোল.	জিয়াউর রহমানের মৃত্যু-পরবর্তী বিএনপি ও খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ	-	-	-	-	-	-	-	-
সতের.	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া	-	-	-	-	-	-	-	-
আঠার.	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের দলীয় রাজনীতি	-	-	-	-	৪ ১০০	-	-	-
উনিশ.	এরশাদ বিরোধী আন্দোলন	-	-	৪ ১০০	-	৫ ৮৩	১ ১৭	-	-
বিশ.	নব্বই-এর গণঅভ্যুত্থান	-	-	-	-	২ ১০০	-	-	-

* ০.৫% এর বেশি হলে পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে

\\Newspaper & Politics\Chapter-6 b Tables.doc

টেবিল-১৭

সরাসরি বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যু সম্পর্কিত চিঠি বনাম রিপোর্ট, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও কলামের বক্তব্য সম্পর্কে অভিমত সংবলিত চিঠির হার

	ইস্যু	দৈনিক বাংলা		দৈনিক ইত্তেফাক		সংবাদ		বাংলাদেশ অবজারভার	
		বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যু সম্পর্কে প্রকাশিত চিঠির হার (সংখ্যা) (%)	রিপোর্ট, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও কলামের সমর্থনে প্রকাশিত চিঠির হার (সংখ্যা) (%)	বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যু সম্পর্কে প্রকাশিত চিঠির হার (সংখ্যা) (%)	রিপোর্ট, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও কলামের সমর্থনে প্রকাশিত চিঠির হার (সংখ্যা) (%)	বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যু সম্পর্কে প্রকাশিত চিঠির হার (সংখ্যা) (%)	রিপোর্ট, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও কলামের সমর্থনে প্রকাশিত চিঠির হার (সংখ্যা) (%)	বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যু সম্পর্কে প্রকাশিত চিঠির হার (সংখ্যা) (%)	রিপোর্ট, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও কলামের সমর্থনে প্রকাশিত চিঠির হার (সংখ্যা) (%)
এক.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন	-	-	-	-	১ ১০০	-	১ ১০০	-
দুই.	মুজিব সরকার বিষয়াবলী: বাকশাল, দমন ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গ	৪ ১০০	-	৬ ৪৬	৭ ৫৪	৪ ৬৭	২ ৩৩	-	-
তিন.	স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক	-	২ ১০০	৩ ১০০	-	৩ ৭৫	১ ২৫	-	-
চার.	সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকরকরণ	-	-	-	-	১ ১০০	-	-	-
পাঁচ.	প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন	-	-	-	-	-	-	-	-
ছয়.	দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি	২ ৫০	২ ৫০	৬ ১০০	-	২ ১০০	-	-	-
সাত.	আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি	-	-	২ ১০০	-	২ ৬৭	১ ৩৩	-	-
আট.	জরুরী অবস্থা ঘোষণা, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন ও বাকশাল গঠন	-	-	-	-	-	-	-	-
নয়.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ড ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন	-	-	-	-	-	-	-	-
দশ.	জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া	-	-	-	-	-	-	-	-
এগার.	জিয়াউর রহমানের দলীয় রাজনীতি	১ ১০০	-	-	-	-	-	-	-
বার.	জিয়াউর রহমানের দুটি আলোচিত কর্মসূচি: খাল খনন ও গ্রাম সরকার	১ ১০০	-	২ ১০০	-	-	-	-	-
তের.	জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ড	৩ ১০০	-	-	-	-	-	-	-
চৌদ্দ.	জেল হত্যাকাণ্ড	-	-	-	-	-	-	-	-
পনের.	পঁচাত্তর পরবর্তী আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার নেতৃত্ব গ্রহণ	-	-	-	-	-	-	-	-
ষোল.	জিয়াউর রহমানের মৃত্যু-পরবর্তী বিএনপি ও খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ	-	-	-	-	-	-	-	-
সতের.	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া	-	-	-	-	-	-	-	-
আঠার.	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের দলীয় রাজনীতি	-	-	-	-	৪ ১০০	-	-	-
উনিশ.	এরশাদ বিরোধী আন্দোলন	-	-	৪ ১০০	-	৬ ১০০	-	-	-
বিশ.	নব্বই-এর গণঅভ্যুত্থান	-	-	-	-	২ ১০০	-	-	-

* ০.৫% এর বেশি হলে পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল-১৮

প্রকাশিত চিঠিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুর ব্যাপারে দাবি ও আহ্বান জানানো, প্রতিবাদ করা, পরামর্শ প্রদান, আনন্দ, দুঃখ ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশের হার

	ইস্যু	দৈনিক বাংলা						দৈনিক ইত্তেফাক						সংবাদ						বাংলাদেশ অবজারভার					
		দাবি-আহ্বান (সংখ্যা) (%)	প্রতিবাদ (সংখ্যা) (%)	পরামর্শ (সংখ্যা) (%)	আনন্দ প্রকাশ (সংখ্যা) (%)	দুঃখ প্রকাশ (সংখ্যা) (%)	উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা (সংখ্যা) (%)	দাবি-আহ্বান (সংখ্যা) (%)	প্রতিবাদ (সংখ্যা) (%)	পরামর্শ (সংখ্যা) (%)	আনন্দ প্রকাশ (সংখ্যা) (%)	দুঃখ প্রকাশ (সংখ্যা) (%)	উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা (সংখ্যা) (%)	দাবি-আহ্বান (সংখ্যা) (%)	প্রতিবাদ (সংখ্যা) (%)	পরামর্শ (সংখ্যা) (%)	আনন্দ প্রকাশ (সংখ্যা) (%)	দুঃখ প্রকাশ (সংখ্যা) (%)	উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা (সংখ্যা) (%)	দাবি-আহ্বান (সংখ্যা) (%)	প্রতিবাদ (সংখ্যা) (%)	পরামর্শ (সংখ্যা) (%)	আনন্দ প্রকাশ (সংখ্যা) (%)	দুঃখ প্রকাশ (সংখ্যা) (%)	উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা (সংখ্যা) (%)
এক.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১ ১০০	-	-	-	-	-	-	-	১ ১০০
দুই.	মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী : বীরাঙ্গনা, দালাল ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গ	১ ২৫	-	৩ ৭৫	-	-	-	৭ ৫৪	-	৫ ৩৮	-	১ ৮	-	৬ ১০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
তিন.	স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক	২ ১০০	-	-	-	-	-	২ ৬৭	১ ৩৩	-	-	-	-	৩ ৭৫	-	-	-	-	১ ২৫	-	-	-	-	-	-
চার.	সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকরকরণ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১ ১০০	-	-	-	-	-	-	-	-
পাঁচ.	প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ছয়.	দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি	৪ ১০০	-	-	-	-	-	৩ ৫০	-	১ ১৭	-	-	২ ৩৩	২ ১০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সাত.	আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি	-	-	-	-	-	-	-	-	২ ১০০	-	-	-	১ ৩৩	-	২ ৬৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-
আট.	জরুরী অবস্থা ঘোষণা, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন ও বাকশাল গঠন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
নয়.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকান্ড ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
দশ.	জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
এগার.	জিয়াউর রহমানের দলীয় রাজনীতি	-	১ ১০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বার.	জিয়াউর রহমানের দু'টি আলোচিত কর্মসূচি : খাল খনন ও গ্রাম সরকার	-	-	১ ১০০	-	-	-	-	২ ১০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
তের.	জিয়াউর রহমানের হত্যাকান্ড	-	-	৩ ১০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
চৌদ্দ.	জেল হত্যাকান্ড	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
পনের.	পঁচাত্তর পরবর্তী আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার নেতৃত্ব গ্রহণ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ষোল.	জিয়াউর রহমানের মৃত্যু-পরবর্তী বিএনপি ও খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সতের.	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
আঠার.	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের দলীয় রাজনীতি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৪ ১০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
উনিশ.	এরশাদ বিরোধী আন্দোলন	-	-	-	-	-	-	-	-	৪ ১০০	-	-	-	-	-	৬ ১০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিশ.	নব্বই-এর গণঅভ্যুত্থান	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২ ১০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* ০.৫% এর বেশি হলে পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

এই গবেষণায় দেখা গেছে, সংবাদপত্রের সঙ্গে রাজনীতির একটা নিবিড় আন্ত-সম্পর্ক রয়েছে। আর যেহেতু মানুষ তথা জনসাধারণের কল্যাণের জন্য রাজনীতি এবং সংবাদপত্রও জনসাধারণের কল্যাণে নিবেদিত, তাই জনসাধারণের সঙ্গে সংবাদপত্র ও রাজনীতির আন্ত-সম্পর্ক বিদ্যমান।

বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা সংবাদপত্রের সহযোগিতা ও সমর্থন নিয়েই এগিয়ে চলে। বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের বাহন হিসেবে কাজ করে সংবাদপত্র। রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামকে সংবাদপত্র সচল ও প্রাণবন্ত রাখে। রাজনৈতিক ঘটনার খবর সংবাদপত্রের মাধ্যমে অবহিত হওয়া যায়। কোনো কোনো রাজনৈতিক ঘটনার খবর দীর্ঘদিন সংবাদপত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রতিফলনের ফলে তা রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে গুরুত্ব লাভ করে এবং জনসাধারণকে প্রভাবিত করে। সংবাদপত্র তার সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও নিয়মিত কলামের মাধ্যমে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যুকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে সে সম্পর্কে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করে। এই ভাবে সংবাদপত্র নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ইস্যুতে জনমত গঠনে ভূমিকা রাখে।

অন্যদিকে পাঠকও সংবাদপত্রে চিঠি লিখে বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে তাদের মতামত ব্যক্ত করে। বিভিন্ন ইস্যুতে সংবাদপত্রের মতামতকে সমর্থন বা বিরোধিতা করেও পাঠকরা চিঠি লিখেন যা চিঠিপত্রের পাতায় প্রকাশিত হয়। আবার চিঠিপত্রের পাতায় প্রকাশিত চিঠি খবরের সূত্র হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। প্রতীয়মান হয়েছে যে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত চিঠির মাধ্যমে পাঠকরা যে দাবী ও আহ্বান জানান এবং পরামর্শ দেন তা রাজনৈতিক বা সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব ফেলতে পারে। নির্দিষ্ট কোনো ইস্যুতে এই ধরনের রাজনৈতিক বা সরকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়াকে ভিত্তি করে সম্পাদকীয় লিখে সংবাদপত্র ঐ বিষয়ে মতামত বা মন্তব্য প্রকাশ করেছে। এই ভাবে সংবাদপত্র, রাজনীতি ও জনসাধারণের মধ্যে ত্রিমুখী মিথস্ক্রিয়া আমরা দেখতে পেয়েছি।

এই গবেষণা কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় তিনটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। উদ্দেশ্যগুলো ছিল:

এক. ১৯৭২ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সময়ে রাজনীতি ও সংবাদপত্রের মধ্যে আন্ত-সম্পর্ক ও মিথস্ক্রিয়ার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতা বিশ্লেষণ করা।

দুই. ১৯৭২ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সময়ে সংবাদপত্রে সমকালীন তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যুর উপস্থাপন প্রবণতা ও এ ব্যাপারে সম্পাদকীয় নীতির প্রতিফলন বিশ্লেষণ করা।

তিন. ১৯৭২ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সময়ে সংবাদপত্রে সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের প্রতিফলন বিশ্লেষণ করা।

এই গবেষণার নির্ধারিত সময়সীমা হচ্ছে ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৯০ সাল। রাজনৈতিক ইতিহাসে উল্লিখিত উনিশ বছর বিশাল একটি সময় বলে বিবেচিত হওয়ায় গবেষণার কাজ সুনির্দিষ্ট করার জন্য উল্লিখিত উনিশ বছর সময়সীমা থেকে বহুল আলোচিত তাৎপর্যপূর্ণ ইস্যুগুলোকে এই গবেষণায় বিশ্লেষণের জন্য বাছাই করা হয়। বাছাইকৃত ইস্যুর সংখ্যা বিশটি। ইস্যুগুলো হচ্ছে: এক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, দুই. মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী : বীরাঙ্গনা, দালাল ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গ, তিন. স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক, চার. সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকরকরণ, পাঁচ. প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ছয়. দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি, সাত. আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, আট. জরুরী অবস্থা ঘোষণা, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন ও বাকশাল গঠন, নয়. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ড ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, দশ. জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া, এগার. জিয়াউর রহমানের দলীয় রাজনীতি, বার. জিয়াউর রহমানের দু'টি আলোচিত কর্মসূচি : খাল খনন ও গ্রাম সরকার, তের. জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ড, চৌদ্দ. জেল হত্যাকাণ্ড, পনের. পঁচাত্তর পরবর্তী আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার নেতৃত্ব গ্রহণ, ষোল. জিয়াউর রহমানের মৃত্যু-পরবর্তী বিএনপি ও খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ, সতের. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া, আঠার. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের দলীয় রাজনীতি, উনিশ. এরশাদ বিরোধী আন্দোলন এবং বিশ. নব্বই-এর গণঅভ্যুত্থান।

এই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে নয়টি গবেষণা প্রশ্নের ভিত্তিতে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের আলোকে গবেষণা প্রশ্নগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রকাশিত সংবাদের ব্যাপ্তি:

এই গবেষণায় বিশ্লেষণের জন্য যে ২০টি ইস্যুকে চিহ্নিত করা হয় সেগুলো সংবাদপত্রে বেশ গুরুত্ব লাভ করেছিল। সেই কারণেই ইস্যুগুলো দীর্ঘদিন ধরে সংবাদপত্রে ফলো-আপ করা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দিনের পর দিন বা মাসের পর মাসই শুধু না, বছরের পর বছর এই সব ইস্যুর ধারাবাহিকতা খুঁজে পাওয়া যায় সংবাদপত্রে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকার রিপোর্ট প্রকাশের দিনগুলো হিসাব করে দেখা গেছে যে, দৈনিক বাংলায় ৬১১ দিন, দৈনিক ইত্তেফাকে ৬৪২ দিন, সংবাদে ৬০৩ দিন ও বাংলাদেশ অবজারভারে ৫৭০ দিন ধরে রিপোর্টগুলো প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সব ক্ষেত্রেই রিপোর্টগুলো একটানা প্রতিদিন প্রকাশিত হয়নি। একাধিক দিন বা কিছু দিনের বিরতি দিয়ে রিপোর্টগুলো প্রকাশিত হয়েছে। দেখা গেছে, 'এরশাদ বিরোধী আন্দোলন' ইস্যু সম্পর্কিত রিপোর্ট সব পত্রিকায় অন্যান্য ইস্যুর তুলনায় সবচেয়ে বেশি দিন ধরে প্রকাশিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্লেষণ করে আরো দেখা গেছে, রাজনৈতিক ইস্যুর খবর সংবাদপত্রে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকায় বেশির ভাগ ইস্যুর রিপোর্টই প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। আরও দেখা গেছে যে, চারটি পত্রিকায়ই প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম ও ডাবল কলাম শিরোনামে বেশির ভাগ রিপোর্ট প্রকাশিত হলেও রিপোর্টগুলোর উল্লেখযোগ্য একটি অংশ আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে।

রাজনীতির গুরুত্ব ও সম্পাদকীয়:

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক ইস্যুগুলো সংবাদপত্রে গুরুত্ব পাওয়ার কারণেই এই বিষয়গুলো নিয়ে সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও কলাম প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, বিশটি রাজনৈতিক ইস্যুর মধ্যে সতেরটি ইস্যু নিয়ে সব পত্রিকায়ই সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ইস্যু নিয়ে পাঁচ ধরনের সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে ছিল: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তির দাবী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তিদানে বিলম্ব নিয়ে হতাশা, উদ্বেগ, সন্দেহ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তির খবরে আনন্দ-উচ্ছ্বাস, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাগত ও অভিনন্দন জানানো এবং স্বাধীন দেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর আদর্শ ও স্বপ্ন বাস্তবায়নের আহ্বান।

মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী : বীরাঙ্গনা, দালাল ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গ ইস্যুটি তিনটি পর্বে বিভক্ত। সম্পাদকীয় প্রকাশের ক্ষেত্রে বীরাঙ্গনা প্রসঙ্গটি গুরুত্ব লাভ করে। এই সম্পাদকীয়গুলোতে মূলত বীরাঙ্গনাদের পুনর্বাসনের বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়।

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে সম্পাদকীয় প্রকাশের ক্ষেত্রে দালাল প্রসঙ্গটিও গুরুত্ব লাভ করে। এই প্রসঙ্গে প্রকাশিত সম্পাদকীয়র বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে: দালালদের বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, দালালদের কার্যক্রম অব্যাহত থাকা, দালাল সরকারী কর্মচারী চিহ্নিত করার জন্য স্ক্রীনিং বোর্ড গঠন, মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণকারী দূতাবাস কর্মকর্তা বরখাস্ত, দালাল আইন সংশোধন এবং দালালদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা।

সম্পাদকীয় প্রকাশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গটিও গুরুত্ব লাভ করে। এইসব সম্পাদকীয়র বিষয়বস্তু ছিল: বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রাপ্তি প্রসঙ্গ, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের ব্যাপারে মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডির আহ্বান, সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বীকৃতি, ইংল্যান্ডের স্বীকৃতি, যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি, প্যাকিস্তানের স্বীকৃতি, সৌদী আরবের স্বীকৃতি এবং চীনের স্বীকৃতি।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক ইস্যু নিয়ে যেসব সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোর বিষয়বস্তু হচ্ছে: পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের দুর্দশা এবং তাদের উদ্ধারে বন্ধু রাষ্ট্র, জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক রেডক্রসের সাহায্য কামনা, পাকিস্তানে আটকেপড়া সরকারী কর্মচারীদের পোষ্যদের জন্য খোরাকী ভাতা, পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের বিচার, পাকিস্তান আটকেপড়া নিরীহ বাঙ্গালীদের বিচার-প্রক্রিয়া, পাকিস্তানে বাঙ্গালীদের বিচারের নামে গণগ্রেফতার, যুদ্ধাপরাধী বিচার প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক আদালতে পাকিস্তানের আবেদন খারিজ, পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দী ও বেসামরিক নাগরিকদের পরিবার পরিজনকে মুক্তিদানের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বাংলাদেশ-ভারত যুক্ত প্রস্তাব, পাকিস্তানে আটক বাঙ্গালীদের বিনিময়ে ১৯৫ জন পাকিস্তনী যুদ্ধাপরাধী ছাড়া সকল যুদ্ধবন্দী ও আটক বেসামরিক পাকিস্তানীদের ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাব, বাংলাদেশ-পাকিস্তানের নাগরিক বিনিময়ের ব্যাপারে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে চুক্তি, বাংলাদেশ-পাকিস্তান নাগরিক বিনিময় শুরু, বাংলাদেশ-পাকিস্তানের পারস্পরিক স্বীকৃতি প্রদান এবং ১৯৫ জন পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীকে অনুকম্পা প্রদর্শন।

সম্পাদকীয় প্রকাশের ক্ষেত্রে সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকরকরণ ইস্যুটি গুরুত্ব লাভ করে। সম্পাদকীয়গুলোতে মূলত দুই ধরনের অভিমত প্রতিফলিত হয়েছে। প্রথমত: সংবিধান প্রণয়নকালে সংবিধান কেমন হওয়া উচিত, কি কি বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া উচিত– এসব প্রসঙ্গে পরামর্শ। দ্বিতীয়ত: খসড়া সংবিধান প্রণয়ন সমাপ্ত ও গণপরিষদে পেশের পর এর দোষ-ত্রুটি দূর করার পরামর্শ এবং রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন মহলের সংশোধনী প্রস্তাব বিবেচনার সুপারিশ।

প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ইস্যু নিয়ে দশ ধরনের সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। এই সব সম্পাদকীয়র বিষয়গুলো হচ্ছে: ভোটার তালিকা প্রণয়ন, নির্বাচন কমিশনের প্রতি পরামর্শ, নির্বাচনে সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতকরণে সরকারী উদ্যোগ, নির্বাচনী নীতিমালা প্রসঙ্গ, নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দ প্রসঙ্গ, মনোনয়নপত্র দাখিলে বাধা, নির্বাচনী হাঙ্গামা, নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের নিরপেক্ষতা প্রসঙ্গ, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শাসক দলের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা এবং নির্বাচন অনুষ্ঠান ও আওয়ামী লীগের বিজয়।

দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি ইস্যুটি সম্পাদকীয় প্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্ব লাভ করে। পত্রিকাগুলো প্রথম দিকে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি উদ্ভবের আশংকা প্রকাশ করে সরকারকে সতর্ক করে আসছিল। দুর্ভিক্ষ ভয়াবহ রূপ নিলে তা মোকাবেলায় সরকার ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতি তাদের করণীয় সম্পর্কে নানা সুপারিশ ও পরামর্শ তুলে ধরে সবক'টি পত্রিকা। সম্পাদকীয়সমূহ বিশ্লেষণ করে মোট ১২ ধরনের বিষয় চিহ্নিত করা যায়। এগুলো হলো: নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, খাদ্যের সংকটজনক পরিস্থিতি, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও খাদ্যসামগ্রীর মজুতদারী এবং কালোবাজারী, ন্যায্যমূল্যের দোকান প্রসঙ্গ, দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি, রংপুরে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা, লঙ্গরখানা প্রসঙ্গ, দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় সরকারী কার্যক্রমের সমালোচনা, রাজনৈতিক দলগুলোকে দুর্ভিক্ষ

Dhaka University Institutional Repository

মোকাবেলায় একযোগে কাজ করার আহ্বান, দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় জাতিসংঘের তৎপরতা প্রসঙ্গ, ঢাকা মহানগরীতে বেওয়ারিশ লাশ প্রসঙ্গ এবং দুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যা নিয়ে জাতীয় সংসদে খাদ্যমন্ত্রীর বিবৃতি প্রসঙ্গ।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ইস্যুটি সম্পাদকীয় প্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্ব লাভ করে। সংবাদপত্রগুলো দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল। সেই জন্যই আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়নে করণীয় সম্পর্কে একের পর এক সুপারিশ ও মতামত তুলে ধরেছে। আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে। অন্যদিকে, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি রোধে সরকারের ব্যর্থতা সম্পর্কেও মন্তব্য প্রকাশ করে সরকারকে দিক-নির্দেশনা দেয়ার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এই ইস্যু নিয়ে যে সব বিষয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো হলো: আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়নে করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ ও মতামত, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি রোধে সরকারের ব্যর্থতা সম্পর্কে মন্তব্য, দুষ্কৃতকারী নির্মূল অভিযান, চোরাচালান রোধে সীমান্ত এলাকায় সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন, রক্ষীবাহিনীর তৎপরতা, বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার অভিযান, লালবাহিনী প্রসঙ্গ, হাইজ্যাক, রাহাজানি, ছিনতাই, ডাকাতি, ব্যাংক লুট, থানা থেকে অস্ত্র লুট এবং বেসামরিক প্রশাসনকে সাহায্যের জন্য সশস্ত্র বাহিনী নিয়োগ।

জরুরী অবস্থা ঘোষণা, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন ও বাকশাল গঠন ইস্যু নিয়ে চারটি বিষয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে এবং সে সেগুলো হলো: জরুরী অবস্থা ঘোষণা সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ও জরুরী অবস্থা ঘোষণা, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন ও বাকশাল গঠন, আইন-শৃঙ্খলা উন্নয়ন ও দুস্কৃতকারী প্রতিরোধে সরকারী উদ্যোগ এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অব্যাহত অবনতি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ড ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ইস্যু নিয়ে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রগুলোতে চারটি বিষয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় এবং সেগুলো ছিল: ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের ঘটনা ও পটপরিবর্তন সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ও অভিমত, নয়া সরকারের পররাষ্ট্রনীতি, নয়া সরকারের প্রতি জনসাধারণের আচরণ এবং নয়া সরকারকে সৌদী আরবের স্বীকৃতি।

জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া ইস্যুটি সম্পাদকীয় প্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্ব লাভ করে এবং এই ইস্যুতে নয়টি বিষয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। এ গুলো হচ্ছে: অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে সেনাবাহিনীর প্রধান পদে জিয়াউর রহমানের প্রত্যাবর্তন, উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে সরকারী নীতি নির্ধারণমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করা, গণভোটের ঘোষণা, ১৯ দফা কর্মসূচী ঘোষণা, গণভোটের তৎপর্য, ১৯ দফা কর্মসূচীর ব্যাপারে জিয়াউর রহমানের জনসমর্থন প্রত্যাশা, গণভোট অনুষ্ঠান এবং গণভোটের ফল।

জিয়াউর রহমানের দলীয় রাজনীতি ইস্যুটিও সম্পাদকীয় প্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্ব পায় এবং এই ইস্যু নিয়ে প্রকাশিত সম্পাদকীয়র বিষয়গুলো হচ্ছে: বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গ, জিয়াউর রহমানের জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট গঠনের ঘোষণা, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পদক্ষেপ, রাজনৈতিক তৎপরতার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে জিয়াউর রহমানের জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট গঠন, প্রেসিডেন্ট নির্বাচন প্রশ্নে সরকারী নীতির সমালোচনা, প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠান, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল, জাগদলের বিলুপ্তি ও বিএনপি গঠন, রাজনৈতিক দলবিধি বাতিল, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা, বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের শর্তে বিরোধী দলসমূহের দাবী মানা, বিরোধী দলসমূহের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত, জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফল, জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন, সামরিক আইন প্রত্যাহার।

জিয়াউর রহমানের দুটি আলোচিত কর্মসূচী : খাল খনন ও গ্রাম সরকার ইস্যুটিও সম্পাদকীয় প্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্ব পায়। এই ইস্যুর খাল খনন সম্পর্কে যেসব সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোর বিষয় ছিলো: খাল খনন কর্মসূচী ঘোষণা প্রসঙ্গ, প্রথম পর্যায়ের খাল খনন কর্মসূচী সম্পর্কিত, দ্বিতীয় পর্যায়ের খাল খনন কর্মসূচী সম্পর্কিত এবং খাল খনন কর্মসূচীর মূল্যায়ন।

গ্রাম সরকার সম্পর্কে যেসব সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোর বিষয় ছিলো: গ্রাম সরকার গঠনের ঘোষণা, গ্রাম সরকার উদ্বোধন, গ্রাম সরকার প্রতিনিধি সম্মেলন এবং গ্রাম সরকারের মূল্যায়ন।

জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ইস্যু নিয়ে প্রকাশিত সম্পাদকীয়গুলোর বিষয়বস্তু ছিল: জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার ঘটনায় শোক প্রকাশ, জিয়াউর রহমান হত্যাকান্ডের ঘটনার প্রেক্ষাপটে করণীয়, জিয়াউর রহমান হত্যাকান্ডের প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের অবস্থান, চট্টগ্রামে সেনা বিদ্রোহ দমন করতে পারায় সশস্ত্র বাহিনীকে অভিনন্দন এবং জিয়াউর রহমানের শেষ কৃত্য।

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোর সম্পাদকীয়তে জেল হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় একদিকে যেমন শোক ও দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে। অন্যদিকে এই হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে করণীয় সম্পর্কেও সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে।

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া ইস্যু নিয়ে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকা সমূহে ছ'টি বিষয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। বিষয়বস্তুগুলো হচ্ছে: হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক শাসন জারি ও ক্ষমতা দখল, হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ কর্তৃক বেসামরিক প্রেসিডেন্ট নিয়োগ, বেসামরিক প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আহসান উদ্দীন চৌধুরীর আহবান, হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ ও জাতির উদ্দেশে ভাষণে ঘোষণা, গণভোট অনুষ্ঠানের ঘোষণা এবং গণভোট অনুষ্ঠান।

Dhaka University Institutional Repository

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের দলীয় রাজনীতি ইস্যুতে এরশাদের রাজনৈতিক জোট গঠন, দল গঠন, নির্বাচন এবং প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর সামরিক শাসন প্রত্যাহারসহ প্রায় প্রতিটি পর্যায়েই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রগুলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিজেদের অভিমত, মন্তব্য ও সুপারিশ প্রদান করেছে তাদের সম্পাদকীয়গুলোতে। এই ইস্যু নিয়ে প্রকাশিত সম্পাদকীয়সমূহের বিষয়গুলো হলো: জাতীয় ফ্রন্ট গঠন, জাতীয় পার্টি গঠন, তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা, তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঘোষণা, প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী বিল পাস, সামরিক শাসন প্রত্যাহার এবং চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন।

এরশাদ বিরোধী আন্দোলন ইস্যুটিও সম্পাদকীয় প্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্ব লাভ করে। এই ইস্যুতে চৌদ্দটি বিষয়ে সম্পাদকীয়গুলো প্রকাশিত হয়: হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের নির্বাচন করার প্রচেষ্টা, বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলের সঙ্গে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের আপোসের উদ্যোগ, সরকার এবং বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলের করণীয় সম্পর্কে পরামর্শমূলক, বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলের বিরুদ্ধে সরকারের দমননীতি, রাজনৈতিক জোট সমূহের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা, তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পনের দলীয় জোটের অংশগ্রহণ প্রসঙ্গ, ক্ষমতা দখলের পাঁচ বছর পূর্তিতে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের কর্মকান্ডের মূল্যায়ন, চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের উদ্যোগ ও গ্রহণযোগ্যতা, এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে পেশাজীবীদের একাত্মতা, ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার ঘোষণা, এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সাফল্য-ব্যর্থতা, এরশাদ সরকারের পতনের আন্দোলনে বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলের করণীয়, স্বাস্থ্যনীতি ঘোষণা এবং গণঅভ্যুত্থানের আভাস।

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান ইস্যুটিকে বেশ গুরুত্ব দিয়েছিল গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রগুলো। এই ইস্যু নিয়ে প্রকাশিত সম্পাদকীয়গুলোতে গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্বদানকারীদের ও সাধারণ মানুষকে অভিনন্দন জানানো হয়। অভিনন্দন জানানো হয় বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদকে জাতির ক্রান্তিলগ্নে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করায়। সুষ্ঠ, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে তার সাফল্য কামনার পাশাপাশি বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদকে সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা করার আহ্বান জানানো হয়। গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে অর্জিত বিজয়কে চূড়ান্ত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য করণীয় সম্পর্কে বিভিন্ন পরামর্শ দেয়া হয় সম্পাদকীয়গুলোতে। এই ইস্যু নিয়ে প্রকাশিত সম্পাদকীয়সমূহের বিষয়গুলো ছিল: রাজনৈতিক নেতা ও ছাত্র-জনতাকে অভিনন্দন, গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে অর্জিত বিজয়কে চূড়ান্ত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য করণীয়, বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদকে অভিনন্দন, আইন নিজের হাতে তুলে না নেয়ার আহ্বান, জাতির উদ্দেশে বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের ভাষণ এবং হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের অন্তরীণ হওয়া।

সম্পাদকীয় প্রকাশের সংখ্যা ও গুরুত্ব:

বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, চারটি পত্রিকায়ই বেশির ভাগ ইস্যুতে একাধিক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। দৈনিক বাংলা ও সংবাদে ষোলটি ইস্যুতে একধিক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারে তেরটি ইস্যুতে একধিক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে।

বিশ্লেষণ করে আরো দেখা গেছে, চারটি পত্রিকায়ই বেশ কিছু ইস্যুতে প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। দৈনিক বাংলায় নয়টি ইস্যুতে প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। দৈনিক ইত্তেফাকে দু'টি ইস্যুতে প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদে একটি ইস্যুতে প্রকাশিত সব সম্পাদকীয়ই প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ অবজারভারে পাঁচটি ইস্যুতে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে।

সম্পাদকীয় : প্রতিক্রিয়া

সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক ইস্যুকে সমর্থন বা বিরোধিতা করা হয়েছে এমন সম্পাদকীয়গুলো বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, চারটি পত্রিকাই বেশির ভাগ রাজনৈতিক ইস্যু সমর্থন করে সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছে।

সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক ইস্যুতে আনন্দ-উচ্ছ্বাস বা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা হয়েছে এমন সম্পাদকীয়গুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, চারটি পত্রিকায়ই 'জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ড' ইস্যুতে প্রকাশিত সবগুলো সম্পাদকীয়তে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা হয়েছে। দৈনিক বাংলা ও দৈনিক ইত্তেফাকে 'দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি' ইস্যুতে প্রকাশিত সবগুলো সম্পাদকীয়তে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা হয়েছে। আর শুধু দৈনিক ইত্তেফাকে 'স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক' ইস্যুতে প্রকাশিত সবগুলো সম্পাদকীয়তে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা হয়েছে। বিপরীত দিকে তিনটি পত্রিকায় একটি ইস্যুতে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে আনন্দ-উচ্ছ্বাস প্রকাশিত হয়েছে। ইস্যুটি হচ্ছে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন'। উল্লিখিত তিনটি পত্রিকার মধ্যে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত সবগুলো এবং দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে বেশির ভাগ 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন' ইস্যু সংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয়তে আনন্দ-উচ্ছ্বাসের প্রকাশ ঘটেছে।

রাজনীতি ও সম্পাদকীয়:

বিশ্লেষণে দেখা গেছে, চারটি পত্রিকাই বেশির ভাগ রাজনৈতিক ইস্যুতে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছে। দৈনিক বাংলা ও সংবাদ উভয় পত্রিকায় বারটি রাজনৈতিক ইস্যুতে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। দৈনিক ইত্তেফাকে দশটি এবং বাংলাদেশ অবজারভারে সাতটি রাজনৈতিক ইস্যুতে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদকীয় নীতির প্রতিফলন:

বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বেশির ভাগ রাজনৈতিক ইস্যুতে চারটি পত্রিকা পৃথক কোনো সম্পাদকীয় নীতি গ্রহণ করেনি। তবে কিছু ইস্যুর ক্ষেত্রে পৃথক সম্পাদকীয় নীতি গ্রহণের নজীর রয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে সম্পাদকীয় নীতি পরিবর্তনের নজীরও রয়েছে।

বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, দৈনিক বাংলা পাঁচটি ইস্যুর ব্যাপারে অন্য সংবাদপত্র থেকে পৃথক সম্পাদকীয় নীতি গ্রহণ করেছে। ইস্যুগুলো হচ্ছে: 'জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া', 'জিয়াউর রহমানের দু'টি আলোচিত কর্মসূচি : খাল খনন ও গ্রাম সরকার', 'হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া', 'হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের দলীয় রাজনীতি' ও 'এরশাদ বিরোধী আন্দোলন'। দৈনিক বাংলার সঙ্গে অন্য তিনটি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নীতির চিহ্নিত পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ:

এক. 'জিয়াউর রহমানের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া' ইস্যুর একটি বিষয়ে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত তিনটি সংবাদপত্রের সঙ্গে সরকারী ট্রাস্টের মালিকানাধীন সংবাদপত্র দৈনিক বাংলার সম্পাদকীয় নীতির অমিল দেখা যায়। বিষয়টি হচ্ছে: গণভোট ও ১৯ দফা কর্মসূচীর প্রতি দৈনিক বাংলার সমর্থন। ১৯৭৭ সালের ৩০ মে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। দৈনিক বাংলা গণভোটে জিয়াউর রহমানকে সমর্থন জানানোর জন্য ভোটারদের প্রতি সরাসরি আহ্বান জানায়। অন্য তিনটি সংবাদপত্র অর্থাৎ দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ ও বাংলাদেশে অবজারভার দৈনিক বাংলার এই নীতির অনুসারী হয়নি।

দুই. 'জিয়াউর রহমানের দু'টি আলোচিত কর্মসূচি : খাল খনন ও গ্রাম সরকার' ইস্যুতে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রগুলোর সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয়তে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই ধরনের অভিমত প্রতিফলিত হয়েছে। দৈনিক বাংলা খাল খনন ও গ্রাম সরকার উভয় কর্মসূচীর ইতিবাচক দিকগুলোকেই প্রাধান্য দিয়েছে। বিপরীত দিকে দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদ উভয় কর্মসূচীর ইতিবাচক দিক অস্বীকার না করলেও বেশকিছু নেতিবাচক অভিমত প্রকাশ করেছে।

তিন. 'হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক থেকে বেসামরিক শাসন প্রক্রিয়া' ইস্যুতে একটি বিষয়ে অন্য সংবাদপত্রগুলোর সঙ্গে দৈনিক বাংলার সম্পাদকীয় নীতির অমিল দেখা যায়। বিষয়টি হচ্ছে: গণভোট। হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ তার সামরিক শাসনকে বেসামরিকীকরণের অংশ হিসেবে ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ গণভোটের আয়োজন করেন। এই গণভোটের মাধ্যমে তিনি স্থগিত সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনসমূহ অনুষ্ঠান পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাওয়ার ব্যাপারে জনগণের রায় নিয়ে নেন। গণভোটের মাধ্যমে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আস্থা অর্জনের প্রক্রিয়াটিকে দৈনিক বাংলা সমর্থন করলেও অন্য পত্রিকাগুলো এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য প্রকাশ করেনি।

চার. 'হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের দলীয় রাজনীতি' ইস্যুতে দেখা যায়, সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাকের সঙ্গে সরকারী ট্রাস্টের মালিকানাধীন সংবাদপত্র দৈনিক বাংলার অবস্থান ছিল বিপরীত। দৈনিক বাংলা সব ক্ষেত্রেই হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলোকে দেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ইতিবাচক বলে অভিহিত করেছে। কোনো বিষয়েই কখনো কোনো সমালোচনা করেনি। কিন্তু সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাক ছিল সমালোচনামুখর। সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাক হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের যে সব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেছে তার মধ্যে ছিল:

- সামরিক শাসনের মধ্যে রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও সরকারী উদ্যোগে রাজনৈতিক দল/জোট গঠন।
- সামরিক শাসনের সুযোগে কিছু ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রহসনমূলক নির্বাচন।
- সামরিক সরকারকে দলীয় সরকারে রূপান্তরের জন্য নির্বাচন করা।
- ব্যাপক সন্ত্রাস, খুন-খারাবি, কারচুপি, ভোট কেন্দ্র দখল, জাল ভোট দেয়া, ব্যালট বাক্স ছিনতাইসহ বিভিন্নভাবে নির্বাচনকে কলুষিত করা।
- নির্বাচনের প্রতি আস্থা হারানোর কারণে ভোট কেন্দ্রে স্বল্প সংখ্যক ভোটারের উপস্থিতি।
- গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার ক্ষমতাসীন না হওয়ায় সামরিক আইন প্রত্যাহারের পরও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার আশংকা।

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের আমলে সব নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম ও কারচুপির প্রেক্ষাপটে দৈনিক ইত্তেফাক পরবর্তী সব নির্বাচন নিরপেক্ষ করার স্বার্থে নির্দলীয় অস্থায়ী সরকারের অধীনে নির্বাচন করার সুপারিশ করেছে। এজন্যে প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক ব্যবস্থা গ্রহণেরও সুপারিশ করে দৈনিক ইত্তেফাক।

পাঁচ. 'এরশাদ বিরোধী আন্দোলন' ইস্যুতে সরকারী ট্রাস্টের মালিকানাধীন সংবাদপত্র দৈনিক বাংলা যেখানে সব সময় বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলের এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের অসারতা প্রমানের চেষ্টা করেছে এবং হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের নীতি ও কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করেছে, সেখানে অন্য পত্রিকাগুলোর অবস্থান ছিল প্রায় বিপরীত। দৈনিক বাংলা ছাড়া অন্য পত্রিকাগুলো সব সময় বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলের আন্দোলনের যথার্থতা তুলে ধরার চেষ্টা করেছে এবং আন্দোলনে অনুপ্রেরণা যোগাতে চেয়েছে। আন্দোলনে সফলতার জন্য তিন রাজনৈতিক জোটকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পরামর্শ দিয়েছে। একই সঙ্গে বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলের নির্দলীয়-নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের যৌক্তিকতা সমর্থনও করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক ইত্তেফাকও তিনটি রাজনৈতিক ইস্যুর ব্যাপারে অন্য পত্রিকা থেকে পৃথক সম্পাদকীয় নীতি গ্রহণ করেছে। ইস্যুগুলো হলো: 'মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী : বীরাঙ্গনা, দালাল ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গ', 'প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন', 'জিয়াউর রহমানের দলীয় রাজনীতি'। দৈনিক ইত্তেফাকের সঙ্গে অন্য তিনটি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নীতির চিহ্নিত পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ:

এক. 'মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী : বীরাঙ্গনা, দালাল ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গ' ইস্যুর বীরাঙ্গনা ও বাংলাদেশকে বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নীতির মিল দেখা গেলেও দালাল প্রসঙ্গে দৈনিক ইত্তেফাকের সঙ্গে অন্য তিনটি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নীতির বেশ অমিল দেখা যায়। দৈনিক ইত্তেফাক শুরু থেকেই দালালদের জন্য ক্ষমা প্রদর্শনের পক্ষপাতি ছিল। দৈনিক ইত্তেফাকের বিভিন্ন রিপোর্ট, সম্পাদকীয়, নিবন্ধ ও চিঠিপত্রে এর প্রতিফলন ঘটে। শুধু তাই না, দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর ১৯৭৩ সালের ২ ডিসেম্বর প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক সরাসরি ও নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছে:

> *আমরা বার বার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছি। এই ব্যাপারে কোনো কোনো মহল আমাদের ভুলও বুঝিয়াছে। কিন্তু সত্যের বিজয় শেষ পর্যন্ত অনিবার্য হইয়াছে।*

অন্যদিকে দালালদের বিচারের পক্ষে দৈনিক বাংলার অবস্থান ছিল স্পষ্ট। তাই দালালদের যখন বিচার শুরু হয় তখন দালাল আইনের ফাঁক-ফোকর ও অসঙ্গতি তুলে ধরে দৈনিক বাংলা স্পেশাল আইটেম প্রকাশ করে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যে কারণে পরে দালাল আইন সংশোধিতও হয়। আর দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর এ প্রসঙ্গে ১৯৭৩ সালের ২ ডিসেম্বর প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে সংবাদ সরকারের এই সিদ্ধান্তে কিছুটা দ্বিধান্বিত হয়ে প্রশ্ন রেখেছে ঃ দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার সরকারী সিদ্ধান্ত সঠিক হয়েছে কিনা।

আবার ১৯৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) বাতিল অর্ডিন্যান্স ১৯৭৫ জারি হওয়ার পর ১৯৭৬ সালের ২ জানুয়ারি প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে দ্ধান্তে কিছুটা দ্বিধান্বিত হয়ে প্রশ্ন রেখেছে: দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার সরকারী সিদ্ধান্ত সঠিক হয়েছে কিনা। দৈনিক ইত্তেফাক পুনরায় দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করে:

> *আমরা ইত্তেফাকের পৃষ্ঠায় একাধিকবার এই আইন বাতিলের দাবী জানাইয়া আসিয়াছি। এই বিষয়ে অতীতে অনেকেই আমাদের ভুল বুঝিয়াছেন। কিন্তু আমাদের সেই দাবী যে সত্যের সপক্ষে ছিল, সে বিষয়ে আমরা আগাগোড়াই নিঃসন্দেহ ছিলাম।*

দুই. 'প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন' ইস্যুতে দৈনিক ইত্তেফাকের সঙ্গে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত অন্য সংবাদপত্রগুলোর সম্পাদকীয় নীতির কিছু অমিল লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষ করে দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদ-এর সম্পাদকীয় নীতি ছিল বিপরীত। নির্বাচনের প্রাক্কালে নির্বাচনে নিরপক্ষতা ও দায়িত্বশীলতার প্রশ্নে ক্ষমতাসীন দলের কর্মতৎপরতাকে সমর্থন জানিয়ে সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও কলাম প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকে। বিপরীত দিকে সংবাদ এই সময় নির্বাচনে নিরপেক্ষতার প্রশ্নে ক্ষমতাসীন দলের কর্মকাণ্ডের বিরেধিতা ও সমালোচনা করে সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও কলাম প্রকাশ করে। উভয় পত্রিকা তাদের স্বপক্ষের বক্তব্যের সমর্থনে নানা যুক্তি তুলে ধরে।

তিন. 'জিয়াউর রহমানের দলীয় রাজনীতি' ইস্যুতেও দৈনিক ইত্তেফাকের সঙ্গে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত অন্য সংবাদপত্রগুলোর সম্পাদকীয় নীতির অমিল লক্ষ্য করা গেছে। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের পর উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে টেলিভিশন ও বেতারের মাধ্যমে জাতির উদ্দেশে ভাষণে জিয়াউর রহমান বলেছিলেন সামরিক বাহিনীর রাজনীতির সঙ্গে জড়ানো উচিত নয়। ভাষণে তিনি বলেছিলেন, তিনি একজন সৈনিক এবং রাজনীতির সঙ্গে তাহার আদৌ কোনো সম্পর্ক নাই। অথচ ১৯৭৭ সালের মে মাসে গণভোটের পর থেকে তিনি ধীরে ধীরে দলীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। দলীয় প্রার্থী হিসেবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করেন। এই নির্বাচনে অংশগ্রহণের এখতিয়ার জিয়াউর রহমানের আছে কিনা তা নিয়ে শুধু দৈনিক ইত্তেফাকই প্রশ্ন তুলে। জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক তৎপরতা নিয়ে আর কোনো পত্রিকাই কঠোর সমালোচনা করেনি।

বিশ্লেষণে দেখা গেছে, সময়ের ব্যবধানে একই সংবাদপত্র একই বা প্রাসঙ্গিক রাজনৈতিক ইস্যুতে সম্পাদকীয় নীতি পরিবর্তন করেছে। সম্পাদকীয় নীতি পরিবর্তনের তিনটি নজীর নিচে তুলে ধরা হলো:

এক. আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ইস্যুতে একটি বিষয়ে একই পত্রিকায় সময়ের ব্যবধানে সম্পাদকীয় নীতির কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। পত্রিকাটি হচ্ছে: সংবাদ। চোরাচালান রোধে সীমান্তে সামরিক বাহিনী নিয়োগ সম্পর্কে এক মাসের ব্যবধানে দু'টি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ। সম্পাদকীয় দু'টিতে সামরিক বাহিনী নিয়োগ সম্পর্কে বিপরীত মন্তব্য প্রকাশিত হয়। ১৯৭২ সালের ১ নভেম্বর প্রকাশিত প্রথম সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে : চোরাচালান রোধে সশস্ত্র বাহিনী প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছে। তবে অনির্দিষ্টকালের জন্য এই কাজে সশস্ত্র বাহিনীকে নিয়োজিত রাখলে তাদের মধ্যে দুর্নীতি প্রবেশ করতে পারে। অন্যদিকে ১৯৭২ সালের ৩০ নভেম্বর এই সম্পর্কে আরেক সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে: সীমান্তে সামরিক বাহিনী নিয়োগের ফলে চোরাচালান আংশিক দমন হওয়ায় বাজারে দ্রব্যমূল্য কিছুটা কমেছে। দ্রব্যমূল্য পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ না হওয়া পর্যন্ত সীমান্ত থেকে সশস্ত্র বাহিনী প্রত্যাহার করা উচিত হবে না।

দুই. জরুরী অবস্থা ঘোষণা, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন ও বাকশাল গঠন ইস্যুতেও একটি বিষয়ে একটি পত্রিকায় সময়ের ব্যবধানে সম্পাদকীয় নীতির কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই পত্রিকাটিও সংবাদ। এই পত্রিকা ১৯৭৩ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর জরুরী অবস্থা জারির বিধান সংবলিত আইন পাশ করায় সরকারের তীব্র সমালোচনা করে। তবে ১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর দেশে জরুরী অবস্থা জারির পর ২৯ ডিসেম্বর প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে, সরকারকে বাধ্য হয়েই প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলায় চরম অস্ত্র হিসেবে জরুরী অবস্থা জারি করতে হয়েছে।

তিন. এরশাদ বিরোধী আন্দোলন চলাকালে দৈনিক বাংলা তার সম্পাদকীয়গুলোতে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের নীতির পূর্ণ সমর্থন করলেও নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর এই ক্ষেত্রে একেকারেই বিপরীত অর্থাৎ এরশাদ বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে।

রাজনৈতিক ইস্যু, চিঠিপত্র ও জনস্বার্থ:

বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, চারটি পত্রিকাতেই বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। বিশটি ইস্যুর মধ্যে বারটি ইস্যু নিয়ে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্লেষণে আরো দেখা যায়, তিনটি রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে বেশি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। ইস্যু তিনটি হচ্ছে: 'মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী : বীরাঙ্গনা, দালাল ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গ', 'স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক' ও 'দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি'।

বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, চারটি পত্রিকায়ই বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে প্রকাশিত বেশির ভাগ চিঠির বিষয়বস্তু বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে স্পর্শ করেছে। ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে চিঠি প্রকাশের হার কম।

বিশ্লেষণ করে আরো দেখা গেছে, চারটি পত্রিকার মধ্যে তিনটি পত্রিকার বেশ কিছু চিঠিতে বিভিন্ন রিপোর্ট, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও কলামের বক্তব্য সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রকাশিত চিঠি ও পাঠক প্রতিক্রিয়া:

বিশ্লেষণে দেখা গেছে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত চিঠিতে পাঠকরা প্রধানত বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যু সংশ্লিষ্ট দাবী ও আহ্বান জানান, বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিবাদ করেন এবং পরামর্শ প্রদান করেন। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, তিনটি রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে দাবি-আহ্বান ভিত্তিক চিঠি তুলনামূলকভাবে বেশি প্রকাশিত হয়েছে। ইস্যু তিনটি হচ্ছে: 'মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী : বীরাঙ্গনা, দালাল ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গ', 'স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক' ও 'দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি'। বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে এবং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার প্রকাশ ঘটেছে এমন বেশ কিছু চিঠিও প্রকাশিত হয়েছে।

পাঠকের চিঠি ও রাজনীতিতে তার প্রভাব:

বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, পাঠক সংবাদপত্রে চিঠি লিখে বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে তাদের মতামত ব্যক্ত করে। বিভিন্ন ইস্যুতে সংবাদপত্রের মতামতকে সমর্থন বা বিরোধিতা করেও পাঠকরা চিঠি লিখেন যা চিঠিপত্রের পাতায় প্রকাশিত হয়। আবার চিঠিপত্রের পাতায় প্রকাশিত চিঠি খবরের সূত্র হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। প্রতীয়মান হয়েছে যে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত চিঠির মাধ্যমে পাঠকরা যে দাবী ও আহ্বান জানান এবং পরামর্শ দেন তা রাজনৈতিক বা সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব ফেলতে পারে। নির্দিষ্ট কোনো ইস্যুতে এই ধরনের রাজনৈতিক বা সরকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়াকে ভিত্তি করে সম্পাদকীয় লিখে সংবাদপত্র ঐ বিষয়ে মতামত বা মন্তব্য প্রকাশ করেছে। এই ভাবে সংবাদপত্র, রাজনীতি ও জনসাধারণের মধ্যে ত্রিমুখী মিথস্ক্রিয়া দেখা গেছে। নিচের চিত্র: ক-তে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে:

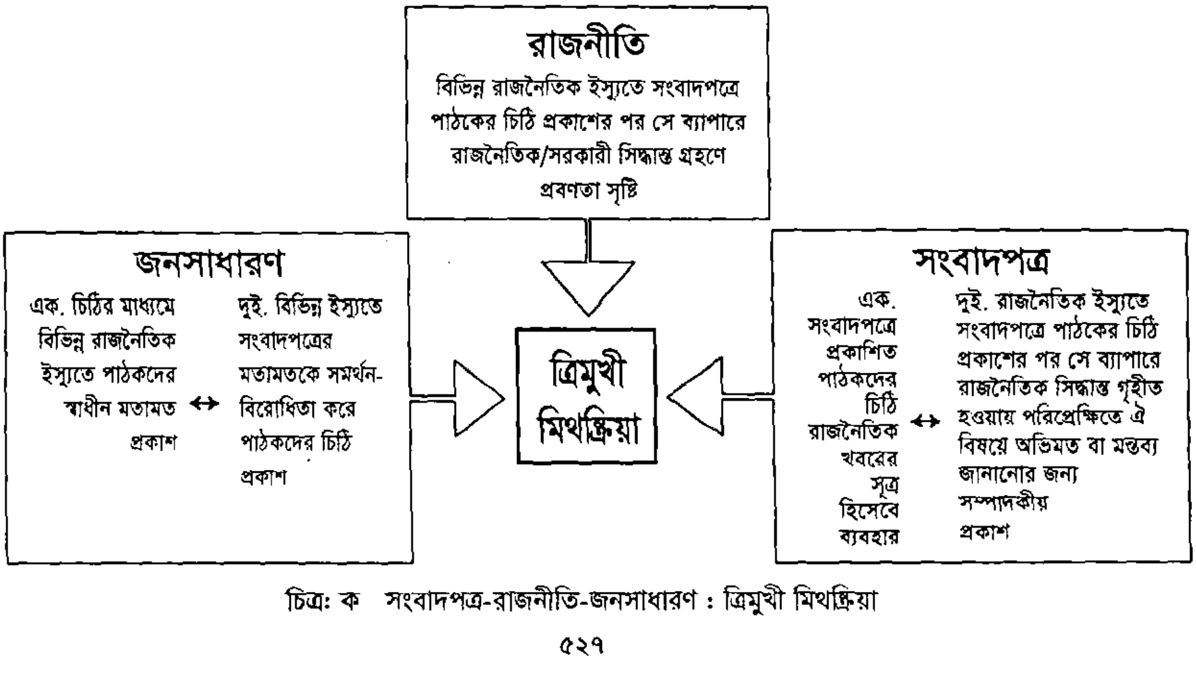

চিত্র: ক সংবাদপত্র-রাজনীতি-জনসাধারণ : ত্রিমুখী মিথস্ক্রিয়া

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদপত্র, রাজনীতি ও জনসাধারণের মধ্যে ত্রিমুখী মিথস্ক্রিয়ার কয়েকটি নজির:

প্রথমত:

মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে অনেক বাঙালি পরিবারের উপার্জনকারী ব্যক্তি পাকিস্তানে আটকেপড়ায় দেশে তাদের স্বজনদের জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে পড়ে। এমনই এক ভুক্তভোগী সরকারী কর্মচারীর স্ত্রীর একটি চিঠি ১৯৭২ সালের ১৬ মে সংবাদ-এ প্রকাশিত হয়। এই চিঠিতে পরিবারের উপার্জনকারী ব্যক্তি পাকিস্তানে আটকেপড়ায় দেশে তার স্বজনদের আর্থিক সংকটের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়। এই চিঠিতে জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করতে আটকেপড়া সরকারী কর্মচারীদের পোষ্যদের ভাতা প্রদানের জন্য সরকারের কাছে দাবী জানানো হয়।

এই চিঠির ধারাবাহিকতায় পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের স্বজনদের সংকটজনক অবস্থা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য নিয়ে খবর প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক। ১৯৭২ সালের ১৯ মে দৈনিক ইত্তেফাকে এই খবর প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'পাকিস্তানে বাঙ্গালীদের আটক থাকার ফলে ২০ সহস্রাধিক পরিবার আজ চরম সংকটের সম্মুখীন'। এই খবরে বলা হয়:

> *পাকিস্তানে আটক বাঙ্গালী কর্মচারী ও ব্যবসায়ীদের আয়ের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল ২০ সহস্রাধিক পরিবার আজ বাংলাদেশে চরম অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে দিন যাপন করিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, এই ২০ সহস্রাধিক পরিবারের অধিকাংশই পাকিস্তানে আটক তাহাদের পিতা, ভাই, মামা, চাচা, স্বামী ও অন্য অতি নিকট আত্মীয়দের প্রেরিত অর্থের দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করিত ও বহু ছাত্র-ছাত্রী ঐ অর্থের উপর নির্ভর করিয়াই তাহাদের পড়াশোনা চালাইত।*

দৈনিক ইত্তেফকে ঐ খবর প্রকাশের দুই মাস পর সরকার পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালী সরকারী কর্মচারীদের পোষ্যদের খোরাকী ভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৭২ সালের ১৬ জুলাই এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলা খবরটির শিরোনাম ছিল: 'আটক বাঙ্গালী কর্মচারীদের পোষ্যরা খোরাকী ভাতা পাবেন'। এই খবরে বলা হয়:

> *পাকিস্তানে আটক বাঙালী সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের পোষ্যদের খোরাকী ভাতা দেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল শনিবার এক আদেশ জারী করেছেন। আটক ব্যক্তিদের বেতনের এক-তৃতীয়াংশ করে সর্বোচ্চ চারশো এবং সর্বনিম্ন একশো টাকা হারে এই ভাতা দেয়া হবে।*

সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার। ১৯৭২ সালের ১৭ জুলাই দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল: 'সুবিবেচনা প্রসূত সিদ্ধান্ত'। এতে দৈনিক বাংলার মন্তব্য ছিল:

> *বঙ্গবন্ধুর এই সিদ্ধান্ত এক মহান মানবিক ও দায়িত্ববোধের পরিচয় বহন করছে। এই মুহূর্তে সরকার দেশ গঠনের কর্মসূচী রূপায়নে ব্যস্ত। অসংখ্য জটিল অর্থনৈতিক সমস্যা তাদের সামনে। তবুও সরকার আটক বাঙালী কর্মচারীদের পোষ্যবর্গকে খোরাকী ভাতা দেয়ার মত একটি বিরাট অর্থনৈতিক দায়িত্ব হাতে তুলে নিয়েছেন। পাকিস্তানে আটক বাঙালীরা যে আমাদেরই মানুষ এবং তাদের শুভাশুভ সম্পর্কে সরকার যে সম্পূর্ণ সচেতন, বঙ্গবন্ধুর আলোচ্য আদেশ তা পুনর্বার স্পষ্ট করে তুলেছে। এই মানবিক সিদ্ধান্তের জন্যে বঙ্গবন্ধুকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।*

একইদিন অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ১৭ জুলাই বাংলাদেশ অবজারভারও অনুরূপ এক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। 'Sympathy Unlimited' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

> *The order issued by the Prime Minister on Saturday last providing for subsistence allowance to be paid by the Government of Bangladesh to the dependants of the civilians and members of the armed forces now detained in Pakistan clearly reflects his natural concern for those in need. It shows how deeply he feels for the stranded Bangalis and their helpless dependants at home.*

দ্বিতীয়ত:

১৯৭২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি সংবাদে প্রকাশিত এক চিঠিতে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেনি অথচ স্বাধীন বাংলাদেশের বিদেশী মিশনে কর্মরত আছেন-- এমন সরকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। এই চিঠি প্রকাশের চার মাস পর ১৯৭২ সালের ৬ জুন সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়: মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করার অভিযোগে চারজন রাষ্ট্রদূতসহ আটজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত খবরটির শিরোনাম ছিল : 'মুক্তি সংগ্রামের কঠিন দিনে বাংলাদেশের বিরোধিতা করার উপযুক্ত সাজা : আরো বহু রুই-কাতলা ধরা পড়তে পারে ॥ ৪ জন রাষ্ট্রদূতসহ ৮ জন কূটনীতিক বরখাস্ত'। এই রিপোর্টে বলা হয় :

> *বৈদেশিক সার্ভিসের চাকুরী থেকে আটজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে চারজন রাষ্ট্রদূত ও একজন মিনিস্টার (কূটনীতিক) রয়েছেন। পররাষ্ট্র অফিস সূত্রে বলা হয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ আটজন কর্মচারীর বরখাস্তের আদেশ গতকাল সোমবার স্বাক্ষর করেন। মুক্তি সংগ্রাম চলাকালে বাংলাদেশের প্রতি তাদের বিরুদ্ধ মনোভাবের বিষয় বিবেচনা করেই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।*

১৯৭২ সালের ৭ জুন এ বিষয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। 'সঠিক পদক্ষেপ' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

> *স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বাংলাদেশ সম্পর্কে বৈরী মনোভাব গ্রহণ করার দায়ে আটজন উচ্চপদস্থ কূটনৈতিক কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান যে দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছন তা তাৎপর্যপূর্ণ। এতে প্রমাণ হয়েছে প্রশাসনিক কাঠামোকে পরিচ্ছন্ন করে তোলার আবশ্যকতা সম্পর্কে সরকার সচেতন।*

তৃতীয়ত:

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ১৯৭২ সালের ৬ সেপ্টেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক চিঠিতে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্যের মধ্য থেকে যুদ্ধাপরাধী ছাড়া বাকীদের মুক্তিদানের পরামর্শ দেয়া হয়। চিঠিতে বলা হয় :

Dhaka University Institutional Repository

সামরিক-বেসামরিক মিলে ৯৩,০০০ যুদ্ধবন্দী বর্তমানে ভারতে আটক আছে। ইহারা ভারত-বাংলাদেশ যুক্ত কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাই সম্ভবত ইহাদের ভরণ-পোষণের ব্যয়ভারটাও ভারত এবং বাংলাদেশ উভয়েই বহন করিবে। কেন ওই বিরাট অংকের ব্যয়ভার? যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হইবে। কিন্তু তারা কয়জন? ৫০০ বা বড় জোর ১০০০ সামরিক অফিসার, যারা পৃথিবীর জঘন্যতম নরহত্যার পরিকল্পনা করিয়াছিল ও আদেশ দিয়েছিল। বাকি ৯২০০০ লোককে আমরা কি যুক্তিতে পোষণ করিতেছি? অন্যদিকে আমাদের কয়েক লক্ষ বাঙ্গালী পাকিস্তানে অতিকষ্টে দিনাতিপাত করিতেছে। ইহাদের মধ্যে যেসব সামরিক ও বেসামরিক বাঙ্গালী কর্মচারী রহিয়াছেন তাহাদের অনুপস্থিতি বাংলাদেশ প্রশাসন ব্যবস্থায় তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে। আটক বাঙ্গালীরা তো কোনক্রমেই যুদ্ধাপরাধী নয়। ভুট্টো সাহেবও মনে হয় তা বলিবেন না। বাকী ৯২০০০ যুদ্ধবন্দীর সাথে আটক বাঙ্গালীদের বিনিময়ের ব্যাপারে আলোচনা করিতে আপত্তি কোথায়?

এই চিঠি প্রকাশের দেড় মাসের মধ্যে বাংলাদেশ পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দী ও বেসামরিক নাগরিকদের পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৭২ সালের ২১ নভেম্বর বিভিন্ন সংবাদপত্রে এই খবর গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল : 'ছয় হাজার পাকিস্তানীকে মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত'। এই খবরে বলা হয়:

ভারত এবং বাংলাদেশ সরকার পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দী এবং বেসামরিক নাগরিকদের পরিবার-পরিজনদের ছ'সহস্রাধিক পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নয়াদিল্লীতে একথা সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এনার খবর হয় : পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুল সামাদ আজাদ আজ বলেছেন যে, ভারত বাংলাদেশ যুক্তকমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণকারী যুদ্ধবন্দীদের পরিবার পরিজন এবং বেসামরিক সদস্যদের স্বদেশে ফেরত পাঠানোর সম্মতি দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের প্রতি বাস্তব ঔদার্যতা দেখিয়েছেন। লন্ডনের উদ্দেশে দিল্লী রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে ঢাকা বিমানবন্দরে জনাব আজাদ সাংবাদিকদের সাথে কথা বলছিলেন।

বাংলাদেশ সরকারের এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান সরকার দশ হাজার বাঙ্গালীকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দেয়ার ঘোষণা দেয়। এই খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ২২ নভেম্বর। উভয় দেশের ঘোষণা উপলক্ষে অভিনন্দন জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে 'সংবাদ'। ১৯৭২ সালের ২৪ নভেম্বর প্রকাশিত 'একটি বাস্তব পদক্ষেপ' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

পাকিস্তানী শাসকদের মতিগতি এখনও পরিষ্কার নয়। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান ও উপমহাদেশে শান্তিপ্রিয় প্রতিবেশী সুলভ সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে তাদের অনীহা জনমনকে এখনও উদ্বেগের মধ্যে রেখেছে। তবে কিছুসংখ্যক আটক বাঙ্গালী নারী শিশুকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে রাজী হওয়ার পাকিস্তানী সিদ্ধান্তটি যদি বাংলাদেশ সরকারের ওই বাস্তব পদক্ষেপের সাড়া হিসেবে গৃহীত হয় তাকে শুভ লক্ষণ বলেই আমরা মনে করতে পারি।

পরে পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারকে রাজী করানোর জন্য বাংলাদেশ-ভারত এক যুক্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ১৯৭৩ সালের ১৮ এপ্রিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই যুক্ত ঘোষণার খবর প্রকাশিত হয়। এই যুক্ত ঘোষণায় আটক বাঙ্গালীদের বিনিময়ে ১৯৫ জন পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধী যুদ্ধবন্দী ছাড়া অন্যান্য পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দী ও আটক বেসামরিক পাকিস্তানীদের ফিরিয়ে দেয়ার প্রস্তাব দেয়া হয় পাকিস্তান সরকারের কাছে।

এই যুক্ত ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভার। সংবাদে ১৯৭৩ সালের ১৯ এপ্রিল প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশ-ভারত যুক্ত ঘোষণা ও পাকিস্তানের দায়িত্ব'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

যুদ্ধবন্দীদের মান সম্ভ্রম ও সুখ-দুঃখের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করে এতদিন পাকিস্তান যে ভাবমূর্তি পরিগ্রহ করেছিল– যুক্ত ঘোষণার প্রস্তাবিত শর্ত গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমেই সে ভাবমূর্তির যথার্থতা প্রমাণিত হবে। বাংলাদেশ ও ভারত যুক্তভাবে যুদ্ধবন্দী ও আটক নাগরিক বিনিময়ের যে মীমাংসা প্রস্তাব দিয়েছে উপমহাদেশে শান্তি ও বিরোধ নিষ্পত্তির বৃহত্তর স্বার্থে বৈরিতার ভ্রান্ত-নীতি পরিত্যাগ করে পাকিস্তান অনতিবিলম্বে এগিয়ে আসবে বলেই আমরা আশা করছি।

একইদিন অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের ১৯ এপ্রিল বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'A Generous Offer'. এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

And Bangladesh is justly proud, even she had to be humble in her pursuit of peace in no consideration of the bargain. With no regret or reservation, the magnanimous gesture is inspired by her earnest resolve to continue efforts to reduce tension and sustained by hope that in the larger interests of reconciliation, peace and stability in the war-torn subcontinent Pakistan will respond and refrain from Persisting in hostility.

এর ধারাবাহিকতায়ই পরে ১৯৭৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে নাগরিক বিনিময় শুরু হয়।

Dhaka University Institutional Repository

অনুসিদ্ধান্ত:

আলোচ্য গবেষণায় বিস্তারিত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত অনুসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় :

এক. কোনো রাজনৈতিক ঘটনা ঘটলে সমকালীন অন্যান্য ঘটনার তুলনায় তা সংবাদপত্রে বেশি গুরুত্ব লাভ করে।

দুই. গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনার খবরের ফলো-আপ খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

তিন. গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনার খবর দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিকভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় বা এর ধারাবাহিকতা খুঁজে পাওয়া যায়।

চার. কোনো রাজনৈতিক ঘটনা ঘটতে পারে এমন আশঙ্কা বা ধারণার পূর্বাভাসভিত্তিক খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

পাঁচ. রাজনৈতিক খবরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দাবী-দাওয়া প্রকাশিত হওয়ায় সংবাদপত্র রাজনৈতিক দাবী উত্থাপনের বাহন হয়ে উঠে।

ছয়. রাজনৈতিক ব্যাপারে সরকারি সিদ্ধান্ত প্রচারের বাহন হয় সংবাদপত্র।

সাত. রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত পাঠকের চিঠি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রিপোর্ট প্রকাশের সূত্র হয়ে উঠে।

আট. রাজনৈতিক ঘটনার গুরুত্ব বেশি হলে কখনও কখনও পত্রিকার নেমপ্লেট শীর্ষ থেকে পাদদেশ বা মধ্যভাগে নেমে যায়।

নয়. রাজনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয়তে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতামত, মন্তব্য, পরামর্শ সুপারিশ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়।

দশ. রাজনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদপত্রের নিয়মিত কলাম এবং প্রবন্ধ-নিবন্ধে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতামত, মন্তব্য, পরামর্শ, সুপারিশ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়।

এগার. সংবাদপত্রে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা ঘটার পূর্বাভাস দেয়া হয়।

বার. সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয়তে প্রকাশিত মতামত, মন্তব্য, পরামর্শ, সুপারিশ ইত্যাদি রাজনৈতিক নীতি-নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করে।

তের. স্বাভাবিক নিয়মে সংবাদপত্র সম্পাদকীয় প্রকাশ করে নির্দিষ্ট পাতায়। কিন্তু রাজনৈতিক ঘটনা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলে স্বাভাবিক নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে সংবাদপত্র সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় প্রকাশ করে।

চৌদ্দ. বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক ইস্যুতে বিভিন্ন সংবাদপত্র পৃথক সম্পাদকীয় নীতি গ্রহণ করে।

পনের. রাজনৈতিক ঘটনা সম্পর্কে দেশের জনসাধারণ সংবাদপত্রে চিঠি লিখে মতামত, মন্তব্য, পরামর্শ, সুপারিশ ইত্যাদি তুলে ধরে।

ষোল. রাজনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশিত সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয়তে উপস্থাপিত মতামত সম্পর্কে দেশের জনসাধারণ সংবাদপত্রে চিঠি লিখে মতামত তুলে ধরে।

সতের. রাজনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদপত্রে প্রকাশিত দেশের জনসাধারণের চিঠিতে উপস্থাপিত মতামত সম্পর্কে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়।

আঠার. রাজনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদপত্রে প্রকাশিত দেশের জনসাধারণের মতামত, সুপারিশ ও পরামর্শের ভিত্তিতে রাজনৈতিক নীতি-নির্ধারিত হতে পারে।

উনিশ. প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সামরিক শাসন চলাকালে সংবাদপত্রের মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্বিত হয়।

বিশ. সংবাদপত্র, রাজনীতি ও জনসাধারণের মধ্যে ত্রিমুখী মিথষ্ক্রিয়া ঘটেছে।

সবশেষে বলা যায়, সংবাদপত্র, রাজনীতি ও দেশের জনসাধারণ একই সূত্রে গাঁথা। এই তিনের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলছে নিরন্তর।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি:

Colin Seymour-Ure, *The Political Impact of Mass Media*, California : SAGE Publication, 1974.

Erik A. Devercux, 'Newspapers, Organized interests and Party Competition in the 1964 Electio', *Media History*, Vol. 5, No. 1, 1999.

J. Manheim, 'A Model of Agenda Dynamics', *Communication Yearbook*, Vol. 10, Newbury Park, CA, Sage, 1996.

E. Rogers and J. Dearing, 'Agenda-setting Research: where has it been, where is it going?', *Communication Yearbook*, Vol.11, Newbury Park, CA, Sage, 1997.

Edwin R. Black, *Politics and the News: The Political Functions of the Mass Media*, Toronto : The Butterworth Group of Companies, 1982.

Steven H. Chaffee, 'Asking New Questions About Communication and Politics', *Political Communication : Issues and Strategies for Research*, (Editor : Steven H. Chaffee.) London, Sage Publications, 1975.

Peter Woll, *Behind the Scenes in American Government: Personalities and Politics*, Boston and Toronto: Little, Brown and Company, 1985.

Alexis de Tocqueville, *Democracy in America*, Vol. 2, New York : Vintage Books, 1954.

James Q. Wilson, *American Government, Institutions and Policies*, Los Angeles: University of California and Harvard University, 1986.

Harold Lasswell, *Who Gets What When and How*, New York : Free Press, 1936.

Harold Lasswell, *The Structure and Function of Communication in Society*, Wilbur Schramm (Ed.), Mass Communication, Urbana: University of Illinois Press, 1960.

Thomas R. Dye and Harmon Zeigler, *American Politics in the Media Age* (Second Edition), California,: Brooks Cole Publishing Company, 1983.

Murray Edelman, *The Symbolic Uses of Politics*, Urbana : University of Illinois Press, 1967.

Grover Starling, *Understanding American Politics* ,Illinois : The Dorsey Press, 1982.

Roger D. Wimmer & Joseph R. Dominick, *Mass Media Research : An Introduction (2nd Ed.)*, California: Wadsworth Publishing Company, 1987.

M. H. Walizer & P. L. Wienir, *Research methods and analysis*, New York: Harper & Row, 1978.

K. Krippendorf, *Content analysis: An introduction to its methodology*, Beverly Hills, CA: Sage Pubications, 1980.

F. Kerlnger, *Foundations of behavioral research (2nd Ed.)*, New York: Holt, Rinetart & Winston, 1973 .

Joann Keyton, *Communication Research : Asking Question, Finding Answers*, New York: McGraw-Hill, 2006, p. 246.

Richard W. Budd, Robert K. Thorp & Lewis Donohew, *Content Analysis of Communications*, New York: The Macmillan Company, 1967.

L. L. Kaid & A. J. Wadsworth, Content analysis. In P. Emmert & L. L. Barker (Eds.), *Measurement of communication behavior*, New York: Longman, 1989.

D. Riffe, S. Lacy & F. G. Fico, *Analyzing media messages: Using quantitative content analysis in research*. Mahwah, NJ: Erlbaum, 1998.

ভ্লাদিমির পুচকভ, *বাংলাদেশের রাজনীতির গতিধারা : ১৯৭১-১৯৮৫*, ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ডিসেম্বর ১৯৮৮ ।

ড. মোহাম্মদ হাননান, *হাজার বছরের বাংলাদেশ : ইতিহাসের অ্যালবাম* (প্রধান সম্পাদক : মফিদুল হক, সম্পাদক : আখতার হুসেন), ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৫ ।

বদরুদ্দীন উমর, *যুদ্ধোত্তর বাঙলাদেশ*, ঢাকা : মুক্তধারা, অক্টোবর ১৯৮২ ।

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, *বিষয় : সাংবাদিকতা*, ঢাকা : সুবর্ণ, ২০০০ ।

জনপরিসরে গণমাধ্যম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ঢাকা : ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার, জুন ২০০৩ ।

মাহফুজ উল্লাহ, *প্রেস অ্যাডভাইস*, ঢাকা : অনিন্দ্য প্রকাশন, ১৯৯১ ।

জেন্ডার বিশ্বকোষ, দ্বিতীয় খন্ড, সম্পাদক : সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান, ঢাকা : ফারিয়া লারা ফাউন্ডেশন ও মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৬ ।

বাংলাপিডিয়া, প্রধান সম্পাদক : সিরাজুল ইসলাম, খণ্ড : ৪, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ২০০৩ ।

গোলাম মোস্তফা কিরণ, *আজকের বিশ্ব*, ঢাকা : প্রিমিয়ার পাবলিকেশন্স, জুলাই ২০০৬ ।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের উন্নয়ন উদ্যোগ : সংবাদপত্রে প্রতিফলন, ঢাকা: বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, এপ্রিল ২০০৩ ।

জিয়াউর রহমান, *আমার রাজনীতির রূপরেখা*, প্রকাশক : লে: কর্নেল (অব:) আ স ম মোস্তাফিজুর রহমান ও এ কে এম ফিরোজ নূন, মার্চ ১৯৯১ ।

সৈয়দ আবদাল আহমদ, *নন্দিতনেত্রী খালেদা জিয়া*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা: ১৯৯১ ।

সাখাওয়াত আলী খান, *সাংবাদিকতা ও রাজনীতি : ১৯৪৫-১৯৫০ ॥ বাংলায় পাকিস্তান-সমর্থক সাংবাদিকতার সঙ্গে পাকিস্তানবাদী রাজনীতির মিথস্ক্রিয়া*, পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

লেনিন আজাদ, *উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান : একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ*, পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩

মো: খায়রুল আহসান সিদ্দিকী, *বাংলাদেশের রাজনীতি : ১৯৫৩-১৯৬৬*, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫।

ড. মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস : এরশাদের সময়কাল*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০০।

মেজর (অব:) রফিকুল ইসলাম পিএসসি, *স্বৈরশাসনের নয় বছর : ১৯৮২-৯০*, ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, আগস্ট ১৯৯১।

আবদুর রহিম আজাদ ও শাহ আহমদ রেজা, *বাংলাদেশের রাজনীতি : প্রকৃতি ও প্রবণতা : ২১ দফা থেকে ৫ দফা*, ঢাকা: সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, জুন ১৯৮৭।

মেজর (অব:) রফিকুল ইসলাম পিএসসি, *বাংলাদেশ : সামরিক শাসন ও গণতন্ত্রের সংকট*, ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, আগস্ট ১৯৮৯।

অ্যালবাম : গণআন্দোলন (১৯৮২-৯০), ১ম খণ্ড, সম্পাদক : ইউসুফ মুহম্মদ, চট্টগ্রাম : তোলপাড়, এপ্রিল ১৯৯৩।

আবদুল ওয়াহেদ তালুকদার, *৭০ থেকে ৯০ : বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট*, ঢাকা : পাণ্ডুলিপি, ফেব্রুয়ারি ১৯৯১।

নব্বই-এর অভ্যুত্থান, সম্পাদক : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও আবুল হাসনাত, ঢাকা : মুক্তধারা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯১।

লে. কর্নেল (অব:) এম এ হামিদ পিএসসি, *তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা*, ঢাকা : মোহনা প্রকাশনী, জুন ১৯৯৩।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *বিষয় : সাংবাদিকতা*, কোলকাতা : লিপিকা, ১৯৮৬।

গণমাধ্যম ও জনসমাজ, সম্পাদক: গীতি আরা নাসরীন, মফিজুর রহমান ও সিতারা পারভীন, ঢাকা : শ্রাবণ প্রকাশনী, মার্চ ২০০২।

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদপত্রের তালিকা :

সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ৭বর্ষ, ২য়সংখ্যা, ২৬ মে ১৯৭৮
দৈনিক পাকিস্তান, ৭ ডিসেম্বর ১৯৭১
দৈনিক বাংলা, ১ জানুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ২ জানুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ৩ জানুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ৪ জানুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ৫ জানুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ৭ জানুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ৮ জানুয়ারি, ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ৯ জানুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১১ জানুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১২ জানুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১৩ জানুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১৪ জানুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১৫ জানুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১৬ জানুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১৭ জানুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১৮ জানুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১৯ জানুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ২১ জানুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ২২ জানুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ২৩ জানুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ২৪ জানুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ২৫ জানুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ২৬ জানুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ২৯ জানুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ৩০ জানুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ৩১ জানুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ২ এপ্রিল ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ৪ এপ্রিল ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ৫ এপ্রিল ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ৮ এপ্রিল ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১০ এপ্রিল ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১১ এপ্রিল ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১২ এপ্রিল ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১৩ এপ্রিল ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১৯ এপ্রিল ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ২৩ এপ্রিল ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ২৪ এপ্রিল ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১২ মে ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১৭ মে ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১৮ মে ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১৯ মে ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ২৪ মে ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ২৭ মে ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ২৯ মে ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১ জুন ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ৬ জুন ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ৭ জুন ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ৮ জুন ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১১ জুন ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১২ জুন ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১৫ জুন ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১৬ জুন ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ২২ জুন ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ২৩ জুন ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ২৪ জুন ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ২৬ জুন ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ২৭ জুন ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ৩ জুলাই ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ৪ জুলাই ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ৫ জুলাই ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১১ জুলাই ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১২ জুলাই ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১৬ জুলাই ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১৭ জুলাই ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১৯ জুলাই ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ২১ জুলাই ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ২৩ জুলাই ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ২৬ জুলাই ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ৩০ জুলাই ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ২ আগস্ট ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ৫ আগস্ট ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ৬ আগস্ট ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ৭ আগস্ট ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ৮ আগস্ট ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১০ আগস্ট ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১২ আগস্ট ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১৯ আগস্ট ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ২০ আগস্ট ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ২১ আগস্ট ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ২৬ আগস্ট ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ৩০ আগস্ট ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১ অক্টোবর ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ৪ অক্টোবর ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ৬ অক্টোবর ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ৭ অক্টোবর ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ৯ অক্টোবর ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১০ অক্টোবর ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১১ অক্টোবর ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১২ অক্টোবর ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১৩ অক্টোবর ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১৪ অক্টোবর ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১৫ অক্টোবর ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১৬ অক্টোবর ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১৯ অক্টোবর ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ৫ নভেম্বর ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ৬ নভেম্বর ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১৫ নভেম্বর ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১৯ নভেম্বর ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ২০ নভেম্বর ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ২১ নভেম্বর ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ২২ নভেম্বর ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ২৬ নভেম্বর ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ২৭ নভেম্বর ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ২৯ অক্টোবর ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ৭ ডিসেম্বর ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১১ ডিসেম্বর ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১৫ জানুয়ারি ১৯৭৩
দৈনিক বাংলা, ১৮ জানুয়ারি ১৯৭৩
দৈনিক বাংলা, ২১ জানুয়ারি ১৯৭৩
দৈনিক বাংলা, ২২ জানুয়ারি ১৯৭৩
দৈনিক বাংলা, ২৩ জানুয়ারি ১৯৭৩
দৈনিক বাংলা, ২৬ জানুয়ারি ১৯৭৩
দৈনিক বাংলা, ২৭ জানুয়ারি ১৯৭৩
দৈনিক বাংলা, ২৮ জানুয়ারি ১৯৭৩
দৈনিক বাংলা, ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩
দৈনিক বাংলা, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩
দৈনিক বাংলা, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩
দৈনিক বাংলা, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩
দৈনিক বাংলা, ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩
দৈনিক বাংলা, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩
দৈনিক বাংলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩
দৈনিক বাংলা, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩
দৈনিক বাংলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩
দৈনিক বাংলা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩
দৈনিক বাংলা, ৭ মার্চ ১৯৭৩
দৈনিক বাংলা, ৮ মার্চ ১৯৭৩
দৈনিক বাংলা, ৯ মার্চ ১৯৭৩
দৈনিক বাংলা, ১১ মার্চ ১৯৭৩
দৈনিক বাংলা, ১২ মার্চ ১৯৭৩
দৈনিক বাংলা, ২৩ মার্চ ১৯৭৩
দৈনিক বাংলা, ২৪ মার্চ ১৯৭৩
দৈনিক বাংলা, ১২ এপ্রিল ১৯৭৩
দৈনিক বাংলা, ১৮ এপ্রিল ১৯৭৩
দৈনিক বাংলা, ৭ মে ১৯৭৩
দৈনিক বাংলা, ১৭ মে ১৯৭৩
দৈনিক বাংলা, ১৮ মে ১৯৭৩
দৈনিক বাংলা, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩
দৈনিক বাংলা, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩
দৈনিক বাংলা, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩
দৈনিক বাংলা, ১ ডিসেম্বর ১৯৭৩
দৈনিক বাংলা, ২ ডিসেম্বর ১৯৭৩
দৈনিক বাংলা, ২৯ জানুয়ারি ১৯৭৪
দৈনিক বাংলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪
দৈনিক বাংলা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪
দৈনিক বাংলা, ১১ এপ্রিল ১৯৭৪
দৈনিক বাংলা, ১২ এপ্রিল ১৯৭৪
দৈনিক বাংলা, ২৫ এপ্রিল ১৯৭৪
দৈনিক বাংলা, ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪
দৈনিক বাংলা, ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪
দৈনিক বাংলা, ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪
দৈনিক বাংলা, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪
দৈনিক বাংলা, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪
দৈনিক বাংলা, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪
দৈনিক বাংলা, ৭ অক্টোবর ১৯৭৪
দৈনিক বাংলা, ৯ অক্টোবর ১৯৭৪
দৈনিক বাংলা, ১০ অক্টোবর ১৯৭৪
দৈনিক বাংলা, ১২ অক্টোবর ১৯৭৪
দৈনিক বাংলা, ১৬ অক্টোবর ১৯৭৪
দৈনিক বাংলা, ২১ অক্টোবর ১৯৭৪
দৈনিক বাংলা, ২৩ অক্টোবর ১৯৭৪
দৈনিক বাংলা, ২৭ অক্টোবর ১৯৭৪
দৈনিক বাংলা, ৩০ অক্টোবর ১৯৭৪
দৈনিক বাংলা, ৩১ অক্টোবর ১৯৭৪
দৈনিক বাংলা, ৩ নভেম্বর ১৯৭৪
দৈনিক বাংলা, ২১ নভেম্বর ১৯৭৪
দৈনিক বাংলা, ২৩ নভেম্বর ১৯৭৪
দৈনিক বাংলা, ২৪ নভেম্বর ১৯৭৪
দৈনিক বাংলা, ৯ ডিসেম্বর ১৯৭৪
দৈনিক বাংলা, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭৪
দৈনিক বাংলা, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭৪
দৈনিক বাংলা, ১ জানুয়ারি ১৯৭৫
দৈনিক বাংলা, ২ জানুয়ারি ১৯৭৫
দৈনিক বাংলা, ৪ জানুয়ারি ১৯৭৫
দৈনিক বাংলা, ৫ জানুয়ারি ১৯৭৫
দৈনিক বাংলা, ২৬ জানুয়ারি ১৯৭৫
দৈনিক বাংলা, ২৭ জানুয়ারি ১৯৭৫
দৈনিক বাংলা, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫
দৈনিক বাংলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫
দৈনিক বাংলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫
দৈনিক বাংলা, ৯ মার্চ ১৯৭৫
দৈনিক বাংলা, ৪ এপ্রিল ১৯৭৫
দৈনিক বাংলা, ৫ এপ্রিল ১৯৭৫
দৈনিক বাংলা, ৭ জুন ১৯৭৫
দৈনিক বাংলা, ৮ জুন ১৯৭৫
দৈনিক বাংলা, ১৭ জুন ১৯৭৫
দৈনিক বাংলা, ২০ জুন ১৯৭৫
দৈনিক বাংলা, ২ আগস্ট ১৯৭৫
দৈনিক বাংলা, ১৩ আগস্ট ১৯৭৫
দৈনিক বাংলা, ১৬ আগস্ট ১৯৭৫
দৈনিক বাংলা, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫
দৈনিক বাংলা, ১৮ আগস্ট ১৯৭৫
দৈনিক বাংলা, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫
দৈনিক বাংলা, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫
দৈনিক বাংলা, ৫ নভেম্বর ১৯৭৫
দৈনিক বাংলা, ৬ নভেম্বর ১৯৭৫
দৈনিক বাংলা, ৭ নভেম্বর ১৯৭৫
দৈনিক বাংলা, ৮ নভেম্বর ১৯৭৫
দৈনিক বাংলা, ৯ নভেম্বর ১৯৭৫
দৈনিক বাংলা, ১২ নভেম্বর ১৯৭৫
দৈনিক বাংলা, ১৩ নভেম্বর ১৯৭৫
দৈনিক বাংলা, ২৪ নভেম্বর ১৯৭৫
দৈনিক বাংলা, ২৫ নভেম্বর ১৯৭৫
দৈনিক বাংলা, ২৩ জানুয়ারি ১৯৭৬
দৈনিক বাংলা, ২৮ জুলাই ১৯৭৬
দৈনিক বাংলা, ২৯ জুলাই ১৯৭৬
দৈনিক বাংলা, ৩০ জুলাই ১৯৭৬
দৈনিক বাংলা, ৬ আগস্ট ১৯৭৬
দৈনিক বাংলা, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬
দৈনিক বাংলা, ২৫ অক্টোবর ১৯৭৬
দৈনিক বাংলা, ৫ নভেম্বর ১৯৭৬
দৈনিক বাংলা, ২২ নভেম্বর ১৯৭৬
দৈনিক বাংলা, ২৩ নভেম্বর ১৯৭৬
দৈনিক বাংলা, ৬ এপ্রিল ১৯৭৭
দৈনিক বাংলা, ২২ এপ্রিল ১৯৭৭
দৈনিক বাংলা, ২৩ এপ্রিল ১৯৭৭
দৈনিক বাংলা, ২৪ এপ্রিল ১৯৭৭
দৈনিক বাংলা, ১ মে ১৯৭৭
দৈনিক বাংলা, ৩ মে ১৯৭৭
দৈনিক বাংলা, ২৬ মে ১৯৭৭
দৈনিক বাংলা, ২৮ মে ১৯৭৭
দৈনিক বাংলা, ২৯ মে ১৯৭৭
দৈনিক বাংলা, ৩০ মে ১৯৭৭
দৈনিক বাংলা, ৩১মে ১৯৭৭
দৈনিক বাংলা, ১ জুন ১৯৭৭
দৈনিক বাংলা, ৪ জুন ১৯৭৭
দৈনিক বাংলা, ১ আগস্ট ১৯৭৭
দৈনিক বাংলা, ৬ আগস্ট ১৯৭৭

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক বাংলা, ৮ আগস্ট ১৯৭৭
দৈনিক বাংলা, ১২ অক্টোবর ১৯৭৭
দৈনিক বাংলা, ১৩ অক্টোবর ১৯৭৭
দৈনিক বাংলা, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৭
দৈনিক বাংলা, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭৭
দৈনিক বাংলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮
দৈনিক বাংলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৮
দৈনিক বাংলা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮
দৈনিক বাংলা, ২২ মার্চ ১৯৭৮
দৈনিক বাংলা, ২৪ মার্চ ১৯৭৮
দৈনিক বাংলা, ১০ এপ্রিল ১৯৭৮
দৈনিক বাংলা, ১৯ এপ্রিল ১৯৭৮
দৈনিক বাংলা, ২০ এপ্রিল ১৯৭৮
দৈনিক বাংলা, ২১ এপ্রিল ১৯৭৮
দৈনিক বাংলা, ২২ এপ্রিল ১৯৭৮
দৈনিক বাংলা, ২৩ এপ্রিল ১৯৭৮
দৈনিক বাংলা, ৩ মে ১৯৭৮
দৈনিক বাংলা, ৩ জুন ১৯৭৮
দৈনিক বাংলা, ৪ জুন ১৯৭৮
দৈনিক বাংলা, ৫ জুন ১৯৭৮
দৈনিক বাংলা, ১২ জুন ১৯৭৮
দৈনিক বাংলা, ১৩ জুন ১৯৭৮
দৈনিক বাংলা, ১৪ জুন ১৯৭৮
দৈনিক বাংলা, ১৫ জুন ১৯৭৮
দৈনিক বাংলা, ১৭ জুন ১৯৭৮
দৈনিক বাংলা, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮
দৈনিক বাংলা, ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮
দৈনিক বাংলা, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮
দৈনিক বাংলা, ১৮ নভেম্বর ১৯৭৮
দৈনিক বাংলা, ১৯ নভেম্বর ১৯৭৮
দৈনিক বাংলা, ১ ডিসেম্বর ১৯৭৮
দৈনিক বাংলা, ২ ডিসেম্বর ১৯৭৮
দৈনিক বাংলা, ৮ ডিসেম্বর ১৯৭৮
দৈনিক বাংলা, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৮
দৈনিক বাংলা, ২৫ ডিসেম্বর ১৯৭৮
দৈনিক বাংলা, ২৬ ডিসেম্বর ১৯৭৮
দৈনিক বাংলা, ২৭ ডিসেম্বর ১৯৭৮
দৈনিক বাংলা, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৭৮
দৈনিক বাংলা, ৫ জানুয়ারি ১৯৭৯
দৈনিক বাংলা, ৬ জানুয়ারি ১৯৭৯
দৈনিক বাংলা, ৭ জানুয়ারি ১৯৭৯
দৈনিক বাংলা, ৯ জানুয়ারি ১৯৭৯
দৈনিক বাংলা, ১০ জানুয়ারি ১৯৭৯
দৈনিক বাংলা, ২৭ জানুয়ারি ১৯৭৯
দৈনিক বাংলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯
দৈনিক বাংলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯
দৈনিক বাংলা, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯
দৈনিক বাংলা, ২ এপ্রিল ১৯৭৯
দৈনিক বাংলা, ৩ এপ্রিল ১৯৭৯
দৈনিক বাংলা, ৬ এপ্রিল ১৯৭৯
দৈনিক বাংলা, ৭ এপ্রিল ১৯৭৯
দৈনিক বাংলা, ৮ এপ্রিল ১৯৭৯
দৈনিক বাংলা, ১৯ নভেম্বর ১৯৭৯
দৈনিক বাংলা, ৩ ডিসেম্বর ১৯৭৯
দৈনিক বাংলা, ১৭ এপ্রিল ১৯৮০
দৈনিক বাংলা, ১৮ এপ্রিল ১৯৮০
দৈনিক বাংলা, ১ মে ১৯৮০
দৈনিক বাংলা, ৩ মে ১৯৮০
দৈনিক বাংলা, ১ নভেম্বর ১৯৮০
দৈনিক বাংলা, ২ নভেম্বর ১৯৮০
দৈনিক বাংলা, ৪ নভেম্বর ১৯৮০
দৈনিক বাংলা, ২২ ডিসেম্বর ১৯৮০
দৈনিক বাংলা, ৮ জানুয়ারি ১৯৮১
দৈনিক বাংলা, ৯ জানুয়ারি ১৯৮১
দৈনিক বাংলা, ১৪ জানুয়ারি ১৯৮১
দৈনিক বাংলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১
দৈনিক বাংলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১
দৈনিক বাংলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১
দৈনিক বাংলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১
দৈনিক বাংলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১
দৈনিক বাংলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১
দৈনিক বাংলা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১
দৈনিক বাংলা, ৪ মার্চ ১৯৮১
দৈনিক বাংলা, ১৩ মে ১৯৮১
দৈনিক বাংলা, ১৮ মে ১৯৮১
দৈনিক বাংলা, ১৯ মে ১৯৮১
দৈনিক বাংলা, ২০ মে ১৯৮১
দৈনিক বাংলা, ৩১ মে ১৯৮১
দৈনিক বাংলা, ১ জুন ১৯৮১
দৈনিক বাংলা, ২ জুন ১৯৮১
দৈনিক বাংলা, ৩ জুন ১৯৮১
দৈনিক বাংলা, ৯ জুন ১৯৮১
দৈনিক বাংলা, ১১ জুন ১৯৮১
দৈনিক বাংলা, ১৬ নভেম্বর ১৯৮১
দৈনিক বাংলা, ৩০ ডিসেম্বর ১৯৮১
দৈনিক বাংলা, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮১
দৈনিক বাংলা, ৩ জানুয়ারি ১৯৮২
দৈনিক বাংলা, ৫ জানুয়ারি ১৯৮২
দৈনিক বাংলা, ৬ জানুয়ারি ১৯৮২
দৈনিক বাংলা, ৭ জানুয়ারি ১৯৮২
দৈনিক বাংলা, ৮ জানুয়ারি ১৯৮২
দৈনিক বাংলা, ২৫ মার্চ ১৯৮২
দৈনিক বাংলা, ২৮ মার্চ ১৯৮২
দৈনিক বাংলা, ২৯ মার্চ ১৯৮২
দৈনিক বাংলা, ৩০ মার্চ ১৯৮২
দৈনিক বাংলা, ৩১ মার্চ ১৯৮২
দৈনিক বাংলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩
দৈনিক বাংলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩
দৈনিক বাংলা, ১ এপ্রিল ১৯৮৩
দৈনিক বাংলা, ২ এপ্রিল ১৯৮৩
দৈনিক বাংলা, ৩ এপ্রিল ১৯৮৩
দৈনিক বাংলা, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩
দৈনিক বাংলা, ১ অক্টোবর ১৯৮৩
দৈনিক বাংলা, ২ নভেম্বর ১৯৮৩
দৈনিক বাংলা, ১৫ নভেম্বর ১৯৮৩
দৈনিক বাংলা, ১৬ নভেম্বর ১৯৮৩
দৈনিক বাংলা, ২৮ নভেম্বর ১৯৮৩
দৈনিক বাংলা, ১২ ডিসেম্বর ১৯৮৩
দৈনিক বাংলা, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৮৩
দৈনিক বাংলা, ২ মার্চ ১৯৮৪
দৈনিক বাংলা, ২৫ মার্চ ১৯৮৪
দৈনিক বাংলা, ২৮ মার্চ ১৯৮৪
দৈনিক বাংলা, ১০ এপ্রিল ১৯৮৪
দৈনিক বাংলা, ১১ এপ্রিল ১৯৮৪
দৈনিক বাংলা, ১২ এপ্রিল ১৯৮৪
দৈনিক বাংলা, ১৩ এপ্রিল ১৯৮৪
দৈনিক বাংলা, ১৬ এপ্রিল ১৯৮৪
দৈনিক বাংলা, ১৮ এপ্রিল ১৯৮৪
দৈনিক বাংলা, ২১ এপ্রিল ১৯৮৪
দৈনিক বাংলা, ২২ এপ্রিল ১৯৮৪
দৈনিক বাংলা, ১১ মে ১৯৮৪
দৈনিক বাংলা, ১৩ মে ১৯৮৪
দৈনিক বাংলা, ১৪ মে ১৯৮৪
দৈনিক বাংলা, ১৫ মে ১৯৮৪
দৈনিক বাংলা, ৫ অক্টোবর ১৯৮৪
দৈনিক বাংলা, ১৪ অক্টোবর ১৯৮৪
দৈনিক বাংলা, ২৮ অক্টোবর ১৯৮৪
দৈনিক বাংলা, ৩০ অক্টোবর ১৯৮৪
দৈনিক বাংলা, ৫ ডিসেম্বর ১৯৮৪
দৈনিক বাংলা, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৪
দৈনিক বাংলা, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৮৪
দৈনিক বাংলা, ২১ ডিসেম্বর ১৯৮৪
দৈনিক বাংলা, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৮৪
দৈনিক বাংলা, ৩০ ডিসেম্বর ১৯৮৪
দৈনিক বাংলা, ১ জানুয়ারি ১৯৮৫
দৈনিক বাংলা, ২ জানুয়ারি ১৯৮৫
দৈনিক বাংলা, ১৬ জানুয়ারি ১৯৮৫
দৈনিক বাংলা, ১৭ জানুয়ারি ১৯৮৫
দৈনিক বাংলা, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫
দৈনিক বাংলা, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫
দৈনিক বাংলা, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫
দৈনিক বাংলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫
দৈনিক বাংলা, ২ মার্চ ১৯৮৫
দৈনিক বাংলা, ৩ মার্চ ১৯৮৫
দৈনিক বাংলা, ৫ মার্চ ১৯৮৫
দৈনিক বাংলা, ২১ মার্চ ১৯৮৫
দৈনিক বাংলা, ২২ মার্চ ১৯৮৫
দৈনিক বাংলা, ২৩ মার্চ ১৯৮৫
দৈনিক বাংলা, ১৭ আগস্ট ১৯৮৫
দৈনিক বাংলা, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫
দৈনিক বাংলা, ১ অক্টোবর ১৯৮৫
দৈনিক বাংলা, ১১ নভেম্বর ১৯৮৫
দৈনিক বাংলা, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৮৫
দৈনিক বাংলা, ২ জানুয়ারি ১৯৮৬
দৈনিক বাংলা, ৩ জানুয়ারি ১৯৮৬
দৈনিক বাংলা, ১৩ জানুয়ারি ১৯৮৬
দৈনিক বাংলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬
দৈনিক বাংলা, ৩ মার্চ ১৯৮৬
দৈনিক বাংলা, ৪ মার্চ ১৯৮৬
দৈনিক বাংলা, ৫ মার্চ ১৯৮৬
দৈনিক বাংলা, ১১ মার্চ ১৯৮৬
দৈনিক বাংলা, ১৪ মার্চ ১৯৮৬
দৈনিক বাংলা, ২০ মার্চ ১৯৮৬
দৈনিক বাংলা, ২২ মার্চ ১৯৮৬
দৈনিক বাংলা, ২৯ মার্চ ১৯৮৬
দৈনিক বাংলা, ৭ মে ১৯৮৬
দৈনিক বাংলা, ৮ মে ১৯৮৬
দৈনিক বাংলা, ২১ মে ১৯৮৬
দৈনিক বাংলা, ৩১ আগস্ট ১৯৮৬
দৈনিক বাংলা, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬
দৈনিক বাংলা, ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬
দৈনিক বাংলা, ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬
দৈনিক বাংলা, ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬
দৈনিক বাংলা, ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬
দৈনিক বাংলা, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬
দৈনিক বাংলা, ১৫ অক্টোবর ১৯৮৬
দৈনিক বাংলা, ১৬ অক্টোবর ১৯৮৬
দৈনিক বাংলা, ১৭ অক্টোবর ১৯৮৬
দৈনিক বাংলা, ২৪ অক্টোবর ১৯৮৬
দৈনিক বাংলা, ১০ নভেম্বর ১৯৮৬
দৈনিক বাংলা, ১১ নভেম্বর ১৯৮৬
দৈনিক বাংলা, ৭ ডিসেম্বর ১৯৮৬
দৈনিক বাংলা, ২৪ মার্চ ১৯৮৭
দৈনিক বাংলা, ২৫ মার্চ ১৯৮৭
দৈনিক বাংলা, ১৮ জুন ১৯৮৭
দৈনিক বাংলা, ১৭ আগস্ট ১৯৮৭
দৈনিক বাংলা, ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭
দৈনিক বাংলা, ৩০ অক্টোবর ১৯৮৭
দৈনিক বাংলা, ১০ নভেম্বর ১৯৮৭
দৈনিক বাংলা, ১২ নভেম্বর ১৯৮৭
দৈনিক বাংলা, ১৩ নভেম্বর ১৯৮৭
দৈনিক বাংলা, ২৯ নভেম্বর ১৯৮৭
দৈনিক বাংলা, ৩০ নভেম্বর ১৯৮৭
দৈনিক বাংলা, ১২ ডিসেম্বর ১৯৮৭
দৈনিক বাংলা, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৮৭
দৈনিক বাংলা, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৮৭
দৈনিক বাংলা, ২ জানুয়ারি ১৯৮৮
দৈনিক বাংলা, ৪ জানুয়ারি ১৯৮৮
দৈনিক বাংলা, ১৯ জানুয়ারি ১৯৮৮
দৈনিক বাংলা, ২৬ জানুয়ারি ১৯৮৮
দৈনিক বাংলা, ৩ মার্চ ১৯৮৮
দৈনিক বাংলা, ৪ মার্চ ১৯৮৮
দৈনিক বাংলা, ৬ মার্চ ১৯৮৮
দৈনিক বাংলা, ১১ মার্চ ১৯৮৮
দৈনিক বাংলা, ১৮ মার্চ ১৯৮৮
দৈনিক বাংলা, ৮ জুন ১৯৮৮
দৈনিক বাংলা, ৯ জুন ১৯৮৮
দৈনিক বাংলা, ১৪ জুন ১৯৮৮
দৈনিক বাংলা, ১৫ জুন ১৯৮৮
দৈনিক বাংলা, ২৯ জুন ১৯৯০
দৈনিক বাংলা, ২৬ জুলাই ১৯৯০
দৈনিক বাংলা, ২৭ জুলাই ১৯৯০
দৈনিক বাংলা, ১৫ আগস্ট ১৯৯০
দৈনিক বাংলা, ১৬ আগস্ট ১৯৯০
দৈনিক বাংলা, ২ অক্টোবর ১৯৯০
দৈনিক বাংলা, ১৩ অক্টোবর ১৯৯০
দৈনিক বাংলা, ১৭ অক্টোবর ১৯৯০
দৈনিক বাংলা, ২০ নভেম্বর ১৯৯০
দৈনিক বাংলা, ২২ নভেম্বর ১৯৯০
দৈনিক বাংলা, ২৭ নভেম্বর ১৯৯০
দৈনিক বাংলা, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০
দৈনিক বাংলা, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০
দৈনিক বাংলা, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০
দৈনিক বাংলা, ৯ ডিসেম্বর ১৯৯০
দৈনিক বাংলা, ১১ ডিসেম্বর ১৯৯০
দৈনিক বাংলা, ১২ ডিসেম্বর ১৯৯০
দৈনিক বাংলা, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯০
দৈনিক ইত্তেফাক, ২ জানুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ৩ জানুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ জানুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ জানুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ জানুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ জানুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ জানুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ জানুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ জানুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ জানুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ জানুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ জানুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯ জানুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫ জানুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬ জানুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯ জানুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ৩ মার্চ ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ মার্চ ১৯৭২

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ মার্চ ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ মার্চ ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ মার্চ ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ মার্চ ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৪ মার্চ ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭ মার্চ ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ মার্চ ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯ মার্চ ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ এপ্রিল ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ এপ্রিল ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ এপ্রিল ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ এপ্রিল ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ এপ্রিল ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ এপ্রিল ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ এপ্রিল ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ এপ্রিল ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ৩ মে ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯ মে ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ৩০ মে ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ১ জুন ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ জুন ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ জুন ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ জুন ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ জুন ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩ জুন ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ জুন ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬ জুন ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ জুলাই ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ জুলাই ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ জুলাই ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ আগস্ট ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ আগস্ট ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ আগস্ট ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯ আগস্ট ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ আগস্ট ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ২২ আগস্ট ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭ আগস্ট ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯ আগস্ট ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ৩০ আগস্ট ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ১ অক্টোবর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ২ অক্টোবর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ অক্টোবর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ অক্টোবর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ অক্টোবর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ অক্টোবর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ অক্টোবর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ অক্টোবর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ অক্টোবর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ অক্টোবর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৪ অক্টোবর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ অক্টোবর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ অক্টোবর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯ অক্টোবর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ অক্টোবর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ অক্টোবর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫ অক্টোবর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭ অক্টোবর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯ অক্টোবর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ১ নভেম্বর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ৩ নভেম্বর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ নভেম্বর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ নভেম্বর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ নভেম্বর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ নভেম্বর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ নভেম্বর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ নভেম্বর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬ নভেম্বর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭ নভেম্বর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯ নভেম্বর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ৩ ডিসেম্বর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ ডিসেম্বর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ২২ ডিসেম্বর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ ডিসেম্বর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬ ডিসেম্বর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭২
দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ জানুয়ারি ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৪ জানুয়ারি ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ জানুয়ারি ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩ জানুয়ারি ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬ জানুয়ারি ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ৩১ জানুয়ারি ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ২ মার্চ ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ মার্চ ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ মার্চ ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ মার্চ ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ মার্চ ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ মার্চ ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ মার্চ ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ মার্চ ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ মার্চ ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ মার্চ ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ মার্চ ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ২২ মার্চ ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩ মার্চ ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ এপ্রিল ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ এপ্রিল ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ২২ এপ্রিল ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ এপ্রিল ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ১ মে ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ মে ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ মে ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ মে ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ মে ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ মে ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯ মে ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫ মে ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ মে ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ জুন ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ জুন ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ জুন ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ২ জুলাই ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ জুলাই ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ জুলাই ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ জুলাই ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ২২ জুলাই ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৪ আগস্ট ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯ আগস্ট ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ আগস্ট ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯ আগস্ট ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ৩১ আগস্ট ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ৩ অক্টোবর ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ অক্টোবর ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ১ নভেম্বর ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ১ ডিসেম্বর ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ২ ডিসেম্বর ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৭৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯ জানুয়ারি ১৯৭৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ এপ্রিল ১৯৭৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ এপ্রিল ১৯৭৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ এপ্রিল ১৯৭৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ এপ্রিল ১৯৭৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫ এপ্রিল ১৯৭৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬ এপ্রিল ১৯৭৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬ মে ১৯৭৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ জুলাই ১৯৭৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ জুলাই ১৯৭৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ৩১ জুলাই ১৯৭৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ৩ আগস্ট ১৯৭৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ অক্টোবর ১৯৭৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ অক্টোবর ১৯৭৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ অক্টোবর ১৯৭৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ অক্টোবর ১৯৭৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩ অক্টোবর ১৯৭৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ অক্টোবর ১৯৭৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬ অক্টোবর ১৯৭৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ২ নভেম্বর ১৯৭৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ৩ নভেম্বর ১৯৭৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ নভেম্বর ১৯৭৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ নভেম্বর ১৯৭৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩ নভেম্বর ১৯৭৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ ডিসেম্বর ১৯৭৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ ডিসেম্বর ১৯৭৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ ডিসেম্বর ১৯৭৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬ জানুয়ারি ১৯৭৫
দৈনিক ইত্তেফাক, ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫
দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫
দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫
দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ এপ্রিল ১৯৭৫
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ এপ্রিল ১৯৭৫
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯ এপ্রিল ১৯৭৫
দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ জুন ১৯৭৫
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ জুন ১৯৭৫
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ জুন ১৯৭৫
দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ জুন ১৯৭৫
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ আগস্ট ১৯৭৫
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ আগস্ট, ১৯৭৫
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ আগস্ট ১৯৭৫
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ আগস্ট ১৯৭৫
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫ আগস্ট ১৯৭৫
দৈনিক ইত্তেফাক, ৩১ আগস্ট ১৯৭৫
দৈনিক ইত্তেফাক, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫
দৈনিক ইত্তেফাক, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫
দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ অক্টোবর ১৯৭৫
দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ নভেম্বর ১৯৭৫
দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ নভেম্বর ১৯৭৫
দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ নভেম্বর ১৯৭৫
দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ নভেম্বর ১৯৭৫
দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ নভেম্বর ১৯৭৫
দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ নভেম্বর ১৯৭৫
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ নভেম্বর ১৯৭৫
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ নভেম্বর ১৯৭৫
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫ নভেম্বর ১৯৭৫
দৈনিক ইত্তেফাক, ১ জানুয়ারি ১৯৭৬
দৈনিক ইত্তেফাক, ২ জানুয়ারি ১৯৭৬
দৈনিক ইত্তেফাক, ২২ নভেম্বর ১৯৭৬
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩ এপ্রিল ১৯৭৭
দৈনিক ইত্তেফাক, ১ মে ১৯৭৭
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ মে ১৯৭৭
দৈনিক ইত্তেফাক, ৩০ মে ১৯৭৭
দৈনিক ইত্তেফাক, ৩১ মে ১৯৭৭
দৈনিক ইত্তেফাক, ১ জুন ১৯৭৭
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৭
দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ এপ্রিল ১৯৭৮
দৈনিক ইত্তেফাক, ৩ মে ১৯৭৮
দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ মে ১৯৭৮
দৈনিক ইত্তেফাক, ৩ জুন ১৯৭৮
দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ জুন ১৯৭৮
দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ জুন, ১৯৭৮
দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ জুন ১৯৭৮
দৈনিক ইত্তেফাক, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ নভেম্বর ১৯৭৮
দৈনিক ইত্তেফাক, ১ ডিসেম্বর ১৯৭৮
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭ ডিসেম্বর ১৯৭৮
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯
দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯
দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯
দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ এপ্রিল ১৯৭৯
দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ এপ্রিল ১৯৭৯
দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ এপ্রিল ১৯৭৯
দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ মে ১৯৭৯
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯ নভেম্বর ১৯৭৯
দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ নভেম্বর ১৯৭৯
দৈনিক ইত্তেফাক, ৩ ডিসেম্বর ১৯৭৯
দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ ডিসেম্বর ১৯৭৯
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ এপ্রিল ১৯৮০
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ এপ্রিল ১৯৮০
দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ এপ্রিল ১৯৮০
দৈনিক ইত্তেফাক, ১ মে ১৯৮০
দৈনিক ইত্তেফাক, ১ নভেম্বর ১৯৮০

দৈনিক ইত্তেফাক, ২ নভেম্বর ১৯৮০
দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ জানুয়ারি ১৯৮১
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ মে ১৯৮১
দৈনিক ইত্তেফাক, ৩১ মে, ১৯৮১
দৈনিক ইত্তেফাক, ১ জুন ১৯৮১
দৈনিক ইত্তেফাক, ২ জুন ১৯৮১
দৈনিক ইত্তেফাক, ৩ জুন ১৯৮১
দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ আগস্ট ১৯৮১
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮১
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ নভেম্বর ১৯৮১
দৈনিক বাংলা, ১৭ নভেম্বর ১৯৮১
দৈনিক ইত্তেফাক, ১ জানুয়ারি ১৯৮২
দৈনিক ইত্তেফাক, ২ জানুয়ারি ১৯৮২
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫ মার্চ ১৯৮২
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮২
দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ নভেম্বর ১৯৮২
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ ডিসেম্বর ১৯৮৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ জানুয়ারি ১৯৮৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ১ মার্চ ১৯৮৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ মে ১৯৮৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ মে ১৯৮৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ অক্টোবর ১৯৮৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯ অক্টোবর ১৯৮৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ নভেম্বর ১৯৮৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৮৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ ডিসেম্বর ১৯৮৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭ ডিসেম্বর ১৯৮৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ২ মার্চ ১৯৮৫
দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ মার্চ ১৯৮৫
দৈনিক ইত্তেফাক, ২২ মার্চ ১৯৮৫
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩ মার্চ ১৯৮৫
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ আগস্ট ১৯৮৫
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩ আগস্ট ১৯৮৫
দৈনিক ইত্তেফাক, ১ অক্টোবর ১৯৮৫
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৮৫
দৈনিক ইত্তেফাক, ২ জানুয়ারি ১৯৮৬
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৪ জানুয়ারি ১৯৮৬
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ মার্চ ১৯৮৬
দৈনিক ইত্তেফাক, ৩ এপ্রিল ১৯৮৬
দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ এপ্রিল ১৯৮৬
দৈনিক ইত্তেফাক, ৩০ এপ্রিল ১৯৮৬
দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ মে ১৯৮৬
দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ মে ১৯৮৬
দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ মে ১৯৮৬
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ মে ১৯৮৬
দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৪ অক্টোবর ১৯৮৬
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ অক্টোবর ১৯৮৬
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ অক্টোবর ১৯৮৬
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ অক্টোবর ১৯৮৬
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ অক্টোবর ১৯৮৬
দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ নভেম্বর ১৯৮৬
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ নভেম্বর ১৯৮৬
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৮৬
দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ আগস্ট ১৯৮৭
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯ অক্টোবর ১৯৮৭
দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ নভেম্বর ১৯৮৭
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ নভেম্বর ১৯৮৭
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯ নভেম্বর ১৯৮৭
দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ ডিসেম্বর ১৯৮৭
দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ ডিসেম্বর ১৯৮৭
দৈনিক ইত্তেফাক, ৩ মার্চ ১৯৮৮
দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ মার্চ ১৯৮৮
দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ মার্চ ১৯৮৮
দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ মে ১৯৮৮
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫ মে ১৯৮৮
দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ জুন ১৯৮৮
দৈনিক ইত্তেফাক, ২ আগস্ট ১৯৯০
দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ নভেম্বর ১৯৯০
দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ নভেম্বর ১৯৯০
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭ নভেম্বর ১৯৯০
দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০
দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০
দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০
দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ ডিসেম্বর ১৯৯০
দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ ডিসেম্বর ১৯৯০
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯০
সংবাদ, ১০ জানুয়ারি ১৯৭২
সংবাদ, ১১ জানুয়ারি ১৯৭২
সংবাদ, ১২ জানুয়ারি ১৯৭২
সংবাদ, ১৬ জানুয়ারি ১৯৭২
সংবাদ, ১৮ জানুয়ারি ১৯৭২
সংবাদ, ১৯ জানুয়ারি ১৯৭২
সংবাদ, ২১ জানুয়ারি ১৯৭২
সংবাদ, ২৫ জানুয়ারি ১৯৭২
সংবাদ, ২৯ জানুয়ারি ১৯৭২
সংবাদ, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
সংবাদ, ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
সংবাদ, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
সংবাদ, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
সংবাদ, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
সংবাদ, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
সংবাদ, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
সংবাদ, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
সংবাদ, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
সংবাদ, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
সংবাদ, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
সংবাদ, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
সংবাদ, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
সংবাদ, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
সংবাদ, ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
সংবাদ, ১ মার্চ ১৯৭২
সংবাদ, ২ মার্চ ১৯৭২
সংবাদ, ৫ মার্চ ১৯৭২
সংবাদ, ৮ মার্চ ১৯৭২
সংবাদ, ১০ মার্চ ১৯৭২
সংবাদ, ১২ মার্চ ১৯৭২
সংবাদ, ১৯ মার্চ ১৯৭২
সংবাদ, ২২ মার্চ ১৯৭২
সংবাদ, ২৮ মার্চ ১৯৭২
সংবাদ, ২৯ মার্চ ১৯৭২
সংবাদ, ৩১ মার্চ ১৯৭২
সংবাদ, ১ এপ্রিল ১৯৭২
সংবাদ, ৪ এপ্রিল ১৯৭২
সংবাদ, ৮ এপ্রিল ১৯৭২
সংবাদ, ৯ এপ্রিল ১৯৭২
সংবাদ, ১১ এপ্রিল ১৯৭২
সংবাদ, ১২ এপ্রিল ১৯৭২
সংবাদ, ১৮ এপ্রিল ১৯৭২
সংবাদ, ২৪ এপ্রিল ১৯৭২
সংবাদ, ৪ মে ১৯৭২
সংবাদ, ৬ মে ১৯৭২
সংবাদ, ৮ মে ১৯৭২
সংবাদ, ১৩ মে ১৯৭২
সংবাদ, ১৬ মে ১৯৭২
সংবাদ, ১৮ মে ১৯৭২
সংবাদ, ১৯ মে ১৯৭২
সংবাদ, ২৩ মে ১৯৭২
সংবাদ, ২৫ মে ১৯৭২
সংবাদ, ২৭ মে ১৯৭২
সংবাদ, ২৯ মে ১৯৭২
সংবাদ, ১ জুন ১৯৭২
সংবাদ, ৩ জুন ১৯৭২
সংবাদ, ৬ জুন ১৯৭২
সংবাদ, ৭ জুন ১৯৭২
সংবাদ, ৮ জুন ১৯৭২
সংবাদ, ৯ জুন ১৯৭২
সংবাদ, ১১ জুন ১৯৭২
সংবাদ, ১২ জুন ১৯৭২
সংবাদ, ১৩ জুন ১৯৭২
সংবাদ, ১৭ জুন ১৯৭২
সংবাদ, ২১ জুন ১৯৭২
সংবাদ, ২২ জুন ১৯৭২
সংবাদ, ২৩ জুন ১৯৭২
সংবাদ, ২৬ জুন ১৯৭২
সংবাদ, ১ জুলাই ১৯৭২
সংবাদ, ৪ জুলাই ১৯৭২
সংবাদ, ৬ জুলাই ১৯৭২
সংবাদ, ৭ জুলাই ১৯৭২
সংবাদ, ৮ জুলাই ১৯৭২
সংবাদ, ১০ জুলাই ১৯৭২
সংবাদ, ১২ জুলাই ১৯৭২
সংবাদ, ১৪ জুলাই ১৯৭২
সংবাদ, ১৬ জুলাই ১৯৭২
সংবাদ, ২১ জুলাই ১৯৭২
সংবাদ, ২৫ জুলাই ১৯৭২
সংবাদ, ৩০ জুলাই ১৯৭২
সংবাদ, ৩১ জুলাই ১৯৭২
সংবাদ, ৪ আগস্ট ১৯৭২
সংবাদ, ৬ আগস্ট ১৯৭২
সংবাদ, ৯ আগস্ট ১৯৭২
সংবাদ, ১৬ আগস্ট ১৯৭২
সংবাদ, ১৮ আগস্ট ১৯৭২
সংবাদ, ১৯ আগস্ট ১৯৭২
সংবাদ, ২১ আগস্ট ১৯৭২
সংবাদ, ২২ আগস্ট ১৯৭২
সংবাদ, ২৬ আগস্ট ১৯৭২
সংবাদ, ২৮ আগস্ট ১৯৭২
সংবাদ, ৩০ আগস্ট ১৯৭২
সংবাদ, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭২
সংবাদ, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭২
সংবাদ, ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭২
সংবাদ, ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭২
সংবাদ, ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭২
সংবাদ, ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭২
সংবাদ, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭২
সংবাদ, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭২
সংবাদ, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭২
সংবাদ, ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭২
সংবাদ, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭২
সংবাদ, ১ অক্টোবর ১৯৭২
সংবাদ, ২ অক্টোবর ১৯৭২
সংবাদ, ৩ অক্টোবর ১৯৭২
সংবাদ, ৬ অক্টোবর ১৯৭২
সংবাদ,৭ অক্টোবর ১৯৭২
সংবাদ, ৮ অক্টোবর ১৯৭২
সংবাদ, ১০ অক্টোবর ১৯৭২
সংবাদ, ১১ অক্টোবর ১৯৭২
সংবাদ, ১২ অক্টোবর ১৯৭২
সংবাদ, ১৩ অক্টোবর ১৯৭২
সংবাদ, ১৫ অক্টোবর ১৯৭২
সংবাদ, ১৬ অক্টোবর ১৯৭২
সংবাদ, ১৭ অক্টোবর ১৯৭২
সংবাদ, ১৮ অক্টোবর ১৯৭২
সংবাদ, ১৯ অক্টোবর ১৯৭২
সংবাদ, ২০ অক্টোবর ১৯৭২
সংবাদ, ২১ অক্টোবর ১৯৭২
সংবাদ, ২৩ অক্টোবর ১৯৭২
সংবাদ, ২৫ অক্টোবর ১৯৭২
সংবাদ, ২৬ অক্টোবর ১৯৭২
সংবাদ, ২৭ অক্টোবর ১৯৭২
সংবাদ, ২৯ অক্টোবর ১৯৭২
সংবাদ, ৩০ অক্টোবর ১৯৭২
সংবাদ, ১ নভেম্বর ১৯৭২
সংবাদ, ২ নভেম্বর ১৯৭২
সংবাদ, ৫ নভেম্বর ১৯৭২
সংবাদ, ৬ নভেম্বর ১৯৭২
সংবাদ, ৭ নভেম্বর ১৯৭২
সংবাদ, ১৫ নভেম্বর ১৯৭২
সংবাদ, ১৮ নভেম্বর ১৯৭২
সংবাদ, ১৯ নভেম্বর ১৯৭২
সংবাদ, ২১ নভেম্বর ১৯৭২
সংবাদ, ২২ নভেম্বর ১৯৭২
সংবাদ, ২৩ নভেম্বর ১৯৭২
সংবাদ, ২৪ নভেম্বর ১৯৭২
সংবাদ, ২৭ নভেম্বর ১৯৭২
সংবাদ, ২৯ নভেম্বর ১৯৭২
সংবাদ, ৩০ নভেম্বর ১৯৭২
সংবাদ, ১ ডিসেম্বর ১৯৭২
সংবাদ, ৫ ডিসেম্বর ১৯৭২
সংবাদ, ৮ ডিসেম্বর ১৯৭২
সংবাদ, ৯ ডিসেম্বর ১৯৭২
সংবাদ, ১১ ডিসেম্বর ১৯৭২
সংবাদ, ১২ ডিসেম্বর ১৯৭২
সংবাদ, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৭২
সংবাদ, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭২
সংবাদ, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭২
সংবাদ, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২
সংবাদ, ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭২
সংবাদ, ২১ ডিসেম্বর ১৯৭২
সংবাদ, ২৬ ডিসেম্বর ১৯৭২
সংবাদ, ৩০ ডিসেম্বর ১৯৭২
সংবাদ, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭২
সংবাদ, ১০ জানুয়ারি ১৯৭৩
সংবাদ, ১৫ জানুয়ারি ১৯৭৩
সংবাদ, ১৯ জানুয়ারি ১৯৭৩
সংবাদ, ২০ জানুয়ারি ১৯৭৩
সংবাদ, ২১ জানুয়ারি ১৯৭৩
সংবাদ, ২২ জানুয়ারি ১৯৭৩
সংবাদ, ২৩ জানুয়ারি ১৯৭৩
সংবাদ, ২৬ জানুয়ারি ১৯৭৩
সংবাদ, ২৮ জানুয়ারি ১৯৭৩
সংবাদ, ৩০ জানুয়ারি ১৯৭৩
সংবাদ, ৩১ জানুয়ারি ১৯৭৩
সংবাদ, ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩
সংবাদ, ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩
সংবাদ, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩
সংবাদ, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩
সংবাদ, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩
সংবাদ, ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩
সংবাদ, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩
সংবাদ, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩
সংবাদ, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩
সংবাদ, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩
সংবাদ, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩
সংবাদ, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩
সংবাদ, ৩ মার্চ ১৯৭৩
সংবাদ, ৫ মার্চ ১৯৭৩
সংবাদ, ৬ মার্চ ১৯৭৩
সংবাদ, ৭ মার্চ ১৯৭৩
সংবাদ, ৮ মার্চ ১৯৭৩

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদ, ৯ মার্চ ১৯৭৩
সংবাদ, ১০ মার্চ ১৯৭৩
সংবাদ, ১১ মার্চ ১৯৭৩
সংবাদ, ১২ মার্চ ১৯৭৩
সংবাদ, ১৩ মার্চ ১৯৭৩
সংবাদ, ২০ মার্চ ১৯৭৩
সংবাদ, ২৩ মার্চ ১৯৭৩
সংবাদ, ৩ এপ্রিল ১৯৭৩
সংবাদ, ৬ এপ্রিল ১৯৭৩
সংবাদ, ৭ এপ্রিল ১৯৭৩
সংবাদ, ১২ এপ্রিল ১৯৭৩
সংবাদ, ১৪ এপ্রিল ১৯৭৩
সংবাদ, ১৮ এপ্রিল ১৯৭৩
সংবাদ, ১৯ এপ্রিল ১৯৭৩
সংবাদ, ২২ এপ্রিল ১৯৭৩
সংবাদ, ৭ মে ১৯৭৩
সংবাদ, ৮ মে ১৯৭৩
সংবাদ, ১৩ মে ১৯৭৩
সংবাদ, ১৭ মে ১৯৭৩
সংবাদ, ১৯ মে ১৯৭৩
সংবাদ, ২৮ জুন ১৯৭৩
সংবাদ, ১২ জুলাই ১৯৭৩
সংবাদ, ১৩ জুলাই ১৯৭৩
সংবাদ, ১৫ জুলাই ১৯৭৩
সংবাদ, ১৬ জুলাই ১৯৭৩
সংবাদ, ১৭ জুলাই ১৯৭৩
সংবাদ, ২০ জুলাই ১৯৭৩
সংবাদ, ২৭ জুলাই ১৯৭৩
সংবাদ, ২৮ জুলাই ১৯৭৩
সংবাদ, ৩ আগস্ট ১৯৭৩
সংবাদ, ১২ আগস্ট ১৯৭৩
সংবাদ, ১৩ আগস্ট ১৯৭৩
সংবাদ, ১৪ আগস্ট ১৯৭৩
সংবাদ, ১৫ আগস্ট ১৯৭৩
সংবাদ, ১৬ আগস্ট ১৯৭৩
সংবাদ, ২০ আগস্ট ১৯৭৩
সংবাদ, ২৪ আগস্ট ১৯৭৩
সংবাদ, ২৯ আগস্ট ১৯৭৩
সংবাদ, ৩১ আগস্ট ১৯৭৩
সংবাদ, ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩
সংবাদ, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩
সংবাদ, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩
সংবাদ, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩
সংবাদ, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩
সংবাদ, ৬ অক্টোবর ১৯৭৩
সংবাদ, ১১ অক্টোবর ১৯৭৩
সংবাদ, ১৬ অক্টোবর ১৯৭৩
সংবাদ, ২৪ অক্টোবর ১৯৭৩
সংবাদ, ৩১ অক্টোবর ১৯৭৩
সংবাদ, ৩ নভেম্বর ১৯৭৩
সংবাদ, ২০ নভেম্বর ১৯৭৩
সংবাদ, ২৪ নভেম্বর ১৯৭৩
সংবাদ, ৩০ নভেম্বর ১৯৭৩
সংবাদ, ১ ডিসেম্বর ১৯৭৩
সংবাদ, ২ ডিসেম্বর ১৯৭৩
সংবাদ, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭৩
সংবাদ, ২৯ জানুয়ারি ১৯৭৪
সংবাদ, ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪
সংবাদ, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪
সংবাদ, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪
সংবাদ, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪
সংবাদ, ১০ মার্চ ১৯৭৪
সংবাদ, ১১ মার্চ ১৯৭৪
সংবাদ, ১৬ মার্চ ১৯৭৪
সংবাদ, ২৯ মার্চ ১৯৭৪
সংবাদ, ৩১ মার্চ ১৯৭৪
সংবাদ, ১১ এপ্রিল ১৯৭৪
সংবাদ, ২৫ এপ্রিল ১৯৭৪
সংবাদ, ২৮ এপ্রিল ১৯৭৪
সংবাদ, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪
সংবাদ, ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪
সংবাদ, ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪
সংবাদ, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪
সংবাদ, ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭
সংবাদ, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪
সংবাদ, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪
সংবাদ, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪
সংবাদ, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪
সংবাদ, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪
সংবাদ, ১ অক্টোবর ১৯৭৪
সংবাদ, ৩ অক্টোবর ১৯৭৪
সংবাদ, ৬ অক্টোবর ১৯৭৪
সংবাদ, ৯ অক্টোবর ১৯৭৪
সংবাদ, ১০ অক্টোবর ১৯৭৪
সংবাদ, ১২ অক্টোবর ১৯৭৪
সংবাদ, ১৩ অক্টোবর ১৯৭৪
সংবাদ, ১৫ অক্টোবর ১৯৭৪
সংবাদ, ২০ অক্টোবর ১৯৭৪
সংবাদ, ২৪ অক্টোবর ১৯৭৪
সংবাদ, ২৬ অক্টোবর ১৯৭৪
সংবাদ, ২৭ অক্টোবর ১৯৭৪
সংবাদ, ২ নভেম্বর ১৯৭৪
সংবাদ, ৬ নভেম্বর ১৯৭৪
সংবাদ, ৯ নভেম্বর ১৯৭৪
সংবাদ, ১০ নভেম্বর ১৯৭৪
সংবাদ, ১৫ নভেম্বর ১৯৭৪
সংবাদ, ২৩ নভেম্বর ১৯৭৪
সংবাদ, ২৫ নভেম্বর ১৯৭৪
সংবাদ, ২ ডিসেম্বর ১৯৭৪
সংবাদ, ৪ ডিসেম্বর ১৯৭৪
সংবাদ, ৯ ডিসেম্বর ১৯৭৪
সংবাদ, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭৪
সংবাদ, ২৬ জানুয়ারি ১৯৭৫
সংবাদ, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫
সংবাদ, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫
সংবাদ, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫
সংবাদ, ৪ এপ্রিল ১৯৭৫
সংবাদ, ১৬ এপ্রিল ১৯৭৫
সংবাদ, ১৮ এপ্রিল ১৯৭৫
সংবাদ, ৭ জুন ১৯৭৫
সংবাদ, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫
সংবাদ, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫
সংবাদ, ৫ নভেম্বর ১৯৭৫
সংবাদ, ৬ নভেম্বর ১৯৭৫
সংবাদ, ৮ নভেম্বর ১৯৭৫
সংবাদ, ৯ নভেম্বর ১৯৭৫
সংবাদ, ১২ নভেম্বর ১৯৭৫
সংবাদ, ১৩ নভেম্বর ১৯৭৫
সংবাদ, ২৪ নভেম্বর ১৯৭৫
সংবাদ, ২৫ নভেম্বর ১৯৭৫
সংবাদ, ২২ নভেম্বর ১৯৭৬
সংবাদ, ২২ এপ্রিল ১৯৭৭
সংবাদ, ২৩ এপ্রিল ১৯৭৭
সংবাদ, ১ মে ১৯৭৭
সংবাদ, ২ মে ১৯৭৭
সংবাদ, ২৮ মে ১৯৭৭
সংবাদ, ৩০ মে ১৯৭৭
সংবাদ, ৩১ মে ১৯৭৭
সংবাদ, ১ জুন ১৯৭৭
সংবাদ, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৭
সংবাদ, ৩ মে ১৯৭৮
সংবাদ, ৩ জুন ১৯৭৮
সংবাদ, ৪ জুন ১৯৭৮
সংবাদ, ৫ জুন ১৯৭৮
সংবাদ, ৬ জুন ১৯৭৮
সংবাদ, ৪ জুলাই ১৯৭৮
সংবাদ, ১২ জুলাই ১৯৭৮
সংবাদ, ২৩ জুলাই ১৯৭৮
সংবাদ, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮
সংবাদ, ১৮ নভেম্বর ১৯৭৮
সংবাদ, ১ ডিসেম্বর ১৯৭৮
সংবাদ, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯
সংবাদ, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯
সংবাদ, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯
সংবাদ, ৬ এপ্রিল ১৯৭৯
সংবাদ, ৭ এপ্রিল ১৯৭৯
সংবাদ, ৮ এপ্রিল ১৯৭৯
সংবাদ, ৯ এপ্রিল ১৯৭৯
সংবাদ, ১৯ নভেম্বর ১৯৭৯
সংবাদ, ৩ ডিসেম্বর ১৯৭৯
সংবাদ, ৪ ডিসেম্বর ১৯৭৯
সংবাদ, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭৯
সংবাদ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮০
সংবাদ, ১৭ এপ্রিল ১৯৮০
সংবাদ, ১ মে ১৯৮০
সংবাদ, ৪ মে ১৯৮০
সংবাদ, ২ নভেম্বর ১৯৮০
সংবাদ, ৮ জানুয়ারি ১৯৮১
সংবাদ, ১১ জানুয়ারি ১৯৮১
সংবাদ, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১
সংবাদ, ১৮ মে ১৯৮১
সংবাদ, ৩১ মে ১৯৮১
সংবাদ, ১ জুন ১৯৮১
সংবাদ, ২ জুন ১৯৮১
সংবাদ, ৩ জুন ১৯৮১
সংবাদ, ৫ আগস্ট ১৯৮১
সংবাদ, ১১ আগস্ট ১৯৮১
সংবাদ, ১৭ নভেম্বর ১৯৮১
সংবাদ, ৪ জানুয়ারি ১৯৮২
সংবাদ, ৭ জানুয়ারি ১৯৮২
সংবাদ, ২৫ মার্চ ১৯৮২
সংবাদ, ২৭ মার্চ ১৯৮২
সংবাদ, ৮ জুলাই ১৯৮২
সংবাদ, ১২ ডিসেম্বর ১৯৮৩
সংবাদ, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৮৩
সংবাদ, ২২ মার্চ ১৯৮৪
সংবাদ, ৩০ মার্চ ১৯৮৪
সংবাদ, ৮ এপ্রিল ১৯৮৪
সংবাদ, ১১ মে ১৯৮৪
সংবাদ, ১৩ মে ১৯৮৪
সংবাদ, ২০ মে ১৯৮৪
সংবাদ, ৪ অক্টোবর ১৯৮৪
সংবাদ, ২৮ অক্টোবর ১৯৮৪
সংবাদ, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৪
সংবাদ, ২১ ডিসেম্বর ১৯৮৪
সংবাদ, ২৩ ডিসেম্বর ১৯৮৪
সংবাদ, ২৪ ডিসেম্বর ১৯৮৪
সংবাদ, ৯ জানুয়ারি ১৯৮৫
সংবাদ, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫
সংবাদ, ২ মার্চ ১৯৮৫
সংবাদ, ২১ মার্চ ১৯৮৫
সংবাদ, ২২ মার্চ ১৯৮৫
সংবাদ, ২৩ মার্চ ১৯৮৫
সংবাদ, ১৬ আগস্ট ১৯৮৫
সংবাদ, ১৭ আগস্ট ১৯৮৫
সংবাদ, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫
সংবাদ, ৮ অক্টোবর ১৯৮৫
সংবাদ, ২ নভেম্বর ১৯৮৫
সংবাদ, ১৭ নভেম্বর ১৯৮৫
সংবাদ, ২৩ ডিসেম্বর ১৯৮৫
সংবাদ, ১ জানুয়ারি ১৯৮৬
সংবাদ, ২ জানুয়ারি ১৯৮৬
সংবাদ, ২৩ জানুয়ারি ১৯৮৬
সংবাদ, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬
সংবাদ, ১৮ মার্চ ১৯৮৬
সংবাদ, ২২ মার্চ ১৯৮৬
সংবাদ, ২৩ মার্চ ১৯৮৬
সংবাদ, ৩ এপ্রিল ১৯৮৬
সংবাদ, ২৬ এপ্রিল ১৯৮৬
সংবাদ, ৭ মে ১৯৮৬
সংবাদ, ৮ মে ১৯৮৬
সংবাদ, ৯ মে ১৯৮৬
সংবাদ, ১০ মে ১৯৮৬
সংবাদ, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬
সংবাদ, ২২ অক্টোবর ১৯৮৬
সংবাদ, ১১ নভেম্বর ১৯৮৬
সংবাদ, ১৬ নভেম্বর ১৯৮৬
সংবাদ, ১৮ নভেম্বর ১৯৮৬
সংবাদ, ২৪ নভেম্বর ১৯৮৬
সংবাদ, ২৫ মার্চ ১৯৮৭
সংবাদ, ৬ জুলাই ১৯৮৭
সংবাদ, ২৫ অক্টোবর ১৯৮৭
সংবাদ, ১১ নভেম্বর ১৯৮৭
সংবাদ, ১৬ নভেম্বর ১৯৮৭
সংবাদ, ২৯ নভেম্বর ১৯৮৭
সংবাদ, ২০ জানুয়ারি ১৯৮৮
সংবাদ, ২৭ জানুয়ারি ১৯৮৮
সংবাদ, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮
সংবাদ, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮
সংবাদ, ৩ মার্চ ১৯৮৮
সংবাদ, ৪ মার্চ ১৯৮৮
সংবাদ, ৬ মার্চ ১৯৮৮
সংবাদ, ৮ মার্চ ১৯৮৮
সংবাদ, ৮ মে ১৯৮৮
সংবাদ, ১২ মে ১৯৮৮
সংবাদ, ২৯ মে ১৯৮৮
সংবাদ, ৯ জুলাই ১৯৯০
সংবাদ, ১২ আগস্ট ১৯৯০
সংবাদ, ১৯ নভেম্বর ১৯৯০
সংবাদ, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০
সংবাদ, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০
সংবাদ, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০
সংবাদ, ৯ ডিসেম্বর ১৯৯০
সংবাদ, ১০ ডিসেম্বর ১৯৯০
সংবাদ, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯০
সংবাদ, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯০
বাংলাদেশ অবজারভার, ১ জানুয়ারি ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ২ জানুয়ারি ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ৩ জানুয়ারি ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ৪ জানুয়ারি ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ৫ জানুয়ারি ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ৭ জানুয়ারি ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ৯ জানুয়ারি ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ১০ জানুয়ারি ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ১১ জানুয়ারি ১৯৭২

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ অবজারভার, ১২ জানুয়ারি ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ১৯ জানুয়ারি ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ২৫জানুয়ারি ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ২৬জানুয়ারি ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২.
বাংলাদেশ অবজারভার, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ২৯ মার্চ ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ২ এপ্রিল ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ৫ এপ্রিল ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ৭ এপ্রিল ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ১১ এপ্রিল ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ১২ এপ্রিল ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ১৯ মে ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ১ জুন ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ৮ জুন ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ১১ জুন ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজাভার, ২৩ জুন ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ২৬ জুন ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ১৬ জুলাই ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ১৭ জুলাই ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ১৯ আগস্ট ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ৩০ আগস্ট ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ১ অক্টোবর ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ৬ অক্টোবর ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ৭ অক্টোবর ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ৮ অক্টোবর ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ১০ অক্টোবর ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ১১ অক্টোবর ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ১২ অক্টোবর ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ১৩ অক্টোবর ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ১৪ অক্টোবর ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ১৫ অক্টোবর ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ১৬ অক্টোবর ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ৫ নভেম্বর ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ৬ নভেম্বর ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ১৫ নভেম্বর ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ২১ নভেম্বর ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ২২ নভেম্বর ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ২৭ নভেম্বর ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭২
বাংলাদেশ অবজারভার, ২০ জানুয়ারি ১৯৭৩
বাংলাদেশ অবজারভার, ২১ জানুয়ারি ১৯৭৩
বাংলাদেশ অবজারভার, ২৩ জানুয়ারি ১৯৭৩
বাংলাদেশ অবজারভার, ২৬ জানুয়ারি ১৯৭৩
বাংলাদেশ অবজারভার, ৩১ জানুয়ারি ১৯৭৩
বাংলাদেশ অবজারভার, ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩
বাংলাদেশ অবজারভার, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩
বাংলাদেশ অবজারভার, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩
বাংলাদেশ অবজারভার, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩
বাংলাদেশ অবজারভার, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩
বাংলাদেশ অবজারভার, ৭ মার্চ ১৯৭৩
বাংলাদেশ অবজারভার, ৮ মার্চ ১৯৭৩
বাংলাদেশ অবজারভার, ৯ মার্চ ১৯৭৩
বাংলাদেশ অবজারভার, ১১ মার্চ ১৯৭৩
বাংলাদেশ অবজারভার, ১২ মার্চ ১৯৭৩
বাংলাদেশ অবজারভার, ২১ মার্চ ১৯৭৩
বাংলাদেশ অবজারভার, ২৩ মার্চ ১৯৭৩
বাংলাদেশ অবজারভার, ১২ এপ্রিল ১৯৭৩
বাংলাদেশ অবজারভার, ১৮ এপ্রিল ১৯৭৩
বাংলাদেশ অবজারভার, ১৯ এপ্রিল ১৯৭৩
বাংলাদেশ অবজারভার,৭ মে ১৯৭৩
বাংলাদেশ অবজারভার, ১৭ মে ১৯৭৩
বাংলাদেশ অবজারভার, ১৮ মে ১৯৭৩
বাংলাদেশ অবজারভার, ১৫ জুলাই ১৯৭৩
বাংলাদেশ অবজারভার, ২৯ আগস্ট ১৯৭৩
বাংলাদেশ অবজারভার, ৩০ আগস্ট ১৯৭৩
বাংলাদেশ অবজারভার, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩
বাংলাদেশ অবজারভার, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩
বাংলাদেশ অবজারভার, ১ ডিসেম্বর ১৯৭৩
বাংলাদেশ অবজারভার, ২ ডিসেম্বর ১৯৭৩
বাংলাদেশ অবজারভার. ২৯ জানুয়ারি ১৯৭৪ .
বাংলাদেশ অবজারভার, ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪
বাংলাদেশ অবজারভার, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪
বাংলাদেশ অবজারভার, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪
বাংলাদেশ অবজারভার, ১১ এপ্রিল ১৯৭৪
বাংলাদেশ অবজারভার, ২৫ এপ্রিল ১৯৭৪
বাংলাদেশ অবজারভার, ২৬ এপ্রিল ১৯৭৪
বাংলাদেশ অবজারভার, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪
বাংলাদেশ অবজারভার, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪
বাংলাদেশ অবজারভার, ৯ অক্টোবর ১৯৭৪
বাংলাদেশ অবজারভার, ২৩ নভেম্বর ১৯৭৪
বাংলাদেশ অবজারভার, ২৪ নভেম্বর ১৯৭৪
বাংলাদেশ অবজারভার, ৯ ডিসেম্বর ১৯৭৪
বাংলাদেশ অবজারভার, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭৪
বাংলাদেশ অবজারভার,.৩০ ডিসেম্বর ১৯৭৪
বাংলাদেশ অবজারভার, ২৬ জানুয়ারি ১৯৭৫
বাংলাদেশ অবজারভার, ৩০ জানুয়ারি ১৯৭৫
বাংলাদেশ অবজারভার, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫
বাংলাদেশ অবজারভার, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫
বাংলাদেশ অবজারভার, ৪ এপ্রিল ১৯৭৫
বাংলাদেশ অবজারভার, ৫ এপ্রিল ১৯৭৫
বাংলাদেশ অবজারভার, ৭ জুন ১৯৭৫
বাংলাদেশ অবজারভার, ১৭ জুন ১৯৭৫
বাংলাদেশ অবজারভার, ২০ জুন ১৯৭৫
বাংলাদেশ অবজারভার, ১৬ আগস্ট ১৯৭৫
বাংলাদেশ অবজারভার, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫
বাংলাদেশ অবজারভার, ১৮ আগস্ট ১৯৭৫
বাংলাদেশ অবজারভার, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫
বাংলাদেশ অবজারভার, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫
বাংলাদেশ অবজারভার, ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫
বাংলাদেশ অবজারভার, ৫ নভেম্বর ১৯৭৫
বাংলাদেশ অবজারভার, ৬ নভেম্বর ১৯৭৫
বাংলাদেশ অবজারভার, ৭ নভেম্বর ১৯৭৫
বাংলাদেশ অবজারভার, ৮ নভেম্বর ১৯৭৫
বাংলাদেশ অবজারভার, ৯ নভেম্বর ১৯৭৫
বাংলাদেশ অবজারভার, ১২ নভেম্বর ১৯৭৫
বাংলাদেশ অবজারভার, ১৩ নভেম্বর ১৯৭৫
বাংলাদেশ অবজারভার, ২৪ নভেম্বর ১৯৭৫
বাংলাদেশ অবজারভার, ২৫ নভেম্বর ১৯৭৫
বাংলাদেশ অবজারভার, ২২ নভেম্বর ১৯৭৬
বাংলাদেশ অবজারভার, ৩০ নভেম্বর ১৯৭৬
বাংলাদেশ অবজারভার, ২২ এপ্রিল ১৯৭৭
বাংলাদেশ অবজারভার, ২৩ এপ্রিল ১৯৭৭
বাংলাদেশ অবজারভার, ২৪ এপ্রিল ১৯৭৭
বাংলাদেশ অবজারভার, ১ মে ১৯৭৭
বাংলাদেশ অবজারভার, ২৮ মে ১৯৭৭
বাংলাদেশ অবজারভার, ৩০ মে ১৯৭৭
বাংলাদেশ অবজারভার, ৩১ মে ১৯৭৭
বাংলাদেশ অবজারভার, ১ জুন ১৯৭৭
বাংলাদেশ অবজারভার, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৭
বাংলাদেশ অবজারভার, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭৭
বাংলাদেশ অবজারভার, ৩ মে ১৯৭৮
বাংলাদেশ অবজারভার, ৪ মে ১৯৭৮
বাংলাদেশ অবজারভার, ৩ জুন ১৯৭৮
বাংলাদেশ অবজারভার, ৪ জুন ১৯৭৮
বাংলাদেশ অবজারভার, ৫ জুন ১৯৭৮
বাংলাদেশ অবজারভার, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮
বাংলাদেশ অবজারভার, ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮
বাংলাদেশ অবজারভার, ১৮ নভেম্বর ১৯৭৮
বাংলাদেশ অবজারভার, ১৯ নভেম্বর ১৯৭৮
বাংলাদেশ অবজারভার, ১ ডিসেম্বর ১৯৭৮
বাংলাদেশ অবজারভার, ২ ডিসেম্বর ১৯৭৮
বাংলাদেশ অবজারভার, ২৭ ডিসেম্বর ১৯৭৮
বাংলাদেশ অবজারভার, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৭৮
বাংলাদেশ অবজারভার, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯
বাংলাদেশ অবজারভার, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯
বাংলাদেশ অবজারভার, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯
বাংলাদেশ অবজারভার, ৬ এপ্রিল ১৯৭৯
বাংলাদেশ অবজারভার, ৭ এপ্রিল ১৯৭৯
বাংলাদেশ অবজারভার, ৮ এপ্রিল ১৯৭৯
বাংলাদেশ অবজারভার, ১৯ নভেম্বর ১৯৭৯
বাংলাদেশ অবজারভার, ২০ নভেম্বর ১৯৭৯
বাংলাদেশ অবজারভার, ৩ ডিসেম্বর ১৯৭৯
বাংলাদেশ অবজারভার, ১৭ এপ্রিল ১৯৮০
বাংলাদেশ অবজারভার, ১ মে ১৯৮০
বাংলাদেশ অবজারভার, ৩ মে ১৯৮০
বাংলাদেশ অবজারভার,. ২ নভেম্বর ১৯৮০
বাংলাদেশ অবজারভার, ৩ নভেম্বর ১৯৮০
বাংলাদেশ অবজারভার, ৮ জানুয়ারি ১৯৮১
বাংলাদেশ অবজারভার, ১৮ মে ১৯৮১
বাংলাদেশ অবজারভার, ৩১ মে ১৯৮১
বাংলাদেশ অবজারভার, ১ জুন ১৯৮১
বাংলাদেশ অবজারভার, ২ জুন ১৯৮১
বাংলাদেশ অবজারভার, ৩ জুন ১৯৮১
বাংলাদেশ অবজারভার, ১৬ নভেম্বর ১৯৮১
বাংলাদেশ অবজারভার, ১৭ নভেম্বর ১৯৮১
বাংলাদেশ অবজারভার, ২৫ মার্চ ১৯৮২
বাংলাদেশ অবজারভার, ১২ ডিসেম্বর ১৯৮৩
বাংলাদেশ অবজারভার, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৮৩
বাংলাদেশ অবজারভার, ১৩ মে ১৯৮৪
বাংলাদেশ অবজারভার, ২৮ অক্টোবর ১৯৮৪
বাংলাদেশ অবজারভার, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৪
বাংলাদেশ অবজারভার, ২১ ডিসেম্বর ১৯৮৪
বাংলাদেশ অবজারভার, ২ মার্চ ১৯৮৫
বাংলাদেশ অবজারভার, ২১ মার্চ ১৯৮৫
বাংলাদেশ অবজারভার, ২২ মার্চ ১৯৮৫
বাংলাদেশ অবজারভার, ২৩ মার্চ ১৯৮৫
বাংলাদেশ অবজারভার, ১৭ আগস্ট ১৯৮৫
বাংলাদেশ অবজারভার, ২ জানুয়ারি ১৯৮৬
বাংলাদেশ অবজারভার, ২৩ মার্চ ১৯৮৬
বাংলাদেশ অবজারভার, ৭ মে ১৯৮৬
বাংলাদেশ অবজারভার, ৮ মে ১৯৮৬
বাংলাদেশ অবজারভার, ১৫ অক্টোবর ১৯৮৬
বাংলাদেশ অবজারভার, ১৬ অক্টোবর ১৯৮৬
বাংলাদেশ অবজারভার, ১৭ অক্টোবর ১৯৮৬
বাংলাদেশ অবজারভার, ১১ নভেম্বর ১৯৮৬
বাংলাদেশ অবজারভার, ১২ নভেম্বর ১৯৮৬
বাংলাদেশ অবজারভার, ২৯ নভেম্বর ১৯৮৭
বাংলাদেশ অবজারভার, ৩ মার্চ ১৯৮৮
বাংলাদেশ অবজারভার, ৪ মার্চ ১৯৮৮
বাংলাদেশ অবজারভার, ৬ মার্চ ১৯৮৮
বাংলাদেশ অবজারভার, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০
বাংলাদেশ অবজারভার, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০
বাংলাদেশ অবজারভার, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০
বাংলাদেশ অবজারভার, ৯ ডিসেম্বর ১৯৯০
বাংলাদেশ অবজারভার, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯০

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

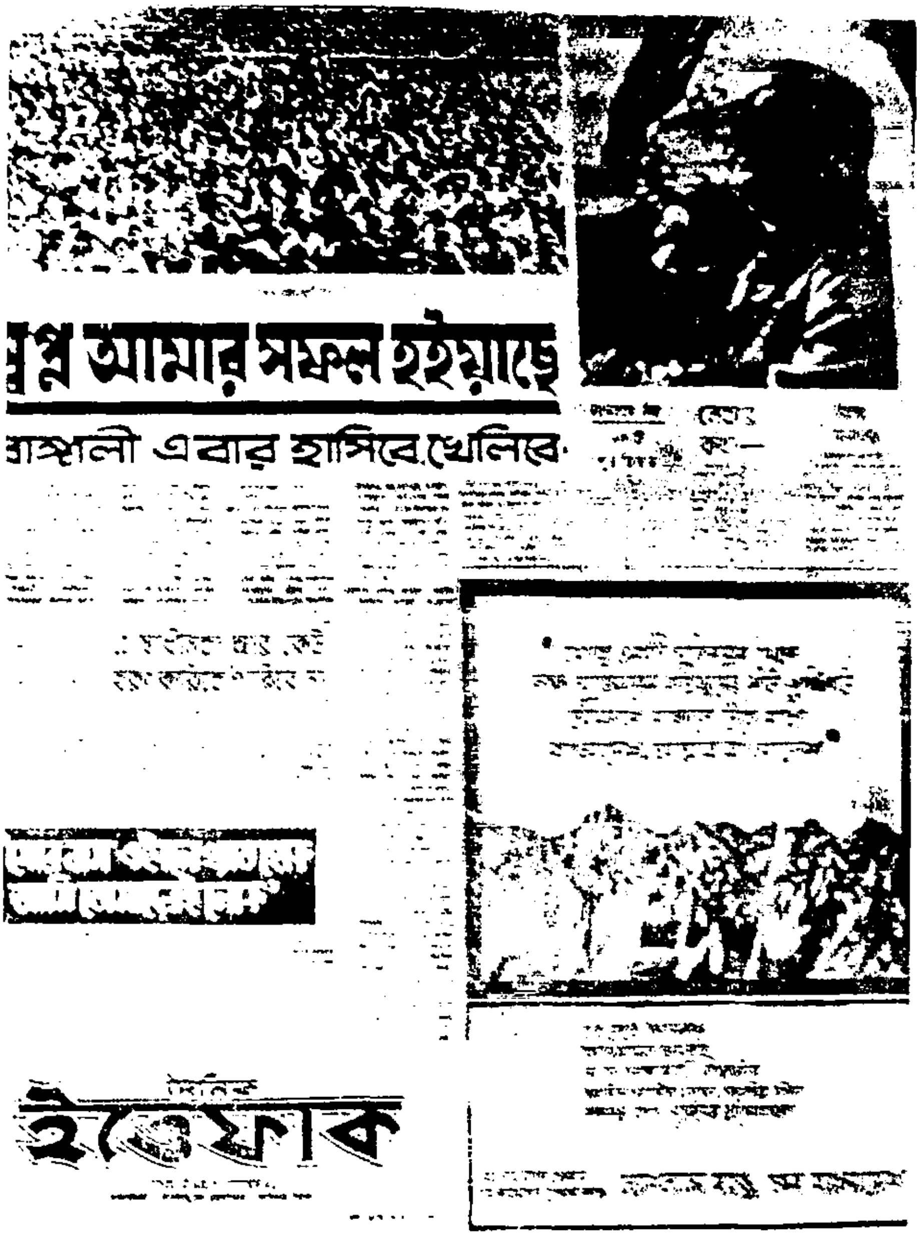
প্ন আমার সফল হইয়াছে

াঙ্গালী এবার হাসিবে খেলিবে

ইত্তেফাক